বসুমতী গ্রন্থাবলী সিরিজ

কালিদাসের গ্রন্থাবলী

মহাকবি কালিদাস বিরচিত

মূল—অন্বয়—অন্বয় সঙ্গে ব্যাখ্যা—তাৎপর্য্য—বিবরণ—অনুবাদ

দ্বিতীয় ভাগ

পণ্ডিত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত

সৎসাহিত্য, শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচারব্রত [illegible]

উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

ও

সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্তৃক

বিশেষভাবে পরিবর্দ্ধিত—পরিশোধিত—পরিস্ফুট ভাব-সৌন্দর্য্য-শোভিত

বসুমতী সাহিত্য-মন্দির
১৬৬, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

মূল্য—ছয় টাকা

মুদ্রাকর
শ্রীতুলসীচরণ বক্সী
ন্যাশনাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস
৩৬ডি, মদন মিত্র লেন
কলিকাতা-৬

সূচীপত্র

গ্রন্থ ও অধ্যায়	পৃষ্ঠা হইতে পৃষ্ঠা
১। কুমারসম্ভব—(মহাকাব্য)	১—২৩৮
„ প্রথম সর্গ	১—২৫
„ দ্বিতীয় সর্গ	২৬—৩৭
„ তৃতীয় সর্গ	৩৮—৬০
„ চতুর্থ সর্গ	৬১—৭১
„ পঞ্চম সর্গ	৭২—৯৬
„ ষষ্ঠ সর্গ	৯৭—১১২
„ সপ্তম সর্গ	১১৩—১৩৩
„ অষ্টম সর্গ	১৩৪—১৫৬
„ নবম সর্গ	১৫৭—১৬৬
„ দশম সর্গ	১৬৭—১৭৩
„ একাদশ সর্গ	১৭৪—১৮২
„ দ্বাদশ সর্গ	১৮৩—১৯৫
„ ত্রয়োদশ সর্গ	১৯৬—২০২
„ চতুর্দ্দশ সর্গ	২০৩—২১১
„ পঞ্চদশ সর্গ	২১২—২২১
„ ষোড়শ সর্গ	২২২—২২৭
„ সপ্তদশ সর্গ	২২৮—২৩৮
২। মেঘদূত—(খণ্ডকাব্য)	২৩৯—৩০১
„ পূর্ব্বমেঘ	২৪১—২৭৫
„ উত্তরমেঘ	২৭৬—২৯৯
„ উপসংহার	৩০০—৩০১
৩। নলোদয়—(খণ্ডকাব্য)	৩০২—৩৫১
„ প্রথম সর্গ	৩০৫—৩১৫
„ দ্বিতীয় সর্গ	৩১৬—৩২৭
„ তৃতীয় সর্গ	৩২৮—৩৩৮
„ চতুর্থ সর্গ	৩৩৯—৩৪৮
„ উপসংহার	৩৪৯—৩৫১

প্রকাশককে আশীর্ব্বাদ—

'প্রসন্নরাঘব'-রচয়িতা মহাকবি জয়দেব বলিয়াছেন—

"বাল্মীকেরজনি প্রকাশিতগুণা ব্যাসেন লীলাবতী
বৈদর্ভী কবিতা স্বয়ং বৃতবতী শ্রীকালিদাসং বরম্।"

"কবিতা বাল্মীকি হইতে জন্মলাভ করিয়াছেন, ভগবান্ বেদব্যাস তাঁহাকে পালন করিয়া, লীলাসম্পদে সুশোভিত করিয়া, জগতে তাঁহার গুণরাশি প্রকাশ করিয়াছেন, সেই কবিতাকন্যা বিদর্ভ-রীতিরূপ অলঙ্কারে ভূষিত হইয়া স্বেচ্ছাক্রমে শ্রীকালিদাসকে বররূপে গ্রহণ করিয়াছেন।"

জয়দেবের এই অর্দ্ধশ্লোকের দ্বারাই মহাকবি কালিদাসের যথার্থ পরিচয় প্রদত্ত হইয়াছে। এক কথায় বলিতে গেলে এই কবিতাটি মহাকবি কালিদাসের বিশ্ববিস্ময়কর মহনীয় চরিত্রের মূলসূত্র বলিলে বোধ করি অণুমাত্রও অত্যুক্তি হইবে না। আদিকবি মহর্ষি বাল্মীকি যে ভারতের সর্ব্বপ্রথম রসময়ী কবিতার জন্মদাতা, তাহা কে অস্বীকার করিবে? সংস্কৃত ভাষা আয়ত্ত করিয়া যিনি বাল্মীকির রামায়ণ না পড়িয়াছেন, তাঁহার সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার প্রয়াসমাত্রই হয়, তাঁহার সে প্রয়াস সাফল্যবর্জ্জিত। প্রসাদগুণে—সরল অলঙ্কারে মাধুর্য্যমণ্ডিত প্রাঞ্জলভাষায় মর্য্যাদা-পুরুষ ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্র ও জানকীর আদর্শ প্রেমের চিত্র আলোকসামান্য কর্ত্তব্যপরায়ণতার অগাধ সমুদ্রের ন্যায় উত্তালতরঙ্গমালা-সংক্ষোভেও অবিচলিত—অত্যুদার গাম্ভীর্য্যের বিস্ময়াবহ মধুর বিবর্ত্ত—মহাকবি বাল্মীকি-প্রণীত রামায়ণের ভাষাসাহায্যে যাঁহার হৃদয়ে গাঢ় অঙ্কিত হইয়াছে, এ সংসারে তিনিই যে এক জন বিশিষ্ট ভাগ্যশালী ব্যক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই। বাল্মীকি মাধুর্য্যের অফুরন্ত প্রস্রবণ, তাঁহার লোকোত্তর কবিত্বশক্তির সাহায্যে যে কাব্যমাধুর্য্যের সৃষ্টি তিনি করিয়াছেন, তাহার তুলনা তাঁহাতেই সম্ভবে।

তাহার পর ভগবান্ বেদব্যাস যাহা করিয়াছেন, তাহার দ্বারা কবিতাময়ী বাগ্‌দেবতা যে তারুণ্য ও সৌন্দর্য্য-মণ্ডিত গাম্ভীর্য্য লাভ করিয়াছেন, তাহার পরিচয় ভাষার সাহায্যে বুঝাইবার নহে, তাহা অবাঙ্‌মনসগোচর বলিলেও চলে। ভারতের সকল ধর্ম্ম, সকল আচার, সকল দর্শন, সকল নরনারীর সর্ব্বপ্রকার মনোবৃত্তি আর সর্ব্বোপরি আর্য ভারতের অনুপম আধ্যাত্মিকতা, বেদব্যাসের কবিতাময়ী ভাষায় যেমন ফুটিয়াছে, যেমন করিয়া সমগ্র হিন্দুভারতের সমগ্র মনোরাজ্যকে অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, তেমনটি বেদব্যাস ছাড়া আর কাহাতেও সম্ভব হয় নাই, হইবে না, হইতেও পারে না—ইহা ধ্রুব সত্য। ইহাই হইল ভগবান্ বেদব্যাসের লোকাতীত বৈশিষ্ট্য। প্রাচীন একটি কবিতা আছে যে—

"একোঽভূন্নলিনাৎ ততশ্চ পুলিনাৎ বল্মীকতশ্চাপর-
স্তে সর্ব্বে কবয়স্ত্রিলোকগুরবস্তেভ্যো নমস্কুর্ম্মহে।
অর্বাঞ্চো যদি গদ্যপদ্যরচনৈশ্চেতশ্চমৎকুর্ব্বতে
তেষাং মূর্দ্ধ্নি দধামি বামচরণং কর্ণাটরাজপ্রিয়া॥"

তাৎপর্য্য এই যে—

"জগতে যথার্থপক্ষে তিন জন কবি জন্মিয়াছিলেন—প্রথম কবি ক্ষীরোদশায়ী ভগবান্ নারায়ণের নাভিকমল হইতে উদ্ভূত হইয়াছেন, মন্ত্রে ব্রাহ্মণে উপনিষদে তাঁহার কবিতা ফুটিয়া উঠিয়াছে। আর এক জন কবি জন্মিয়াছিলেন পুলিন হইতে সৈকতে, তাঁহার নাম বেদব্যাস;—পুরাণ, উপপুরাণ, মহাভারত তাঁহার অক্ষয়কীর্ত্তি। আর এক জন কবি বল্মীক হইতে জন্মিয়াছিলেন—তাঁহার নাম বাল্মীকি;—রামায়ণ তাঁহার অতুলনীয় কীর্ত্তিকে অবিনশ্বর করিয়া রাখিয়াছে। এই তিন জন কবি যথার্থ কবি; কারণ, তাঁহারা ত্রিভুবনের হিতাহিতের উপদেষ্টা গুরু, এখনকার মানুষ যদি গদ্য পদ্য রচনা করিয়া চিত্ত-চমৎকারিত্ববিধানের প্রয়াস পায়, আমি কর্ণাট-রাজপ্রিয়া তাহাদিগের মস্তকে বামচরণ বিন্যস্ত করি।"

প্রবাদ আছে যে, মহাকবি কালিদাস নিজের বিরচিত কবিতার গ্রন্থসমূহ উপহাররূপে লইয়া কর্ণাটরাজ-মহিষীর সাক্ষাৎপ্রার্থী হইলে, পাণ্ডিত্যাভিমানিনী কবিতাগর্ব্বশালিনী কর্ণাটরাজমহিষী তাঁহার সহিত প্রথমে সাক্ষাৎকার করিতে অসম্মত হইয়া, উক্ত শ্লোক রচনাপূর্ব্বক কালিদাসের নিকট পাঠাইয়া দিয়াছিলেন, তৎপরে ভাগ্যবশতঃ কালিদাসের প্রণীত গ্রন্থনিচয়ের রসাস্বাদ পাইয়া বড়ই আদর ও গৌরবের সহিত মহাকবিকে আহ্বান করিয়া, রত্নসিংহাসনের উপর বসাইয়া, ঐ শ্লোকটি পাঠ করিয়া, কালিদাসের বামচরণ নিজের মস্তকে স্থাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন।

কালিদাসের ন্যায় মহাকবিকে অপমানিত করিবার জন্য ঐশ্বর্য্য-পাণ্ডিত্য-গর্ব্বোন্মত্তা কর্ণাটরাজমহিষী কবিতার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু কালিদাসের স্বয়ংবর-পরিণীতা কবিতার তাহা সহ্য হয় নাই, হইবেই বা কেন! পতিব্রতা কবিতা-রমণী পতির অপমানার্থে প্রবৃত্ত, গর্ব্বিতা রাজমহিষীর মুখ হইতে নির্গত হইয়াও তাঁহার মনের কথা এমনভাবে প্রকাশ করিয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে রাজমহিষীর সগর্ব্ব উক্তিও প্রণতিবচনে পরিণত হইয়াছিল, উক্ত শ্লোকের—"তাঁহাদের মাথায় বামচরণ দেই, এইরূপ অন্বয় আপাততঃ প্রতীত হইলেও "তাঁহাদিগের বামচরণ আমি সগৌরবে মস্তকে ধারণ করি" এই প্রকার অন্বয়েই পর্য্যবসিত হইয়াছিল। ইহাতে রাজমহিষীর কোন কৃতিত্ব নাই, ইহা ভগবান্ বেদব্যাসের নিকট লীলাভ্যাসকারিণী কবিতাসুন্দরীর লীলাবিবর্ত্ত ব্যতিরিক্ত আর কিছুই নহে।

কবিগুরু বাল্মীকির কবিতায় প্রসাদ ও মাধুর্য্যগুণ যেমন পরিস্ফুট, সেইরূপ উপমা, উৎপ্রেক্ষা, রূপক ও অতিশয়োক্তি প্রভৃতি অর্থালঙ্কারসমূহ—দোষ অজস্রভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। ভাষার সারল্যে বাল্মীকির তুলনা তাঁহাতেই পর্য্যবসান, অপর দিকে মহর্ষি বেদব্যাসের কবিতা যেমন গাম্ভীর্য্যময়ী—তেমনি প্রসাদময়ী, অথচ মাধুর্য্যের প্রাচুর্য্য তাহাতে সুব্যক্তভাবে পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু তাহাতে বাল্মীকির ন্যায় একটানা সরলতা ও প্রসাদ দেখিতে পাওয়া যায় না। মাধুর্য্যের সঙ্গে গাম্ভীর্য্যের মধ্যে মধ্যে যেমন মিলন, আবার স্থলে স্থলে ওজোগুণের একটানা ভাব প্রচুর-পরিমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে অর্থ যেমন সরল, আবার তেমনই কঠিন, তেমনই দুর্ব্বোধ্য। বাল্মীকির কবিতা হইতে বেদব্যাসের কবিতার ইহাই হইল পার্থক্য।

আর এক দিকে বেদব্যাস তাঁহার কবিতায় গভীর দার্শনিকতা ও আধ্যাত্মিকতা এত বেশীভাবে ফুটাইয়াছেন যে, তাহা দেখিলে বিস্ময়াবিষ্ট হইতে হয়। এ অংশে বেদব্যাস অদ্বিতীয় ও অতুলনীয়। এ গাম্ভীর্য্যময় আধ্যাত্মিকতা—দুরবগাহ দার্শনিকতা বাল্মীকির কবিতায় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাহা ছাড়া বেদব্যাসের কবিতায় আর একটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্য এই যে, ধর্ম্ম, আচার, অতীত মানবপ্রকৃতির অগণিত বৈচিত্র্য—যুগযুগান্তরের

পরিবর্ত্তনশীল সভ্যতার বিশ্ববিস্ময়াবহ ইতিবৃত্ত—প্রকৃতির অনন্ত বৈচিত্র্য একাধারে সমাবেশ করিয়া অপূর্ব্ব রসসৃষ্টি করিবার অদ্বিতীয় ক্ষমতা ভগবান্ বেদব্যাসের যেমন দেখিতে পাওয়া যায়, পৃথিবীর অন্য কোন কবির পক্ষে তাহা সম্ভবপর মনে হয় না।

এই দুই মহাকবির বিশ্ববিদিত মহাকাব্যদ্বয়ের তুলনা দিবার সামগ্রী দেখিতে পাওয়া যায় না। কথঞ্চিৎ তুলনা অর্থাৎ আংশিকভাবে সাম্য একেবারে যে অসম্ভব, তাহা বলিতে পারা যায় না। মহাসমুদ্র যদি স্থির হয়—প্রলয়ঝটিকার উত্তাল তরঙ্গমালার সহিত তাহার সম্বন্ধ যদি একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়—শরতের নীলাকাশে সমুদিত পূর্ণিমার অনাবিল জ্যোৎস্নায় আবার সেই মহাসমুদ্র যদি সর্ব্বতঃ সমুদ্ভাসিত হয়, আমার মনে হয়, তাহার সহিত কবিগুরু বাল্মীকির মহাকাব্য—রামায়ণের তুলনা কথঞ্চিৎ সম্ভবপর হয়।

অন্য দিকে মহাকবি বেদব্যাসের মহাকাব্য—মহাভারতের সহিত তুলনার কথা ভাবিলে, সর্ব্বাগ্রে গিরিরাজ হিমালয়ের কথা মনে উদিত হয়। গিরিরাজ হিমালয় যেমন সমুন্নত—অগণিত শৃঙ্গাবলীর শীর্ষভাগে নিরত সৌরালোক-সমুদ্ভাসিত—হিমানী-সংহতি-পরিশোভিত মধ্যদেশে—অধিত্যকাপ্রদেশে—অগণিত শাল সরল-দেবদারু প্রভৃতি দীর্ঘ-শীর্ষ বনবনরাজির সতত সমাবেশে—চিরগাম্ভীর্য্যের লীলাস্থলী উপত্যকার—সমুন্নত বিষম প্রদেশসমূহের—বিচিত্রনানাবর্ণ অসংখ্য কুসুমকানন-পরিশোভিত—মানসসরোবরের ন্যায় বিশাল স্বচ্ছ শীতল জলপূরিত হ্রদসমূহে নিরন্তর বিরাজিত—ব্যাঘ্র সিংহ হস্তী বরাহ ভল্লুক প্রভৃতি অসংখ্যপ্রকারের ভীষণ ক্রূর সত্বরাজির নিরত সঞ্চারে চিরকোলাহলময় ও ভয়াবহ সৌন্দর্য্যে, ভীষণতার গাম্ভীর্য্যে ও উচ্চতায় পৃথিবীর মধ্যে যাহার তুলনা যাহাতেই সম্ভবে, সেই হিমালয়ের সহিত মহাকবি বেদব্যাসের তপঃসাধনার ফলস্বরূপ মহাভারতের সাম্য কথঞ্চিৎ সম্ভবপর হয়।

এই দুই মহাকবি যে দেশে জন্মিয়াছেন, অমর ভাষায় কবিতা লিখিয়াছেন—সনাতন হিন্দুসভ্যতার হৃদয়গ্রাহ—গম্ভীর মাধুর্য্য ও গাম্ভীর্য্য মূর্ত্তিমান্ করিয়া দিয়াছেন, সেই দেশে—সেই ভারতে সংস্কৃত ভাষায় সরস কবিতা লিখিয়া আর কেহ যশস্বী হইতে পারেন, এরূপ সম্ভাবনা মহাকবি কালিদাসের আবির্ভাবের পূর্ব্বকাল পর্য্যন্ত এ ভারতে আকাশ-কুসুমের ন্যায় ছিল, মহাকবি কালিদাস কিন্তু এই আকাশ-কুসুমসদৃশ সম্ভাবনাকে বাস্তব সত্যে পরিণত করিয়াছিলেন, বাল্মীকির ও ব্যাসের উপাদান হইতে কি অপূর্ব্ব সৃষ্টি হইতে পারে, বাল্মীকি ও ব্যাসের সঞ্চিত কুসুমরাজির দ্বারা কেমন সুললিত সর্ব্বজনপ্রিয় অভ্যদ্ভুত বৈজয়ন্তীমালা গ্রথিত হইতে পারে, তাহাই দেখাইবার জন্য মহাকবি কালিদাস এ ভারতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। রামায়ণে যাহা নাই বা মহাভারতে যাহা পরিদৃষ্ট হয় না, এমন করিয়া তাহাকে ছাটিয়া মাজিয়া ঘষিয়া—লোকসমাজে সুবর্ণহারে গাঁথিয়া শিল্পী যে প্রশংসা বা পুরস্কার লাভ করিয়া থাকে, মহাকবি কালিদাসের পক্ষে সেই পুরস্কার—সেই প্রশংসা সর্ব্বতোভাবে লব্ধ হইয়াছিল—ইহাই হইল বাল্মীকি ও বেদব্যাস হইতে কালিদাসের বৈলক্ষণ্য। সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয়, কালিদাসের মহাকাব্য ও দৃশ্যকাব্য হিমালয়ের বা চন্দ্রজ্যোৎস্না-সমুদ্ভাসিত অপার সমুদ্র—এই দুইটির মধ্যে একটিও নহে, কিন্তু ইহা অমরাবতীতে স্নিগ্ধ মধুর পবনান্দোলিত মন্দাকিনী-বেষ্টিত নন্দন-কানন; এ নন্দনকাননের মধ্যে মণিময় ক্রীড়াশৈল আছে, এ ক্রীড়াশৈল হিমালয়ের ন্যায় মহান্ না হইলেও হিমালয়ের কুসুমকাননের বিচিত্র শোভায় ও দিব্য আমোদে সর্ব্বদা বিলসিত। এ নন্দনকাননে কোকিলের কুহুস্বরে—পাপিয়ার প্রাণস্পর্শী কলকাকলীতে—সুরদীর্ঘিকার নিত্য-বিকসিত কমলনিচয়ের স্নিগ্ধ সৌরভে আকৃষ্ট ও পুঞ্জীভূত মধুকরকুলের মনোহরগানে চিরমুখরিত, ইহাই হইল কালিদাসের বৈশিষ্ট্য, এজন্যই কালিদাসকে লক্ষ্য করিয়া মহাকবি জয়দেব বলিয়াছেন—"বৈদর্ভী কবিতা স্বয়ং বৃতবতী শ্রীকালিদাসং বরম্।"

মহাকবি কালিদাসের এই অতুলনীয় কবিত্বশক্তি বাঙ্গালীর ঘরে ঘরে আস্বাদিত হইয়া, সমগ্র বঙ্গদেশকে মধুর রসের প্রবাহে সিক্ত, স্নিগ্ধ ও মত্ত করিবার জন্য সৎসাহিত্য ও শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচারে উত্তমশীল, বসুমতীর স্বত্বাধিকারী,

পরমকল্যাণভাজন, শ্রীমান্ সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাকবি কালিদাসের গ্রন্থাবলী সানুবাদ ও তাৎপর্য্যমণ্ডিত যে নূতন সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা পাঠ করিয়া আমি পরম আনন্দ লাভ করিয়াছি। অনুবাদ ও তাৎপর্য্য লিখিবার ভার যাঁহার উপর পড়িয়াছে, সেই পণ্ডিত স্নেহভাজন ছাত্র শ্রীযুক্ত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণও আকৈশোর মহাকবি কালিদাসের কবিতা-সৌন্দর্য্য বঙ্গভাষায় ফুটাইবার জন্য অধ্যবসায়শীল এবং সিদ্ধহস্ত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহার প্রণীত কালিদাসের সমালোচনা গ্রন্থ 'কালিদাস' বাঙ্গালী সহৃদয় পাঠকের নিকট সুপরিচিত, সুতরাং এ বিষয়ে এখানে তাঁহার গুণপণার নূতন করিয়া পরিচয় দিবার কিছুই নাই।

মহাকবি শ্রীহর্ষের সংস্কৃতসাহিত্যবিদ্‌গণের নিকট সুপরিচিত কবিতায় এক চরণ একটু পরিবর্ত্তন করিয়া উল্লেখ করিলেই বোধ হয় এই গ্রন্থের কথঞ্চিৎ পরিচয় পাঠকগণ পাইবেন—সে কবিতার চরণটি এই—

"অস্মদ্ভাগ্যবশাদয়ং সমুদিতঃ সর্ব্বো গুণানাং গণঃ।"

এ ক্ষেত্রে আমার আর কিছুই বলিবার অপেক্ষা আছে বলিয়া মনে হয় না। এ বিষয়ে আমার শেষ কথা এই যে, আশা করি, বসুমতীর নবপ্রকাশিত "কালিদাস-গ্রন্থাবলী" মহাকবি কালিদাস বিষয়ে বাঙ্গালার সহৃদয় পাঠকবর্গের রসাস্বাদসমুৎসুক মানসে নূতন চিন্তাধারার প্রবর্ত্তন করিবে। বাঙ্গালীর গৃহে গৃহে এই নূতন কালিদাসের গ্রন্থাবলী অলঙ্কারস্বরূপে বিরাজিত হইবে।

কাশীধাম
মহালয়া—১৩৩৩ সাল

শ্রীপ্রমথনাথ তর্কভূষণ

কুমারসম্ভব

(মহাকাব্য)

(মূল, অন্বয় ও তাৎপর্য্যার্থ-সংবলিত অনুবাদ)

মহাকবি-কালিদাস-বিরচিত

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব-অধ্যাপক

শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত

কুমারসম্ভবম্

প্রথমঃ সর্গঃ

অস্ত্যুত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ো নাম নগাধিরাজঃ।
পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ ॥ ১ ॥

অন্বয়।—উত্তরস্যাং দিশি দেবতাত্মা হিমালয়ঃ নাম নগাধিরাজঃ অস্তি। (কিম্ভূতঃ?)—পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য (অবগাহ্য) যঃ পৃথিব্যাঃ মানদণ্ডঃ ইব স্থিতঃ। ১।

বঙ্গার্থ।—পূর্ব্ব এবং পশ্চিম সমুদ্রে অবগাহনপূর্ব্বক (অর্থাৎ সেই উভয় সমুদ্র পর্য্যন্ত বিস্তৃত), পৃথিবীর মানদণ্ডের ন্যায় বিদ্যমান, দেবতাদিগের অধিষ্ঠান-ভূমি এক বিরাট পর্ব্বত ভূমণ্ডলের উত্তর দিক্ জুড়িয়া রহিয়াছে। তাহারও নাম হিমালয়। অত বড় পর্ব্বত আর নাই। এক কথায়, সেই ভূধর পর্ব্বত-কুলের রাজা ॥ ১ ॥

তাৎপর্য্য—কুমারসম্ভবের স্থূলবৃত্তান্ত এই :—"তারক নামে এক মহাবল-পরাক্রান্ত অতি দুর্দান্ত অসুর, ব্রহ্মদত্ত বরের প্রভাবে, অত্যন্ত গর্ব্বিত ও দুর্জ্জয় হইয়া, দেবতাদিগকে স্ব স্ব অধিকার হইতে চ্যুত করিয়া স্বয়ং স্বর্গরাজ্য অধিকার করে। দেবতারা দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইয়া, ব্রহ্মার শরণাগত হইলে, তিনি তাঁহাদিগকে এই বলিয়া আশ্বাস-প্রদান করেন যে, পার্ব্বতীর গর্ভে শিবের যে পুত্র জন্মিবেন, তিনি তোমাদের সেনাপতি হইয়া, তারকাসুরের প্রাণ-সংহার করিয়া তোমাদিগকে পুনর্ব্বার স্ব-স্ব অধিকার প্রদান করিবেন। তদনুসারে দেবতারা উদ্‌যোগী হইয়া হরগৌরীর" (বিদ্যাসাগর) প্রণয় সম্পাদনার্থে কন্দর্পকে নিযুক্ত করেন। কন্দর্প সমাধি-মগ্ন বিরূপাক্ষের ধ্যান-ভঙ্গে উদ্যত হইলে, রুদ্রের রোষ-প্রদীপ্ত ললাট-নয়ন হইতে অগ্নিশিখা নির্গত হইয়া, তাঁহাকে ভস্মীভূত করে! পরে,—গৌরীর প্রাণ-পাতিনী তপস্যায় মহাদেব প্রসন্ন হন এবং হরগৌরীর পরিণয়-সম্পাদন হয়।

"কুমারসম্ভব সপ্তদশ সর্গে বিভক্ত। তন্মধ্যে প্রথম সাত সর্গের সর্ব্বত্র অনুশীলন আছে; অবশিষ্ট দশ সর্গ একেবারে অপ্রচলিত ও বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে। * * * * বোধ হয় তাহার হেতু এই, অষ্টম সর্গে হরগৌরীর বিহার-বর্ণনা আছে, তাহাও সামান্য নায়ক-নায়িকার বিহারের ন্যায় বর্ণিত হইয়াছে। নবমে হরগৌরীর কৈলাস-গমন এবং দশমে কার্ত্তিকেয়ের জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। এই দুই সর্গেও অশ্লীল বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতবর্ষীয় লোকেরা হরগৌরীকে জগৎপিতা ও জগন্মাতা জ্ঞান করেন। জগৎপিতা ও জগন্মাতার সংক্রান্ত অশ্লীল বর্ণনা পাঠ করা একান্ত অনুচিত বিবেচনা করিয়া, লোকে কুমারসম্ভবের শেষ দশ সর্গের অনুশীলন রহিত করিয়াছে। আলঙ্কারিকেরাও কুমারসম্ভবের হরগৌরীর বিহার-বর্ণনাকে অত্যন্ত অনুচিত ও অত্যন্ত দুষ্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। একাদশ অবধি সপ্তদশ পর্য্যন্ত সাত সর্গে কার্ত্তিকেয়ের বাল্য-লীলা, সৈনাপত্য-গ্রহণ, তারকাসুরের সহিত সংগ্রাম ও সেই সংগ্রামে তারকাসুরের নিপাত, * * সবিস্তর বর্ণিত হইয়াছে। এই সাত সর্গে অশ্লীলবর্ণনার লেশমাত্র নাই। কিন্তু অষ্টম, নবম, এবং দশম—এই তিন সর্গের দোষে, ইহারাও একেবারে বিলুপ্তপ্রায় হইয়া আছে।" (বিদ্যাসাগর)।

কুমারসম্ভব সম্বন্ধে পরম মেধাবী ও মনস্বী বিদ্যাসাগর মহাশয়ের এই অভিমত। প্রসিদ্ধ আলঙ্কারিক মম্মট ভট্ট বহুশতবৎসর পূর্ব্বে, তদীয় পরম উপাদেয় "কাব্যপ্রকাশ" গ্রন্থে, বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁহার "সাহিত্যদর্পণ" পুস্তকের রস-দোষ-প্রসঙ্গে, কালিদাস-কৃত উমামহেশ্বরের সম্ভোগ-বর্ণনার অনৌচিত্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা স্পষ্টকণ্ঠে বলিয়াছেন,—"রতিঃ সম্ভোগ-শৃঙ্গার-রূপা উত্তম-দেবতা-বিষয়া ন বর্ণনীয়া, তদ্বর্ণনং হি পিত্রোঃ সম্ভোগ-বর্ণনমিব অত্যন্ত-মনুচিতম্।" (কাব্যপ্রকাশ, মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন, পৃ-১৬৯) এ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে।

কুমারসম্ভবের অন্য অংশ না হউক, অষ্টম সর্গ, যাহা বর্ত্তমান-সময়ে কালিদাস-রচিত বলিয়া সাধারণ্যে প্রচলিত, তাহা

যং সর্ব্বশৈলাঃ পরিকল্প্য বৎসং মেরৌ স্থিতে দোগ্ধরি দোহদক্ষে।
ভাস্বন্তি রত্নানি মহৌষধীশ্চ পৃথূপদিষ্টাং দুদুহুর্ধরিত্রীম্॥ ২॥

অন্বয়।—সর্ব্ব-শৈলাঃ যং (হিমালয়ং) বৎসং পরিকল্প্য দোহদক্ষে মেরৌ দোগ্ধরি স্থিতে (সতি) পৃথূপদিষ্টাং ধরিত্রীং (গোরূপধরাং) ভাস্বন্তি (দ্যুতিযুক্তানি) রত্নানি, (ভাস্বতীঃ) মহৌষধীঃ চ (ক্ষীরত্বেন পরিণতাঃ সঞ্জীবনী-প্রভৃতীশ্চ) দুদুহুঃ॥২॥

বঙ্গার্থ।—অতি প্রাচীনকালে, জগৎপতি পৃথু কর্ত্তৃক এইভাবে দোহন কর, এইরূপ কর, ইত্যাদিরূপে উপদিষ্ট হইয়া অন্যান্য পর্ব্বতকুল, এই হিমালয়কে বৎসরূপে পরিকল্পিত করিয়া, গোরূপ-ধারিণী বসুন্ধরাকে দোহন করিয়াছিল। সেই পৃথিবীদোহনব্যাপারে দোহন-দক্ষ মেরুগিরি দোগ্ধার কার্য্য করিয়াছিল এবং শৈল-সমূহ ধরিত্রী-গর্ভ হইতে বহুবিধ উজ্জ্বল রত্ন, মণি-মাণিক্য ও পরম দীপ্তিশালিনী নানাপ্রকার ওষধি, —অর্থাৎ জ্যোতিষ্মতী লতা প্রাপ্ত হইয়াছিল।—হিমাচল বৎস-রূপে বসুধা হইতে প্রথম আকর্ষণ করিয়াছিলেন বলিয়া, ইহার ভাগ্যে অধিকতর রত্ন-ওষধি প্রভৃতি জুটিয়াছিল। ২॥

যে বস্তুতঃই কালিদাসের অমৃতময়ী লেখনী হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছে, তাহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। কেন,—তাহা ক্রমে বলিতেছি। কুমারসম্ভব রঘুবংশের পূর্ব্ববর্ত্তী। প্রথম রচনা একেবারে দোষ-মুক্ত হওয়া অসম্ভব। তাই কুমারে যে সকল স্থল ঈষৎ অসংলগ্ন, তৎসদৃশ স্থলসমূহ রঘুবংশে কালিদাস সংশোধিত করিয়াছেন। হরপার্ব্বতীর ও অজ-ইন্দুমতীর বিবাহ এবং রতি-বিলাপ ও অজবিলাপ মিলাইয়া পড়িলে, এই সিদ্ধান্ত সকলকেই স্বীকার করিতে হইবে। কুমারের অষ্টম এবং রঘুর ত্রয়োদশও ইহার অন্যতম প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

নগেন্দ্র-নন্দিনী উমা, প্রথমবারে, সৌন্দর্য্যে বিরূপাক্ষের হৃদয় জয় করিতে যাইয়া মদন-ভস্মের পর বিফল-মনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসেন। পরে, বহুকাল কঠোর তপস্যা করিয়া, পার্ব্বতী চন্দ্রশেখরের প্রসাদ লাভ করেন। আজ উমা, সেই বহুতপস্যা-লব্ধ ধনের সহিত,—সেই চিরবাঞ্ছিত দেবতার সহিত মিলিত হইয়াছেন। যাঁহার জন্য পার্ব্বতীর সেই জীবন-পাতিনী তপস্যা, সেই কৃচ্ছ্রসাধন, পরিণয়ের পর, সেই হৃদয়-দেবতার সহিত পিতৃভবনে কিছুদিন বাস করার পর,—উভয়—পতিপত্নী একসঙ্গে কিছুকাল নানাস্থানে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। মেরুপর্ব্বতে গিয়া, চন্দ্রশেখর কত আদরে, কত সন্তর্পণে তাঁহার উমাকে স্বভাবের কত শোভা দেখাইলেন। তাঁহারা কখনো সোনার পল্লবের সুখ-শয্যায় "ফুল-শয্যা" করিতেন; কখনো বা চন্দ্রকান্তমণিময় শিলাতলে উভয়ে উপবেশনপূর্ব্বক, পরস্পরের চিত্তে পরস্পরে যেন মিশিয়া যাইতেন। কখনো আবার কৈলাস পর্ব্বতে, বিমল জ্যোৎস্নালোকে উভয়ে উভয়ের হৃদয়ের মর্ম্মস্থল পর্য্যন্ত দর্শন করিয়া, কেমন যেন একটা স্বপ্নময়ী জড়তায়, আনন্দে নিমীলিতাক্ষ হইতেন। মলয়-পর্ব্বতে যখন তাঁহারা পর্য্যটন করেন, তখন চন্দন-কাননের ধীর সমীর লবঙ্গকেশর উড়াইয়া আনিয়া, সেই প্রান্ত দেব-দম্পতির স্বেদ-মার্জ্জনা করিয়া দিত। একদিন অপরাহ্নে,—যখন দিনমণি অস্তগমনোন্মুখ, সেই সময়ে, শঙ্কর শঙ্করীর সহিত গন্ধমাদন পর্ব্বতে উপস্থিত। উভয়েই একখণ্ড কাঞ্চন-শিলাতলে উপবেশন করিলেন। আশুতোষ বামবাহুদ্বারা উমাকে বেষ্টনপূর্ব্বক, অধিকতর নিকটবর্ত্তিনী করিয়া অস্তাচলগামী তপনের শোভা দেখাইতে লাগিলেন। ক্রমে গিরিশ, একটি একটি করিয়া,—কখনো ভূধর-শোভা, কখনো পৃথিবীর শোভা, কখনো আকাশের কান্তি, কখনো মন্দাকিনীর কান্তি,—কত-কি-ই-না গিরীন্দ্র-পুত্রীকে দেখাইলেন। তৎকালে, হরগৌরীর প্রসন্ন হৃদয়ের ন্যায়, জগতের সমস্ত পদার্থই অকস্মাৎ যেন প্রসন্ন হইয়া উঠিল এবং সেই প্রসন্ন দম্পতির সেবায় রত হইল। প্রেমসিন্ধু শঙ্কর ইতস্ততঃ যাহা যাহা দেখেন, তাঁহার মনে হইতে লাগিল, সে সমস্তই যেন তদীয় তপঃকৃশা হৃদয়েশ্বরীর পরিচর্য্যার নিমিত্ত উৎসুক। কুমারের অষ্টম সর্গের সেই সকল বর্ণনা অতীব হৃদয়-গ্রাহিণী। রঘুবংশের ত্রয়োদশে, রামচন্দ্র যখন জানকীর সহিত আকাশপথে পুষ্পকরথে অযোধ্যায় প্রত্যাবৃত্ত হইতেছেন, তখন সেই স্থলে আমরা যে সকল নিরুপম চিত্র দেখিতে পাই, সে সকল আকল্পস্থায়ী চিত্রের তুলনা নাই। কুমারের অষ্টমে যেন সেই চিত্রেরই প্রথম রেখাপাত করা হইয়াছে। প্রথম মহাকাব্য কুমারের ঐ অংশে, কোনো কোনো স্থলে কিঞ্চিৎ ত্রুটি পরিলক্ষিত হইলেও, কিন্তু, কবির প্রবীণ বয়সের মহাকাব্য রঘুবংশের ত্রয়োদশে, তাঁহার উন্মাদিনী কল্পনা পরিপক্ব-ভাব-ধারণপূর্ব্বক গিরিনির্ঝরের ন্যায় অপ্রতিহত-গমনে সাফল্যের সুধা-সিন্ধুর দিকে ছুটিয়াছে। উভয় গ্রন্থ মিলাইয়া পড়িলেই এই উক্তির যাথার্থ্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। কুমারের অষ্টম সর্গের ২, ৭, ১০, ১৩, ৩২, ৩৪, ৫০, ৫১, ৫২ এবং ৫৩ প্রভৃতি কবিতা পাঠ করিলে এই কল্পনার কর্ত্তা যে কালিদাস, এ অংশে কোনই সংশয় থাকে না। কালিদাস ব্যতিরেকে তাদৃশী হৃদয়োন্মাদিনী প্রতিভার গঠন অন্যের পক্ষে অসম্ভব।

অনন্তরত্নপ্রভবস্য যস্য হিমং ন সৌভাগ্যবিলোপি জাতম্।
একো হি দোষো গুণসন্নিপাতে নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ ॥ ৩ ॥

অন্বয়।—অনন্ত-রত্ন-প্রভবস্য যস্য (হিমাদ্রেঃ) হিমং সৌভাগ্য-বিলোপি ন জাতম্। তথাহি—একঃ দোষঃ গুণ-সন্নিপাতে, ইন্দোঃ কিরণেষু অঙ্কঃ ইব নিমজ্জতি (অন্তর্লীয়তে) ॥ ৩ ॥

বঙ্গার্থ।—হিমালয় অনন্ত রত্নের উৎপত্তি-স্থল। কিন্তু ইহাতে বড়ই হিম। তুষারে ইহার অধিকাংশই চিরকাল আবৃত থাকে। তবে, তাহাতে,—অর্থাৎ ঐ চিরতুষারাচ্ছন্নতায় হিমালয়ের খ্যাতি-প্রতিপত্তির কোনরূপ হানি ঘটাইতে পারে নাই। কেন না, নানাগুণে বিভূষিত ব্যক্তির সামান্য একটু-আধটু দোষ থাকিলেও তাহা ধর্তব্যের মধ্যেই নহে। চন্দ্রের জগদুন্মীলন কিরণরাশির মধ্যে তাঁহার কলঙ্কের মত, ঐ সামান্য দোষও গুণবানের গুণরাশির মধ্যে ডুবিয়া যায়। তাহাকে আর বড় তেমন একটা ঠাহর করাই যায় না। ৩।

প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা-রচয়িতা, কালিদাসের "দুর্ব্যাখ্যা-বিষ-মূর্চ্ছিতা ভারতী"র সঞ্জীবন-কর্তা সূরি মল্লিনাথের মতেও বোধ হয়, কুমারের অষ্টম সর্গ পর্য্যন্তই কালিদাস-রচিত। কেন না, তিনি অষ্টমের অধিক আর ব্যাখ্যা করেন নাই। কালিদাসের নামে প্রচলিত কালিদাসেতর প্রণীত গ্রন্থের অঙ্গস্পর্শপূর্ব্বক, তিনি লঘুতার ভাজন হন নাই। আমাদেরও কিন্তু মনে হয়,—অষ্টম সর্গ কালিদাস-রচিত। ইহার কারণও কিয়ৎপূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে। তবে নবমাদি সর্গ সম্বন্ধে মল্লিনাথ ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সিদ্ধান্তই আদরণীয়। এখন দেখিতে হইবে, অষ্টম সর্গের পর, কালিদাস "কুমার-সম্ভব" কাব্য আর আদৌ রচনা করিয়াছিলেন কি না। অধুনা নবমাদি সপ্তদশ সর্গ পর্য্যন্ত, যে অংশ কুমারসম্ভবের অঙ্গীভূত বলিয়া প্রচলিত দেখা যায়, ঐ অংশ যে কালিদাসের প্রণীতই নহে, তাহার প্রামাণ্যপক্ষে, নিম্নোদ্ধৃত কতিপয় শ্লোকই, বোধ হয় পর্য্যাপ্ত হইবে।—

"গঙ্গা-বারিণি কল্যাণ-কারিণি শ্রম-হারিণি।
স স্নাতো নির্বৃতিং প্রাপ পুণ্য-ভারিণি তারিণি। ১১শ সর্গ, ৩৬ শ্লোক।

এই কবিতার লেখক, শুধু "রিণি"—অংশের সহিত অনুপ্রাস ও যমক রক্ষা করিবার নিমিত্ত, একান্ত অন্তভাবে, "গঙ্গা-বারিণি", "পুণ্য-ভারিণি" ও "তারিণি"—প্রভৃতি অদ্ভুত বিশেষণ দিয়াছেন। এইপ্রকার—

"সৌভাগ্যোঃ খলু সুপ্রাপাং মোক্ষ-প্রতিভুবং সতীম্।
ভক্ত্যাত্র তুষ্টুবুস্তাং তাঃ শ্রদ্দধানা দিবো ধুনীম্ ॥ ১১শ-৫১।
মুক্তি-স্ত্রী-সঙ্গ-দূত্যৈস্তত্র তা বিমলৈর্জ্জলৈঃ।
প্রক্ষালিত-মলাঃ সস্নুঃ স্নাতাস্তপসাহিতাঃ ॥ ১১শ-৫২।
স্নাত্বা তত্র স্বলভ্যায়াং ভাগ্যৈঃ পরি-পচেলিমৈঃ।
চরিতার্থং স্বমাত্মানং বহু তা মেনিরে মুদা ॥ ১১শ-৫৩॥

প্রভৃতি কবিতা যে কদাচ কালিদাসের রচিত হইতেই পারে না, ইহা সহৃদয়গণ অবশ্যই স্বীকার করিবেন। সুতরাং কুমারের অষ্টম সর্গের পর, অধুনা কুমার-সম্ভব নামে প্রচলিত নবম হইতে সপ্তদশ সর্গ পর্য্যন্ত অন্য কোনো কবিকণ্ডূয়নার্থী বিরচিত করিয়া থাকিবেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় বলিয়াছেন,—সপ্তম পর্য্যন্ত কালিদাসের রচিত, তদতিরিক্ত অন্যের, কালিদাসের নহে। কালিদাসের রচিত অষ্টমাদি সর্গ বিলুপ্ত হইয়াছে। 'জগৎপিতা ও জগন্মাতার বিহারবর্ণনাত্মক বলিয়া বিলুপ্ত হইয়াছে,'—এ সিদ্ধান্ত কিন্তু হঠাৎ মানিয়া লওয়া যায় না।

জগতের মাতাপিতৃস্থানীয় উমা-মহেশ্বরের বিহার প্রভৃতি বর্ণিত হওয়াতেই যে, কালিদাসের কবিতার একেবারে বিলোপ ঘটিবে, সহৃদয়-হৃদয় হইতে কালিদাস-কবিতার স্মৃতিমাত্রও অন্তর্হিত হইবে, ইহা স্বীকার করিতে প্রাণে ব্যথা লাগে। ঐ কারণেই যদি কালিদাস-রচনার ঐ অংশ বিলুপ্ত হইয়া থাকে, তবে ঐ একই কারণে, অন্য বহু সংস্কৃত গ্রন্থেরও বিলোপ ঘটিবার কথা। যে সংস্কৃত সাহিত্যে—

"জলত্যুরাহাদ্রি-সুতা-স-সম্ভ্রম-স্বয়ং-গ্রহাশ্লেষসুখেন নিষ্ক্রিয়ম্" (মাঘ, ১ম) প্রভৃতি একান্ত অনাবৃত বর্ণনা ঐ জগন্মাতা ও জগৎপিতার সম্বন্ধেই পরিদৃষ্ট হয়, তাহার অস্তিত্ব অদ্যাপি বজায় রহিল কি প্রকারে? ইহা ছাড়া, পুরাণাদিতে

যশ্চাপ্সরো-বিভ্রম-মণ্ডনানাং সম্পাদয়িত্রীং শিখরৈর্বিভর্ত্তি।
বলাহক-চ্ছেদ-বিভক্ত-রাগামকাল-সন্ধ্যামিব ধাতুমত্তাম্॥ ৪॥

অন্বয়।—চ (কিঞ্চ) যঃ (হিমালয়ঃ) অপ্সরো-বিভ্রম-মণ্ডনানাং সম্পাদয়িত্রীং বলাহক-চ্ছেদ বিভক্ত-রাগাং ধাতুমত্তাম্ অকাল-সন্ধ্যাম্ ইব শিখরৈঃ বিভর্ত্তি॥ ৪॥

বঙ্গার্থ।—উত্তুঙ্গ হিমাচলের শিখরদেশে নানা উজ্জ্বল-বর্ণবিশিষ্ট বহুবিধ গৈরিক ধাতু আছে। হিমালয়ের উপরিভাগে যখন খণ্ড খণ্ড জলহীন হাল্কা মেঘমালা বাতাসে ভাসিয়া বেড়ায়,—তখন ঐ সকল রঙ্গিন ধাতব পদার্থের আভা গিয়া ঐ সাদা সাদা মেঘ-খণ্ডে লাগায়,—তদুপরিস্থিত আকাশটা, নানা রং-এর মিশ্রণে কেমন যেন লাল হইয়া উঠে। গিরি মধ্যবর্ত্তিনী বিলাসিনী অপ্সরা সুন্দরীরা হঠাৎ আকাশের দিকে চাহিয়া,—"এ কি? এ'র মধ্যেই সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল?"—ভাবিয়া, তাড়াতাড়ি সাজ-গোজ করিতে বসিয়া যান। এখনও চুল-বাঁধা, কাজল-পরা, আল্‌তা-পরা, পত্রাদি-রচনা,—কিছুই হয় নাই, অথচ সন্ধ্যা আসিল,—প্রিয়তমেরাও ত' আসিবেন বলিয়া,—তাই তাঁহারা তাড়াতাড়ি গয়নাগাটি, কাপড়-চোপড় পরিতে লাগিয়া গেলেন। কিন্তু তাড়াতাড়ি কাজের যে দশা ঘটে, তাঁহাদেরও তাই হইল। ব্যস্ততায় কেহ পায়ে কাজল, চোখে আল্‌তা দিয়া বসিলেন; কেহ বা কোমরে কণ্ঠহার জড়াইয়া গলায় চন্দ্রহার পরিলেন, সরলা কামিনীরা ভ্রান্তিবশে সব ওল্‌টে পাল্‌টে করিয়া ফেলিলেন!॥ ৪॥

হরগৌরীর, লক্ষ্মী-নারায়ণের এবং অন্যান্য আরাধ্য দেব-দেবীর বিহারাদি-চিত্র যে প্রকার নগ্নমূর্ত্তিতে স্থান পাইয়াছে কালিদাসের মার্জ্জিতহস্তের পরিচ্ছিন্ন চিত্রাবলী যে তদ্রূপ হইতেই পারে না, ইহা সর্ব্বথা স্বীকার্য্য। তাই মনে হয়, কালিদাস অষ্টম সর্গের অধিক আর রচনাই করেন নাই। অষ্টম অবধিই "কুমার-সম্ভব"; তদতিরিক্ত যাহা, তাহা "কুমার-সম্ভব" নহে, তাহাকে "কুমার-চরিত" বলা যাইতে পারে। কেন না—মহাদেবের সহিত পার্ব্বতীর সংযোগ হইলেই ত' "কুমারের" "সম্ভব" অর্থাৎ সম্ভাবনা হইল। তবে আর কেন? চতুর্ম্মুখও দেবতাদিগকে বলিয়াছেন,—"দেবগণ! তোমরা সেই সমাধিময় শিবের সংযম-স্তিমিত চিত্ত উমার সৌন্দর্য্যের দ্বারা আকৃষ্ট করিতে উপায় দেখ গিয়া (২-৫৯) সেই শিতিকণ্ঠের আত্মা অর্থাৎ তাঁহার পুত্র তোমাদের সকল দুঃখ দূর করিবেন" (২-৬১)। সুতরাং যখন উমার প্রতি চন্দ্রশেখর আকৃষ্ট হইলেন, সেই মুহূর্ত্তেই চতুর্ম্মুখের কথা, তথা কালিদাসের প্রতিজ্ঞা সম্পূর্ণ হইল। যে মাহেন্দ্রক্ষণে উমা-মহেশ্বরের মিলন হইয়াছে, তখনই দেবসেনাপতির "সম্ভব" অবশ্যম্ভাবী হইয়াছে এবং গ্রন্থেরও প্রতিপাদ্য শেষ হইতেছে। হরগৌরীর মিলনাত্মক অষ্টম সর্গ পর্য্যন্ত নির্ম্মাণ করিয়াই কালিদাস বিরত হইয়াছেন। তিনি কোনো দিনই গ্রন্থবাহুল্যের পক্ষপাতী ছিলেন না।

তিনি কুমার লিখিবার সময়েই বুঝিয়াছিলেন যে, দেবতার আদর্শে মানব-সমাজ গঠন করা যায় না, লোক-শিক্ষা দেওয়া চলে না। মানব-সমাজ গঠিত ও শিক্ষিত করিতে মানবেরই উচ্চ আদর্শ আবশ্যক। তাই তিনি, দেব-দেবীর মিলনাত্মক, জগতের আদি জনক-জননীর সম্ভোগ-বিহারাত্মক "কুমার-সম্ভব" লিখিতে বসিয়াই বোধ হয়, মানবদেব রাম ও মানবীদেবী সীতার চরিত্র চিত্রণ করিতে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, এবং মাতাপিতৃস্থানীয় উমা-মহেশ্বরের বিহারাদি সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিতে সঙ্কোচ অনুভব করিয়াছিলেন, তাহা, কালিদাসের চিরপ্রিয় সেই উপকরণরাজি—উত্তর-কালে রচনীয় রঘুবংশের রাম-সীতার জন্য সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। হর-পার্ব্বতীর অলৌকিক এবং অপূর্ব্ব প্রেমের কথা তিনি ইষ্টমন্ত্রের মত হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি যখন যে কোনো উচ্চ আদর্শ গঠন করিতে গিয়াছেন, তখনই সর্ব্বাগ্রে হর-পার্ব্বতীর পবিত্র চরিত তাঁহার মনে পড়িয়াছে। মানবের চরিত্র, তিনি ঐ আদর্শে লইয়া যাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। তাই তাঁহার প্রধান প্রধান পুস্তকে, যে যে গ্রন্থে তিনি উৎকৃষ্ট নর-নারীর আদর্শ-নির্ম্মাণে চেষ্টা করিয়াছেন, সে সমুদায়ের প্রারম্ভেই আদর্শ প্রেমের শরীরিণী মূর্ত্তি,—"পার্ব্বতী-পরমেশ্বরকে" প্রণামপূর্ব্বক সেই আদর্শের অনুসরণে গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। রঘুবংশ, শকুন্তলা, মালবিকাগ্নিমিত্র ও বিক্রমোর্ব্বশীতে এই সত্য বিদ্যমান॥ ১॥

তাৎপর্য্য—যদিও সংস্কৃত-সাহিত্যের নাম করিলে সর্ব্বাগ্রে কালিদাসের "রঘুবংশের" কথাই মনে পড়ে, কিন্তু কতিপয় অপরিহার্য্য কারণে তাঁহার "কুমারসম্ভবই" তদীয় প্রথম মহাকাব্য, সুতরাং রঘুবংশের পূর্ব্ব-রচিত বলিয়া মনে হয়। কুমার ও রঘুর রচনা-প্রণালী এবং ঘটনার সমাবেশ, বিচার করিলেই ইহা সপ্রমাণ হইতে পারে। কুমারের যে সমুদয় অংশ অতীব হৃদয়গ্রাহী, চিত্তের একান্ত আহ্লাদ-জনক, রঘুতে তাহার অধিকাংশই দেখা যায়। তাহাতে আবার

আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাং ছায়ামধঃসানুগতাং নিষেব্য।
উদ্বেজিতা বৃষ্টিভিরাশ্রয়ন্তে শৃঙ্গাণি যস্যাতপবন্তি সিদ্ধাঃ॥ ৫॥

অন্বয়।—সিদ্ধাঃ (দেবযোনিবিশেষাঃ) আমেখলং সঞ্চরতাং ঘনানাম্ অধঃ সানুগতাং (মেঘমণ্ডলাৎ অধঃস্থিতানি তটানি প্রাপ্তাং) ছায়াং নিষেব্য বৃষ্টিভিঃ উদ্বেজিতাঃ (সন্তঃ) যস্য (হিমাদ্রেঃ) আতপবন্তি (সাতপানি) শৃঙ্গাণি আশ্রয়ন্তে॥ ৫॥

বঙ্গার্থ।—জলভারাক্রান্ত মেঘমালা, (পূর্ব্বোক্ত জলহীন হাল্কা মেঘের মত) এই সমুচ্চ পর্ব্বতের শীর্ষ-দেশ পর্য্যন্ত উঠিতে পারে না, পর্ব্বতের নিতম্বে লাগিয়া এদিক্-ওদিক্ ঘুরিতে থাকে। সুতরাং ঐ মেঘের স্নিগ্ধ ছায়া গিয়া নিম্নে সানুদেশে পড়ে। কি সুন্দর দেখিতে! আকাশচুম্বী গিরির উপরের অর্দ্ধভাগ সৌরকরে জল্জল্ করিতেছে, আর নিম্নার্দ্ধ শীতল ছায়ায় বিমণ্ডিত। পর্ব্বত-চারী সিদ্ধগণ যখন প্রখর আতপ-তাপে ক্লান্ত হইয়া উঠেন, তখন তাড়াতাড়ি খানিকটা নামিয়া আসিয়া ছায়ায় বসিয়া শরীর জুড়াইয়া লয়েন। কিন্তু এভাবেও তাঁহারা বেশীক্ষণ থাকিতে পারেন না। ঐ মেঘ যেমন গলিতে আরম্ভ করে, অমনি বৃষ্টিতে ত্যক্তো-বিরক্ত হইয়া, সিদ্ধগণ আবার হিমাদ্রির রৌদ্রোজ্জ্বল শিখরে তাড়াতাড়ি উঠিয়া গিয়া বৃষ্টির হাত হইতে রক্ষা পান॥ ৫॥

বিশেষ এই যে, কুমারে যাহা সুচারু, রঘুতে তাহা সুচারুতর, সুচারুতম। আবার কুমারের যে সকল স্থল ঈষৎ অপরিপক্ক, রঘুতে হয় তাহা উৎকর্ষপ্রাপ্ত, না হয় পরিত্যক্ত। রতি-বিলাপ, অজ-বিলাপ, পার্ব্বতীর বিবাহ, ইন্দুমতীর বিবাহ, হিমালয়-গৃহে জামাতা চন্দ্রশেখরের প্রবেশ ও পত্নীগৃহে কুমার অজের শোভাযাত্রা মিলাইয়া পড়িলেই ইহা বেশ হৃদয়ঙ্গম করা যায়। কুমারের ঐ ঐ স্থানের বর্ণিত বিষয় রঘুতে পুনরাবৃত্ত হইয়াছে। কোন কোন স্থলে রঘুতে কুমারের শ্লোক পর্য্যন্ত উদ্ধৃত। কোথাও বা ঈষৎ পরিবর্ত্তিত আকারে কুমারবিবৃত ভাব পুনঃ-প্রকটিত হইয়াছে। এককথায়, কুমারে কালিদাস যে সকল হিরণ্ময়ী প্রতিমা গঠন করিয়াছেন, রঘুতে তাহাদের অধিকাংশকেই হীরক-মুক্তা-খচিত নানা নিরবদ্য আভরণে সাজাইয়াছেন। এই কারণেও কুমার রঘুর পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে হয়।

আরও কথা এই যে, হরপার্ব্বতী কুমারের নায়ক-নায়িকা, উভয়েই স্বর্গের দেবতা, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলের উপাস্য। আর রঘুবংশের প্রতিপাদ্য নায়ক-নায়িকা ভারতের অধিবাসী এবং ভারতের সর্ব্বপ্রধান নৃপতির বংশজাত, বৈবস্বতমনুর বংশধর। একের লীলাস্থল স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল, অন্যের লীলাভূমি কেবল মর্ত্ত্যধাম। এই বৈশিষ্ট্যটুকুও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

প্রথম কল্পনায়, নবীন কল্পনায়, এমন পদার্থ ই প্রায় বর্ণিত দেখা যায় এবং হওয়াও উচিত, যাহাতে কবির অনিয়ন্ত্রিত কল্পনা, অসীম কল্পনা অপ্রতিহতভাবে ও প্রচুর-রূপে প্রযুক্ত হইবার যোগ্য। মর্ত্ত্যবাসীর নয়নে, সুকবির অঙ্কিত, অদৃষ্ট লোকের চিত্র মনোজ্ঞ হইবারই কথা। কিন্তু মর্ত্ত্যবাসীর নয়নে মর্ত্ত্যের বর্ণনা, নিয়ত-পরিদৃষ্ট ও চিরপরিচিত মর্ত্ত্যলোক-জাত অর্থাৎ মর্ত্ত্য পদার্থের বর্ণনা চমৎকারিণী ও হৃদয়-হারিণী করিয়া তোলা বড়ই কষ্টসাধ্য। আমাদের ইন্দ্রিয়াতীত পদার্থের বর্ণনে কবির অসীম প্রভুত্ব আছে সত্য, কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ও নিত্যানুভূত পদার্থের বর্ণনে কবি-কল্পনা অনেকটা সংযত এবং সামাজিকের অভ্যাসানুগত। উহাতে অতিরঞ্জন আদৌ সুসংলগ্ন হয় না। তুমি স্বর্গের মন্দাকিনীর বর্ণনা-কালে তাহাতে সোনার কমল ফুটাইতে পার, তাহার তটস্থলী সোনার সিকতায় ঢাকিয়া ফেলিতে পার, সবই তোমার পক্ষে সম্ভব; কিন্তু মর্ত্ত্যের—ভূতল-বাহিনী ভাগীরথীর বর্ণনাকালে তোমাকে বিশেষ সাবধান-হৃদয়ে মর্ত্ত্যহৃদয়ের বশে চলিতে হইবে। যাহা দেখি নাই, বা দেখিবার সামর্থ্যও আমার নাই, তোমার কল্পনাযন্ত্রের সাহায্যে, তাহা তুমি আমাকে দেখাইতে এবং দেখাইয়া মুগ্ধ করিতে পার, কিন্তু যাহা দেখিয়াছি এবং যখন ইচ্ছা, মিলাইয়া দেখিতে পারি, সেই সমুদয় পরিদৃষ্ট ও অনুভূত পদার্থের বর্ণনে যে তুমি আমাকে কতদূর বিস্মিত ও বিমোহিত করিবে, তাহা বলা বড় কঠিন। তাই কালিদাস, প্রথমাবস্থায়, ইন্দ্রিয়ের অনধিগম্য লোক-নয়নের অদৃশ্য জগতের পদার্থ লইয়া—আরাধ্য দেব-দেবীর বৃত্তান্ত লইয়া কাব্য-সৃষ্টি করিয়াছেন। হিন্দু আমরা যাঁহাদের নামোচ্চারণেই দেহ-মন পবিত্র মনে করি, সে দিনটা সার্থক হইল মনে করি, ভক্তিভরে যাঁহাদের নাম করিয়া শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করি এবং দিনান্তে দিন-গত পাপক্ষয় করি, তাঁহাদের সম্বন্ধে যিনি যতই অতিরঞ্জন করুন, তাহা আর্য্য-হৃদয়ের অনুকূল বই প্রতিকূল হয় না। সুতরাং তাদৃশ আরাধ্য দেব-দেবীর বর্ণনে কবির অধিকারক্ষেত্র অতীব বিশাল, তাহার পরিসর অনেক বেশী। তাঁহাদের,—সে সকল আরাধ্য দেবদেবীর প্রভাব প্রদর্শন করিতে গিয়া, কবি অকালে

পদং তুষার-স্রুতি-ধৌতরক্তং যস্মিন্নদৃষ্ট্বাপি হতদ্বিপানাম্।
বিদন্তি মার্গং নখরন্ধ্রমুক্তৈর্মুক্তাফলৈঃ কেসরিণাং কিরাতাঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়।—যস্মিন্ (হিমাদ্রৌ) কিরাতাঃ তুষার-স্রুতিধৌতরক্তং (অতো দুর্গ্রহং) হত-দ্বিপানাং কেসরিণাং পদং (পাদপ্রক্ষেপচিহ্নং) অদৃষ্ট্বা অপি নখ-রন্ধ্র-মুক্তৈঃ মুক্তা-ফলৈঃ মার্গং বিদন্তি, (অনেন পথা সিংহাঃ গতাঃ ইতি নিশ্চিন্বন্তি) ॥ ৬ ॥

বঙ্গার্থ।—এই হিমাচল যেমন অনেক সিংহের ক্রীড়া-স্থলী, তেমনি আবার এখানে সিংহ-ঘাতী কিরাতদিগেরও অন্ত নাই। এখানে অনেক বড় বড় বন্যহস্তীও আছে। সিংহগণ ঐ গজ-রাজিকে হত্যা করিয়া রক্তাক্ত চরণে তুষারাচ্ছন্ন হিমাচলের উপর দিয়া যখন বনান্তরে চলিয়া যায়, তখন তাহাদের রক্তরঞ্জিত পদ-চিহ্ন দেখিতে দেখিতে, বরফ-গলা জলে ধুইয়া যাওয়ায়, কিরাতগণ, পদ-চিহ্ন দেখিয়া আর সিংহের খোঁজ করিতে পারে না। কিন্তু নিহত গজের বিদীর্ণ মস্তক মধ্যগত যে মুক্তাগুলি সিংহের নখের ফাঁকে জমাট বাঁধা রক্তের সহিত লাগিয়া থাকে, বরফজলে লাগায়, তাহা ধুইয়া-মুছিয়া পরিষ্কার হইয়া বরফের উপরেই পড়িয়া থাকে। মুক্তা ত' রক্তের মত বস্তু নহে যে, বরফ লাগিয়া গলিয়া যাইবে। কিরাত ঐ গজ-মতিগুলি দেখিতে দেখিতে গিয়া সিংহের গতিপথ চিনিয়া লয় ॥ ৬ ॥

কল্পের আবির্ভাব করাইতে পারেন, অকস্মাৎ "আকাশভবা" সরস্বতীর সৃষ্টি করিতে পারেন। তাঁহাদের সৌন্দর্য্য, কার্য্য, বিভূতি প্রভৃতি, কবি যত ইচ্ছা, রমণীয়, অলৌকিক ও বিশাল করিতে পারেন। তাদৃশ স্থলে, কোন নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে কবির কল্পনাকে আবদ্ধ থাকিতে হয় না। কিন্তু ঐহিক পদার্থের বর্ণনকালে কবিকে নিরন্তর ইহলোকের বাসনার ও ইহলোকের কল্পনার অধীন থাকিতে হয়। শরতের চন্দ্র তুমিও দেখিয়াছ, আমিও দেখিয়াছি। কিন্তু সেই শরচ্চন্দ্রের তুমি যদি বর্ণন করিতে যাও, তবে তোমাকে এমন কথা কহিতে হইবে, এমন সৌন্দর্য্য দেখাইতে হইবে, যাহা আমার প্রকৃত নয়নে প্রতিফলিত হয় নাই, অথবা হইলেও, যেমন করিয়া দেখিতে হয়, সে ভাবে আমার দেখা ঘটে নাই; তবেই ত' তোমার শরচ্চন্দ্রের বর্ণনা চমৎকারিণী হইবে। সুতরাং ভাবিয়া' দেখ, অতীন্দ্রিয় পদার্থ অপেক্ষা ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য পদার্থের বর্ণন বড়ই কঠিন কার্য্য। সাধারণে যাহা দেখে, তাহা ত' তোমাকে দেখাইতে হইবেই, উপরন্তু তদতিরিক্ত কিছু যদি তুমি দেখাইতে না পার, তোমার মর্ত্ত্যের পদার্থ লইয়া বর্ণনা সহৃদয়-হৃদয়-রঞ্জিনী হইবে না। তাই কালিদাস, তদীয় প্রথম মহাকাব্য কুমারসম্ভব, অতিমর্ত্ত্য চরিত্র উপজীব্য করিয়া নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তবে হরপার্ব্বতীকে বর্ণন করিতে যাইয়া, কালিদাস অনেক স্থলে তাঁহাদিগের চরিত্র মর্ত্ত্যের ধর্ম্মে আবিষ্ট করিয়াছেন। দেবদেবীর আদর্শ নির্ম্মল চরিত্রে অতিবিশুদ্ধ পার্থিব ধর্ম্মের ছায়াপাত করিয়া পার্থিব দর্শকের নয়ন-রঞ্জন করিয়াছেন। তাই অনেক স্থলে মনে হয়, বুঝি কোনো দেব-প্রকৃতিসম্পন্ন মানব-দম্পতির অপার্থিব প্রেমের চিত্র দেখিতেছি।

কুমারসম্ভব রচনার পর, যখন নিজের ক্ষমতার উপর অগাধ বিশ্বাস, আত্ম-সত্তায় অগাধ প্রত্যয় জন্মিয়াছে, তখন—কবিত্বশক্তির সেই পরিপক্ব দশায় কবি, রঘুবংশে নিরবচ্ছিন্ন মর্ত্ত্যের চিত্র অঙ্কন করিয়াছিলেন। লোকশিক্ষার সম্পূর্ণ উপযোগী করিয়া মর্ত্ত্যের বরেণ্য রাজ-বংশের অত্যুজ্জ্বল আলেখ্য অঙ্কন করিয়াছেন। সে আলেখ্য ভারতবাসীর চির-পরিচিত ও চিরপূজিত। রঘুবংশে অতিমানুষিক বর্ণন অতি কম। অধিকাংশই স্বাভাবিক ও পরিচিত। তবে সেই অতিপরিচিত চিত্রও প্রেমিক কবির বিদ্যুৎ-প্রতিম প্রতিভালোকে এমনই আলোকিত হইয়াছে যে, চিরপুরাতন তৎ তৎ চিত্র অভিনব-দৃষ্ট একান্ত নূতনবৎ প্রতীয়মান হইতেছে। এই সকল কারণেই মনে হয়, কালিদাস প্রথমে কুমার-সম্ভব, পরে মেঘদূত, তারপর রঘুবংশ নির্ম্মাণ করেন। কুমারে দেব-দেবীর বিষয়, প্রধানতঃ স্বর্গের বিষয়, মেঘদূতে ঠিক দেবতা নয়,—মাঝামাঝি—দেবযোনির বিষয়, স্বর্গ ও মর্ত্ত্যের বিষয়, আর রঘুবংশে কেবল মর্ত্ত্যের বিষয়, ভারতের প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থানের বিষয়, প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ রাজা-রাজড়ার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে দেবতা, পরে দেবযোনি, তারপর মানুষ—এই ত্রিবিধ স্তরে—কালিদাসের বর্ণনা বিভক্ত ও সুবিন্যস্ত। শুধু শ্রব্যকাব্য নহে, কালিদাসের দৃশ্যকাব্যে,—নাটকাদিতেও এই সত্য বর্ত্তমান; এইরূপ ক্রমনির্দ্দেশ সুপরিস্ফুট। তাঁহার নাটকত্রয়ের মধ্যে—প্রথমে বিক্রমোর্ব্বশী, তাহাতে মর্ত্ত্য অতিমর্ত্ত্য—উভয়বিধ বিষয়ের সন্নিবেশ আছে, কিন্তু মেঘদূতবৎ তাহাতেও সমাজ-শিক্ষার উপযোগী, উজ্জ্বল আদর্শ নাই। পরে মালবিকাগ্নিমিত্র ও অভিজ্ঞান-শকুন্তল। এই গ্রন্থদ্বয়ে মর্ত্ত্যের

ন্যস্তাক্ষরা ধাতুরসেন যত্র ভূর্জত্বচঃ কুঞ্জর-বিন্দু-শোণাঃ।
ব্রজন্তি বিদ্যাধর-সুন্দরীণামনঙ্গলেখ-ক্রিয়য়োপযোগম্ ॥ ৭ ॥

অন্বয়—যত্র (হিমাদ্রৌ) ধাতুরসেন (গৈরিকাদি-ধাতুদ্রবেণ) ন্যস্তাক্ষরাঃ (অতঃ) কুঞ্জরবিন্দু-শোণাঃ ভূর্জত্বচঃ বিদ্যাধর-সুন্দরীণাং অনঙ্গ-লেখ-ক্রিয়য়া (কামব্যঞ্জক-লেখ-করণেন, প্রণয়-পত্রেণ ইত্যর্থঃ) উপযোগং (উপকারং) ব্রজন্তি॥৭॥

বঙ্গার্থ—যে হিমালয়ের অধিবাসিনী বিদ্যাধরীরা, তাহাদের প্রিয়তমগণকে প্রণয়-পত্রিকা লিখিবার সময়ে,—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ভূর্জপত্র কুড়াইয়া লইয়া সিন্দুর বা অন্য-প্রকার গিরিগাত্রবাহী তরল গৈরিকরসের দ্বারা অক্ষরবিন্যাস করিয়া থাকে এবং লাল লাল অক্ষরমালায় পরিপূর্ণ হইয়া, ঐ ভূর্জপত্র পরিণত-বয়স্ক মাতঙ্গের গাত্রস্থিত লোহিত বিন্দুমালার ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে। এক কথায়, কি মিলন, কি বিচ্ছেদ, সকল অবস্থাতেই হিমাচল, দম্পতির বিহার-যোগ্য॥৭॥

বিষয় অতিমর্ত্ত্য পদার্থ অপেক্ষাও সুচারুতররূপে বর্ণিত হইয়াছে। তবে মালবিকাগ্নিমিত্রের নায়ককেও, কালিদাস, আদর্শ-চরিত্র সম্পন্ন করিতে পারেন নাই। তাই বোধ হয়, সর্ব্বশেষে, অভিজ্ঞান-শকুন্তলে, দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা—উভয়কেই অনিন্দ্য-সৌন্দর্য্যের,—নিখুঁত লাবণ্যের আধার করিয়া, উজ্জ্বল আদর্শ-চরিত্র-সম্পন্ন করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। কুমার, মেঘদূত এবং রঘুবংশের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে সাধারণতঃ এইরূপই প্রতীতি জন্মে। কিন্তু নিম্নলিখিত যুক্তিবলে ইহার বৈলক্ষণ্যও উপলব্ধ হয়।

কালিদাস অসামান্য কল্পনাশক্তি লইয়া ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। প্রথম বয়সে, মানব যখন নিজের জন্যই ব্যগ্র থাকে, আত্ম-চিন্তা ছাড়া পরার্থ-চিন্তা করিতে চায় না বা পারেও না, সেই সময়ে, জীবনের সেই মধুর অরুণাভ প্রভাতকালে, নবীন কবি, বোধ হয়, মেঘদূত নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মিলন অপেক্ষা বিয়োগে প্রণয়ের চিত্র সমধিক পরিস্ফুট হয়, উহার বাস্তব স্বরূপ ও দৃঢ়তা প্রকাশিত হয়, তাই কবি, চির বিলাসমগ্ন বিরহীর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। এত বড় বিশাল ভারতবর্ষে কবি তাঁহার মনের মত নায়ক-নায়িকা এবং তাহাদের বিলাসের উপকরণ খুঁজিয়া পাইলেন না, তাই কালিদাস, তাঁহার সেই নবীন, অব্যাহত ও অপরিসীম প্রতিভার প্রখর আলোকে, ভারতবাসীর সম্মুখে মানব-কল্পনার অতীত, অনধিগম্য, স্বর্গের ভোগময়ী ভূমির চিত্র উদ্ভাসিত করিয়াছেন। কিন্তু ইহাতেও বুঝি কবির পরিতৃপ্তি হইল না। তিনি ক্রমে বুঝিলেন যে, ভোগের চিত্র অনুপম হইয়াছে সত্য, কিন্তু জগতে ভোগই আর্য্য-হৃদয়ের চরম প্রার্থনীয় নহে, ভোগ অপেক্ষাও ত' সাধুতর—উচ্চতর কাম্য বস্তু আছে, একবার সেই দিক্‌টা দেখিতে হইবে। মেঘদূতের নায়কের দৃষ্টান্তে যদি লোকশিক্ষা হয়, তবে সমাজের হিত অপেক্ষা অহিতের আশঙ্কাই অধিক। তাই কবি আরও উচ্চে উঠিলেন, স্বর্গের নটরূপ যক্ষের চরিত্র ছাড়িয়া এবার কবি স্বর্গ-মর্ত্ত-রসাতলের নাটের যিনি প্রধান গুরু, সেই "নটরাজ," নিষ্কাম, শ্মশানচারী, বিভূতিভূষণ নীলকণ্ঠের পবিত্র ও আদর্শ ছায়ায় গিয়া দাঁড়াইলেন। যেমন শঙ্কর, তাঁর তেমনই অনুরূপিণী শঙ্করীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিলেন। সে শঙ্কর-শঙ্করীর প্রেম অদ্ভুত, অনুপম। তাহাতে ভোগের গন্ধ নাই, বাসনার লেশমাত্র নাই। অমন আদর্শ প্রেম আর হয় না। কিন্তু ওরূপ বিরাট্ আদর্শ, মানবের পরিমিত হৃদয়ের ধারণার অতীত। অতবড় বিশ্বব্যাপিনী মূর্ত্তি ক্ষুদ্র-শক্তি মানব-নয়নের বিষয়ীভূতই হইতে পারে না। তাই কবি শেষে, কুমার রচনার পর,—মর্ত্তের দিকে অবতরণ করিলেন। দেবতার বা দেবযোনির দৃষ্টান্ত অপেক্ষা মানবের দৃষ্টান্তে মানব-সমাজ-সংগঠনে আত্মনিয়োগ করিলেন। পুরুষোত্তম রাম এবং মানবী দেবী সীতার আদর্শ চিত্রিত করিয়া রঘুবংশের সৃষ্টি করিলেন। এই হিসাবে, মেঘদূতকে কুমারের পূর্ব্ববর্ত্তীও বলা যাইতে পারে ॥ ৬ ॥

হস্তীর বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, তাহাদের গাত্রচর্ম্মে একপ্রকার লাল লাল বিন্দু বিন্দু দাগ দেখা দেয়। ভূর্জপত্রেও ঐরূপ অনেক লাল লাল তেড়া বাঁকা দাগ, বিন্দু বিন্দু চিহ্ন থাকে।—,।,⟍,/∘,/,∘,×∘,=, ইত্যাকার অনেক সরল, বক্র রেখা থাকে। বিলাসের ক্ষেত্রে উপনীত হইয়া, বিলাসিনী বিদ্যাধরীরা যখন স্ব স্ব প্রণয়ীর জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়েন, তখন তাড়াতাড়ি চিঠি লিখিয়া তাঁহাদিগের তলব করেন। ধরিয়া ধরিয়া এক একখানা প্রণয়-পত্র লিখিতে সময়ও ঢের লাগে, আর তাড়াতাড়ির সময়ে অত সহিষ্ণুতাই বা কোন্ কামিনীর থাকে; তাহাতে আবার উঁহারা হইলেন বি-দ্যা-ধ-রী। উঁহারা ঝাঁ করিয়া এক একখানা ভূর্জপত্র কুড়াইয়া লন ও গিরিমাটির রং-গলা জলের স্রোতে হয় কোন ফুলের বোঁটা, না হয়, কোন একটা দাগ পড়িবার মত কাঠি বা কাঁটা ডুবাইয়া ডুবাইয়া, (যেমন কালীতে কলম ডুবায়) চিঠি লেখা সুরু করিয়া দেন। ভূর্জপত্রে যে তেড়া-বাঁকা নানারূপ দাগ থাকে, তাহা ত' পূর্ব্বেই বলিয়াছি। যে সময়ে কালিদাস আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তখন,—সেই খৃঃ তৃতীয় বা ষষ্ঠ শতকে,—ভারতীয় লিপির আকার এখনকার মত ছিল না।

যঃ পূরয়ন্ কীচক-রন্ধ্র-ভাগান্ দরীমুখোত্থেন সমীরণেন।
উদ্গাস্যতামিচ্ছতি কিন্নরাণাং তানপ্রদায়িত্বমিবোপগন্তুম্ ॥ ৮ ॥
কপোলকণ্ডূঃ করিভির্বিনেতুং বিঘট্টিতানাং সরলদ্রুমাণাম্।
যত্র স্রুতক্ষীরতয়া প্রসূতঃ সানূনি গন্ধঃ সুরভীকরোতি ॥ ৯ ॥
বনেচরাণাং বনিতা-সখানাং দরীগৃহোৎসঙ্গ-নিষক্তভাসঃ।
ভবন্তি যত্রৌষধয়ো রজন্যামতৈল-পূরাঃ সুরত-প্রদীপাঃ ॥ ১০ ॥

অন্বয়।—যঃ (হিমাদ্রিঃ) দরীমুখোত্থেন সমীরণেন কীচক-রন্ধ্রভাগান্ পূরয়ন্ উদ্গাস্যতাং (গান্ধার-গ্রামেণ গানং করিষ্যতাং) কিন্নরাণাং তান-প্রদায়িত্বম্ উপগন্তুম্ ইচ্ছতি ইব ॥৮॥

যত্র (হিমাদ্রৌ) করিভিঃ (বন্যৈঃ) কপোল-কণ্ডূঃ বিনেতুং বিঘট্টিতানাং সরলদ্রুমাণাং (সম্বন্ধি) স্রুত-ক্ষীরতয়া (হেতুনা) উৎপন্নঃ গন্ধঃ সানূনি সুরভী-করোতি। ৯ ॥

যত্র (হিমাদ্রৌ) দরী-গৃহোৎসঙ্গ-নিষক্ত-ভাসঃ ওষধয়ঃ (তৃণজ্যোতীংষি) বনিতাসখানাং (রমমাণানাং) বনেচরাণাং (কিরাতানাম্) অতৈল-পূরাঃ সুরতপ্রদীপাঃ ভবন্তি ॥ ১০ ॥

বঙ্গার্থ—যে হিমাচল, গুহামুখ হইতে উত্থিত সমীরণের দ্বারা, বন্য বংশ-সমূহের গাত্রের কীট-দষ্টরন্ধ্রগুলি পূরণ করিয়া থাকে; অর্থাৎ বহিঃস্থ সমীরণ গুহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সেই আবদ্ধ গুহা-গহ্বর হইতেই খুব জোরে যখন বাহিরে আসে, তখন, চারিদিকের বাঁশগাছগুলির গায়ের পোকায় কাটা ছিদ্রগুলির মধ্যে প্রবেশ করায়—বাঁশের বাঁশীর ধ্বনির মত এক সময়েই শত শত ধ্বনি বাজিয়া উঠে! তদ্দর্শনে মনে হয়, হিমালয়ে কিন্নর-মিথুনরা যখন উচ্চ গান্ধার গ্রামে গান আরম্ভ করে, তখন গিরিরাজও যেন তাহাদের সেই গানের তালে তালে বাঁশী বাজাইতে থাকেন। যেমন, রোশন-চৌকী বাজাইবার সময়ে এক জনে সানাইতে নানা রাগের আলাপ করে আর দু'-একজন —বাঁশীর দ্বারা "পোঁ" ধরিয়া থাকে, ঐ মূল বাদকের স্বর-বিচ্ছেদ প্রভৃতি "পোঁ" দ্বারা ঢাকিয়া লয়, তদ্রূপ হিমালয়ও কিন্নরদিগের গানের "পোঁ" ধরিতে ব্যস্ত হইয়া পড়েন। ৮।

হিমালয়ে বড় বড় দেবদারু গাছ আছে, বড় বড় হাতীও আছে। যে-সে হাতী নয়, সতত মদস্রাবী বৃহৎ বৃহৎ মাতঙ্গ। নিরন্তর মদক্ষরণে, তাহাদের কপোলদেশে বিষম কণ্ডূ—"চুলকনি" জন্মে এবং সেইগুলি যখন তিড়্-বিড়্ তিড়্-বিড়্ করিয়া চুলকাইতে থাকে, তখন ঐ মদবর্ষী মাতঙ্গসমূহ গিয়া পূর্ব্বোক্ত দেবদারু বৃক্ষে স্বীয় কপোল ঘর্ষণ করে এবং সেই ঘর্ষণের ফলে ঐ সকল বৃক্ষ হইতে ক্ষীরের মত ঘন ও সাদা সাদা আঠা পড়িতে থাকে। কি অপূর্ব্ব ঐ ক্ষীরের গন্ধ! ঐ মনোহর সৌরভে পর্ব্বতের সারা সানুদেশটা ভর্ হইয়া যায়। এমনই উপভোগ্য ঐ হিমাদ্রি! ॥ ৯ ॥

হিমালয়ে এমন সব লতা আছে, যাহা রাত্রিকালে জল্ জল্ করিয়া জ্বলে; যেন বিজলি-বাতির তারাগুলি জ্বলিতেছে। অনেক বড় বড় গুহার মুখ ঐ সকল লতায় প্রায় ঢাকা। হঠাৎ বাহির হইতে ধরাই যায় না যে, ঐ লতা-কুঞ্জের মধ্যে আবার ঘর বাড়ীর মত বড় বড় গুহা আছে! প্রকৃতিসুন্দরীর প্রিয়পুত্র কিরাতগণের ত'আর রাজা-রাজড়ার মত কৃত্রিম সাজ-সজ্জায় ভরা বিলাস-মন্দির নাই, যে, তাহার মধ্যে আমোদ-প্রমোদ করিবে, আর ঝাড়-লণ্ঠন-দেওয়াল-গিরিতে আলো জ্বলিবে। তাই তাহারা স্ব স্ব প্রেয়সীদিগকে লইয়া ঐ সকল গুহার মধ্যে গিয়া ঢোকে ও সারারাত্রি আমোদ-আহ্লাদে কাটায়। আঁধারের নামগন্ধও তথায় নাই। গুহা-মুখ-জাত ঐ ওষধিগুলির উজ্জ্বল আলো গিয়া মধ্যে পড়ায় গুহা-গৃহের ভিতরটা আলোকে ভরিয়া যায়। সারা রজনী যেন প্রকৃতিদেবী নিজে আড়ালে থাকিয়া তাঁহার সন্তান-সন্ততিগণের উপভোগ-মন্দিরে বিনা তৈলে আলো সরবরাহ করেন। ঐ সকল লতাময়ী প্রদীপ-শ্রেণীর কাছে কোথায় লাগে ধনবানদের মোমবাতির আলো বা ঘৃতের প্রদীপ! ॥ ১০ ॥

বিদ্যাধরীরা লিখিতে বসিয়া সম্পূর্ণ একটা অক্ষর লিখিবার বিরক্তিভোগ করেন নাই। ভূর্জ্জপত্রের দাগগুলির যেটা যেটা তাঁহাদের অভিপ্রেত অক্ষরের "উপযোগ" অর্থাৎ সাহায্য করিতে পারে, তাহাতে এক একটা দাগ দিয়া গেলেন মাত্র। যেমন, এইরূপ একটা দাগে—এইরূপ একটা দাগ বসাইয়া দিলেন। তাহাতে হইল + এইরূপ অর্থাৎ একটা ক হইয়া গেল। তাঁহারা যেন Short-hand-এ চিঠি লিখিয়া ফেলিলেন। ক্ষিপ্র-হস্তা বিলাসিনীদের ক্ষিপ্রহস্তের চিঠি ভূর্জ্জপত্রের সাহায্যে আরও ক্ষিপ্রতর সময়ে সুসম্পন্ন হইল। ৭।

উদ্বেজয়ত্যঙ্গুলিপার্ষ্ণিভাগান্ মার্গে শিলীভূতহিমেঽপি যত্র।
ন দুর্বহ-শ্রোণি-পয়োধরার্ত্তা ভিন্দন্তি মন্দাং গতিমশ্বমুখ্যঃ ॥ ১১ ॥

দিবাকরাদ্রক্ষতি যো গুহাসু লীনং দিবাভীতমিবান্ধকারম্।
ক্ষুদ্রেঽপি নূনং শরণং প্রপন্নে মমত্বমুচ্চৈঃ-শিরসাং সতীব ॥ ১২ ॥

অন্বয়।—যত্র (হিমাদ্রৌ) শিলীভূত-হিমে (অতঃ) অঙ্গুলি-পার্ষ্ণি-ভাগান্ উদ্বেজয়তি অপি মার্গে দুর্বহ-শ্রোণি-পয়োধরার্ত্তাঃ অশ্বমুখ্যঃ (কিন্নর-সুন্দর্য্যঃ) মন্দাং গতিং ন ভিন্দন্তি (ন ত্যজন্তি)। (পাদ-পীড়াকরেঽপি পথি অতিভার-ভঙ্গুর-শরীরতয়া ন শীঘ্রং গন্তুং শক্যতে—ইতি ভাবঃ)। ১১ ॥

যঃ (হিমাদ্রিঃ) দিবা (দিবসে) ভীতম্ ইব (যথা পেচকমিব) গুহাসু লীনং অন্ধকারং দিবাকরাৎ রক্ষতি। (তথাহি)—উচ্চৈঃ-শিরসাং শরণং প্রপন্নে ক্ষুদ্রে অপি সতি (সজ্জনে) ইব নূনং মমত্বং (মমায়মিত্যভিমানঃ অস্তীতি শেষঃ) ॥ ১২ ॥

বঙ্গার্থ।—হিমালয়ে বহু কিন্নর-কিন্নরীদের বাস। উহাদের কি স্ত্রী, কি পুরুষ, সকলেরই অঙ্গসৌষ্ঠব অতি সুন্দর। হাব-ভাব, চলা-ফেরা, কথা-বার্ত্তা—সর্ব্ববিষয়েই উহারা অনুপম। কিন্তু যতগোল উহাদের মুখখানা লইয়া। মুখগুলি দেখিতে ঘোড়ার মত। সুন্দর গান করে, সুন্দর রসিকতা করে, কিন্তু সব ঐ ঘোড়ার মত মুখে। বৃদ্ধত্ব বা জরা উহাদের বড় একটা নাই। উহারা চিরনবীন, স্থিরযৌবন। হিমালয় ত' নিরত তুষারে আবৃত। পথ-ঘাটগুলি বরফে ঢাকা। যেন বরফের "ইণ্ডিয়ান পেটেণ্ট ষ্টোন্" দিয়া রাস্তাগুলি তৈরী। সে সব রাস্তায় গজেন্দ্র-গমনে চলা অসম্ভব। রাস্তায় পড় আর উর্দ্ধশ্বাসে ছোট, নতুবা পাথরের মত জমাট বাঁধা বরফে তোমার পার রফা-রফা হইবে। অতিরিক্ত ঠাণ্ডায় পায়ে "খিল" ধরিয়া অসাড় হইয়া যাইবে, তুমি বরফের উপর পড়িবে, আর মরিবে। কিন্নর-কিন্নরীরা যখন ঐ তুষারাবৃত পথে চলা-ফেরা করেন, তখন সেই বরফের কন্‌কনে ঠাণ্ডায় তাঁহাদের চাঁপার কুঁড়ির মত পায়ের আঙুলগুলির ডগায় তুলতুলে তলভাগটা একেবারে জলিয়া উঠে, বিষম কষ্ট হয়, ইচ্ছা,—খুব ছুটিয়া যান, কিন্তু কার্য্যতঃ তাহা পারেন না। একে গুরু নিতম্ব, তাহার উপর আবার দুর্বহ পীন-পয়োধর, এই দুই বেয়াড়া ভার লইয়া এমনি ধীরে ধীরে চলিতেই প্রাণান্ত, দৌড়ানো ত' পরের কথা। তাই কিন্নরীরা নেহাৎ অনিচ্ছা-সত্ত্বেও ধীরে ধীরে হেলিয়া দুলিয়া সেই বরফের পথে বেড়াইতে বাধ্য হন। বরফের অত্যাচারে অনিচ্ছায় গজেন্দ্র-গমনা সাজেন ॥ ১১ ॥

হিমালয়ের মত শরণাগতবৎসলও বড় একটা দেখা যায় না। ছোট-বড় বিচার তাঁহার নিকট নাই। আশ্রয়-প্রার্থীর জন্য তাঁহার বক্ষঃ সতত উন্মুক্ত। দিনমানেও হিমাদ্রির গুহাগুলির ভিতরটা কি ঘোর অন্ধকারে ভরা, দেখিলে ভয় করে, মনে হয়, পেচায় যেমন ভয় পায়, তেমনই দিনের বেলায় আলোর ভয়ে যত রাজ্যের অন্ধকার আসিয়া হিমালয়ের নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিয়াছে; আর মহাপ্রাণ গিরি, কে-কি—বৃত্তান্ত কিছু না জিজ্ঞাসা করিয়া, অমনি তাহাদিগকে নিজের বুকের মধ্যে,—গুহার মধ্যে স্থান দিতেছেন। অন্ধকারগুলি সেই দুরধিগম গুহায় ঢুকিয়া বাহিরের আলোক হইতে,—সূর্য্যের হাত হইতে আত্মরক্ষা করিতেছে। না হবে কেন? বড়লোক যাঁরা, প্রকৃত মহাত্মা যাঁরা,—এই ত' তাঁহাদের ধর্ম্ম। কি ছোট কি বড়, কি উচ্চ কি নীচ,—বিচার না করিয়া, ভেদাভেদ না করিয়া, যিনি সকলকেই সমানভাবে আশ্রয় দেন, আশ্রয়ার্থীর জাতি বা পদমর্য্যাদা হিসাব করিয়া ব্যবহারের কোন প্রকার ইতর-বিশেষ করেন না, তিনিই ত' প্রকৃত মহান্, সত্যিকারের বড়লোক ॥ ১২ ॥

লাঙ্গূল-বিক্ষেপ-বিসর্পি-শোভৈরিতস্ততশ্চন্দ্র-মরীচি-গৌরৈঃ ।
যস্যার্থযুক্তং গিরিরাজশব্দং কুর্ব্বন্তি বাল-ব্যজনৈশ্চমর্য্যঃ ॥ ১৩ ॥
যত্রাংশুকাক্ষেপ-বিলজ্জিতানাং যদৃচ্ছয়া কিম্পুরুষাঙ্গনানাম্ ।
দরীগৃহদ্বারবিলম্বিবিম্বাস্তিরস্করিণ্যো জলদা ভবন্তি ॥ ১৪ ॥
ভাগীরথী-নির্ঝর-শীকরাণাং বোঢ়া মূহুঃ কম্পিত-দেবদারুঃ ।
যদ্বায়ুরন্বিষ্ট-মৃগৈঃ কিরাতৈরাসেব্যতে ভিন্ন-শিখণ্ডি-বর্হঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়।—চমর্য্যঃ ইতস্ততঃ লাঙ্গূল-বিক্ষেপ-বিসর্পি-শোভৈঃ চন্দ্রমরীচি-গৌরৈঃ বাল-ব্যজনৈঃ যস্য (হিমাদ্রেঃ) গিরিরাজ-শব্দম্ অর্থযুক্তং কুর্ব্বন্তি । ১৩ ॥

যত্র (হিমাদ্রৌ) অংশুকাক্ষেপ-বিলজ্জিতানাং কিম্পুরুষাঙ্গনানাং যদৃচ্ছয়া দরীগৃহদ্বার-বিলম্বিবিম্বাঃ জলদাঃ তিরস্করিণ্যঃ (যবনিকাঃ) ভবন্তি । ১৪ ॥

ভাগীরথী-নির্ঝর-শীকরাণাং বোঢ়া মুহুঃ কম্পিত-দেবদারুঃ ভিন্ন-শিখণ্ডি-বর্হঃ যদ্বায়ুঃ (যস্য হিমাদ্রেঃ বায়ুঃ) অন্বিষ্ট-মৃগৈঃ (অতঃ শ্রান্তৈঃ) কিরাতৈঃ আসেব্যতে । ১৫ ।

বঙ্গার্থ।—হিমাদ্রিকে সবাই "গিরিরাজ" বলিত, পর্ব্বতকুলের তিনি সত্যিই যেন রাজা ছিলেন। অত বড় বিশাল পর্ব্বত ত' পৃথিবীতে আর নাই। তারপর আবার প্রকৃতি-দেবীও হিমালয়কে রাজার সাজে, রাজাধিরাজের আসবাবে, সাজসরঞ্জামে যেন স্বহস্তে সাজাইয়া দিয়াছিলেন। যেমন উত্তুঙ্গ হিমালয়, তেমনই অভিত্যকাস্থিত জলদচুম্বী দেবদারু-তরু-রাজির শ্যামল-পত্রাবলীর বিতান, তাঁহার মাথার উপর রাজচ্ছত্রের কাজ করিত, এই কথা, নবম শ্লোকে ব্যক্ত হইয়াছে। এখন রাজার চামরের কথা বলা হইতেছে। হিমালয়ে চমরীমৃগের অভাব ছিল না। জ্যোৎস্নার মত সাদা সাদা, থোপা থোপা রোমগুচ্ছ-বিশিষ্ট লাঙ্গুলগুলি দুলাইতে দুলাইতে চমরী-মৃগীরা যখন চারিদিকে বেড়াইত, তখন তাহাদের সেই চামরের মত লাঙ্গুলের শোভায় গোটা হিমালয়টা ভরিয়া যাইত। মনে হইত, শুধু কথায়, ফাঁকা উপাধিতেই ইনি রাজা নন, ইনি সত্যিই রাজা, তা' না হ'লে, অত চামর-ধারিণীরা চামর-ব্যজন করিবে কেন ? ছত্র এবং চামর যে রাজারই চিহ্ন। ইহার গিরিরাজ নাম শুধু নামে নহে, কাজেও। ইহার নাম সর্ব্বপ্রকারেই সার্থক ॥ ১৩ ॥

হিমালয়ের গুহা-গৃহের মধ্যে কিন্নর-দম্পতিরা আসিয়া নিঃশঙ্ক-হৃদয়ে কত আমোদ প্রমোদ করিত। জন-মানবের গন্ধও সে দেশে নাই। কেহ দেখিবে, নিন্দামন্দ করিবে, সে সম্ভাবনা আদৌ নাই। সুতরাং ক্রীড়ারত পতিপত্নীর আর কোথাও কোন বাধা-বিঘ্ন ছিল না। প্রাণের সকল সাধ মিটাইয়া তাহারা কামযজ্ঞে আহুতি দিত। অসহিষ্ণু কিন্নরগুলি যখন বস্ত্র-হরণের পালা জুড়িত, তখন,— হাজার হোক্, একটা মাছিতেও না দেখুক,—স্ত্রীলোক ত',—কিন্নরীরা লজ্জায় মরিয়া যাইত। গুহার দ্বার খোলা, হাঁ-হাঁ করিতেছে, তাদের বড়ই বাধো বাধো ঠেকিত। এমন সময়ে, হঠাৎ কোথা হইতে উড়িয়া আসিয়া এক খণ্ড জলভরা কালো মেঘ ঐ গুহার দরজায় লাগিত, যেন একখানা পুরু কালো বনাতের পর্দ্দা কেহ ঝাঁ করিয়া আসিয়া দরজায় টাঙ্গাইয়া দিয়া গেল। রমণীরা হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিত ॥ ১৪ ।

কি সুখ সেব্য সমীরণ হিমালয়ের, তার কি আর জোড়া আছে ? উহার বক্ষঃ হইতেই গঙ্গা ভূতলে নামিয়া আসিতেছেন, নিরন্তর—দিন নাই, রাত্রি নাই,—সর্ব্বদা সমভাবে গঙ্গার পূত-নির্ম্মল নির্ঝর ঝর্ ঝর্ করিয়া গিরিগাত্রে বাহিয়া পড়িতেছে, আর সেই গঙ্গাপ্রপাতের বিন্দু বিন্দু জলকণা ঐ বাতাসে মিশিয়া চারিদিকে কেমন একটা ঠাণ্ডা ভাব যেন বিছাইয়া দিয়াছে. সে বাতাসে শবদেহেও যেন প্রাণ ফিরিয়া আসে। দেবদারু গাছগুলি মুহুর্মুহুঃ কাঁপিতেছে, আর মুট্ মুট্ করিয়া তাদের পাতাগুলির কতক বাতাসে ভাঙ্গিয়া পড়ায়, বোঁটা হইতে ক্ষীরস্রাব হইতেছে, আর সেই ক্ষীরের সৌরভে বাতাসটা আরও উপভোগ্য হইতেছে। ময়ূরগুলি স্ফূর্ত্তির চোটে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে, তাহাদের মাথার উপরের ঝুঁটিগুলি ও নয়নরঞ্জন পুচ্ছগুলি বাতাসে বিশ্লিষ্ট হইয়া, কেমন শোভা পাইতেছে ! কিরাতরা মৃগয়া করিতে গিয়া শিকারের খোঁজে চড়াই উৎরাই ঘুরিয়া ঘুরিয়া যত ক্লান্তই হউক না কেন, যেমন ঐ বাতাস গায়ে লাগিতেছে, তাহাদের সকল ক্লান্তি, সব শ্রম দূর হইতেছে। তাহারা একটু দম লইয়া, ঐ চির-মনোহর বাতাসে যেন নবীন বলসঞ্চয় করিয়া আবার মৃগের খোঁজে ছুটিতেছে। এমনই সে বাতাস ! ॥ ১৫ ।

সপ্তর্ষি-হস্তাবচিতাবশেষাণ্যধো বিবস্বান্ পরিবর্ত্তমানঃ।
পদ্মানি যস্যাগ্রসরোরুহাণি প্রবোধয়ত্যূর্দ্ধমুখৈর্ময়ূখৈঃ ॥ ১৬ ॥
যজ্ঞাঙ্গযোনিত্বমবেক্ষ্য যস্য সারং ধরিত্রী-ধরণক্ষমঞ্চ।
প্রজাপতিঃ কল্পিত-যজ্ঞ-ভাগং শৈলাধিপত্যং স্বয়মন্বতিষ্ঠৎ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়।—সপ্তর্ষি-হস্তাবচিতাবশেষাণি যস্য (হিমাদ্রেঃ) অগ্রসরোরুহাণি পদ্মানি অধঃ পরিবর্ত্তমানঃ বিবস্বান্ ঊর্দ্ধমুখৈঃ ময়ূখৈঃ প্রবোধয়তি ॥ ১৬ ॥

যস্য (হিমাদ্রেঃ) যজ্ঞাঙ্গ-যোনিত্বং ধরিত্রী-ধরণ-ক্ষমং সারং চ অবেক্ষ্য প্রজাপতিঃ স্বয়ম্ (এব) কল্পিত-যজ্ঞ-ভাগং শৈলাধিপত্যম্ অন্বতিষ্ঠৎ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গার্থ।—হিমালয় যে কত উচ্চ, উহার শিখরদেশ যে কি অসম্ভব উন্নত, তার কি একটা ঠিক্-ঠিকানা আছে? উহার শিখরদেশে একটা সরোবর আছে, নাম তার সপ্তর্ষি-সরঃ,—সেই পুকুরে অনেক পদ্মফুল জন্মে। সপ্তর্ষিমণ্ডল সূর্য্য-লোকেরও উপরে—অনেক ঊর্দ্ধে অবস্থিত। সপ্তর্ষিগণ তাঁহাদের পূজার জন্য, ভালো করিয়া ফোটার পূর্ব্বেই ঐ পুকুর হইতে অনেক পদ্মফুল তুলিয়া লইয়া যান। শেষে উহার অধোদেশস্থিত সূর্য্যদেবের কিরণে পুকুরের বাকি পদ্মগুলি বিকসিত হয়। সূর্য্যকিরণ সেখানে উপরের দিকে প্রসারিত হইয়া, তবে ঐ পদ্ম-মুকুলগুলি ফুটায়। আমাদের এই ভূতলে যেমন উপরিস্থিত সৌরমণ্ডল হইতে নিম্নদিকে কিরণপাত হয়, সেখানে ত' আর তেমন হইলে চলিবে না, সে যে সৌরমণ্ডলের অনেক—অনেক উঁচুতে স্থিত পুকুরের পদ্ম। কাজেই সূর্য্যদেবকে নীচু হইতে অনেক উপরে কিরণ পাঠাইয়া পদ্ম ফুটাইতে হয়। এত উঁচু সে হিমালয়! ॥ ১৬ ॥

স্বর্গের দেবতাদের একটা মস্ত সুবিধা এই যে, উদরান্নের জন্য, আমাদের মত তাঁহাদিগকে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয় না। যিনি যেখানে যে যজ্ঞই করুন, দেবতারা সেই যজ্ঞের বখ্‌রা পান। কিন্তু যজ্ঞাদিতে যে সমুদয় উপকরণের দরকার তার মধ্যে সর্ব্বপ্রধান হইল সোমরস; আর এই সোমরস যে লতার নির্য্যাস,—সেই সোমলতা জন্মে আবার হিমালয়ে। হিমালয় যদি একটু বেঁকিয়া বসেন, সোমলতা অন্ততঃ কিছুকালের জন্যও সরবরাহ না করেন, তবেই চক্ষুঃ স্থির, যাগযজ্ঞের দফা রফা। দেবতাদেরও সোমরস-পান ঐ পর্য্যন্ত। তা' ছাড়া, এই বিশাল ধরার ভার ধারণ করিতে যে সামর্থ্যের দরকার, যতটা ক্ষমতার দরকার, যে অপরিসীম শক্তির দরকার, তা' আছে একমাত্র ঐ ভূ-ধর হিমালয়ের। "বলং বলং বাহু-বলম্"—হিমালয়ের কোন আবেদন-নিবেদনের দরকার হইল না; কোন কিছুই বলিতে কহিতে হইল না। সৃষ্টি-কর্ত্তা বিধাতা,—দেব-দানব, যক্ষ-রক্ষঃ,—জীব-জন্তু, স্থাবর-জঙ্গম,—সকলের যিনি মালিক, হর্ত্তা-কর্ত্তা,—সেই বিধাতা আপনা হইতেই হিমালয়কে শৈলকুলের রাজা বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং শুধু কথায় "রাজা" করিলে ত' হইবে না,—একটা পাকাপোক্ত রকমের বৃত্তি বরাদ্দ করিয়া দিলেন,—হিমালয়ের জন্য দেবতাদের মত, যজ্ঞভাগের একটা বখ্‌রার ব্যবস্থা করিলেন। তদবধি গিরিরাজ দেবতাদের মধ্যে,—মর্ত্তে থাকিয়াও স্বর্গের "অভি-জাত"-সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্যতমরূপে পরিগণিত হইলেন। এ কি কম সৌভাগ্যের কথা! ॥ ১৭ ॥

তাৎপর্য্য।—যখন প্রজাপতি,—গিরিরাজ হিমালয়ের পৃথিবী-ধারণের যোগ্যতা ও যজ্ঞীয় দ্রব্যাদির উৎপাদন-ক্ষমতা দেখিলেন, তখন তিনি স্বয়ং, হিমালয়কে পর্ব্বতকুলের রাজা বলিয়া ঘোষণা এবং তাঁহার দেবতাদিগের ন্যায় যজ্ঞের একটা অংশ নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন; চূড়ান্ত সম্মান করিলেন। কিন্তু অতবড় সম্মানী নগ-কুল-পতির অনুরূপ সহধর্ম্মিণী কোথায় মিলিবে? পূর্ব্বাপর সমুদ্রাবগাহী বিরাট হিমালয়,—স্বর্গীয় দেববৃন্দের লীলাভূমি বিশাল হিমালয়,—পৃথিবীর যাবতীয় পর্ব্বত-কুলের "অধিরাজ" প্রকাণ্ড হিমালয়,—অতিমার্ত্তণ্ড মণ্ডল সপ্তর্ষিলোক-চুম্বী উত্তুঙ্গতম হিমালয়,—তাঁহার পত্নী,—বড় কঠিন কথা। হিমালয় নিজে যেমন অসামান্য, তাঁহার পত্নীও তেমনই অসামান্যা না হইলে মানাইবে কেন? সুতরাং বিধাতার সৃষ্টিতে তাঁহার অনুরূপ ভার্য্যা অসম্ভব। পৃথিবীতে তাদৃশী পত্নী দুর্লভ। পৃথিবীর সমস্তই ক্ষুদ্র, সঙ্কীর্ণ; সুতরাং কোনও পার্থিবী নারীই হিমালয়ের পত্নীর যোগ্যা নন! তাই পিতৃগণ, তাঁহাদের এক মানসী কন্যা সৃষ্টি করিলেন। সে কন্যা

স মানসীং মেরু-সখঃ পিতৄণাং কন্যাং কুলস্য স্থিতয়ে স্থিতিজ্ঞঃ।
মেনাং মুনীনামপি মাননীয়ামাত্মানুরূপাং বিধিনোপযেমে॥ ১৮॥
কালক্রমেণাথ তয়োঃ প্রবৃত্তে স্বরূপযোগ্যে সুরতপ্রসঙ্গে।
মনোরমং যৌবনমুদ্বহন্ত্যা গর্ভোঽভবদ্ ভূধররাজপত্ন্যাঃ॥ ১৯॥
অসূত সা নাগবধূপভোগ্যং মৈনাকমম্ভোনিধি-বদ্ধ-সখ্যম্।
ক্রুদ্ধেঽপি পক্ষচ্ছিদি বৃত্র-শত্রাববেদনাজ্ঞং কুলিশ-ক্ষতানাম্॥ ২০॥

অন্বয়—মেরু-সখঃ স্থিতিজ্ঞঃ সঃ (হিমাদ্রিঃ) পিতৄণাং মানসীং (মনঃসঙ্কল্পজনিতাং) মুনীনাম্ অপি মাননীয়াম্ আত্মানুরূপাং মেনাং (মেনকাদেবীতি নামবতীম্) কন্যাং কুলস্য স্থিতয়ে বিধিনা উপযেমে॥ ১৮॥

অথ কালক্রমেণ তয়োঃ (মেনকা-হিমবতোঃ) স্বরূপ-যোগ্যে সুরতপ্রসঙ্গে প্রবৃত্তে (সতি) মনোরমং যৌবনম্ উদ্বহন্ত্যাঃ ভূধর রাজ-পত্ন্যাঃ গর্ভঃ অভবৎ। ১৯॥

সা (মেনা) নাগ-বধূপভোগ্যম্ অম্ভোনিধি-বদ্ধসখ্যং পক্ষচ্ছিদি বৃত্রশত্রৌ ক্রুদ্ধে (সতি) অপি কুলিশক্ষতানাম্ অবেদনাজ্ঞং মৈনাকং (পুত্রম্) অসূত। ২০॥

ব্যাখ্যা।—বন্ধু-বান্ধবের বলও হিমালয়ের বড় কম ছিল না। সুবর্ণময় মেরুপর্ব্বতের সহিত হিমালয়ের সখিত্ব,—এ বড় সোজা কথা নহে। তার উপর শাস্ত্রাদিতেও হিমালয়ের বিলক্ষণ অধিকার ছিল। কাহার কিরূপ সম্মান করা দরকার, কে কতটা সম্ভ্রমের যোগ্য,—এ তত্ত্ব হিমালয় খুব ভাল রকমেই জানিতেন। কি করিলে, কোন্ পথে চলিলে—কুলাগত সম্মান অক্ষুণ্ণ থাকিবে,—ইহা তাঁহার বিশেষরূপে জানা ছিল। তাই তিনি, নিজের কুল-মর্য্যাদা অব্যাহত রাখিবার জন্য, পিতৃগণের মানসী কন্যা মেনাকে যথাশাস্ত্র বিবাহ করিলেন। কন্যা-কুলোত্তমা মেনাকে মুনিরাও পরম সম্মান করিতেন। সুতরাং মেনা সর্ব্বাংশে অশেষসম্মান-ভাজন হিমালয়ের অনুরূপ সহধর্ম্মিণীই হইয়াছিলেন। ১৮॥

কি রূপ, কি গুণ,—সর্ব্বাংশেই মেনকা-হিমালয়ের পরিণয়—ও মিলন সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর হইয়াছিল। উভয়েই উভয়ের মধ্যে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। কিছু দিন খুব আমোদ-আহ্লাদে নব দম্পতির কাটিল। নিমেষের মত, অনেকটা সময় চকিতে ফুরাইয়া গেল। মিলনের কাল দেখিতে দেখিতে কর্পূরের মত উপিয়া গেল। এদিকে মনোরম যৌবন-কুসুমে উল্লসিতাঙ্গী গিরিরাজ-মহিষী মেনাও গর্ভিণী হইলেন। ১৯॥

ক্রমে যথাসময়ে, রাণীর মৈনাক নামে একটি কুমার জন্মিল। যেমন মাতা-পিতা, পুত্র মৈনাকও রূপে-গুণে, স্থৈর্য্যে-শৌর্য্যে—সর্ব্বতোভাবে তদনুরূপ হইলেন। নাগ-কন্যারা পরমসুন্দরী, সাধারণ রমণীর ভাগ্যে তত সৌন্দর্য্য ঘটে না, তাহারা আসিয়া মৈনাককে পতিত্বে বরণ করিল। অনন্তরত্নের আকর জলনিধির সহিত মৈনাকের অভিন্নহৃদয় বন্ধুত্ব জন্মিল। বৃত্রাসুরের নিধনকর্ত্তা, সুতরাং জগতে অপরাজেয় দেবরাজ ইন্দ্রও মৈনাকের কাছে একেবারে আহাম্মক বনিয়া গেলেন। তিনি যখন ক্রোধান্ধ হইয়া বজ্রাস্ত্রের দ্বারা পর্ব্বতগুলির একে একে পাখা কাটিয়া দিয়া, তাহাদের এখানে-সেখানে উড়িয়া যাওয়া, চলা-ফেরা বন্ধ করিয়া দিলেন, তখন মৈনাক গিয়া বন্ধু জলধির গর্ভে আশ্রয় লইলেন। ইন্দ্রের বজ্রের পাল্লার (range) একদম বাহিরে চলিয়া গেলেন। অন্যান্য পর্ব্বতের মত বজ্রাঘাতের দুঃসহ বেদনা আর মৈনাককে ভুগিতে হইল না। ২০॥

যোগ্য-ব্রহ্মবাদিনী ও সম্মানিত মুনিগণেরও পরম মাননীয়া! এতাদৃশী স্বর্গ-মর্ত্ত্য-পূজিতা কন্যার সহিত, স্বর্গমর্ত্ত-ব্যাপী পরম-দয়ালী গিরি-রাজের পরিণয় হইল!

মেনা শব্দের আর একটা অর্থ স্বর্গমর্ত্ত,—অর্থাৎ দ্যাবা-পৃথিবী। স্বর্গমর্ত্ত-ব্যাপীর সংযোগ স্বর্গমর্ত্ত-ব্যাপিনীর সহিত হইলেই মানায়। তাই দ্যাবা-পৃথিবীর সহিত হিমালয়ের পরিণয় হইল। স্বর্গমর্ত্ত-ব্যাপ্ত পুরুষ স্বর্গমর্ত্ত-ব্যাপ্তা প্রকৃতির সহিত মিলিত হইলেন!—পার্থিব সৃষ্টিতে তাদৃশী প্রকৃতির সম্ভাবনা কোথায়? ॥ ১৮॥

অথাবমানেন পিতুঃ প্রযুক্তা দক্ষস্য কন্যা ভব-পূর্ব্ব-পত্নী।
সতী সতী যোগ-বিসৃষ্ট-দেহা তাং জন্মনে শৈল-বধূং প্রপেদে ॥ ২১ ॥
সা ভূধরাণামধিপেন তস্যাং সমাধিমত্যামুদপাদি ভব্যা।
সম্যক্-প্রয়োগাদপরিক্ষতায়াং নীতাবিবোৎসাহ-গুণেন সম্পৎ ॥ ২০ ॥
প্রসন্নদিক্ পাংশুবিবিক্তবাতং শঙ্খ-স্বনানন্তর পুষ্প-বৃষ্টিঃ।
শরীরিণাং স্থাবরজঙ্গমানাং সুখায় তজ্জন্মদিনং বভূব ॥ ২৩ ॥
তয়া দুহিত্রা সুতরাং সবিত্রীস্ফুরৎপ্রভামণ্ডলয়া চকাশে।
বিদূরভূমির্নবমেঘশব্দাদুদ্ভিন্নয়া রত্নশলাকয়েব ॥ ২৪ ॥
দিনে দিনে সা পরিবর্দ্ধমানা লব্ধোদয়া চান্দ্রমসীব লেখা।
পুপোষ লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্ জ্যোৎস্নান্তরাণীব কলান্তরাণি ॥ ২ ॥

অন্বয়।—অথ (মৈনক-জন্মনঃ পরং) দক্ষস্য কন্যা, ভব-পূর্ব্ব-পত্নী সতী (সতী নাম দেবী) পিতুঃ (কর্ত্তরি ষষ্ঠী) অবমানেন প্রযুক্তা যোগ-বিসৃষ্ট-দেহা সতী জন্মনে তাং শৈলবধূং (মেনকাং) প্রপেদে ॥ ২১ ॥

ভব্যা সা (সতী) ভূধরাণাম্ অধিপেন (হিমবতা) সমাধিমত্যাং তস্যাং (মেনকায়াং) সম্যক্প্রয়োগাৎ অপরিক্ষতায়াং নীতৌ উৎসাহগুণেন (কর্ত্রা) সম্পৎ ইব উদপাদি। ২২।

প্রসন্ন দিক্, পাংশু-বিবিক্ত-বাতং, শঙ্খ-স্বনানন্তর-পুষ্পবৃষ্টিঃ তদ্-জন্মদিনং স্থাবরজঙ্গমানাং শরীরিণাং সুখায় বভূব। ২৩।

স্ফুরৎ-প্রভামণ্ডলয়া তয়া দুহিত্রা সবিত্রী (জনয়িত্রী মেনকা) বিদূরভূমিঃ (পর্ব্বতপ্রান্তভূমিঃ) নবমেঘ-শব্দাৎ উদ্ভিন্নয়া রত্নশলাকয়া ইব সুতরাং চকাশে ॥ ২৪।

লব্ধোদয়া দিনে দিনে পরিবর্দ্ধমানা সা (বালা) চান্দ্রমসী লেখা ইব লাবণ্যময়ান্ বিশেষান্ (অবয়বান্) জ্যোৎস্নান্তরাণি (জ্যোৎস্নয়া অন্তর্হিতানি তন্ময়ানি) কলান্তরাণি ইব পুপোষ (উপচিতবতী)। ২৫।

ভাবার্থ।—মৈনাকজন্মের কিছুকাল পরে, মেনার আবার সন্তান-সম্ভাবনা হইল। প্রজাপতি দক্ষের কন্যা মহাদেবের ১ম পক্ষের পত্নী সতী, পিতার মুখে পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া, তুমি যেমন আমার পতির অবমান করিলে, আমি যদি যথার্থ সতী হই, তবে ইহার উপযুক্ত প্রতিবিধান তোমার জামাতাই আসিয়া করিবেন,—বলিয়া, যে শরীরে পতিনিন্দা শুনিয়াছিলেন, সেই শরীর যোগানলে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন। এখন তিনি,—সেই পতিব্রতা-শিরোমণি সতীদেবী পুনরায় ভূতলে অবতীর্ণ হইবার বাসনায় শৈলেন্দ্র মহিষী মেনার গর্ভস্থ হইলেন। মেনা-হিমালয়ের কি সৌভাগ্য ! ॥ ২১ ॥

বুঝিয়া ঠিকমত প্রয়োগ করিতে পারিলে,—উৎসাহ-গুণকর্ত্তৃক, নীতির কৌশলে—যেমন শ্রেষ্ঠ-সম্পদ্ লব্ধ হইয়া থাকে, সেইপ্রকার, সংযত-প্রকৃতি গিরিরাজ হিমালয় কর্ত্তৃক নিয়মবতী মেনকায়—জগতের কল্যাণময়ী সেই "ভবপূর্ব্বপত্নী" সতী সমুৎপাদিত হইলেন। ২২।

যেদিন "সতী" গিরিরাজ-পুত্রীরূপে ভূমিষ্ঠ হইলেন, সেদিন চেতন-অচেতন—সকলের পক্ষেই পরম সুখকর হইয়াছিল। জগন্মাতার জন্মগ্রহণে ত্রিজগৎ যেন হাসিয়া উঠিল। দশদিক্ আনন্দে প্রসন্নতা লাভ করিল। সুখস্পর্শ সমীরণে পৃথিবী ভরিয়া গেল, সে সমীরে ধূলির নামগন্ধও রহিল না। আকাশমণ্ডল দেবগণের শঙ্খ-ধ্বনিতে পরিপূর্ণ হইল এবং নিরন্তর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল। স্থাবরজঙ্গম—সকলেই বুঝিল,—কি যেন কোন্ মহাশক্তির আবির্ভাব হইল। ২৩।

নব-জলধরের মন্দ্র ধ্বনিতে পর্ব্বতের প্রান্তভূমি হইতে উত্থানোন্মুখ রত্নশলাকার অপূর্ব্ব দীপ্তিতে যেমন সেই স্থান উদ্ভাসিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জ্যোতির্ম্ময়ী নবকুমারীর দেহ-লাবণ্যে প্রসূতি মেনকাদেবী অতুল শোভাপ্রাপ্ত হইলেন। ২৪।

শশিলেখা যেমন উদয়ের পর দিন দিন ক্রমশঃ অধিকতর জ্যোৎস্নাপূর্ণ নব নব কলার সংযোগে, অর্থাৎ প্রতিপদ্ অপেক্ষা দ্বিতীয়াতে এবং দ্বিতীয়া অপেক্ষা তৃতীয়াদি তিথিতে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও সমধিক সৌন্দর্য্যসম্পন্ন হয়, তদ্রূপ সেই নব-কুমারীর মনোরম দেহও দিন দিন যেমন বাড়িতে লাগিল, তাহাতে ক্রমেই তেমন অধিকতর লাবণ্য বিকসিত হইল। ২৫।

তাং পার্ব্বতীত্যাভিজনেন নাম্না বন্ধুপ্রিয়াং বন্ধুজনো জুহাব।
উ-মেতি মাত্রা তপসো নিষিদ্ধা পশ্চাদুমাখ্যাং সুমুখী জগাম ॥ ২৬ ॥
মহীভৃতঃ পুত্রবতোঽপি দৃষ্টিস্তস্মিন্নপত্যে ন জগাম তৃপ্তিম্।
অনন্ত-পুষ্পস্য মধোর্হি চূতে দ্বিরেফ-মালা স-বিশেষ-সঙ্গা ॥ ২৭ ॥
প্রভা-মহত্যা শিখয়েব দীপস্ত্রিমার্গয়েব ত্রিদিবস্য মার্গঃ।
সংস্কারবত্যেব গিরা মনীষী তয়া স পূতশ্চ বিভূষিতশ্চ ॥ ২৮ ॥
মন্দাকিনী-সৈকত-বেদিকাভিঃ সা কন্দুকৈঃ কৃত্রিম-পুত্রকৈশ্চ।
রেমে মুহুর্মধ্যগতা সখীনাং ক্রীড়ারসং নির্ব্বিশতীব বাল্যে ॥ ২৯ ॥

অন্বয়। বন্ধুপ্রিয়াং তাং (বালাং) বন্ধুজনঃ (পিত্রাদিঃ) আভিজনেন নাম্না পার্ব্বতী ইতি জুহাব। পশ্চাৎ মাত্রা, উ (ইতি সম্বোধনে) মা (মা কুরু, অয়ি ! তপঃ মা কুরু) ইতি তপসো নিষিদ্ধা (সতী) সুমুখী (সা বালা)—উমাখ্যাং জগাম ॥২৬॥

পুত্রবতঃ অপি মহীভৃতঃ (হিমাদ্রেঃ) তস্মিন্ অপত্যে (কন্যায়াং) তৃপ্তিং নঃ জগাম। তথাহি—অনন্তপুষ্পস্য (অপি) মধোঃ (সম্বন্ধিনী) দ্বিরেফ-মালা চূতে সবিশেষসঙ্গা ॥ ২৭ ॥

প্রভামহত্যা শিখয়া দীপঃ ইব, ত্রিমার্গয়া (মন্দাকিন্যা) ত্রিদিবস্য মার্গঃ ইব, সংস্কারবত্যা গিরা মনীষী ইব, তয়া (পার্ব্বত্যা) সঃ (হিমালয়ঃ) পূতঃ চ, বিভূষিতঃ চ (আসীৎ) ॥ ২৮ ॥

সা (পার্ব্বতী) বাল্যে ক্রীড়ারসং নির্বিশতী ইব (ভুঞ্জানা ইব) সখীনাং মধ্যগতা (সতী) মন্দাকিনীসৈকত-বেদিকাভিঃ, কন্দুকৈঃ, কৃত্রিমপুত্রকৈঃ চ মুহুঃ রেমে ॥ ২৯ ॥

বঙ্গার্থ।—পিতৃকুলের পরম আদরের বস্তু সেই কুমারীকে, পিতা হিমালয় প্রভৃতি বংশানুসারী নামে—(অর্থাৎ পর্ব্বত-কন্যা) পার্ব্বতী বলিয়া ডাকিতেন। পরে, যখন মহাদেবকে পতি পাইবার জন্য পার্ব্বতী তপস্যা করিতে যান, তখন, "উ" ওগো আমার লক্ষ্মী মেয়ে—"মা" যেও না, অত কঠোর, অত কৃচ্ছ্রসাধন কি তোমার সামর্থ্যে কুলাইবে? বিরত হও,—এই কথা মাতা মেনা বার বার বলায়, কন্যার—"উমা" নাম হইয়াছিল ॥ ২৬ ॥

বালিকা পার্ব্বতী মাতাপিতার পরম আদরের ধন। মৈনাক পুত্র বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও হিমালয়ের স্নেহ কিন্তু কন্যা পার্ব্বতীর উপরই সমধিক। তিনি কন্যাকে নিরন্তর নিকটে রাখেন ; অতৃপ্ত-নয়নে ও স্নেহ-পূর্ণ মনে কন্যার দিকে যত চান, তত আরও চাহিয়া থাকিতে বাসনা জন্মে। বসন্তকালে নানা কুসুম প্রস্ফুটিত হইলেও ভ্রমরশ্রেণি কিন্তু আম্রমুকুলেই সবিশেষ আকৃষ্ট হইয়া থাকে ॥ ২৭ ॥

সমুজ্জ্বল প্রভায় সমুদ্ভাসিত শিখার দ্বারা যেমন দীপ, মন্দাকিনীর দ্বারা যেমন স্বর্গের পথ এবং ভ্রম-প্রমাদ-বর্জ্জিত সুবিশুদ্ধ বাক্যের দ্বারা যেমন জ্ঞানবান্ সুপণ্ডিত পবিত্র ও বিভূষিত হন, সেই কুমারী পার্ব্বতীর দ্বারাও, হিমালয় তদ্রূপ পবিত্র এবং বিভূষিত ও গৌরবান্বিত হইলেন ॥ ২৮ ॥

পার্ব্বতীরূপে ভূতলে অবতীর্ণা জগন্মাতা উমার সাধ হইল যে, আর একবার তিনি ছেলেমানুষের মত খেলাধূলা করেন ; তাই তিনি সখীগণের সহিত মিলিত হইয়া, কখনো হিমাদ্রি-বিহারিণী মন্দাকিনীর তীরে বালির দ্বারা বেদী নির্ম্মাণ করিতেন, কখনো বা কন্দুক (খুঁটি) লইয়া, কখনো বা পুতুলের ছেলেমেয়ে লইয়া কত খেলা খেলিতেন ॥ ২৯ ॥

বিবরণ।—মন্দাকিনী। ত্রিপথগা গঙ্গার নাম স্বর্গে মন্দাকিনী, মর্ত্তে—ভাগীরথী এবং পাতালে—ভোগবতী। গড়োয়াল-নামক পর্ব্বতবহুল রাজ্যের কেদার পর্ব্বতাবলী হইতে উৎসারিত "মন্দাগ্নি"—বা "কালী-গঙ্গা"র নামান্তর। ইহা গিয়া অলকানন্দায় পড়িয়াছে। কানিংহাম সাহেবের মতে,—চিত্রকূট-গিরিপার্শ্ব হইতে নিঃসৃত, বুন্দেলখণ্ডের মধ্য-চারিণী—"পয়স্বিনী" নামক প্রবাহিনীর শাখানদী "মন্দাকিন্" স্রোতস্বতীরই অন্য নাম "মন্দাকিনী।" (মৎস্য পুঃ, অঃ ১২১ ; Asia Res. vol. XI. p. 508) এবং Arch. S. Rep. vol. XXI. P.II ; মৎস্য পুঃ, অঃ ১১৪)। এবং (N. L. D. p. 124.) ॥ ২৯ ॥

তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং মহৌষধিং নক্তমিবাত্মভাসঃ।
স্থিরোপদেশামুপদেশকালে প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ॥ ৩০॥
অসম্ভৃতং মণ্ডনমঙ্গযষ্টেরনাসবাখ্যং করণং মদস্য।
কামস্য পুষ্পব্যতিরিক্তমস্ত্রং বাল্যাৎ পরং সাথ বয়ঃ প্রপেদে॥ ৩১॥
উন্মীলিতং তূলিকয়েব চিত্রং সূর্যাংশুভির্ভিন্নমিবারবিন্দম্।
বভূব তস্যাশ্চতুরস্রশোভি বপুর্বিভক্তং নব-যৌবনেন॥ ৩২॥
অভ্যুন্নতাঙ্গুষ্ঠ-নখ-প্রভাভির্নিক্ষেপণাদ্রাগমিবোদ্গিরন্তৌ।
আজহ্রতুস্তচ্চরণৌ পৃথিব্যাং স্থলারবিন্দশ্রিয়মব্যবস্থাম্॥ ৩৩॥

অন্বয়।—স্থিরোপদেশাং (মেধাবিনীং) তাং (পার্ব্বতীম্) উপদেশকালে প্রাক্তন-জন্মবিদ্যাঃ শরদি গঙ্গাং হংস-মালাঃ ইব নক্তং মহৌষধিম্ আত্মভাসঃ ইব প্রপেদিরে॥ ৩০॥

অথ সা (পার্ব্বতী) অঙ্গযষ্টেঃ অসংভৃতং (অযত্নসিদ্ধং) মণ্ডনম্, অনাসবাখ্যং মদস্য করণং (সাধনং), কামস্য পুষ্প-ব্যতিরিক্তম্ অস্ত্রং, বাল্যাৎ পরং বয়ঃ (যৌবনং) প্রপেদে॥ ৩১॥

নবযৌবনেন বিভক্তং (অভিব্যঞ্জিতং) তস্যাঃ বপুঃ, তূলিকয়া উন্মীলিতং চিত্রম্ ইব, সূর্যাংশুভিঃ ভিন্নং (বিকাসিতং) অরবিন্দম্ ইব চতুরস্রশোভি (অন্যূনাতিরিক্তং, সর্ব্বতঃ সম্পূর্ণং) বভূব। ৩২।

অভ্যুন্নতাঙ্গুষ্ঠ-নখপ্রভাভিঃ (নিমিত্তেন) নিক্ষেপণাৎ রাগম্ (লৌহিত্যম্) উদ্গিরন্তৌ ইব (স্থিতৌ) তৎ-চরণৌ পৃথিব্যাম্ অব্যবস্থাং স্থলারবিন্দ-শ্রিয়ম্ আজহ্রতুঃ॥ ৩৩।

বঙ্গার্থ।—বিনা চেষ্টায় বা কাহারও বিনা প্ররোচনায় শরৎকালে হংসমালা যেমন আপনিই আসিয়া গঙ্গার উপস্থিত হয়, এবং রজনী-যোগে জ্যোতিষ্মতী লতাসমূহে যেমন তাহাদের স্বকীয় দীপ্তিজাল আপনিই জল্ জল্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে, তদ্রূপ মেধাবিনী বালিকা পার্ব্বতীর শিক্ষার সময়ে,—তদীয় পূর্ব্বজন্মের সংস্কার আপনিই আসিয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিল। তিনি অবাধে লেখাপড়ায় নৈপুণ্য লাভ করিতে লাগিলেন। ৩০।

ক্রমে পার্ব্বতীর যৌবন দেখা দিল। যৌবন নরনারীর, বিশেষতঃ রমণীর অঙ্গ-লতিকায় অযত্নসিদ্ধ অলঙ্কার, যৌবন প্রত্যক্ষতঃ কোনরূপ "মদ্য" বস্তু না হইলেও হৃদয়ের ঘোর মত্ততাজনক, যৌবন পুষ্পবাণের বাণরূপী কোনো পুষ্প না হইলেও কিন্তু তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বাণ। এমন যে অপরূপ ও অত্যাশ্চর্য্যময় বয়ঃক্রম,—তাহাই আসিয়া কিশোরী পার্ব্বতীকে আবেষ্টন করিল। ৩১।

নবযৌবনের শুভাগমনে পার্ব্বতীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, যেটি যেমন হওয়া উচিত, তাহা ঠিক তেমনই নিখুঁত হইয়া উঠিল। পীনোন্নত বক্ষঃ, বিপুল জঘন ও কৃশ, মধ্যদেশ,—সব সম্পূর্ণরূপে শোভা পাইল। নিপুণ চিত্রকরের তূলিকায় চিত্রিত আলেখ্যের ন্যায় এবং সৌরকর-বিকশিত শতদলের ন্যায়, গিরি-দুহিতার কমনীয় কলেবর যৌবনাগমে কমনীয়তম হইল। দেহের কোন স্থানে কোনরূপ ত্রুটি রহিল না। ৩২।

যৌবন-ভর-নতাঙ্গী গিরিরাজপুত্রী যখন ধীরে ধীরে পাদচার করিতেন, তখন, ঈষদুত্তোলিত চরণপদ্মের অঙ্গুষ্ঠ অঙ্গুলি প্রতিপদক্ষেপে কঠিন ভূপৃষ্ঠে নিহিত হইবার সময়ে, তাহার জ্যোতির্ম্ময় নখ হইতে যেন টস্ টস্ করিয়া কেমন একটা আরক্তিম আভা ছুটিয়া পড়িত। মনে হইত, পার্ব্বতী যে অঙ্গুষ্ঠ-নখ-প্রভায়, ভূতলে স্থলপদ্মরাশি ছড়াইতে ছড়াইতে চলিয়াছেন। এতদিন একমাত্র বৃক্ষেই যে পদ্ম-শোভা আবদ্ধ ছিল, আজ তাহা এখানে-সেখানে গড়াগড়ি যাইতেছে। ৩৩।

সা রাজহংসৈরিব সন্নতাঙ্গী গতেষু লীলাঞ্চিত-বিক্রমেষু।
ব্যনীয়ত প্রত্যুপদেশলুব্ধৈরাদিৎসুভির্নূপুরশিঞ্জিতানি ॥ ৩৪
বৃত্তানুপূর্ব্বে চ ন চাতিদীর্ঘে জঙ্ঘে শুভে সৃষ্টবতস্তদীয়ে।
শেষাঙ্গনির্ম্মাণ-বিধৌ বিধাতুর্লাবণ্য উৎপাদ্য ইবাস যত্নঃ ॥ ৩৫
নাগেন্দ্র-হস্তাস্ত্বচি কর্কশত্বাদেকান্ত শৈত্যাৎ কদলী-বিশেষাঃ।
লব্ধাপি লোকে পরিণাহি রূপং জাতাস্তদূর্ব্বোরুপমান-বাহ্যাঃ ॥ ৩৬ ॥
এতাবতা নন্বনুমেয়-শোভি কাঞ্চীগুণ-স্থানমনিন্দিতায়াঃ।
আরোপিতং যদ্ গিরিশেন পশ্চাদনন্য-নারী-কমনীয়মঙ্কম্ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়।—প্রত্যুপদেশ-লুব্ধৈঃ নূপুর-শিঞ্জিতানি আদিৎসুভিঃ রাজ-হংসৈঃ সন্নতাঙ্গী (কুচভারাৎ) সা পার্ব্বতী লীলাঞ্চিত-বিক্রমেষু গতেষু ব্যনীয়ত—(শিক্ষিতা কিম্ ?)॥৩৪॥

বৃত্তানুপূর্ব্বে (বৃত্তে—বর্ত্তুলে, অনুপূর্ব্বে—গো-পুচ্ছাকারে) নাতিদীর্ঘে চ তদীয়ে জঙ্ঘে সৃষ্টবতঃ বিধাতুঃ শেষাঙ্গনির্ম্মাণ-বিধৌ উৎপাদ্যে লাবণ্যে যত্নঃ আস ইব ॥ ৩৫ ॥

নাগেন্দ্র-হস্তাঃ ত্বচি কর্কশত্বাৎ, কদলীবিশেষাঃ একান্তশৈত্যাৎ (হেতোঃ) লোকে পরিণাহি (অতিবিপুলং) রূপং লব্ধা অপি তদূর্ব্বোঃ উপমান-বাহ্যাঃ জাতাঃ। (তস্যাঃ উরুদ্বয়স্য ন কার্কশ্যং, ন বা একান্ত শৈত্যম্) ॥ ৩৬ ॥

অনিন্দিতায়াঃ (তস্যাঃ) কাঞ্চীগুণস্থানম্ এতাবতা নন্তু (এব) অনুমেয়-শোভি (অনুমেয়-শোভিত্বম্ এব), পশ্চাৎ (পার্ব্বত্যাঃ তপশ্চর্য্যায়াঃ পরং) গিরিশেন অনন্য-নারী-কমনীয়ম্ অঙ্কম্ আরোপিতম্ (ইতি) যৎ, (তস্মাৎ) ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গার্থ।—নূপুর পরিয়া যখন পার্ব্বতী ঝুমুর ঝুমুর রবে মন্থর-পদে চলিয়া যাইতেন, তখন মনে হইত, তাঁহার ঐ নূপুর-নিক্কণপ্রতিদানরূপে পাইবার জন্যই বুঝি রাজ-হংসীরা, তাঁহাকে ঐরূপ মন্দ-মনোহর অলস-গমন শিক্ষা দিয়াছে; নতুবা অত সুন্দর মরাল-গমন তিনি পাইলেন কোথা হইতে ? ॥ ৩৪ ॥

সুবর্ত্তুল, ক্রমশঃ কৃশভাবাপন্ন (অর্থাৎ গোপুচ্ছাকার) ও অনতিদীর্ঘ তাঁহার জঙ্ঘাদ্বয় বিধাতা এতই সুন্দর করিয়াছিলেন যে, বিধিভাণ্ডারের বোধ হয়, সমস্ত সৌন্দর্য্য ঐ এক জঙ্ঘানির্ম্মাণেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল এবং সেই জঙ্ঘ-সৌন্দর্য্যসম্পাদে সৃষ্টিকর্ত্তা এমনই নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে, পার্ব্বতীর অন্যান্য অঙ্গনির্ম্মাণ-কালে, বিধিকে লাবণ্য-সংগ্রহে নিশ্চয় বিশেষ বেগ পাইতে হইয়াছিল ॥ ৩৫ ॥

সাধারণতঃ লোকে, হয় করিশুণ্ডের সহিত, না হয় রামরম্ভাদি বিশিষ্ট বিশিষ্ট কদলীতরুর সহিত সুন্দরী ললনাদের উরুভাগের তুলনা করিয়া থাকে। কিন্তু পার্ব্বতীর বেলায় তাহার ব্যতিক্রম ঘটিল! কেন না,—করিশুণ্ডের ত্বক্ বড়ই কঠোর, খস্‌খসে, আর কদলীতরু বড়ই একঘেয়ে ঠাণ্ডা, কন্‌কন্ করে; তাই তাহারা, সৌন্দর্য্যে সাধারণ উরুর উপমানযোগ্য হইলেও, পার্ব্বতীর অতিসুকোমল এবং নাতিশীতোষ্ণ অসাধারণ উরুর উপমানের ত্রিসীমাতেও পৌঁছিতে পারিল না ॥ ৩৬ ॥

অনিন্দ্যসুন্দরী পার্ব্বতীর কাঞ্চীগুণের স্থান—অর্থাৎ রশনা-ধারণের অঙ্গ—নিতম্ব যে কি প্রকার অপূর্ব্ব ছিল এবং তাহার শোভা কতদূর অনুপম ছিল, তাহা শুধু এই বলিলেই বুঝা যাইবে যে, কঠোর তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিবার পর পার্ব্বতীর সেই নিতম্বদেশ, অন্য কোন রমণীর স্বপ্নেও কামনার অযোগ্য, চন্দ্রশেখরের অঙ্কদেশে আরোপিত হইয়াছিল। অর্থাৎ স্বয়ং মহাদেব কত আদরে, পার্ব্বতীর সেই নিতম্ব নিজের অঙ্কে স্থাপন করিয়াছিলেন। কত সৌভাগ্য করিলে, মহেশ্বরের অঙ্কলক্ষ্মী হওয়া যায় ॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য্য।—হয় গুরুর সেবাশুশ্রূষা, না হয়,—প্রচুর ধনাদি গুরু-দক্ষিণা, অথবা—এমন একটা কোনো বিদ্যা, যাহা গুরু জানেন না,—এই তিনের কোনো একটার বিনিময়ে গুরুর নিকট হইতে বিদ্যাশিক্ষার নিয়ম আছে। এই স্থলে,—রাজ-হংসীরা পার্ব্বতী-চরণের নূপুর-শিঞ্জন শিক্ষার অভিলাষী, সুতরাং প্রতিদান-স্বরূপ, প্রথমেই তাহারা পার্ব্বতীকে, হংসগতি শিক্ষা দিয়া থাকিবে, কবি এইরূপ অনুমান করিতেছেন ॥ ৩৪ ॥

তস্যাঃ প্রবিষ্টা নতনাভিরন্ধ্রং ররাজ তন্বী নবরোম-রাজিঃ।
নীবীমতিক্রম্য সিতেতরস্য তন্মেখলামধ্যমণেরিবার্চ্চিঃ॥ ৩৮॥
মধ্যেন সা বেদিবিলগ্নমধ্যা বলিত্রয়ং চারু বভার বালা।
আরোহণার্থং নবযৌবনেন কামস্য সোপানমিব প্রযুক্তম্॥ ৩৯॥
অন্যোন্যমুৎপীড়য়দুৎপলাক্ষ্যাঃ স্তনদ্বয়ং পাণ্ডু তথা প্রবৃদ্ধম্।
মধ্যে যথা শ্যামমুখস্য তস্য মৃণাল-সূত্রান্তরমপ্যলভ্যম্॥ ৪০॥
শিরীষ-পুষ্পাধিক-সৌকুমার্য্যৌ বাহূ তদীয়াবিতি মে বিতর্কঃ।
পরাজিতেনাপি কৃতৌ হরস্য যৌ কণ্ঠপাশৌ মকরধ্বজেন॥ ৪১॥

অন্বয়।—নীবীম্ অতিক্রম্য নত-নাভি-রন্ধ্রং প্রবিষ্টা তন্বী তস্যাঃ নবরোম-রাজিঃ সিতেতরস্য তন্মেখলা-মধ্যমণেঃ অর্চ্চিঃ ইব ররাজ। ৩৮॥

বেদি-বিলগ্ন-মধ্যা (বেদিমধ্যবৎ কৃশ-মধ্যা) সা বালা মধ্যেন চারু বলিত্রয়ং, কামস্য আরোহণার্থং নবযৌবনেন প্রযুক্তং সোপানম্ ইব বভার। ৩৯॥

অন্যোন্যম্ উৎপীড়য়ৎ, পাণ্ডু, তস্যাঃ স্তনদ্বয়ং তথা প্রবৃদ্ধম্, শ্যাম-মুখস্য তস্য (স্তনদ্বয়স্য) মধ্যে যথা মৃণাল-সূত্রান্তরম্ অপি অলভ্যম্। ৪০॥

তদীয়ৌ বাহূ শিরীষ-পুষ্পাধিক-সৌকুমার্য্যৌ—ইতি মে বিতর্কঃ। (কুতঃ?) যৌ (বাহূ) পরাজিতেন (পূর্ব্বং নির্জ্জিতেন) অপি মকরধ্বজেন হরস্য কণ্ঠপাশৌ কণ্ঠবন্ধন-রজ্জু) কৃতৌ। ৪১॥

বঙ্গার্থ।—নিম্ন-নাভি পার্ব্বতীর নাভিদেশের চারিদিকের নবোদ্গত অতি সূক্ষ্ম রোমাবলী তাঁহার নাভিগর্ভের মধ্যে ঈষৎ প্রবিষ্ট হইয়া এমনই শোভা পাইয়াছিল যে, দেখিলে মনে হইত, বুঝি তাঁহার মেখলার মধ্যগত নীলকান্তমণির স্নিগ্ধোজ্জ্বল আভা নাভির উপরিস্থিত বসনগ্রন্থি ভেদ করিয়া ঐ নাভিগহ্বরে প্রবেশ করিয়াছে। ৩৮॥

এক প্রকার বেদি আছে, তাহার আকার এইরূপ—X, এইজাতীয় বেদির ন্যায় পার্ব্বতীর মধ্যভাগ অতি কৃশ ছিল এবং কটিদেশের নিম্নে তিনটি বলি—অর্থাৎ সুন্দর ত্রিবলী ছিল। ক্ষীণ মধ্যভাগ অতিক্রম করিয়া পার্ব্বতীর দেহে পীনোন্নত উত্তরার্দ্ধে উঠিতে কন্দর্পের হয়ত সামর্থ্যে কুলাইবে না, তাই ঐ কটিদেশে ত্রিবলীর আকারে তিনটি অতি সুকোমল "ধাপ" নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে। সাধারণ সিঁড়ির ন্যায় ঐ সিঁড়ি কঠিন নহে, উঠিবেন যিনি,—ঐ সিঁড়ি তাঁহারই উপযুক্ত অতি কমনীয়, সুকোমল ও মনোহর; যেন রবারের। ৩৯॥

কমলনয়না পার্ব্বতীর পরিবর্দ্ধমান স্তনদ্বয়, পরস্পরে ঠেলাঠেলি করিয়া এতই বাড়িয়া উঠিয়াছিল যে, সেই পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট ও কৃষ্ণ-বৃন্ত স্তন-যুগলের মধ্যে এমন একটু ফাঁকও ছিল না, যাহাতে অতি সূক্ষ্মতম এক "সূত" মৃণালের "খেই"ও ঢুকিতে পারে। ৪০॥

আমার মনে হয়, পার্ব্বতীর বাহুদ্বয় শিরীষ-কুসুম অপেক্ষাও কোমলতর ছিল। নতুবা, ফুলবাণ মদন স্বীয় শিরীষ-ফুলের বাণক্ষেপে যে ত্রিলোচনের চিত্তবিক্ষেপ জন্মাইতে পারেন নাই, তাঁহার নিকট হইতে পরাজিত হইয়া পলায়ন করিতেও দিশা পান নাই, সেই ত্র্যম্বকের কণ্ঠ, মদন, এই পার্ব্বতীর বাহুপাশে বাঁধিতে সমর্থ হইলেন কি প্রকারে? সুতরাং কোমলতায়, শিরীষ পার্ব্বতী বাহুর ত্রিসীমাতেও বোধ হয় পৌঁছিতে পারে না। ৪১॥

তাৎপর্য্য—কবিতায় জগজ্জননীর যৌবনোদ্গম-মধুর অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বর্ণনা রস-প্রিয় কবি যেভাবে ক্রমে সপ্তমে চড়াইতেছেন, তাহাতে—আর কিছু দূর গিয়া কবিকে প্রত্যাবৃত হওয়া ছাড়া অন্য গতি নাই। এই কারণেই কালিদাস হরপার্ব্বতীর বিবাহ ও বিবাহের পর গন্ধমাদন-পর্ব্বতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগ পর্য্যন্ত বলিয়াই পুঁথি সাঙ্গ করিতে বাধ্য হইবেন। কবি দেখিবেন যে,—মাতাপিতা লইয়া আদিরস-বর্ণন আর চলে না। মম্মটভট্টপ্রমুখ আলঙ্কারিকগণ, কবির এই রসপ্রিয়তা লইয়া বিলক্ষণ কটাক্ষ করিয়া গিয়াছেন। ৩৮-৩৯-৪০।

কণ্ঠস্য তস্যাঃ স্তন-বন্ধুরস্য মুক্তা-কলাপস্য চ নিস্তলস্য।
অন্যোন্য-শোভা-জননাদ্ বভূব সাধারণো ভূষণ-ভূষ্য-ভাবঃ॥ ৪২॥

চন্দ্রং গতা পদ্মগুণান্ন ভুঙ্‌ক্তে পদ্মাশ্রিতা চান্দ্রমসীমভিখ্যাম্।
উমামুখন্তু প্রতিপদ্য লোলা দ্বিসংশ্রয়াং প্রীতিমবাপ লক্ষ্মীঃ॥ ৪৩॥

পুষ্পং প্রবালোপহিতং যদি স্যান্মুক্তা-ফলং বা স্ফুট-বিদ্রুমস্থম্।
ততোঽনুকুর্য্যাদ্ বিশদস্য তস্যাস্তাম্রৌষ্ঠ-পর্য্যস্তরুচঃ স্মিতস্য॥ ৪৪॥

স্বরেণ তস্যামমৃতস্রুতেব প্রজল্পিতায়ামভিজাতবাচি।
অপ্যন্য-পুষ্টা প্রতিকূলশব্দা শ্রোতুর্বিতন্ত্রীরিব তাড্যমানা॥ ৪৫॥

অন্বয়।—স্তন-বন্ধুরস্য তস্যাঃ কণ্ঠস্য, নিস্তলস্য (বর্ত্তুলস্য) মুক্তাকলাপস্য চ অন্যোন্যশোভা-জননাৎ ভূষণভূষ্য ভাবঃ সাধারণঃ বভূব॥ ৪২॥

লোলা লক্ষ্মীঃ চন্দ্রং গতা পদ্ম-গুণান্ ন ভুঙ্‌ক্তে, পদ্মাশ্রিতা (সতী) চান্দ্রমসীম্ অভিখ্যাং ন ভুঙ্‌ক্তে। উমামুখং তু প্রতিপদ্য দ্বি-সংশ্রয়াং (চন্দ্রপদ্মগতাং) প্রীতিম্-অবাপ॥ ৪৩॥

পুষ্পং যদি প্রবালোপহিতং স্যাৎ, মুক্তা-ফলং বা (যদি) স্ফুট-বিদ্রুমস্থং (স্যাৎ), ততঃ তস্যাঃ বিশদস্য তাম্রৌষ্ঠ-পর্য্যস্ত-রুচঃ স্মিতস্য (স্মিতমিত্যর্থঃ) অনুকুর্য্যাৎ॥ ৪৪॥

অভিজাতবাচি তস্যাং (পার্ব্বত্যাং) অমৃতস্রুতা ইব স্বরেণ প্রজল্পিতায়াং (সত্যাম্) অন্যপুষ্টা অপি (কোকিলা অপি) তাড্যমানা (বিষমবদ্ধা) বিতন্ত্রীঃ ইব শ্রোতুঃ প্রতিকূল-শব্দা (ভবতি)॥ ৪৫॥

বঙ্গার্থ।—সুকুমারী গৌরী যখন তাঁহার পীনস্তনোন্নত গলদেশে স্থূল স্থূল সুগোল মুক্তার হার পরিতেন, তখন কে যে কাহার শোভা উৎপাদন করিত, তাহা বড় একটা বুঝা যাইত না।—সেই নয়নরঞ্জন মুক্তাহারে পার্ব্বতী-কণ্ঠের যেমন শ্রী জন্মিত, পার্ব্বতী কণ্ঠ-সংলগ্ন হওয়ায় ঐ মুক্তাহারেরও তেমনি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য প্রকাশ পাইত। তাহারা পরস্পর যেন পরস্পরের ভূষণ হইত॥ ৪২॥

সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, প্রকৃতি-চপলা লক্ষ্মী নিশা-যোগে চন্দ্রের শোভায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আশ্রয় করিতেন বটে, কিন্তু রাত্রিতে দিবাকালের বিকশিত শতদলের শোভা ভোগ আর তাঁহার কপালে ঘটিত না; আবার দিবসে যখন কমলদলে অধিষ্ঠান করিতেন, তখন সুধাকরের নৈশ-সৌন্দর্য্যে তিনি বঞ্চিত হইতেন; তাই লক্ষ্মী এবার পার্ব্বতীর বদন আশ্রয়পূর্ব্বক একাধারে—চন্দ্র ও পদ্ম—উভয়ের প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। উমার অপরূপ বদন যুগপৎ চন্দ্র ও পদ্মের সমতুল॥ ৪৩॥

পদ্ম-শিরীষ-চম্পক প্রভৃতি কুসুম যদি অচিরোৎপন্ন নব-পল্লবের উপর নিহিত হয়, অথবা নির্ম্মল ও স্বচ্ছ মুক্তাফল যদি ঈষদারক্তাভ বিদ্রুমের উপর সন্নিবেশিত করা যায়, তাহা হইলে, (হয় ত) উমার আরক্ত অধরপ্লাবিত করিয়া বহির্দ্দেশে বিচ্ছুরিত যে তদীয় মৃদুমন্দ হাস্য, তাহার সহিত তাহারা তুলিত হইতে পারে। পক্ব-বিম্বাধরোষ্ঠী পার্ব্বতী যখন মন্দ মন্দ হাস্য করিতেন, তখন সেই হাসির শ্বেত আভা ঐ লোহিত অধরের উপর পড়িয়া সারা মুখখানিকে আলোকিত করিয়া তুলিত। এমনই তিনি সুন্দরী ছিলেন॥ ৪৪॥

মধুরভাষিণী পার্ব্বতী যখন অমৃতবর্ষী কণ্ঠস্বরে আলাপ করিতেন, তখন, পর-পুষ্টা (অর্থাৎ কাক-কর্ত্তৃক প্রতিপালিতা) কোকিলার কুহুস্বরও, শ্রোতার কর্ণে বিষমবদ্ধা বীণার ধ্বনির ন্যায় অতিশয় কঠোর ঠেকিত। এত যে সুমিষ্ট কোকিলের স্বর, তাহা যথার্থই কাকের প্রতিপালিতের কর্কশ স্বরের মতনই মনে হইত॥ ৪৫॥

প্রবাতনীলোৎপলনির্ব্বিশেষমধীরবিপ্রেক্ষিতমায়তাক্ষ্যা ।
তয়া গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভ্যস্ততো গৃহীতং নু মৃগাঙ্গনাভিঃ ॥ ৪৬ ॥

তস্যাঃ শলাকাঞ্জননির্ম্মিতেব কান্তির্ভ্রুবোরায়তলেখয়োর্যা ।
তাং বীক্ষ্য লীলা-চতুরামনঙ্গঃ স্বচাপ-সৌন্দর্য্য-মদং মুমোচ ॥ ৪৭ ॥

লজ্জা তিরশ্চাং যদি চেতসি স্যাদসংশয়ং পর্ব্বতরাজ-পুত্র্যাঃ ।
তং কেশপাশং প্রসমীক্ষ্য কুর্য্যুর্ব্বাল-প্রিয়ত্বং শিথিলং চমর্য্যঃ ॥ ৪৮ ॥

সর্ব্বোপমাদ্রব্য-সমুচ্চয়েন যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন ।
সা নির্ম্মিতা বিশ্বসৃজা প্রযত্নাদেকস্থ-সৌন্দর্য্য-দিদৃক্ষয়েব ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়।—প্রবাতনীলোৎপল-নির্ব্বিশেষম্ অধীর-বিপ্রেক্ষিতম্ আয়তাক্ষ্যা তয়া (পার্ব্বত্যা) মৃগাঙ্গনাভ্যঃ গৃহীতং নু ? (অথবা) মৃগাঙ্গনাভিঃ ততঃ (পার্ব্বত্যাঃ) গৃহীতং নু ? ॥ ৪৬ ॥

আয়তলেখয়োঃ তস্যাঃ (পার্ব্বত্যাঃ) ভ্রুবোঃ (সম্বন্ধিনী শলাকাঞ্জননির্ম্মিতা ইব (স্থিতা) যা কান্তিঃ, লীলা-চতুরাং তাং (কান্তিং) বীক্ষ্য অনঙ্গঃ স্বচাপসৌন্দর্য্য-মদং মুমোচ ॥ ৪৭ ॥

তিরশ্চাং চেতসি লজ্জা স্যাদ্ যদি, (তর্হি) অসংশয়ং পর্ব্বত-রাজপুত্র্যাঃ তং কেশপাশং প্রসমীক্ষ্য চমর্য্যঃ বাল-প্রিয়ত্বং শিথিলং কুর্য্যুঃ ॥ ৪৮ ॥

(ইদানীং রূপ-বর্ণনামুপসংহরতি—কিং বহুনা)—সা (পার্ব্বতী) বিশ্বসৃজা একস্থ সৌন্দর্য্য-দিদৃক্ষয়া ইব প্রযত্নাৎ যথাপ্রদেশং বিনিবেশিতেন সর্ব্বোপমা-দ্রব্য-সমুচ্চয়েন নির্ম্মিতা (আসীদিব) ॥ ৪৯ ॥

বঙ্গার্থ—প্রভূত সমীরণে একান্ত চঞ্চল নীলোৎপলের ন্যায়, আয়তনয়না পার্ব্বতীর সেই অধীর দৃষ্টি কি তিনি চঞ্চল-নেত্রা মৃগীদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিলেন, না, মৃগীরাই তাহাদের সভত ত্রস্ত নয়নের কমনীয়তা সেই আয়তাক্ষী গিরিরাজ-পুত্রীর নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছিল ? ॥ ৪৬ ॥

যেন অঞ্জন-শলাকার দ্বারা অঙ্কিত, পার্ব্বতীর আকর্ণদীর্ঘ কুঞ্চিত ভ্রূ-লতায় বিলাস-মধুর ও চাঞ্চল্যময়ী কান্তি দর্শন করিয়া কন্দর্প,—স্বীয় সুবক্র ও লোকমোহন ফুলধনুর গর্ব্ব পরিহার করিয়াছিলেন। তিনি ভাবিয়াছিলেন—এমন কুঞ্চিত ভ্রূর কাছে, আমার ধনু নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর,—সে ধনুর যাহা অসাধ্য, এই ভ্রূর তাহা সুসাধ্য ॥ ৪৭ ॥

চমরী মৃগদের পুচ্ছলোমরাজি দেখিতে ঠিক এক একটা চামরের মত সুন্দর। পুচ্ছের সেই সৌন্দর্য্যের গর্ব্বে চমরীরা আর মাটীতে পা ফেলিতে চায় না। রাতদিন লাঙ্গুলের রোমগুচ্ছ-নত অগ্রভাগ কত যত্নে পেটের নীচে লুকাইয়া লুকাইয়া বেড়ায়। যেন জগৎ শুদ্ধ লোক তাহাদের ঐ চঞ্চল চামর দর্শনের জন্য বা উহা অপহরণের জন্য ব্যস্ত। কিন্তু অতি হেয় নির্ব্বোধ পশুজাতি তাহারা, যদি তাহাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্রও লজ্জা থাকিত, তাহা হইলে, পার্ব্বতীর সেই আগুল্ফ-বিলম্বিত ও তরঙ্গায়িত কেশকলাপ দেখিয়া তাহারা বুঝিত, যে, ঐ কেশপাশের তুলনায়, তাহাদের পুচ্ছ কত অকিঞ্চিৎকর, এবং তাহা বুঝিলেই স্ব স্ব লাঙ্গুলপুচ্ছের উপর তাহাদের আর অত টান থাকিত না ॥ ৪৮ ॥

বিশ্ব-রচয়িতা, বোধ হয়, জগতের তাবৎ সৌন্দর্য্য একস্থানে দেখিতে—নয়ন সার্থক করিবার বাসনাতেই, চন্দ্র-চম্পক-কমল-কৈরব প্রভৃতি বিশ্বের সমস্ত উপমান বস্তুর চারুতা একত্র সংগ্রহ-পূর্ব্বক এবং তাহাদের যেটিকে যেখানে সন্নিবিষ্ট করিলে ঠিক মানায়, তেমনিভাবে বিশেষ যত্ন-সহকারে সন্নিবেশিত করিয়া, সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী পার্ব্বতীকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন ; নতুবা এমন নিখুঁত সুন্দরী মর্ত্তভূমিতে কদাচ সম্ভাবিত নহে ॥ ৪৯ ॥

তাং নারদঃ কামচরঃ কদাচিৎ কন্যাং কিল প্রেক্ষ্য পিতুঃ সমীপে।
সমাদিদেশৈকবধূং ভবিত্রীং প্রেম্ণা শরীরার্দ্ধহরাং হরস্য ॥ ৫০

গুরুঃ প্রগল্‌ভেঽপি বয়স্যতোঽস্যাস্তস্থৌ নিবৃত্তান্যবরাভিলাষঃ।
ঋতে কৃশানোর্ন হি মন্ত্রপূতমর্হন্তি তেজাংস্যপরাণি হব্যম্ ॥ ৫১ ॥

অন্বয়।—কামচরঃ নারদঃ কদাচিৎ পিতুঃ সমীপে কন্যাং তাং (পার্ব্বতীং) প্রেক্ষ্য কিল প্রেম্ণা (ন তু অন্যথা) হরস্য শরীরার্দ্ধহরাং ভবিত্রীং সমাদিদেশ। (ইয়ং বালা হরস্য অর্দ্ধাঙ্গ-হারিণী একপত্নী ভবিষ্যতি ইতি আদিষ্টবান্) ॥ ৫০ ॥

গুরুঃ (পিতা হিমাদ্রিঃ) অতঃ (সত্যবাচঃ নারদস্য বচনাৎ হেতোঃ) অস্যাঃ (কন্যায়াঃ) প্রগল্‌ভে বয়সি অপি নিবৃত্তান্যবরাভিলাষঃ (সন্) তস্থৌ। (কথমিত্যাহ) হি (যতঃ) মন্ত্রপূতং হব্যং (আজ্যাদিকং) কৃশানোঃ ঋতে অপরাণি তেজাংসি ন অর্হন্তি ॥ ৫১ ॥

বঙ্গার্থ।—একদা যথেচ্ছবিহারী দেবর্ষি নারদ সেই কন্যা পার্ব্বতীকে পিতার সমীপে দেখিতে পাইয়া হিমালয়কে কহিলেন,—গিরিরাজ! আপনার এই দুহিতা হৃদয়ের অপার প্রেমের প্রভাবে একদিন চন্দ্রশেখরের অদ্বিতীয় প্রণয়িনী ও অর্দ্ধাঙ্গী হইবেন ॥ ৫০ ॥

দেবর্ষির উক্তি,—জগৎ উলটাইতে পারে, কিন্তু সে উক্তি কদাচ মিথ্যা হইতে পারে না;—তাই পিতা হিমালয়, কন্যা পার্ব্বতীর বিবাহ-যোগ্য বয়ঃক্রম হইলেও অন্য কোনো পাত্রের আর অনুসন্ধান করিলেন না। কেন না,—মন্ত্রপূত যজ্ঞীয় হবিঃ একমাত্র অগ্নিদেবেরই প্রাপ্য, অন্য কোন তেজঃ-পদার্থ তাহা লাভ করিবার উপযুক্ত নহে ॥ ৫১ ॥

তাৎপর্য্য।—পাষাণ হিমালয়ের অমৃতোপম স্নেহনির্ঝরে সেই লাবণ্যলতিকা গৌরী দিনে দিনে শুক্লপক্ষের শশি-কলার ন্যায় বাড়িতে লাগিলেন। ক্রমে কন্যার বিবাহের বয়স আসিল। এমন সময়ে একদিন, কুমারীকে পিতার নিকটে দেখিতে পাইয়া, নারদ কেবল বলিয়া গেলেন যে, এই কন্যা প্রেমবলে একদিন মহাদেবের দেহার্দ্ধভাগিনী হইবেন, হৃদয়ের বলে মৃত্যুঞ্জয়েরও হৃদয়-জয় করিতে পারিবেন। পিতৃ-পার্শ্ববর্ত্তিনী পার্ব্বতী নিবিষ্টহৃদয়ে ও স্থিরভাবে দেবর্ষি নারদের এই আদেশ-বাণী শুনিলেন। এ বাণী যেন তাঁহার "কানের ভিতর দিয়া মরমে" প্রবেশ করিল। উমার প্রশান্ত, নির্ম্মল আকাশকল্প, বিশাল হৃদয়ে যেন কেমন একটা স্বপ্নময়ী সৌদামিনী চকিতে খেলা করিয়া গেল ॥ ৫০ ॥

ক্রমে কন্যার বয়োবৃদ্ধি হইলেও, দেবর্ষি নারদের মুখে মহাদেবের নাম শোনা অবধি, পিতা হিমালয় ও সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিন্ত রহিয়াছেন। শশাঙ্ক-শেখর ব্যতিরেকে অন্যবরে, কন্যা-সম্প্রদানের তাঁহার আর বাসনাই নাই। (৫২) কিন্তু অদ্রি-নাথ নিজে উপযাচক হইয়া ভিখারী ভোলানাথকে এ প্রস্তাব জানাইতে সাহসী হইলেন না। তিনি শুধু নীরবে কালের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। (৫২)—আর এক কথা, পশুপতির নিকটে কন্যাদানের প্রস্তাব কখনই বা কোন্ সাহসে? দক্ষ মুখে পতির নিন্দাশ্রবণে মর্ম্মাহত হইয়া যেদিন সতী দেহত্যাগ করিয়াছেন, সেই দিন হইতে, যে সতী-কান্ত, হৃদয়ের সমস্ত বাসনা বিসর্জন-পূর্ব্বক, দারান্তর পরিগ্রহ না করিয়া, শ্মশানে শ্মশানে ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, তাঁহার কাছে—অমন অগাধ প্রেমপারাবারের কাছে, পুনরায় বিবাহের প্রস্তাব করিতে কারই বা সাহসে কুলায়? চরিত্রের বল বড় বল, সে বলের নিকট রাজাধিরাজ মহারাজকেও অবনত হইতে হয়, দৃপ্ত সিংহকেও পরাজয় স্বীকার করিতে হয়। নগাধিরাজ হিমালয় তাই নীরবে কালের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

কবি এস্থলে, ধীরে ধীরে, কেমন একটা যেন গাম্ভীর্য্যের অবতারণা করিতেছেন। বালিকা পার্ব্বতীর মধুর বাল্যকালের ও কিশোরী পার্ব্বতীর বিদ্যুদ্‌বিলাস চঞ্চল কৈশোরের এবং যুবতী পার্ব্বতীর ত্রিজগৎ-মনোহর অপরূপ যৌবনের যথাক্রমে মাধুর্য্য, চাঞ্চল্য এবং অপরূপত্ব দেখাইয়া কবি, সমাজিকগণের হৃদয় বিমোহিত করিয়াছেন। এক্ষণে সেই বিস্ময়বিমোহিত হৃদয়ে ক্রমে একটা গাম্ভীর্য্যের, প্রশান্তত্বের অবতারণা করিয়া কালিদাস ধীরে ধীরে উমামহেশ্বরের মদনবাধা-বিজয় ব্যাপারের উপক্রম করিতেছেন। আলেখ্য-অঙ্কনের পূর্ব্বে যেন পটগাত্রের সৌষ্ঠব-সম্পাদন করা হইতেছে। পরে এই পটভিত্তিতেই হরসমাধি-ভঙ্গ ও মদনভস্ম প্রভৃতি চিত্র অঙ্কিত হইবে ॥ ৫১ ॥

অযাচিতারং ন হি দেবদেবমদ্রিঃ সুতাং গ্রাহয়িতুং শশাক।
অভ্যর্থনাভঙ্গভয়েন সাধুর্মাধ্যস্থ্যমিষ্টেঽপ্যবলম্বতেঽর্থে ॥ ৫২ ॥
যদৈব পূর্ব্বে জননে শরীরং সা দক্ষরোষাৎ সুদতী সসর্জ্জ।
তদা প্রভৃত্যেব বিমুক্ত-সঙ্গঃ পতিঃ পশূনামপরিগ্রহোঽভূৎ ॥ ৫৩ ॥
স কৃত্তিবাসাস্তপসে যতাত্মা গঙ্গা-প্রবাহোক্ষিত-দেবদারু।
প্রস্থং হিমাদ্রের্মৃগনাভি-গন্ধি কিঞ্চিৎ ক্বণৎকিন্নরমধ্যুবাস ॥ ৫৪ ॥
গণা নমেরু-প্রসবাবতংসা ভূর্জ্জত্বচঃ স্পর্শবতীর্দধানাঃ।
মনঃশিলা-বিচ্ছুরিতা নিষেদুঃ শৈলেয়নদ্ধেষু শিলাতলেষু ॥ ৫৫ ॥
তুষারসংঘাত-শিলাঃ খুরাগ্রৈঃ সমুল্লিখন্ দর্পকলঃ ককুদ্মান্।
দৃষ্টঃ কথঞ্চিদ্ গবয়ৈর্বিবিগ্নৈরসোঢ়-সিংহধ্বনিরুন্ননাদ ॥ ৫৬ ॥

অন্বয়।—অদ্রিঃ (হিমবান্) অযাচিতারং দেবদেবং সুতাং গ্রাহয়িতুং (স্বয়মাহূয় পরিগ্রাহয়িতুং) ন শশাক। (তথাহি)—সাধুঃ অভ্যর্থনাভঙ্গভয়েন ইষ্টে অপি অর্থে (বিষয়ে) মাধ্যস্থ্যম্ (ঔদাসীন্যম্) অবলম্বতে ॥ ৫২ ॥

সুদতী সা (পার্ব্বতী) পূর্ব্বে জননে যদা এব দক্ষ-রোষাৎ শরীরং সসর্জ্জ, তদা প্রভৃতি এব পশূনাং পতিঃ বিমুক্ত-সঙ্গঃ (সন্) অপরিগ্রহঃ অভূৎ ॥ ৫৩ ॥

কৃত্তিবাসাঃ (চর্ম্মাম্বরঃ) যতাত্মা সঃ (পশুপতিঃ) তপসে (তপঃ চরিতুং) গঙ্গা-প্রবাহোক্ষিত-দেব-দারু, মৃগনাভি-গন্ধি, ক্বণৎ-কিন্নরং কিঞ্চিৎ (কিমপি অনির্দ্দিষ্টং) হিমাদ্রেঃ প্রস্থম্ অধ্যুবাস ॥ ৫৪ ॥

গণাঃ নমেরু-প্রসবাবতংসাঃ, স্পর্শবতীঃ ভূর্জ্জত্বচঃ দধানাঃ, মনঃশিলা-বিচ্ছুরিতাঃ (চ সন্তঃ) শৈলেয়-নদ্ধেষু শিলাতলেষু নিষেদুঃ ॥ ৫৫ ॥

তুষার-সঙ্ঘাত-শিলাঃ খুরাগ্রৈঃ সমুল্লিখন্, দর্পকলঃ, বিবিগ্নৈঃ গবয়ৈঃ (গো-সদৃশৈঃ মৃগৈঃ) কথঞ্চিৎ দৃষ্টঃ, ককুদ্মান্ (বৃষভঃ) অসোঢ়-সিংহধ্বনিঃ (সন্) উন্ননাদ ॥ ৫৬ ॥

বঙ্গার্থ।—কিন্তু দেব-দেব মহাদেব যতক্ষণ স্বয়ং কোন অভিলাষ প্রকাশ না করিতেছেন, ততদিন গিরিরাজ, তাঁহাকে স্বীয় দুহিতা সম্প্রদানের কথা বা তাহার গ্রহণের অভিলাষ জ্ঞাপন করিলেন না। পাছে অনুরোধ না থাকে, এই আশঙ্কায়, একান্ত অভিলষিত বিষয়েও পণ্ডিতগণ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন ॥ ৫২ ॥

পূর্ব্বজন্মে দক্ষমুখে পতিনিন্দা-শ্রবণে মর্ম্মাহত হইয়া, ক্রুদ্ধ-হৃদয়ে সুমুখী সতী যেদিন দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতেই সতীকান্ত পশুপতি হৃদয়ের সমস্ত বাসনা পরিত্যাগ করিয়াছেন। আর দারান্তর গ্রহণ করেন নাই ॥ ৫৩ ॥

হিমালয় যখন যুবতী কন্যার পরিণয়-সম্বন্ধে নারদের আশ্বাস-বাণীতে নিশ্চিন্ত আছেন, সেই সময়ে,—ব্যাঘ্র-চর্ম্ম-পরিধানপূর্ব্বক, সতী-বিয়োগ-বিমুগ্ধ ত্রিনয়ন তপস্যার জন্য ঐ হিমালয়েরই এক মনোরম সানুদেশে উপস্থিত হইলেন। সেই সানুতে উর্দ্ধদেশ হইতে পতিত কল-নাদিনী গঙ্গার পূত-প্রবাহে দেবদারু-বন নিত্য অভিষিক্ত। সেই সত্ত্বপ্রধান স্থানে মৃগগণ নির্ভয়ে ইতস্ততঃ ক্রীড়ারত ও মৃগনাভি-সৌরভে সে সমগ্র সানুদেশ আমোদিত এবং কিন্নর-কিন্নরীগণের মধুর কণ্ঠ-সঙ্গীতে সেই সানুর সমস্ত বনভূমি মুখরিত; এবংবিধ স্থানে নির্ব্বিকার সতীকান্ত শঙ্কর সমাধিস্থ হইলেন ॥ ৫৪ ॥

শিব যখন সমাধিস্থ, তখন তাঁহার অনুচর প্রমথগণ, সেই স্থানে, পুন্নাগ-কুসুমের অবতংস করিয়া কানে পরিত, শীতল ও মসৃণ ভূর্জ্জপত্র পরিধান-পূর্ব্বক শরীর জুড়াইত এবং সুগন্ধি গৈরিকচূর্ণে দেহ বিলিপ্ত করিয়া শিলাজতু-সুরভি শিলাতলে কখনো বসিত, কখনো বা উঠিত ॥ ৫৫ ॥

তথায় বৃষভ-ধ্বজের বৃষরাজ স্কন্ধদেশের বিশাল ককুদ দোলাইতে দোলাইতে ও সদর্পে শব্দ করিতে করিতে যখন গিয়া শিলার ন্যায় কঠিনীভূত তুষারখণ্ড খুরের অগ্রভাগ দ্বারা খুঁড়িতে আরম্ভ করিত, তখন "এ আবার কি ভয়ঙ্কর জন্তু" ভাবিয়া গবয়জাতীয় মৃগগণ ভয়ে ভয়ে তাহার দিকে এক একবার চাহিত এবং দূরে কোন সিংহ ডাকিয়া উঠিলে, বৃষ-রাজ যেন সেই সিংহধ্বনি সহিতে না পারিয়াই, সদর্পে তাহার চতুর্গুণ গর্জ্জন করিত ॥ ৫৬ ॥

তত্রাগ্নিমাধায় সমিৎ-সমিদ্ধং স্বমেব মূর্ত্ত্যন্তরমষ্টমূর্ত্তিঃ।
স্বয়ং বিধাতা তপসঃ ফলানাং কেনাপি কামেন তপশ্চচার॥ ৫৭॥
অনর্ঘ্যমর্ঘ্যেণ তমদ্রিনাথঃ স্বর্গৌকসামর্চ্চিতমর্চ্চয়িত্বা।
আরাধনায়াস্য সখীসমেতাং সমাদিদেশ প্রযতাং তনূজাম্॥ ৫৮॥
প্রত্যর্থিভূতামপি তাং সমাধেঃ শুশ্রূষমাণাং গিরিশোঽনুমেনে।
বিকার-হেতৌ সতি বিক্রিয়ন্তে যেষাং ন চেতাংসি ত এব ধীরাঃ॥ ৫৯॥

অন্বয়।—তপসঃ ফলানাং স্বয়ং বিধাতা অষ্টমূর্ত্তিঃ (ত্র্যম্বকঃ) তত্র (প্রস্থে) স্বং মূর্ত্ত্যন্তরং সমিৎ-সমিদ্ধম্ অগ্নিম্ আধায় কেনাপি কামেন তপঃ চচার। ৫৭।

অদ্রিনাথঃ (হিমালয়ঃ) অনর্ঘ্যং স্বর্গৌকসাম্ অর্চ্চিম্ তম্ অর্ঘ্যেণ অর্চ্চয়িত্বা অস্য আরাধনায় সখী-সমেতাং (জয়া-বিজয়াভ্যাং সহিতাং) প্রযতাং তনূজাং (সুতাং পার্ব্বতীং) সমাদিদেশ। ৫৮।

গিরিশঃ সমাধেঃ প্রত্যর্থিভূতাম্ অপি শুশ্রূষমাণাং তাং (পার্ব্বতীং) অনুমেনে। (কথং তপস্বী স্ত্রিয়ং স্বীকরোতি? ইতি চাহ)—বিকার-হেতৌ সতি (বিদ্যমানে-অপি) যেষাং চেতাংসি ন বিক্রিয়ন্তে, তে এব ধীরাঃ॥ ৫৯।

বঙ্গার্থ।—এবংবিধ সানুদেশে গঙ্গাধর—যাঁহার তপস্যায় ভক্তের কোনো অভীষ্টই অপূর্ণ থাকে না,—তিনি—সেই ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু গঙ্গাধর,—জানি না, কি কামনাসিদ্ধির জন্য, কোন্ অপূর্ণ-বাসনা পুরাইবার জন্য, আজ, তাঁহার নিজেরই সম্মুখে নিজেরই জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি প্রজ্বলিত অগ্নি স্থাপন-পূর্ব্বক তপস্যায় নিমগ্ন। কাহার সাধ্য—তাঁহার লীলামাত্রেও যায়?। ৫৭।

নিজেরই সানুদেশে, দেবতাদিগেরও পরমপূজনীয়, ত্রিপুরারি শম্ভু উপস্থিত হইয়াছেন, শুনিয়া অদ্রিরাজ হিমালয় গিয়া তাঁহাকে পাদ্য-অর্ঘ্য দ্বারা অর্চ্চনা করিলেন এবং এই লোকাতীত ত্রৈলোক্যনাথের আতিথ্য করিবার জন্য, সংযত-স্বভাবা স্বীয় কন্যা পার্ব্বতীকে দুইটি সখী সঙ্গে দিয়া, তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। ৫৮।

কামিনী-কাঞ্চন সমাধির ঘোর পরিপন্থী জানিয়াও, জিতেন্দ্রিয় শঙ্কর, আতিথ্য-কারিণী পার্ব্বতীকে শুশ্রূষা করিবার অনুমতি দিলেন। কেন না, বিকারের,—চিত্তবৈকল্যের কারণ উপস্থিত থাকা সত্বেও যাঁহাদের হৃদয় বিকৃত না হয়, তাঁহারাই প্রকৃত ধীর। ৫৯।

তাৎপর্য্য।—হিমালয় এতদিন সময়ের দিকে চাহিয়া ছিলেন, আজ বুঝিলেন যে, সময় আসিয়াছে। কন্যার উপর, কন্যার উদার চরিত্রের উপর, হিমাদ্রির অগাধ বিশ্বাস ছিল। চিত্তসংযমের ক্ষমতা যে সে কন্যার কত অধিক, তাহা পিতা হিমালয় খুব ভালো করিয়াই জানিতেন। তবুও দূরদর্শী গিরিরাজ, ধ্যানমগ্ন শিবের শুশ্রূষার জন্য যখন পার্ব্বতীকে প্রেরণ করেন, তখন তাঁহার সঙ্গে দুইজন সখীও দিয়াছিলেন। কন্যাকে একাকিনী যাইতে দেন নাই। ধীর হিমালয় অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া পার্ব্বতীকে বিদায় দিলেন॥ ৫৮॥

দেবর্ষি নারদ যাঁহার কথা বলিয়াছিলেন, আর কিছু না হউক, কেবল নীরবে তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াই এ জীবন সার্থক করিব,—ভাবিয়া সেই লাবণ্য-তরঙ্গিণী গৌরী ধ্যানমগ্ন গিরিশের সমীপবর্ত্তিনী হইলেন। গৌরী আর কিছু চান না। কেবল একটু সেবা করিবেন। নারী সমাধির পরিপন্থী,—তবুও মহাদেব তাঁহাকে অনুমতি দিয়াছেন, ইহাতে—এই অনুমতিটুকুতেই উমার আনন্দের আর সীমা রহিল না। তাঁহার গভীর হৃদয়ের গভীর প্রণয় যেন আরও গম্ভীরভাব ধারণ করিল। শিবের এই উন্মুক্ত ব্যবহারে, সে প্রণয়, সরস্বতীর পূত-প্রবাহের ন্যায়, তাঁহার হৃদয়ের মধ্যে যে হৃদয়,—তাহার মধ্যে লুকাইল। বাঞ্ছিত দেবতার, হৃদয়ের আরাধ্য দেবতার তিনি প্রাণ ভরিয়া সেবা করিতে পাইবেন,—এই আনন্দে সেই সৌন্দর্য্য-প্রতিমার অতুল রূপ-রাশি যেন আরও হাসিয়া উঠিল। পার্ব্বতী অনন্য-হৃদয়ে মহাদেবের শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন। তিনি কুসুম চয়ন করেন, বেদি পরিষ্কার করেন, স্নানের জল আনিয়া দেন, বাছিয়া বাছিয়া অক্ষত ফুল তুলিয়া আনেন,—এইভাবে,—সর্ব্বদা শিবের কার্য্যে আপনাকে ঢালিয়া দিয়া তিনি একেবারে যেন শিবময়ী হইয়া পড়িলেন। মহাদেবের যে যে বস্তুর প্রয়োজন হইতে পারে, সে সমস্ত, পার্ব্বতী পূর্ব্ব হইতেই সংগৃহীত করিয়া রাখিতেন। মহাদেব কেবল

অবচিতবলিপুষ্পা বেদিসম্মার্গদক্ষা নিয়মবিধিজলানাং বর্হিষাঞ্চোপনেত্রী।
গিরিশমুপচচার প্রত্যহং সা সুকেশী নিয়মিতপরিখেদা তচ্ছিরশ্চন্দ্রপাদৈঃ ॥ ৬০ ॥

ইতি প্রথমঃ সর্গঃ।

অন্বয়।—সুকেশী সা (পার্ব্বতী) অবচিত-বলি-পুষ্পা, বেদি-সম্মার্গদক্ষা, নিয়ম-বিধি-জলানাং বর্হিষাং চ উপনেত্রী (সতী) তচ্ছিরশ্চন্দ্র-পাদৈঃ নিয়মিত-পরিখেদা (চ সতী), প্রত্যহং গিরিশম্ উপচচার (সেবিতবতী) ॥ ৬০ ॥

বঙ্গার্থ।—সুকেশী পার্ব্বতী শিবপূজার জন্য ফুল তোলেন, সমাধিস্থ চন্দ্রশেখরের আসন-বেদি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করেন, পূজা ও অভিষেকাদির জন্য জল আনেন এবং কুশাদি সংগ্রহ করেন, এইভাবে প্রতিদিন তিনি মহাদেবের সেবা করিতে লাগিলেন। যখন কোনরূপ শ্রান্তি বা খেদ জন্মে, তখন চন্দ্রশেখরের ললাটচন্দ্রের শীতল কৌমুদীজালে তাঁহার সে সব দূর হয় ॥ ৬০ ॥

শুশ্রূষার অনুমতি দিয়াছেন, পার্ব্বতী কি করেন-না-করেন, তাহার প্রতি লক্ষ্যও করেন না। শৈলেন্দ্রপুত্রীর শরীর যখন শ্রান্ত হয়, বা হৃদয় অবসন্ন হয়, তখন কেবল তিনি, ধ্যান-মগ্ন চন্দ্রশেখরের সেই ললাটচন্দ্রের স্নিগ্ধ-কিরণে বসিয়া, সেই দিকে চাহিয়া চাহিয়া ক্লান্তি ও অবসাদ দূর করেন। ইহাতেই তাঁহার কত সুখ, কত আনন্দ! সে হৃদয়ের প্রণয় যে কত গভীর, কত অচল,—অটল, তাহা ত্রিজগতের অন্য কেহই জানিত না। অথবা অন্যে জানিবে কি প্রকারে? পার্ব্বতী নিজেই জানিতেন না যে, তিনি যে স্বর্গীয় সম্পদের অধিকারিণী, সে অমূল্য প্রণয়রত্নের পরিমাণ কত? পার্ব্বতী শিবার্চ্চনার জন্য ফুল তোলেন, মালা গাঁথেন, মন্দাকিনী হইতে পদ্মবীজ আনিয়া রৌদ্রে শুকাইয়া, সুন্দর সুন্দর জপ-মালা গাঁথিয়া রাখেন; বাসনা, যদি কোনদিন, সৌভাগ্যক্রমে গঙ্গাধরের পাদপদ্মে অর্পণ করিতে পারেন। এইভাবে রাজনন্দিনীর দিন কাটিতে লাগিল। সে বড় সুখের দিন! এ জগতে, অথবা স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলে, কয়জনের ভাগ্যে অমন দিন আসিয়াছে? অমন অপ্রতিম রূপ, অতুল গুণ, অনিন্দ্য যৌবন যাঁর—অমন বিশ্বপূজিত, পরমসন্ন্যাসী, অনন্ত-রত্নের প্রভব পিতা যাঁর,—আর অমন অযোনিসম্ভবা, দেব ঋষি-পূজ্যা, দেবী জননী যাঁর,—তাঁহার আবার অভাব কিসের? তবুও তিনি আজ বনবাসিনী—ভিখারিণী। যাঁহার জন্য তাঁহার এই কৃচ্ছ্র-কষ্ট-পূর্ণ বনবাস,—এই নিশিদিন কায়মনঃপাতে সেবা-শুশ্রূষার অনুষ্ঠান, সেই শিব কিন্তু কোন সংবাদই রাখেন না। তিনি ধ্যানস্থ। তিনি নিবাত-নিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির, অনুত্তরঙ্গ জলনিধির ন্যায় প্রশান্ত ও অবৃষ্টি-সংরম্ভ অম্বুবাহের ন্যায় গম্ভীর। এতাদৃশ মহাযোগীর সেবায় পার্ব্বতী রত। পার্ব্বতীর হৃদয় প্রতিদাননিরপেক্ষ। সুতরাং সেই যোগীন্দ্র এই প্রাণ-পাতিনী শুশ্রূষার বিষয় বিদিত হউন আর নাই হউন, তাহাতে পার্ব্বতীর কি? পার্ব্বতীর যে কেবল সেবাতেই সুখ, অজ্ঞাত-আত্ম-সমর্পণেই পরম আনন্দ! কি সুন্দর চিত্র! কালিদাস, যদি তাঁহার অন্য কোন কাব্য নির্ম্মাণ না করিয়া, কেবল, কুমারসম্ভবের এই প্রথম সর্গ লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও মহাকবির রত্নখচিত কিরীট সর্ব্বাগ্রে তাঁহারই মস্তকে স্থান পাইত ॥ ৬০ ॥

ইতি প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

তস্মিন্ বিপ্রকৃতাঃ কালে তারকেণ দিবৌকসঃ। তুরাসাহং পুরোধায় ধাম স্বায়ম্ভুবং যযুঃ ॥ ১ ॥
তেষামাবিরভূদ্ ব্রহ্মা পরিম্লান-মুখ-শ্রিয়াম্। সরসাং সুপ্ত-পদ্মানাং প্রাতর্দীধিতিমানিব ॥ ২ ॥
অথ সর্ব্বস্য ধাতারং তে সর্ব্বে সর্ব্বতোমুখম্। বাগীশং বাগ্ভিরর্থ্যাভিঃ প্রণিপত্যোপতস্থিরে ॥ ৩ ॥
নমস্ত্রিমূর্ত্তয়ে তুভ্যং প্রাক্ সৃষ্টেঃ কেবলাত্মনে। গুণত্রয়বিভাগায় পশ্চাদ্ভেদমুপেয়ুষে ॥ ৪ ॥

অন্বয়।—তস্মিন্ কালে (পার্ব্বতীশুশ্রূষাকালে) তারকেণ বিপ্রকৃতাঃ দিবৌকসঃ তুরাসাহং পুরোধায় স্বায়ম্ভুবং ধাম যযুঃ ॥ ১ ॥

পরিম্লান-মুখশ্রিয়াং তেষাং (দেবানাং), ব্রহ্মা সুপ্ত-পদ্মানাং সরসাং প্রাতঃ দীধিতিমান্ ইব আবিরভূৎ ॥ ২ ॥

অথ (ব্রহ্মণঃ আবির্ভাবাৎ পরং) সর্ব্বে তে (দেবাঃ) সর্ব্বতোমুখং বাগীশং সর্ব্বস্য ধাতারং (ব্রহ্মাণং) প্রণিপত্য অর্থ্যাভিঃ বাগ্ভিঃ উপতস্থিরে (তুষ্টুবুঃ) ॥ ৩ ॥

(হে ভগবন্!—ইতি অধ্যাহার্য্যম্)—হে ভগবন্! সৃষ্টেঃ প্রাক্ কেবলাত্মনে, পশ্চাৎ (সৃষ্টিপ্রবৃত্তিকালে) গুণত্রয়-বিভাগায় ভেদম্ (উপাধিং, সৃষ্টিকর্ত্তৃত্বাদিকম্) উপেয়ুষে—(অতএব) ত্রিমূর্ত্তয়ে (ব্রহ্ম-বিষ্ণু-রুদ্র রূপিণে) তুভ্যং নমঃ ॥ ৪ ॥

বঙ্গার্থ।—হিমাদ্রির সানুদেশে ধ্যানমগ্ন ত্রিলোচনের শুশ্রূষায় পার্ব্বতী যখন নিযুক্ত,—সেই সময়ে—স্বর্গে এক ঘোর সমস্যা উপস্থিত। প্রবল তারকদৈত্য স্বর্গের সিংহাসন অধিকারপূর্ব্বক, দেবতাদিগকে নাস্তানাবুদ করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। তাই বৃহস্পতি, যম, বরুণ প্রভৃতি বড় বড় দেবগণ তাঁহাদের দলপতি ইন্দ্রকে নেতা করিয়া, সৃষ্টিকর্ত্তা পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে গিয়া হাজির হইলেন। দেবতাদের এক মস্ত "ডেপুটেশন্" যেন সর্ব্বলোক-পিতামহের নিকটে উপস্থিত হইল ॥ ১ ॥

ব্রহ্মলোকে উপনীত দেবগণের আর সে স্ফূর্ত্তি নাই। সকলের মুখশ্রী মলিন, বিশুষ্ক। দেবমণ্ডলীকে দেখিলে, প্রসুপ্ত-পদ্ম-পূর্ণ শোভাহীন সরোবরের কথা মনে জাগে। তাঁহাদের উপস্থিতিমাত্রেই সর্ব্বলোক-পিতামহ ব্রহ্মা, প্রভাত-সূর্য্যের ন্যায় আরক্ত ও প্রফুল্ল বদনে তথায় আসিলেন। বিপন্ন দেবতাদের পরিম্লান বদন-কমলও অমনি যেন ঈষৎ প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইল ॥ ২ ॥

পিতামহ আসিবামাত্রেই দেবগণ সকলে সমস্বরে, সেই স্থাবরজঙ্গম-ত্রিজগৎ-স্রষ্টা সর্ব্ববিদ্যার আধার চতুর্ম্মুখকে সাষ্টাঙ্গে প্রণামপূর্ব্বক (নিম্নোক্ত) সার্থক বাক্যাবলীর দ্বারা স্তব করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৩ ॥

হে ভগবন্! সৃষ্টির পূর্ব্বে, কেবল আত্মরূপে অর্থাৎ "এক"রূপে তুমি বিদ্যমান ছিলে। পরে, যখন তোমার সৃষ্টিপ্রবৃত্তি জন্মিল, তখন, সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই তিন গুণের তুমিই বিভাগ করিলে এবং নিজেই সত্ত্বগুণে সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মা, রজোগুণে পালনকর্ত্তা বিষ্ণু এবং তমোগুণে সংহারকর্ত্তা রুদ্রের রূপ পরিগ্রহপূর্ব্বক তিন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিলে :—তোমাকে নমস্কার ॥ ৪ ॥

তাৎপর্য্য।—"তে সর্ব্বে"—সেই দেবতারা সবাই একসঙ্গে স্তব আরম্ভ করিলেন। একদল বড়লাট গিয়া সম্রাটের সম্মুখে, সমস্বরে যেন অভিনন্দন পড়িতে সুরু করিয়া দিলেন। "গরজ বড় বালাই"—তাই আজ তারকাসুর-বিড়ম্বিত দেবতারা দায়ে পড়িয়া অনেকটা সুখদুঃখময় বিপন্ন মানবের দশা প্রাপ্ত হইলেন। স্তবস্তুতি যত করা যায়, ততই ফল। এই জিনিসটা প্রায়ই বেশী বা তেতো হয় না। এ সম্বন্ধে প্রাচীন বঙ্গদর্শনে অমর বঙ্কিমচন্দ্রের "তৈল" প্রবন্ধটি পড়িতে অনুরোধ করি ॥ ৩ ॥

দেবতারা প্রথম হইতেই একেবারে বেড়াজাল ফেলিলেন। পিতামহকে অষ্টবন্ধনে বাঁধিবার উপক্রম করিলেন। এই চারিটি শ্লোকে দেবতারা ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, আপনারই সব ; স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতল—সমস্তই আপনার নিজের সৃষ্টি। আপনিই আমাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণের ভার দিয়াছেন। আপনার হুকুমমত কাজ করিয়া যাইতেছি। মালিক আপনি,

যদমোঘমপামন্তরুপ্তং বীজমজ ! ত্বয়া । অতশ্চরাচরং বিশ্বং প্রভবস্তস্য গীয়সে ॥ ৫ ॥
তিসৃভিস্ত্বমবস্থাভির্মহিমানমুদীরয়ন্ । প্রলয়স্থিতিসর্গাণামেকঃ কারণতাং গতঃ ॥ ৬ ॥
স্ত্রী-পুংসাবাত্মভাগৌ তে ভিন্নমূর্ত্তেঃ সিসৃক্ষয়া। প্রসূতিভাজঃ সর্গস্য তাবেব পিতরৌ স্মৃতৌ ॥ ৭ ॥
স্বকাল-পরিমাণেন ব্যস্ত-রাত্রিন্দিবস্য তে। যৌ তু স্বপ্নাববোধৌ তৌ ভূতানাং প্রলয়োদয়ৌ ॥ ৮ ॥
জগদ্যোনিরযোনিস্ত্বং জগদন্তো নিরন্তকঃ। জগদাদিরনাদিস্ত্বং জগদীশো নিরীশ্বরঃ ॥ ৯ ॥
আত্মানমাত্মনা বেৎসি সৃজস্যাত্মানমাত্মনা। আত্মনা কৃতিনা চ ত্বমাত্মন্যেব প্রলীয়সে ॥ ১০ ॥

অন্বয়।—হে অজ ! অপাম্ অন্তঃ যৎ অমোঘং বীজং ত্বয়া উপ্তম্,—অতঃ (অস্মাৎ বীজাৎ) চরাচরং বিশ্বম্ (উৎপন্নম্)। তস্য (বিশ্বস্য) প্রভবঃ (ত্বমেব) গীয়সে ॥ ৫ ॥

একঃ (সৃষ্টেঃ প্রাক্) ত্বং তিসৃভিঃ অবস্থাভিঃ (হরি হর-ব্রহ্মরূপাভিঃ) মহিমানম্ উদীরয়ন্ (উজ্জ্বলয়ন্) প্রলয়স্থিতি-সর্গাণাং কারণতাং গতঃ (অসি) ॥ ৬ ॥

স্ত্রীপুংসৌ সিসৃক্ষয়া ভিন্নমূর্ত্তেঃ তে আত্মভাগৌ। তৌ এব (ভাগৌ)প্রসূতিভাজঃ সর্গস্য(তে নিজসৃষ্টেঃ)পিতরৌস্মৃতৌ॥৭॥

স্বকাল-পরিমাণেন ব্যস্তরাত্রিন্দিবস্য তে যৌ তু স্বপ্নাববোধৌ, তৌ (এব) ভূতানাং প্রলয়োদয়ৌ ॥ ৮ ॥

(হে ভগবন্ !) ত্বং জগদ্যোনিঃ (সন্নপি স্বয়ম্) অযোনিঃ, জগদন্তঃ (সন্নপি স্বয়ং) নিরন্তকঃ (অসি), ত্বং জগদাদিঃ (সন্নপি) অনাদিঃ, (তথা) জগদীশঃ (সন্নপি স্বয়ং) নিরীশ্বরঃ (অসি) ॥ ৯ ॥

(হে ভগবন্ !) ত্বম্ আত্মানং (ব্রহ্মরূপেণ উৎপাদন-চিকীর্ষু স্বরূপং) আত্মনা এব বেৎসি। (তথা) আত্মানম্ আত্মনা (এব) সৃজসি। কৃতিনা আত্মনা (ত্বম্) আত্মনি (এব) চ প্রলীয়সে ॥ ১০ ॥

বঙ্গার্থ।—হে জন্মহীন ! তোমারই সৃষ্ট কারণ-বারিতে তুমি যে অব্যর্থ বীজ নিক্ষেপ করিয়াছিলে, তোমার সেই নিক্ষিপ্ত বীজ হইতেই চরাচর জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, সুতরাং তুমিই বিশ্বের উৎপত্তিস্থল বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাক ॥ ৫ ॥

হে পরাৎপর ! সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র তুমিই ত্রিগুণাত্মিকা সংহার-স্থিতি-সৃষ্টিরূপিণী ত্রিবিধ অবস্থার দ্বারা নিজের অপ্রতিম শক্তি বিকাশ করিয়া সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ হইয়াছ ॥৬॥

সৃষ্টিবাসনার বশবর্ত্তী হইয়া তুমিই তোমাকে স্ত্রী এবং পুরুষরূপে (পুরুষ এবং প্রকৃতিরূপে) বিভক্ত করিয়াছ, সুতরাং স্ত্রী-পুরুষ তোমারই অংশ এবং তোমারই সেই মিথুনরূপী অংশ উৎপত্তিমান্ আকীট-পতঙ্গ তাবৎ জীবজন্তুর মাতা-পিতৃস্থানীয়। এককথায় তুমিই জগতের পিতা, তুমিই জগতের মাতা ॥ ৭ ॥

হে অপরূপ ! চারি হাজার যুগে তোমার একদিন ও চারি হাজার যুগে তোমার একরাত্রি,—এইভাবে তুমিই তোমার দিন-রাত্রির বিভাগ করিয়াছ। ঐ বিভাগানুসারে তুমি যখন জাগরিত থাক, তখনই জগৎ সৃষ্টিধর্ম্মে ক্রিয়াপ্রবণ হয় এবং তোমার যখন নিদ্রিতাবস্থা, তখন জগতে প্রলয় ঘটে। এইভাবে তোমার নিদ্রা এবং জাগরণে জগতেও দৈনন্দিন প্রলয় এবং সৃষ্টি হইয়া থাকে ॥ ৮ ॥

হে ভগবন ! তুমি স্বয়ং এই চরাচর বিশ্বের কারণ, অথচ তোমার কোনো কারণ নাই। জগতের তুমি সংহার-কর্ত্তা, কিন্তু তোমার কেহ সংহারক নাই। তুমি জগতের আদি,—জগৎ-সৃষ্টির পূর্ব্বেও তুমি বিদ্যমান ছিলে, কিন্তু প্রভো ! স্বয়ং তুমি আদি-রহিত, চিরন্তন। এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নিয়মকর্ত্তা—একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বর তুমি, কিন্তু দেব ! তোমার উপর নিয়ম করিবার মত আর কেহই নাই। তোমার প্রভু—তুমিই ॥ ৯ ॥

হে নিরঞ্জন ! তোমার নিজের স্বরূপ একমাত্র তুমি নিজেই জানো, অন্যের তুমি জ্ঞানাতীত। লোকানুগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়া তুমি নিজেই নিজেকে সৃষ্টি করিয়া থাকো। আবার অসীম শক্তিধর তুমিই, প্রলয়কালে আপনাতে আপনিই লীন হও। তোমার মহিমার কি ইয়ত্তা আছে ! ॥ ১০ ॥

আমরা আপনার অধীন কর্ম্মচারী মাত্র। এখন প্রাণ লইয়া টানাটানি। আপনার জমিদারী রক্ষা করিতে গিয়া বিপদ্-সাগরে হাবুডুবু খাইতেছি।—অধীন আমরা,—তুমি প্রভু

"মারিলে মারিতে পার, রাখিতে কে করে মানা।"——॥ ৪—৭ ॥

দ্রবঃ সংঘাতকঠিনঃ স্থূলঃ সূক্ষ্মো লঘুর্গুরুঃ। ব্যক্তো ব্যক্তেতরশ্চাসি প্রাকাম্যং তে বিভূতিষু ॥ ১১ ॥
উদ্ঘাতঃ প্রণবো যাসাং ন্যায়ৈস্ত্রিভিরুদীরণম্। কর্ম্ম যজ্ঞঃ ফলং স্বর্গস্তাসাং ত্বং প্রভবো গিরাম্ ॥ ১২ ॥
ত্বামামনন্তি প্রকৃতিং পুরুষার্থ-প্রবর্ত্তিনীম্। তদ্দর্শিনমুদাসীনং ত্বামেব পুরুষং বিদুঃ ॥ ১৩ ॥
ত্বং পিতৃণামপি পিতা দেবানামপি দেবতা। পরতোঽপি পরশ্চাসি বিধাতা বেধসামপি ॥ ১৪ ॥
ত্বমেব হব্যং হোতা চ ভোজ্যং ভোক্তা চ শাশ্বতঃ। বেদ্যশ্চ বেদিতা চাসি ধ্যাতা ধ্যেয়ঞ্চ যৎ পরম্ ॥ ১৫ ॥
ইতি তেভ্যঃ স্তুতীঃ শ্রুত্বা যথার্থা হৃদয়ঙ্গমাঃ। প্রসাদাভিমুখো বেধাঃ প্রত্যুবাচ দিবৌকসঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়—(হে ভগবন্!) (ত্বং) দ্রবঃ, সংঘাত কঠিনঃ, স্থূলঃ, সূক্ষ্মঃ, লঘুঃ, গুরুঃ, ব্যক্তঃ, ব্যক্তেতরঃ চ অসি; (অতঃ) বিভূতিষু তে প্রাকাম্যম্ ॥ ১১ ॥

(হে ভগবন্!) যাসাং গিরাম্ উদ্ঘাতঃ প্রণবঃ, (যাসাং গিরাং) ত্রিভিঃ ন্যায়ৈঃ (উদাত্তানুদাত্ত স্বরিতৈঃ স্বরৈঃ) উদীরণম্ (উচ্চারণম্), (যাসাং গিরাং) কর্ম্ম যজ্ঞঃ, (তস্য কর্ম্মণঃ) ফলং স্বর্গঃ, ত্বং তাসাং (গিরাং) প্রভবঃ—(কারণম্) ॥ ১২ ॥

(হে ভগবন্!) ত্বাং পুরুষার্থ-প্রবর্ত্তিনীং প্রকৃতিম্ (ত্রৈগুণ্যাত্মকং মূলকারণম্) আমনন্তি. (পুনঃ) ত্বাম্ এব তদ্দর্শিনং (সাক্ষিত্বেন তাং প্রকৃতিং পশ্যন্তম্) উদাসীনং (কূটস্থং) পুরুষং বিদুঃ (বিদন্তি) ॥ ১৩ ॥

(হে ভগবন্!) ত্বং পিতৃণাম্ অপি পিতা, দেবানাম্ অপি দেবতা, পরতঃ অপি পরঃ চ অসি, (তথা ত্বং) বেধসাম্ অপি (ব্রহ্মাদীনাম্ অপি) বিধাতা অসি ॥ ১৪ ॥

(হে ভগবন্!) শাশ্বতঃ ত্বম্ এব হব্যম্ (আজ্যাদিকং) হোতা (যজমানঃ) চ অসি। ত্বম্ এব ভোজ্যং ভোক্তা চ, (তথা) বেদ্যং বেদিতা চ, (তথা) ধ্যাতা চ অসি, যৎ পরং (বস্তু ধ্যেয়ং) (তৎ চ ত্বমেব অসি) ॥ ১৫ ॥

বেধাঃ তেভ্যঃ ইতি যথার্থাঃ হৃদয়ঙ্গমাঃ স্তুতীঃ শ্রুত্বা প্রসাদাভিমুখঃ (সন্) দিবৌকসঃ প্রত্যুবাচ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গার্থ।—হে পরম-পুরুষ! সরিৎ-সমুদ্রাদি তরল পদার্থই বল, আর অতিকঠিন মহীধরাদিই বল,—এ সমস্তই তুমি। ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য স্থূল বস্তুসমূহ এবং অতীন্দ্রিয় পরমাণু প্রভৃতি তোমারই রূপান্তর। অতি হাল্‌কা পদার্থই হউক আর গুরু পদার্থই হউক, এ সবই তুমি,—কার্য্যরূপে যেমন তুমি প্রকাশ পাইতেছ, কারণরূপে তেমনই আবার তুমি অপ্রকাশ রহিয়াছ; তোমার বিভূতির কি সীমা আছে? ॥ ১১ ॥

হে চিন্ময়! যে অপৌরুষেয় বাক্যের উপক্রম অর্থাৎ আরম্ভ ওঙ্কার এবং উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত—এই ত্রিবিধ স্বরসংযোগে যে বাক্যের উচ্চারণ করিতে হয়, যে বাক্যের প্রতিপাদ্য জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ এবং সেই সমুদয় যজ্ঞ কর্ম্ম দ্বারা যে বাক্যের চরম ফল স্বর্গ, তুমিই সেই সনাতন বেদ-বাক্যের প্রণেতা বা স্মারক ॥ ১২ ॥

হে বিশ্বরূপ! কপিলাদি তত্ত্বদর্শিগণ তোমাকেই ভোগ এবং অপবর্গরূপ পুরুষার্থ-প্রবর্ত্তিনী—ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি অর্থাৎ মূলকারণ এবং তোমাকেই আবার সাক্ষিরূপে সেই প্রকৃতির দ্রষ্টা ও উদাসীন কূটস্থ পুরুষ বলিয়া থাকেন ॥ ১৩ ॥

হে অসীম! যাঁহারা "অগ্নিষ্বাত্ত" নামক পিতৃগণ, তুমি তাঁহাদিগেরও পিতা—অর্থাৎ লোকে যাঁহাদের উদ্দেশ্যে তর্পণ করে, তুমি তাঁহাদেরও তর্পণীয়। হে পরমদেব! ইন্দ্রাদি দেবগণেরও তুমি দেবতা, লোকে যজ্ঞাদি দ্বারা যে দেবগণের অর্চ্চনা করে, সেই ইন্দ্রাদিদেবগণ তোমাকে যজন করিয়া থাকেন। এই জগতের যিনি ঈশ্বর, তুমি তাঁহারও উপর পরমেশ্বর এবং ব্রহ্মাদি সৃষ্টিকর্ত্তাদেরও তুমি সৃষ্টি-কর্ত্তা। এককথায়,—তুমি—সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বোত্তম এবং সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ॥ ১৪ ॥

হে সর্ব্বভূতাশ্রয়! তুমিই হবনীয়—আজ্যাদি, আবার তুমিই হবনকর্ত্তা, তুমিই যাজ্য এবং তুমিই যজনকর্ত্তা। এই ত্রিজগতে তুমিই অন্নময় পুরুষ, আবার চিরন্তন তুমিই ভোক্তা। তুমিই জ্ঞেয় এবং তুমিই জ্ঞাতা। তোমা ছাড়া এ জগতে ধ্যানের বস্তু আর কিছুই নাই,—আবার সেই ধ্যেয় বস্তুর ধ্যানকর্ত্তাও তুমি। তোমার মহিমার পার নাই ॥ ১৫ ॥

বিধাতা ব্রহ্মা দেবতাদের মুখনিঃসৃত এই শ্রবণ-মনোহর এবং যথার্থ স্তব শ্রবণপূর্ব্বক অনুগ্রহ-প্রবণ-হৃদয়ে ও প্রসন্ন-নয়নে দেবতাদিগের দিকে চাহিয়া কহিতে লাগিলেন ॥ ১৬ ॥

পুরাণস্য কবেস্তস্য চতুর্ম্মুখসমীরিতা। প্রবৃত্তিরাসীচ্ছব্দানাং চরিতার্থা চতুষ্টয়ী ॥ ১৭ ॥
স্বাগতং স্বানধীকারান্ প্রভাবৈরবলম্ব্য বঃ। যুগপদ্ যুগবাহুভ্যঃ প্রাপ্তেভ্যঃ প্রাজ্যবিক্রমাঃ! ॥ ১৮ ॥
কিমিদং দ্যুতিমাত্মীয়াং ন বিভ্রতি যথা পুরা। হিমক্লিষ্টপ্রকাশানি জ্যোতীংষীব মুখানি বঃ ॥ ১৯ ॥
প্রশমাদর্চ্চিষামেতদনুদ্গীর্ণসুরায়ুধম্। বৃত্রস্য হন্তুঃ কুলিশং কুণ্ঠিতাশ্রীব লক্ষ্যতে ॥ ২০ ॥
কিঞ্চায়মরিদুর্ব্বারঃ পাণৌ পাশঃ প্রচেতসঃ। মন্ত্রেণ হতবীর্য্যস্য ফণিনো দৈন্যমাশ্রিতঃ ॥ ২১ ॥
কুবেরস্য মনঃশল্যং শংসতীব পরাভবম্। অপবিদ্ধগদো বাহুর্ভগ্নশাখ ইব দ্রুমঃ ॥ ২২ ॥
যমোঽপি বিলিখন্ ভূমিং দণ্ডেনাস্তমিতত্বিষা। কুরুতেঽস্মিন্নমোঘেঽপি নির্ব্বাণালাতলাঘবম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়।—চতুষ্টয়ী শব্দানাং প্রবৃত্তিঃ পুরাণস্য কবেঃ তস্য (ব্রহ্মণঃ) চতুর্ম্মুখ-সমীরিতা (সতী) চরিতার্থা আসীৎ (চতুর্ম্মুখোচ্চারণাৎ চাতুর্ব্বিধ্যং সাফল্যম্ আসীৎ) ॥ ১৭ ॥

হে প্রাজ্য বিক্রমাঃ! স্বান্ অধিকারান্ প্রভাবৈঃ অবলম্ব্য (যথাধিকারং স্থিত্বা) যুগপৎ প্রাপ্তেভ্যঃ যুগবাহুভ্যঃ বঃ (যুষ্মভ্যং) স্বাগতং (শোভনম্ আগমনম্ অস্তু) ॥ ১৮ ॥

(হে বৎসাঃ!) হিম-ক্লিষ্ট প্রকাশানি জ্যোতীংষি ইব বঃ (যুষ্মাকং) মুখানি যথা পুরা (পূর্ব্বম্ ইব) আত্মীয়াং দ্যুতিং ন বিভ্রতি—ইদং কিম্? ॥ ১৯ ॥

অর্চ্চিষাং প্রশমাৎ অনুদ্গীর্ণ-সুরায়ুধম্ এতৎ বৃত্রস্য হন্তুঃ (ইন্দ্রস্য) কুলিশং কুণ্ঠিতাশ্রি ইব লক্ষ্যতে ॥ ২০ ॥

কিঞ্চ—অয়ম্ অরিদুর্ব্বারঃ প্রচেতসঃ পাণৌ পাশঃ মন্ত্রেণ হতবীর্য্যস্য ফণিনঃ দৈন্যম্ আশ্রিতঃ ॥ ২১ ॥

অপবিদ্ধ-গদঃ (ত্যক্ত-গদঃ, অতএব) ভগ্নশাখঃ দ্রুমঃ ইব (স্থিতঃ) কুবেরস্য বাহুঃ মনঃশল্যং (মনসো দুঃখজনকং পরাভবং) শংসতি ইব ॥ ২২ ॥

অস্তমিতত্বিষা দণ্ডেন যমঃ অপি ভূমিং বিলিখন্ অমোঘে অপি অস্মিন্ (দণ্ডে) নির্ব্বাণালাত লাঘবং কুরুতে ॥ ২৩ ॥

বঙ্গার্থ।—পুরাতন—অর্থাৎ জগতের আদি কবি চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মার মুখচতুষ্টয় হইতে যুগপৎ, দ্রব্য গুণ-ক্রিয়া-জাতিভেদে চতুর্ব্বিধ অবয়ববিশিষ্ট বাক্য উচ্চারিত হওয়ায়, বাগ্‌দেবতার উক্ত চতুর্ব্বিধ অবয়ব-ধারণ যেন সার্থক হইল ॥ ১৭ ॥

চতুরানন কহিলেন,—হে পরাক্রান্ত দেবগণ! তোমরা আজানুলম্বিত বাহুবলে ও স্ব স্ব প্রভাবে স্ব স্ব অধিকার অক্ষুণ্ণভাবে রক্ষা করিতেছ—বলিয়াই জানি, তবুও সেই নিজের নিজের অধিকার ছাড়িয়া সকলে একযোগে আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছ—দেখিতেছি। তোমাদের স্বাগত সম্বর্দ্ধনা করিতেছি: এস! সব দিকে মঙ্গল ত'? ॥ ১৮ ॥

এ কি? তোমাদের মুখের সে প্রসন্নতা গেল কোথায়? তুষার-ক্লিষ্ট নক্ষত্র-রাজির মত, আজ তোমাদের মুখ এত মলিন কেন? কি হইয়াছে? ॥ ১৯ ॥

আমার দেবেন্দ্রের এই বিপুল বজ্র, যাহার দ্বারা একদিন দুর্জ্জয় বৃত্রাসুর নিহত হইয়াছিল, সেই অপরাজেয় বজ্রের সেই সব নানা চিত্রোজ্জ্বল প্রভা আজ দেখিতেছি না কেন? ইহার সকল তেজ যেন নিবিয়া গিয়াছে এবং ত্রিজগৎ-বিজয়ী ইন্দ্রধনুর কোণগুলি যেন কিসের আঘাতে বাঁকা হইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। ব্যাপার কি? ॥ ২০ ॥

এ কি? শত্রুগণের একান্ত দুঃসহ, আমার বরুণের প্রধান আয়ুধ—এই পাশ (অর্থাৎ রজ্জু) আজ তাঁহার হাতে এমন নিস্তেজ হইয়া রহিয়াছে কেন? আহা! মন্ত্রৌষধি প্রভাবে আহত-বীর্য্য ফণধর কালসর্পের ন্যায় ইহার এ দুর্দ্দশা কে করিল? ॥ ২১ ॥

আজ কুবেরের হাতেও তাঁহার সে অজেয় গদা না থাকায়, মনে হইতেছে, বনস্পতির শাখা-প্রশাখা কে যেন ভাঙ্গিয়া দিয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে, কুবেরের না জানি, ঘোর পরাভব ঘটিয়াছে, মনে কি দারুণ আঘাত লাগিয়াছে ॥ ২২ ॥

যমের অবস্থাও ত'অতি শোচনীয় দেখিতেছি। যে দণ্ডের বলে তিনি ত্রিভুবনের ধর্ম্মরাজ রূপে পরিগণিত, তাঁহার সেই দণ্ডের আর সে পূর্ব্ববৎ তেজ নাই। তিনি অধোবদনে সেই দণ্ডের দ্বারা ভূমিতে "আঁকচোক" পাড়িতেছেন! হায়! যমদণ্ড আজ অনলহীন-অঙ্গারের ন্যায়—ভূপৃষ্ঠে রেখাপাতে পর্য্যবসিত হইয়াছে! কি দুর্দ্দৈব! ॥ ২৩ ॥

অমী চ কথমাদিত্যাঃ প্রতাপক্ষতিশীতলাঃ । চিত্রন্যস্তা ইব গতাঃ প্রকামালোকনীয়তাম্ ॥ ২৪ ॥
পর্য্যাকুলত্বান্মরুতাং বেগভঙ্গোঽনুমীয়তে । অম্ভসামোঘসংরোধঃ প্রতীপগমনাদিব ॥ ২৫ ॥
আবর্জ্জিত-জটা-মৌলি-বিলম্বি-শশি-কোটয়ঃ । রুদ্রাণামপি মূর্দ্ধানঃ ক্ষত-হুঙ্কার-শংসিনঃ ॥ ২৬ ॥
লব্ধপ্রতিষ্ঠাঃ প্রথমং যূয়ং কিং বলবত্তরৈঃ । অপবাদৈরিবোৎসর্গাঃ কৃত-ব্যাবৃত্তয়ঃ পরৈঃ ॥ ২৭ ॥
তদ্ ব্রূত বৎসাঃ! কিমিতঃ প্রার্থয়ধ্বং সমাগতাঃ । ময়ি সৃষ্টির্হি লোকানাং রক্ষা যুষ্মাস্ববস্থিতা ॥ ২৮ ॥
ততো মন্দানিলোদ্ধূত-কমলাকর-শোভিনা । গুরুং নেত্রসহস্রেণ নোদয়ামাস বাসবঃ ॥ ২৯ ॥
স দ্বিনেত্রং হরেশ্চক্ষুঃ সহস্র-নয়নাধিকম্ । বাচস্পতিরুবাচেদং প্রাঞ্জলির্জ্জলজাসনম্ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়।—প্রতাপ-ক্ষতি শীতলাঃ অমী আদিত্যাঃ (দ্বাদশ) চ কথং চিত্রন্যস্তাঃ ইব প্রকামম্ আলোকনীয়তাং গতাঃ ॥ ২৪ ॥

মরুতাং পর্য্যাকুলত্বাৎ বেগ-ভঙ্গঃ—অম্ভসাং প্রতীপ-গমনাৎ ওঘ-সংরোধঃ ইব—অনুমীয়তে ॥ ২৫ ॥

আবর্জ্জিত-জটা-মৌলি-বিলম্বি-শশি-কোটয়ঃ রুদ্রাণাম্ অপি (একাদশানাম্) মূর্দ্ধানঃ ক্ষত-হুঙ্কার-শংসিনঃ (ভবন্তি) ॥ ২৬ ॥

প্রথমং লব্ধ-প্রতিষ্ঠাঃ যূয়ং বলবত্তরৈঃ পরৈঃ—উৎসর্গাঃ অপবাদৈঃ ইব—কিং কৃত ব্যাবৃত্তয়ঃ ? ॥ ২৭ ॥

তৎ (তস্মাৎ কারণাৎ) হে বৎসাঃ! সমাগতাঃ (সর্ব্বে আগতাঃ যূয়ং) ইতঃ (মত্তঃ) কিং প্রার্থয়ধ্বম্ ? হি (যতঃ) ময়ি লোকানাং সৃষ্টিঃ, রক্ষা (তু, লোকানাং পালনাধিকারঃ তু) যুষ্মাসু অবস্থিতা ॥ ২৮ ॥

ততঃ বাসবঃ গুরুং (বৃহস্পতিং) মন্দানিলোদ্ধূত-কমলাকর-শোভিনা নেত্র-সহস্রেণ নোদয়ামাস ॥ ২৯ ॥

হরেঃ (ইন্দ্রস্য) সহস্রনয়নাধিকং দ্বিনেত্রং চক্ষুঃ সঃ বাচস্পতিঃ প্রাঞ্জলিঃ (সন্) জলজাসনম্ ইদম্ উবাচ ॥ ৩০ ॥

অনুবাদ।—তেজঃপুঞ্জময় এই দ্বাদশ আদিত্যেরও আজ আর সে তেজ, সেই দুর্নিরীক্ষ্যতা নাই! ইঁহারাও চিত্র-লিখিতবৎ যাহার তাহার পক্ষেই এখন দর্শনযোগ্য হইয়াছেন। আর তাঁহাদের দিকে চাহিতে কাহারও চক্ষুঃ ঝলসায় না। কে উঁহাদের সেই দুর্দ্ধর্ষ তেজঃ এমন তুষারবৎ শীতল করিল ? ॥২৪॥

সাগরগামী জলস্রোতঃ অকস্মাৎ বিপরীত দিকে ধাবিত হইলে যেমন সহজেই বুঝা যায় যে, কোথায় যেন ঐ সতত-বাহিনী জলধারার গতিরোধ হইয়াছে, তদ্রূপ, ঐ উনপঞ্চাশ বায়ুর আজ এতাদৃশ বিশৃঙ্খল-সঞ্চালনে স্পষ্টই অনুমিত হইতেছে যে, কে যেন বায়ুদেবের বেগ-সংরোধ করিয়াছে। ব্যাপার কি ? ॥ ২৫ ॥

আজ একাদশ রুদ্রেরও, দেখিতেছি, দুর্দ্দশার পরাকাষ্ঠা ঘটিয়াছে। উঁহাদের শিরঃস্থিত জটা-কলাপ ঝুলিয়া পড়িয়াছে এবং তাহাতে চন্দ্রলেখা দুলিতেছে, একদিন উঁহাদের যে মস্তক উন্নত করিয়া হুঙ্কার ছাড়িলে ত্রিলোক কম্পিত হইত আজ আর সে সামর্থ্য যে উঁহাদের নাই,—ইহা বেশ বুঝিতেছি ॥ ২৬ ॥

দেবগণ! খুলিয়া বল ত', কি হইয়াছে ? তোমরা ত' বরাবরই স্ব স্ব পদে এতদিন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলে, হঠাৎ কোন্ বলবত্তর শক্তি আসিয়া তোমাদিগকে, নিরবকাশ বিশেষ-বিধি কর্ত্তৃক সামান্য বিধির ন্যায়, অধিকারচ্যুত করিল ? কে সে ? ॥ ২৭ ॥

নির্ভয়ে বল। তোমরা আমার পুত্রতুল্য। এখানে সকলে মিলিয়া তোমরা কি উদ্দেশ্যে আসিয়াছ ? কি চাও ? আমি ত' সৃষ্টি করিয়াই খালাস হইয়াছি। সৃষ্টিরক্ষার ভার ত' তোমাদেরই উপর ন্যস্ত। অতএব খুলিয়া বল,—কি করিতে হইবে ? ॥ ২৮ ॥

পিতামহের এই অনুকূল ভাব-দর্শনে নিতান্ত আশান্বিত হইয়া সুরনাথ সহস্রাক্ষ ইন্দ্র, তাড়াতাড়ি একেবারে সহস্র নয়নেই ইঙ্গিত করিয়া সুরগুরু বাচস্পতিকে, পিতামহ-প্রশ্নের উত্তর দিতে বলিলেন। তদ্দর্শনে মনে হইল —যেন, মন্দ সমীরণের মৃদু হিল্লোলে কমল-পূর্ণ সরোবরের অসংখ্য কমলমালা ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল ॥ ২৯ ॥

ইন্দ্রের হাজার চক্ষু বটে, আর বৃহস্পতির দুইটিমাত্র চক্ষুঃ, তথাপি দূরদর্শিতায়—দ্বিনয়ন সুরগুরু সহস্রনয়ন সুরনাথ অপেক্ষা সহস্রগুণে সুদক্ষ, সুতরাং ঐ দুই চক্ষুবিশিষ্ট বৃহস্পতিই দেবরাজের প্রকৃত চক্ষুঃস্থানীয়। তাদৃশ বাগ্মী, দূরদর্শী, সুরলোক-গুরু বাচস্পতি যুক্তকরে কমলাসনকে বক্ষ্যমাণ কথাগুলি কহিতে লাগিলেন ॥ ৩০ ॥

এবং যদাথ ভগবন্নামৃষ্টং নঃ পরৈঃ পদম্। প্রত্যেকং বিনিযুক্তাত্মা কথং ন জ্ঞাস্যসি প্রভো! ॥৩১॥
ভবল্লব্ধ-বরোদীর্ণস্তারকাখ্যো মহাসুরঃ। উপপ্লবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোত্থিতঃ॥ ৩২ ॥
পুরে তাবন্তমেবাস্য তনোতি রবিরাতপম্। দীর্ঘিকাকমলোন্মেষো যাবন্মাত্রেণ সাধ্যতে॥ ৩৩ ॥
সর্ব্বাভিঃ সর্ব্বদা চন্দ্রস্তং কলাভিনিষেবতে। নাদত্তে কেবলাং লেখাং হরচূড়ামণী-কৃতাম্॥ ৩৪ ॥
ব্যাবৃত্ত-গতিরুদ্যানে কুসুম স্তেয়-সাধ্বসাৎ। ন বাতি বায়ুস্তৎ-পার্শ্বে তালবৃন্তানিলাধিকম্॥ ৩৫ ॥
পর্য্যায়-সেবামুৎসৃজ্য পুষ্পসম্ভারতৎপরাঃ। উদ্যানপালসামান্যমৃতবস্তমুপাসতে ॥ ৩৬ ॥
তস্যোপায়ন-যোগ্যানি রত্নানি সরিতাং পতিঃ। কথমপ্যম্ভসামন্তরা নিষ্পত্তেঃ প্রতীক্ষতে॥ ৩৭ ॥

অন্বয়।—হে ভগবন্! যৎ আথ (ব্রবীষি) (তৎ) এবং (সত্যম্)। নঃ (অস্মাকং) পদম্ (অধিকারং) পরৈঃ আমৃষ্টম্ (আক্রান্তম্)। হে প্রভো! প্রত্যেকং বিনিযুক্তাত্মা (ত্বং) কথং ন জ্ঞাস্যসি? ॥ ৩১ ॥

ভবল্লব্ধ-বরোদীর্ণঃ তারকাখ্যঃ মহাসুরঃ ধূমকেতুঃ ইব লোকানাম্ উপপ্লবায় উত্থিতঃ ॥ ৩২ ॥

অস্য (তারকস্য) পুরে রবিঃ তাবন্তম্ এব আতপং তনোতি, যাবন্মাত্রেণ দীর্ঘিকা-কমলোন্মেষঃ সাধ্যতে ॥ ৩৩ ॥

চন্দ্রঃ তং (তারকং) সর্ব্বদা সর্ব্বাভিঃ কলাভিঃ নিষেবতে, কেবলাং হরচূড়া-মণীকৃতাং লেখাং ন আদত্তে ॥ ৩৪ ॥

বায়ুঃ কুসুমস্তেয়-সাধ্বসাৎ উদ্যানে ব্যাবৃত্ত-গতিঃ (সন্) তৎপার্শ্বে তালবৃন্তানিলাধিকং (যথা তথা) ন বাতি ॥ ৩৫ ॥

ঋতবঃ (বসন্তাদয়ঃ ষট্ ঋতবঃ) পর্য্যায়সেবাম্ উৎসৃজ্য পুষ্প-সম্ভার-তৎপরাঃ (চ সন্তঃ) উদ্যান-পাল-সামান্যং (যথা তথা) তম্ উপাসতে ॥ ৩৬ ॥

সরিতাং পতিঃ তস্য উপায়ন-যোগ্যানি রত্নানি অম্ভসাম্ অন্তঃ আ নিষ্পত্তেঃ (পরিপাক-পর্য্যন্তং) কথম্ অপি (মহতা যত্নেন) প্রতীক্ষতে ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গার্থ।—ভগবন্! আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহাই ঠিক। আমাদের স্ব স্ব অধিকার প্রবল শত্রু-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়াছে। প্রভো! আপনি ত' অন্তর্য্যামী,—প্রত্যেকের মধ্যেই বিরাজ করিতেছেন, সুতরাং আপনি আমাদের এই বিপদের বার্ত্তা কি জানিতে পারেন নাই? ॥ ৩১ ॥

আপনারই নিকটে বরলাভ করিয়া, তারকনামে এক মহাসুর একান্ত উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছে। জগতের নানা অমঙ্গলের সূচক ধূমকেতু যেমন আকাশে উদিত হইয়া জগদ্বাসীকে সন্ত্রস্ত করিয়া তোলে, তদ্রূপ সেই প্রবল প্রতাপ তারকাসুরও জগৎ আশঙ্কিত করিয়া তুলিয়াছে। তাহার আবির্ভাবে ত্রিজগৎ একান্ত ভীত হইয়াছে। ৩২।

কঠোর-কিরণ সূর্য্য তারকাসুরের ভয়ে এতই বিব্রত যে, তাহার পুরীর ত্রিসীমাতেও আর তীব্র তাপ দান করিতে পারেন না, শুধু যতটুকু কিরণে, অসুরের দীর্ঘিকার পদ্ম বিকসিত হইতে পারে, ততটুকুই ভয়ে ভয়ে দান করেন। পাছে বেশী হইয়া পড়ে, এই ভয়ে তাঁহার প্রাণ সতত কম্পিত ॥৩৩॥

সর্ব্বদা কি শুক্ল কৃষ্ণ, উভয় পক্ষেই সুধাকর ষোল-কলায় পরিপূর্ণ হইয়া তারকের পুরীতে উদিত হন এবং তাহার সেবা করেন; শুধু চন্দ্রশেখরের ললাটে যে সামান্য একটুকু চন্দ্ররেখা আছে, তাহাই বাদ থাকে ॥ ৩৪ ॥

বায়ুভয়ে কোথাও কোনো একটা ফুল উড়িয়া বা ছিঁড়িয়া পড়িলে পাছে ফুল-চুরির দায়ে পড়েন, এই ভয়ে সমীরণ তারকের ফুলবাগানে যান না, কেবল, পাখায় যতটুকু হাওয়া হয়, ততটুকু জোরে, অসুরের পাশে থাকিয়া তাহাকে হাওয়া করেন ॥ ৩৫ ॥

বসন্তাদি ছয় ঋতু, নিজ নিজ ঋতুর ফুল ফুটাইয়া যুগপৎ তারকাসুরকে সেবা করে। বাগানের মালী যেমন নানা গাছের নানা ফুলে বাগানের মালিককে সেবা করে, ঋতুগুলিও সেইপ্রকার, একই সময়ে, নানা ঋতুর ফুলে তারকের উদ্যান পরিপূর্ণ করিয়া তাহার সমীপে মোতায়েন থাকে। সেখানে আর একটির পর আর একটির আসা খাটে না, এমনই অসুরের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ ॥ ৩৬ ॥

সমুদ্রের গর্ভে কত অনন্ত রত্ন জন্মে; কিন্তু রত্নাকর, সেইগুলির মধ্যে তারকের মত প্রবল অসুরকে যে যে রত্ন উপঢৌকন দেওয়ার যোগ্য, শুধু সেই সমস্ত মহার্ঘ রত্ন সাগ্রহে নিশিদিন দেখেন এবং ভাবেন যে, কতদিনে ঐগুলি পরিপুষ্ট হইবে, আর তিনি তারককে উপহার দিয়া, হয়ত তাহাকে একটু খুসী করিতে পারিবেন ॥ ৩৭ ॥

জলমণিশিখাশ্চৈনং বাসুকি-প্রমুখা নিশি। স্থিরপ্রদীপতামেত্য ভুজঙ্গাঃ পর্য্যুপাসতে ॥ ৩৮ ॥
তৎ-কৃতানুগ্রহাপেক্ষী তং মুহুর্দূত-হারিতৈঃ। অনুকূলয়তীন্দ্রোঽপি কল্পদ্রুম-বিভূষণৈঃ ॥ ৩৯ ॥
ইত্থমারাধ্যমানোঽপি ক্লিশ্নাতি ভুবনত্রয়ম্। শাম্যেৎ প্রত্যপকারেণ নোপকারেণ দুর্জ্জনঃ ॥ ৪০ ॥
তেনামর-বধূ-হস্তৈঃ সদয়ালূন-পল্লবাঃ। অভিজ্ঞাশ্ছেদ-পাতানাং ক্রিয়ন্তে নন্দন-দ্রুমাঃ ॥ ৪১ ॥
বীজ্যতে স হি সংসুপ্তঃ শ্বাস-সাধারণানিলৈঃ। চামরৈঃ সুরবন্দীনাং বাষ্প-শীকর-বর্ষিভিঃ ॥ ৪২ ॥
উৎপাট্য মেরুশৃঙ্গাণি ক্ষুণ্ণানি হরিতাং খুরৈঃ। আক্রীড়-পর্ব্বতাস্তেন কল্পিতাঃ স্বেষু বেশ্মসু ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়।—(কিঞ্চ)—জলমণি-শিখাঃ বাসুকি-প্রমুখাঃ ভুজঙ্গাঃ চ নিশি স্থিরপ্রদীপতাম্ এত্য এনং পর্য্যুপাসতে (পরিবৃত্য সেবন্তে) ॥ ৩৮ ॥

ইন্দ্রঃ অপি তৎকৃতানুগ্রহাপেক্ষী (সন্) মুহুঃ দূত-হারিতৈঃ কল্পদ্রুম-বিভূষণৈঃ তম্ অনুকূলয়তি ॥ ৩৯ ॥

ইত্থং—(রবি-শশি-পবন-বারিধি-ভুজঙ্গ-সুরেন্দ্রৈঃ)আরাধ্যমানঃ অপি (সঃ তারকঃ) ভুবন-ত্রয়ং ক্লিশ্নাতি। (তথাহি) —দুর্জ্জনঃ প্রত্যপকারেণ শাম্যেৎ, উপকারেণ ন (শাম্যেৎ) (প্রত্যুত প্রকুপ্যতি) ॥ ৪০ ॥

তেন (তারকেণ) অমর-বধূ-হস্তৈঃ সদয়ালূন-পল্লবাঃ নন্দন-দ্রুমাঃ ছেদ-পাতানাম্ অভিজ্ঞাঃ ক্রিয়ন্তে ॥ ৪১ ॥

হি (নিশ্চিতং) সঃ (তারকঃ) সংসুপ্তঃ (সন্) শ্বাস-সাধারণানিলৈঃ, বাষ্পশীকরবর্ষিভিঃ সুরবন্দীনাং চামরৈঃ বীজ্যতে ॥ ৪২ ॥

তেন (তারকেণ) হরিতাং (সূর্য্যাশ্বানাং) খুরৈঃ ক্ষুণ্ণানি মেরুশৃঙ্গাণি উৎপাট্য স্বেষু বেশ্মসু (ত্রিলোকস্থেষু) আক্রীড়-পর্ব্বতাঃ কল্পিতাঃ ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গার্থ।—বাসুকি প্রভৃতি প্রবল-তেজা নাগরাজগণ রজনীযোগে স্ব স্ব ফণা উঁচু করিয়া তারকের চারিদিকে হাজির থাকেন, আর তাঁহাদের মাথার মণিগুলি সারারাত্রি জল্‌জল্ করিয়া জলে, নিশ্চল-শিখাবিশিষ্ট প্রদীপের মত জলিয়া তাহার সেবা করে, এমনই তাহার প্রতাপ ॥ ৩৮ ॥

যদি অসুর একটু নেক্‌-নজরে চায়, একটু খুসী হয়, এই আশায় দেবরাজ ইন্দ্র, কল্পতরু হইতে সমুৎপন্ন অনুপম কুসুমরাশি দূতের হস্তে সর্ব্বদা তাহাকে উপহার দেন ॥ ৩৯ ॥

কিন্তু পিতামহ! এত করিয়াও—এমনভাবে সেবা করিয়াও আমরা তাহার মন পাই না। যতই তাহার খোসামোদ করি, উপাসনা করি, সে তত অধিকভাবে ত্রিজগৎকে পীড়া দেয়; এমনই তাহার দুর্দ্ধর্ষ চরিত্র ॥ ৪০ ॥

বলিতে বুক ফাটিয়া যায়, সুরবধূগণ, নন্দন-কাননের সে সকল তরুলতার পল্লব, যদি কখনো কানে পরিবার সখ হইত, তখন, অতি ধীরে ধীরে, পাছে গাছে ব্যথা পায়, এই ভাবিয়া—কত সন্তর্পণে তুলিতেন, হায়,—আজ পাষণ্ড অসুর সেই সকল বৃক্ষের ফুল-ফল, ডাল-পালা কখনো ছিঁড়িতেছে, কখনো ভাঙ্গিতেছে,—কত কি দুর্দ্দশা করিতেছে ॥ ৪১ ॥

ঐ অসুর যখন গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকে, তখন যুদ্ধকালে বন্দীকৃত সুর-কামিনীগণ, নিশ্বাসে যতটুকু বাতাস, ততটুকু বাতাস বাহাতে হয়, এমনই ভাবে ধীরে ধীরে তাহাকে চামর ঢুলাইয়া থাকেন। বেশী বাতাসে পাছে দানবের নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে, তাঁহারা সদাই সন্ত্রস্ত। মনের দুঃখে তাঁহারা নীরবে, ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদেন, আর চোখের জল, গণ্ড ও বাহুলতা বাহিয়া চামরে গিয়া পড়ে ও হাওয়ার সাথে সাথে জলকণা পড়িতে থাকে ॥ ৪২ ॥

উচ্চতম সৌরলোকে সূর্য্যের অশ্বগুলি যখন বিচরণ করে, কিংবা সূর্য্যদেবের রথ টানিয়া বেড়ায়, তখন তাহাদের খুরের আঘাতে যে সমুচ্চ মেরুপর্ব্বতের শৃঙ্গদেশ আহত হয়, এত উচ্চ ও এত পবিত্র যে পর্ব্বত, তাহার সেই সকল চূড়াগুলি বাহুবলে ভাঙ্গিয়া আনিয়া, তারকাসুর নিজের উপবনে, ক্রীড়া-পর্ব্বত, বিহারশৈল প্রস্তুত করিয়াছে। এতই তাহার ক্ষমতা! ॥ ৪৩ ॥

মন্দাকিন্যাঃ পয়ঃ শেষং দিগ্বারণ-মদাবিলম্ । হেমাম্ভোরুহ-শস্যানাং তদ্বাপ্যো ধাম সাম্প্রতম্ ॥ ৪৪ ॥
ভুবনালোকনপ্রীতিঃ স্বর্গিভির্নানুভূয়তে । খিলীভূতে বিমানানাং তদাপাত-ভয়াৎ পথি ॥ ৪৫ ॥
যজ্বভিঃ সম্ভৃতং হব্যং বিততেষ্বধ্বরেষু সঃ । জাতবেদোমুখান্মায়ী মিষতামাচ্ছিনত্তি নঃ ॥ ৪৬ ॥
উচ্চৈরুচ্চৈঃ-শ্রবাস্তেন হয়রত্নমহারি চ । দেহবদ্ধমিবেন্দ্রস্য চিরকালার্জ্জিতং যশঃ ॥ ৪৭ ॥
তস্মিন্নুপায়াঃ সর্ব্বে নঃ ক্রূরে প্রতিহত-ক্রিয়াঃ । বীর্য্যবন্ত্যৌষধানীব বিকারে সান্নিপাতিকে ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়।—সাম্প্রতং (সম্প্রতি) মন্দাকিন্যাঃ দিগ্বারণ-মদাবিলং পয়ঃ শেষম্ (কেবলং জলমেব); হেমাম্ভোরুহ-শস্যানাং তদ্বাপ্যঃ এব ধাম। (সর্ব্বাণি উৎপাট্য স্বদীর্ঘিকাসু এব প্রতিরোপিতবান্) ॥ ৪৪ ॥

তদাপাত-ভয়াৎ বিমানানাং পথি খিলীভূতে (অপ্রহতীভূতে সতি) স্বর্গিভিঃ ভুবনালোকন-প্রীতিঃ ন অনুভূয়তে ॥ ৪৫ ॥

যজ্বভিঃ বিততেষু অধ্বরেষু সম্ভৃতং হব্যং মায়ী সঃ (তারকঃ) নঃ মিষতাং (অস্মাসু পশ্যৎসু সৎসু—অনাদরে ষষ্ঠী) জাতবেদোমুখাৎ আচ্ছিনত্তি (আক্ষিপ্য গৃহ্লাতি) ॥ ৪৬ ॥

তেন (তারকেণ) উচ্চৈঃ (উন্নতঃ) উচ্চৈঃশ্রবাঃ (নাম) হয়-রত্নম্, দেহবদ্ধং চিরকালার্জ্জিতম্ ইন্দ্রস্য যশঃ ইব অহারি (অপহৃতম্) ॥ ৪৭ ॥

ক্রূরে (অতিনৃশংসে) তস্মিন্ (তারকাসুরে) নঃ সর্ব্বে উপায়াঃ সান্নিপাতিকে বিকারে বীর্য্যবন্তি ঔষধানি ইব প্রতিহতক্রিয়াঃ (জাতাঃ) ॥ ৪৮ ॥

বঙ্গার্থ।—পিতামহ! সুরলোক-বাহিনী মন্দাকিনীর দশা ভাবিতে বুক বিদীর্ণ হয়। তাহার আর সে পূর্ব্বশ্রী নাই। শুধু জলটুকু পড়িয়া আছে, তাহাও আবার দিগ্‌গজদিগের মদ-বারিতে কলুষিত। তাহাতে যে-সকল সোনার কমল ফুটিত, তাহাদের মূল শিকড় পর্য্যন্ত তুলিয়া নিয়া দুরন্ত অসুর তাহার নিজের দীঘিতে লাগাইয়াছে। মন্দাকিনীতে এখন আর একটিও স্বর্ণ-পদ্ম ফোটে না! ॥ ৪৪ ॥

কখন্ কোন্ দিক্ দিয়া তারক আসিয়া পড়িবে—এই ভয়ে আকাশে বিমান-চলাচল একপ্রকার বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং ঐরূপে গতিবিধি না থাকায় পথ-ঘাটেরও চূড়ান্ত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে। চলা-ফেরা না থাকিলে কি আর পথ-ঘাট বজায় থাকে? এই কারণে, স্বর্গবাসীরা আর মর্ত্ত্যলোক দর্শনের সুখ অনুভব করিতে পান না। কোন্ পথে আসিবেন? আকাশের পথের ত' বন্ধাবস্থা হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥

যাজ্ঞিকগণ আরব্ধ যজ্ঞের অগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতেছেন, যজ্ঞভাগী আমরা তথায় উপস্থিত, এমন সময়ে কপট অসুর দেবতার রূপ ধারণপূর্ব্বক আমাদের দলে মিশিয়া যজ্ঞানলের মুখ হইতেই আমাদের প্রাপ্য ঐ আজ্যাদি জোর করিয়া কাড়িয়া লইতেছে। পিতামহ! নিরুপায় হইয়া আমরা শুধু তাহার এই অত্যাচার দেখিয়া যাইতেছি আর অনাহারে চারিদিক্ অন্ধকার দেখিতেছি। আমাদের যে ঐ ছাড়া আর কোনো খাদ্য নাই! ॥ ৪৬ ॥

শ্বেতবর্ণ উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্ব দেবরাজের বড় গর্ব্বের বস্তু, অমনটি ত্রিজগতে আর কাহারও নাই। এক হিসাবে, উহা যেন সুরলোকপতির শরীরধারী ধবল যশোরাশি। পিতামহ! দেবরাজের সেই চিরকাল-সঞ্চিত যশঃস্বরূপ অশ্বরাজকে দুরন্ত অসুর বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া লইয়াছে! ॥ ৪৭ ॥

সেই নৃশংস তারকাসুরকে শাসিত করিবার নিমিত্ত যত-রকম সম্ভব, আমরা বিধিব্যবস্থা করিয়াছি, করিতেছি, কিন্তু কিছুতেই পাষণ্ডের কিছু করিয়া উঠিতে পারিতেছি না। সান্নিপাতিক বিকারে যেমন, যত তেজস্কর ঔষধই হউক না কেন, কোনই ফল হয় না, আমাদের সকল চেষ্টাই, তদ্রূপ, তারকাসুরে নিষ্ফল হইতেছে। বলুন ত' এখন কি উপায়? যাই কোথায় আমরা? ॥ ৪৮ ॥

জয়াশা যত্র চাস্মাকং প্রতিঘাতোত্থিতার্চ্চিষা । হরিচক্রেণ তেনাস্য কণ্ঠে নিষ্কমিবার্পিতম্ ॥ ৪৯ ॥
তদীয়াস্তোয়দেষদ্য পুষ্করাবর্ত্তকাদিষু । অভ্যস্যন্তি তটাঘাতং নির্জ্জিতৈরাবতা গজাঃ ॥ ৫০ ॥
তদিচ্ছামো বিভো! স্রষ্টুং সেনান্যং তস্য শান্তয়ে। কর্ম্মবন্ধচ্ছিদং ধর্ম্মং ভবস্যেব মুমুক্ষবঃ ॥ ৫১ ॥
গোপ্তারং সুরসৈন্যানাং যং পুরস্কৃত্য গোত্রভিৎ। প্রত্যানেষ্যতি শত্রুভ্যো বন্দীমিব জয়শ্রিয়ম্ ॥ ৫২ ॥
বচস্যবসিতে তস্মিন্ সসর্জ্জ গিরমাত্মভূঃ। গর্জ্জিতানন্তরাং বৃষ্টিং সৌভাগ্যেন জিগায় সা ॥ ৫৩ ॥
সম্পৎস্যতে বঃ কামোঽয়ং কালঃ কশ্চিৎ প্রতীক্ষ্যতাম্। ন ত্বস্য সিদ্ধৌ যাস্যামি সর্গব্যাপারমাত্মনা ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়।—(কিঞ্চ)—যত্র (হরিচক্রে) অস্মাকং জয়াশা (আসীৎ); প্রতিঘাতোত্থিতার্চ্চিষা তেন হরিচক্রেণ অস্য কণ্ঠে নিষ্কম্ (হারঃ) অর্পিতম্ ইব ॥ ৪৯ ॥

অস্য নির্জ্জিতৈরাবতাঃ তদীয়াঃ গজাঃ পুষ্করাবর্ত্তকাদিষু তোয়দেষু তটাঘাতং (বপ্রক্রীড়াম্) অভ্যস্যন্তি ॥ ৫০ ॥

হে বিভো! মুমুক্ষবঃ ভবস্য কর্ম্মবন্ধচ্ছিদং ধর্ম্মম্ ইব তস্য (তারকস্য) শান্তয়ে সেনান্যং (কঞ্চিৎ ত্বয়া) স্রষ্টুম্ ইচ্ছামঃ ॥ ৫১ ॥

সুর-সৈন্যানাং গোপ্তারং যং পুরস্কৃত্য গোত্রভিৎ জয়-শ্রিয়ং বন্দীম্ ইব (বন্দীকৃতাং স্ত্রিয়মিব) শত্রুভ্যঃ প্রত্যানেষ্যতি ॥ ৫২ ॥

তস্মিন্ (বৃহস্পতি-কথিতে) বচসি অবসিতে (সতি) আত্মভূঃ গিরং সসর্জ্জ। সা গীঃ সৌভাগ্যেন গর্জ্জিতানন্তরাং বৃষ্টিং জিগায় ॥ ৫৩ ॥

অয়ং বঃ কামঃ সম্পৎস্যতে। কশ্চিৎ কালঃ প্রতীক্ষ্যতাম্। তু (পরন্তু) অস্য (সেনান্যঃ) সিদ্ধৌ (বিষয়ে) আত্মনা সর্গব্যাপারং ন যাস্যামি (ন অহং স্রক্ষ্যামি) ॥ ৫৪ ॥

বঙ্গার্থ।—তারপর, আমাদের যে শেষ আশা ছিল, তাহাও নির্ম্মূল হইয়াছে। বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রের সাহায্যে, হয়ত, আমরা তারককে জয় করিতে পারিব, ভাবিয়াছিলাম; পিতামহ! সে আশায়ও ছাই পড়িয়াছে। উহার কণ্ঠ-চ্ছেদ করিবার উদ্দেশ্যে বৈকুণ্ঠপতি কর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত সুদর্শন চক্র গিয়া যেমন উহার কণ্ঠে লাগিল, অমনি তাহা হইতে আগুনের ফুল্‌কি বাহির হইল, তাহার মুখ বাঁকিয়া গেল, এমনই কঠিন উহার কণ্ঠদেশ। যখন সেই আগুনের ফুল্‌কি-গুলি "ফুলঝুঁড়ির" মত ঝরিয়া পড়ে, তখন মনে হয়, কৃষ্ণকায় অসুর যেন গলায় একছড়া সুন্দর পদ্মরাগমণির হার পরিয়াছে। আমরা করিতে যাই মন্দ, আর তার কপালগুণে হয় তাহা ভালো ॥ ৪৯ ॥

লোকনাথ! তারকের প্রচণ্ড-শক্তি গজ-রাজগুলি পর্য্যা-ক্রমে বহুদিন হইতেই সুরনাথের ঐরাবতকে পরাজিত করিয়াছে। এখন পর্ব্বতের সানুদেশে দন্তাঘাত অভ্যাস করিবার নিমিত্ত, তাহারা পুষ্কর আবর্ত্তক প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ জলদ-দলে দাঁত বসাইতেছে, ঐ মেঘরাজদিগকে দন্তাঘাতে লণ্ডভণ্ড করিতেছে,—টুঁ শব্দটি করিবার সামর্থ্যও কাহারো নাই ॥ ৫০ ॥

হে অসীম-শক্তিধর! মুক্তিকামী ব্যক্তিরা যেমন জরা-মরণাদি অনন্ত দুঃখময় সংসারের কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন করিবার বাসনায় ধর্ম্মের সাধনা ইচ্ছা করেন, তদ্রূপ সেই অত্যাচারীর অসুরের শান্তির জন্য, আপনার নিকটে আমরা একজন সুদক্ষ সেনাপতি প্রার্থনা করিতেছি। আপনি ত্রিলোক সৃষ্টি করিয়াছেন, এখন ত্রিলোকরক্ষার জন্য একজন সর্ব্ব-বিজয়ী সেনাপতি সৃষ্টি করিয়া দিন ॥ ৫১ ॥

আমরা এমন একজন সেনাপতি চাই, যিনি দুর্দ্ধর্ষ অসুর-দিগের হাত হইতে দেবসৈন্যদিগকে রক্ষা করিতে পারিবেন এবং যাঁহাকে সমরাঙ্গনে পুরোভাগে স্থাপন করিয়া দেবরাজ ইন্দ্র সবলে, বিজয়লক্ষ্মীকে বন্দী রমণীর ন্যায় উদ্ধার করিতে সমর্থ হইবেন ॥ ৫২ ॥

পূর্ব্বোক্তরূপ বৃহস্পতির বাক্য শেষ হইলে চতুরানন ব্রহ্মা প্রত্যুত্তর দান করিলেন। গুরুগম্ভীর গর্জ্জনের পর জলদ-জাল হইতে যখন প্রবল বর্ষণ হয়, তখনকার চেয়ে অধিকতর মনোহররূপে পিতামহের সেই গম্ভীর উক্তি প্রতিভাত হইতেছিল ॥ ৫৩ ॥

বৎস! তোমাদের এই অভিলাষ পরিপূর্ণ হইবে, কিন্তু কিছুকাল প্রতীক্ষা করা প্রয়োজন। তোমাদের এই প্রার্থিত সেনাপতির সৃষ্টিবিষয়ে আমি স্বয়ং আর কিছু করিতে চাই না। কেন না,—॥ ৫৪ ॥

ইতঃ স দৈত্যঃ প্রাপ্তশ্রীর্নেত এবার্হতি ক্ষয়ম্। বিষবৃক্ষোঽপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুমসাম্প্রতম্ ॥ ৫৫ ॥
বৃতং তেনেদমেব প্রাঙ্ময়া চাস্মৈ প্রতিশ্রুতম্। বরেণ শমিতং লোকানলং দগ্ধুং হি তত্তপঃ ॥ ৫৬ ॥
সংযুগে সাংযুগীনং তমুদ্যতং প্রসহেত কঃ। অংশাদৃতে নিষিক্তস্য নীল-লোহিত-রেতসঃ ॥ ৫৭ ॥
স হি দেবঃ পরং জ্যোতিস্তমঃ-পারে ব্যবস্থিতম্। পরিচ্ছিন্ন-প্রভাবর্দ্ধির্ন ময়া ন চ বিষ্ণুনা ॥ ৫৮ ॥
উমারূপেণ তে যূয়ং সংযম-স্তিমিতং মনঃ। শম্ভোর্যতধ্বমাক্রষ্টুময়স্কান্তেন লৌহবৎ ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়।—(কথং ন বাধামি ইতি কথয়তি) ইতঃ (মত্তঃ এব) প্রাপ্ত-শ্রীঃ সঃ দৈত্যঃ ইতঃ (মত্তঃ) এব ক্ষয়ং ন অর্হতি। (তথাহি)—বিষবৃক্ষঃ অপি সংবর্দ্ধ্য স্বয়ং ছেত্তুম্ অসাম্প্রতম্ ॥ ৫৫ ।

প্রাক্ তেন (অসুরেণ) ইদম্ (দেবৈঃ অবধ্যত্বম্) এব বৃতম্। ময়া চ অস্মৈ (তারকায়) প্রতিশ্রুতম্। লোকান্ দগ্ধুম্ অলং (সমর্থং) তৎ-তপঃ বরেণ শমিতং হি (ময়া ইতি শেষঃ) ॥ ৫৬ ॥

সংযুগে (যুদ্ধে) উদ্যতং সাংযুগীনং (যুদ্ধে অতিদক্ষং) তং (তারকং) নিষিক্তস্য (কচিৎ ক্ষেত্রে ক্ষরিতস্য) নীল-লোহিত-রেতসঃ (ধূর্জ্জটি-তেজসঃ) অংশাৎ ঋতে (অন্যঃ) কঃ প্রসহেত ॥ ৫৭ ॥

সঃ দেবঃ (নীল-লোহিতঃ) তমঃপারে ব্যবস্থিতং পরং জ্যোতিঃ (পরমাত্মা) হি। (অতএব) ময়া পরিচ্ছিন্ন-প্রভাবর্দ্ধিঃ ন ভবতি, বিষ্ণুনা চ ন (পরিচ্ছিন্ন-প্রভাবর্দ্ধিঃ ভবতি) ॥ ৫৮ ॥

তে (কার্য্যার্থিনঃ) যূয়ং সংযম-স্তিমিতং শম্ভোঃ মনঃ উমারূপেণ, অয়স্কান্তেন লৌহবৎ, আক্রষ্টুং যতধ্বম্ ॥ ৫৯ ॥

বঙ্গার্থ।—সেই তারক-দৈত্য আমার বরেই অত বৃদ্ধি পাইয়াছে। সুতরাং নিজে যাহাকে একবার বাড়াইয়াছি, তাহাকে আর নিজ হাতেই সংহার করিতে চাই না; আর সেটা দেখায়ও না ভালো। না জানিয়া যদি কেহ কোনো গাছ লাগায় এবং পরে সেটিকে বিষের বৃক্ষ বলিয়াও জানিতে পারে, তবুও কি সে তাহাকে কাটিতে পারে? যতই খারাপ হউক না কেন, নষ্ট করিতে একটু লাগেই লাগে ॥ ৫৫ ॥

তারকাসুর এই জিনিসটাই পূর্ব্বে আমার নিকট চাহিয়াছিল,—"দেবতারাও বধ করিতে পারিবেন না", তাহার অভিলষিত এই বর আমিও তাহাকে দিয়াছিলাম। সে যেরূপ কঠিন তপস্যা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল, তাহার তেজে হয়ত বা ত্রিজগৎ পুড়িয়া যাইত, তাই আমি বরদানে কোনোমতে সে তপস্যার শান্তি করিয়াছিলাম ॥ ৫৬ ॥

সেই প্রচণ্ড দৈত্য যখন যুদ্ধভূমিতে যুদ্ধ করিতে ব্যাপৃত হয় তখন, এক ত্রিপুরারির বীর্য্যাংশ ছাড়া এমন দ্বিতীয় আর কে আছে যে, তাহার প্রতাপ সহ্য করিতে পারে ॥ ৫৭ ॥

সেই তমোগুণের অতীত পরমাত্মরূপী মহাদেবের প্রকৃত স্বরূপ, প্রকৃত মাহাত্ম্য, কি আমি, কি বিষ্ণু—আমরা কেহই সঠিক জানি না। তিনি এতই বড় ॥ ৫৮ ॥

তোমরা একটা কাজ কর গিয়া। সেই জ্যোতির্ম্ময় মহাদেব এখন তপস্যায় সমাহিত। সুতরাং ত্রিলোক-সুন্দরী উমার সৌন্দর্য্যের দ্বারা, অয়স্কান্ত-মণির দ্বারা যেমন অতি কঠিন লৌহকেও আকর্ষণ করা যায়, তদ্রূপ, শম্ভুর সমাধি-নিশ্চল হৃদয় দ্রবীভূত করিতে যত্ন কর। কেন না,— ॥ ৫৯ ॥

তাৎপর্য্য।—পিতামহ ব্রহ্মা, প্রতীকারপ্রার্থী দেবতাদিগকে বড় বিষম পরামর্শ দিলেন। ধ্যান-মগ্ন ত্রিপুরারি শূলী, পিনাকপাণির সংযমস্তিমিত চিত্ত উমার রূপের দ্বারা বিচলিত করিতে হইবে। পরম জিতেন্দ্রিয় রুদ্রদেবের,—ত্রিজগতের সংহার-কর্ত্তার হৃদয়ে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য তুলিতে হইবে,—এ বড় বিষম কথা। ব্রহ্মা বলিয়াই খালাস হইলেন। কি করিয়া এই অসম্ভব সম্পন্ন করিতে হইবে, সে চিন্তা দেবতারা করুন গিয়া। তবে—তালমাফিক অগ্রক্ষেপ করিতে পারিলে যে,—এত বড় অসম্ভবও সম্ভব হইতে পারে,—সেটুকু পিতামহ বেশ স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিলেন—লৌহ যতই কঠিন, যতই নীরস ধাতু হউক না কেন, চুম্বকের আকর্ষণে সে বিচলিত হয়, তাহার সকল কাঠিন্য, সকল নৈরস্য অন্তর্হিত হয়,—চুম্বক তাহাকে নিজের দিকে টানিয়া লয়। কোন্ অলৌকিক চুম্বকের আকর্ষণে লৌহাধিক কঠিনতর শূলীর মন আকর্ষণ করিতে হইবে, তাহা চতুর্ম্মুখ বলিয়া দিয়াই অন্তর্হিত হইলেন। তাঁহার কাজ শেষ হইল, এখন দেবতাদের কাজ আরম্ভ হইল ॥ ৫৯ ॥

উভে এব ক্ষমে বোঢ়ুমুভয়োর্বীজমাহিতম্। সা বা শম্ভোস্তদীয়া বা মূর্ত্তির্জলময়ী মম ॥ ৬০ ॥
তস্যাত্মা শিতিকণ্ঠস্য সৈনাপত্যমুপেত্য বঃ। মোক্ষ্যতে সুরবন্দীনাং বেণীর্বীর্য্য-বিভূতিভিঃ ॥ ৬১ ॥
ইতি ব্যাহৃত্য বিবুধান্ বিশ্বযোনিস্তিরোদধে। মনস্যাহিত-কর্ত্তব্যাস্তেঽপি দেবা দিবং যযুঃ ॥ ৬২ ॥
তত্র নিশ্চিত্য কন্দর্পমগমৎ পাকশাসনঃ। মনসা কার্য্য-সংসিদ্ধি-ত্বরাদ্বিগুণ-রংহসা ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়।—উভয়োঃ (শম্ভোঃ মম চ) আহিতং (নিষিক্তং) বীজং (তেজঃ) বোঢ়ুং, সা বা (উমা) (তস্য শম্ভোঃ) তদীয়া জলময়ী মূর্ত্তিঃ বা মম—(ইতি) উভে এব ক্ষমে। (ন তু অন্যা কাপি তৃতীয়া মূর্ত্তিঃ ক্ষমা ইত্যর্থঃ) ॥ ৬০ ॥

তস্য শিতিকণ্ঠস্য আত্মা (পুত্রঃ) বঃ সৈনাপত্যং (সেনাপতিত্বম্) উপেত্য বীর্য্যবিভূতিভিঃ সুরবন্দীনাং বেণীঃ মোক্ষ্যতে (তারকাসুরং হনিষ্যতি ইতি ভাবঃ) ॥ ৬১ ॥

বিশ্বযোনিঃ বিবুধান ইতি ব্যাহৃত্য তিরোদধে। তে দেবাঃ অপি মনসি আহিত-কর্ত্তব্যাঃ (সন্তঃ, মনসি কর্ত্তব্যং নিশ্চিত্য) দিবং যযুঃ ॥ ৬২ ॥

পাক-শাসনঃ (ইন্দ্রঃ) তত্র (হরহৃদয়াকর্ষণে) কন্দর্পং নিশ্চিত্য কার্য্য-সংসিদ্ধি-ত্বরা-দ্বিগুণ-রংহসা মনসা অগমৎ, (মনসা সস্মার ইত্যর্থঃ) ॥ ৬৩ ॥

বঙ্গার্থ।—এই ব্রহ্মাণ্ডে শম্ভুর এবং আমার—এই দুই জনের বীর্য্য যথাক্রমে একমাত্র সেই হিমাদ্রি-দুহিতা উমা এবং ঐ অষ্ট-মূর্তিধর শম্ভুরই জলময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিতে সমর্থ ॥ ৬০ ॥

সেই নীলকণ্ঠের আত্মা—অর্থাৎ উমার গর্ভে শম্ভুর তদীয় পুত্রই তোমাদের সেনাপতিরূপে অসুর-যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া বীর্য্যপ্রভাবে অসুরালয়ে বন্দীকৃত সুরকামিনীগণের বিরহ-বদ্ধ বেণী মোচন করিবেন। অর্থাৎ অসুরকে পরাজিত করিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিবেন ॥ ৬১ ॥

এই উপদেশ-বাক্য প্রদান করিয়াই জগৎকারণ ব্রহ্মা অন্তর্হিত হইলেন। এদিকে দেবতারাও মনে মনে কর্ত্তব্য-নির্ণয় করিয়া স্বর্গে প্রস্থান করিলেন ॥ ৬২ ॥

তারপর সুরনাথ পুরন্দর, মহাদেবের হৃদয়াকর্ষণ-বিষয়ে একমাত্র কন্দর্পকেই সমর্থ মনে করিয়া, তাড়াতাড়ি কাজ সারিবার জন্য যেন দ্বিগুণবেগে পুষ্পবাণ মদনকে স্মরণ করিলেন ॥ ৬৩ ॥

তাৎপর্য্য।—দেবতারাও নিমেষমধ্যে কর্ত্তব্যটা স্থির করিয়া লইলেন এবং তাড়াতাড়ি স্বর্গে চলিয়া গেলেন। তিলার্দ্ধ বিলম্বও আর তাঁহাদের সহিল না। দেবরাজ ইন্দ্র মনে মনে কন্দর্পকে স্মরণ করিলেন। রাজবুদ্ধি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইল যে, এতবড় কাজ, বিশেষতঃ এ সকল ব্যাপার একমাত্র মদনের দ্বারাই সুসম্পন্ন হইতে পারে। স্বর্গরাজ্যের রাজকার্য্যগুলি, রাজ্যপালনের সুব্যবস্থার জন্য, নানা বিভাগে বিভক্ত এবং এক এক জন বড় বড় দেবতার উপর, ঐ এক এক বিভাগের ভার ন্যস্ত ছিল। জলের কর্ত্তা বরুণ, আবহাওয়ার কর্ত্তা বায়ুদেব, দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা কৃতান্ত, আলোকের কর্ত্তা সূর্য্য, শিক্ষা-দীক্ষার কর্ত্তা দেবগুরু বৃহস্পতি। প্রত্যেকেই নিজের নিজের বিভাগে বিশেষজ্ঞ (Expert) এবং সর্কোৎকৃষ্ট। এইরূপ স্ত্রী-পুরুষের মনোরাজ্যের ভার ছিল, চির-নবীন অনিন্দ্যসুন্দর মদনের উপর। পার্ব্বতীর রূপের দ্বারা বৃষধ্বজের পাষাণ-হৃদয় দ্রবীভূত করিতে হইবে, এ ব্যাপারটা মদনেরই অধিকারভুক্ত, তাই ইন্দ্র মদনকে ডাক দিলেন ॥ ৬২-৬৩ ॥

রাজার ডাক যেমন অপরিহার্য্য, তেমনই গৌরবজনক; মদন ছুটিয়া আসিয়া হাজির হইলেন। নতুবা অন্য কোনো জুনিয়র দেবতার ডাকে, অমন সময়ে মদন হয়ত আসিতেনই না। মদন, অসীম প্রভাবশালী; বোধ হয় কোনো নিতান্ত নিঃস্ব, ক্ষমতা-লেশ-শূন্য ব্যক্তিও অমন সময়ে আসে না; আসিতে পারে না, তা' যিনিই ডাকুন। মদন যখন ইন্দ্রের সম্মুখে আসিলেন, তখন তাঁহার প্রিয়া-বাহুপাশ-বদ্ধ কণ্ঠদেশের প্রিয়ার হাতের বালার দাগটাও ভালো করিয়া মেটে নাই। সুতরাং বেশ বুঝা যাইতেছে যে,—বাড়ীতে মদন কি অবস্থায় ছিলেন। মদনের কণ্ঠে মদন-প্রিয়ার বলয়ের চিহ্ন দর্শনে, অসীম-শক্তি মদনের—'বিপরীত' অবস্থা,—শক্তিহীনতার কথা কাম-শাস্ত্রজ্ঞগণের মনে জাগিয়া উঠে ও সেই সঙ্গে অমর-কবি ভারতচন্দ্রের বিদ্যার নিকটে সুন্দরের উক্তিটি মনে পড়ে। মনে পড়ে,—"আজি দিবা দ্বিপ্রহরে দেখিলাম সরোবরে কমলিনী বাঁধিয়াছে করী" ॥ ৬৪ ॥

অথ স ললিত-যোষিদ্ভ্রূলতা-চারুশৃঙ্গং রতিবলয়পদাঙ্কে চাপমাসজ্য কণ্ঠে।
সহচর-মধু-হস্ত-ন্যস্ত-চূতাঙ্কুরাস্ত্রঃ শতমখমুপতস্থে প্রাঞ্জলিঃ পুষ্পধন্বা ॥ ৬৪ ॥

ইতি দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

অন্বয়।—অথ (স্মরণাৎ পরং) সঃ পুষ্পধন্বা (কামঃ) ললিত-যোষিদ্ভ্রূলতা-চারুশৃঙ্গং চাপং রতি-বলয়-পদাঙ্কে কণ্ঠে আসজ্য (লগয়িত্বা) সহচর-মধু হস্ত-ন্যস্ত-চূতাঙ্কুরাস্ত্রঃ (তথা) প্রাঞ্জলিঃ (সন্) শতমখম্ (ইন্দ্রম্) উপতস্থে (সংগতবান্) ॥ ৬৪ ॥

বঙ্গার্থ।—যেমন মনে মনে স্মরণ করা, অমনিই ভুবনমোহন মদন আসিয়া ইন্দ্রের নিকটে হাজির হইলেন। কি অবস্থাতেই যেন তিনি ছিলেন, দেবরাজের আহ্বান, তাই হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছুটিয়া আসিয়াছেন। তখন তাঁহার কণ্ঠদেশে প্রণয়িনী রতির হাতের বালার দাগ দেখা যাইতেছিল, ভালো করিয়া তখনও সে গাঢ় আলিঙ্গনের দাগ মেটে নাই। মদনের সুন্দর ফুল-ধনুখানি তাঁহার ঐ কণ্ঠে দোলাইয়া রাখিয়াছেন। দেখিতে কি অপরূপ, যেন লাবণ্যময়ী রমণীর সুললিত ভ্রূ-লতা! সঙ্গে মদনের চিরসখা বসন্ত, আর সেই বসন্তের হাতে পঞ্চবাণের প্রধান বাণ আম্রের মুকুল। এইরূপ জগন্মনোমোহনরূপে অমরাবতী আলোকিত করিয়া রতিপতি আসিয়া দেবসভায় দেখা দিলেন ॥ ৬৪ ॥

ইতি দ্বিতীয় সর্গ।

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

তস্মিন্ মঘোনস্ত্রিদশান্ বিহায় সহস্রমক্ষ্ণাং যুগপৎ পপাত।
প্রয়োজনাপেক্ষিতয়া প্রভূণাং প্রায়শ্চলং গৌরবমাশ্রিতেষু ॥ ১ ॥
স বাসবেনাসন-সন্নিকৃষ্টমিতো নিষীদেতি বিসৃষ্টভূমিঃ।
ভর্ত্তুঃ প্রসাদং প্রতিনন্দ্য মূর্দ্ধ্না বক্তুং মিথঃ প্রাক্রমতৈবমেনম্ ॥ ২ ॥
আজ্ঞাপয় জ্ঞাতবিশেষ। পুংসাং লোকেষু যত্তে করণীয়মস্তি।
অনুগ্রহং সংস্মরণ-প্রবৃত্তমিচ্ছামি সংবৰ্দ্ধিতমাজ্ঞয়া তে ॥ ৩ ॥
কেনাভ্যসূয়া পদকাঙ্ক্ষিণা তে নিতান্তদীর্ঘৈর্জনিতা তপোভিঃ।
যাবদ্ভবত্যাহিত-সায়কস্য মৎকার্ম্মুকস্যাস্য নিদেশবৰ্ত্তী ॥ ৪ ॥

অন্বয়।—মঘোনঃ অক্ষ্ণাং সহস্রং ত্রিদশান্ বিহায় তস্মিন্ (কন্দর্পে) যুগপৎ পপাত। (তথাহি)—প্রায়ঃ প্রভূণাম্ আশ্রিতেষু (বিষয়ে) গৌরবং প্রয়োজনাপেক্ষিতয়া চলং (ভবতি)। (ফলতন্ত্রাঃ প্রভবঃ, ন তু গুণতন্ত্রাঃ—ইতি ভাবঃ) ॥ ১ ॥

সঃ (কামঃ) বাসবেন আসন-সন্নিকৃষ্টম্ (যথা তথা) ইতঃ নিষীদ ইতি বিসৃষ্টভূমিঃ (সন্) ভর্ত্তুঃ প্রসাদং মূর্দ্ধ্না প্রতিনন্দ্য মিথঃ এনং বক্তুম্ এবং (বক্ষ্যমাণ-প্রকারেণ) প্রাক্রমত ॥ ২ ॥

হে পুংসাং জ্ঞাত-বিশেষ! লোকেষু তে যৎ করণীয়ম্ অস্তি, তৎ আজ্ঞাপয়। সংস্মরণ-প্রবৃত্তং তে অনুগ্রহম্ আজ্ঞয়া সংবৰ্দ্ধিতম্ ইচ্ছামি ॥ ৩ ॥

তে (তব) পদ-কাঙ্ক্ষিণা কেন (পুংসা) নিতান্ত-দীর্ঘৈঃ তপোভিঃ অভ্যসূয়া জনিতা? (সঃ) আহিত-সায়কস্য অস্য মৎ-কার্ম্মুকস্য নিদেশবৰ্ত্তী যাবৎ ভবতি ॥ ৪ ॥

বঙ্গার্থ।—দেবরাজ দেব-সভায় বাব দিয়া বসিয়া আছেন, এমন সময়ে তথায় মদন গিয়া যেমন উপস্থিত হইলেন, অমনি সহস্রাক্ষ ইন্দ্রের সহস্র লোচনই যুগপৎ মদনের উপর পতিত হইল। চন্দ্র, সূর্য্য, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি বড় বড় দেবতারা স্বর্গরাজের মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়া, ইন্দ্র কিন্তু মুখ ফিরাইয়া মদনকে স্বাগত করিলেন। গরজ বড় বালাই। ইহার কাছে ছোট-বড় নাই, উচ্চ-নীচ নাই, যখন গরজ পড়ে, তখন প্রভুদের আদর যত্ন-বিষয়ে অনুজীবীদের উপর বিলক্ষণ ইতর-বিশেষ হইয়া থাকে। আজ যে নগণ্য, গরজ পড়িলে, কাল সে প্রভুর মহা-অন্তরঙ্গ হইয়া উঠে ॥ ১ ॥

আসা-মাত্রেই "এইখানে এইখানে" বলিয়া ইন্দ্র যেন একটু সরিয়া বসিয়া মদনকে সিংহাসনের অতি নিকটে টানিয়া বসাইলেন। রাজ-বুদ্ধির এই একচালেই তরুণ কন্দর্প একেবারে গলিয়া গেলেন। প্রভুর এতটা অনুগ্রহ তাঁহার পক্ষে যেন বদ-হজম হইবার উপক্রম হইল। তিনি আনত-মস্তকে ইন্দ্রের অনুগ্রহ ধারণপূর্ব্বক, অর্থাৎ মাথা নীচু করিয়া বিনয়ের চূড়ান্ত দেখাইয়া এক ছোটগলায় ইন্দ্রকে কহিলেন,—॥ ২ ॥

দেব! ব্যাপারটা কি? আপনার অধীনদের মধ্যে কা'র যে কতটা ক্ষমতা, তা' ত' সমস্তই আপনি জানেন, সুতরাং আমার সামর্থ্যও আপনার অবিদিত নহে। এখন খুলিয়া বলুন ত,' ত্রিজগতের মধ্যে কোথায় আপনার কি কাজ করিতে হইবে? আমাকে দয়া করিয়া মনে করিয়াছেন, আমার পক্ষে পরম সৌভাগ্যের কথা বটে, কিন্তু আমি চাই, সেই সৌভাগ্যকে আপনার কোনো হুকুম—"তোমাকে এই কাজটা উদ্ধার করিতে হইবে"—এইরূপ কোনো আদেশের দ্বারা আরও গৌরবান্বিত করিতে। দয়া করিয়া ডাকিয়াছেনই যদি, এখন খুলিয়া বলুন—কি করিতে হইবে? ॥ ৩ ॥

আবার বুঝি কোনো ব্যক্তি আপনার ইন্দ্রত্ব কাড়িয়া লইবার আশায় অত্যন্ত দীর্ঘ তপস্যায় রত হইয়া আপনার অসূয়া-ভাজন হইয়াছে? কে সে আহাম্মক? বলুন ত' তার নামটা, আমি এখনই এই ফুলধনুর এক বাণে তা'কে এমন সোজা করিয়া দিচ্ছি যে, আমি যা' বলিব, সে "সুবোধ গোপালের" মত তাই শুনিবে, মুখে "টুঁ" শব্দটিও করিবে না। আমার এই ধনুকের প্রভাব ত' আপনি জানেন ॥ ৪ ॥

অসম্মতঃ কস্তব মুক্তিমার্গং পুনর্ভবক্লেশভয়াৎ প্রপন্নঃ।
বদ্ধশ্চিরং তিষ্ঠতু সুন্দরীণামারেচিতভ্রূ-চতুরৈঃ কটাক্ষৈঃ ॥ ৫ ॥
অধ্যাপিতস্যোশনসাপি নীতিং প্রযুক্তরাগপ্রণিধির্দ্বিষস্তে।
কস্যার্থধর্মৌ বদ পীড়য়ামি সিন্ধোস্তটাবোঘ ইব প্রবৃদ্ধঃ ॥ ৬ ॥
কামেকপত্নী-ব্রত-দুঃখশীলাং লোলং মনশ্চারুতয়া প্রবিষ্টাম্।
নিতম্বিনীমিচ্ছসি মুক্ত-লজ্জাং কণ্ঠে স্বয়ং-গ্রাহনিষক্ত-বাহুম্ ॥ ৭ ॥
কয়াসি কামিন্! সুরতাপরাধাৎ পাদানতঃ কোপনয়াবধূতঃ।
তস্যাঃ করিষ্যামি দৃঢ়ানুতাপং প্রবাল-শয্যাশরণং শরীরম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়।—তব অসম্মতঃ কঃ পুনর্ভব-ক্লেশ-ভয়াৎ মুক্তি-মার্গং প্রপন্নঃ? (তৎ বদ)। (যতঃ) সঃ আরেচিত-ভ্রূ-চতুরৈঃ সুন্দরীণাং কটাক্ষৈঃ বদ্ধঃ (সন্) চিরং তিষ্ঠতু ॥ ৫ ॥

উশনসা নীতিম্ অধ্যাপিতস্য অপি তে দ্বিষঃ কস্য অর্থ-ধর্মৌ (কর্মভূতৌ) প্রযুক্ত-রাগ-প্রণিধিঃ (সন্ অহং) প্রবৃদ্ধঃ ওঘঃ সিন্ধোঃ (নদ্যাঃ) তটৌ ইব পীড়য়ামি (ইতি) বদ ॥ ৬ ॥

এক-পত্নী-ব্রত-দুঃখ-শীলাং চারুতয়া লোলং মনঃ (তে) প্রবিষ্টাং কাং নিতম্বিনীং (ললনাং) মুক্ত-লজ্জাং (সতীং) (তব) কণ্ঠে স্বয়ংগ্রাহ-নিষক্ত-বাহুম্ ইচ্ছসি? (তাং বদ) ॥৭॥

হে কামিন্! সুরতাপরাধাৎ পাদানতঃ (সন্) কোপনয়া কয়া (সুন্দর্য্যা) অবধূতঃ অসি? (ইতি বদ)! তস্যাঃ শরীরং দৃঢ়ানুতাপং প্রবাল-শয্যা-শরণং করিষ্যামি ॥ ৮ ॥

বঙ্গার্থ।—আপনি যা'কে পছন্দ করেন না, এমন কোন ব্যক্তি কি সংসারের জন্ম-জরা-মরণ প্রভৃতির অনন্ত ক্লেশকর হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইবার জন্ম মুক্তিপথের পথিক হইয়াছে? দু'দিন পরে হয়ত আপনারই রাজ্যে আসিয়া হাজির হইবে। কে সে ব্যক্তি? বলুন ত' তা'র পরিচয়টা। আমি এখনই এমন একদল সুন্দরী পাঠাইতেছি, যাহারা গিয়া এমনই হাবভাবপূর্ণ, ভ্রূ-লতার কম্পনে অতি মনোহর, গোটাকতক কটাক্ষ করিবে, যে, যাহার প্রভাবে, বাছুর আমার সকল সাধনা, জপ-তপ একনিমেষের মধ্যে চুলোয় যাইবে, আর সে চিরকালের মত সংসার-পাশে আবদ্ধ হইয়া রহিবে ॥ ৫ ॥

নীতি-শাস্ত্র-প্রবীণ শুক্রাচার্য্যের নিকট যিনি কূট-নীতি-জাল অধ্যয়ন করিয়াছেন, সুতরাং সংসারের কোনোরূপ কুটিল রজ্জুতেই তিনি আর বাঁধা পড়িবেন না, এই গর্ব্বে তিনি ফাটিয়া পড়েন, এমন-ধারা যে ব্যক্তি, তাঁহারও আমার হাতে নিস্তার নাই। বলুন না, আপনি একবার তার নামটা, আমি এখনই আপনার সেই পরম শত্রুর নিকট অনুরাগরূপ আমার গুপ্তচরকে পাঠাইয়া তাঁহার দফা রফা করিতেছি। বর্ষার অতি বেগবান্ ও বর্দ্ধিত বারিপ্রবাহ যেমন নদীর দুই তীরকেই ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া "মেছমার" করিয়া দেয়, আমিও তদ্রূপ আপনার সেই "দুষমনের" সকল ধর্ম্ম-কর্ম্ম সমূলে বিনাশ করিতেছি ॥ ৬ ॥

কোন্ পতিব্রতা ও বলিষ্ঠ-হৃদয়া সুন্দরী স্বকীয় দেহ-লাবণ্যে আপনার মন চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে? কৃপা করিয়া তা'র নামটা শুধু বলুন, আমি এখনই সেই নিতম্বিনী কামিনীকে এমন করিয়া ছাড়িব, যে, সে লজ্জায় মাথায় পদাঘাতপূর্ব্বক, এখনই আসিয়া নিজেই আপনার কণ্ঠ বাহুপাশে আবদ্ধ করিবে। আপনার আর কিছুই করিতে হইবে না ॥ ৭ ॥

হে কামিন্! যা'রা অতিশয় কামুক, সুরতাহবে, উদ্ধত-মদা কামিনীদের নিকট, তাহাদের পরাজয় ঘটা স্বাভাবিক। ঐরূপ কারণে বা অন্য কতপ্রকার ভুলচুকের দরুণ কোনো চণ্ডী রমণীর নিকট অপরাধী হইয়া আপনি তাহার পায়ে পড়িলেও সে বুঝি ক্ষমা করে নাই? একবার যদি তা'র নামটা শুনিতে পাই, তবে এখনই এমন দশা তার করিয়া ছাড়িব, যে, সে আমার তাপে জর্জ্জরীভূত হইয়া, "হায়! কি করিলাম, কেন তাকে তাড়াইলাম" ভাবিতে ভাবিতে গিয়া পল্লব-শয্যায় পড়িয়া ছটফট করিবে। জীবনেও আর ওরূপ কুকর্ম্ম করিবে না ॥ ৮ ॥

প্রসীদ বিশ্রাম্যতু বীর! বজ্রং শরৈর্মদীয়ৈঃ কতমঃ সুরারিঃ।
বিভেতু মোঘীকৃতবাহুবীর্য্যঃ স্ত্রীভ্যোঽপি কোপস্ফুরিতাধরাভ্যঃ ॥ ৯ ॥
তব প্রসাদাৎ কুসুমায়ুধোঽপি সহায়মেকং মধুমেব লব্ধ্বা।
কুর্য্যাং হরস্যাপি পিনাকপাণের্ধৈর্য্যচ্যুতিং কে মম ধন্বিনোঽন্যে ॥ ১০ ॥
অথোরুদেশাদবতার্য্য পাদমাক্রান্তি-সংভাবিত-পাদপীঠম্ ।
সংকল্পিতার্থে বিবৃতাত্মশক্তিমাখণ্ডলঃ কামমিদং বভাষে ॥ ১১ ॥
সর্ব্বং সখে! ত্বয্যুপপন্নমেতদুভে মমাস্ত্রে কুলিশং ভবাংশ্চ।
বজ্রং তপোবীর্য্য-মহৎসু কুণ্ঠং ত্বং সর্ব্বতোগামি চ সাধকঞ্চ ॥ ১২ ॥

অন্বয়।—হে বীর! প্রসীদ, বজ্রং বিশ্রাম্যতু মদীয়ৈঃ শরৈঃ মোঘীকৃতবাহুবীর্য্যঃ কতমঃ সুরারিঃ কোপ-স্ফুরিতাধরাভ্যঃ স্ত্রীভ্যঃ অপি বিভেতু ॥ ৯ ॥

(কিং বহুনা) তব প্রসাদাৎ কুসুমায়ুধঃ অপি একং মধুম্ এব সহায়ং লব্ধ্বা পিনাক-পাণেঃ হরস্য অপি ধৈর্য্য-চ্যুতিং কুর্য্যাম্ (কর্ত্তুং শক্নুয়াম্)। অন্যে ধন্বিনঃ মম কে? (ন কে অপি) ॥ ১০ ॥

অথ (কাম-বাক্যাৎ পরম্) উরু-দেশাৎ পাদম্ আক্রান্তি-সম্ভাবিত-পাদ-পীঠং (যথা তথা) অবতার্য্য আখণ্ডলঃ সঙ্কল্পিতার্থে (হরচিত্তাকর্ষণ-রূপে বিষয়ে) বিবৃতাত্ম-শক্তিং কামম্ ইদং (বক্ষ্যমাণং বাক্যং) বভাষে ॥ ১১ ॥

হে সখে! এতৎ সর্ব্বং ত্বয়ি উপপন্নম্ (এব)। মম কুলিশং ভবান্ চ (ইতি) উভে অস্ত্রে। (অত্র অস্ত্রদ্বয়ে) বজ্রং তপোবীর্য্য-মহৎসু কুণ্ঠং (ভবতি), ত্বং (অস্ত্রং) সর্ব্বতোগামি চ, সাধকং চ। (তাপস-চিত্তাকর্ষণে ত্বমেব সমর্থঃ) ॥ ১২ ॥

বঙ্গার্থ।—হে বীর! প্রসন্ন হইয়া আমার প্রার্থনার উত্তর দিন। আপনার অমোঘ বজ্রাস্ত্র এখন কিছুকাল বিশ্রাম করুক। দেবতাদিগের এমন কোন্ শত্রু আছে, এমন কোন্ দৈত্য আছে,—আমার বাণের আঘাতে যাহার সমস্ত ভুজ-বীর্য্য ব্যর্থ না হইবে এবং যে এতই হীনবল হইয়া পড়িবে যে, সুন্দরীদের রোষকম্পিত অধরের দিকে চাহিলেও ভয়ে ত্রাহি ত্রাহি ডাক না ছাড়িবে? ॥ ৯ ॥

অথবা অধিক কথার প্রয়োজন কি, একটা বিষয় আপনি স্থির জানিবেন যে, আমি যতই ফুলধনু এবং ফুলবাণ হই না কেন, আপনার দয়ায়,—ত্রিজগতে আমার অসাধ্য কাজ নাই। এক আমার সখা ঋতুরাজ বসন্তকে যদি সহচররূপে পাই, তবে অমন যে সংহার-মূর্ত্তি পিনাক-পাণি ত্রিপুরারি, পাহাড়ের মত যিনি স্থির ধীর, তাঁহারও আমি ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে পারি। এই ফুলের বাণের আঘাতে সেই প্রশান্ত সমুদ্রেও তরঙ্গ তুলিতে পারি। অন্যান্য ধনুর্দ্ধরের কথা ছাড়িয়াই দিন, তারা কি আমার ধর্ত্তব্যের মধ্যে? ॥ ১০ ॥

প্রয়োজন হইলে, হরেরও ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটাইতে পারি,—মদনের এই কথায়, দেবরাজের প্রাণটা যেন ধড়ে আসিল, তিনি অমনি ঊরুদেশ হইতে একখানি চরণ নামাইয়া পাদ-পীঠের উপর ভর দিয়া বেশ গুছাইয়া বসিলেন। দেবরাজের চরণস্পর্শে মণিময় পাদপীঠের জন্ম সার্থক হইল। ইন্দ্র ঠিক যে'টা ভাবিতেছিলেন, কি করিয়া শূলীর সমাধি ভঙ্গ করা যায়, চিন্তা করিতেছিলেন, মদন আপনা হইতেই সেইটা বলিয়া ফেলিয়াছেন, তাই ইন্দ্রের আহ্লাদের আর সীমা নাই। তিনি তখন কামকে বলিতে লাগিলেন ॥ ১১ ॥

সখে! (আজ দেবসভার মধ্যে ছোক্‌রা মদন, পরমের দায়ে দেবরাজের "সখা" সম্বোধনের যোগ্য হইয়াছেন) সখে! তুমি যাহা যাহা বলিলে, সে সবই তোমাতে সম্ভব। তোমার আবার অসাধ্য কি? আর যতই যা' থাকুক, প্রকৃতপক্ষে আমার কিন্তু দুইটি অস্ত্র,—এই বজ্র আর তুমি। তা'র মধ্যে আবার এই বজ্রের সর্ব্বত্র গতিবিধি খাটে না, যাহারা তপস্যার বলে বলীয়ান্, সে সব স্থলে বজ্রের সকল জারি-জুরিই মাটী; সেখানে তিনি একদম ভোঁতা, কিন্তু আমার তুমি যে অস্ত্র, ইহার ত' জোড়া নাই। এমন স্থান নাই, এমন বীর নাই,—যেখানে এবং যাহার কাছে—তোমার গতিবিধি নাই, বা এমন কোন কাজ নাই, যাহা তুমি না করিতে পার। তুমি আমার বড় শ্লাঘার অস্ত্র ॥ ১২ ॥

অবৈমি তে সারমতঃ খলু ত্বাং কার্য্যে গুরুণ্যাত্ম-সমং নিযোক্ষ্যে।
ব্যাদিশ্যতে ভূধরতামবেক্ষ্য কৃষ্ণেন দেহোদ্বহনায় শেষঃ ॥ ১৩ ॥

আশংসতা বাণগতিং বৃষাঙ্কে কার্য্যং ত্বয়া নঃ প্রতিপন্নকল্পম্।
নিবোধ যজ্ঞাংশভুজামিদানীমুচ্চৈর্দ্বিষামীপ্সিতমেতদেব ॥ ১৪ ॥

অমী হি বীর্য্যপ্রভবং ভবস্য জয়ায় সেনান্যমুশন্তি দেবাঃ।
স চ ত্বদেকেষুনিপাত-সাধ্যো ব্রহ্মাঙ্গভূর্ব্রহ্মণি যোজিতাত্মা ॥ ১৫ ॥

তস্মৈ হিমাদ্রেঃ প্রযতাং তনূজাং যতাত্মনে রোচয়িতুং যতস্ব।
যোষিৎসু তদ্বীর্য্যনিষেকভূমিঃ সৈব ক্ষমেত্যাত্মভুবোপদিষ্টম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়।—(হে সখে !) তে সারম্ অবৈমি, অতঃ খলু আত্ম-সমং ত্বাং গুরুণি কার্য্যে (পরস্তাৎ বক্তব্যে) নিযোক্ষ্যে। (তথাহি)—কৃষ্ণেন ভূধরতাম্ অবেক্ষ্য (পৃথিবী-ধারণ-যোগ্যতাং জ্ঞাত্বা) শেষঃ দেহোদ্বহনায় (স্বদেহম্ উদ্বোঢ়ুং) ব্যাদিশ্যতে (নিযুজ্যতে) ॥ ১৩ ॥

বৃষাঙ্কে (বহির্জ্ঞান-বিমূঢ়ে ইত্যর্থঃ, হরে) বাণ-গতিম্ আশংসতা ত্বয়া নঃ (অস্মাকং) কার্য্যং প্রতিপন্নকল্পম্ (অঙ্গীকৃতপ্রায়ম্)। ইদানীং উচ্চৈর্দ্বিষাং যজ্ঞাংশ ভুজাম্ এতৎ এব ঈপ্সিতং নিবোধ ॥ ১৪ ॥

হি (যস্মাৎ) অমী দেবাঃ জয়ায় ভবস্য বীর্য্য-প্রভবং সেনান্যম্ উশন্তি (কাময়ন্তে)। ব্রহ্মাঙ্গভূঃ (ব্রহ্মণাং—সদ্যোজাতাদিমন্ত্রাণাং, অঙ্গানাং—হৃদয়াদিমন্ত্রাণাং ভূঃ—স্থানং কৃতমন্ত্র-ন্যাসঃ ইত্যর্থঃ) ব্রহ্মণি যোজিতাত্মা (মন্ত্রন্যাস-পূর্ব্বং ব্রহ্ম ধ্যায়ন্—ইত্যর্থঃ) সঃ (ভবঃ) চ ত্বদেকেষু নিপাত-সাধ্যঃ (ভবেৎ, ন তু অন্যেন কেনচিৎ) ॥ ১৫ ॥

যতাত্মনে তস্মৈ (ভবায়) প্রযতাং হিমাদ্রেঃ তনূজাং (পার্ব্বতীং) রোচয়িতুং যতস্ব। যোষিৎসু (মধ্যে) ক্ষমা তদ্বীর্য্য-নিষেক-ভূমিঃ সা (পার্ব্বতী) এব—ইতি আত্মভুবা উপদিষ্টম্ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গার্থ।—বন্ধু ! তোমার সামর্থ্য আমি জানি বলিয়াই আজ একটা অতি গুরুতর কার্য্যে তোমাকে নিযুক্ত করিব। তোমাকে যদি নেহাৎ "আপনার জন" না ভাবিতাম, তবে কি এত বড় কাজের ভার তোমার উপর দিতাম ? ভাবিয়া দেখ,—অনন্ত নাগ পৃথিবীকে ধারণ করিতে সমর্থ,—জানিয়াই বিশ্বম্ভর বিষ্ণু তাঁহার দেহ ধারণের নিমিত্ত অনন্তকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ॥ ১৩ ॥

বৃষভধ্বজ মহাদেবকে পর্য্যন্ত তুমি বাণক্ষেপে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিতে পার,—তোমার এই নিজের উক্তিতেই আমার কার্য্য একপ্রকার তুমি স্বীকারই করিয়াছ। অর্থাৎ তোমার দ্বারা আমার কার্য্য যে সুসম্পন্ন হইবে, তাহার আভাস দিয়াছ। যজ্ঞভাগী দেবতাদের এক প্রবল শত্রু জুটিয়াছে ; তাহার যন্ত্রণায় দেববৃন্দ অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। এখনও তাঁহাদের যে অভিপ্রায়, তাহা বলিতেছি, শ্রবণ কর ॥ ১৪ ॥

এই দেবতারা চান—শিব-বীর্য্য হইতে সমুৎপন্ন একজন সেনাপতি, তাহা হইলেই ইঁহারা অসুর-যুদ্ধে জয়লাভ করিতে পারিবেন। কিন্তু মহাদেব এখন সমাধিমগ্ন ও মন্ত্রাদি-জপে বাহ্যজ্ঞান-শূন্য হইয়া পরমাত্মায় লীন। তবুও, যে অবস্থাতেই তিনি থাকুন না কেন, তোমার একটি বাণ-নিক্ষেপেই যে তিনি দেবতাদের অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্যে ব্যাপৃত হইবেন—এ কথা নিশ্চিত। এক তুমি এ কার্য্য পারো, অন্যের ইহা অসাধ্য ॥ ১৫ ॥

সেই সংযত হৃদয় মহাদেব যাহাতে পরম সংযমিনী হিমাদ্রি-দুহিতা পার্ব্বতীর প্রতি অনুরক্ত হন,—সেই কাজটুকু তোমাকে করিতে হইবে। এই ত্রিভুবনের রমণীকুলের মধ্যে একমাত্র পার্ব্বতীই যে সেই রুদ্রদেবের বীর্য্যধারণে সমর্থ, এ কথা পিতামহ আমাদিগকে বুঝাইয়া দিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

গুরোর্নিয়োগাচ্চ নগেন্দ্র-কন্যা স্থাণুং তপস্যন্তমধিত্যকায়াম্।
অধ্যাস্তে ইত্যপ্সরসাং মুখেভ্যঃ শ্রুতং ময়া মৎপ্রণিধিঃ স বর্গঃ ॥ ১৭ ॥
তদগচ্ছ সিদ্ধ্যৈ কুরু দেবকার্য্যমর্থোঽয়মর্থান্তরভাব্য এব।
অপেক্ষতে প্রত্যয়মুত্তমং ত্বাং বীজাঙ্কুরঃ প্রাগুদয়াদিবাম্ভঃ ॥ ১৮ ॥
তস্মিন্ সুরাণাং বিজয়াভ্যুপায়ে তবৈব নামাস্ত্রগতিঃ কৃতী ত্বম্।
অপ্যপ্রসিদ্ধং যশসে হি পুংসামনন্যসাধারণমেব কর্ম্ম ॥ ১৯ ॥

অন্বয়।—নগেন্দ্র-কন্যা (পার্ব্বতী) চ গুরোঃ (পিতুঃ) নিয়োগাৎ অধিত্যকায়াং (হিমাদ্রেঃ) তপস্যন্তং স্থাণুম্ (রুদ্রম্) অধ্যাস্তে (উপাস্তে) ইতি ময়া অপ্সরসাং মুখেভ্যঃ শ্রুতম্। (যতঃ) সঃ বর্গঃ মৎ-প্রণিধিঃ (গুপ্তচরঃ) ॥১৭॥

তৎ (তস্মাৎ) সিদ্ধ্যৈ গচ্ছ, দেবকার্য্যং কুরু। অয়ম্ অর্থঃ অর্থান্তর-ভাব্যঃ (কারণান্তর-সাধ্যঃ) এব। (তথা) বীজাঙ্কুরঃ উদয়াৎ প্রাক্ অম্ভঃ ইব ত্বাম্ উত্তমং প্রত্যয়ম্ অপেক্ষতে ॥ ১৮ ॥

সুরাণাং বিজয়াভ্যুপায়ে তস্মিন্ (হরে) অস্ত্রগতিঃ তব এব নাম। (অতঃ) ত্বং কৃতী (অসি)। (তথাহি)—অপ্রসিদ্ধম্ অপি অনন্য-সাধারণম্ এব কর্ম্ম পুংসাং যশসে হি (ভবতি)। ১৯ ॥

বঙ্গার্থ।—পার্ব্বতীর জন্য তোমাকে ভাবিতে হইবে না। কেন না, পিতা হিমালয়ের অনুমতিক্রমে পার্ব্বতী, সেই পর্ব্বতশীর্ষে তপস্যামগ্ন রুদ্রকে সেবা করিতে গিয়াছেন; এই সংবাদ আমি, আমার গুপ্তচররূপী অপ্সরাদের নিকট অবগত হইয়াছি। সুতরাং তুমি পার্ব্বতীকে সেইখানেই পাইবে ॥১৭॥

সুতরাং কাল-বিলম্ব নিষ্প্রয়োজন। কার্য্য-সিদ্ধির জন্য যাত্রা কর। দেবতাদের এই মহৎ প্রয়োজন সু-সম্পন্ন কর গিয়া। কন্দর্প! যদিও এই কার্য্য, অর্থাৎ হর-হৃদয়াকর্ষণ ব্যাপার পার্ব্বতীরূপ কারণ ছাড়া সংসাধিত হওয়া অসম্ভব, তবুও কিন্তু তোমার সাহায্য সর্ব্বপ্রকারে আবশ্যক, তুমি না হইলে, শুধু পার্ব্বতীতে সেই স্থাণুর অর্থাৎ নেহাৎ বিশুষ্ক পত্রপল্লববিহীন ও শাখাপ্রশাখা-শূন্য নীরস বৃক্ষধ্বজের চিত্তবিপ্লব অসম্ভব। বীজের দ্বারা অঙ্কুর উৎপন্ন হয় সত্য, কিন্তু মদন! বারিসেক ছাড়া কি অঙ্কুর জন্মে? কখনই না, এ ক্ষেত্রেও তুমি বারিতুল্য ॥ ১৮ ॥

মদন! কতবড় ভাগ্যবান্ তুমি! এই দেববৃন্দের বিজয়-লাভের একমাত্র কারণ সেই শূলপাণির প্রতি তোমার অস্ত্র প্রযুক্ত হইবে, এ কি কম কথা? আর কেহ এমন নাই যে, এ কার্য্য পারে, অতএব সার্থক তোমার জীবন। আর সার্থক তোমার ফুলবাণ ও ফুলধনুক ধারণ। অতি সামান্য একটা কাজও যদি কেহ প্রথম করিতে পারে, তবে তাহাতে তাহার কত নাম, কত খ্যাতি হয়। আর এ ত' একটা এত বড় কাজ এবং এত বড় ব্যাপার, যাহা আর কেহ স্বপ্নেও ভাবিতে পারে না। সুতরাং এই কাজে তোমার অনন্ত কীর্ত্তি জন্মিবে। অমর ত' আছই, এবার এই কাজে তোমার কীর্ত্তিও অক্ষয় হইয়া রহিবে ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য।—কালিদাস কুমার-সম্ভবের বর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়া অত্যন্ত দুঃসাহসের পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার নিজের সৃষ্টি-নৈপুণ্যের উপর অতিশয় বিশ্বাস ছিল, আত্মসত্তার অতীব নির্ভর ছিল, আর সর্ব্বোপরি, বাগ্‌দেবতার তাঁহার প্রতি অপার করুণা ছিল, তাই তিনি এত বড় সঙ্কটে নিজেকে ফেলাইয়াও সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইতে পারিয়াছেন। এক তিনি ছাড়া, অন্য কোনো কবির পক্ষে, এত বড় সমস্যা হইতে নিষ্কৃতি-লাভ একপ্রকার অসম্ভব হইত।

তাঁহার কুমারের প্রধান ব্যক্তি তিন জন, উমা, রুদ্র ও কন্দর্প। কাব্যের যিনি নায়িকা—তিনি দেবীর দেবী-আদ্যাশক্তি, ত্রিভুবনের পরম আরাধ্যা ও মাতৃস্থানীয়া। সুতরাং তাদৃশী দেবীর সম্বন্ধে কবিকে সর্ব্বদাই অতি সতর্কতার সহিত, অতি সন্তর্পণে কথা কহিতে হইবে। মাতার কথা সন্তানের যেভাবে বলা সঙ্গত, সেইভাবে বলিতে হইবে। তার-পর, তাঁহার কাব্যের যিনি নায়ক, তিনি, ইন্দ্র-চন্দ্র-বায়ু-বরুণ, যম-কুবের-হুতাশন-বৃহস্পতি—সমস্ত দেববৃন্দের বন্দনীয় ও ত্রিজগতের পূজনীয়; তাহাতে আবার তিনি পরম জিতেন্দ্রিয়, নিষ্কাম, নির্লিপ্ত ও শ্মশানচারী। স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলের তিনি পিতৃস্থানীয়। আবার কাব্যের যিনি, এক হিসাবে প্রতিনায়ক, তিনি সর্ব্বাংশে অনন্ত ক্ষমতাশালী ও ত্রিভুবনের সম্মোহন

সুরাঃ সমভ্যর্থয়িতার এতে কার্য্যং ত্রয়াণামপি বিষ্টপানাম্।
চাপেন তে কর্ম্ম, ন চাতিহিংস্রমহো বতাসি স্পৃহণীয়বীর্য্যঃ॥ ২০॥
মধুশ্চ তে মন্মথ! সাহচর্য্যাদসাবনুক্তোঽপি সহায় এব।
সমীরণো নোদয়িতা ভবেতি ব্যাদিশ্যতে কেন হুতাশনস্য?॥ ২১॥

অন্বয়।—এতে সুরাঃ সমভ্যর্থয়িতারঃ। কার্য্যং ত্রয়াণাম্ বিষ্টপানাম্ অপি, কর্ম তে চাপেন, অতিহিংস্রং চ ন (ভবতি)। অহো বত! স্পৃহণীয়-বীর্য্যঃ অসি॥ ২০॥

হে মন্মথ! অসৌ মধুঃ চ তে সাহচর্য্যাৎ অনুক্তঃ (সন্) অপি সহায়ঃ এব (ভবতি)। (তথাহি)—সমীরণঃ, হুতাশনস্য নোদয়িতা ভব—ইতি কেন ব্যাদিশ্যতে?॥ ২১॥

বঙ্গার্থ।—স্বর্গরাজ্যের এই ত্রিলোকপূজ্য দেবতারা আজ তোমার কৃপাপ্রার্থী, তারপর যে কাজের জন্য তাঁহারা তোমার মুখের দিকে চাহিয়া, সে কাজটাও ত্রিজগতের মঙ্গলজনক, অথচ ইহাতে কোনো জীবন নাশ বা "খুন-খারাপ" করিতে হইবে না। তোমার ফুলের ধনুকখানাতেই কার্য্যসিদ্ধি হইবে। আহা! তুমি কত বড় বীর! তোমার কি জোড়া আছে? কত পুণ্য করিলে, তোমার ন্যায় হওয়া যায়! ধন্য তুমি!!!॥ ২০॥

মন্মথ! যদিও তুমি একাই এক সহস্র, যখন ইচ্ছা; যাহার তাহার মন মথিত করিতে পার, তবুও তোমার এই চির-সহচর সুহৃদ্ ঋতুরাজ বসন্ত যে আপনা হইতেই তোমার সহায় হইবেন, ইহাও কি আর বলিতে হইবে? আগুন যখন দাউ দাউ করিয়া জলিয়া উঠে, তখন বাতাস আপনিই আসিয়া তথায় প্রবলবেগে বহিয়া একগুণ অগ্নিকে দশগুণ করিয়া তোলে, "বাও, আগুনকে ভালো করিয়া জালাও গিয়া," বলিয়া কেহ কি বায়ুকে অনুরোধ করিয়া থাকে? বাতাস যেমন আগুনকে ছাড়িয়া তিলার্দ্ধ থাকিতে পারে না, এই মধুমাসও তদ্রূপ তোমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারেন না। যেথানে তুমি, ইনিও সেইখানে। সুতরাং তোমার সোনায় সোহাগা হইল। আর ভাবনা কি?॥ ২১॥

কর্ত্তা। অধিক কি, পিতামহ ব্রহ্মাও তাঁহার প্রভাবে ব্যতিব্যস্ত। এককথায় আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত তাঁহার শাসনাধীন। নাম তাঁহার মদন, কার্য্যেও তিনি মদন। জগদুন্মাদন ব্যাপারে তাঁহার সমকক্ষ দ্বিতীয় নাই। এতাদৃশী ত্রিমূর্ত্তির ত্রিবিধ অসাধারণ চরিত্র-সৃষ্টির-ব্যাপারে কালিদাস হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। জগদারাধ্যা ও জগজ্জননী আদ্যাশক্তির চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে; জগদারাধ্য ও জিতেন্দ্রিয়-কুলোত্তম জগৎপিতা আশুতোষের জিতেন্দ্রিয়ত্ব অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইবে; আবার জগদুন্মাদক অনন্ত শক্তি মদন,—"হউক না আমার ফুলের ধনু আর ফুলের বাণ, যদি আমি কেবল এই আমার সখা বসন্তকেই সঙ্গে পাই, তবে শূলী—রুদ্রদেবের চিত্তবৈকল্য, তোমার অনুগ্রহে, ঘটাইতে পারি"—বলিয়া ইন্দ্রের নিকটে যে প্রতিজ্ঞা, যে আস্ফালন করিয়াছিলেন, তাহাও সার্থক করাইতে হইবে। বড়ই কঠিন সমস্যা! দেখা যাউক, এত বড় সমস্যার সমাধানে, মহাকবি কালিদাস, কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

কোনো কার্য্যেই ক্ষিপ্রকারিতা ভালো নহে। তুমি মানবই হও, আর দেবতা বা দানবই হও, জগৎ-পতির জগৎ-পরিচালনায়—রীতি-নীতি, আইন-কানুন তোমাকে মানিয়া চলিতেই হইবে। অন্যথা বিপদ্ অনিবার্য্য। রাবণ অনন্ত-শক্তি-সম্পন্ন হইয়াও শক্তির অপব্যবহার করিয়াছিল,—রাজার পবিত্র কর্ত্তব্যের ও পবিত্র ধর্ম্মের অপলাপ করিয়াছিল, তাহার অতবড় সোনার সংসার ও সোনার লঙ্কা ভস্মীভূত হইল। দেবতারাও অনুচিত ক্ষিপ্রকারিতায় মাতিয়া উঠিলেন, প্রকৃতির নিয়মভঙ্গ করিয়া, যাহাতে সত্বর মহাদেবের সহিত পার্ব্বতীর পরিণয় সংঘটিত হয়, তাহার জন্য একটা বিরাট্ ষড়যন্ত্র করিলেন। ধ্যানমগ্ন বিরূপাক্ষের ধ্যানভঙ্গের নিগূঢ় আয়োজন করিলেন। ফলও তদনুরূপ হইল।

আর এক কথা। তুমি নিজের জন্য ব্যাকুল হইও না। নিজের জন্য ব্যাকুল হইলে, অনেক সময় কর্ত্তব্য-জ্ঞানের বিলোপ ঘটে এবং ঘোর অনর্থ সংঘটিত হয়। স্বার্থ-প্রণোদিত চিত্ত অনেক সময়ে সদসদ্-বিবেক-বিমূঢ় হয়। তাই আজ দেবতারাও যোগমগ্ন যোগীশ্বরের, সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের সমাধিভঙ্গে উঠিয়া-পড়িয়া লাগিলেন এবং ফলও হাতে হাতে পাইলেন। কালিদাস অতি নিপুণভাবে দেখাইলেন যে, মানুষের ত' কথাই নাই, স্বার্থ প্রিয়তা দেবতাদেরও কদাচ ক্ষেমঙ্করী হইতে পারে না।

ব্যাপার বড়ই ভীষণ। পরব্রহ্ম ধ্যানস্থ, তাঁহার ধ্যান ভাঙ্গিতে হইবে,—এই কল্পনাতেও ইন্দ্রাদি দেবগণের হৃদয় কাঁপিতে লাগিল। তবে কাজটা যেমন ভয়ঙ্কর ও অসাধ্য, দেবতারা তাহার আয়োজনও তেমনই করিয়া তুলিলেন।

তথেতি শেষামিব ভর্তুরাজ্ঞামাদায় মূর্দ্ধ্না মদনঃ প্রতস্থে।
ঐরাবতাস্ফালন-কর্কশেন হস্তেন পস্পর্শ তদঙ্গমিন্দ্রঃ ॥ ২২ ॥

স মাধবেনাভিমতেন সখ্যা রত্যা চ সাশঙ্কমনুপ্রয়াতঃ।
অঙ্গব্যয়-প্রার্থিতকার্য্যসিদ্ধিঃ স্থাণ্বাশ্রমং হৈমবতং জগাম ॥ ২৩ ॥

অন্বয়।—তথা (অস্তু) ইতি ভর্তুঃ (ইন্দ্রস্য) শেষাম্ ইব (প্রসাদ-দত্তাং মালাম্ ইব) আজ্ঞাং মূর্দ্ধ্না আদায় মদনঃ প্রতস্থে। ইন্দ্রঃ (চ) ঐরাবতাস্ফালন-কর্কশেন হস্তেন তদঙ্গং পস্পর্শ ॥ ২২ ॥

সঃ (মদনঃ) অভিমতেন সখ্যা মাধবেন (অভিমতয়া সখ্যা স্বপত্ন্যা) রত্যা চ সাশঙ্কং (সঙ্কটমাপতিতমিতি সভয়ম্) অনুপ্রয়াতঃ (সন্) (তথা) অঙ্গব্যয়-প্রার্থিত-কার্য্যসিদ্ধিঃ (সন্) হৈমবতং স্থাণ্বাশ্রমং জগাম ॥ ২৩ ॥

বঙ্গার্থ।—"যে আজ্ঞা"—বলিয়া মদন আনতমস্তকে দেবরাজের আদেশ শিরোধারণ-পূর্ব্বক প্রস্থানোদ্যত হইলেন। তাঁহার মনে হইল, উহা ত' "আদেশ" নহে, স্বর্গাধিপতি প্রভুস্থানীয় ইন্দ্রের ঐ "আদেশ" তাঁহার পক্ষে যেন প্রভুর প্রসাদ-দত্ত মালা। তাই তিনি আনন্দে ডগমগ করিতে লাগিলেন। এদিকে দেবেন্দ্রও, স্বহস্তে চির-নবীন কন্দর্পের অঙ্গস্পর্শ করিয়া মদনকে চূড়ান্ত আপ্যায়িত করিলেন। দেবরাজের ঐ হস্ত, তাঁহার অতিপ্রিয় ঐরাবতের উৎসাহ-বর্দ্ধনার্থ মাঝে মাঝে তাহাকে চাপড় মারিয়া আপ্যায়িত করায় কর্কশ হইয়া গিয়াছিল। মদন তাদৃশী করস্পর্শে নিজেকে পরম সম্মানিত মনে করিলেন ॥ ২২ ॥

কালক্ষয় না করিয়া পুষ্পচাপ কন্দর্প, হিমালয়ে ত্রিলোচনের আশ্রমে গমন করিলেন। তিনি মনে মনে ঠিক করিলেন যে, মরি কিংবা বাঁচি, দেবরাজের আদেশ পালন করিবই করিব। মদনের চিরপ্রিয় বন্ধু বসন্ত ও চিরানুরাগিণী পত্নী—রতি,—এই দুইজনেও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিলেন। কিন্তু কার্য্যের গুরুত্ব স্মরণ করিয়া, তাঁহাদের উভয়েরই অন্তঃকরণ দুরুদুরু কাঁপিতে লাগিল ॥ ২৩ ॥

অন্যের পক্ষে এরূপ আয়োজন, এমন অষ্টবজ্রের একত্র সমাবেশ একপ্রকার অসম্ভব। দেবতারা দেবতা, তাই এতটা পারিয়া উঠিলেন। পূর্ব্ব-পূর্ব্ববারে, যদি কোন মুনিঋষি কখনো উৎকট তপস্যায় রত হইতেন, তবে সেই তপস্যায় ভীত হইয়া দেবতারা, স্বর্গের অন্যতম প্রধান সম্পদ্ অপ্সরাদের দু'এক জনকে তথায় পাঠাইয়াই কার্য্যোদ্ধার করিতেন। কৃচ্ছ্রতপাঃ মুনিঋষিদের পরকালের পথ "ঝরঝরে" করিয়া দিতেন। কিন্তু এবার ও-সব সাধারণ ঔষধে চলিবে না। এবার রোগ অতি বিষম, সুতরাং ঔষধও খুব তেজস্বী হওয়া চাই। তাই দেবগুরু বৃহস্পতি প্রভৃতি কূট-নেত্র সুরবৃন্দ, এবার, অপ্সরাদের যিনি নাটকের গুরু, সেই মদনকে, স্বর্গ-মর্ত্ত্য-রসাতলের যিনি নাটের গুরু, সেই নটরাজ ত্রিলোচনের ধ্যানভঙ্গে নিয়োজিত করিলেন। কিন্তু দেবতাদের বুঝি একটু ভুল হইল। ঔষধ যতই বীর্য্যবান্ হউক না কেন, সান্নিপাতিক বিকারগ্রস্ত অসাধ্য রোগে, তাহাতে কোনই উপকার দর্শায় না। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইল।

তরুণ মদন স্মরণমাত্রেই আসিয়াছেন এবং দেবরাজ স্বয়ং আহ্বান করিয়াছেন—তাই গর্ব্বে একেবারে আহ্লাদে "আটখানা" হইয়া পড়িয়াছেন। তারপর আবার, ইন্দ্রও, দায়ে পড়িয়া "অতিভক্তি" দেখাইয়া মদনকে একেবারে ট্যাঁকে গুঁজিয়া ফেলিয়াছেন। মদন আগেই, ইন্দ্র বলিবার পূর্ব্বেই, দরকার হইলে সংহারমূর্ত্তি রুদ্রেরও যে ধ্যানভঙ্গ করিতে পারেন, তাহা বলিয়া ফেলিয়াছেন।

অঙ্গীকৃত ব্যাপারের গুরু-লাঘব চিন্তা না করিয়াই চিরতরুণ মদন মদনমোহনের সমাধিভঙ্গের নিমিত্ত যাত্রা করিলেন। ইন্দ্র ভাবিলেন,—কার্য্য যেরূপ গুরুতর, তাহাতে, হয়ত একা মদনে কুলাইবে না। তাই প্রকাশ্যে বসন্তেরও বেশ একটু তোষামোদ করিলেন এবং মদনের সহায় হইতে অনুরোধ জানাইলেন। এদিকে রতি—পঞ্চ-বাণের, পঞ্চবাণের যিনি মূর্ত্তিমতী অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, মদনের জগদুন্মাদনায় যিনি প্রধান সাধক, অথবা এককথায়, মদনের যিনি সর্ব্বস্ব, যিনি না থাকিলে মদনের মদনত্ব থাকে না,—সেই মদনময়-জীবিতা রতিও পতির সহগামিনী হইলেন। ইন্দ্র ভাবিলেন—মদন, বসন্ত, রতি, এই ত্রিমূর্ত্তির যখন সমাবেশ হইয়াছে, তখন আর ভাবনা কি? কেন না,—বসন্ত বহির্জগতের

তস্মিন্ বনে সংযমিনাং মুনীনাং তপঃ-সমাধেঃ প্রতিকূলবর্ত্তী ।
সংকল্পযোনেরভিমানভূতমাত্মানমাধায় মধুর্জ্জজৃম্ভে ॥ ২৪ ॥

কুবেরগুপ্তাং দিশমুষ্ণরশ্মৌ গন্তুং প্রবৃত্তে সময়ং বিলঙ্ঘ্য ।
দিগ্দক্ষিণা গন্ধবহং মুখেন ব্যলীকনিশ্বাসমিবোৎসসর্জ্জ ॥ ২৫ ॥

অসূত সদ্যঃ কুসুমান্যশোকঃ স্কন্ধাৎ প্রভৃত্যেব সপল্লবানি ।
পাদেন নাপৈক্ষত সুন্দরীণাং সম্পর্কমাশিঞ্জিতনূপুরেণ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়।—তস্মিন্ বনে (স্থাণ্বাশ্রমে) সংযমিনাং মুনীনাং তপঃ-সমাধেঃ প্রতিকূলবর্ত্তী মধুঃ (বসন্তঃ) সঙ্কল্প-যোনেঃ অভিমানভূতম্ আত্মানং (স্বরূপম্) আধায় জজৃম্ভে (প্রাদুর্বভূব) ॥ ২৪ ॥

উষ্ণরশ্মৌ (সূর্য্যে) সময়ং বিলঙ্ঘ্য কুবের-গুপ্তাং দিশং (উদীচীং) গন্তুং প্রবৃত্তে (সতি) দক্ষিণা দিক্ মুখেন (অগ্র-ভাগেন) গন্ধবহং, ব্যলীকং (দুঃখাত্মকং) নিশ্বাসম্ ইব উৎসসর্জ্জ ॥ ২৫ ॥

অশোকঃ সদ্যঃ স্কন্ধাৎ প্রভৃতি এব সপল্লবানি কুসুমানি অসূত। আশিঞ্জিতনূপুরেণ সুন্দরীণাং পাদেন সম্পর্কং ন অপৈক্ষত ॥ ২৬ ॥

বঙ্গার্থ।—তাঁহারা যেমন গিয়া রুদ্রদেবের সেই তপোবনে উপস্থিত হইলেন, অমনি নিমেষমধ্যে তথায় যেন কেমন একটা "ওলট্-পালট্" হইয়া গেল। সেই শান্ত-স্নিগ্ধ তপোবন মুহূর্ত্তমধ্যে বিলাসীর উপবনে পরিণত হইল। সংযত-হৃদয় যোগমগ্ন তপস্বীদিগের তপস্যা এবং সমাধির নিতান্ত পরিপন্থী, উপভোগক্ষম বসন্ত-ঋতু তথায় আত্মপ্রকাশ করিল। সেই সমগ্র পার্ব্বত্য প্রদেশটার যত কিছু রুক্ষতা, তীব্রতা, সব যেন কোথায় অন্তর্হিত হইল! কন্দর্প এই বসন্তের হৃদয়োন্মাদক মাহাত্ম্যেই জগদুন্মাদন করিয়া থাকেন। মদনের যত কিছু জারি-জুরি তাহার প্রধান কারণই হইল এই বসন্তকাল। সুতরাং রুদ্র-তপোবনে এই অকালে বসন্তের উল্লাসে মদনেরও ভরসা অনেকটা বৃদ্ধি পাইল ॥ ২৪ ॥

সূর্য্যের উত্তরায়ণেই মলয়বায়ু প্রবাহিত হয়। দক্ষিণায়নে অবস্থিতির নিয়মিত সময় পূর্ণ হইবার পূর্ব্বেই সূর্য্যদেব হঠাৎ উত্তরদিকে গমন করিতে প্রবৃত্ত হইলে অসময়ে পরিত্যক্তা দক্ষিণা দিক্, দক্ষিণ-সমীর অর্থাৎ মলয়-সমীর প্রবাহিত করিল। তদ্দর্শনে মনে হইল, যেন কোন পতিব্রতা কামিনীকে অকস্মাৎ পরিত্যাগপূর্ব্বক তাহার স্বামী অন্য কোনো রূপাশ্রিতা রমণীর নিকট প্রস্থিত হইলে, ঐ সুশীলা কোন বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করিয়া যেমন কেবল ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়েন, তদ্রূপ দক্ষিণা দিকও সূর্য্যের এই অসময়-পরিত্যাগে মলয়সমীর-রূপ দীর্ঘনিশ্বাস নীরবে ছাড়িতে লাগিল ॥ ২৫ ॥

সেই তপোবনের সর্ব্বত্র যেন কেমন একটা "সাজ-সাজ" সাড়া পড়িয়া গেল। অশোকতরু,—যাহাকে অসময়ে ফুল ফুটাইতে হইলে, একমাত্র সুন্দরীদের নূপুর-শিঞ্জা-মুখর পদাঘাতের প্রয়োজন হয়, সেই অশোকতরু, একেবারে গাছের যে স্থান হইতে ডাল বাহির হইয়াছে, সেই স্কন্ধ হইতে আরম্ভ করিয়া কচি পল্লবটি পর্য্যন্ত, ফুলে ভরিয়া গেল। অকালবসন্তের আবির্ভাবে রমণীর পদতাড়নার আর প্রয়োজনই হইল না ॥ ২৬ ॥

সম্রাট্, পৃথিবীর তাবৎ বাহ্য-সৌন্দর্য্যের অদ্বিতীয় অধীশ্বর; মদন অন্তর্জগতের বিলাস-মগ্ন অধিপতি, তিনি বসন্তের সাহচর্য্যে বিশ্ব বিজয় করেন; আর রতি, তিনি ত' বহিরন্তর—উভয়জগতের যাবতীয় সৌন্দর্য্যের, যাবতীয় সম্পদের একমাত্র ভাণ্ডার, ঋতুরাজ বসন্তের ও হৃদয়-রাজ মদনের সঞ্জীবনী শক্তি; এবংবিধ সাধনত্রয়ের যখন সমবায় ঘটিয়াছে, তখন আর ভাবনা কি? তাই দেবরাজ কার্য্য-সিদ্ধিবিষয়ে একপ্রকার কৃত-নিশ্চয় হইয়াছেন। দেখা যাউক, ইহার ফল কি দাঁড়ায় ॥ ১-২৪ ॥

মধু দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে পপৌ প্রিয়াং স্বামনুবর্ত্তমানঃ।
শৃঙ্গেণ চ স্পর্শ-নিমীলিতাক্ষীং মৃগীমকণ্ডূয়ত কৃষ্ণসারঃ॥ ৩৬॥

দদৌ রসাৎ পঙ্কজরেণুগন্ধি গজায় গণ্ডূষজলং করেণুঃ।
অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং সম্ভাবয়ামাস রথাঙ্গনামা॥ ৩৭॥

গীতান্তরেষু শ্রমবারিলেশৈঃ কিঞ্চিৎ সমুচ্ছ্বাসিত-পত্র-লেখম্।
পুষ্পাসবাঘূর্ণিতনেত্রশোভি প্রিয়ামুখং কিম্পুরুষশ্চুচুম্বে॥ ৩৮॥

অন্বয়।—দ্বিরেফঃ কুসুমৈকপাত্রে মধু (মকরন্দং) স্বাং প্রিয়াম্ অনুবর্ত্তমানঃ পপৌ (তৎপীতশেষং পপৌ)। কৃষ্ণসারশ্চ স্পর্শনিমীলিতাক্ষীং মৃগীং শৃঙ্গেণ অকণ্ডূয়ত॥ ৩৬॥

রসাৎ করেণুঃ পঙ্কজরেণু-গন্ধি গণ্ডূষ-জলং গজায় দদৌ রথাঙ্গনামা অর্দ্ধোপভুক্তেন বিসেন জায়াং সম্ভাবয়ামাস (স্বভুক্ত-শেষং প্রিয়ায়ৈ দদৌ)॥ ৩৭॥

কিম্পুরুষঃ শ্রমবারিলেশৈঃ কিঞ্চিৎ সমুচ্ছ্বাসিত-পত্র-লেখং পুষ্পাসবাঘূর্ণিতনেত্রশোভি প্রিয়ামুখং গীতান্তরেষু চুচুম্বে॥ ৩৮॥

বঙ্গার্থ।—ফুলগুলি বসন্তের আবির্ভাবে, মকরন্দে পরিপূর্ণ হইল এবং ভ্রমর-পঙ্‌ক্তিও গিয়া অমনি তথায় জুটিল; কিন্তু প্রিয়ানুগত ভ্রমর আগে মধুপান করিল, পরে সেই প্রিয়-পরিভুক্ত কুসুমের পীতাবশিষ্ট মধু বশংবদ ভ্রমর অতি তৃপ্তির সহিত পান করিতে লাগিল। বৃক্ষের উপরে যখন এই প্রণয়ের অভিনয় হইতেছে, তখন তাহার তলে ভূ-পৃষ্ঠে প্রেমালস কৃষ্ণসারও স্বীয় শৃঙ্গের অগ্রভাগ দিয়া অতি সন্তর্পণে, ধীরে ধীরে প্রিয়তমা মৃগীর নয়ন কণ্ডূয়ন করিয়া দিতে লাগিল এবং সেই চিরস্পৃহণীয় প্রিয়তমের স্পর্শে মৃগীর চোখ যেন কেমন "ঝিমঝিয়া" আসিল। সে আনন্দে, সুখে, মোহে, যেন কেমন তন্দ্রালস হইয়া পড়িল॥ ৩৬॥

করেণু—করি-প্রিয়া জলপান করিতে কমলপূর্ণ জলাশয়ে নামিয়া দেখিল, কমলপরাগে সারা জলাশয়টা একেবারে যেন ছাইয়া রহিয়াছে, অমন সুগন্ধি জল, তাই সে একা আর পান করিতে পারিল না, খানিকটা শুঁড় দিয়া টানিয়া লইয়াই পার্শ্ববর্ত্তী প্রিয়তম করীর মুখের ভিতর নিজের ঐ পদ্মপরাগ-গন্ধি জলপূর্ণ শুঁড়টা ঢুকাইয়া দিয়া প্রাণেশ্বরকে জলপান করাইতে লাগিল। আর ঐ জলাশয়েরই তীরে চক্রবাক পদ্মের মৃণাল খাইতে গিয়া খাইতে পারিল না। খানিকটা খেয়েই বাকিটুকু তাড়াতাড়ি তাহার প্রাণেশ্বরী চক্রবাকীকে দিল। অত মধুর, অত সুস্বাদু খাদ্য একা একা খাইতে তাহার মন সরিল না॥ ৩৭॥

কিন্নর-কামিনীরা মুখে, গণ্ডে, কপোলে সুগন্ধি অনুলেপনাদি দ্বারা পত্র-রচনা করিত। গঙ্গার ঘাটে, পাণ্ডারা স্নাত ব্যক্তিদিগের মুখে-গালে চন্দন দ্বারা যেমন ছাপ দেয়, অনেকটা সেইরকম পাতা-লতা কাটিত এবং সেগুলি ঐ ছাপের মত গালের উপর শুকাইয়া লাগিয়া থাকিত। বসন্ত-সমীরণে ও বসন্ত-মাহাত্ম্যে সুন্দরীদের প্রাণে কত কি ভাব, অভিলাষ-আকাঙ্ক্ষা জাগিতেছে, তাহারা মধুর কণ্ঠে গান করিতেছে। গীতিশ্রমে সেই পত্রশোভিত বদনে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্মজল উদ্ভূত হওয়ায় ঐ শুষ্ক পত্ররচনাগুলি একটু যেন কেমন উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে। শুষ্ক মৃত্তিকায় জলবিন্দুপাতে যেমন মাটি একটু ফুটিয়া উঠে, সেইরূপ ফুটিয়া উঠিয়াছে। ওদিকে আবার পুষ্পরস-নির্ম্মিত মদ্যপানে সুন্দরীদের একটু গোলাপী-গোলাপী নেশা হওয়ায়, সেই আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নগুলি ঢুলু-ঢুলু করিতেছে। কর্ত্তা, কিন্নর মহাশয়, প্রিয়ার গান কান পাতিয়া শুনিতেছেন, আর একধ্যানে সেই বল্লিতন্দ্র, গলদ্ঘর্ম্মজল, আরক্তনেত্র মুখের দিকে চাহিয়া আছেন। কিছুক্ষণ শুনিয়া ও দেখিয়া কর্ত্তা আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, গানের মধ্যেই, অর্থাৎ শেষ হওয়ার আগেই গিয়া তিনি প্রিয়ার ঐ সুন্দর মুখচুম্বন করিয়া কৃতার্থ হইলেন॥ ৩৮॥

পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ স্ফুরৎ-প্রবালোষ্ঠ-মনোহরাভ্যঃ।
লতাবধূভ্যস্তরবোঽপ্যবাপুর্বিনম্রশাখাভুজবন্ধনানি ॥ ৩৯ ॥
শ্রুতাপ্সরোগীতিরপি ক্ষণেঽস্মিন্ হরঃ প্রসংখ্যান-পরো বভূব।
আত্মেশ্বরাণাং ন হি জাতু বিঘ্নাঃ সমাধি-ভেদপ্রভবো ভবন্তি ॥ ৪০ ॥
লতাগৃহদ্বার-গতোঽথ নন্দী বাম-প্রকোষ্ঠার্পিত-হেমবেত্রঃ।
মুখার্পিতৈকাঙ্গুলি-সংজ্ঞয়ৈব মা চাপলায়েতি গণান্ ব্যনৈষীৎ ॥ ৪১ ॥
নিষ্কম্প-বৃক্ষং নিভৃত-দ্বিরেফং মূকাণ্ডজং শান্ত-মৃগপ্রচারম্।
তচ্ছাসনাৎ কাননমেব সর্ব্বং চিত্রার্পিতারম্ভমিবাবতস্থে ॥ ৪২ ॥

অন্বয়।—পর্য্যাপ্ত-পুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ স্ফুরৎ-প্রবালোষ্ঠ-মনোহরাভ্যঃ লতাবধূভ্যঃ তরবঃ অপি বিনম্রশাখাভুজ-বন্ধনানি অবাপুঃ (তাভিরালিঙ্গিতাঃ) ॥ ৩৯ ॥

অস্মিন্ ক্ষণে (বসন্তাবির্ভাবকালে) হরঃ শ্রুতাপ্সরোগীতিঃ অপি প্রসংখ্যানপরঃ (আত্মানুসন্ধানপরঃ) বভূব। তথাহি—আত্মেশ্বরাণাং (বশিনাং) বিঘ্নাঃ জাতু (কদাচিদপি) সমাধিভেদ-প্রভবঃ ন ভবন্তি ॥ ৪০ ॥

অথ লতাগৃহদ্বারগতঃ বাম-প্রকোষ্ঠার্পিত-হেমবেত্রঃ নন্দী মুখার্পিতৈকাঙ্গুলিসংজ্ঞয়া এব গণান্ চাপলায় মা (ভবত) ইতি ব্যনৈষীৎ ॥ ৪১ ॥

নিষ্কম্পবৃক্ষং নিভৃত-দ্বিরেফং মূকাণ্ডজং শান্তমৃগ-প্রচারং সর্ব্বম্ এব কাননং তচ্ছাসনাৎ চিত্রার্পিতারম্ভম্ ইব অবতস্থে ॥ ৪২ ॥

বঙ্গার্থ।—অকালবসন্তের শুভাগমনে শুধু চেতন নহে, অচেতন তরুলতায় পর্য্যন্ত ভাবান্তর ঘটিল। যে কালের যে প্রভাব, চেতন-অচেতন কেহই তাহার হাত এড়াইতে পারে না। গাছগুলি নবপল্লবে, নব নব শাখায় নুইয়া একেবারে যেন ঝুঁকিয়া পড়িল, আর তরুণ লতাগুলিও থোপা থোপা ফলের ভারে যেন একটু ঝুঁকিতে ঝুঁকিতে ঐ গাছগুলিকে জড়াইয়া নিমিষে নিমিষে গাছের উপর দিকে বাহিয়া উঠিতে লাগিল এবং বসন্তের মন্দ-সমীরণে লতার আরক্ত নবীন পল্লবনিচয় কাঁপিতে লাগিল। তদ্দর্শনে মনে হইল, লতারূপিণী বধূরা যেন তাহাদের কুসুমগুচ্ছাকার পীনস্তনভারে ঈষৎ নম্রীভূত হইয়া তরুরূপ প্রিয়তমদিগকে আলিঙ্গন করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছে, আর তাহাদের আরক্ত পল্লবরূপ মনোহর অধর, আবেগভরে থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে এবং বশংবদ প্রিয়তম তরুগণ তাড়াতাড়ি হাত বাড়াইয়া আলিঙ্গনার্থিনী আপন আপন মনোরমাদিগকে সাদরে অভ্যর্থনা করিয়া লইতেছে। বাহুপাশে একেবারে বাঁধিয়া ফেলিতেছে। (কেহ কেহ, লতার বাহুপাশেই বৃক্ষগণ বাঁধা পড়িতেছে—এইরূপ ব্যাখ্যাও করিয়া থাকেন) ॥ ৩৯ ॥

নববসন্ত-সমাগমে, মধুরকণ্ঠী দিব্যাঙ্গনাদিগের মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়াও ধ্যানস্থ মহাদেবের কোনরূপ চিত্ত-চাঞ্চল্য জন্মিল না; প্রত্যুত, তিনি আরও অধিকতর নির্বিষ্টতার সহিত আত্মানুসন্ধানে মনোনিবেশ করিলেন। যাঁহারা জিতেন্দ্রিয়, নিজেই নিজের প্রভু, কোনরূপ বিঘ্নই তাঁহাদের সমাধিভঙ্গ করিতে পারে না। তাদৃশ মনস্বী ব্যক্তিরা সকল বাধা-বিঘ্নের অতীত ॥ ৪০ ॥

শঙ্করের চিরানুরক্ত ও পরমভক্ত কিঙ্কর নন্দী, বাম হস্তে একগাছি স্বর্ণবেত্রে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া, ধ্যানমগ্ন ত্রিলোচনের লতাগৃহের দ্বার রক্ষা করিতেছিলেন। বনস্থলীর এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে তিনি বিস্মিত ও চমকিত হইলেন। প্রমথগণের চিত্ত-বিকার-দর্শনে তাঁহার বড়ই বিরক্তির উদ্রেক হইল। পাছে যোগেশ্বরের যোগভঙ্গ হয়, তাই তিনি একটি কথাও কহিলেন না। কেবল একবার স্বীয় তর্জ্জনী ঈষৎ কম্পিত করিয়া ওষ্ঠ-সংলগ্ন করিলেন এবং ইঙ্গিতে জানাইলেন যে, —"চুপ,"—সবাই চুপ কর, সাবধান! কোনোরূপ চপলতা করিও না ॥ ৪১ ॥

নন্দিকেশ্বরের এমনই প্রতাপ যে, ঐ এক ইঙ্গিতেই সব থামিয়া গেল। কেবল প্রমথগণ নয়, সমগ্র বনভূমি অকস্মাৎ নীরব—নিস্পন্দ হইল। বসন্তের সে মৃদুমন্দ সমীর কোথায় লুকাইল! তরুরাজি, ভ্রমর-পঙ্ক্তি, পক্ষিকুল, মৃগ-কদম্ব, সব নীরব,—সব—নিস্পন্দ। নন্দীর এক তর্জ্জনী-কম্পনে সমগ্র বনভূমি যেন চিত্রার্পিতের ন্যায় স্পন্দন-শূন্য হইল ॥ ৪২ ॥

দৃষ্টিপ্রপাতং পরিহৃত্য তস্য কামঃ পুরঃশুক্রমিব প্রয়াণে।
প্রান্তেষু সংসক্ত-নমেরু-শাখং ধ্যানাস্পদং ভূতপতের্বিবেশ ॥ ৪৩॥

স দেবদারু-দ্রুম-বেদিকায়াং শার্দ্দূলচর্ম্মব্যবধান-বত্যাম্।
আসীনমাসন্ন-শরীর-পাতস্ত্রিয়ম্বকং সংযমিনং দদর্শ ॥ ৪৪॥

পর্য্যঙ্কবন্ধস্থিরপূর্ব্বকায়মৃজ্বায়তং সন্নমিতোভয়াংসম্।
উত্তান-পাণিদ্বয়-সন্নিবেশাৎ প্রফুল্ল-রাজীবমিবাঙ্কমধ্যে ॥ ৪৫॥

ভুজঙ্গমোন্নদ্ধ-জটাকলাপং কর্ণাবসক্ত-দ্বিগুণাক্ষ-সূত্রম্।
কণ্ঠ-প্রভাসঙ্গ-বিশেষ-নীলাং কৃষ্ণ-ত্বচং গ্রন্থিমতীং দধানম্ ॥ ৪৬॥

অন্বয়।—কামঃ প্রয়াণে (যাত্রায়াং) পুরঃ-শুক্রং (দেশম্) ইব তস্য (নন্দিকেশ্বরস্য) দৃষ্টি-প্রপাতং পরিহৃত্য প্রান্তেষু সংসক্ত-নমেরু-শাখং ভূতপতেঃ (রুদ্রস্য) ধ্যানাস্পদং বিবেশ ॥ ৪৩ ॥

আসন্ন-শরীর-পাতঃ সঃ (কামঃ) শার্দ্দূলচর্ম্মব্যবধান-বত্যাং দেবদারুদ্রুমবেদিকায়াম্ আসীনং সংযমিনং ত্রিয়ম্বকং (ত্র্যম্বকং, পাদপূরণার্থে ইয়ঙ্-আদেশঃ ছান্দসঃ) দদর্শ ॥ ৪৪ ॥

(পুনঃ কিম্ভূতং দদর্শ?)—পর্য্যঙ্ক-বন্ধ-স্থির-পূর্ব্ব-কায়ম্, ঋজ্বায়তং, সন্নমিতোভয়াংসং, উত্তান-পাণিদ্বয়-সন্নিবেশাৎ অঙ্কমধ্যে প্রফুল্ল-রাজীবম্ ইব স্থিতম্ ॥ ৪৫ ॥

(পুনঃ কিম্ভূতং দদর্শ?)—ভুজঙ্গমোন্নদ্ধ-জটা-কলাপং, কর্ণাবসক্তদ্বিগুণাক্ষসূত্রং, কণ্ঠপ্রভাসঙ্গ-বিশেষ-নীলাং গ্রন্থিমতীং কৃষ্ণত্বচং (কৃষ্ণমৃগাজিনং) দধানম্ ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গার্থ।—(বসন্তের এত আস্ফালন, এত প্রতাপ,—সব বৃথা হইল। মদনের সহায়তা করিবার জন্য বসন্তের যত আয়োজন উদ্যোগ,—সব ব্যর্থ হইল। রতি-সহচর মদন দেখিলেন, বসন্ত বিধ্বস্তপ্রায়, তিনি অমনি অগ্রসর হইলেন। কিন্তু বসন্তের দুরবস্থা দেখিয়া, নন্দীর চোখের সামনে যাইতে মন্মথের আর সাহস হইল না। তাই—) মদন তখন তস্করের ন্যায় নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে, রোষ-রক্ত-নেত্র নন্দীর পশ্চাদ্দিক্ দিয়া ধূর্জ্জটির ধ্যান-স্থানের পার্শ্ববর্ত্তী, শাখা-ঘন, পুন্নাগ-বৃক্ষের অন্তরালে গিয়া দাঁড়াইলেন। মদন মনে মনে হয়ত ভাবিলেন যে, খুব লুকাইয়াছি। কুসুমচাপ ঘুণাক্ষরেও বুঝিলেন না যে, বিষম-নয়নের ঐ ধ্যানস্থান তাঁহার পক্ষে সম্মুখ শুক্র-যুক্ত স্থানের ন্যায় সর্ব্বনাশকর ॥ ৪৩ ॥

পুষ্পবাণ এইভাবে বৃক্ষান্তরালে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া, তাঁহার অঙ্গীকৃত শরব্য, ধ্যানমগ্ন সেই বিরূপাক্ষের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। যাহা দেখিলেন, তাহাতে তাঁহার অন্তরাত্মা উড়িয়া গেল। দেখিলেন,—এক অতি বিশাল দেবদারু বনস্পতির মূলদেশ একটি বেদি দ্বারা বাঁধানো এবং সেই বেদির উপর একখানি বাঘছাল বিছানো, আর তাহারই উপর পরম সংযমশীল ত্রিলোচন ধ্যানস্থ। কন্দর্পের অন্তিম মুহূর্ত্ত—মৃত্যুকাল যে আগতপ্রায়, তাহা কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন না। শূলীর দিকে চাহিতেই সাধারণ-বিলক্ষণ তিন তিনটি চোখ দেখিয়া ফুলধনু মদনের প্রাণটা চমকিয়া উঠিল ॥ ৪৪ ॥

কন্দর্প দেখিলেন,—তিনি বীরাসনে উপবিষ্ট রহিয়াছেন। তাঁহার শরীরের উত্তরার্দ্ধ অর্থাৎ ঊর্দ্ধভাগ নিশ্চল, সরল ও সমুন্নত এবং স্কন্ধদ্বয় সন্নতভাবে অবস্থিত। তদীয় পাণিযুগল ক্রোড়দেশে উত্তানভাবে সন্নি-বেশিত থাকায় মনে হইতেছে যেন—তথায় একটি শতদল প্রস্ফুটিত হইয়া রহিয়াছে ॥ ৪৫ ॥

তাঁহার জটাজুট কালসর্পের দ্বারা চূড়ার মত উন্নত করিয়া আবদ্ধ এবং কর্ণদ্বয় দ্বিগুণীকৃত রুদ্রাক্ষের মালায় অবতংস-যুক্ত এবং কণ্ঠদেশের সমীপে উভয় মুখের গ্রন্থিযুক্ত কৃষ্ণবর্ণ মৃগচর্ম্ম তিনি ধারণ করিয়া আছেন। নীলকণ্ঠের কণ্ঠ-নীলিমার আভায়, সেই চর্ম্ম প্রগাঢ় নীলবর্ণে যেন অনুলিপ্ত ॥ ৪৬ ॥

কিঞ্চিৎপ্রকাশস্তিমিতোগ্রতারৈর্ভ্রূ-বিক্রিয়ায়াং বিরত-প্রসঙ্গৈঃ।
নেত্রৈরবিস্পন্দিত-পক্ষ্ম-মালৈর্লক্ষ্যীকৃতঘ্রাণমধো-ময়ূখৈঃ ॥ ৪৭ ॥
অবৃষ্টি-সংরম্ভমিবাম্বুবাহমপামিবাধারমনুত্তরঙ্গম্ ।
অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধান্নিবাত-নিষ্কম্পমিব প্রদীপম্ ॥ ৪৮ ॥
কপালনেত্রান্তরলব্ধমার্গৈর্জ্যোতিঃ-প্ররোহৈরুদিতৈঃ শিরস্তঃ।
মৃণাল-সূত্রাধিক-সৌকুমার্য্যাং বালস্য লক্ষ্মীং গ্লপয়ন্তমিন্দোঃ ॥ ৪৯ ॥
মনো নবদ্বার-নিষিদ্ধ-বৃত্তি হৃদি ব্যবস্থাপ্য সমাধিবশ্যম্।
যমক্ষরং ক্ষেত্রবিদো বিদুস্তমাত্মানমাত্মন্যবলোকয়ন্তম্ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়।—(পুনঃ কিম্ভূতং দদর্শ?)—কিঞ্চিৎ-প্রকাশস্তিমিতোগ্রতারৈঃ ভ্রূ-বিক্রিয়ায়াং বিরত-প্রসঙ্গৈঃ অবিস্পন্দিত-পক্ষ্মমালৈঃ অধোময়ূখৈঃ নেত্রৈঃ লক্ষ্যীকৃতঘ্রাণম্ ॥ ৪৭ ॥

(পুনঃ কিম্ভূতম্?)—অন্তশ্চরাণাং মরুতাং নিরোধাৎ (হেতোঃ) অবৃষ্টি-সংরম্ভম্ অম্বুবাহম্ ইব (স্থিতম্), অনুত্তরঙ্গম্ অপাম্ আধারাম্ ইব (স্থিতং), নিবাত-নিষ্কম্পং প্রদীপম্ ইব (স্থিতম্) ॥ ৪৮ ॥

(পুনঃ কিম্ভূতম্?) কপাল-নেত্রান্তর-লব্ধমার্গৈঃ শিরস্তঃ (ব্রহ্মরন্ধ্রাৎ) উদিতৈঃ জ্যোতিঃপ্ররোহৈঃ (তেজোঽঙ্কুরৈঃ) মৃণাল-সূত্রাধিক-সৌকুমার্য্যাং বালস্য ইন্দোঃ (শিরশ্চন্দ্রস্য) লক্ষ্মীং গ্লপয়ন্তম্ ॥ ৪৯ ॥

(পুনঃ কিম্ভূতম্?) নবদ্বার-নিষিদ্ধ-বৃত্তি সমাধিবশ্যং মনঃ হৃদি (হৃদয়াখ্যে অধিষ্ঠানে) ব্যবস্থাপ্য, ক্ষেত্রবিদঃ যম্ অক্ষরং (অবিনাশিনং) বিদুঃ (বিদন্তি) তম্ আত্মানম্ আত্মনি (স্বস্মিন্) অবলোকয়ন্তম্, (এবম্ভূতং ত্রিয়ম্বকং কামঃ দদর্শ) ॥ ৫০ ॥

বঙ্গার্থ।—তাঁহার নয়ন-ত্রয় নাসিকার অগ্রভাগ লক্ষ্য করিয়া নিহিত ছিল এবং তাহাদের তারাত্রয় যদিও স্তিমিত ও নিশ্চল, কিন্তু তাহাদের উগ্রতা—তীব্রতা ঐ স্তিমিত-ভাবেই বিলক্ষণ অনুমিত হইতেছিল। তাঁহার ভ্রূ-সমূহে কোনরূপ চাঞ্চল্য বা বিক্রিয়া দেখা যাইতেছিল না, প্রত্যুত সেগুলি যেন চিত্রিতবৎ মনে হইতেছিল। সেই স্পন্দনহীন, স্থির, নেত্ররোমাবলী-বিশিষ্ট, অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রত্রয় নাসাগ্রে নিহিত থাকায়, তাহা হইতে নিম্নদিকে একটা জ্যোতিঃ-প্ররোহ ইতস্ততঃ নিঃসৃত হইতেছিল ॥ ৪৭ ॥

ত্রিলোচন তখন শরীরমধ্যবর্ত্তী বায়ুগণকে রোধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, এ কারণ তাঁহাকে জ্ঞান হইতেছিল যে, তিনি যেন, বৃষ্টির আড়ম্বর নাই, এতাদৃশ একখানি জল-সম্ভৃত গম্ভীরাকৃতি মেঘ, অথবা তরঙ্গ-সজ্ঘাত-বিহীন প্রশান্ত জলনিধি কিংবা বায়ু-প্রচার-বর্জ্জিত-স্থানবর্ত্তী—সুতরাং নিশ্চল-শিখাধারী একটি প্রদীপ ॥ ৪৮ ॥

কন্দর্প দেখিলেন:—সেই সমাধিমগ্ন ত্রিলোচনের ললাটনেত্রের বিবর দিয়া একটা কেমন জ্যোতির শিখা—আলোর ধারা বাহির হইতেছে, ঐ জ্যোতিঃপ্ররোহ যোগস্থ চন্দ্রশেখরের শিরোদেশ হইতে উদগত হইয়া নেত্রপথে বহির্গত হইতেছিল এবং স্তিমিত-নয়ন শম্ভুর, মৃণাল-সূত্রাপেক্ষাও কোমলতর শিরঃস্থিত চন্দ্রকলাকে যেন ঝলসিয়া দিতেছিল ॥ ৪৯ ॥

সেই যোগমগ্ন ত্রিপুরারি, যোগবলে, দেহের নবদ্বার হইতে নিবৃত্ত করিয়া স্বীয় মনকে হৃদয়রূপ অধিষ্ঠানে অবস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন এবং ক্ষেত্রজ্ঞ পুরুষগণ যাহাকে অবিনাশী ও সনাতন বলিয়া জানেন, সেই আত্মাকে স্বকীয় আত্মার মধ্যে সাক্ষাৎ করিতেছেন ॥ ৫০ ॥

তাৎপর্য্য।—ভূতপতির ধ্যান-স্থলীতে গোপনে,—নন্দীর অগোচরে প্রবেশ করিয়া—মদন এক একবার সেই সমাধিমগ্ন ত্রিলোচনের দিকে সভয়ে চাহিতে লাগিলেন ও দেবরাজের নিকটে বড় জোর গলায় সেই প্রতিজ্ঞার কথাটা স্মরণ করিতে লাগিলেন। সেই নিবাতনিষ্কম্প প্রদীপের ন্যায় স্থির,—অবৃষ্টি-সংরম্ভ অম্বুবাহের ন্যায় গম্ভীর এবং তরঙ্গ-সজ্ঘাতবিহীন জলধির ন্যায় প্রশান্ত ত্রিপুরারির দিকে কন্দর্প চাহিতে,—ভালো করিয়া দেখিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিয়া উঠিলেন না। অনেক পরে, ভয়ার্ত্ত হৃদয় কথঞ্চিৎ সংযত করিয়া, মদন, সেই বিষমাক্ষের প্রতি শরক্ষেপের দুরাশায়, ফুলের ধনুকখানি

স্মরস্তথাভূতমযুগ্মনেত্রং পশ্যন্নদূরান্মনসাপ্যধৃষ্যম্ ।
নালক্ষয়ৎ সাধ্বসসন্ন-হস্তঃ স্রস্তং শরং চাপমপি স্বহস্তাৎ ॥ ৫১ ॥

নির্ব্বাণভূয়িষ্ঠমথাস্য বীর্য্যং সন্ধুক্ষয়ন্তীব বপুর্গুণেন ।
অনুপ্রয়াতা বনদেবতাভ্যামদৃশ্যত স্থাবররাজকন্যা ॥ ৫২ ॥

অশোক-নির্ভৎসিত-পদ্মরাগমাকৃষ্ট-হেম-দ্যুতি-কর্ণিকারম্ ।
মুক্তা-কলাপীকৃত-সিন্ধুবারং বসন্ত-পুষ্পাভরণং বহন্তী ॥ ৫৩ ॥

আবর্জ্জিতা কিঞ্চিদিব স্তনাভ্যাং বাসো বসানা তরুণার্করাগম্ ।
পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকাবনম্রা সঞ্চারিণী পল্লবিনী লতেব ॥ ৫৪ ॥

অন্বয় ।—স্মরঃ তথাভূতং (পূর্ব্বোক্তরূপং) মনসা অপি অধৃষ্যম্ অযুগ্ম-নেত্রম্ (বিষম-নয়নম্, অতএব ভীষণতমম্) অদূরাৎ পশ্যন্ সাধ্বস-সন্ন-হস্তঃ (শিথিল-পাণিঃ) (সন্) স্বহস্তাৎ স্রস্তং শরং চাপম্ অপি (চ) ন অলক্ষয়ৎ ॥ ৫১ ।

অথ নির্ব্বাণভূয়িষ্ঠম্ অস্য (স্মরস্য) বীর্য্যং বপুর্গুণেন (সৌন্দর্য্যেণ) সন্ধুক্ষয়ন্তী ইব (পুনঃ উজ্জীবয়ন্তী ইব স্থিতা) বনদেবতাভ্যাম্ (সখীভূতাভ্যাম্) অনুপ্রয়াতা স্থাবররাজ-কন্যা (পার্ব্বতী) অদৃশ্যত ॥ ৫২ ॥

(কিম্ভূতা পার্ব্বতী ?)—অশোক-নির্ভৎসিত-পদ্মরাগম্, আকৃষ্টহেমদ্যুতি-কর্ণিকারং, মুক্তাকলাপীকৃত-সিন্ধুবারং বসন্ত-পুষ্পাভরণং বহন্তী (স্থিতা) ॥ ৫৩ ॥

(পুনঃ কিম্ভূতা ?)—স্তনাভ্যাং কিঞ্চিৎ আবর্জ্জিতা ইব, তরুণার্করাগং বাসঃ বসানা, (অতএব) পর্য্যাপ্ত-পুষ্পস্তবকাবনম্রা পল্লবিনী সঞ্চারিণী লতা ইব (স্থিতা) ॥ ৫৪ ।

মর্ম্মার্থ ।—মনোভব কিছুদূর হইতে তাদৃশ সমাধি-মগ্ন বিষম-নয়নকে দেখিলেন, তাঁহার অন্তরাত্মা উড়িয়া গেল। অমন ভীষণতম-নেত্রত্রয়-ভয়ঙ্কর রুদ্রকে আক্রমণের কল্পনাতেও তাঁহার যার-পর-নাই ভয় হইতে লাগিল এবং ক্রমে শরীরের গ্রন্থিগুলি যেন শিথিল হইয়া আসিল। কোন্ মুহূর্ত্তে যে সেই ভয়বিহ্বল ফুলধনুর ফুলের ধনু ও বাণ অবসন্ন হস্ত হইতে পড়িয়া গিয়াছে, তাহা তিনি টেরও পাইলেন না ॥ ৫১ ॥

যোগমগ্ন ত্র্যম্বকের জ্যোতির্ম্ময় ললাট-নয়নের দিকে চাহিয়াই এইভাবে মদন যখন হতজ্ঞান হতচৈতন্য-প্রায়, তেমনই সময়ে নগেন্দ্র-নন্দিনী উমা দেহ-লাবণ্যে দশদিক উজ্জ্বল করিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সঙ্গে সহচরীরূপে দুইটি বনদেবতাও আসিলেন। অনিন্দ্যসুন্দরী উমার সেই দেহ-সৌন্দর্য্যে ভীতিবিহ্বল মদনের নির্ব্বাপিত-প্রায় বীর্য্যবহ্নি আবার যেন ধিকি ধিকি জ্বলিয়া উঠিল। কুসুমেষু কুসুমশর অপেক্ষাও শাণিততর এই নবাগত বাণে, হয়ত কৃতকার্য্য হইবেন—ভাবিতে লাগিলেন ॥ ৫২ ॥

পার্ব্বতী বসন্ত-কুসুমের কতকগুলি আভরণে সাজিয়া আসিয়াছিলেন। কোথায় লাগে তার কাছে জড়োয়ার অলঙ্কার! অরুণ অশোক-পুষ্প পদ্মরাগ-মণিকেও পরাজিত করিয়াছিল। কর্ণিকার-কুসুম সুবর্ণের ন্যায় শোভা পাইতেছিল এবং অমল ধবল সিন্ধুবার-পুষ্পের হার মুক্তার মালার স্থান পূরণ করিয়াছিল। ॥ ৫৩ ॥

পীনোন্নত স্তনদ্বয়ের ভারে তিনি যেন সম্মুখের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন এবং প্রভাতকালের অরুণরাগের ন্যায় আরক্ত বল্কল-বসন পরিধান করিয়াছিলেন। এইপ্রকার সাজ-সজ্জায়, মন্দগমনা পার্ব্বতীকে দেখিয়া মনে হইতেছিল যে, স্থূল স্থূল কুসুমস্তবকের ভারপ্রযুক্ত নম্রীভূত একটি লতাই যেন ধীরে ধীরে চলিয়া আসিতেছে ॥ ৫৪ ॥

উঠাইবার প্রয়াস করিলেন, কিন্তু কিছুতেই পারিয়া উঠিলেন না। ভয়ে, ত্রাসে, বৈমনস্যে, পুষ্পবাণ যেন কেমন জড়ীভূত, কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া পড়িলেন। তাঁহার সর্ব্বশরীর ক্রমে অসাড় ও অবসন্ন হইয়া আসিল। হস্ত হইতে কুসুমের ধনু ও কুসুমের বাণ খলিত হইয়া পড়িল। ভয়ার্ত্ত মদন ইহার বিন্দুবিসর্গও জানিতে পারিলেন না। কন্দর্প চিত্রার্পিতবৎ, প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ, বজ্রাহতবৎ, নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন। তাঁহার প্রিয়বন্ধু বসন্তের ন্যায়, তাঁহারও যত-কিছু আয়োজন, ত্রিলোচনের ধ্যানভঙ্গের যত-কিছু উদ্যোগ, সব ব্যর্থ হইল। ইন্দ্র-সভায়, ইন্দ্রের সমক্ষে সেই প্রতিজ্ঞা-কালীন দর্প, আস্ফালন,—সব একেবারে চূর্ণবিচূর্ণ হইল। ৪৫-৬০ ।

স্রস্তাং নিতম্বাদবলম্বমানা পুনঃপুনঃ কেশর-দাম-কাঞ্চীম্ ।
ন্যাসীকৃতাং স্থানবিদা স্মরেণ মৌর্ব্বীং দ্বিতীয়ামিব কার্ম্মুকস্য ॥ ৫৫ ॥

সুগন্ধি-নিশ্বাস-বিবৃদ্ধ-তৃষ্ণং বিম্বাধরাসন্নচরং দ্বিরেফম্ ।
প্রতিক্ষণং সম্ভ্রম-লোল-দৃষ্টির্লীলারবিন্দেন নিবারয়ন্তী ॥ ৫৬ ॥

তাং বীক্ষ্য সর্ব্বাবয়বানবদ্যাং রতেরপি হ্রীপদমাদধানাম্ ।
জিতেন্দ্রিয়ে শূলিনি পুষ্পচাপঃ স্বকার্য্যসিদ্ধিং পুনরাশশংসে ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়।—(পুনঃ কিম্ভূতা ?)—স্থানবিদা (নিক্ষেপ-যোগ্যস্থান-জ্ঞান-নিপুণেন) স্মরেণ ন্যাসীকৃতাং, কার্ম্মুকস্য দ্বিতীয়াং মৌর্ব্বীম্ ইব (স্থিতাং), নিতম্বাৎ স্রস্তাং (গলিত-প্রায়াং) কেশরদামকাঞ্চীং (বকুলমালিকারশনাং) পুনঃপুনঃ অবলম্বমানা (স্থিতা) ॥ ৫৫ ॥

সুগন্ধি-নিশ্বাস-বিবৃদ্ধ-তৃষ্ণং বিম্বাধরাসন্নচরং দ্বিরেফং, প্রতিক্ষণং সম্ভ্রমলোলদৃষ্টিঃ (সতী) লীলারবিন্দেন নিবারয়ন্তী (স্থিতা) ॥ ৫৬ ॥

সর্ব্বাবয়বানবদ্যাং রতেঃ অপি হ্রী-পদম্ আদধানাং তাং (পার্ব্বতীং) বীক্ষ্য পুষ্পচাপঃ জিতেন্দ্রিয়ে শূলিনি (বিষয়ে) স্বকার্য্যসিদ্ধিং পুনঃ আশশংসে ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গার্থ।—"বকুল-মালাকে তিনি চন্দ্রহার করিয়া পরিয়াছিলেন, তাহা আবার নিতম্বদেশ হইতে বার বার খসিয়া পড়িতেছিল এবং বার বার তিনি হস্ত দ্বারা তাহা ধারণ করিতেছিলেন। তাঁহার নিতম্ব-বর্ত্তিনী সেই বকুল মালা দর্শন করিলে জ্ঞাত হইত যেন, কামদেব আপন ধনুকের আর একটি গুণ (ছিলা) ঐ স্থানে, উহার নিতম্ব-বিম্বে গচ্ছিত রাখিয়াছিল।" (কৃষ্ণকমল) ॥ ৫৫ ॥

"একটি ভ্রমর তাঁহার সুরভি নিশ্বাসে আকৃষ্ট হইয়া বিম্ব-ফলতুল্য অধরের সন্নিধানে ভ্রমণ করিতেছিল। তাহার দংশন-ভয়ে তিনি চঞ্চল-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে করিতে হস্তস্থিত পদ্ম দ্বারা তাহাকে নিবারণ করিতেছিলেন।" (কৃষ্ণকমল) ॥ ৫৬ ॥

"তাঁহাকে দেখিলে কাম-কান্তা রতি পর্য্যন্ত লজ্জা পান, এরূপ দোষস্পর্শশূন্যা সৌন্দর্য্যশালিনী সেই বালাকে দর্শন করিয়া কামদেবের মনে এই আশার সঞ্চার হইল যে, মহাদেব যতই জিতেন্দ্রিয় হউন, ইঁহার সাহায্যে তাঁহার প্রতি বাণপ্রয়োগপূর্ব্বক নিজ কার্য্যসিদ্ধি করিলেও করিতে পারেন।" (কৃষ্ণকমল) ॥ ৫৭ ॥

বড় দর্প করিয়া মদন-বন্ধু বসন্ত মদনের আগে আগে আসিয়াছিলেন, তিনি অবসন্ন হইয়া সে-ই হর-তপোবনের বহির্দ্দেশে পড়িয়া আছেন। রুদ্রাঙ্কচর নন্দীর সেই তর্জ্জনী-কম্পন স্মরণ করিয়া, তাঁহার আর নড়িবারও সাহস হইতেছে না। বড় দর্প করিয়া ফুলবাণ মদন আসিয়াছিলেন, তিনিও অবসন্নকলেবরে পিনাক-পাণির ধ্যানগৃহে "দারুভূতো মুরারিঃ"—হইয়া পড়িয়া রহিয়াছেন। বিষমাক্ষের সমাধিভঙ্গ করে, ত্রিজগতে কাহার এমন সামর্থ্য !

নব-জল-সম্ভৃত-নিবিড়মেঘাবৃত গগনের ন্যায়, সেই তপোবনস্থলী নীরব, নিস্পন্দ, প্রশান্ত। একটি পত্র-কম্পনের শব্দ পর্য্যন্তও শ্রুত হয় না। এমনই সেই স্থানের অবস্থা। এমন সময়ে গিরিরাজ-নন্দিনী গৌরী দুইটি সখীর সহিত তথায় দর্শন দিলেন। সে সৌন্দর্য্য-তরঙ্গিণীর লাবণ্য-তরঙ্গে অকস্মাৎ তাবৎ তপোবন সমুদ্ভাসিত ও আলোকিত হইল। বালিকা পার্ব্বতী বসন্তের ফুলে, বসন্তের পল্লবে বিচিত্র সাজসজ্জা করিয়াছেন। বকুলফুলের চন্দ্রহার গাঁথিয়া নিতম্বে পরিয়াছেন। কত-কি করিয়াছেন ! সে রূপের, সে সৌন্দর্য্যের ত্রিজগতে তুলনা নাই। কালিদাসের অক্ষয় তুলিকা ব্যতিরেকে তাহার অঙ্কন অসম্ভব।

স্তনভার-নমিতাঙ্গী, বসন্ত-পুষ্পাভরণা সেই কল্পা-কুল-ললামরূপিণী পার্ব্বতীকে দর্শন করিয়া মদনের অবসন্ন হৃদয় কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইল। মদন ভাবিলেন, "এবার পারিব, এমন অস্ত্র যখন সম্মুখে, তখন আর ভাবনা কি ?" কুসুম-বাণ এবার বাণক্ষেপ করিতে কোমর বাঁধিলেন। ও দিকে,—সমাধি-কুঞ্জের বহির্দ্দেশে বসন্ত অবসন্ন-দেহে পড়িয়া আছেন,—তিনিও সুবাতাস বুঝিয়া আবার সাঁজোয়া আঁটিলেন। তবে বসন্ত একটা মতলব ঠাওরাইলেন, ভাবিলেন যে, এবার আর একাকী যাইবেন না, কিংবা পূর্ব্ববৎ, নন্দী বা মহাদেবকে প্রত্যক্ষভাবে দেখা দিবেন না, এবার পরোক্ষভাবে তাঁহার সম্মুখীন হইবেন। তাই ঋতুরাজ সেই নিয়মবতী গিরিরাজনন্দিনীকে পাইয়া তাঁহারই দেহ আশ্রয় করিয়া পুনরায় ত্র্যম্বকসমীপে উপস্থিত হইলেন। সুখোস,

ভবিষ্যতঃ পত্যুরুমা চ শম্ভোঃ সমাসসাদ প্রতিহারভূমিম্।
যোগাৎ স চান্তঃ পরমাত্মসংজ্ঞং দৃষ্ট্বা পরং জ্যোতিরুপাররাম॥ ৫৮ ॥

ততো ভুজঙ্গাধিপতেঃ ফণাগ্রৈরধঃ কথঞ্চিদ্ধৃতভূমিভাগঃ।
শনৈঃ কৃতপ্রাণবিমুক্তিরীশঃ পর্য্যঙ্ক-বন্ধং নিবিড়ং বিভেদ॥ ৫৯ ॥

তস্মৈ শশংস প্রণিপত্য নন্দী শুশ্রূষয়া শৈলসুতামুপেতাম্।
প্রবেশয়ামাস চ ভর্ত্তুরেনাং ভ্রূক্ষেপ-মাত্রানুমত-প্রবেশাম্॥ ৬০ ॥

অন্বয়ঃ—উমা চ ভবিষ্যতঃ পত্যুঃ শম্ভোঃ প্রতিহারভূমিং (দ্বারদেশং) সমাসসাদ, সঃ (শম্ভুশ্চ অন্তঃ) পরমাত্মসংজ্ঞং পরং (মুখ্যং) জ্যোতিঃ দৃষ্ট্বা যোগাৎ (ধ্যানাৎ) উপাররাম॥ ৫৮ ॥

ততঃ ভুজঙ্গাধিপতেঃ ফণাগ্রৈঃ অধঃ কথঞ্চিৎ ধৃত-ভূমিভাগঃ, শনৈঃ কৃতপ্রাণবিমুক্তিঃ ঈশঃ নিবিড়ং পর্য্যঙ্কবন্ধং বিভেদ (শিথিলীচকার)॥ ৫৯ ॥

(অথ) নন্দী তস্মৈ (ভগবতে) প্রণিপত্য শুশ্রূষয়া (নিমিত্তেন) উপেতাং শৈলসুতাং শশংস। ভর্ত্তুঃ ভ্রূক্ষেপ-মাত্রানুমতপ্রবেশাম্ এনাং প্রবেশয়ামাস চ॥ ৬০ ॥

বঙ্গার্থ।—মদন যখন আপন মনে বোঝা-পড়া করিতে-ছেন, তেমনই সময়ে উমা গিয়া তাঁহার ভবিষ্যৎ হৃদয়েশ্বরের সমাধিকুটীরের দ্বারদেশে দেখা দিলেন, এদিকে ঠিক সেই সময়েই, সেই যোগেশ্বর শম্ভুও হৃদয়মধ্যে পরমাত্মা-নামক পরাৎপর জ্যোতিঃ দর্শনপূর্ব্বক কিয়ৎকালের জন্য যোগ হইতে বিরত হইলেন॥ ৫৮ ॥

যোগবিরত মহাদেব ধীরে ধীরে প্রাণায়াম-রুদ্ধ প্রাণবায়ুকে যেমন পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন, অমনি তাঁহার দেহও পূর্ব্বাবস্থাপন্ন, সুতরাং বিষম ভারযুক্ত হইল। যে স্থানে তিনি যোগমগ্ন ছিলেন, সেই স্থানটা প্রস্তরময়, সেই পর্ব্বত-গাত্রটা যেন বসিয়া যাইতে চাহিল, তাই ধরিত্রীধারণকারী বাসুকি নাগ স্বীয় ফণাগ্রভাগের দ্বারা খুব জোরের সহিত নিম্ন হইতে সেই স্থানটাকে যেন উঁচু করিয়া ধরিলেন, আর বীরাসনবদ্ধ শিব তাঁহার সেই সুদৃঢ় বীরাসনও শিথিল করিয়া দিলেন॥৫৯॥

দ্বাররক্ষক নন্দী গিয়া মহাদেবকে যেমন জানাইলেন যে, শৈলেন্দ্রপুত্রী সেবা করিবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন, অমনি মহাদেবও ভ্রূকম্পন দ্বারা তাঁহাকে প্রবেশের অনুমতি দিলেন এবং নন্দীও উমাকে সাধনকুঞ্জে প্রবেশ করাইলেন॥ ৬০ ॥

ময়ূচূলা প্রভৃতি পরিয়া ডাকাতি করিতে গেলেন। এই তাৎপর্য্যটুকু বুঝাইবার জন্য কালিদাস নানাবিধ বসন্ত-পুষ্পাভরণে সুসজ্জিত করিয়া, পার্ব্বতীকে ধ্যানস্থ ত্রিলোচনের সম্মুখবর্ত্তিনী করিয়াছেন। রূপাঙ্গী গৌরী আতাম্র নব বসন্ত-পল্লবাদির সজ্জার ভারে যেন ঈষদবনতদেহে শশাঙ্কশেখরের সম্মুখীন হইলেন। কন্দর্প, হর-সমাধি-ভঙ্গের সেই অকস্মাদুপনত শাণিত অস্ত্রের দিকে নির্নিমেষনেত্রে বার বার নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। রতির পতি বলিয়া কন্দর্প চিরকাল বড়ই গর্ব্ব করিয়া থাকেন। যখন রতিকে সঙ্গে আনেন, তখন ভাবিয়াছিলেন, আমার রতি যখন স্বয়ং যাইতেছেন তখন আর ভাবনা কি? অপর কোনো বিশেষ অস্ত্রের, বোধ হয়, আর প্রয়োজনই হইবে না। কিন্তু মহাদেব পর্য্যন্ত গিয়া পঁহুছিবার পূর্ব্বেই মহাদেবের অনুচর নন্দীকে দেখিয়া কন্দর্প বুঝিলেন যে, না,—এতাদৃশ অস্ত্রের সাহায্যে ত্রিপুরারিকে বিজয় করা যাইবে না। তারপর, ধ্যানমগ্ন ত্রিলোচনকে দর্শন করিয়া মদন চমকিত হইলেন এবং তখন আরও বুঝিলেন যে, এ শক্তি জয় করিতে হইলে, এ দুর্জ্জয় এবং দুর্ভেদ্য দুর্গ ভগ্ন করিতে হইলে, তাঁহার যে সমস্ত সাধারণ অস্ত্র-শস্ত্র আছে, তাহাতে হইবে না। তদপেক্ষা দৃঢ়তর ও অসাধারণ অস্ত্রের প্রয়োজন। মদন যখন এই প্রকার চিন্তায় আকুল হইয়া আকাশ-পাতাল ভাবিতেছেন, তখন—, সেই মাহেন্দ্রক্ষণে পার্ব্বতী উপস্থিত হইলেন। কালিদাস, অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায়, বড় সময় বুঝিয়া, পার্ব্বতীরূপ কস্তূরী-ভৈরবের প্রয়োগে মদনের অবসন্ন হৃদয় সবল করিলেন। তখন মন্মথ, সেই বসন্ত-কুসুম-সম্ভার-নতাঙ্গী প্রতিমার দর্শনে আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, এই সময়ে যদি একটা বাণক্ষেপ করিতে পারিতেন, তাহা হইলে, জিতেন্দ্রিয় শূলী পিনাক-পাণি নিশ্চয়ই বিদ্ধ হইতেন। এইভাবে একবার পার্ব্বতীর দিকে, একবার বিরূপাক্ষের দিকে চাহিতে চাহিতে মদন দাঁড়াইয়া রহিলেন। আরও একটু সুযোগের অপেক্ষা করিতে লাগিলেন॥ ৫৫-৬০॥

তস্যাঃ সখীভ্যাং প্রণিপাতপূর্ব্বং স্বহস্তলূনঃ শিশিরাত্যয়স্য।
ব্যকীর্য্যত ত্র্যম্বক-পাদ-মূলে পুষ্পোচ্চয়ঃ পল্লব-ভঙ্গ-ভিন্নঃ ॥ ৬১ ॥
উমাপি নীলালক-মধ্য-শোভি বিস্রংসয়ন্তী নবকর্ণিকারম্।
চকার কর্ণচ্যুত-পল্লবেন মূর্দ্ধ্না প্রণামং বৃষভধ্বজায় ॥ ৬২ ॥
অনন্যভাজং পতিমাপ্নুহীতি সা তথ্যমেবাভিহিতা ভবেন।
ন হীশ্বরব্যাহৃতয়ঃ কদাচিৎ পুষ্ণন্তি লোকে বিপরীতমর্থম্ ॥ ৬৩ ॥
কামস্তু বাণাবসরং প্রতীক্ষ্য পতঙ্গবদ্ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ।
উমা-সমক্ষং হর-বদ্ধ-লক্ষ্যঃ শরাসনজ্যাং মুহুরামমর্শ ॥ ৬৪ ॥

অন্বয়।—তস্যাঃ (পার্ব্বত্যাঃ) সখীভ্যাং (পূর্ব্বোক্তাভ্যাং) স্বহস্তলূনঃ পল্লবভঙ্গভিন্নঃ শিশিরাত্যয়স্য (সম্বন্ধী) পুষ্পোচ্চয়ঃ ত্র্যম্বকপাদমূলে প্রণিপাতপূর্ব্বং ব্যকীর্য্যত ॥ ৬১ ॥

উমা অপি নীলালকমধ্যশোভি নবকর্ণিকারং বিস্রংসয়ন্তী (সতী) কর্ণচ্যুতপল্লবেন মূর্দ্ধ্না বৃষভধ্বজায় প্রণামং চকার ॥৬২॥

সা (কৃত-প্রণামা উমা) ভবেন, অনন্যভাজং পতিম্ আপ্নুহি—ইতি তথ্যম্ এব অভিহিতা। তথাহি—ঈশ্বর-ব্যাহৃতয়ঃ কদাচিৎ লোকে বিপরীতম্ অর্থং ন পুষ্ণন্তি ॥৬৩॥

কামঃ তু বাণাবসরং প্রতীক্ষ্য পতঙ্গবৎ বহ্নিমুখং বিবিক্ষুঃ (সন্) উমা-সমক্ষং হরবদ্ধলক্ষ্যঃ (সন্) শরাসনজ্যাং মুহুঃ আমমর্শ ॥ ৬৪ ॥

বঙ্গার্থ।—যোগস্থ শূলপাণির সম্মুখে গৌরী যখন দণ্ডায়মানা, তখন তাঁহার সেই বনদেবতা সখীদ্বয়, তাঁহাদের স্বহস্তাবচিত, বসন্তের ফুল, বসন্তের পল্লব রাশীকৃত করিয়া ত্রিলোচনের চরণ-মূলে অঞ্জলি দিলেন ॥ ৬১ ॥

এদিকে পার্ব্বতীও তাঁহার চিরবাঞ্ছিত চন্দ্রশেখরকে প্রণাম করিলেন। প্রণাম-কালে, তাঁহার আনত মস্তক হইতে নীলবর্ণ কেশকলাপের মধ্যে শোভমান নবীন কর্ণিকার-কুসুম এবং কর্ণের অবতংসরূপী নব-পল্লব যুগপৎ ভূমিতলে খসিয়া পড়িল। উমার এই অনিচ্ছা-কৃত হাবভাবের প্রকাশে রুদ্রের কিন্তু কোনোই ভাবান্তর ঘটিল না। অধিক কি, একজন ত্রিলোকসুন্দরী যুবতী যে অমন করিয়া প্রণাম করিতেছেন, তাহা সেই স্থাণুর গোচরেই আসিল না, তিনি এমনই "বৃষভ-ধ্বজ" ॥ ৬২ ॥

কিন্তু মহাদেব প্রণতা পার্ব্বতীকে একটি প্রাণভরা আশীর্ব্বাদ করিলেন,—কহিলেন,—"এমন পতি প্রাপ্ত হইও, যিনি তোমাকে ছাড়া আর কাহারও দিকে কখনো চাহিবেনও না।" মহাদেবের আশীর্ব্বাদ পরবর্ত্তী জীবনে পার্ব্বতীর পক্ষে বর্ণে বর্ণে সফল হইয়াছিল। আর তা' না হইবেই বা কেন? শিবের ন্যায় সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের উক্তি কি কখনো ব্যর্থ—অলীক হইতে পারে? কদাচ নহে। ৬৩ ॥

কন্দর্প দেখিলেন—এই প্রকৃষ্ট অবসর,—তিনি অমনিই তাঁহার ফুলের ধনুকখানি তুলিয়া ধরিয়া শরব্য বিরূপাক্ষকে লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। মতলব,—যেমন গৌরী আর একটু অগ্রসর হইবেন, অমনি কুসুমধন্বাও তাঁহার কুসুমের বাণটি নিক্ষেপ করিবেন। "কামের নিতান্ত আগ্রহ যে, শিবের লোচনবহ্নিতে পতঙ্গের ন্যায় দগ্ধ হয়েন, অতএব, যখন মহাদেব পার্ব্বতীকে আশীর্ব্বাদ করেন, সেই সময়ে কাম, কখন্ বাণ মারি,—ইহাই ভাবিতেছিলেন এবং শিবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া ধনুকের ছিলা বার বার স্পর্শ করিতেছিলেন। কিন্তু বিরূপাক্ষের ভীষণ মূর্ত্তি দর্শনে, কোনোক্রমেই সাহসে ভর করিয়া বাণক্ষেপ করিতে পারলেন না।" (কৃষ্ণকমল) ॥ ৬৪ ॥

তাৎপর্য্য।—যে দ্রব্যের যে গুণ, যে শক্তি, তাহা সর্ব্বত্রই বিদ্যমান থাকে। কোনো স্থলেই তাহার একেবারে বিলোপ হয় না। তবে স্থলভেদে, সেই শক্তির কিঞ্চিৎ তারতম্য ঘটে মাত্র। বিষপানে অন্যের প্রাণনাশ নিশ্চিত, মৃত্যুঞ্জয়ের প্রাণনাশ হইয়াছিল না বটে, কিন্তু বিষের জ্বালায় তাঁহারও কণ্ঠ নীল হইয়াছিল। মন্মথ যেমন সম্মোহন বাণটি ধনুকের ছিলায় সন্ধান করিলেন, অমনি মহাদেবেরও হৃদয় যেন একটু কেমন করিয়া উঠিল। ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ, প্রভৃতির কেহ হইলে হয়ত, ঐ বাণের সন্ধানমাত্রেই তিনি মদনের নিকট "পরিহার" মানিতেন। জিতেন্দ্রিয় শূলপাণির ততদূর হইল না সত্য, কিন্তু তাঁহার মনটা যেন কেমন একটু "খচ্" করিয়া উঠিল।

অথোপনিন্যে গিরিশায় গৌরী তপস্বিনে তাম্ররুচা করেণ।
বিশোষিতাং ভানুমতো ময়ূখৈর্মন্দাকিনীপুষ্করবীজমালাম্ ॥ ৬৫ ॥
প্রতিগ্রহীতুং প্রণয়িপ্রিয়ত্বাৎ ত্রিলোচনস্তামুপচক্রমে চ।
সম্মোহনং নাম চ পুষ্পধন্বা ধনুষ্যমোঘং সমধত্ত বাণম্ ॥ ৬৬ ॥
হরস্তু কিঞ্চিৎপরিবৃত্ত-ধৈর্য্যশ্চন্দ্রোদয়ারম্ভে ইবাম্বুরাশিঃ।
উমামুখে বিম্বফলাধরোষ্ঠে ব্যাপারয়ামাস বিলোচনানি ॥ ৬৭ ॥
বিবৃণ্বতী শৈলসুতাপি ভাবমঙ্গৈঃ স্ফুরদ্‌বালকদম্বকল্পৈঃ।
সাচীকৃতা চারুতরেণ তস্থৌ মুখেন পর্য্যস্ত-বিলোচনেন ॥ ৬৮ ॥

অন্বয়।—অথ গৌরী তপস্বিনে গিরিশায় তাম্ররুচা করেণ ভানুমতঃ ময়ূখৈঃ বিশোষিতাং মন্দাকিনী-পুষ্কর-বীজ-মালাম্ উপনিন্যে ॥ ৬৫ ॥

ত্রিলোচনঃ চ প্রণয়ি-প্রিয়ত্বাৎ তাং (পুষ্করবীজ-মালাং) প্রতিগ্রহীতুম্ উপচক্রমে, পুষ্পধন্বা চ সম্মোহনং নাম অমোঘং বাণং ধনুষি সমধত্ত ॥ ৬৬ ॥

হরঃ তু (অপি) চন্দ্রোদয়ারম্ভে অম্বুরাশিঃ ইব কিঞ্চিৎ পরিবৃত্ত-ধৈর্য্যঃ (সন্) (ন তু প্রাকৃতজনবৎ অত্যন্ত-লুপ্ত-ধৈর্য্যঃ) বিম্বফলাধরোষ্ঠে উমা-মুখে বিলোচনানি (ত্রীণি অপি নয়নানি) ব্যাপারয়ামাস (ত্রিভিরপি নয়নৈঃ দ্রষ্টুমৈচ্ছৎ) ॥ ৬৭ ॥

শৈল-সুতা অপি স্ফুরদ্‌বাল-কদম্ব-কল্পৈঃ অঙ্গৈঃ ভাবং (নির্ব্বিকারচিত্তস্য প্রথম-বিক্রিয়াং) বিবৃণ্বতী চারুতরেণ পর্য্যস্ত-বিলোচনেন মুখেন সাচীকৃতা (চ সতী) তস্থৌ (লজ্জয়া মুখং বিবৃত্য স্থিতা) ॥ ৬৮ ॥

বঙ্গার্থ।—পার্ব্বতী মন্দাকিনী হইতে স্বহস্তে পদ্ম-চয়ন-পূর্ব্বক, উহার বীজ সূর্য্যাতপে শুষ্ক করিয়া, সেই সকল ভ্রমর-কৃষ্ণ পদ্মবীজ দিয়া একছড়া অতি সুন্দর জপ-মালা গাঁথিয়াছিলেন, আজি সেই মালা, স্বীয় পল্লবপ্রতিম করে লইয়া, ভক্তিপূর্ণ-হৃদয়ে, শশাঙ্ক-শেখরের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। বাসনা—বাঞ্ছিতের চরণে উপহার দিবেন ॥ ৬৫ ॥

ভক্তবৎসল, প্রণয়ীর প্রিয় ত্রিলোচন, যেমন সেই মালা গৌরীর অরুণ কর-কিসলয় হইতে গ্রহণ করিবার জন্য হস্ত উত্তোলনের উপক্রম করিলেন, অমনি পুষ্প-ধন্বাও তাঁহার ত্রি-ভুবন-মোহন, সকল বাণের শ্রেষ্ঠ, "অমোঘ" "সম্মোহন" বাণ কুসুমধনুতে যোজন করিলেন। বাণ আর নিক্ষেপ করিতে হইল না ; কেবল ধনুকে বাণটি সন্ধান করিলেন। মদনের ভরসা,—পার্ব্বতী যখন সম্মুখবর্ত্তিনী, তখন শুধু বাণটা উঁচাইলেই হইবে, ক্ষেপ আর করিতে হইবে না ॥ ৬৬ ॥

কন্দর্পের এই বাণ-সন্ধানের ফলে, চন্দ্রোদয়ের প্রারম্ভ-কালে, অম্বুরাশি যেমন ঈষৎ চঞ্চল হইবার মত হয়, মহাদেবেরও ধৈর্য্য সেইরূপ কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইল। বিম্বোষ্ঠি উমার বদনকমলের দিকে, তাঁহার তিন নয়নই যেন যুগপৎ পতিত হইবার উপক্রম করিল ॥ ৬৭ ॥

এদিকে "শৈলসুতারও" কিঞ্চিৎ ভাবান্তর ঘটিল। তাঁহার দেহযষ্টি "স্ফুরদ্‌-বাল-কদম্বের" ন্যায় কণ্টকিত হইল। তিনি তখন ব্রীড়াপ্রযুক্ত, মহাদেবের দিকে আর চাহিতে পারিলেন না। তিনি কেবল আনত-নয়নে মুখখানি ফিরাইয়া, ত্রিলোচনের সম্মুখে আলেখ্য-লিখিতার ন্যায় নিস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়া রহিলেন ॥ ৬৮ ॥

রতি-বসন্ত-মদন—তিনজনে মিলিয়া যোগীশ্বরের যোগভঙ্গ করিতে আসিয়াছিলেন। অন্য কোনো দেবতার পক্ষে এ তিনের প্রয়োজন নাই। একজনই যথেষ্ট। দেবাদিদেব মহাদেবের, ত্রিপুরারি বিরূপাক্ষের ধ্যানভঙ্গ করিতে হইবে, তাই এই ত্র্যহস্পর্শ। এই ত্র্যহস্পর্শের প্রভাব সম্পূর্ণরূপে বিফল হইবার নহে, বা হইতে পারেও না। হইলে স্বভাবের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হয়। যে বস্তুর যে বিধিদত্ত শক্তি, তাহার অন্যথা ঘটে। তাই দেবাদিদেব মহাদেবেরও ধৈর্য্য কিঞ্চিৎ চঞ্চল হইল। দেবীর দেবী পার্ব্বতীর কিঞ্চিৎ ভাবান্তর ঘটিল, আর রতি-মদন-বসন্ত এই ত্র্যহস্পর্শের প্রয়াসও কথঞ্চিৎ সফল হইল। অমরার অন্য ললনার ন্যায়, শচী-সরস্বতীর ন্যায়, পার্ব্বতীর কোনরূপ উল্লেখযোগ্য বিকার ঘটে নাই। তবে বস্তুধর্ম্মে

অথেন্দ্রিয়ক্ষোভমযুগ্মনেত্রঃ পুনর্বশিত্বাদ্বলবন্নিগৃহ্য ।
হেতুং স্বচেতোবিকৃতের্দিদৃক্ষুর্দিশামুপান্তেষু সসর্জ দৃষ্টিম্ ॥ ৬৯ ॥
স দক্ষিণাপাঙ্গ-নিবিষ্ট-মুষ্টিং নতাংসমাকুঞ্চিত-সব্যপাদম্ ।
দদর্শ চক্রীকৃত-চারু-চাপং প্রহর্ত্তুমভ্যুদ্যতমাত্ম-যোনিম্ ॥ ৭০ ॥

অন্বয়।—অথ অযুগ্ম-নেত্রঃ বশিত্বাৎ ইন্দ্রিয়ক্ষোভং পুনঃ বলবৎ (যথা তথা) নিগৃহ্য স্বচেতোবিকৃতেঃ হেতুং দিদৃক্ষুঃ দিশাম্ উপান্তেষু দৃষ্টিং সসর্জ (প্রসারয়ামাস) ॥ ৬৯ ॥

সঃ (বিষমাক্ষঃ) দক্ষিণাপাঙ্গ-নিবিষ্টমুষ্টিং নতাংসম্ আকুঞ্চিত-সব্য-পাদং চক্রীকৃত-চারু-চাপং প্রহর্ত্তুম্ অভ্যুদ্যতম্ আত্মযোনিং (মনোভবং) দদর্শ ॥ ৭০ ॥

বঙ্গার্থ।—বিষমাক্ষ, স্বীয় চিত্তের এই আকস্মিক চাঞ্চল্যে বিষম বিরক্ত হইলেন এবং নিমেষমধ্যেই জিতেন্দ্রিয়তার প্রভাবে চিত্ত-চাঞ্চল্য সমূলে নিগৃহীত করিয়া, কেন এমন হইল,—কে এমন করিল, চিত্তের এ বিকৃতির কারণ কি ?—দেখিবার জন্ত চারিদিকে রোষরক্ত-নয়নে চাহিতে লাগিলেন ; এবং তিনি—॥ ৬৯ ॥

অদূরে, "চক্রীকৃত-চারু-চাপ," "দক্ষিণাপাঙ্গ-নিবিষ্টমুষ্টি," "নতাংস," "আকুঞ্চিত-সব্য-পাদ," বাণক্ষেপোদ্যত মদনকে দেখিতে পাইলেন ॥ ৭০ ॥

বালিকার অঙ্গলতিকা অকস্মাৎ রোমাঞ্চিত হইল মাত্র। তিনি অমনিই ঈষদ্ বিবৃত্ত বদনে ও অধোনয়নে আত্ম-সংযম করিয়া লইলেন, আর মহাদেব নিমেষমধ্যেই পূর্ব্ববৎ স্থির ধীর হইয়া অপ্রকম্প্যভাব ধারণ করিলেন।

দুষ্কার্য্যের ফলভোগ সকলকেই করিতে হয়। আজ মদনকেও করিতে হইল।—সব ফুরাইল! দেবতাদের এত আয়োজন, উদ্‌যোগ, আড়ম্বর—সমস্তই একনিমেষে কোথায় উড়িয়া গেল। স্বর্গরাজ্যের উদ্ধার বুঝি আর হইল না! মদন ভস্মীভূত হইলেন। পার্ব্বতীর প্রথম পরীক্ষার শেষ হইল। তাঁহার হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িল। ইন্দ্রাদি-দেবগণ-রচিত হর-সমাধিভঙ্গ-নাটকের যবনিকা পতিত হইল।

মদন, রতি ও বসন্ত—তিনজনে একযোগে বিরূপাক্ষের ধ্যানভঙ্গ করিতে আসিয়াছিলেন ; মদন হর-নয়নানলে ভস্মীভূত, রতি মূর্চ্ছিত ; বসন্ত পার্ব্বতীর দেহ আশ্রয় করিয়াছিলেন,—সুতরাং পার্ব্বতীর তিরোধানের সহিত তিনিও তিরোহিত হইলেন। মহাদেব বিরক্ত হইয়া সদল-বলে কোথায় চলিয়া গেলেন! এক মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে যে "স্থাণ্বাশ্রম" রতিমদনবসন্ত ও গৌরীর উপস্থিতিতে বিলাসের তরঙ্গে, আনন্দের প্রবাহে ভাসিতেছিল, হঠাৎ—একান্ত অতর্কিতে তাহা ভীষণ শ্মশানে পরিণত হইল। ভস্মীভূত কন্দর্পের ভস্মময় কঙ্কাল, সেই মহাশ্মশানের রৌদ্রমূর্ত্তি যেন আরও ভয়ঙ্কর করিয়া তুলিল! কালিদাসের অতুল কল্পনার প্রভাবে, মধুর প্রভাতকালে অকস্মাৎ যেন গভীর অমানিশীথিনীর আবির্ভাব হইল! বিষাদের "সূচী-ভেদ্য" অন্ধকার প্রফুল্ল বনস্থলীকে আবৃত করিল!

ইন্দ্রাদি দেবগণ এই দুষ্কর কার্য্য-সাধনের জন্ত, "অচুত্তরঙ্গ"-জলনিধিরূপী প্রশান্তহৃদয় মহাদেবের চিত্তে বিক্ষোভ জন্মাইবার জন্ত কি আশ্চর্য্য ষড়যন্ত্রই না করিয়াছিলেন! শ্মশানচারী, বিভূতিভূষণ, মহাযোগী ভূতনাথের ধ্যানভঙ্গ করিতে হইবে, বহির্জগতের অলীক সৌন্দর্য্যে যিনি নিস্পৃহ, তাদৃশ সংসারবিরক্ত মহান্ সন্ন্যাসীর সন্ন্যাস-ভঙ্গ করিতে হইবে, পতিনিন্দা-শ্রবণে যেদিন দাক্ষায়ণী সতী দেহত্যাগ করিয়াছিলেন, সেই দিন হইতে যে সতীকান্ত সাধ্বী দক্ষ-দুহিতার অন্তঃসৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া, বহির্জগতের সমস্ত বাসনা পরিহারপূর্ব্বক, পর্ব্বতে পর্ব্বতে, শ্মশানে শ্মশানে, সতীর অস্থি-ভস্ম প্রভৃতি লইয়া ভ্রমণ করিয়া বেড়ান, তাদৃশ প্রেমসিন্ধুকে সংক্ষোভিত করিতে হইবে, যাহার কল্পনাতেও প্রাণ কাঁপিয়া উঠে, তাদৃশ দুষ্কর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। তাই দেবতারা দেখিলেন যে, এবংবিধ প্রশান্তহৃদয়ে বহির্জগতের প্রভাববিস্তার অসম্ভব, তবে প্রয়াস করিলে, হয়ত অন্তর্জগতের কথঞ্চিৎ ছায়াপাত তাহাতে করা যাইলেও যাইতে পারে। কিন্তু অন্তর্জগৎ একেবারে বহির্জগদ্ নিরপেক্ষ হইয়া কার্য্য সুসম্পন্ন করিতে যে কতদূর সমর্থ, তাহা চিন্তার বিষয়। তাই দেবগণ, বসন্ত ও রতিমদনের সম্মিলন করিয়া বহিরন্তর—উভয় জগতের বিচিত্র সমাবেশ সাধনপূর্ব্বক, অধিকতর মনোহর উপায়ে, হর-সমাধিভঙ্গের চেষ্টা করিলেন। অলঙ্কারশাস্ত্রানুসারে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, রতি অনুরক্ত হৃদয়ের স্থায়িভাব, আর সেই রতিবিষয়ে যে অভিলাষ বা কাম, তাহা ব্যভিচারিভাব এবং বসন্ত বর্ষা-প্রভৃতি হৃদয়ের উল্লাসকর পদার্থসমূহ উদ্দীপন বিভাব। বসন্তাদি হৃদয়োন্মাদক পদার্থে চিত্ত প্রথমতঃ উল্লসিত ও উদ্দীপিত হয়,

তপঃ-পরামর্শ-বিবৃদ্ধমন্যোর্ভ্রূভঙ্গ-দুষ্প্রেক্ষ্য মুখস্য তস্য ।
স্ফুরন্নুদর্চ্চিঃ সহসা তৃতীয়াদক্ষ্ণঃ কৃশানুঃ কিল নিষ্পপাত ॥ ৭১ ॥
ক্রোধং প্রভো ! সংহর সংহরেতি যাবদ্ গিরঃ খে মরুতাং চরন্তি ।
তাবৎ স বহ্নির্ভবনেত্রজন্মা ভস্মাবশেষং মদনং চকার ॥ ৭২ ॥

অন্বয়।—তপঃ-পরামর্শ-বিবৃদ্ধ-মন্যোঃ ভ্রূ-ভঙ্গ-দুষ্প্রেক্ষ্য-মুখস্য তস্য (ত্রিনয়নস্য) তৃতীয়াৎ অক্ষ্ণঃ স্ফুরন্ উদর্চ্চিঃ (উজ্জ্বলিত শিখঃ) কৃশানুঃ সহসা নিষ্পপাত কিল ॥ ৭১ ॥

হে প্রভো ! (নিগ্রহে অনুগ্রহে চ সমর্থ !) ক্রোধং সংহর সংহর—ইতি মরুতাং গিরঃ খে (ব্যোম্নি) যাবৎ চরন্তি, তাবৎ ভব-নেত্র-জন্মা সঃ বহ্নিঃ মদনং ভস্মাবশেষং চকার ॥ ৭২ ॥

বঙ্গার্থ।—তপস্যার প্রতি আক্রমণ-নিবন্ধন রুদ্রের ক্রোধের আর সীমা রহিল না। তাঁহার তিন নয়নই ধক্-ধক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। তখন সে নয়ন বা সে মুখের দিকে তাকায়—কাহার সাধ্য ; হঠাৎ বিরূপাক্ষের সেই ঘোরোজ্জ্বল ললাট নয়ন হইতে প্রজ্বলিত অগ্নির শিখা বিনির্গত হইল ॥ ৭১ ॥

এত বড় ব্যাপারে, হয়ত একটা সর্ব্বনাশ ঘটিলেও ঘটিতে পারে, ভাবিয়া, দেববৃন্দ পূর্ব্ব হইতেই আকাশে উপস্থিত ছিলেন। এখন রুদ্র-নয়নের এই অনলোদ্গিরণ দর্শনে, দেবতারা চমকিয়া উঠিলেন এবং মদন ত' গেল—ভাবিয়া "হে প্রভো ! ক্রোধ সংবরণ করুন, ক্রোধ সংবরণ করুন",—বলিয়া চেঁচাইয়া উঠিলেন, কিন্তু তাঁহাদের সেই সমুচ্চ ধ্বনি যখন আকাশে ভাসিতেছিল, মর্ত্ত্যে পৌছায় নাই, তাহারই মধ্যে সেই রুদ্র-নয়ন-জাত অগ্নি মদনকে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিল ॥ ৭২ ॥

তখন সেই উল্লাসময় চিত্তে ভোগের আকাঙ্ক্ষা উদিত হয়। ক্রমে নানাবিধ অভিলাষ বা ব্যভিচারিভাবের উদয়ে হৃদয়ের সেই ভোগাকাঙ্ক্ষা নিরতিশয় বলবতী হইয়া উঠে, সে হৃদয় একান্ত উৎসুক ও উৎকণ্ঠিত হইয়া পড়ে। পরে প্রীতি বা ভোগে সে হৃদয়ের ঔৎসুক্য-উৎকণ্ঠার নামতঃ কথঞ্চিৎ উপশম হয় বটে, কিন্তু কার্য্যতঃ দিন দিন তাহা বাড়িতেই থাকে। কবি, দেবতাদের দ্বারা সেই জন্যই, উদ্দীপন বসন্ত, অভিলাষ বা বাসনারূপী কাম এবং ভোগ বা প্রীতিরূপিণী রতি—এই তিনজনকে প্রেরণ করাইলেন। বসন্তরূপী বহির্জগৎ এবং রতি কামরূপী অন্তর্জগৎ—এই উভয়ের সহায়তায়, এইভাবে ইন্দ্রাদি দেবগণ, দেবাদিদেব শিবের সর্ব্বনাশ সাধনে কোমর বাঁধিলেন। ফল কিন্তু বিপরীত হইল। স্থূলদৃষ্টিতে যাহাকে সুন্দর পদার্থ বলা যায়, তদপেক্ষা সুন্দর পদার্থও এ জগতে আছে। লোকে সংসারের নানাবিধ নশ্বর সৌন্দর্য্যে বিমুগ্ধ হইয়া, যেমন ঘোর সংসারী সাজিয়া সৌন্দর্য্যের উপভোগ করে, তেমনি আবার এই আপাততঃ সুন্দর বলিয়া প্রতীয়মান সংসারব্যাপারে একান্ত ভীত ও কাতর হইয়া, অনেক মনস্বী মহাজনও নিত্য এবং নিরবচ্ছিন্ন সুন্দরতম পদার্থের অন্বেষণে গহন অরণ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই ভোগভূমি সংসারের আপাত-রম্য সৌন্দর্য্য তাঁহাদের নিকট নিতান্ত অলীক—ও অকিঞ্চিৎকর। তাই রতি, মদন ও বসন্ত তিনজনকে সম্মুখে দাঁড় করাইয়া, তাঁহাদের সম্পূর্ণ প্রভাবের দ্বারা সৌন্দর্য্য-তরঙ্গিণী উমার হৃদয় আবেগযুক্ত করিয়া, কবি লাবণ্যময়ী উমাকে যখন ত্রিলোচনের নয়নপথবর্ত্তিনী করিলেন, তখন শঙ্কর সেই বসন্ত-কুসুম-ভূষিতা গৌরীর প্রতি প্রকৃতপ্রস্তাবে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। ভাবাবিল-হৃদয়া নীলালক-মনোহরা উমা যখন প্রণাম করিলেন, প্রণামচ্ছলে চন্দ্রশেখরের চরণে আত্মোপহার দান করিলেন, তখন "বৃষভধ্বজ" যথার্থই বৃষভধ্বজের ন্যায় নির্ব্বিকার রহিলেন। যদিও নৈসর্গিক শাসনানুসারে বিরূপাক্ষের নয়নত্রয় একবার নিমিষের জন্য আরক্ত-গণ্ডস্থলা উমার মুখের দিকে পতিত হইবার উপক্রম করিয়াছিল মাত্র, কিন্তু বশী মহেশ্বর তৎক্ষণাৎ হৃদয় স্থির করিয়া লইলেন। পার্ব্বতীর সেই অপার্থিব রূপে উপেক্ষা প্রদর্শনপূর্ব্বক, অবিনীত মদনের যথোচিত শাস্তিদান করিয়া তিরোহিত হইলেন।

এই হর-সমাধি-ভঙ্গ-ব্যপদেশে কবি দেখাইলেন যে, যে ব্যক্তি একবার, যথার্থভাবে বিষয়-বাসনা ত্যাগ করিতে পারিয়াছে, নশ্বর ভোগের আপাত-রম্যত্ব উপলব্ধিপূর্ব্বক, যে মহাত্মা, অবিনশ্বর, উচ্চতম চিদানন্দ পদার্থের ভাবনায় চিত্ত সমাহিত করিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদের নিকট সকল প্রলোভনই ব্যর্থ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সমবেত শক্তির প্রয়োগেও তাদৃশ দৃঢ়-হৃদয় পুরুষোত্তমের সমাধিভঙ্গ করা যায় না। সে চেষ্টায় সুফল না হইয়া বরং কুফলই হইয়া থাকে। বহিঃ-সৌন্দর্য্য যে কত অলীক, কত ভঙ্গুর, তাহার প্রভাব যে কত অকিঞ্চিৎকর, তাহাই প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত, কবিকর্ত্তৃক-

তীব্রাভিষঙ্গপ্রভবেণ বৃত্তিং মোহেন সংস্তম্ভয়তেন্দ্রিয়াণাম্।
অজ্ঞাত-ভর্ত্তৃ-ব্যসনা মুহূর্ত্তং কৃতোপকারেব রতির্বভূব ॥ ৭৩ ॥
তমাশু বিঘ্নং তপসস্তপস্বী বনস্পতিং বজ্র ইবাবভজ্য।
স্ত্রী-সন্নিকর্ষং পরিহর্ত্তুমিচ্ছন্নন্তর্দধে ভূতপতিঃ সভূতঃ ॥ ৭৪ ॥

অন্বয়।—তীব্রাভিষঙ্গ-প্রভবেণ ইন্দ্রিয়াণাং বৃত্তিং সংস্তম্ভয়তা মোহেন (কর্ত্রা) রতিঃ মুহূর্ত্তম্ অজ্ঞাত-ভর্ত্তৃ-ব্যসনা (সতী) কৃতোপকারা ইব বভূব ॥ ৭৩ ॥

তপস্বী ভূতপতিঃ (রুদ্রঃ) তপসঃ বিঘ্নং তং (কামং) আশু, বজ্রঃ, বনস্পতিম্ ইব, অবভজ্য (ভঙ্‌ক্ত্বা) স্ত্রী-সন্নিকর্ষং পরিহর্ত্তুম্ ইচ্ছন্ সভূতঃ (সন্) অন্তর্দধে ॥ ৭৪ ॥

বঙ্গার্থ।—বিরূপাক্ষের ললাটনেত্র হঠাৎ ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল এবং তাহা হইতে লক্-লক্ করিয়া অগ্নিশিখা বাহির হইল—দেখিয়া, শঙ্কিত-হৃদয়া রতি চমকিয়া উঠিলেন এবং সেই অনল আবার আসিয়া তাঁহার প্রাণাধিকের উপর পড়ে পড়ে দেখিয়া ভীতা কাম-প্রিয়া একেবারে অজ্ঞান হইয়া পড়িলেন। তাঁহার হৃদয়-দেবতার যে কি ঘোর সর্ব্বনাশ ঘটিল, তাহা আর তিনি দেখিতে পাইলেন না। অজ্ঞান, মূর্চ্ছা, সেই ঘোর বিপদের,—সেই জীবনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সর্ব্বনাশের দুঃসহ যাতনা তবুও কিছুকালের জন্য, তাঁহাকে বুঝিতে না দিয়া পরম মিত্রের কার্য্যই করিল ॥ ৭৩ ॥

অকস্মাৎ পতিত বজ্র যেমন বনের প্রকাণ্ড বনস্পতিকে ভগ্ন ও ভস্মীভূত করিয়া অদৃশ্য হয়, তদ্রূপ তপোনিষ্ঠ মহাদেব তপস্যার বিঘ্নভূত সেই কামদেবের নিপাত-সাধন করিয়া স্থির করিলেন যে, নারীজাতির নিকটে আর থাকা নয়,—তাই তৎক্ষণাৎ প্রমথগণের সহিত তথা হইতে অন্তর্হিত হইলেন ॥ ৭৪ ॥

একনিমেষের মধ্যে সৌন্দর্য্যের নিদান মদন ভস্মীভূত, রতি মূর্চ্ছিত, বসন্ত পলায়িত ও পার্ব্বতী পিতার আশ্রিতরূপে চিত্রিত হইলেন। মুহূর্ত্ত-পূর্ব্বে যে বন সৌন্দর্য্যের নন্দন-কানন ছিল, মুহূর্ত্ত পরেই তাহা ভয়াবহ গহন অরণ্যে পরিণত হইল। সৌন্দর্য্য এতই অকিঞ্চিৎকর, এতই তুচ্ছ!

নারদ-মুখে চন্দ্রশেখরের নামমাত্র শ্রবণ করিয়াই, রাজ-পুত্রী গৌরী, উদ্দেশে তাঁহার চরণে মনঃপ্রাণ উৎসর্গ করিয়াছিলেন। দিগম্বর পঞ্চাননের রূপ বা গুণ—কিছুর প্রতিই লক্ষ্য না করিয়া, অথবা তাঁহার কোনো অনুসন্ধানই না করিয়া, কেবল তাঁহার নাম শুনিয়াই পার্ব্বতীর এই আত্ম-সমর্পণ। প্রণয়ের এবংবিধ বিচিত্র স্ফুরণ এই নূতন। বিষয়ান্তর-নিরপেক্ষ স্থাণুর শুধু সেবা করিয়াই পার্ব্বতীর কত তৃপ্তি! শুশ্রূষা করিতে করিতে যদি কোনো সময়ে গৌরীর ক্লান্তি বোধ হয়, তবে তখন তিনি, ধ্যানস্থ নিমীলিত নেত্র চন্দ্রশেখরের পুরোভাগে বসিয়া মুগ্ধ-নয়নে, তাঁহার ললাট-চন্দ্রের দিকে অনিমেষে চাহিয়া থাকেন, ইহাতেই গৌরীর কত আনন্দ, কত তৃপ্তি! শরীরের যত কিছু ক্লান্তি, গ্লানি, অবসাদ,—সমস্ত চন্দ্রচূড়ের ঐ চন্দ্র-কলা-দর্শনে পার্ব্বতীর তিরোহিত হইত,—"নিয়মিত-পরিখেদা তচ্ছিরশ্চন্দ্র-পাদৈঃ।" কি সুন্দর চিত্র! এইভাবে পার্ব্বতীর দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ও ক্রমে বৎসরের পর বৎসর অতিবাহিত হইতে লাগিল। হঠাৎ একদিন তাঁহার সখী বনদেবতারা বসন্তের ফুল, পত্র, পল্লবে তাঁহার কতই-না সাজ সজ্জা করিয়া দিলেন। কিন্তু গ্রহের এমনই বিপাক যে, ঠিক সেই দিনটিতেই ব্যোমকেশের সমাধি-ভঙ্গের জন্য, দেবগণ-প্রেরিত রতি, মদন ও বসন্ত তথায় উপস্থিত। এই ত্রিমূর্ত্তির প্রভাবে, পার্ব্বতী-হৃদয়ে একটু বিকৃতভাব ঘটিবার উপক্রম হইল। এতদিন সরস্বতীর প্রবাহের ন্যায় যে প্রণয় পার্ব্বতীহৃদয়ের অতি নিগূঢ় প্রদেশে লুক্কায়িত ছিল, আজ তাহার কিঞ্চিৎ বহিরুদ্গম হইল। উমার অন্তরের বস্তু যেমন বাহিরে আসিল, অমনি, এতদিনের এত পরিচর্য্যা, এত আত্মসমর্পণ, সমস্তই পণ্ড হইয়া গেল। উমা হৃদয়ের সেই অতুল নিঃস্বার্থ প্রেমে কামের কলঙ্কিনী ছায়ার প্রতিবিম্বনে, তাঁহার এতদিনের সাধ্য-সাধনা সব ব্যর্থ হইল। অমন প্রণয়ের ত্রিসীমাতেও যদি মদনের মলিন করস্পর্শ হয়, কামের গন্ধও থাকে, তবে তাহা বড়ই শোচনীয়, যার পর-নাই খেদজনক। তাই কৃত্তিবাস বিরক্ত হইয়া, পার্ব্বতীর "সন্নিকর্ষ" পরিহার করিলেন। আর সেই সঙ্গে, অমন নির্ম্মল শারদ-চন্দ্রমাকে গ্রাস করিবার লোভে যে রাহু মুখ-ব্যাদান করিতেছিল, সেই দুর্বিনীত মদনকেও ভস্মীভূত করিয়া গেলেন। পার্ব্বতীর ওরূপ নির্ম্মল নিঃস্বার্থ প্রেমে যাহাতে উত্তরকালেও আর মদনের আধিপত্য না পৌঁছিতে পারে, তজ্জন্যই মদনের এই শাস্তি। এই ভস্মে পরিণতি। কবির কবি কালিদাস দেখাইলেন যে, অনল-বিশুদ্ধ হোমের ন্যায় সুবিশুদ্ধ প্রেমে কোনোপ্রকার মালিন্যই জমার যোগ্য নহে। উহা পঞ্চবাণের অধিকার-বহির্ভূত হওয়াই উচিত! বিশুদ্ধ প্রেমে

শৈলাত্মজাপি পিতুরুচ্ছিরসোঽভিলাষং ব্যর্থং সমর্থ্য ললিতং বপুরাত্মনশ্চ।
সখ্যোঃ সমক্ষমিতি চাধিকজাতলজ্জা শূন্যা জগাম ভবনাভিমুখী কথঞ্চিৎ॥ ৭৫॥
সপদি মুকুলিতাক্ষীং রুদ্রসংরম্ভভীত্যা দুহিতরমনুকম্প্যামদ্রিরাদায় দোর্ভ্যাম্।
সুরগজ ইব বিভ্রৎ পদ্মিনীং দন্তলগ্নাং প্রতিপথগতিরাসীদ্বেগদীর্ঘীকৃতাঙ্গঃ॥ ৭৬॥

ইতি তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

অন্বয়।—শৈলাত্মজা অপি উচ্ছিরসঃ (মহতঃ) পিতুঃ অভিলাষং (শিবস্তে পতিরস্তু ইতি মনোরথং) ললিতম্ আত্মনঃ বপুঃ চ ব্যর্থং (নিষ্ফলং) সমর্থ্য (বিচার্য্য) সখ্যোঃ সমক্ষম্ ইতি চ অধিক জাত-লজ্জা (সতী) কথঞ্চিৎ (মহতা ক্লেশেন) ভবনাভিমুখী জগাম॥ ৭৫॥

সপদি অদ্রিঃ (হিমালয়ঃ) রুদ্র-সংরম্ভ-ভীত্যা মুকুলিতাক্ষীম্ অনুকম্প্যাং দুহিতরং দোর্ভ্যাম্ আদায়, দন্ত-লগ্নাং পদ্মিনীং বিভ্রৎ সুরগজঃ ইব, বেগ-দীর্ঘী-কৃতাঙ্গঃ (সন্) প্রতিপথগতিঃ আসীৎ (পশ্চানমনুসৃত্য জগাম)॥ ৭৬॥

বঙ্গার্থ।—এদিকে চিত্রাপিতার ন্যায় দণ্ডায়মানা কিংকর্তব্যবিমূঢ়া পার্ব্বতীও দেখিলেন যে, সমস্তই বৃথা হইল। তাঁহার অত বড় সম্মানী উন্নত পিতার যে সমুন্নত অভিলাষ, তাহা সিদ্ধ হইল না। তাঁহার অমন যে অনিন্দ্যসুন্দর কলেবর, ললিতকান্তি, তাহাও ব্যর্থ হইল। তিনি বুঝিলেন যে, তাঁহার সৌন্দর্য্যের কোনোই মূল্য নাই, উহা অতি অকিঞ্চিৎকর। তাহার উপর আবার সখীদ্বয়ের সমক্ষে বাঞ্ছিত চন্দ্রশেখর কর্তৃক এই অদ্ভুত আতিথ্য-সংঘটনে, তিনি মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া গেলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া নগেন্দ্র-নন্দিনী শূন্যহৃদয়ে ও অবনত-মস্তকে, অতিকষ্টে গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রুদ্রের সেই ভয়ঙ্কর নয়নের ভয়ঙ্করতম অগ্ন্যুদ্গিরণের মুহুর্মুহুঃ স্মরণে, উমার হৃৎপিণ্ড কাঁপিতে লাগিল ও নয়ন মুকুলিত হইয়া আসিল॥ ৭৫॥

হিমালয় পূর্ব্ব হইতেই, কন্যার গতিবিধি, কন্যার অবস্থা, কখন্ কি ঘটে, সতর্কভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিলেন। তিনি এই আসন্ন বিপদে তাড়াতাড়ি, রুদ্র-রোষ-ভীতা নিমীলিত-নয়না দুহিতার নিকটে গেলেন এবং দুই বাহু দ্বারা উমাকে কোলে তুলিয়া লইয়া, দন্ত-সংলগ্ন মৃণালিনীকে লইয়া সুরগজ যেমন আকাশ-পথে ছুটিয়া যায়, তদ্রূপ, বেগভরে স্বদেহ আয়ত করিয়া নিজের বাড়ীর দিকে প্রাণপণে ছুটিতে লাগিলেন॥৭৬॥

মদনের নামগন্ধও একান্ত অসহ্য। আত্মোৎসর্গে কাপট্য থাকিলে চলিবে কেন? তাহাতে কামের গন্ধও যদি থাকে, তবে তাহা তোমার আত্মোৎসর্গ হইল না, তাহা তোমার আত্মনাশেরই রূপান্তর মাত্র! তোমার জন্মজন্ম-সঞ্চিত সৌভাগ্য-ফলে যদি কখনো তুমি বিশুদ্ধ প্রেম-রত্নের অধিকারী হইতে পার এবং যদি আবার তোমারই দুরদৃষ্টফলে সেই বিশুদ্ধ-রত্নে বাসনারূপ কীট প্রবেশ করে, তবে অচিরাৎ তাহার সংস্কার করিয়া লইও। নতুবা মনে রাখিও, ভাগ্যক্রমে তুমি যে অনাবিদ্ধ রত্নের অধিকারী হইয়াছ, সেই দুর্লভ ও অমূল্য রত্ন অচিরেই ঐ কীটদংশনে জীর্ণ-শীর্ণ শতচ্ছিদ্র হইবে। সুতরাং যত সত্বর পার, ঐ দুষ্ট কীটের বিনাশ করিয়া ফেলিও। তাই কবিকুলোত্তম কালিদাস পরম যোগী ত্রিলোচনের দ্বারা মদনকে বলিদান দিয়া পার্ব্বতীর হৃদয়াসীনা প্রেম-প্রতিমার অর্চ্চনা করাইলেন। পার্ব্বতীকে কাম-গন্ধ-শূন্য বিশুদ্ধতম প্রেমের অদ্বিতীয় অধিকারিণী করিলেন।

কবি আরও দেখাইলেন যে প্রেম পণ্য-চর্চ্চার সামগ্রী নহে। উহাতে সাজসজ্জার কোনই প্রয়োজন নাই। যাঁহার অজ্ঞাতসারে তুমি তাঁহাকে মনে মনে আত্ম-উৎসর্গ করিয়াছ, যাঁহার নিকট তোমার কিছুই প্রার্থনীয় নাই, অথচ যিনি তোমার ইহলোক ও পরলোকের একমাত্র প্রার্থনীয়, তাঁহার সম্মুখে আবার সাজসজ্জা কেন? কি প্রলোভনে মা! আজ অকস্মাৎ তোমার এমন সুন্দর বেশভূষার সাধ জন্মিল? অমন নির্ম্মলরত্নে আবার শিল্পচাতুর্য্য কেন? অন্তরের নিত্য-সুন্দর যথার্থ রত্নকে বাহ্য আবরণে সাজাও কেন? উহা তোমার ন্যায় দেবীকুলোত্তমার দেব-হৃদয়ের একান্ত বিসদৃশ! সাজসজ্জায়, তোমার সেই ভস্মাবৃতকায়, শ্মশানচারী, উপাস্য দেবতার কি প্রীতি হইবে? উহাও যে তোমার নিঃস্বার্থ হৃদয়ের পূর্ব্বাপর-বিরোধী। যাহার প্ররোচনায় তোমার এই বুদ্ধিমান্দ্য ঘটিয়াছে, তোমার নিজের হৃদয়কে নিজেই তুমি বিদ্ধ হইতে বসিয়াছ, সর্ব্বাগ্রে তাহাকে—সেই মদনকে উন্মূলিত কর। তারপর তোমার উপাস্য দেবতার সম্মুখীন হইও। এতটা জিনিষ, কবি, মদনভস্মের দ্বারা বুঝাইয়াছেন।

ইতি তৃতীয় সর্গ।

চতুর্থঃ সর্গঃ

অথ মোহপরায়ণা সতী বিবশা কামবধূর্বিবোধিতা।
বিধিনা প্রতিপাদয়িষ্যতা নববৈধব্যমসহ্যবেদনম্ ॥ ১ ॥

অবধানপরে চকার সা প্রলয়ান্তোন্মিষিতে বিলোচনে।
ন বিবেদ তয়োরতৃপ্তয়োঃ প্রিয়মত্যন্ত-বিলুপ্তদর্শনম্ ॥ ২ ॥

অয়ি জীবিতনাথ! জীবসীত্যভিধায়োত্থিতয়া তয়া পুরঃ।
দদৃশে পুরুষাকৃতি ক্ষিতৌ হরকোপানল-ভস্ম কেবলম্ ॥ ৩ ॥

অথ সা পুনরেব বিহ্বলা বসুধালিঙ্গন-ধূসরস্তনী।
বিললাপ বিকীর্ণমূর্দ্ধজা সমদুঃখামিব কুর্ব্বতী স্থলীম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়।—অথ মোহ-পরায়ণা সতী বিবশা কামবধূঃ অসহ্য-বেদনং নব-বৈধব্যং প্রতিপাদয়িষ্যতা বিধিনা বিবোধিতা ॥ ১ ॥

সা (রতিঃ) প্রলয়ান্তোন্মিষিতে (মূর্চ্ছাবসানে উন্মীলিতে) বিলোচনে অবধান-পরে (দিদৃক্ষয়া অবহিতে) চকার। প্রিয়ম্ (কামম্) অতৃপ্তয়োঃ তয়োঃ (নয়নয়োঃ) অত্যন্ত-বিলুপ্ত-দর্শনং (সন্তং) ন বিবেদ ॥ ২ ॥

অয়ি জীবিত-নাথ! জীবসি (কচ্চিৎ) ইতি অভিধায় উত্থিতয়া তয়া (রত্যা) পুরঃ পুরুষাকৃতি কেবলং হর-কোপানল-ভস্ম দদৃশে, (ন তু পুরুষঃ দদৃশে) ॥ ৩ ॥

অথ (ভস্মদর্শনানন্তরং) পুনঃ এব বিহ্বলা বসুধালিঙ্গন-ধূসর-স্তনী বিকীর্ণমূর্দ্ধজা সা (রতিঃ) স্থলীং (বনভূমিং, তত্রত্যান্ প্রাণিনঃ) সমদুঃখাং কুর্ব্বতী ইব বিললাপ ॥ ৪ ॥

বঙ্গার্থ।—কামবধূ রতি এতক্ষণ মোহে অভিভূতা ও বিহ্বলা হইয়া ভূতলে পড়িয়াছিলেন, এতক্ষণে তাঁহার জ্ঞান হইল। নব-বৈধব্যের অসহ্য বেদনা অনুভব করাইবার জন্যই বুঝি বিধাতা তাঁহার চৈতন্য-সম্পাদন করিলেন ॥ ১ ॥

মূর্চ্ছাভঙ্গের পর,—সেই ঘোর মহাপ্রলয় ঘটিবার পর, ধীরে ধীরে তাঁহার নয়ন উন্মীলিত হইল বটে, কিন্তু প্রথমতঃ সে নয়নে তিনি কিছুই দেখিতে পাইলেন না। তাঁহার যেন দেখিবার শক্তি ছিল না। শেষে ক্রমে, রতি, দেখিবার জন্য, স্বপ্ন স্বরূপ পরিগ্রহের নিমিত্ত নিবিষ্ট মনে এদিক্ ওদিক্ চাহিতে লাগিলেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের যাহা প্রধান ও একমাত্র দ্রষ্টব্য, চিরদিন প্রতি-পলকে যাহাকে দেখিয়াও তৃপ্তি হয় নাই, আশা মিটে নাই, তাহাকে, সেই চিরসুন্দর, চির-প্রিয় হৃদয়েশ্বরকে দেখিতে পাইলেন না। সেই বড় সাধের দ্রষ্টব্য যে চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা তিনি প্রথমে বুঝিতেই পারিলেন না ॥ ২ ॥

ওগো আমার হৃদয়ের সম্রাট্! কোথায় তুমি? তুমি কি জীবিত আছ?—বলিয়াই, কম্পিত-গাত্রে উঠিয়া যেমন রতি সম্মুখের দিকে তাকাইলেন, অমনি দেখিলেন, একটা পুরুষের আকার, ভস্মের স্তূপ—অর্থাৎ ভস্মময় পুরুষ মাটীতে পড়িয়া রহিয়াছে, আর-কিছুই সেখানে নাই। সেই বসন্ত, সেই কোকিল-কলাপ, সেই মৃগমিথুন, সেই অশোক-কর্ণিকারাদি কুসুম-সম্ভার, তাহাদের নাম-গন্ধও সে স্থানের ত্রিসীমাতে নাই। এতক্ষণে তিনি বুঝিলেন যে, ক্রোধোদ্দীপ্ত বিরূপাক্ষের যে রোষানল ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতে দেখিয়া তিনি সেই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়াছিলেন,—ঐ ধূলি-লুণ্ঠিত পুরুষাকার ভস্ম সেই হরকোপানলেরই পরিণাম! ॥ ৩ ॥

ব্যাপার বুঝিতে তাঁহার বিলম্ব হইল না। কামপ্রিয়া পাগলের মত হইয়া আবার ভূতলে পতিত হইলেন, তাঁহার পীনস্তনমণ্ডল ধূলিজালে ধূসর হইয়া গেল, শিথিল কেশ-পাশ ছড়াইয়া পড়িল,—সেই নীরব নিস্তব্ধ বনস্থলী মুখর করিয়া, রতি, তারকণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তদানীন্তন দুঃখ দেখিয়া সর্ব্বংসহা পৃথিবীও যেন কাঁদিয়া উঠিলেন ॥ ৪ ॥

উপমানমভূদ্বিলাসিনাং করণং যত্তব কান্তিমত্তয়া।
তদিদং গতমীদৃশীং দশাং ন বিদীর্যে কঠিনাঃ খলু স্ত্রিয়ঃ ॥ ৫ ॥

ক নু মাং ত্বদধীনজীবিতাং বিনিকীর্য্য ক্ষণভিন্নসৌহৃদঃ।
নলিনীং ক্ষতসেতুবন্ধনো জলসঙ্ঘাত ইবাসি বিদ্রুতঃ? ॥ ৬ ॥

কৃতবানসি বিপ্রিয়ং ন মে প্রতিকূলং ন চ তে ময়া কৃতম্।
কিমকারণমেব দর্শনং বিলপন্ত্যৈ রতয়ে ন দীয়তে? ॥ ৭ ॥

স্মরসি স্মর! মেখলাগুণৈরুত গোত্রস্খলিতেষু বন্ধনম্।
চ্যুতকেশর-দূষিতেক্ষণান্যবতংসোৎপলতাড়নানি বা? ॥ ৮ ॥

অন্বয়।—(নাথ!) তব যৎ করণং কান্তিমত্তয়া (হেতুনা) বিলাসিনাম্ উপমানম্ অভূৎ, তৎ (করণং—গাত্রম্) ঈদৃশীং দশাং গতম্। (তথাপি অহং) ন বিদীর্যে। (তথাহি) স্ত্রিয়ঃ কঠিনাঃ খলু ॥ ৫ ॥

(হে প্রিয়!) ক্ষত-সেতু বন্ধনঃ (ভগ্ন-সেতু-বন্ধঃ) জল-সংঘাতঃ নলিনীম্ ইব ত্বদধীন-জীবিতাং মাং বিনিকীর্য্য (নিক্ষিপ্য) ক্ষণ-ভিন্ন-সৌহৃদঃ (সন্) ক নু বিদ্রুতঃ অসি? ॥ ৬ ॥

(হে প্রিয়!) (অয়ি জীবিত-বল্লভ!) (ত্বং) মে বিপ্রিয়ং কৃতবান্ ন অসি! ময়া চ তে প্রতিকূলং ন কৃতম্। (তর্হি) অকারণম্ এব বিলপন্ত্যৈ রতয়ে কিং দর্শনং ন দীয়তে? ॥ ৭ ॥

হে স্মর! গোত্র-খলিতেষু মেখলা-গুণৈঃ বন্ধনং স্মরসি উত? বা চ্যুত-কেশর-দূষিতেক্ষণানি অবতংসোৎপল-তাড়নানি স্মরসি? ॥ ৮ ॥

বঙ্গার্থ।—হে প্রিয়! তোমার যে অনিন্দ্যসুন্দর কলেবর একদিন জগতে বিলাসীদিগের উপমানস্থল ছিল, তোমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত উপমিত হইলেই বুঝা যাইত যে তাহা যথার্থই নিরবদ্য, হায়! সেই সর্ব্বলোকমনোহর দেহের আজ এই দশা! আর ইহা দেখিয়াও হতভাগিনী আমি শতধা বিদীর্ণ হইতেছি না! উঃ! স্ত্রীজাতি কি কঠিন! ॥ ৫ ।

হে দয়িত! সেতুভঙ্গ করিয়া বারিরাশি যখন চলিতে চলিয়া যায়, তখন তন্মধ্যগত মৃণালিনীর যে দশা ঘটে, আমাকে সেই দশায় ফেলিয়া এবং এত কালের ভালোবাসা, প্রেম—সব মুহূর্ত্তে ত্যাগ করিয়া তুমি কোথায় পলাইলে? আমি যে তোমাকে ছাড়া আর কিছুই জানি না। রতির জীবন যে একমাত্র তোমারই অধীন। ॥ ৬ ॥

কৈ? মনে ত' পড়ে না যে, কোনোদিন তুমি আমার কোনরূপ বিরক্তির কার্য্য করিয়াছ বা আমি তোমার কোনরূপ বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছি। তবে আজ কি জন্য তোমার রতির এত বিলাপ-আর্ত্তনাদেও তাহাকে দেখা দিচ্ছ না! কেন এমন করিতেছ? ॥ ৭ ॥

প্রাণাধিক! আজ যে ভাবিয়াও তোমার সেই সুন্দর-কান্তি চোখের সামনে দাঁড় করাইতে পারিতেছি না; হায়, এখন তুমি কেবল স্মৃতির বিষয়ীভূত হইয়া রহিলে! হে স্মর! রতিমন্দিরে যখন আনমনে তুমি অপর কোনো ললনার নাম করিয়া বসিতে, তখন, হতভাগিনী আমি, মেখলার পাশে—আমার নিতম্বের চন্দ্রহারের দৃঢ়বন্ধনে তোমাকে বাঁধিয়া শাস্তি দিতাম, আমার কানের অবতংসীকৃত কমলের দ্বারা তোমাকে তাড়না করিতাম, আহা! সেই পদ্মফুলের পরাগে তোমার চক্ষু ভরিয়া যাইত, তুমি কত কষ্ট পাইতে। প্রিয়তম! আজ কি সেই সকল মনে করিয়া আমাকে ছাড়িয়া গেলে? ॥ ৮ ॥

হৃদয়ে বসসীতি মৎপ্রিয়ং যদবোচস্তদবৈমি কৈতবম্।
উপচারপদং ন চেদিদং ত্বমনঙ্গঃ কথমক্ষতা রতিঃ॥ ৯ ॥
পরলোক-নবপ্রবাসিনঃ প্রতিপৎস্যে পদবীমহং তব।
বিধিনা জন এষ বঞ্চিতস্ত্বদধীনং খলু দেহিনাং সুখম্॥ ১০ ॥
রজনী-তিমিরাবগুণ্ঠিতে পুরমার্গে ঘনশব্দ-বিক্লবাঃ।
বসতিং প্রিয়! কামিনাং প্রিয়াস্ত্বদৃতে প্রাপয়িতুং ক ঈশ্বরঃ? ॥ ১১ ॥
নয়নান্যরুণানি ঘূর্ণয়ন্ বচনানি স্খলয়ন্ পদে পদে।
অসতি ত্বয়ি বারুণীমদঃ প্রমদানামধুনা বিড়ম্বনা॥ ১২ ॥

অন্বয়।—(ত্বং যে) হৃদয়ে বসসি ইতি (এবংরূপং) মৎপ্রিয়ং যৎ অবোচঃ (উক্তবান্ অসি), তৎ কৈতবম্ অবৈমি। ইদং (বচনম্) উপচারপদং (পরন্তু রঞ্জনার্থম্ এব) ন চেৎ, ত্বম্ অনঙ্গঃ, কথং রতিঃ অক্ষতা (অবিনষ্টা)? ॥ ৯ ॥

(হে বাঞ্ছিত!) পরলোক-নব-প্রবাসিনঃ তব পদবীং অহং প্রতিপৎস্যে; (ত্বাম্ অনুগমিষ্যামি, কিন্তু) বিধিনা এষঃ জনঃ (লোকঃ) বঞ্চিতঃ, (যতঃ) দেহিনাং সুখং ত্বদধীনং খলু॥ ১০ ॥

হে প্রিয়! রজনী-তিমিরাবগুণ্ঠিতে পুরমার্গে ঘন-শব্দ-বিক্লবাঃ প্রিয়াঃ কামিনাং বসতিং প্রাপয়িতুং ত্বং ঋতে (ত্বাং বিনা) কঃ ঈশ্বরঃ (শক্তঃ)? ॥ ১১ ॥

অরুণানি নয়নানি ঘূর্ণয়ন্ (তথা) পদে পদে বচনানি স্খলয়ন্ প্রমদানাং বারুণী-মদঃ (মদ্য-পান-জনিতা মত্ততা) অধুনা ত্বয়ি অসতি বিড়ম্বনা। (মদনাভাবে মদঃ নিষ্ফলঃ)॥ ১২ ॥

বঙ্গার্থ।—হে প্রিয়ংবদ! তুমি আমাকে কত সময়ে বলিতে যে, রতি! তুমি সর্ব্বদাই আমার হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিয়া আছ। নাথ! আজ বুঝিতেছি, তোমার সেই সকল প্রিয় বাক্য শুধু আমাকে ভুলাইবার নিমিত্তই তুমি প্রয়োগ করিতে, নতুবা তাহাতে সত্যের লেশও নাই, তাহা ছলনা। যদি তাহাই না হইবে, তবে আজ তোমার দেহ বিনষ্ট হইল, অথচ তোমার হৃদয়বাসিনী রতি, যেমন তেমনই রহিল,—ইহা কি করিয়া সম্ভব হয়? ॥ ৯ ॥

হে হৃদয়-বন্ধু! তুমি এই সবে, এইমাত্র পরলোকে গিয়াছ, নবীন দেশের নবীন পথিক হইয়াছ, সুতরাং আমার অনুগমনের কাল এখনও উত্তীর্ণ হয় নাই। আমিও তোমার পদানুসরণ করিলাম বলিয়া। কিন্তু ভাবিতেও দুঃখ হয় যে, হতবিধি জগৎকে কি ঘোর প্রবঞ্চনাই করিল! তোমার অভাবে জগতের সকল সুখ অন্তর্হিত হইল! কেন না, দেহীদিগের সমস্ত দৈহিক এবং তত্তোধিক মানসিক সুখের যে, তুমিই একমাত্র নিদান॥ ১০ ॥

প্রিয়তম! বল ত', নিশীথিনী যখন সূচীভেদ্য তিমিরের গাঢ় অবগুণ্ঠনে আবৃত এবং আকাশ যখন জলদের মন্দ্র ধ্বনিতে কেমন যেন একটা গভীর, প্রশান্ত ও ভয়াবহ, তখন সেই ঘোর দুর্য্যোগের সময়ে এক তুমি ছাড়া, এমন আর কে আছে, যে অনুরাগিণী অভিসারিকাদিগকে, তাহাদের বাঞ্ছিত-সকাশে, সঙ্কেতস্থলে লইয়া যাইবে? তুমি সেই অবলাদিগের হৃদয়ে উদিত হইয়া বলাধান কর বলিয়াই ত', তাহারা অমন দুর্য্যোগেও অন্ধকারাচ্ছন্ন রাজ-পথে, সভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রিয়তম-সমীপে ছোটে॥ ১১ ॥

জীবিতেশ্বর! আজ এক তোমার অভাবে জগতের যা কিছু সুখের ও উপভোগের সামগ্রী,—সে সমস্তই ব্যর্থ ও দুঃখের হেতু হইল। অভাব ত' একবার, মদাতুরা রমণীরা বারুণী-সেবন করিলে, তাহাদের অরুণ নয়ন সতত আঘূর্ণিত হইত, মত্ততাপ্রযুক্ত কথা বাধিয়া যাইত, তাহারা হৃদয়মধ্যে তোমাকে পাইয়া, তোমার প্রভাবে কেমন যেন আর এক-রকম,—পরম উপভোগ্যাই হইয়া উঠিত,—আজ তোমার অভাবে, তাহাদের সেই সকল হাবভাব, চোখমুখের অবস্থা আর তাহাদের কি কাজে লাগিবে? কাম-হীন হৃদয়ের পক্ষে ও-সব যে শুধু বিড়ম্বনারই কারণ। সুখের বদলে, উহাতে যে নিরবচ্ছিন্ন দুঃখই জন্মে!॥ ১২ ॥

অবগম্য কথীকৃতং বপুঃ প্রিয়বন্ধোস্তব নিষ্ফলোদয়ঃ।
বহুলেঽপি গতে নিশাকরস্তনুতাং দুঃখমনঙ্গ! মোক্ষ্যতি ॥ ১৩ ॥

হরিতারুণ-চারুবন্ধনঃ কল-পুংস্কোকিল-শব্দ-সূচিতঃ।
বদ সম্প্রতি কস্য বাণতাং নব-চূত-প্রসবো গমিষ্যতি ? ॥ ১৪ ॥

অলিপঙ্‌ক্তিরনেকশস্ত্বয়া গুণকৃত্যে ধনুষো নিয়োজিতা।
বিরুতৈঃ করুণস্বনৈরিয়ং গুরুশোকামনুরোদিতীব মাম্ ॥ ১৫ ॥

প্রতিপদ্য মনোহরং বপুঃ পুনরপ্যাদিশ তাবদুত্থিতঃ।
রতি-দূতি-পদেষু কোকিলাং মধুরালাপ নিসর্গ-পণ্ডিতাম্ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়।—হে অনঙ্গ! প্রিয়বন্ধোঃ তব বপুঃ কথীকৃতম্ অবগম্য নিষ্ফলোদয়ঃ নিশাকরঃ বহুলে (কৃষ্ণপক্ষে) গতে অপি তনুতাং দুঃখং (যথা তথা) (অতিকৃচ্ছ্রাৎ) মোক্ষ্যতি ॥ ১৩ ॥

হরিতারুণচারুবন্ধনঃ কল-পুংস্কোকিল-শব্দ সূচিতঃ নব-চূত-প্রসবঃ (নব-সহকার-মুকুলং) সম্প্রতি (অধুনাভাবে) কস্য বাণতাং গমিষ্যতি (ইতি) বদ ॥ ১৪ ॥

(হে জীবিতেশ্বর!) ত্বয়া অনেকশঃ বহুধঃ গুণকৃত্যে নিয়োজিতা ইয়ম্ অলিপঙ্‌ক্তি করুণ-স্বনৈঃ বিরুতৈঃ গুরু-শোকাং মাম অনুরোদিতি ইব। (অনু-ইতি-উপসর্গ-যোগাৎ রুদতেঃ সকর্মকত্বম্) ॥ ১৫ ॥

(হে প্রিয়!) তাবৎ পুনঃ অপি মনোহরং বপুঃ প্রতিপদ্য উত্থিতঃ (সন্) মধুরালাপেষু (প্রিয়োক্তিষু) নিসর্গ পণ্ডিতাং (প্রকৃতিপ্রগল্‌ভাং) কোকিলাং রতিদূতিপদেষু (সুরত-দূতি-স্থানেষু) আদিশ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রাণাধিক! তুমি নাই, তোমার সেই জগদুন্মাদক মনোহর বপুঃ চিরদিনের মত বিলুপ্ত হইয়াছে, এখন শুধু কথার বিষয়, আলোচনার বিষয় হইয়াছে,—এই সংবাদ যখন তোমার প্রিয়সুহৃৎ সুধাকর জানিবেন, তখন, ভাবিয়া দেখ ত', তাঁহার কত বড় আঘাত, কত বড় ব্যথা লাগিবে! কৃষ্ণপক্ষ চলিয়া গেলে তিনি দিন দিন পুষ্টিলাভ করিয়াও, আর পূর্ব্বের মত, সুখ পাইবেন না, পূর্ণিমার হাসিতে বিশ্ববিমোহন করিতে উৎসাহী হইবেন না, হয়ত বা, প্রতিপদাদি শুক্লপক্ষীয় তিথিতে তিনি যে প্রকার ক্ষীণ থাকেন, সেই ক্ষীণতা আর পরিত্যাগ করিবেন না। কা'র অনুরোধে, কা'র প্রেমে চন্দ্র আর তেমন সুন্দর রূপ ধারণ করিবেন? ॥ ১৩ ॥

হে পঞ্চবাণ! বল দেখি, সেই হরিৎ এবং অরুণ বর্ণে সুশোভিত মনোহর বৃন্তে যখন নূতন রসাল-মুকুল মুঞ্জরিত হইবে এবং কোকিলের কলমধুর কুহুধ্বনিতে বুঝা যাইবে যে, এইবার সত্যসত্যই চূত-মঞ্জরী ফুটিতেছে, তখন, সেই চূতমুকুল কাহার বাণ হইবে, কে তাহাকে আদর করিয়া ধনুকে জুড়িয়া জগৎ উন্মাদিত করিবে? তোমার অভাবে তাহার জন্মই যে বৃথা হইল! ॥ ১৪ ॥

ফুল-ধনু! ভাবিয়া দেখ,—ঐ কালো ভ্রমরের পাঁতি কতবার তোমার ধনুকের ছিলা হইয়াছে, তোমার বিশ্ব-বিমোহন কার্য্যে সহায়তা করিয়া ভ্রমরজন্ম সার্থক করিয়াছে। আজ তুমি নাই,—জানিয়া গুন্‌গুন্‌স্বরে ঐ শোন, তাহারা গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে, বিলাপিনী আমার সাথে সাথে উহারাও কাঁদিয়া কূতল ভাসাইতেছে ॥ ১৫ ॥

উঠ প্রিয়তম! তোমার সেই ত্রিলোক-মোহন চির-নবীন কলেবর ধারণপূর্ব্বক গাত্রোত্থান কর এবং মধু-ভাষিণী দৌত্য কর্ম্ম-নিপুণা কোকিলাকে, তোমার মানিনী রতির নিকটে আর একবার দূতী করিয়া পাঠাও! তুমি ত' জানো,—মধুর-ধ্বনি কোকিলার গীত-শ্রবণে তোমার রতির কি দশা হয়! তাহার সকল ক্রোধ, সকল অভিমান কোথায় চলিয়া যায়! (অথবা কোকিলাকে সম্ভোগ-বিষয়ে দৌত্য করিতে পাঠাও) ॥ ১৬ ॥

শিরসা প্রণিপত্য যাচিতান্যুপগূঢানি সবেপথূনি চ।
সুরতানি চ তানি তে রহঃ স্মর। সংস্মৃত্য ন শান্তিরস্তি মে ॥ ১৭ ॥
রচিতং রতিপণ্ডিত! ত্বয়া স্বয়মঙ্গেষু মমেদমার্তবম্।
ধ্রিয়তে কুসুমপ্রসাধনং তব তচ্চারু বপুর্ন দৃশ্যতে ॥ ১৮ ॥
বিবুধৈরসি যস্য দারুণৈরসমাপ্তে পরিকর্মণি স্মৃতঃ।
তমিমং কুরু দক্ষিণেতরং চরণং নির্মিতরাগমেহি মে ॥ ১৯ ॥

অন্বয়।—হে স্মর! শিরসা প্রণিপত্য যাচিতানি সবেপথূনি উপগূঢানি চ, তানি (নানাপ্রকারাণি) রহঃ (একান্তে) তে সুরতানি চ সংস্মৃত্য মে শান্তিঃ ন অস্তি ॥ ১৭ ॥

হে রতি-পণ্ডিত! ত্বয়া মম অঙ্গেষু স্বয়ং রচিতম্ আর্তবং (বসন্তকালোচিতং) কুসুমপ্রসাধনম্ ইদং ধ্রিয়তে। তব তৎ (প্রসাধকং) চারু বপুঃ ন দৃশ্যতে! (ত্বয়া কৃতং প্রসাধনং বিদ্যতে, ত্বন্তু ন!) ॥ ১৮ ॥

দারুণৈঃ বিবুধৈঃ যস্য (মম চরণস্য) পরিকর্মণি অসমাপ্তে (সতি) স্মৃতঃ অসি, তম্ ইমং দক্ষিণেতরং মে চরণং নির্মিত-রাগং কুরু, এহি ॥ ১৯ ॥

বঙ্গার্থ।—হে দয়িত! সেই যে অতি সঙ্গোপনে, মাটীতে কত মাথা কুটিয়া, কত কাকুতি-মিনতি জানাইয়া তুমি আমার সকম্পন আলিঙ্গন প্রার্থনা করিতে, সম্ভোগের জন্য লালায়িত হইতে,—আজ তাহা মনে করিয়া আমি যে আর তিষ্ঠিতে পারিতেছি না, আমার যে কিছুতেই স্বস্তি হইতেছে না ॥ ১৭ ॥

প্রাণাধিক! তোমার মত রতিকুশল আর কে আছে? হায়! ঋতু-সম্ভূত নানাবিধ কুসুমে কত সুন্দর সুন্দর আভরণ তুমি নিজে আমায় তৈরি করিয়া দিয়াছিলে, আহা! এই দেখ, সেই সব অলঙ্কার এখনও আমি পরিয়া আছি, অথচ সে তুমি আর নাই! তোমার সেই নয়ন-মনোহর কলেবর আর একটিবারও দেখিতে পাইতেছি না ॥ ১৮ ॥

জীবনবল্লভ! যবে তুমি আমার অঙ্গরাগ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলে, আমায় স্বহস্তে সাজাইতেছিলে, হায়, সেই সাজ-সজ্জা সারা হইবার পূর্ব্বেই পোড়া দেবতারা তোমাকে স্মরণ করিল, আর তুমি চলিয়া গেলে! এস প্রিয়তম ফিরে এস, আমার বামচরণে যে এখনও আলতা পরানো বাকি, কে তাহা পরাইবে? ॥ ১৯ ॥

তাৎপর্য্য।—দ্বিতীয় সর্গের শেষ শ্লোকে (৬৪) দেখিয়াছি, ব্রহ্মার উপদেশে, হরচিত্তবশীকরণের নিমিত্ত যেমন দেবরাজ মদনকে স্মরণ করিলেন, অমনিই মদন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মদনের কণ্ঠদেশে, তখনও রতির হাতের বালার টাট্‌কা দাগ ছিল। কোনো কোনো ব্যাখ্যাতা, ঐ দাগটাকে কামকণ্ঠের একটা স্থায়ী চিহ্নরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যেমন পাল্‌কী বহিতে বহিতে বেহারার কাঁধে বা আংটি পরিতে পরিতে লোকের আঙুলে একটা দাগ পড়ে, তদ্রূপ রতির সতত-আলিঙ্গন-প্রিয়তার নিদর্শনস্বরূপ রতিপতির কণ্ঠে ঐ দাগ পড়িয়াছিল। এই প্রকার ব্যাখ্যা ততটা হৃদয়গ্রাহিণী হয় না। কেন?—তাহা প্রেমিক পাঠক নিজেই অনুমান করিয়া লইবেন। বিবাহ না করিলেও যাঁহারা অন্ততঃ দু'একবার বরযাত্রীও হইয়াছেন, তাঁহারা কি বিবাহের ধরণ-ধারণ জানেন না? না জানিতে পারেন না? বর্ত্তমান শ্লোকে দেখিতেছি—মদন যখন রতির প্রসাধন করিতেছিলেন, মনের মতন করিয়া রতির সাজগোজ করিয়া দিতেছিলেন, তখন, সেই শুভমুহূর্ত্তে দেবরাজ তাঁহাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন, তাই রতির সাজ-সজ্জা আর সম্পূর্ণ হইল না, কতকটা বাকি রহিল। রতির নিজের কথাতেই ১৯ শ্লোকে ইহা স্পষ্টীকৃত হইতেছে। তাহা হইলে দেখিতেছি কন্দর্প পরাইতেছিলেন যখন রতির ডান পায়ে আল্‌তা, বাঁ পা তখনও বাকি ছিল, তখন তিনি চলিয়া গেলেন, তাই রতি মনের খেদে ডাকিতেছেন যে, ওগো, এক পা যে এখনও বাকি, কে ইহাতে আল্‌তা পরাইবে? এইরূপ ভাবে দুঃখ করা, আর্ত্তনাদ করা, নারী-প্রকৃতির স্বভাব-সঙ্গত। "ঐ যে তোমার খাবার তৈরী হচ্ছে; আর তুমি কোথায় গেলে?"—ইত্যাদি আর্ত্তনাদ প্রায়ই শুনিতে পাওয়া যায়। তাহাই যদি হইল, কাম যদি রতির পায়ে আল্‌তাই পরাইতেছিলেন, তবে কোন্ সুযোগে তাঁহার কণ্ঠে প্রিয়া-কর-বলয়ের দাগ পড়িল? তবে কি প্রসাধন ব্যাপারের

অহমেত্য পতঙ্গবর্ত্মনা পুনরঙ্কাশ্রয়ণী ভবামি তে।
চতুরৈঃ সুরকামিনীজনৈঃ প্রিয়! যাবন্ন বিলোভ্যসে দিবি ॥ ২০ ॥

মদনেন বিনাকৃতা রতিঃ ক্ষণমাত্রং কিল জীবিতেতি মে।
বচনীয়মিদং ব্যবস্থিতং রমণ! ত্বামনুযামি যদ্যপি ॥ ২১ ॥

ক্রিয়তাং কথমন্ত্যমণ্ডনং পরলোকান্তরিতস্য তে ময়া।
সমমেব গতোঽস্যতর্কিতাং গতিমঙ্গেন চ জীবিতেন চ ॥ ২২ ॥

ঋজুতাং নয়তঃ স্মরামি তে শরমুৎসঙ্গনিষণ্ণধন্বনঃ।
মধুনা সহ সস্মিতাং কথাং নয়নোপান্তবিলোকিতং চ যৎ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়।—অহং পতঙ্গবর্ত্মনা এত্য পুনঃ তে অঙ্কাশ্রয়ণী ভবামি, হে প্রিয়। দিবি চতুরৈঃ সুরকামিনীজনৈঃ (অপ্সরোগণৈঃ) যাবৎ ন বিলোভ্যসে ॥ ২০ ॥

হে রমণ! ত্বাম্ অনুযামি যদ্যপি, (তথাপি) রতিঃ মদনেন বিনাকৃতা (বিযোজিতা সতী) ক্ষণমাত্রং জীবিতা কিল—ইতি ইদং বচনীয়ং মে ব্যবস্থিতম্ (স্থিরম্ অভূৎ) ॥ ২১ ॥

(প্রিয়তম!) পরলোকান্তরিতস্য তে ময়া অন্ত্য-মণ্ডনং কথং ক্রিয়তাম্? (কুতঃ?—ইতি আহ) অঙ্গেন চ জীবিতেন চ সমম্ এব অতর্কিতাং গতিং গতঃ অসি। (ইহ মৃত-শরীরম্ অপি নাস্তি, কথং মণ্ডনং সম্ভাব্যতে?) ॥ ২২ ॥

(অয়ি বসন্ত!) শরম্ ঋজুতাং নয়তঃ উৎসঙ্গ-নিষণ্ণ-ধন্বনঃ তে মধুনা সহ সস্মিতাং কথাং (তথা তৎ চিরমনোহরং) নয়নোপান্ত-বিলোকিতং চ—(ইতি) যৎ, (তৎ) স্মরামি ॥২৩॥

বঙ্গার্থ।—তবে যাও প্রিয়তম! আমিও আসিতেছি। পতঙ্গ যেমন আগুনের দিকে ছোটে, আমিও তদ্রূপ এখনই তোমার অনুসরণ করিতেছি। নতুবা,—বিলম্বে, চতুর সুরাঙ্গনারা হয়ত, স্বর্গে তোমাকে নানারূপে ভুলাইতে চেষ্টা করিবে। সুতরাং আর কালক্ষয় করিব না ॥ ২০ ॥

কিন্তু—অর্থাৎ যদিও এখনিই আমি তোমার অনুগমন করিতেছি, সত্য, তবুও মদনকে ছাড়িয়া মদনের র'ত এক মুহূর্ত্তও অন্ততঃ জীবিত ছিল,—এই যে ঘোর অপবাদ,—চিরস্থায়ী দুর্নাম,—কলঙ্ক,—ইহার হাত হইতে আমি আর নিস্তার পাইব না। যতদিন চন্দ্রসূর্য্য থাকিবে, এ কলঙ্ক আমার কোনোদিন আর যাইবে না ॥ ২১ ॥

হায়! কি করিয়া তোমার শেষ কার্য্য, অন্তিম-কৃত্য আমি করিব, কি করিয়া জন্মের মত তোমাকে একবার সাজাইয়া, অলঙ্কৃত করিয়া দিব বল তো? হঠাৎ এমনই অতর্কিতভাবে তোমার শরীর ও জীবন দুই-ই অন্তর্হিত হইল যে, যাহা স্বপ্নেরও অগোচর। এমন যে হইবে, বা হইতে পারে, তাহা ত' স্বপ্নেও কোনদিন কল্পনা করি নাই ॥ ২২ ॥

প্রিয়তম! আজ তোমার কত কি মনে পড়িয়া আমাকে পাগল করিয়া তুলিতেছে। সেই যে তুমি, তোমার ফুলের ধনুকখানা কোলের ভিতর চাপিয়া ধরিয়া অরবিন্দ, অশোক, শিরীষ বা নবচূতমঞ্জরীর বিচিত্র বাণগুলি একে একে হাত দিয়া টানিয়া টানিয়া, ঘুরাইয়া ফিরাইয়া সোজা করিতে ও আড়নয়নে সস্মিতমুখে চিরবন্ধু বসন্তের দিকে চাহিয়া কত কি গল্পগুজব করিতে, আর হতভাগিনী আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া তোমার তখনকার সেই মোহনমূর্ত্তি, মনোহর অঙ্গভঙ্গি দেখিয়া দেখিয়া নিজেই নিজের সৌভাগ্য-সুধাসিন্ধুতে ডুবিয়া যাইতাম, তাহা যে কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না। সে কি ভুলিবার জিনিস? ॥ ২৩ ॥

মধ্যেই—বাম-কণ্ঠ কাম-প্রিয়ার হীরক-খচিত বলয়যুক্ত কর-পাশে একবার আবদ্ধ হইয়াছিল? দম্পতির মধ্যেকার অবস্থায় ইহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। কিংবা ইহা অস্বাভাবিকও নহে। এক হিসাবে ঐ চিহ্ন "বিপরীত" বলিয়া মনে হইলেও, অবস্থাভেদে বিপরীত নহে। এ স্থলে বক্তার আলোচ্য ॥ ১৯ ॥

ক নু তে হৃদয়ঙ্গমঃ সখা কুসুমাযোজিত-কার্ম্মুকো মধুঃ।
ন খলূগ্ররুষা পিনাকিনা গমিতঃ সোঽপি সুহৃদ্গতাং গতিম্ ॥ ২৪ ॥
অথ তৈঃ পরিদেবিতাক্ষরৈর্হৃদয়ে দিগ্ধশরৈরিবাহতঃ।
রতিমভ্যুপপত্তুমাতুরাং মধুরাত্মানমদর্শয়ৎ পুরঃ ॥ ২৫ ॥
তমবেক্ষ্য রুরোদ সা ভৃশং স্তনসংবাধমুরো জঘান চ।
স্বজনস্য হি দুঃখমগ্রতো বিবৃতদ্বারমিবোপজায়তে ॥ ২৬ ॥
ইতি চৈনমুবাচ দুঃখিতা সুহৃদঃ পশ্য বসন্ত! কিং স্থিতম্।
তদিদং কণশো বিকীর্য্যতে পবনৈর্ভস্ম কপোতকর্ব্বুরম্ ॥ ২৭ ॥
অয়ি সংপ্রতি দেহি দর্শনং স্মর! পর্য্যুৎসুক এষ মাধবঃ।
দয়িতাস্বনবস্থিতং নৃণাং ন খলু প্রেম চলং সুহৃজ্জনে ॥ ২৮ ॥

অন্বয়।—হৃদয়ঙ্গমঃ তে সখা কুসুমাযোজিত-কার্ম্মুকঃ মধুঃ ক নু? (অথবা) সঃ অপি উগ্ররুষা পিনাকিনা সুহৃদ্‌গতাং (মদন-প্রাপ্তাং) গতিং (ভস্মতাং) খলু ন গমিতঃ কিম্? (গমিতঃ এব কিম্?) ॥ ২৪ ॥

অথ তৈঃ পরিদেবিতাক্ষরৈঃ হৃদয়ে দিগ্ধ-শরৈঃ ইব আহতঃ (সন্) মধুঃ আতুরাং রতিম্ অভ্যুপপত্তুং (অনুগ্রহীতুম্) আত্মানং পুরঃ অদর্শয়ৎ ॥ ২৫ ॥

সা (রতিঃ) তম্ অবেক্ষ্য ভৃশং রুরোদ, স্তন সম্বাধম্ উরঃ জঘান চ। তথাহি—স্বজনস্য অগ্রতঃ দুঃখং বিবৃতদ্বারম্ ইব উপজায়তে ॥ ২৬ ॥

দুঃখিতা (রতিঃ) এনং (বসন্তম্) ইতি উবাচ চ। হে বসন্ত! পশ্য, সুহৃদঃ (তব সখ্যুঃ মদনস্য) কিং স্থিতং (কিম্ উপস্থিতম্)। তৎ ইদং কপোত-কর্ব্বুরং ভস্ম কণশঃ পবনৈঃ বিকীর্য্যতে ॥ ২৭ ॥

অয়ি স্মর! সম্প্রতি দর্শনং দেহি। এষঃ মাধবঃ পর্য্যুৎসুকঃ; নৃণাং দয়িতাসু প্রেম অনবস্থিতম্, সুহৃজ্জনে প্রেম তু ন চলম্ ॥ ২৮ ॥

বঙ্গার্থ।—নাথ! নিত্য নূতন নূতন ফুল দিয়া যে তোমাকে তোমার ধনুক তৈরী করিয়া দিত, যে ধনুকের অব্যর্থ সন্ধানের হাত হইতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিস্তার ছিল না,—আজ এই দুর্দ্দিনে, কোথায় তোমার সেই হৃদয়রঞ্জন সখা বসন্ত। এ অসময়ে কোথায় লুকাইল? দারুণ পিনাক-পাণি কি তীব্রক্রোধ-বশে তাহাকেও তোমার ন্যায় ভস্মসাৎ করিয়াছেন? ॥ ২৪ ॥

কামবধূর ঐ প্রকার আর্ত্তনাদ বিষদিগ্ধ বাণের ন্যায় গিয়া ঋতুরাজ বসন্তের হৃদয়ে বিঁধিতে লাগিল এবং আর থাকিতে না পারিয়া কাম-বন্ধু বসন্ত শরীর ধারণপূর্ব্বক, রতির সমক্ষে উপস্থিত হইলেন, ভাবিলেন—পারেন ত', শোকাকুল রতিকে একটু সান্ত্বনা করিবেন ॥ ২৫ ॥

পতিশোকাতুরা রতি পতির অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু মধুকে দেখিয়া আরও তারস্বরে কাঁদিয়া উঠিলেন এবং দুই হস্তেই পীনবক্ষঃস্থল বার বার তাড়না করিতে লাগিলেন, তাহাতে তদীয় স্তন-কুড্মল কতই আহত হইল! দুঃখের সময়ে, আত্মীয়-স্বজনকে দেখিলে, দুঃখীর দুঃখপূর্ণ হৃদয়ের দ্বার যেন খুলিয়া যায়, তখন আর তাহার জ্ঞান থাকে না। একমুখ দুঃখ তখন শতমুখ হইয়া উঠে ॥ ২৬ ॥

দুঃখভারাক্রান্ত-হৃদয়া রতি কাঁদিতে কাঁদিতে বসন্তকে কহিলেন,—বসন্ত! ঐ দেখ তোমার সখার দশা!—তাঁর কি অবস্থা ঘটিয়াছে একবার নিরীক্ষণ কর! ঐ যে তাঁরই দগ্ধীকৃত দেহের ভস্ম—ঐ যে কপোতের মত ধূসর ছাই, একটু একটু করিয়া বাতাসে চারিদিকে ছড়াইতেছে, একবার চাহিয়া দেখ ॥ ২৭ ॥

ওগো নিষ্ঠুর! একবার ওঠ। দেখা দাও, তোমার অন্তরের বন্ধু মাধব, দেখ, তোমার বিরহে কি অসহ্য যাতনা ভোগ করিতেছে, উঠিয়া তাহাকে সান্ত্বনা কর। নাথ! মানুষের প্রেম, হৃদয়ের ভালোবাসা, নিজের প্রিয়তমার প্রতি, হয়ত, কখনো চঞ্চল হইতে পারে, কমবেশী হইতে পারে, কিন্তু সুহৃদের উপর সে প্রেম-ভালবাসার কদাচ ইতর-বিশেষ হইতে দেখা যায় না। চিরদিন সমান—অবিচলিতই থাকে। সুতরাং তোমার কি এখন,—বিরহ-কাতর বন্ধুকে এইভাবে উপেক্ষা করা সাজে? ওঠ। ॥২৮॥

অমুনা ননু পার্শ্ববর্ত্তিনা জগদাজ্ঞাং স-সুরাসুরং তব।
বিস-তন্তুগুণস্য কারিতং ধনুষঃ পেলব-পুষ্প-পত্রিণঃ ॥ ২৯ ॥
গত এব ন তে নিবর্ত্ততে স সখা দীপ ইবানিলাহতঃ।
অহমস্য দশেব পশ্য মামবিষহ্যব্যসনেন ধূমিতাম্ ॥ ৩০ ॥
বিধিনা কৃতমর্দ্ধবৈশসং ননু মাং কামবধে বিমুক্তা।
অনপায়িনি সংশ্রয়দ্রুমে গজভগ্নে পতনায় বল্লরী ॥ ৩১ ॥
তদিদং ক্রিয়তামনন্তরং ভবতা বন্ধুজনপ্রয়োজনম্।
বিধুরাং জ্বলনাতিসর্জ্জনান্ননু মাং প্রাপয় পত্যুরন্তিকম্ ॥ ৩২ ॥
শশিনা সহ যাতি কৌমুদী সহ মেঘেন তড়িৎ প্রলীয়তে।
প্রমদাঃ পতিবর্ত্মগা ইতি প্রতিপন্নং হি বিচেতনৈরপি ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়।—ননু (মদন!) পার্শ্ববর্ত্তিনা অমুনা (বসন্তেন) স-সুরাসুরং জগৎ বিসতন্তুগুণস্য পেলবপুষ্প-পত্রিণঃ তব ধনুষঃ আজ্ঞাং কারিতম্ ॥ ২৯ ॥

(হে বসন্ত!) সঃ তে সখা অনিলাহতঃ দীপঃ ইব গতঃ এব, ন নিবর্ত্ততে। অহম্ অস্য দশা ইব (তিষ্ঠামি), অবিষহ্য-ব্যসনেন ধূমিতাং মাং পশ্য ॥ ৩০ ॥

ননু (বসন্ত!) কামবধে মাং বিমুক্তা বিধিনা অর্দ্ধবৈশসম্ (অর্দ্ধ বধঃ) কৃতম্। (তথাহি)—অনপায়িনি সংশ্রয়দ্রুমে গজভগ্নে (সতি) বল্লরী পতনায় (ভবতি) ॥ ৩১ ॥

তৎ (তস্মাৎ কারণাৎ, যতঃ মম মরণম্ অবশ্যম্ভাবি, অতঃ) অনন্তরং ভবতা ইদং বন্ধুজনপ্রয়োজনং ক্রিয়তাম্। ননু (বসন্ত!) জ্বলনাতি-সর্জ্জনাৎ বিধুরাং মাং পত্যুঃ অন্তিকং প্রাপয় ॥ ৩২ ॥

কৌমুদী শশিনা সহ যাতি (শশিনি অস্তমিতে স্বয়ং নশ্যতি), তড়িৎ মেঘেন সহ প্রলীয়তে, প্রমদাঃ পতিবর্ত্মগাঃ ইতি (এতৎ), বিচেতনৈঃ (অবিবেকিভিঃ অপি) প্রতিপন্নম্ হি ॥৩৩॥

বঙ্গার্থ।—মদন! একদিন তোমার যে বন্ধু, ত্রিজগতের, মানুষ ত' তুচ্ছ, দেব-দানব-গন্ধর্ব্বকে পর্য্যন্ত তোমার মৃণাল-সূত্রের গুণবিশিষ্ট ও কোমল কুসুমের বাণ-যুক্ত ধনুকের বশবর্ত্তী করিত, সেই বসন্ত ঐ তোমার পাশে দাঁড়াইয়া, একবার তাহার দিকে ফিরিয়া চাও ॥ ২৯ ॥

বসন্ত! তোমার সেই প্রাণসম সখা মদন বায়ু-তাড়িত প্রদীপের ন্যায় একবারের মত নিবিয়া গিয়াছে, আর ফিরিবে না! হতভাগিনী আমি,—জন্ম-দুঃখিনী আমি রতি, সেই নির্ব্বাপিত দীপের বর্ত্তিকার ন্যায় (পোড়া সল্তার ন্যায়) পড়িয়া আছি; যতদিন বাঁচিব, তাঁর অসহ্য বিরহরূপ দুঃখের ধূমে আচ্ছন্ন হইয়া রহিব ॥ ৩০ ॥

পোড়া বিধি কামকে বধ করিল বটে, কিন্তু আমাকে বাদ দিয়া, তাঁহাকে নিহত করায় বিধাতার সেই হত্যা-কার্য্য ত' সম্পূর্ণ হইল না! কেন হত-বিধি এমন অর্দ্ধ-হত্যা করিতে গেল! অচল অটল বলিয়া যে তরুকে আসিয়া কোনো লতা আশ্রয় করিয়াছে, তাহাকে যদি হঠাৎ কোনো গজরাজ আসিয়া উৎপাটিত করে বা ভাঙিয়া ফেলে, তবে সেই দুর্ভাগ্য উপায়হীন লতা ত' আপনিই মাটিতে ঢলিয়া পড়িবে! কামের অভাবে রতির যে আপনিই ধ্বংস হইবে, এই সহজ কথাটাও কি বিধি বুঝিল না? ॥ ৩১ ॥

সুতরাং, বসন্ত! আমার মৃত্যু যখন নিশ্চিতই, তখন তুমি একটা কাজ করিয়া আমাকে বাঁচাও। এখন বন্ধু-জনের প্রকৃত কার্য্যটা তুমি দয়া করিয়া কর। আমি আর সহিতে পারিতেছি না। তাড়াতাড়ি অগ্নি প্রজ্বলিত কর, আমি তাহাতে প্রবেশপূর্ব্বক, সকল জ্বালা জুড়াই। তুমি আমাকে আমার পতির সকাশে যাইতে দাও ॥ ৩২ ॥

বসন্ত! যদি বল—কেন আমার এ জিদ্, শোন, আমি ত' চৈতন্যবতী রমণী, যাহাদের কোনো জ্ঞান নাই, চৈতন্য-হীন যে সকল বস্তু, তাহাদের দিকে একবার তাকাও ত'। ঐ দেখ,—জ্যোৎস্না শশীর সাথে সাথে অস্তে যায়, সৌদামিনী মেঘের সঙ্গে সঙ্গেই কোথায় লুকায়। কখনো কি দেখিয়াছ যে, চাঁদ নাই অথচ চন্দ্রিকা আছে, কিংবা মেঘ নাই অথচ বিদ্যুৎ ঝল্‌কাচ্ছে? প্রমদারা যে পতির অনুগামিনী হয়, তা' ছাড়া তাদের যে আর কোনো পথ নাই, এ কথা ত' ঐ সকল অচেতন বস্তুরাও প্রমাণ করিতেছে। সুতরাং কালক্ষেপ বৃথা, তাড়াতাড়ি আগুন জ্বালো। ॥ ৩৩ ॥

অমুনৈব কষায়িতস্তনী সুভগেন প্রিয়গাত্রভস্মনা।
নবপল্লব-সংস্তরে যথা রচয়িষ্যামি তনুং বিভাবসৌ ॥ ৩৪ ॥
কুসুমাস্তরণে সহায়তাং বহুশঃ সৌম্য! গতস্ত্বমাবয়োঃ।
কুরু সংপ্রতি তাবদাশু মে প্রণিপাতাঞ্জলিনা-যাচিতশ্চিতাম্ ॥ ৩৫ ॥
তদনু জ্বলনং মদর্পিতং ত্বরয়েৰ্দক্ষিণবাতবীজনৈঃ।
বিদিতঃ খলু তে যথা স্মরঃ ক্ষণমপ্যুৎসহতে ন মাং বিনা ॥ ৩৬ ॥
ইতি চাপি বিধায় দীয়তাং সলিলস্যাঞ্জলিরেক এব নৌ।
অবিভজ্য পরত্র তং ময়া সহিতঃ পাস্যতি তে স বান্ধবঃ ॥ ৩৭ ॥
পরলোকবিধৌ চ মাধব! স্মরমুদ্দিশ্য বিলোলপল্লবাঃ।
নির্বপেঃ সহকারমঞ্জরীঃ প্রিয়-চূতপ্রসবো হি তে সখা ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়।—অমুনা সুভগেন প্রিয়গাত্রভস্মনা এব কষায়িতস্তনী (সতী), নবপল্লব-সংস্তরে যথা (ইব) বিভাবসৌ তনুং রচয়িষ্যামি ॥ ৩৪ ॥

হে সৌম্য! (সাধো বসন্ত!) ত্বম্ আবয়োঃ বহুশঃ কুসুমাস্তরণে সহায়তাং গতঃ, সম্প্রতি তাবৎ প্রণিপাতাঞ্জলিনা যাচিতঃ (সন্) (ত্বম্) আশু মে চিতাং (কাষ্ঠ-সঞ্চয় রচিতাং) কুরু ॥ ৩৫ ॥

তৎ অনু (চিতা-করণাৎ পরং) মদর্পিতং (ময়ি অর্পিতং) জ্বলনং দক্ষিণ-বাত-বীজনৈঃ (মলয়-মারুত-সঞ্চারণৈঃ) ত্বরয়েঃ (ত্বরিতং জ্বলয়েত্যর্থঃ)। (যতঃ) তে বিদিতঃ খলু, যথা স্মরঃ মাং বিনা ক্ষণম্ অপি ন উৎসহতে ॥ ৩৬ ॥

অপি চ ইতি (এবং) বিধায় নৌ (আবাভ্যাং) এক এব সলিলস্য অঞ্জলিঃ দীয়তাম্। তম্ (অঞ্জলিং) সঃ তে বান্ধবঃ (স্মরঃ) পরত্র ময়া সহিতঃ অবিভজ্য পাস্যতি ॥ ৩৭ ॥

(এবঞ্চ) হে মাধব! পরলোক-বিধৌ (পিণ্ডোদকাদি-কর্মণি) স্মরম্ উদ্দিশ্য বিলোল পল্লবাঃ সহকারমঞ্জরীঃ (চূতমঞ্জরীঃ) নির্বপেঃ (দেহি)। হি (যতঃ) তে সখা (মদনঃ) প্রিয়-চূত-প্রসবঃ ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গার্থ।—বসন্ত! ছিল একদিন, যখন নানাবিধ সুগন্ধি চূর্ণ দ্রব্যে বক্ষঃস্থল রঞ্জিত করিয়া তোমার বন্ধুর সহিত নবীন পল্লবাদি-রচিত সুখশয্যায় নিমেষের মত দীর্ঘ-কাল কাটাইয়া দিতাম। আজ সে মদন নাই সত্য, কিন্তু আমার সেই প্রাণপ্রিয় মদনের দগ্ধীভূত দেহের ভস্মরাশি ত' ঐ পড়িয়া আছে, আমি উহার দ্বারাই আজ আমার উরঃস্থল রঞ্জিত করিব এবং পল্লব-শয্যার ন্যায় সুখকর অন্তিম অগ্নিতেই এই ব্যর্থদেহ ঢালিয়া দিয়া সকল জ্বালা জুড়াইব ॥ ৩৪ ॥

হে প্রিয়দর্শন! তুমি ত' বহুবার রতি ও মদনের ফুলের শয্যা রচিত করিয়া দিয়াছ। আমাদের পতিপত্নীর সুখের জন্য কত-কি-ই না করিয়াছ। বসন্ত! আজ প্রণিপাত-সহকারে ও যুক্তকরে ভিক্ষা মাগিতেছি—আজ শেষবার,—একবার জন্মের মত তাড়াতাড়ি আমার চিতা-শয্যা প্রণয়ন করিয়া দাও। তোমার বন্ধুপত্নী রতির এই শেষ অনুরোধটা রাখ ॥৩৫॥

তারপর, বসন্ত! চিতায় শয়ন করার পর আমাতে অগ্নিদানপূর্ব্বক, একবার শেষ, তোমার মলয়-সমীরণ সঞ্চালিত করিয়া তাড়াতাড়ি ঐ চিতানলটা জ্বালাইয়া দিও। দেখিও, যেন আমার পুড়িতে দেরী না হয়, কেন না তুমি ত' জানো যে, তোমার বন্ধু কন্দর্প আমাকে ছাড়িয়া তিলার্দ্ধও তিষ্ঠিতে পারেন না ॥ ৩৬ ॥

ভাই! এইসব করিয়া শেষে, আমাদের উভয়ের উদ্দেশে তুমি এক অঞ্জলি জল দিও। তুমি ছাড়া আজ এই ঘোর বিপদের দিনে আর কেহ ত' আমাদের নাই!—তোমার অর্পিত সেই জলাঞ্জলি, পরলোকে তোমাদেরই সখা মদন আমাকে লইয়া একসঙ্গে পান করিবেন ॥ ৩৭ ॥

শেষে, মাধব! যখন আমাদের উদ্দেশে তুমি শ্রাদ্ধ-শান্তি করিবে, সেই সময়ে তোমার বন্ধুকে মনে করিয়া গোটাকতক চঞ্চল নবপল্লব-মিশ্রিত আম্রের মুকুল উৎসর্গ করিও, কেন না, তুমি ত' জানো যে, তোমার সখা মদন নবীন রসাল-মঞ্জরীকে কত ভালোবাসেন। এই শেষ অনুরোধটা ভুলিও না ॥ ৩৮ ॥

ইতি দেহবিমুক্তয়ে স্থিতাং রতিমাকাশভবা সরস্বতী।
শফরীং হ্রদ-শোষ-বিক্লবাং প্রথমা বৃষ্টিরিবান্বকম্পয়ৎ ॥ ৩৯ ॥
কুসুমায়ুধপত্নি! দুর্লভস্তব ভর্ত্তা ন চিরাদ্ভবিষ্যতি।
শৃণু যেন স কর্ম্মণা গতঃ শলভত্বং হরলোচনার্চ্চিষি ॥ ৪০ ॥
অভিলাষমুদীরিতেন্দ্রিয়ঃ স্বসুতায়ামকরোৎ প্রজাপতিঃ।
অথ তেন নিগৃহ্য বিক্রিয়ামভিশপ্তঃ ফলমেতদন্বভূৎ ॥ ৪১ ॥
পরিণেষ্যতি পার্ব্বতীং যদা তপসা তৎপ্রবণীকৃতো হরঃ।
উপলব্ধসুখস্তদা স্মরং বপুষা স্বেন নিযোজয়িষ্যতি ॥ ৪২ ॥
ইতি চাহ স ধর্ম্মযাচিতঃ স্মরশাপাবধিদাং সরস্বতীম্।
অশনেরমৃতস্য চোভয়োর্বশিনশ্চাম্বুধরাশ্চ যোনয়ঃ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়।—ইতি দেহ-বিমুক্তয়ে স্থিতাং (কৃতনিশ্চয়াং) রতিম্ আকাশভবা (অশরীরী) সরস্বতী হ্রদ-শোষ-বিক্লবাং শফরীং প্রথমা বৃষ্টিঃ (বর্ষণং) ইব অন্বকম্পয়ৎ (সদয়ম্ উবাচ)। ৩৯ ।

হে কুসুমায়ুধ-পত্নি! তব ভর্ত্তা (মদনঃ) চিরাৎ দুর্লভঃ ন ভবিষ্যতি। শৃণু, যেন কর্ম্মণা সঃ (তে ভর্ত্তা) হরলোচনার্চ্চিষি শলভত্বং (পতঙ্গত্বং) গতঃ ॥ ৪০ ॥

উদীরিতেন্দ্রিয়ঃ (কন্দর্পেণ ক্ষোভিতেন্দ্রিয়ঃ) প্রজাপতিঃ (ব্রহ্মা) স্ব-সুতায়াং (সরস্বত্যাং) অভিলাষং (অনুরাগং) অকরোৎ। অথ তেন (প্রজাপতিনা) বিক্রিয়াং (ইন্দ্রিয়-বিকারং) নিগৃহ্য অভিশপ্তঃ (সন্) এতৎ ফলং (দাহাত্মকং কর্ম্মফলম্) অন্বভূৎ ॥ ৪১ ॥

ধর্ম্ম-যাচিতঃ (ধর্ম্মাখ্য-প্রজাপতিনা) যাচিতঃ সঃ (ব্রহ্মা) তপসা তৎপ্রবণীকৃতঃ (তস্যাং পার্ব্বত্যাং অভিমুখীকৃতঃ) হরঃ যদা পার্ব্বতীং পরিণেষ্যতি, তদা উপলব্ধসুখঃ (পার্ব্বত্যাঃ প্রাপ্তানন্দঃ সন্ সঃ হরঃ) স্মরং স্বেন বপুষা নিযোজয়িষ্যতি—(সংগময়িষ্যতি) ইতি স্মরশাপাবধিদাং সরস্বতীম্ চ আহ। (তথাহি)—বশিনঃ অম্বুধরাঃ চ অশনেঃ অমৃতস্য চ ইতি উভয়োঃ যোনয়ঃ (ভবন্তি) ॥ ৪২-৪৩ ॥

বঙ্গার্থ।—এইভাবে পতির চিতানলে দেহত্যাগ করিবার জন্য রতি যখন বদ্ধপরিকর, সেই সময়ে হঠাৎ এক অশরীরী ভাষা—আকাশবাণী অতি সদয়ভাবে শোকার্ত্ত কামপ্রিয়াকে কহিল।—অকস্মাৎ প্রচুর বারিবর্ষণে নিদাঘ-শুষ্ক হ্রদ-মধ্যবর্ত্তিনী গত-প্রাণকল্পা শফরী যেমন আশ্বস্ত হয়,—ঐ দৈববাণীতে রতিও তদ্রূপ হইলেন ॥ ৩৯ ॥

হে কুসুমায়ুধপত্নি! স্থির হও, চিতানলে আত্মাহুতি দিও না। তোমার পতি মদন অচিরাৎ তোমার সহিত আবার মিলিত হইবেন। যে অপকার্য্যের ফলে মদন বিরূপাক্ষের নয়ন-বহ্নিতে পতঙ্গের প্রায় পুড়িয়া মরিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর ॥ ৪০ ॥

পঞ্চবাণের অত্যাচারে, প্রজাপতি ব্রহ্মার একদিন ঈষৎ চিত্তচাঞ্চল্য ঘটিয়াছিল এবং তিনি স্বীয় দুহিতা চিরস্থিরকান্তি সরস্বতীর দিকে সাভিলাষ নয়নে দৃষ্টিপাত করিয়াছিলেন। কিন্তু পরক্ষণেই সৃষ্টিকর্ত্তা হৃদয়ের বৈকল্য নিরোধপূর্ব্বক অবিনয়ী কামকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, সেই অভিশাপের ফলেই হরনয়নানলে আজ কাম ভস্মীভূত হইলেন ॥ ৪১ ॥

প্রজাপতি ব্রহ্মার অভিশাপের পর, ধর্ম্মরাজ গিয়া কাকুতি-মিনতি করিয়া কামের পুনরুজ্জীবন প্রার্থনা করিলে পিতামহ কহিলেন,—যেদিনে তপস্যার দ্বারা তাপসী পার্ব্বতী তপস্বী মহাদেবকে তাঁহার প্রতি অনুরক্ত করিতে পারিবেন ও যখন চন্দ্রশেখর সেই গিরিরাজ-পুত্রীর পাণি-পীড়ন করিবেন, তখন উমার ন্যায় পত্নীর লাভে শিব অপার আনন্দ-সিন্ধুতে নিমগ্ন হইয়া কামকে পুনরায় উজ্জীবিত করিবেন, কন্দর্প তাঁহার ত্রিলোক মনোহর কলেবর আবার ফিরাইয়া পাইবেন। জিতেন্দ্রিয়গণ ও জলধরদল অমৃত এবং বজ্র উভয়েরই উৎপত্তিস্থল ॥ ৪২-৪৩ ॥

তদিদং পরিরক্ষ শোভনে! ভবিতব্য-প্রিয়-সঙ্গমং বপুঃ।
রবি-পীত-জলা তপাত্যয়ে পুনরোঘেন হি যুজ্যতে নদী॥ ৪৪॥

ইত্থং রতেঃ কিমপি ভূতমদৃশ্যরূপং মন্দীচকার মরণব্যবসায়বুদ্ধিম্।
তৎপ্রত্যয়াচ্চ কুসুমায়ুধ-বন্ধুরেনামাশ্বাসয়ৎ সুচরিতার্থপদৈর্বচোভিঃ॥ ৪৫॥

অথ মদনবধূরুপপ্লবান্তং ব্যসনকৃশা পরিপালয়াম্বভূব।
শশিন ইব দিবাতনস্য লেখা কিরণ-পরিক্ষয়-ধূসরা প্রদোষম্॥ ৪৬॥

ইতি চতুর্থঃ সর্গঃ

অন্বয়।—অয়ি শোভনে। তৎ (তস্মাৎ কারণাৎ, তৎ-ইতি অব্যয়ং তস্মাৎ-ইত্যর্থকম্) ভবিতব্য-প্রিয়সঙ্গমম্ ইদং বপুঃ পরিরক্ষ। (তথাহি)—রবি পীত জলা নদী তপাত্যয়ে পুনঃ ওঘেন যুজ্যতে হি॥ ৪৪॥

ইত্থং অদৃশ্য-রূপং কিম্ অপি ভূতং (কশ্চিৎ প্রাণী) রতেঃ মরণ-ব্যবসায়-বুদ্ধিং মন্দীচকার। (অথ) কুসুমায়ুধ-বন্ধুঃ চ তৎপ্রত্যয়াৎ (তস্মিন্ ভূতে বিশ্বাসাৎ) এনাং (রতিং) সুচরিতার্থ-পদৈঃ (নানাবিধাশ্বাস-যুক্তৈঃ) বচোভিঃ আশ্বাসয়ৎ॥ ৪৫॥

অথ ব্যসন-কৃশা মদনবধূঃ উপপ্লবান্তং (বিপদাম্ অবধিং), কিরণ-পরিক্ষয়-ধূসরা দিবাতনস্য শশিনঃ লেখা প্রদোষম্ ইব পরিপালয়াম্বভূব (প্রতীক্ষাঞ্চক্রে)॥ ৪৬॥

বঙ্গার্থ।—সুতরাং, লক্ষ্মি! তোমার এই কলেবর দগ্ধ করিও না, প্রত্যুত সযত্নে ইহা রক্ষা কর। কেন না, তোমার প্রিয়তমের সহিত এই দেহের পুনর্মিলন অবশ্যম্ভাবী। প্রচণ্ড গ্রীষ্মে মার্ত্তণ্ডদেব তটিনীর জলরাশি যদিও শুষিয়া লয়েন, কিন্তু গ্রীষ্মাবসানে বর্ষাগমে আবার কি ঐ মরাগাঙ্গে প্রবাহ ছোটে না, না চাঁদের আলো শোভা পায় না?॥ ৪৪॥

এইভাবে কি-যেন একটা অদৃশ্যপ্রাণী হঠাৎ রতির মরণবুদ্ধি নিবারণ করিল। রতির আবার বাঁচিতে সাধ হইল। সেই আকাশবাণী কদাচ বিফল হইবার নহে, দেবতার প্রসাদে মদনের সহিত রতির আবার মিলন হইবেই হইবে,—ইত্যাদি নানা প্রবোধদানে ও আশ্বাস-পূর্ণ নানা বাক্য-বিন্যাসে, বসন্ত মদন-প্রিয়াকে সান্ত্বনা করিলেন॥৪৫॥

কাম-পত্নী রতি, এই ঘটনার পর হইতে, বিপদের শেষদিনের,—কবে পার্ব্বতীর সহিত ত্রিলোচনের পরিণয় হইবে, তাহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। বিরহ-ব্যথায় তাঁহার দেহলতিকা দিন দিন শুকাইতে লাগিল! দিবাভাগে শশাঙ্কের নিষ্প্রভ রেখা যেমন তাহার সমস্ত সৌন্দর্য্য হারাইয়া রাত্রির অপেক্ষায় কোনমতে আকাশের গায় লাগিয়া থাকে, বিপন্না রতিও তদ্রূপ পুনর্মিলনের আশায় কোনক্রমে, প্রাণধারণ করিয়া রহিলেন। তাঁহার অমন সুন্দর কলেবর অমন সোনার অঙ্গ কালি হইয়া গেল॥ ৪৬॥

তাৎপর্য্য।—ইন্দ্রের আদেশে মদন যখন হর-সমাধিভঙ্গের নিমিত্ত যাত্রা করেন, তখন মদনপ্রিয়া রতি, ভয়ে ভয়ে পতির সহিত আসিয়াছিলেন। কার্য্যের গুরুত্ব চিন্তা করিয়া, তাঁহার বুক দুরু দুরু কাঁপিতেছিল।—যাত্রাকালের সেই আশঙ্কা ব্যর্থ হয় নাই। রতির সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। তিনি যখন মরণে কৃতনিশ্চয়, তখন হঠাৎ এক দৈববাণীতে তাঁহাকে রক্ষা করিল। পতির সহিত পুনর্মিলনের নিশ্চিততা জ্ঞাপন-পূর্ব্বক, শোকাতুরা রতিকে আশ্বস্ত করিল। এই সকল স্থলে দৈববাণীর বা অন্য কোনোরূপ লোকাতিগ শক্তির অবতারণা করিয়া অসম্ভবকে সম্ভব করা যেন কবিদিগের একটা শৈলী। অবশ্য ক্ষমতার অপ্রাচুর্য্যনিবন্ধন নবীন কবিদের ঐরূপ অলৌকিক ব্যাপারের অবতারণা করা কথঞ্চিৎ সহনীয় হইলেও, কালিদাসাদির ন্যায় কবির পক্ষে উহা যে অক্ষমতার পরিচায়ক, ইহা ত' বলা চলে না। শকুন্তলা, রঘুবংশ প্রভৃতিতে এইপ্রকার দৈবীশক্তির আবির্ভাব পরিদৃষ্ট হয়। অনেক সমালোচক বলেন, কল্পনাচাতুর্য্যের প্রভাবে ঐ সকল স্থলে দৈববাণী প্রভৃতির পরিবর্ত্তে কোনোরূপ স্বাভাবিক ক্রিয়া দেখাইতে পারিলেই ভালো হইত।

রঘুর অজবিলাপ ও কুমারের এই রতিবিলাপ এই দুইটি মিলাইয়া পড়িলেই নিপুণ পাঠক বুঝিবেন যে কুমার কালিদাসের যৌবনের এবং রঘু প্রৌঢ় কালের লেখা। এ সম্বন্ধে পূর্ব্বেই আলোচনা হইয়াছে॥ ৪৬॥

ইতি চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চমঃ সর্গঃ

তথা সমক্ষং দহতা মনোভবং পিনাকিনা ভগ্নমনোরথা সতী।
নিনিন্দ রূপং হৃদয়েন পার্ব্বতী প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা হি চারুতা ॥ ১ ॥
ইয়েষ সা কর্ত্তুমবন্ধ্যরূপতাং সমাধিমাস্থায় তপোভিরাত্মনঃ।
অবাপ্যতে বা কথমন্যথা দ্বয়ং তথাবিধং প্রেম পতিশ্চ তাদৃশঃ ॥ ২ ॥
নিশম্য চৈনাং তপসে কৃতোদ্যমাং সুতাং গিরীশ-প্রতিসক্ত-মানসাম্।
উবাচ মেনা পরিরভ্য বক্ষসা নিবারয়ন্তী মহতো মুনিব্রতাৎ ॥ ৩ ॥

অন্বয়।—পার্ব্বতী তথা সমক্ষং মনোভবং দহতা পিনাকিনা ভগ্নমনোরথা সতী হৃদয়েন রূপং নিনিন্দ। তথাহি চারুতা প্রিয়েষু সৌভাগ্যফলা ॥ ১ ॥

সা (পার্ব্বতী) সমাধিম্ আস্থায় তপোভিঃ আত্মনঃ অবন্ধ্য-রূপতাং কর্ত্তুম্ ইয়েষ। অন্যথা কথং বা দ্বয়ম্ অবাপ্যতে ?—(কিং তদ্ দ্বয়ম্ !) তথাবিধং প্রেম (স্নেহঃ) তাদৃশঃ পতিঃ চ (মৃত্যুঞ্জয়ঃ স্বামী চ) ॥ ২ ॥

মেনা চ গিরীশ-প্রতিসক্ত-মানসাং তপসে (তপঃ চরিতুং) কৃতোদ্যমাং সুতাং নিশম্য এনাং বক্ষসা পরিরভ্য মহতঃ মুনিব্রতাৎ নিবারয়ন্তী (সতী) উবাচ ॥ ৩ ॥

বঙ্গার্থ।—হিমাদ্রি-তনয়া উমা, চোখের উপর, পিনাকী কর্ত্তৃক কন্দর্প ভস্মীকৃত হওয়ায় বুঝিয়াছেন যে তাঁহার রূপের দাম কত, দৈহিক সৌন্দর্য্য কত অকিঞ্চিৎকর, তিনি মনে মনে নিজের রূপকে শতসহস্র ধিক্কার দিতে লাগিলেন। তাঁহার যত কিছু আশা চন্দ্রশেখরের হৃদয়মোহনের দুরভিলাষ, তাহা ঐ এক মদনকে ভস্মসাৎ করিয়াই বিরূপাক্ষ সমূলে ধ্বংস করিয়াছেন। তাই পার্ব্বতীর নশ্বর রূপের উপর একটা কেমন ঘোর বিতৃষ্ণা জন্মিল। যে রূপে হৃদয়বল্লভের মন আকৃষ্ট হয় না, সে কি আবার রূপ ? প্রিয়তমের অনুগ্রহই ত' রূপের কষ্টিপাথর। সে কষ্টিপাথরে পার্ব্বতীর সৌন্দর্য্যরূপ হেম নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়াই প্রতিপন্ন হইয়াছে। সুতরাং আর রূপ কেন ? রূপের বড়াই কেন ? ॥ ১ ॥

তাই পার্ব্বতী এবার একাগ্রতা অবলম্বনপূর্ব্বক কঠোর তপস্যার দ্বারা নিজের বিফল সৌন্দর্য্য সফল করিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। শারীরিক সৌন্দর্য্যে যাঁহাকে বশ করিতে পারেন নাই, এবার মানসিক সৌন্দর্য্যে তাঁহাকে,—সেই মদনদাহী ত্রিপুরারিকে বশীভূত করিতে কোমর বাঁধিলেন। তপস্যা ছাড়া অমন স্নেহ,—পতির অত আদর ও অমন মৃত্যুঞ্জয় পতি কি লাভ করা যায় ? পতির প্রেম ও দীর্ঘজীবন এই দুই-ই সতী রমণীর একমাত্র কাম্য, তাপসী পার্ব্বতী তপঃপ্রভাবে সে দুইটিই লাভ করিয়াছিলেন ॥ ২ ॥

গিরীশের প্রতি আসক্তিমতী হইয়া কন্যা পার্ব্বতী কঠোর তপশ্চরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন শুনিয়া, মাতা মেনকা গিয়া তাঁহাকে বুকের মধ্যে জড়াইয়া ধরিলেন ও অনন্ত দুঃখকর মুনিদিগের যে তপশ্চরণ-ব্রত, তাহা হইতে বার বার নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৩ ॥

তাৎপর্য্য।—চোখের উপর, গর্ব্বিত মদন ভস্মীভূত হইয়াছে। পার্ব্বতীর প্রথম পরীক্ষার শেষ হইয়াছে। তিনি মর্ম্মান্তিক ব্যথা পাইয়াছেন, মর্ম্মের গ্রন্থিগুলি তাঁহার যেন শিথিল হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাঁহার অদ্ভুত আত্মনির্ভর ও অসাধারণ ধৈর্য্য। অভীষ্টদেবতার প্রসাদ-লাভের জন্য এবার তিনি প্রাণান্ত পণ করিলেন। শরীর-পাতিনী সেবায় যাঁহার প্রসন্নতাবিধান করিতে পারেন নাই, এবার প্রাণপাতিনী তপস্যায় যদি তাঁহার কৃপা-লেশও প্রাপ্ত হন, জীবন সার্থক হইবে, অন্যথা সেই অভীষ্টদেবতার উদ্দেশে ব্যর্থজীবনের অবসান করিয়া তিনি সকল জ্বালা জুড়াইবেন। উমা বুঝিলেন যে, সৌন্দর্য্যের শক্তি অতি অকিঞ্চিৎকরী, উহাতে অভীষ্টসিদ্ধি হয় না। তপস্বীর হৃদয় জয় করিতে হইলে, তপস্যার প্রয়োজন। অসাধ্য-সাধন করিতে হইলে, উচ্চ অভিলাষ পূরণ করিতে হইলে তপস্যা চাই। আত্ম-সমর্পণ চাই। অন্তর জয় করিতে হইলে আন্তরিকতা চাই। তাই রাজনন্দিনীর এই কঠোর তপস্যা ॥ ১-২ ॥

মনীষিতাঃ সন্তি গৃহেষু দেবতাস্তপঃ ক বৎসে ক চ তাবকং বপুঃ।
পদং সহেত ভ্রমরস্য পেলবং শিরীষ-পুষ্পং ন পুনঃ পতত্রিণঃ॥ ৪॥
ইতি ধ্রুবেচ্ছামনুশাসতী সুতাং শশাক মেনা ন নিয়ন্তুমুদ্যমাৎ।
ক ঈপ্সিতার্থস্থিরনিশ্চয়ং মনঃ পয়শ্চ নিম্নাভিমুখং প্রতীপয়েৎ॥ ৫॥
কদাচিদাসন্নসখীমুখেন সা মনোরথজ্ঞং পিতরং মনস্বিনী।
অযাচতারণ্যনিবাসমাত্মনঃ ফলোদয়ান্তায় তপঃসমাধয়ে॥ ৬॥
অথানুরূপাভিনিবেশতোষিণা কৃতাভ্যনুজ্ঞা গুরুণা গরীয়সা।
প্রজাসু পশ্চাৎ প্রথিতং তদাখ্যয়া জগাম গৌরীশিখরং শিখণ্ডিমৎ॥ ৭॥

অন্বয়।—অয়ি বৎসে! মনীষিতাঃ দেবতাঃ (শচ্যাদয়ঃ) গৃহেষু সন্তি, (ত্বং তাঃ আরাধয়)। তপঃ ক? তাবকং বপুঃ চ ক? পেলবং শিরীষপুষ্পং ভ্রমরস্য পদং সহেত, পতত্রিণঃ পদং পুনঃ ন (সহেত)। ৪।

ইতি অনুশাসতী মেনা ধ্রুবেচ্ছাং সুতাম্ (পার্বতীম্) উদ্যমাৎ নিয়ন্তুং ন শশাক। (তথাহি) ঈপ্সিতার্থ-স্থির-নিশ্চয়ং মনঃ নিম্নাভিমুখং পয়ঃ চ কঃ প্রতীপয়েৎ (প্রতিনিবর্তয়িতুং শক্নুয়াৎ)॥ ৫॥

(অথ) কদাচিৎ মনস্বিনী (স্থিরহৃদয়া) সা (পার্বতী) মনোরথজ্ঞং পিতরম্ আসন্ন-সখী-মুখেন ফলোদয়ান্তায় তপঃসমাধয়ে আত্মনঃ অরণ্য-নিবাসম্ অযাচত॥ ৬॥

অথ (গৌরী) অনুরূপাভিনিবেশ তোষিণা গরীয়সা গুরুণা (পিত্রা হিমালয়েন) কৃতাভ্যনুজ্ঞা (আদিষ্টা সতী) পশ্চাৎ প্রজাসু তদাখ্যয়া (গৌর্য্যাঃ সংজ্ঞয়া) প্রথিতং শিখণ্ডিমৎ গৌরীশিখরং জগাম॥ ৭॥

বঙ্গার্থ।—কহিলেন—"মা! কেন তোমার এ দুষ্কর প্রতিজ্ঞা? শচী প্রভৃতি বৈবাহিক দেবতারা ত একপ্রকার বাড়ীরই লোক। যখন ইচ্ছা, তাঁহাদের অর্চনা করিতে পার, তাঁহাদিগেরই আরাধনা কর না কেন? তোমার পিতৃগৃহে কোন্ দেবদেবী পায়ের ধূলা না দেন? একবার ভাবিয়া দেখ ত', তোমার এই নবনীতবৎ সুকোমল শরীর ও কঠোর তপস্যার কথা, এ শরীরে কি তপস্যা মানায়? অতি মৃদুল শিরীষফুল ভ্রমরের পদভার সহিতে পারে বলিয়া কি অন্য কোন পক্ষীর দুর্বহ ভার সহিবার ক্ষমতা তার আছে? কখনও নয়। ঘরে বসিয়া, তপজপ যাহা করিতে হয় কর, পাহাড়-পর্বতে গিয়া কৃচ্ছ্রসাধন তোমার এ শরীরে কুলাইবে না॥ ৪॥

মাতা মেনা এইভাবে কন্যাকে নানা উপদেশ দিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই সেই দৃঢ়-প্রতিজ্ঞা পার্বতীকে তপস্যার উদ্যম হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না। নিম্নগামী সলিলের ন্যায় অভিপ্রেত বিষয়ে বদ্ধপরিকর হৃদয়কে কেহ কি কখনো ফিরাইতে পারে? কখনই নহে॥ ৫॥

স্থির-চিত্তা গৌরী, তারপর একদিন, এক অভিন্ন-হৃদয়া সখীর দ্বারা পিতা হিমালয়কে জানাইলেন যে, যতদিন কামনা পরিপূর্ণ না হইবে, ততদিন পর্য্যন্ত তিনি বনে গিয়া তপস্যা করিবেন। কন্যার যে কি কামনা, হিমালয় তাহা জানিতেন, তাই তিনি আর দ্বিরুক্তি করিলেন না॥ ৬॥

বরং কন্যার অভিলাষ সম্পূর্ণরূপে কন্যার অনুরূপই হইয়াছে, ভাবিয়া হিমালয়ের আর আনন্দের অবধি রহিল না! তিনি প্রসন্নহৃদয়ে পার্বতীকে তপস্যায় অনুমতি দিলেন এবং পার্বতীও জগন্মান্য পিতার অনুমতি পাইয়া, হিংস্রাদিশূন্য এবং ময়ূরাদিসেবিত হিমালয়-শৃঙ্গে চলিয়া গেলেন। গৌরী ঐ শিখরদেশে তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, উহা পরে তাঁহারই নামে—অর্থাৎ "গৌরীশিখর" আখ্যায় লোকে বিখ্যাত হইয়াছিল॥ ৭॥

বিমুচ্য সা হারমহার্য্যনিশ্চয়া বিলোলযষ্টিপ্রবিলুপ্তচন্দনম্।
ববন্ধ বালারুণবভ্রু বল্কলং পয়োধরোৎসেধবিশীর্ণসংহতি ॥ ৮ ॥
যথা প্রসিদ্ধৈর্মধুরং শিরোরুহৈর্জটাভিরপ্যেবমভূত্তদাননম্।
ন ষট্পদশ্রেণিভিরেব পঙ্কজং সশৈবলাসঙ্গমপি প্রকাশতে ॥ ৯ ॥
প্রতিক্ষণং সা কৃতরোমবিক্রিয়াং ব্রতায় মৌঞ্জীং ত্রিগুণাং বভার যাম্।
অকারি তৎ-পূর্ব্বনিবদ্ধয়া তয়া সরাগমস্যা রশনাগুণাস্পদম্ ॥ ১০ ॥
বিসৃষ্টরাগাদধরান্নিবর্ত্তিতঃ স্তনাঙ্গরাগারুণিতাচ্চ কন্দুকাৎ।
কুশাঙ্কুরাদান-পরিক্ষতাঙ্গুলিঃ কৃতোঽক্ষ-সূত্রপ্রণয়ী তয়া করঃ ॥ ১১ ॥

অন্বয়।—অহার্য্য-নিশ্চয়া সা (গৌরী) বিলোল-যষ্টি-প্রবিলুপ্ত-চন্দনং হারং বিমুচ্য বালারুণ-বভ্রু পয়োধরোৎ-সেধ-বিশীর্ণ-সংহতি বল্কলং ববন্ধ ॥ ৮ ॥

তদাননং প্রসিদ্ধৈঃ শিরোরুহৈঃ যথা মধুরম্ অভূৎ, জটাভিঃ অপি এবং (মধুরম্ অভূৎ)। (তথাহি)—পঙ্কজং ষট্-পদ-শ্রেণিভিঃ এব ন, (কিন্তু) স-শৈবলাসঙ্গম্ অপি প্রকাশতে ॥ ৯ ॥

সা (দেবী) প্রতিক্ষণং কৃতরোম-বিক্রিয়াং ত্রিগুণাং যাং মৌঞ্জীং ব্রতায় বভার, তৎ-পূর্ব্বনিবদ্ধয়া তয়া (মৌঞ্জ্যা) অস্যাঃ (দেব্যাঃ) রশনাগুণাস্পদং (জঘনং) সরাগম্ অকারি (অতিসৌকুমার্য্যাৎ) ॥ ১০ ॥

তয়া (দেব্যাঃ) বিসৃষ্ট-রাগাৎ অধরাৎ (অধরোষ্ঠাৎ) (তথা)—স্তনাঙ্গরাগারুণিতাৎ কন্দুকাৎ চ নিবর্ত্তিতঃ কুশাঙ্কুরাদানপরিক্ষতাঙ্গুলিঃ করঃ অক্ষ-সূত্র-প্রণয়ী কৃতঃ ॥ ১১ ॥

বঙ্গার্থ।—তপস্যায় গিয়া এবার পার্ব্বতী বেশভূষা একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। দৃঢ়-সঙ্কল্পা উমা সর্ব্বপ্রথম, কণ্ঠের হার-ছড়া খুলিয়া ফেলিলেন। একদিন এই হার তাঁহার চন্দন-চর্চ্চিত বক্ষে লহরে লহরে গড়াইয়া স্তন-লিপ্ত চন্দন বিলুপ্ত করিত। আজ সেই হারের বদলে তিনি, অচিরোদিত সূর্য্যের ন্যায় পিঙ্গলবর্ণ বল্কল কণ্ঠদেশে বন্ধন করিলেন। তাঁহার পীনোন্নত স্তনদ্বয়ের স্থূল ও সমুন্নত পার্শ্বদেশে আহত হইয়া সেই বল্কলের ধারগুলি ক্রমে যেন কেমন বিশীর্ণ হইতে লাগিল, তাহা ক্রমে পরতে পরতে একটু একটু করিয়া ছাড়িয়া ও খুলিয়া গেল ॥ ৮ ॥

গৌরীর সেই আগুল্ফবিলম্বী কেশপাশে তাঁহার মুখখানিকে যেমন সুন্দর দেখাইত, আজ জটাভারেও তাহা তেমনই মধুর মনে হইল। কমলদলে যখন চঞ্চল ভ্রমরমালা আসিয়া বসে, তখনই যে তাহা কেবল দেখিতে মনোহর হয়, তাহা নহে, শৈবাল-দলে বিজড়িত পদ্মও দেখিতে কত সুন্দর! এককথায়,—যাহা যথার্থই সুন্দর, তাহা সকল অবস্থাতেই সুন্দর দেখায় ॥ ৯ ॥

তাপসীবেশা উমা ব্রতের জন্য, তপস্যার জন্য, তিনগুণ করিয়া অর্থাৎ তিন নহর—মুঞ্জ-রচিত মেখলা ধারণ করিলেন। একদিন যে নিতম্বে মণিময় রশনা পরিতেন, আজ কঠিন মুঞ্জ-রচিত মেখলার প্রথম বন্ধনে সেই নিতম্বদেশ লাল হইয়া উঠিল এবং উহার কঠিনতায় সংস্পর্শে ক্ষণে ক্ষণে তাঁহার কলেবর রোমাঞ্চিত হইতে লাগিল ॥ ১০ ॥

দেবী উমা একদিন যে হাতে স্বীয় অধরোষ্ঠ লাক্ষা-রাগে রঞ্জিত করিতেন এবং খেলিবার সময়ে, কুঙ্কুমাদি-রঞ্জিত স্তনের উপর পড়িয়া যে কন্দুক লাল হইত, তাহা ধরিতেন,—আজ তপস্যায় বসিয়া সে সব বিলাসের বস্তু ছাড়িয়াছেন, তাই সেই হাতে এখন কঠোর কুশ কাটিতে হয় বলিয়া আঙ্গুলগুলি ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে;—এবং তাহাতে দিন-রাত রুদ্রাক্ষের জপমালা ধারণ করিয়া আছেন ॥ ১১ ॥

মহার্হ-শয্যা-পরিবর্ত্তন-চ্যুতৈঃ স্বকেশপুষ্পৈরপি যা স্ম দূয়তে।
অশেত সা বাহুলতোপধায়িনী নিষেদুষী স্থণ্ডিলে এব কেবলে ॥ ১২ ॥
পুনর্গ্রহীতুং নিয়মস্থয়া তয়া দ্বয়েঽপি নিক্ষেপ ইবার্পিতং দ্বয়ম্।
লতাসু তন্বীষু বিলাসচেষ্টিতং বিলোলদৃষ্টং হরিণাঙ্গনাসু চ ॥ ১৩ ॥
অতন্দ্রিতা সা স্বয়মেব বৃক্ষকান্ ঘট-স্তন-প্রস্রবণৈর্ব্যবর্দ্ধয়ৎ।
গুহোঽপি যেষাং প্রথমাপ্তজন্মনাং ন পুত্রবাৎসল্যমপাকরিষ্যতি ॥ ১৪ ॥
অরণ্য-বীজাঞ্জলি-দান-লালিতাস্তথা চ তস্যাং হরিণা বিশশ্বসুঃ।
যথা তদীয়ৈর্নয়নৈঃ কুতূহলাৎ পুরঃ সখীনামমিমীত লোচনে ॥ ১৫ ॥

অন্বয়।—মহার্হ-শয্যা-পরিবর্ত্তনচ্যুতৈঃ স্বকেশ-পুষ্পৈঃ অপি যা (দেবী) দূয়তে স্ম, সা (পার্ব্বতী) বাহুলতোপধায়িনী (সতী) কেবলে স্থণ্ডিলে এব (সংস্তরণ-শূন্যে ভূমৌ এব) অশেত, (তথা) নিষেদুষী (চ) (উপবিষ্টা চ) ॥১২॥

নিয়মস্থয়া তয়া (দেব্যা) দ্বয়ে অপি দ্বয়ং পুনঃ গ্রহীতুম্ নিক্ষেপঃ (ন্যাসঃ) ইব অর্পিতং (কিম্?) (কুত্র দ্বয়ে কিং দ্বয়ম্ অর্পিতম্?)—তন্বীষু লতাসু বিলাসচেষ্টিতম্, হরিণাঙ্গনাসু বিলোল-দৃষ্টং চ (চঞ্চলম্ অবলোকিতং চ) ॥ ১৩ ॥

সা (দেবী) স্বয়ম্ এব অতন্দ্রিতা (সতী) বৃক্ষকান্ (অচিরজাতান্) ঘট-স্তন-প্রস্রবণৈঃ (পীনস্তনবৎ কুম্ভ-প্রসৃত-পয়োভিঃ) ব্যবর্দ্ধয়ৎ। গুহঃ (কুমারঃ) অপি প্রথমাপ্তজন্মনাং যেষাং (বৃক্ষকাণাং সম্বন্ধি) পুত্রবাৎসল্যং ন অপাকরিষ্যতি। (উত্তরকালে স্বপুত্রে কুমারে উৎপন্নে অপি তেষু বৃক্ষকেষু প্রথমজাতং পুত্রবাৎসল্যং ন নিবর্ত্তিষ্যতে) ॥১৪॥

অরণ্যবীজাঞ্জলিদানলালিতাঃ হরিণাঃ চ তস্যাং (দেব্যাং) তথা বিশশ্বসুঃ, যথা—(সা দেবী) তদীয়ৈঃ (হরিণ-সম্বন্ধিভিঃ) নয়নৈঃ কুতূহলাৎ পুরঃ (বর্ত্তমানানাং) সখীনাং লোচনে অমিমীত (অক্ষি-পরিমাণ-তারতম্য-জ্ঞানায় মানং চকার)। (আত্মনঃ ব্রতস্থত্বাৎ ন স্বকীয়-নয়ন-মানং কর্ত্তব্যম্ অনন্তরক) ॥ ১৫ ॥

বঙ্গার্থ।—আহা! কত অমূল্য দুগ্ধফেননিভ শয্যায় যে রাজনন্দিনী গৌরী শয়ন করিতেন এবং পার্শ্বপরিবর্ত্তনের সময়ে, স্বীয় কবরীগলিত একটি ফুলের আঘাতেও কত ব্যথা পাইতেন, আজ তিনি, সেই নবনীত কোমলা উমা অনাবৃত ভূমিতলে বসিয়া বসিয়া, যদি কখনো একটু ক্লান্তি-বোধ হইত, নিজের ভুজলতায় মস্তকস্থাপনপূর্ব্বক ভূমিতেই শুইয়া পড়েন! ॥ ১২ ॥

ব্রত-নিয়মের সময়ে সমস্ত হাবভাব বিলাস ত্যাগ করিতে হয়। তাই মনে হয়,—তপস্বিনী উমা, তপশ্চর্য্যার প্রারম্ভ-কালেই তাঁহার সেই সহজ বিলাস-চেষ্টিত অর্থাৎ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মনোহর চলন-বলন প্রভৃতি এবং সতত চঞ্চল দৃষ্টি—এই দুইটি বস্তু—যথাক্রমে কৃশাঙ্গী লতিকায় এবং হরিণীদের নিকট গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন, যদি কখনো দিনের দেখা পান, সুদিন আসে, তবে তখন আবার ঐ গচ্ছিত বস্তুদ্বয় ফিরাইয়া লইবেন। তাহা না হইলে, লতা-সমূহ অমন মধুর নর্ত্তন, অমন মনোহর আন্দোলন কোথায় পাইল, আর হরিণীরাই বা অমন ললিত এবং সতত-সম্ভ্রম দৃষ্টি কোথা হইতে লাভ করিল? ॥ ১৩ ॥

দিন নাই, রাত নাই, যখন দরকার বুঝিতেন, অনলস-হৃদয়ে, পার্ব্বতী আশ্রমের ছোট ছোট গাছগুলিতে ঘট ভরিয়া জলসেচন করিতেন। মনে হইত, জননী যেন তাঁহার কচি কচি শিশুদিগকে স্তন্য-রসে বিবর্দ্ধিত করিতেছেন। পরে,—অনেক পরে, দেবসেনাপতি কার্ত্তিকের পার্ব্বতীর পুত্র রূপে জন্মিলেও, এই স্বহস্ত-সংবর্দ্ধিত বৃক্ষরাজির উপর উমার যে অপত্যস্নেহ জন্মিয়াছিল, তাহা কিন্তু তিলমাত্রও ঘুচাইতে পারেন নাই। সত্যিকার পুত্র, এই ছেলেবেলার কৃত্রিম-পুত্রের উপর যে স্নেহ, তাহা হ্রাস করিতে পারেন নাই ॥১৪॥

ব্রতের সময়ে —শিলোঞ্ছবৃত্তি করিতে হয়, জীবন-ধারণের তাহাই একমাত্র উপায়, কিন্তু উমা ত' কিছুই খাইতেন না; অথচ বনজাত তৃণ-ধান্যাদি যাহা কুড়াইয়া আনিতেন, তাহা বনের হরিণগুলিকে নিজহাতে খাওয়াইতেন। এইরূপ মাতৃবৎ ব্যবহারে বন্য মৃগগুলি পর্য্যন্ত তাঁহাকে এত বিশ্বাস করিত যে, কখনো কখনো যদি তিনি পুরঃস্থিত হরিণের চোখ টানিয়া ধরিয়া সখীদের চোখের সহিত মাপিয়া দেখিতেন যে কাহার চোখ বড়, তখন কিন্তু, হরিণরা একটু নড়িত না। তাঁহার উপর তাদের এতই বিশ্বাস! ॥ ১৫ ॥

কৃতাভিষেকাং হুতজাতবেদসং ত্বগুত্তরাসঙ্গবতীমধীতিনীম্।
দিদৃক্ষবস্তামৃষয়োঽভ্যুপাগমন্ ন ধর্ম্মবৃদ্ধেষু বয়ঃ সমীক্ষ্যতে॥ ১৬॥
বিরোধি-সত্ত্বোজ্ঝিত-পূর্ব্বমৎসরং দ্রুমৈরভীষ্ট-প্রসবার্চ্চিতাতিথি।
নবোটজাভ্যন্তর-সংভৃতানলং তপোবনং তচ্চ বভূব পাবনম্॥ ১৭॥
যদা ফলং পূর্ব্বতপঃ-সমাধিনা ন তাবতা লভ্যমমংস্ত কাঙ্ক্ষিতম্।
তদানপেক্ষ্য স্বশরীর-মার্দ্দবং তপো মহৎ সা চরিতুং প্রচক্রমে॥ ১৮॥
ক্লমং যযৌ কন্দুকলীলয়াপি যা তয়া মুনীনাং চরিতং ব্যগাহ্যত।
ধ্রুবং বপুঃ কাঞ্চন-পদ্ম-নির্ম্মিতং মৃদু প্রকৃত্যা চ স-সারমেব চ॥ ১৯॥

অন্বয়।—কৃতাভিষেকাং হুত-জাত-বেদসং (কৃতহোমাং) ত্বগুত্তরাসঙ্গবতীং (বল্কলেন কৃতোত্তরীয়াং) অধীতিনীং (স্তুতিপাঠাদি কুর্ব্বতীং) তাং (দেবীং) দিদৃক্ষবঃ ঋষয়ঃ অভ্যুপাগমন্। (তথাহি)—ধর্ম্মবৃদ্ধেষু বয়ঃ ন সমীক্ষ্যতে (প্রমাণী-ক্রিয়তে)। (ধর্মজ্যৈষ্ঠে বয়োজ্যৈষ্ঠং ন প্রয়োজকম্ ইত্যর্থঃ)॥ ১৬॥

বিরোধি-সত্ত্বোজ্ঝিত-পূর্ব্ব-মৎসরং (হিংসারহিতং), দ্রুমৈঃ অভীষ্টপ্রসবার্চ্চিতাতিথি, নবোটজাভ্যন্তর-সংভৃতানলং তৎ চ তপোবনং পাবনং বভূব। (অহিংসাতিথিসৎকারাগ্নি-পরিচর্য্যাদিভির্জগৎপাবনং বভূব)॥ ১৭॥

সা (দেবী) যদা তাবতা পূর্ব্বতপঃসমাধিনা কাঙ্ক্ষিতং ফলং লভ্যং (লব্ধুং শক্যং) ন অমংস্ত, তদা স্বশরীর-মার্দ্দবং অনপেক্ষ্য মহৎ তপঃ চরিতুং প্রচক্রমে॥ ১৮॥

(কীদৃশম্ ইতি আহ) যা (দেবী) কন্দুক-লীলয়া অপি ক্লমং যযৌ, তয়া (দেব্যা) মুনীনাং চরিতং (তীব্রং তপঃ) ব্যগাহ্যত (প্রবিষ্টম্)। (তথাহি) ধ্রুবম্ (অস্যাঃ) বপুঃ কাঞ্চন-পদ্ম-নির্ম্মিতম্; (অতঃ) প্রকৃত্যা (পদ্মস্বভাবেন) মৃদু চ, (কাঞ্চনস্বভাবেন) সসারং চ (কঠিনং চ) এব॥ ১৯॥

বঙ্গার্থ।—তিনি যখন, অভিষেকান্তে, অর্থাৎ স্নানের পর বল্কলের উত্তরীয় ধারণ-পূর্ব্বক প্রজ্বলিত অনলে হবন করিতেন এবং স্তবাদি পাঠ করিতেন, তখন কত কঠোর-তপাঃ ঋষিরাও তাঁহাকে—তাদৃশী অপূর্ব্ব দেবীকে দেখিতে আসিতেন।—পার্ব্বতী বালিকা হইলেও, বয়োবৃদ্ধ মুনিঋষিরা তাঁহার ধর্ম্মভাব দর্শন করিয়া বিস্মিত হইতেন। ধর্ম্মাচরণে যিনি প্রবীণ, তাঁহার বয়ঃক্রম কেহই গণনা করে না। ধর্ম্মভাবের প্রাবীণ্যেই তাঁহাকে সর্ব্বজন-পূজনীয় করিয়া তোলে॥ ১৬॥

অহিংসা, অতিথি-সৎকার এবং অগ্নি-পরিচর্য্যা প্রভৃতি পবিত্র ব্যাপারসমূহের দ্বারা সেই—"গৌরী-শিখর" তপোবনটাই ক্রমে পরম পবিত্র হইয়া উঠিল। সেখানে পরস্পরবিরোধী হিংস্র শ্বাপদকুল, তাহাদের জন্মগত বিরোধ পরিহার করিল। এককথায় "যে যার ভক্ষক, সে তার রক্ষক" হইল। পান্থগণ, অতিথিবৃন্দ, যে বৃক্ষের নিকট যে ফল চাহিতেন, সে তাহাই দিয়া তাঁহাদের সেবা করিত। অচিরনির্ম্মিত পর্ণশালার মধ্যে দিনরাত হোমানল সঞ্চিত থাকিত। সারা তপোবনটাই কেমন একটা স্বর্গভাবে পরিণত হইল॥ ১৭॥

দেবী পার্ব্বতী, যতটা সম্ভব, কঠোর তপস্যা করিয়াও যখন দেখিলেন যে, তাঁহার অত কৃচ্ছ্রসাধনাতেও কাঙ্ক্ষিত বস্তু লাভ করিতে পারিলেন না, বাঞ্ছিত চন্দ্রশেখরের দয়া হইল না, তখন দৃঢ় সঙ্কল্পা উমা, নিজের দেহের কম-নীয়তা, শক্তিসামর্থ্য সমস্ত উপেক্ষা করিয়া, আরও ভয়ানক —অতি দুশ্চর কঠোরতম ও কষ্টসাধ্য তপস্যা আরম্ভ করিলেন। অত কঠোরতা, তাঁহার ঐ সুকুমার দেহ সহিতে পারিবে কি না, ভুলেও একবার তাহা ভাবিলেন না॥ ১৮॥

দু'দিন আগে, একটি সামান্য ঘুঁটি লইয়া খেলা করিতেও যিনি ঘামে গলিয়া যাইতেন, কত ক্লান্তি অনুভব করিতেন, আজ তিনি, সেই রাজনন্দিনী উমা, কৃচ্ছ্রতপাঃ মুনিদিগেরও দুঃসাধ্য কঠোর তপস্যায় প্রাণ ঢালিয়া দিলেন! এই সব দেখিয়া মনে হয়, তাঁহার কলেবর' নিশ্চয়ই সোনার পদ্মে বিরচিত, পদ্মের স্বভাবে তাঁহার প্রকৃতি অত মধুর ও কোমল এবং কঠিন হেম-ধাতুর স্বভাবে তাঁহার হৃদয় অত দৃঢ়। নতুবা তাঁহার, দেহ অত কোমল এবং কঠিন কেন?॥ ১৯॥

শুচৌ চতুর্ণাং জ্বলতাং হবির্ভুজাং শুচি-স্মিতা মধ্যগতা সুমধ্যমা।
বিজিত্য নেত্র-প্রতিঘাতিনীং প্রভামনন্য-দৃষ্টিঃ সবিতারমৈক্ষত ॥ ২০ ॥
তথাতিতপ্তং সবিতুর্গভস্তিভির্মুখং তদীয়ং কমলশ্রিয়ং দধৌ।
অপাঙ্গয়োঃ কেবলমস্য দীর্ঘয়োঃ শনৈঃ শনৈঃ শ্যামিকয়া কৃতং পদম্ ॥ ২১ ॥
অযাচিতোপস্থিতমম্বু কেবলং রসাত্মকস্যোড়ুপতেশ্চ রশ্ময়ঃ।
বভূব তস্যাঃ কিল পারণাবিধির্ন বৃক্ষবৃত্তিব্যতিরিক্তসাধনঃ ॥ ২২ ॥
নিকামতপ্তা বিবিধেন বহ্নিনা নভশ্চরেণেন্ধনসম্ভৃতেন সা।
তপাত্যয়ে বারিভিরুক্ষিতা নবৈর্ভুবা সহোষ্মাণমমুঞ্চদূর্দ্ধগম্ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়।—শুচৌ (গ্রীষ্মে) শুচিস্মিতা সুমধ্যমা (পার্ব্বতী) জ্বলতাং চতুর্ণাং হবির্ভুজাং মধ্যগতা (সতী) নেত্রপ্রতি-ঘাতিনীং প্রভাং (সৌরং তেজঃ) বিজিত্য, অনন্যদৃষ্টিঃ (চ সতী) সবিতারম্ ঐক্ষত। (পঞ্চাগ্নিমধ্যে তপঃ চচার) ॥ ২০ ॥

সবিতুঃ গভস্তিভিঃ তথা (পূর্ব্বোক্ত-প্রকারেণ) অতিতপ্তং তদীয়ং মুখং কমল শ্রিয়ং দধৌ। (কিন্তু) অস্য (মুখস্য) দীর্ঘয়োঃ অপাঙ্গয়োঃ কেবলং শনৈঃ শনৈঃ শ্যামিকয়া (কালিমা) পদং কৃতম্ ॥ ২১ ॥

কেবলম্ অযাচিতোপস্থিতং অম্বু রসাত্মকস্য উড়ুপতেঃ (সুধাকরস্য) রশ্ময়ঃ চ তস্যাঃ (পার্ব্বত্যাঃ) পারণাবিধিঃ বভূব (কেবলং জলদজলং সুধাকরকিরণঃ চ তস্যাঃ আহার-যোগ্যম্ আসীৎ) কিল। বৃক্ষ-বৃত্তি-ব্যতিরিক্ত-সাধনঃ (পারণাবিধিঃ) ন (বভূব) ॥ ২২ ॥

বিবিধেন (পঞ্চবিধেন) নভশ্চরেণ (আদিত্যরূপেণ) ইন্ধন-সম্ভৃতেন (কাষ্ঠ-সমিদ্ধেন) বহ্নিনা নিকামতপ্তা সা (পার্ব্বতী) তপাত্যয়ে (প্রাবৃষি) নবৈঃ বারিভিঃ উক্ষিতা (সতী) ভুবা (নিদাঘ-তপ্তয়া) সহ ঊর্দ্ধগম্ উষ্মাণং (বাষ্পং) অমুঞ্চৎ ॥ ২৩ ॥

বঙ্গার্থ।—মন্দগামিনী কৃশোদরী পার্ব্বতী, প্রবল গ্রীষ্মে, চারিদিকে চতুর্ব্বিধ অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া, তাহার মধ্যে গিয়া হাসি-হাসি মুখে বসিতেন এবং স্থিরনেত্রে ও ঊর্দ্ধমুখে ললাটন্তপ মার্ত্তণ্ডের দিকে চাহিয়া থাকিতেন, নিদাঘের সেই অতিপ্রখর সৌরকরে তাঁহার চক্ষুঃ ঝলসিয়া যাইবার কথা, যাইতও বটে, কিন্তু তপস্বিনী গৌরী তাহা লক্ষ্যও করিতেন না। এইভাবে তিনি পঞ্চাগ্নি-সাধ্য তপস্যা করিতেন ॥ ২০ ॥

নিদাঘ সূর্য্যের প্রখর রৌদ্রতাপে সন্তপ্ত হইয়া উমার মুখখানি যখন লাল হইত, তখন তাহা একটি অরুণরাগ-রঞ্জিত ফুটন্ত পদ্মের মত দেখা যাইত। সেই সুন্দর মুখ আরো সুন্দরতর হইয়া উঠিত; কিন্তু এই কৃচ্ছ্র সাধনার ফলে, তাঁহার আকর্ণ-বিশ্রান্ত নয়নদ্বয়ের প্রান্তভাগে ক্রমে একটা কালো রেখা ভাসিয়া উঠিতে লাগিল। চোখের কোণে যেন কালি ভাসিয়া দিল। প্রস্ফুটিত কমলে যেন ভ্রমর আসিয়া বসিল ॥ ২১ ॥

যদৃচ্ছা-পতিত জলদ-জল এবং ওষধি-পতি সুধাকরের সুধা অর্থাৎ জ্যোৎস্না ছাড়া বৃক্ষ-বল্লরী যেমন আর কিছুই খায় না, চাঁদের কিরণ ও মেঘের জল ছাড়া—সেইরূপ পার্ব্বতীরও অন্য কোনো খাদ্যদ্রব্য ছিল না। উপবাসিনী উমা এবং তরুলতা উভয়েরই পারণার বস্তু এক ছিল। এতই কঠোর তিনি তপস্যা করিতেন ॥ ২২ ॥

সারা গ্রীষ্মকালটা নানাপ্রকার অর্থাৎ পঞ্চবিধ অগ্নির মধ্যে উমা থাকিতেন, দাউ দাউ করিয়া কাঠের আগুন ভূমিতলে যেমন জ্বলিত, তদপেক্ষা বুঝি প্রবলতর বেগে আকাশের সূর্য্যদেব জ্বলিতেন, পার্ব্বতীর দেহ পুড়িয়া যেন "খাক" হইয়া যাইত। গ্রীষ্মাবসানে যখন নববর্ষার বারিবিন্দু প্রতপ্ত ভূমিতলে প্রথম পড়ে, তখন ভূপৃষ্ঠ হইতে যেমন একটা গরম "ভাত"—"ভাপ" উপরের দিকে উঠে, অমনি প্রতপ্ত-দেহা গৌরীও উষ্ণ দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়িতেন, হাঁপ ছাড়িতেন ॥ ২৩ ॥

স্থিতাঃ ক্ষণং পক্ষ্মসু তাড়িতাধরাঃ পয়োধরোৎসেধনিপাত-চূর্ণিতাঃ।
বলীষু তস্যাঃ স্খলিতাঃ প্রপেদিরে চিরেণ নাভিং প্রথমোদবিন্দবঃ ॥ ২৪ ॥
শিলাশয়াং তামনিকেতবাসিনীং নিরন্তরাস্বন্তরবাতবৃষ্টিষু।
ব্যলোকয়ন্নুন্মিষিতৈস্তড়িন্ময়ৈর্মহাতপঃ-সাক্ষ্য ইব স্থিতাঃ ক্ষপাঃ ॥ ২৫ ॥
নিনায় সাত্যন্তহিমোৎকিরানিলাঃ সহস্য-রাত্রীরুদবাসতৎপরা।
পরস্পরাক্রন্দিনি চক্রবাকয়োঃ পুরো বিযুক্তে মিথুনে কৃপাবতী ॥ ২৬ ॥

অন্বয়।—প্রথমোদ-বিন্দবঃ (বর্ষা প্রারম্ভে বিরলাঃ নাতিবিরলাঃ চ নববর্ষণ-বিন্দবঃ) তস্যাঃ পক্ষ্মসু ক্ষণং স্থিতাঃ (ততঃ) তাড়িতাধরাঃ (জাতাঃ), (ততঃ) পয়োধরোৎসেধ-নিপাত-চূর্ণিতাঃ (জাতাঃ কুচ-কাঠিন্যাৎ), (ততশ্চ) বলীষু (উদর-রেখাসু) স্খলিতাঃ (জাতাঃ), (ইত্থং) চিরেণ (ন তু সত্বরম্) নাভিং প্রপেদিরে ॥ ২৪ ॥

নিরন্তরাসু অন্তরাবাতবৃষ্টিষু অনিকেত-বাসিনীং (অনাবৃত-দেশস্থিতাং) শিলাশয়াং তাং (পার্ব্বতীং) মহাতপঃ সাক্ষ্যে স্থিতাঃ ক্ষপাঃ তড়িন্ময়ৈঃ উন্মিষিতৈঃ ব্যলোকয়ন্ ইব ॥ ২৫ ॥

সা (দেবী) অত্যন্ত-হিমোৎকিরানিলাঃ সহস্য-রাত্রীঃ (পৌষরাত্রীঃ) উদবাসতৎপরা (সতী) পরস্পরাক্রন্দিনি পুরো-বিযুক্তে (বিরহিণি) চক্রবাকয়োঃ মিথুনে কৃপাবতী (চ) (সতী) নিনায় (দুঃখিষু কৃপালুত্বং মহতাং স্বভাবঃ) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গার্থ।—তপস্বিনী উমা ঊর্দ্ধনেত্রে আদিত্যে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া থাকিতেন; তাই বর্ষার প্রথম জলবিন্দু তাঁহার ঘন-সন্নিবিষ্ট নয়ন-রোমাবলীতে আসিয়া পড়িত, কিন্তু সে রোমাবলী এতই কোমল যে, একফোঁটা জলের ভারও রাখিতে পারিত না। তাই পড়ামাত্রেই টুপ করিয়া সেই বারিবিন্দু বিম্বোষ্ঠী উমার অধরে পড়িত, আহা তাহাতেও যেন সেই অধরে কত না আঘাত লাগিত! এতই কোমল তাঁহার অধর। তারপর সেই বিন্দুগুলি কঠোরস্তনী পার্ব্বতীর পীনস্তনের উপরিভাগে যেমন পড়িত, অমনি কাঠিন্য-নিবন্ধন, সেগুলি একেবারে চূর্ণ বিচূর্ণ হইয়া যাইত, আর বিন্দুর আকার থাকিত না। তখন সেই বিগলিত বিচূর্ণিত বিন্দুর জলধারা, উমার উদররেখায় খলিত হইয়া পড়িত এবং ক্রমে গড়াইতে গড়াইতে গিয়া তাঁহার নত-নাভি-রন্ধ্রে প্রবেশ করিত ॥ ২৪ ॥

হিমাচলের সেই "গৌরীশিখর"-নামক শৃঙ্গ একেই ত' তুষারাচ্ছন্ন, তাহাতে আবার কন্‌কনে ঠাণ্ডা বাতাসের সাথে বৃষ্টির ধারা পড়িতেছে;—অসহ্য হিম, প্রবল শৈত্য. তা'র মধ্যেও পার্ব্বতী অনাবৃত স্থানে পড়িয়া থাকিতেন, পর্ণশালায় প্রবেশ করিতেন না। এতই কঠোর ছিল তাঁহার তপস্যা! সারা রাত্রি—বিদ্যুৎ ঝলকাইত।—মনে হইত, তিমিরা রজনী যেন তাহার তড়িন্ময় দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে দেখিত যে, গৌরীর কৃচ্ছ্রসাধনা ঠিকমত চলিতেছে কি না। এস চ ধ্বান্তময়ী নিশীথিনী যেন কঠোরতপা উমার তপস্যার সাক্ষি-রূপিণী হইয়াছিল ॥ ২৫ ॥

একেই ত' পৌষমাসের রাত্রি, তাহাতে আবার চিরতুষারময়ী হিমালয়ের শৃঙ্গভূমি, বেজায় ঠাণ্ডা বাতাসে তার সঙ্গে বরফের কুচি পড়িতেছে, কার সাধ্য সেই তুষার-বৃষ্টির মধ্যে বাহির হয়? পার্ব্বতী কিন্তু তেমন দারুণ শীতের রাত্রিতেও জলের মধ্যে বসিয়া তপস্যা করিতেন। সাধারণ লোকে বড় জোর, সামর্থ্যে যতটা কুলায়, তাহা করে; কিন্তু পার্ব্বতী যাহা সামর্থ্যের অতীত, তাহাই করিতেন; এতই কঠোর ছিল তাঁহার সাধনা! শীতের রাত্রিতে, হিমাচলের হিমের বৃষ্টির মধ্যে, কন্‌কনে ঠাণ্ডা হাওয়ায়, তিনি জলে পড়িয়া আছেন, তাহাতে তাঁহার কষ্ট নাই। কিন্তু ঐ যে বিধির অলঙ্ঘ্য বিধানে চক্রবাক-চক্রবাকী সারারাত্রি মিলিতে না পারিয়া পরস্পরের জন্য পরস্পরে কান্দিতেছে, কত আর্ত্তনাদ করিতেছে, সম্মুখস্থিত ঐ দুঃখের চিত্র দেখিয়া দয়াময়ী উমার বুক ফাটিয়া যাইত, চক্ষে জল আসিত ॥ ২৬ ॥

মুখেন সা পদ্মসুগন্ধিনা নিশি প্রবেপমানাধরপত্রশোভিনা।
তুষারবৃষ্টিক্ষতপদ্মসংপদাং সরোজ-সন্ধানমিবাকরোদপাম্ ॥ ২৭ ॥
স্বয়ং বিশীর্ণদ্রুমপর্ণবৃত্তিতা পরা হি কাষ্ঠা তপসস্তয়া পুনঃ।
তদপ্যপাকীর্ণমতঃ প্রিয়ংবদাং বদন্ত্যপর্ণেতি চ তাং পুরাবিদঃ ॥ ২৮ ॥

অন্বয়।—সা (পার্ব্বতী) নিশি পদ্মসুগন্ধিনা প্রবেপমানাধরপত্র-শোভিনা মুখেন তুষারবৃষ্টি-ক্ষত-পদ্ম-সম্পদাম্ অপাং সরোজ-সন্ধানম্ অকরোৎ ইব ॥ ২৭ ॥

স্বয়ং বিশীর্ণ-দ্রুম-পর্ণ-বৃত্তিতা তপসঃ পরা কাষ্ঠা হি। তয়া (দেব্যা) পুনঃ তৎ (স্বয়ং-পতিত-পর্ণেন জীবন-বর্ত্তনম্) অপি অপাকীর্ণম্ (অপাকৃতম্) অতঃ প্রিয়ংবদাং তাং (পার্ব্বতীম্) পুরাবিদঃ (পুরাণজ্ঞাঃ) অপর্ণা-ইতি চ বদন্তি (তপঃসময়ে পর্ণভক্ষণমপি অস্যাঃ নাসীৎ ইতি তাং অপর্ণাং বদন্তি) ॥ ২৮ ॥

বঙ্গার্থ।—সমগ্র দেহ আকণ্ঠ জলে ডুবাইয়া সারা নিশি পার্ব্বতী তপস্যা করিতেছেন ; তাঁহার পদ্ম-গন্ধি মুখখানি মাত্র জলের উপর ভাসিতেছে, আর প্রবল হিমে, দারুণ শৈত্যে বিম্বোষ্ঠের অধরপত্র থর্ থর্ করিয়া কাঁপিতেছে। গিরিগাত্রের সেই জলাশয়ে কত পদ্মফুল, তাহারাও ঐরূপ জলের উপর ভাসিত ও ফুর্‌ফুরে বাতাসে তাহাদের পাপ্‌ড়িগুলি কাঁপিত, কত সুন্দর দেখাইত! কিন্তু এই দারুণ তুষার-বর্ষণে জলের সেই সৌন্দর্য্য, সেই প্রকম্পিত কমলদলের শোভার সর্ব্বনাশ হইয়াছে, এখন আর একটা পদ্মও তথায় নাই। পার্ব্বতীর ঐ প্রকার মুখখানা জলে ভাসায় মনে হইত, জলাশয়ের যে সৌন্দর্য্য তুষার-বর্ষণে অন্তর্হিত হইয়াছে, উমা সেই সৌন্দর্য্য সেই কমলের শোভা নিজেই পূরণ করিতেছেন। বিশেষতঃ সে পদ্ম ফুটিত দিনে, আর এ পদ্ম, উমার মুখরূপ এই অনুপম ও অসাধারণ পদ্ম দিনরাত্রি সমভাবে ফুটিতেছে! ॥ ২৭ ॥

গাছের যে পাতাগুলি আপনা আপনি খসিয়া পড়ে, তাহার রস-পান করিয়া জীবন ধারণ করাই হইল তপস্যার চরম উৎকর্ষ, সর্ব্বাপেক্ষা কঠোর সাধনা। উমা কিন্তু তাহাও গ্রহণ করিতেন না। স্বতশ্চ্যুত পাতাটি পর্য্যন্ত ছুঁইতেন না। এই কারণে, সেই মঞ্জুভাষিণী উমাকে পুরাণবিৎ পণ্ডিতগণ "অপর্ণা" (পর্ণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগিনী) বলিয়া ডাকিতেন ॥২৮॥

তাৎপর্য্য।—সৌন্দর্য্যের উপর উমার এতই বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল যে, প্রিয়-মণ্ডনা পার্ব্বতী কণ্ঠের কমনীয় হারযষ্টি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। বালার্কবৎ বভ্রু বল্কল পরিধান করিলেন। তাঁহার সুচিক্কণ ও স্নিগ্ধ-কুঞ্চিত কেশপাশ জটায় পরিণত হইল। নিতম্বে রশনার পরিবর্ত্তে মুঞ্জ-রচিত সূত্রের তিনটি গুণ বন্ধন করিলেন। ব্রতের জন্য নিয়ত কুশচ্ছেদনে তাঁহার চম্পকাভ অঙ্গুলিনিচয় ক্ষতবিক্ষত হইল। উমা প্রসূনমালা'র বদলে রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করিলেন। সুকুমারী রাজপুত্রী এখন বাহুলতায় মস্তকস্থাপনপূর্ব্বক অনাবৃত-ভূমিতলে শয়ন করেন। তাঁহার নয়ন-পঙ্কজের সেই বিলাস-চেষ্টিত ও বিলোলদর্শন কোথায় লুকাইল! তপস্বিনী প্রত্যহ স্নানান্তে, বল্কলের উত্তরীয়ে অঙ্গ আবৃত করিয়া অগ্নিহোত্রের অনুষ্ঠান করেন, বিহিত অধ্যয়নাদি করেন। তাঁহার তপঃপ্রভাবে আকৃষ্ট হইয়া বয়োবৃদ্ধ ঋষিগণও আসিয়া একধ্যানে সেই তাপসীর দিকে চাহিয়া থাকেন! সারা বনস্থলীটা তাঁহার তপস্যার মাহাত্ম্যে সাত্ত্বিকভাবময় হইয়া উঠিল। তিমিরাবৃত গভীর নিশীথ সময়ে, যখন উমা অনাবৃত-স্থলে শিলাখণ্ডে শয়ন করিয়া থাকেন, এদিকে ভয়াবহ ঝটিকার সহিত হিম-কণ-বর্ষী বৃষ্টি পতিত হয়, মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎ চমকায়, তখন মনে হয়, নিশীথিনীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা, যেন পার্ব্বতীর কঠোর তপস্যার দর্শনাশায় এক একবার নয়ন উন্মীলন করেন, আবার পরক্ষণেই সেই সুকুমার দেহের তাদৃশী শোচনীয় দশা দেখিয়া, সমবেদনার গুরুভারে ব্যথিত হইয়া তৎক্ষণাৎ নয়ন মুদ্রণ করেন। এমনই কৃচ্ছ্রসাধনে,—গ্রীষ্মে সূর্য্যাতপে ও অনলমধ্যে, বর্ষায় উন্মুক্ত শিলাখণ্ডে এবং শীত-রজনীতে জলমধ্যে থাকিয়া হৈমবতী তপস্যা করেন। এইভাবে, কত দিন, কত মাস, কত বর্ষ চলিয়া গেল, কিন্তু পার্ব্বতীর একাগ্রতার বিন্দুমাত্রও হ্রাস হইল না ॥ ৮-২৭ ॥

তাৎপর্য্য।—তপস্যার সময়ে পর্ণ পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেন না বলিয়া, উমার নাম হইয়াছিল "অপর্ণা,"—কিন্তু পদ্ম-পুরাণের সৃষ্টিখণ্ডের ৯ম অধ্যায়ে নবম শ্লোকে দেখিতেছি, মেনার তিনটি কন্যা—উমা, একপর্ণা ও অপর্ণা। সুতরাং এই কিঞ্চিৎ বিরোধ পরিদৃষ্ট হইতেছে ॥ ২৮ ॥

মৃণালিকাপেলবমেবমাদিভির্ব্রতৈঃ স্বমঙ্গং গ্লপয়ন্ত্যহর্নিশম্।
তপঃ শরীরৈঃ কঠিনৈরুপার্জ্জিতং তপস্বিনাং দূরমধশ্চকার সা॥ ২৯॥
অথাজিনাষাঢ়ধরঃ প্রগল্‌ভবাক্ জ্বলন্নিব ব্রহ্মময়েন তেজসা।
বিবেশ কশ্চিজ্জটিলস্তপোবনং শরীর-বদ্ধঃ প্রথমাশ্রমো যথা॥ ৩০॥
তমাতিথেয়ী বহুমান-পূর্ব্বয়া সপর্য্যয়া প্রত্যুদিয়ায় পার্ব্বতী।
ভবন্তি সাম্যেঽপি নিবিষ্টচেতসাং বপুর্বিশেষেষতিগৌরবাঃ ক্রিয়াঃ॥ ৩১॥
বিধি-প্রযুক্তাং পরিগৃহ্য সৎক্রিয়াং পরিশ্রমং নাম বিনীয় চ ক্ষণম্।
উমাং স পশ্যন্ ঋজুনৈব চক্ষুষা প্রচক্রমে বক্তুমনুজ্ঝিতক্রমঃ॥ ৩২॥

অন্বয়।—মৃণালিকাপেলবম্ স্বম্ অঙ্গম্ এবমাদিভিঃ (উক্তপ্রকারৈঃ অতিকঠোরৈঃ) ব্রতৈঃ অহর্নিশং গ্লপয়ন্তী (কর্শয়ন্তী) সা (পার্ব্বতী), কঠিনৈঃ শরীরৈঃ উপার্জ্জিতং তপস্বিনাং তপঃ দূরম্ (অত্যন্তম্) অধঃ চকার (তিরশ্চকার)॥২৯॥

অথ অজিনাষাঢ়ধরঃ প্রগল্‌ভবাক্ ব্রহ্মময়েন তেজসা জ্বলন্ ইব (স্থিতঃ) শরীরবদ্ধঃ (বদ্ধশরীরঃ, দেহধারী) প্রথমাশ্রমঃ যথা (ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমঃ ইব) তপোবনং জটিলঃ কশ্চিৎ (মেধ্যাঃ) বিবেশ॥ ৩০॥

আতিথেয়ী (অতিথিসৎকার-পরায়ণা) পার্ব্বতী তং (ব্রহ্মচারিণং) বহুমানপূর্ব্বয়া সপর্য্যয়া প্রত্যুদিয়ায় (অভ্যর্থয়ামাস)। (তথাহি)—সাম্যে (সতি) অপি নিবিষ্টচেতসাং (স্থিরচিত্তানাং) বপুর্বিশেষেষু (ব্যক্তিবিশেষেষু) অতিগৌরবাঃ ক্রিয়াঃ ভবন্তি॥ ৩১॥

সঃ (ব্রহ্মচারী) বিধি-প্রযুক্তাং সৎক্রিয়াং পরিগৃহ্য ক্ষণং পরিশ্রমং চ বিনীয় নাম (নাম-ইতি অলীকে) উমাম্ ঋজুনা এব চক্ষুষা পশ্যন্ অনুজ্ঝিতক্রমঃ (সন্) (অত্যক্তোচিত-পারিপাট্যঃ সন্) বক্তুং প্রচক্রমে॥ ৩২॥

বঙ্গার্থ।—অচিরজাত মৃণালের মত অতিকোমল দেহলতাকে, তপস্বিনী উমা যখন এইরূপ অতিকঠোর তপশ্চরণের দ্বারা দিবারজনী কষ্ট দিতে লাগিলেন, তাঁহার সোনার অঙ্গ কালি হইয়া গেল তবু দেবীর বিরতি নাই, একতিল বিশ্রাম নাই, তখন, অতি কঠিন সাধনায় কত কৃচ্ছ্র কষ্টে তপস্বীরা যে তপঃ, যত পুণ্য সঞ্চয় করিতেন, তাহা এই বালিকার তপস্যার নিকটে অতি অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইত॥ ২৯॥

এইভাবে পার্ব্বতীর দিন কাটিতেছে। এমন সময়ে একদিন একজন জটিলমস্তক যুবা ব্রহ্মচারী তথায়, উমার সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার হস্তে ব্রহ্মচারিজনোচিত পলাশদণ্ড, পরিধানে কৃষ্ণসারের চর্ম্ম, ব্রহ্মতেজে সেই যুবকের চোখ-মুখ-দেহ সমস্ত জল্-জল্ করিতেছে, জ্বলিতেছে। সর্ব্বোপরি সেই যুবা ব্রহ্মচারীর কথাগুলিতে যেন কোনোরূপ "কিন্তু," "আড়বিত" নাই,—সোজা, সরল উদ্দীপনায় সমুজ্জ্বল তাঁহার ভাষা। এককথায়, সেই নবীন তপস্বীকে দেখিলে মনে হয়, ব্রহ্মচর্য্য-আশ্রম বুঝি ঐ তরুণ সন্ন্যাসীর দেহ আশ্রয় করিয়া উপস্থিত হইয়াছে॥ ৩০।

অতিথি-সৎকার-পরায়ণা, পার্ব্বতী, পরম সম্মানের সহিত সেই নবীন অতিথির অর্চ্চনাপূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিলেন। তাঁহারা উভয়েই যখন একই সন্ন্যাস-পথের পথিক, তখন আবার একজনের অপরকে এত খাতির-যত্ন কেন? এ কথা বলা চলিবে না। কেন না, তেজঃপুঞ্জসমুজ্জ্বল পবিত্রতাব্যঞ্জক দেহের এমনই মহিমা যে, হাজার গৃহত্যাগী হইলেও তাদৃশ বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সমাদর আপ্যায়ন না করিয়া কেহই থাকিতে পারেন না। সংসার-বিরক্ত ব্যক্তিকেও সংসারীর ন্যায় ঐ বিশিষ্ট অতিথির অভ্যর্থনা করিতে হয়॥ ৩১॥

সেই নবীন তপস্বী উমার যথাবিধি অনুষ্ঠিত আতিথ্য গ্রহণপূর্ব্বক যেন ক্ষণকাল একটু জিরাইয়া লইয়া, অতি সরলভাবে উমার দিকে চাহিয়া, যেন একদৃষ্টিতে ব্রহ্মচারিণীর আপাদমস্তক দেখিয়া লইয়া অতি পরিপাটীসহকারে, বেশ গুছাইয়া বলিতে লাগিলেন॥ ৩২।

অপি ক্রিয়ার্থং সুলভং সমিৎকুশং জলান্যপি স্নানবিধিক্ষমাণি তে।
অপি স্বশক্ত্যা তপসি প্রবর্ত্তসে শরীরমাদ্যং খলু ধর্ম্মসাধনম্ ॥ ৩৩ ॥
অপি ত্বদাবর্জ্জিত-বারি-সম্ভৃতং প্রবালমাসামনুবন্ধি বীরুধাম্।
চিরোজ্ঝিতালক্তক-পাটলেন তে তুলাং যদারোহতি দন্তবাসসা ॥ ৩৪ ॥
অপি প্রসন্নং হরিণেষু তে মনঃ করস্থ-দর্ভ-প্রণয়াপহারিষু।
য উৎপলাক্ষি! প্রচলৈর্বিলোচনৈস্তবাক্ষি-সাদৃশ্যমিব প্রযুঞ্জতে ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়।—(অপি অত্র প্রশ্নে) ক্রিয়ার্থং সমিৎ কুশং সুলভম্ অপি? জলানি তে (ত্বাদৃশ্যাঃ তাপসী-(ধর্য্যায়াঃ) স্নান-বিধি-ক্ষমাণি অপি? (কিঞ্চ) স্বশক্ত্যা (নিজ-সামর্থ্যানুসারেণ) তপসি প্রবর্ত্তসে অপি? (যতঃ) শরীরম্ আদ্যং (প্রধানতয়া প্রাথম্যেন) ধর্ম্ম-সাধনম্ ॥ ৩৩ ॥

ত্বদাবর্জ্জিত-বারি-সম্ভৃতম্ আসাং বীরুধাং প্রবালম্ অনুবন্ধি (অনুস্যূতম্) অপি? যৎ (প্রবালং) চিরোজ্-ঝিতালক্তক-পাটলেন তে (তব) দন্তবাসসা (অধরেণ) তুলাম্ (সাম্যম্) আরোহতি ॥ ৩৪ ॥

করস্থ দর্ভ-প্রণয়াপহারিষু হরিণেষু তে মনঃ প্রসন্নম্ অপি? অয়ি উৎপলাক্ষি! যে (হরিণাঃ) প্রচলৈঃ বিলোচনৈঃ তব অক্ষি-সাদৃশ্যং প্রযুঞ্জতে ইব (অভিনয়ন্তি ইব) ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গার্থ।—হে ব্রহ্মচারিণি! তোমার হোমাদি কার্য্যের উপযুক্ত সমিৎ এবং কুশাদি এখানে পর্য্যাপ্তরূপে পাওয়া যায় ত? সে জন্য তোমাকে কোনো বেগ পাইতে হয় না ত! তোমার স্নানাদির যোগ্য জলের এখানে কোনো অভাব নাই ত? এতবড় কঠিন তপস্যায় ব্রতী হইয়াছ, ইহাতে ঐ কোমল তনুর কোনো কষ্ট হইতেছে না ত? এই তপস্যা তোমার সামর্থ্যের অনুরূপ ত? কেন না, শরীর-রক্ষা সর্ব্বাগ্রে আবশ্যক, শরীর থাকিলে সকল ধর্ম্মচর্য্যাই করা চলে, কিন্তু একবার বুদ্ধির দোষে শরীর খোয়াইলে সবই মাটি হয় ॥ ৩৩ ॥

ভদ্রে! তোমার স্বহস্তের জলসেচনে, ঐ যে পুরোবর্ত্তী লতাসমূহের নবীন পল্লব উদ্গত হইয়াছে, উহা অবিচ্ছিন্ন-ভাবে, বরাবর এইরূপই হইয়া থাকে ত? ব্রতের জন্য তুমি কতকাল হইল ঐ সুচারু অধরোষ্ঠে অলক্তরাগ কর না; তবুও তোমার ঐ অধরোষ্ঠ এতই লাল, স্বভাবতঃ এতই রক্তবর্ণ, যে, ঐ অচিরোদ্গত লাল পল্লবগুলি অবাধে উহার সহিত উপমিত করা চলে ॥ ৩৪ ॥

ওগো তাপসি! তোমাকে ভালোবাসিয়া যে সমুদয় হরিণ তোমার হাতের কুশগুচ্ছ কাড়িয়া লয়, তাদের উপর —তোমার প্রণয়-মুগ্ধ সেই সকল হরিণের উপর তুমি বিরক্ত হও না ত? কমলাক্ষি! তোমার ঐ আকর্ণবিশ্রান্ত সদাসচকিত নয়নের কথঞ্চিৎ সাদৃশ্য, সামান্য একটু অনুকরণ ঐ হরিণরা স্ব স্ব নয়নে দেখাইতে কত না প্রয়াস পায়! তবুও কিন্তু তোমার ঐ মনোমোহন নেত্রের ত্রিসীমাতেও আসিতে পারে না ॥ ৩৫ ॥

তাৎপর্য্য।—চুম্বকের আকর্ষণে লৌহ যেমন আকৃষ্ট হয়, এতকাল পরে, তেমনই, হর-বদ্ধ-হৃদয়া-পার্ব্বতীর অন্তরের টানে ভক্তবৎসল আশুতোষের আসন টলিল। তিনি ব্রহ্মচারিবেশে পার্ব্বতীর আশ্রমে অতিথি হইলেন। বাসনা, সেই তপস্বিনী-হৃদয়ের পরিমাণ কত, আর সে হৃদয়ের প্রণয়ের গভীরতাই বা কতদূর, আর একবার তাহা ভালো করিয়া বুঝিয়া লইবেন। ব্রহ্মচারিণী উমা ছদ্মবেশী অতিথিকে, প্রকৃত ব্রহ্মচারী অতিথিজ্ঞানে যথাবিহিত সৎকার করিলেন। কে কি জন্য তাঁহার আশ্রমে আজ অতিথিরূপে উপস্থিত, ইহার বিন্দুবিসর্গও তিনি জানিলেন না, বা জানিবার কৌতূহলও জন্মিল না। অতিথি যুবা ব্রহ্মচারী কিন্তু, সুমধুর বাগ্‌বিন্যাসে তপস্বিনীর হৃদয়মোহনের জন্য অতি সতর্কতার সহিত চেষ্টা করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতী না জানুন, অতিথি ত জানেন যে, তাঁহারই উদ্দেশ্যে গিরিরাজনন্দিনীর এই মহাব্রত, এই আত্মাহুতি যজ্ঞ। সুতরাং তাঁহার ভবিষ্যৎ প্রিয়তমার সহিত নিঃসঙ্কোচে বার্ত্তালাপ আরম্ভ করিয়া দিলেন। অথচ শুধু সাদাসিধে বার্ত্তালাপ নহে, বেশ রসপূর্ণ প্রসঙ্গ শুরু করিলেন। সকলের চেয়ে বড় যে অস্ত্র, যে শাণিত অস্ত্রের নিশিত ধারে ললনারূপিণী ললিত লতিকা অতর্কিতে নিমেষের মধ্যে শত খণ্ডিত হয়, সেই ব্রহ্মাস্ত্র লইয়া নবীন ব্রহ্মচারী

যদুচ্যতে পার্ব্বতি ! পাপবৃত্তয়ে ন রূপমিত্যব্যভিচারি তদ্বচঃ।
তথাহি তে শীলমুদার-দর্শনে ! তপস্বিনামপ্যুপদেশতাং গতম্ ॥ ৩৬ ॥
বিকীর্ণ-সপ্তর্ষি-বলিপ্রহাসিভিস্তথা ন গাঙ্গৈঃ সলিলৈর্দিবশ্চ্যুতৈঃ।
যথা ত্বদীয়ৈশ্চরিতৈরনাবিলৈর্মহীধরঃ পাবিত এব সান্বয়ঃ ॥ ৩৭ ॥
অনেন ধর্ম্মঃ সবিশেষমদ্য মে ত্রিবর্গসারঃ প্রতিভাতি ভাবিনি !।
ত্বয়া মনোনির্বিষয়ার্থকাময়া যদেক এব প্রতিগৃহ্য সেব্যতে ॥৩৮॥

অন্বয়।—অয়ি পার্ব্বতি ! রূপং পাপ-বৃত্তয়ে ন (ভবতি) ইতি যৎ উচ্যতে, তৎ বচঃ অব্যভিচারি (সত্যম্)। তথাহি—হে উদারদর্শনে ! (আয়ত-নয়নে !) তে শীলং তপস্বিনাম্ অপি উপদেশতাং গতম্ ॥ ৩৬ ॥

এষঃ মহীধরঃ (হিমবান্) বিকীর্ণ-সপ্তর্ষি-বলি-প্রহাসিভিঃ দিবঃ চ্যুতৈঃ গাঙ্গৈঃ সলিলৈঃ তথা ন পাবিতঃ, অনাবিলৈঃ ত্বদীয়ৈঃ চরিতৈঃ যথা সান্বয়ঃ (সপুত্র-পৌত্রঃ) (পাবিতঃ) ॥৩৭॥

হে ভাবিনি ! (উদারহৃদয়ে !) অনেন (কারণেন) অদ্য ধর্ম্মঃ সবিশেষম্ (সাতিশয়ম্) মে ত্রিবর্গসারঃ প্রতিভাতি। যৎ (যস্মাৎ) একঃ (ধর্ম্মঃ) এব মনো-নির্ব্বিষয়ার্থ-কাময়া ত্বয়া প্রতিগৃহ্য (স্বীকৃত্য) সেব্যতে। (যত্ত্বয়া অর্থকামৌ বিহায় ধর্ম্মঃ এব অবলম্বিতঃ অতঃ সর্ব্বেষাং নঃ সঃ শ্রেয়ান্ ইতি প্রতিপদ্যতে) ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গার্থ।—পার্ব্বতি ! এতদিনে আমার একটা বিষম সমস্যার সমাধান হইল। সুন্দর আকৃতি, ত্রিজগন্মোহন রূপ কদাচ পাপানুষ্ঠান করিতে পারে না,—এই যে একটা প্রবাদ আবহমানকাল চলিয়া আসিতেছে, এতদিনে, আজ তোমাকে দেখিয়া বুঝিলাম, উহা প্রবাদ নহে, উহা বর্ণে বর্ণে সত্য। কেন না,—অয়ি আয়তনয়নে ! তোমার এই তপশ্চর্য্যাকালীন চরিত্র কাঠোরতপা মুনিঋষিদিগেরও শিক্ষার স্থল, আদর্শস্থানীয় ॥ ৩৬ ॥

ভদ্রে ! এই পর্ব্বত-রাজ হিমাচলের উপর কলনাদিনী স্বর্গ-গঙ্গার পবিত্র জলধারা আসিয়া কলকল রবে পড়িতেছে, এবং তাহাতে সপ্তর্ষিগণের পূজোপহার, কুসুম-সম্ভার ভাসিয়া আমার মনে লইতেছে যে, ঐ স্বর্গচ্যুত জলধারা হাসিতে হাসিতে হিমাদ্রি-শীর্ষ অভিষিক্ত করিতেছে বটে, কিন্তু সত্য বলিতে কি, ঐ জলপ্রপাতে হিমালয় ততটা পবিত্র হন নাই, যতটা আজ তোমার এই অপাপবিদ্ধ চরিতে এবং এই অতুল তপস্যার পবিত্র হইলেন। এক কথায়, পুত্র-পৌত্র সকলকে লইয়া হিমালয় আজ তোমার কৃপায় তরিয়া গেলেন ॥ ৩৭ ॥

উদারহৃদয়ে ! ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, এই ত্রিবর্গের ভিতরে, অর্থও কামকে পরিত্যাগপূর্ব্বক তুমি নিষ্কাম-হৃদয়ে, একমাত্র ধর্ম্মকেই আশ্রয় করিয়াছ বলিয়া, আমার ধ্রুব ধারণা জন্মিয়াছে যে, ঐ ত্রিতয়ের মধ্যে ধর্ম্মটাই সার, খাঁটি জিনিষ, নতুবা তোমার মত মেধাবিনী কখনো উহাকে আদর করিয়া হৃদয়ে গ্রহণ করিতেন না ॥ ৩৮ ॥

খেলিতে আরম্ভ করিলেন। তোমার কি অনুপম সৌন্দর্য্য, এমন ত আর দেখি নাই, বিধিদত্ত এমন অপার্থিব বস্তু কি এমনভাবে ধূলায় লুঠাইতে হয় ? এমন রূপ যা'র, তা'র প্রাণ এত কঠিন কি করিয়া হইল ?—ইত্যাদি মারাত্মক কথায় নারীকুলোত্তমা গৌরীকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। এই সকল কথা সুপ্রযুক্ত হইলে, মদনের ফুলের বাণের যে আর তত দরকার হয় না, রসরাজ ব্রহ্মচারী আমাদের রসরাজ কবির সহিত এ তত্ত্ব খুব ভালো করিয়াই জানিতেন। বাঃ ! কি সুন্দর অধর তোমার, কোনোরূপ রঞ্জনদ্রব্যে কতকাল রঞ্জিত হয় না, তবুও এত লাল, এমন ত দেখিনি ! (৩৪)। চোখ দুটোই বা কি ? যেন ফুটন্ত পদ্ম ! কোথায় লাগে ইহার কাছে হরিণের চোখ ! (৩৫)। এমন দীর্ঘ নয়ন, এমন পটোলচেরা চোখ ত আর দেখি নাই। (৩৬)। আবার আটত্রিশ শ্লোকে পার্ব্বতীর একটি বিশেষণ দেখিতেছি, বড়ই বিষম, শঙ্খবণিকের করাত, "আসিতে যাইতে কাটে।" অতিথি পার্ব্বতীকে ডাকিলেন, "ও গো ভাবিনি।" ভাবিনী শব্দের প্রথম মানেটা বেশ সোজা, নিতান্ত নিরামিষ, কিন্তু আর একটা যে মানে, তাহা বড়ই মারাত্মক। সোজা অর্থ, উদার অভিপ্রায়শালিনী, আর বাঁকা অর্থ ভাব আছে, যার, অর্থাৎ যাহার নির্ব্বিকার হৃদয়ে, নিস্তরঙ্গ চিত্ত-সিন্ধুতে প্রথম তরঙ্গ দেখা দিয়াছে, প্রথম বিকার

প্রযুক্ত-সৎকার-বিশেষমাত্মনা ন মাং পরং সম্প্রতিপত্তুমর্হতি।
যতঃ সতাং সন্নতগাত্রি! সঙ্গতং মনীষিভিঃ সাপ্তপদীনমুচ্যতে ॥ ৩৯ ॥
অতোঽত্র কিঞ্চিদ্ভবতীং বহুক্ষমাং দ্বিজাতিভাবাদুপপন্ন-চাপলঃ।
অয়ং জনঃ প্রষ্টুমনাস্তপোধনে! ন চেদ্রহস্যং প্রতিবক্তুমর্হসি ॥ ৪০ ॥

অন্বয়।—আত্মনা (ত্বয়া) প্রযুক্ত-সৎকার-বিশেষং মাং পরং (অন্যম্ ইব) সংপ্রতিপত্তুং ন অর্হসি। হে সন্নত-গাত্রি। (মম আত্মীয়ত্বখ্যাপনাৎ সঙ্কুচিত-গাত্রি!) যতঃ মনীষিভিঃ সতাং সঙ্গতং (সখ্যং) সাপ্তপদীনম্ (সপ্তপদোচ্চারণসাধ্যম্) উচ্যতে। (অত' আবয়োঃ তৎ সখ্যং জাতম্ এব) ॥ ৩৯ ॥

অয়ি তপোধনে! অতঃ (যতঃ সখিত্বং জাতম্, অতঃ) অত্র (প্রস্তাবে) বহুক্ষমাং (ক্ষমাবতীং) ভবতীং দ্বিজাতি-ভাবাৎ উপপন্নচাপলঃ অয়ং জনঃ (আত্মনির্দ্দেশঃ) কিঞ্চিৎ প্রষ্টুমনাঃ; রহস্যং ন চেৎ, প্রতিবক্তুম্ অর্হসি ॥ ৪০ ॥

বঙ্গার্থ।—ব্রহ্মচারিণি। তুমি আমাকে যেরূপ আদর করিলে, আতিথ্য প্রদর্শন করিলে, তাহাতে এখন আর আমাকে পর বলিয়া মনে করিতে পারো না। পরকে কেউ অত ভালোবাসা দেখায় না। তার পর আরো কথা এই যে, ও কি? লজ্জায় অমন সঙ্কুচিতাঙ্গী হইতেছে কেন? কথা এই যে, সাধু-সজ্জনের সহিত দুইচারিটা কি জোর পাঁচ-সাতটা কথাতেই আত্মীয়তা জন্মে, এই হইল পণ্ডিত-গণের সিদ্ধান্ত। তা' আমাদের কি এখনও তাহা বাকী আছে? সুতরাং আমি আর এখন তোমার পর নই ॥ ৩৯ ॥

তাপসি! সুতরাং অর্থাৎ তোমার অন্তরঙ্গ ব্রাহ্মণ-কুলে জন্ম বলিয়া এই যুবক (আমি) যতই চপল বা বাচাল হউক না কেন, তুমি ইহার সকল দোষ ক্ষমা করিও, সকল ত্রুটি সারিয়া লইও। কেন না, তোমার ক্ষমা-গুণের সীমা নাই। তোমার এই আত্মীয় (আমি) দু'একটা কথা জিজ্ঞাসা করিতে চাই, যদি বিশেষ গোপনীয় না হয়, বলিতে বিশেষ বাধা না থাকে, তবে কৃপা করিয়া বলিবে কি? ॥ ৪০ ॥

জন্মিবার উপক্রম হইয়াছে, তিনিই ভাবিনী। ব্রহ্মচারীর এই নিপুণ অস্ত্রের আঘাতে সরল উমা যেন একটু জড়সড় হইয়া পড়িলেন। একটু সামলাইয়া "স'রে" হইয়া বসিলেন। অমনি নবীন তপস্বী নবীন তপস্বিনীর সেই সঙ্কোচ-ভাবকে লইয়া একহাত নিলেন। "অত সন্নতাঙ্গী হইলে কেন?" কুঁকড়ে মুকড়ে বস্‌লে কেন? (৩৯)। আমাকে কি পর ভাবিতেছ? তা ত আর ভাবিতে পারো না। গোড়ায় অত খাতির, অত আদর-যত্ন করিয়া, এখন এমন ধারা পর পর ভাবা ভালো দেখায়, না মানায়? (৩৯)। "তোমার সাথে যে আমার সাপ্তপদীন সঙ্গত" সপ্তপদীগমন, পরিণয়ের প্রধান অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। তবে আর অমন ঔদাসীন্য কেন? ইত্যাদি মধুর ও মনোহর বাক্যবিন্যাসে ব্রহ্মচারী পার্ব্বতীকে একান্ত অন্তরঙ্গ করিয়া তুলিতে প্রাণপণে প্রয়াস করিলেন। শেষে ৪০ শ্লোকে কহিলেন, আমাকে, যখন দয়া করিয়া এত আত্মীয়বৎই মনে করিয়াছ, তখন গোটাদুই কথা জিজ্ঞাস্য আছে, কথা ক'টা নেহাৎ ভিতরের জন ছাড়া আর কেহ জিজ্ঞাসা করিতে পারে না, করা উচিতও নহে। সুতরাং সে ত্রুটি তুমি আমার ক্ষমা করিয়া লইও। বিশেষ গোপন হয় ত, আমি শুনিতে চাইও না। তবে তুমি হইলে তাপসী, তপশ্চর্য্যাই তোমার প্রধান ধন, এ ছাড়া অন্য ধন তোমার নাই, থাকা উচিতও নহে। তাই মনে হয়, গোপন কথা তোমার তেমন কিছুই নাই। সুতরাং আমি যাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি, তাহার ঠিকমত উত্তর দাও। এইভাবে ব্রহ্মচারী গৌরচন্দ্রিকা ফাঁদিয়া লইয়া অজস্র-ধারে রসবর্ষণ আরম্ভ করিলেন ॥ ৩০-৪০ ॥

পূর্ব্ব-কবিতায়, যুবা ব্রহ্মচারী "তপোধনে!" বলিয়া পার্ব্বতীকে সম্বোধন করিয়া তাঁহার ক্রোধ বা বিরক্তির পথ বন্ধ করিয়াছেন। তপস্বিনীর পক্ষে কামাদি রিপুর দমন সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য, তাহা যিনি না করিতে পারিয়াছেন, তাঁহার তপ-জপ সমস্তই বৃথা। ছদ্মবেশী নবীন যুবক অনেক কথা, অনেক গোপনীয় বিষয় পার্ব্বতীকে জিজ্ঞাসা করিবেন, অপরিচিত তরুণ ব্যক্তির সহিত সেই সকল বিষয়ের আলোচনা করা তরুণী উমার পক্ষে অশোভন ও নিতান্ত অসম্ভব। কিন্তু যিনি তাপসী, তপস্যা ছাড়া অন্য কোনো "ধন" যাঁহার নাই, তাঁহার পক্ষে আবার গোপন কি? তাই ব্রহ্মচারী খুব শক্ত করিয়া বাঁধন গাঁথিয়া লইলেন। এক বিশেষণে উমাকে ঠাণ্ডা করিয়া রাখিলেন।

কুলে প্রসূতিঃ প্রথমস্ত বেধসস্ত্রিলোকসৌন্দর্য্যমিবোদিতং বপুঃ।
অমৃগ্যমৈশ্বর্য্যসুখং নবং বয়স্তপঃফলং স্যাৎ কিমতঃ পরং বদ ॥ ৪১ ॥
ভবত্যনিষ্টাদপি নাম দুঃসহান্মনস্বিনীনাং প্রতিপত্তিরীদৃশী।
বিচার-মার্গ-প্রহিতেন চেতসা না দৃশ্যতে তচ্চ কৃশোদরি! ত্বয়ি ॥ ৪১ ॥

অন্বয়।—প্রথমস্য বেধসঃ (হিরণ্য-গর্ভস্য) কুলে প্রসূতিঃ (উৎপত্তিঃ), বপুঃ ত্রিলোক-সৌন্দর্য্যম্ ইব উদিতম্ (একত্র সমাহৃতম্)। ঐশ্বর্য্যসুখম্ অমৃগ্যম্, বয়ঃ (চ) নবম্,—অতঃ পরং তপঃফলং কিং স্যাৎ—বদ ॥ ৪১ ॥

দুঃসহাৎ অনিষ্টাৎ (ভর্ত্তৃ-প্রভৃতি-কৃতাৎ) অপি মনস্বিনীনাম্ ঈদৃশী প্রতিপত্তিঃ ভবতি নাম। (কিন্তু) অয়ি কৃশোদরি! বিচার-মার্গ-প্রহিতেন চেতসা তৎ (অনিষ্টং) চ ত্বয়ি ন দৃশ্যতে ॥ ৪২ ॥

বঙ্গার্থ।—ত্রিভুবনের আদি-বিধাতা হিরণ্যগর্ভের কুলে তোমার জন্ম, পিতা তোমার পর্ব্বতরাজির অদ্বিতীয় অধীশ্বর সুতরাং কোনো সুখ, কোনো ঐশ্বর্য্যই ত তোমার পক্ষে দুর্লভ নহে; প্রত্যুত অতীব সুলভ। তার পর ত্রিজগতের সৌন্দর্য্যরাশি যেন একত্র সমাহৃত করিয়া তদ্দ্বারা তোমার এই অনিন্দ্যসুন্দর কলেবর নির্ম্মিত হইয়াছে, আর সর্ব্বোপরি তোমার এই নবীন বয়ঃক্রম, অচিরোদ্ভিন্ন যৌবন। ইহার যে কোনো একটিই ত কত তপস্যার ধন,—আর তোমার এ সবগুলিই যুগপৎ বিদ্যমান। এতত্তেও, তুমি কি কামনায় এই কঠোর তপস্যার ব্রতী হইয়াছ? তোমার যা' আছে, তার বাড়া তপস্যার আর কি ফল সম্ভব? ॥ ৪১ ॥

তবে এক কথা,—যাঁরা মনস্বিনী এবং অভিমানিনী, তাঁদের কখনো কখনো অতি অসহ্য দুঃখ-কষ্টে এমনটা হইয়া থাকে, ঘরোয়া গণ্ডগোলে একান্ত ত্যক্তবিরক্ত হইয়া সংসার-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়া তাঁহারা এইরূপ নবীন বয়সে তাপসী সাজেন বটে; কিন্তু কৃশোদরি! তোমার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী যুবতীর পক্ষে সেটা ত' কিছুতেই সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। হাজার ভাবিয়াও ত ঠিক করিতে পারিতেছি না। এমন রূপ, এমন বয়স, এত গুণ, ইহার অমর্য্যাদা বা অনাদর পাষাণেও ত করিতে পারে না ॥৪২॥

তাৎপর্য্য—কত বড় বাপ তোমার, আবার সেই বাপের বাড়ীর সুখ-সম্পদ, বিভব ঐশ্বর্য্যই বা কি? কয় জন মেয়ের ভাগ্যে অমন বাপ ও অত বিষয় সম্পত্তি জুটিয়া থাকে? এ অংশে তোমার মত ভাগ্যবতী আর কে?—ইত্যাদি কথায় কন্যাদের যে আনন্দ ও গৌরব জন্মে, তাহা আর কিছুতেই হয় না। বাপের বাড়ীর শ্লাঘা মেয়েরা সর্ব্বদাই করিতে ভালোবাসে। বাপের বাড়ীর সুখ্যাতি শুনিলে মেয়েরা গলিয়া যায়। ব্রহ্মচারী এই কবিতায়, সর্ব্বাগ্রে উমারূপিণী স্বর্ণকমলিনীকে গলাইয়া লইলেন। পরে, সুদক্ষ কারুকারের ন্যায়, সেই উমারূপ গলিত কাঞ্চনে মনের মত গহনা গরিবেন! যেমন ইচ্ছা, ছাঁচে ঢালাই করিয়া লইবেন। তাই প্রথমেই অতিথি উমার বাপের বাড়ীর কথা ধরিয়াছেন। তার পর রমণী-রূপিণী বজ্রকারিণীর অবিজ্ঞাত হৃদয় বশীভূত করিবার, একেবারে, এক কথায়, হাতের মধ্যে পুরিবার প্রধান যে কৌশল বা মন্ত্র, অতিথি সেই অব্যর্থ মন্ত্রের প্রয়োগ করিলেন। ত্রিজগতে ত এমন রূপ, এত সৌন্দর্য্য দেখি নাই। তুমি এত সুন্দর। অতিবড় যে পাষাণ, এই বিস্ফোরকে, এই অব্যর্থ ডাইনামাইটে সে পাষাণ ভাঙিয়া ফাটিয়া চুরমার হয়; আর উমার ত কথাই নাই। তিনি প্রণয়ের সাক্ষাৎ অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, অতিথির এইরূপ সঙ্গীতে তাঁহার কুসুম-কোমল হৃদয় অতি সহজেই ত গলিবার কথা। তার পর ব্রহ্মচারী সোনায় এবার সোহাগা দিয়া লইলেন। ভাবিলেন, এবার আর না গলিয়া উদ্ধার নাই। এত কাঁচা বয়স তোমার! এই সব কথাবর্ত্তা, এই ভাবের আলাপ-আপ্যায়ন, অন্তরঙ্গ ছাড়া আর কাহারও পক্ষে কি মানায়?

পার্ব্বতী প্রকৃতই পর্ব্বতের মেয়ের মত, অটল হৃদয়ে অতিথির কথা শুনিয়া যাইতে লাগিলেন। ঔষধে তেমন কোনো ফল হইল না। তা' না হোক্, বিজ্ঞ চিকিৎসক, দুরারোগ্য রোগীতে যেমন ক্রমেই বলবত্তর ঔষধের প্রয়োগ করেন, এ ক্ষেত্রেও অতিথি সেই পথ ধরিলেন। উমাকে (৪২) "কৃশোদরি!" বলিয়া ডাক দিলেন। প্রথম ৪১ শ্লোকে এক কথায় সুন্দরীর আপাদমস্তকের অতুল সৌন্দর্য্যের উল্লেখ করিয়া, এখন ক্রমে এক একটি অঙ্গ ধরিয়া যেন সৌন্দর্য্যের ব্যবচ্ছেদ আরম্ভ করিয়া দিলেন। "তবে কি মানভরে যোগিনী সাজিয়াছ" জিজ্ঞাসা করিলেন। মান—আত্মাভিমান নারীহৃদয়ের অতি অনুপম অলঙ্কার। আবার ইহাই দুরভিমান হইলে সর্ব্বনাশ ঘটে। যাহারা "মনস্বিনী" হৃদয়বতী নারী,

অলভ্য-শোকাভিভবেয়মাকৃতির্বিমাননা সুভ্রু ! কুতঃ পিতুর্গৃহে ।
পরাভিমর্শো ন তবাস্তি কঃ করং প্রসারয়েৎ পন্নগ রত্ন-সূচয়ে ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়।—অয়ি সুভ্রু ! ইয়ং (ত্বদীয়া) আকৃতিঃ অলভ্য-শোকাভিভবা (দৃষ্টতে), পিতুঃ গৃহে বিমাননা কুতঃ ? পরাভিমর্শঃ (চ) তব ন অস্তি, (যতঃ) পন্নগ-রত্ন-সূচয়ে কঃ করং প্রসারয়েৎ ? ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গার্থ।—শোকে তাপেও মানুষের এমনটা হইতে পারে বটে ; কিন্তু তোমার যে চেহারা, তাহাতে শোকের তাপ যে লাগিয়াছে, এমনটা ত আদৌ মনে হয় না। আর তোমার বাপও ত' যেমন তেমন এক জন নন যে, তাঁহার বাড়ীতে তোমার কোনরূপ সম্ভ্রম-হানি ঘটিবে। সেটা ত একেবারেই অসম্ভব। তার পর আর একটা কারণ হইতে পারে ; হয় ত কোনো দুর্বৃত্ত কামুক ঐ বরাঙ্গ স্পর্শ করিয়া কলুষিত করিলেও করিতে পারে, কিন্তু তাহাও ত মনে হয় না, অমন আকৃতিতে, অমন ফণিনীর মণিতে কে হাত দিতে সাহস করিবে ? কা'র এত বুকের পাটা ? ॥ ৪৩ ॥

তাহারাই, বড় ব্যথা পাইলে, এই পথ ধরিয়া থাকে। হৃদয়ের সমস্ত ভোগ-বাসনার জলাঞ্জলি দিয়ে যৌবনে যোগিনী সাজে। আর যাহারা হাল্কা, মনের উপর প্রভুত্ব যাহাদের কম, তারা কত কি অকার্য কুকার্য্য করিয়া বসে—জলে ডোবে গলায় দড়ি দেয়, বিষ খায়, না হয় অগত্যা কেরোসিনের শরণ লয়। তোমার কি সেই রকম কোনো মনস্তাপ ঘটিয়াছে না কি ? বড় আদরের যে, সে অনাদর করিয়াছে না কি? কিন্তু আমি ত ভাবিয়া পাই না যে, এমন সুন্দরীকে এমন কৃশোদরীকে তুচ্ছ-তাচ্ছল্য করিবার মত লোক আবার থাকিতে পারে ? আহা ! সবে এই তোমার জীবন-রজনীর সায়ংকাল, সারা রাত্রি এখনও পড়িয়া, চাঁদ এখনও সম্পূর্ণভাবে উঠে নি, বা তা'র অমল জ্যোৎস্নাজালে তোমার ঐ স্নিগ্ধ সুন্দর দেহ-গগন আলোকিত করে নি, এরই মধ্যে সূর্য্য উঠিল ! যৌবনের এই প্রথম ক্ষণেই,—পূর্ণিমা-রজনীর এই মধুর সায়ংকালেই অরুণের উদয় কি মানায় ? এ বয়সে এমনধারা বৃদ্ধের পোষাক, বৃদ্ধের কার্য্য কি শোভা পায় ? কাঁচা বয়সে এ পাকাভাবে যে প্রাণে বড়ই ব্যথা লাগে ! যে লাঞ্ছিত বা উপেক্ষিত, সামান্য একটু সমবেদনা পাইলেই সে গলিয়া যায়, তাহার প্রাণের ব্যথা ঐ ব্যথিতের সহানুভূতিতে অনেকটা লঘু হয়, ইহাই হইল দস্তুর। অতিথি ত জানেন যে পার্ব্বতীর কোথায় ব্যথা, আর সে ব্যথার পরিমাণই বা কত তাই তিনি প্রথমে সাধারণভাবে দু'চারটি সমবেদনার কথা বলিয়াই এবার আসল ভাবে ঘা দিলেন। তোমার ঐ অরাজক হৃদয়-রাজ্যের শূন্য-সিংহাসনের বুঝি মালিক খুঁজিতেছ ? (৪৫) এ বিপরীত বুদ্ধি কেন—তোমার ? এতাদৃশী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীর কি কখনো বরের অভাব হয় ? ব্যাপারটা কি খুলিয়া বল ত ? আহা ! অমন-অমল-কপোল-ফলকে কোথায় কর্ণের অবতংস হেলিয়া পড়িবে, তার বদলে কিনা রুক্ষ জটা দুলিতেছে, প্রকোষ্ঠ, বাহুমধ্য, কণ্ঠমূল—অলঙ্কারের সব-স্থলগুলি গৌরবের খালি হইয়া গিয়াছে, কে সে আহাম্মক, তোমার অমন সুন্দর, অমন পটলচেরা চোখের কটাক্ষবাণে সে বিদ্ধ হইল না ? বল ত, উমা খুলিয়া, আমি একবার সেই পাষাণ-পুরুষটাকে দেখিয়া লই। (৫১)—ইত্যাদি কত কথায় অতিথি, পাখীতে যেমন পাকা ফল ঠোক্রায়, তেমনি ভাবে, তাপসী গৌরীকে জ্বালাতন করিয়া তুলিলেন। পরে, উমার নির্দ্দেশক্রমে সখীর মুখে উমার অভিলষিত চন্দ্রশেখরের নামটা শুনিয়াই, নবীন অতিথি যেন তেলেবেগুনে জ্বলিয়া উঠিলেন, এবং শিবের নিন্দার ছলে পার্ব্বতীকে আরো কতকগুলি শ্রবণ-মনোহর রূপস্তুতির সঙ্গীত শুনাইলেন ! চোখ, মুখ, বুক, হাত-পা-নিতম্ব সব ধরিয়া যেন টান দিলেন ! সকল অঙ্গের পৃথক্ পৃথক্ সঙ্গীতের স্বরলিপি আদায় করিলেন ! শেষে পার্ব্বতীর সঙ্গে অতিথির মহাদেবকে লইয়া খুব একচোট রশ্মি-যুদ্ধ (Tug of war) হইয়া গেল। কেহই ছাড়িবার পাত্র নন। শেষে তপস্বিনীই যুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অসাধ্য-সাধন করিতে হইলে, উচ্চ অভিলাষ পূরণ করিতে হইলে তপস্যা চাই, আত্ম-সমর্পণ চাই। অন্তর জয় করিতে হইলে আন্তরিকতা চাই। পার্ব্বতীর তপস্যা সার্থক হইল। পূর্ব্বে সৌন্দর্য্যে যাহাকে আকৃষ্ট করিতে পারেন নাই, এবার তপস্যায় সেই তপস্বীকে বশীভূত করিলেন, একেবারে কিনিয়া ফেলিলেন।

সেই কতকাল পূর্ব্বে, দেবর্ষি নারদের মুখে বালিকা উমা, চন্দ্রশেখরের নামটি শুনিয়াই তাঁহার উদ্দেশে আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। এই দীর্ঘকাল যাবৎ তাঁহার কল্পিত মূর্ত্তির ধ্যান করিতেছেন, এতদিন পরে আজ পার্ব্বতীর অদৃষ্ট ফিরিল। আজ অকস্মাৎ সেই অন্তরের দেবতাকে বাহিরে দেখিয়া উমার জন্ম সার্থক হইল। উমার হৃদয়ের অবস্থা যে তখন কীদৃশী, তাহা তিনি, নিজেই ধারণা করিতে পারেন নাই। তাই তিনি 'ন যযৌ ন তস্থৌ !' কি সুন্দর চিত্র ! এমন নিখুঁত চিত্র সংস্কৃত সাহিত্যে আর নাই। যতদিন জগতে বিদ্যার চর্চ্চা থাকিবে, মানুষের চৈতন্যশক্তি থাকিবে, তত দিন, এ প্রতিমা সর্ব্বত্রই ভক্তিভরে অর্চ্চিত হইবে। এইভাবে, সেই শিখণ্ডি-কুল মণ্ডিত, প্রকৃতির লীলাস্থলী, গৌরী-শিখর

কিমিত্যপাস্যাভরণানি যৌবনে ধৃতং ত্বয়া বার্দ্ধকশোভি বল্কলম্
বদ প্রদোষে স্ফুট-চন্দ্রতারকা বিভাবরী যদ্যরুণায় কল্পতে ॥ ৪৪ ॥
দিবং যদি প্রার্থয়সে বৃথা শ্রমঃ পিতুঃ প্রদেশাস্তব দেবভূময়ঃ।
অথোপযন্তারমলং সমাধিনা ন রত্নমন্বিষ্যতি মৃগ্যতে হি তৎ ॥ ৪৫ ॥
নিবেদিতং নিশ্বসিতেন সোষ্মণা মনস্তু মে সংশয়মেব গাহতে।
ন দৃশ্যতে প্রার্থয়িতব্য এব তে ভবিষ্যতি প্রার্থিতদুর্ল্লভঃ কথম্ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়।—অয়ি তাপসি! কিম্ ইতি (কেন হেতুনা) ত্বয়া যৌবনে আভরণানি অপাস্য বার্দ্ধক-শোভি বল্কলং ধৃতম্? প্রদোষে (সায়ংকালে) স্ফুট-চন্দ্র-তারকা বিভাবরী অরুণায় কল্পতে যদি, (তদা কিং ভবেৎ) বদ ॥ ৪৪ ॥

দিবং প্রার্থয়সে যদি, (তর্হি) শ্রমঃ (তপস্যাদিজনিতঃ) বৃথা, (যতঃ) তব পিতুঃ প্রদেশাঃ দেবভূময়ঃ। অথ উপযন্তারম্ (যদি প্রার্থয়সে), সমাধিনা অলম্। তথাহি রত্নং (কর্ত্তৃ) ন অন্বিষ্যতি (গ্রহীতারং, কিন্তু) তৎ (রত্নম্) মৃগ্যতে হি (গ্রহীতৃভিঃ)। ৪৫ ॥

অয়ি গৌরি! সোষ্মণা নিশ্বসিতেন নিবেদিতম্ (তে বরার্থিত্বং সূচিতম্)। তু (কিন্তু) মে মনঃ সংশয়ম্ এব গাহতে। (কুতঃ)—তে প্রার্থয়িতব্যঃ এব ন দৃশ্যতে (অতঃ) প্রার্থিতদুর্লভঃ কথং ভবিষ্যতি? ৪৬ ॥

বঙ্গার্থ।—তাপসি! খুলিয়া বল ত, কি জন্য, কোন্ মনের দুঃখে, এমন মনোহর নবীন-যৌবনের অনুরূপ বেশ-ভূষা পরিত্যাগ করিয়া, বৃদ্ধ বয়সের পরিচ্ছদ ধারণ করিয়াছ, গাছের বাকল পরিয়াছ? উহা কি তোমাকে, বা তোমার এই বয়সে মানায়? তুমিই বল ত,—সবে সন্ধ্যা হইয়াছে, নীল গগনে তারার মালা পরিয়া চাঁদ হাসিয়া উঠিয়াছে,—এমন সময়ে কি কখনও সূর্য্য উদিত হয়? সবতারই ত একটা সময় আছে! অসময়ে এ বেশ কেন? ॥ ৪৪ ॥

তুমি কি স্বর্গ কামনায় তপস্যা করিতেছ? তাহা যদি হয়, তবে তোমার কেন এ নিরর্থক শ্রম? তোমার পিতৃভবন যে, স্বর্গস্থ তাবৎ দেবতার নিত্য-লীলা-ক্ষেত্র,—"স্বর্গাদপি গরীয়সী।" আমার মনে হয় স্বর্গ নহে, বুঝি কোনো স্বর্গাধিক মনোরম হৃদয়ের জন্য তোমার এই আয়াস। তাই নাকি? উপযুক্ত পতি লাভের জন্য তোমার এই তপস্যা নাকি? তাহা হইলেও ত, দেখিতেছি, তোমার ভয়ানক ভুল। তোমার ন্যায় কন্যার পক্ষে এ শ্রম বৃথা। সুন্দরি! রত্নকেই লোকে যত্ন করিয়া খুঁজিয়া লয়, হৃদয়ে ধারণ করে, রত্ন স্বয়ং কখনো কাহাকেও খোঁজে না বা কাহারও পায়ে পড়িতে যায় না ॥৪৫॥

এতক্ষণ পার্ব্বতী নির্ব্বাক্ নিস্পন্দভাবে ও অবনতবদনে নবীন অতিথির কথা শুনিতেছিলেন,—কিন্তু এক্ষণে, অতিথির এই প্রশ্ন-সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল। চতুর ব্রহ্মচারীও ঐ এক নিশ্বাসেই যেন সমস্ত বুঝিয়া হইলেন এবং অমনি কহিলেন,—গৌরি! তোমার উষ্ণ দীর্ঘ-নিশ্বাসেই সব প্রশ্নের সমাধান হইয়াছে, তোমার হৃদয়ের সমস্ত কথা বলা হইয়াছে সত্য, কিন্তু আমার মন যে ক্রমেই অধিক সংশয়িত হইতেছে আমি কিছুতেই ত ভাবিতে পারিতেছি না যে, তোমার প্রার্থনীয় কেহ আবার থাকিতে পারে, অর্থাৎ তুমি যাকে চাও, তাকে পাও না, এমন একটা অসম্ভব ব্যাপার হইতে পারে। তোমাকেই সবাই চায় এবং পাইলে ধন্য হইয়া যায়, তুমি চাহিয়া পাও না, এটা কি কখনো সম্ভব?"

পর্ব্বতে, শশাঙ্ক-শেখরের সহিত উমা-শশীর মিলন হইল। যে বৃষভধ্বজ একবার উমার বহিঃসৌন্দর্য্যে বিরক্ত হইয়া, তাহাতে আবার মদনের আধিপত্য দেখিয়া ঘৃণার সহিত 'স্ত্রী সন্নিকর্ষ' পরিহার করিয়াছিলেন, আর সঙ্গে সঙ্গে মদনকেও ভস্মীভূত করিয়াছিলেন, তিনিই এখন উমার অন্তঃসৌন্দর্য্যে ধরা দিলেন। চন্দ্রশেখরমূর্ত্তিতে তপস্বিনী উমাকে আত্মদান করিলেন। নবীন ব্রহ্মচারীর সহিত বাদানুবাদ-কালে যে তপস্বিনী দলিতা ফণিনীর মত গ্রীবা উন্নত করিয়া অতিথিকে দু'কথা শুনাইয়া দিয়াছিলেন, সেই তাপসী এখন পুরোভাগে সত্যিরোধকারী চন্দ্রশেখরকে দেখিয়া, কাহার সাথে কি করিলাম, কাহাকে কি বলিলাম, ভাবিয়া লজ্জায় এতটুকু হইয়া গেলেন। তন্বীর সেই তপঃকৃশ তনুলতা সঙ্কুচিত হইয়া পড়িল। তিনি যেন মাটীর সাথে মিশিয়া গেলেন।

কবির কবি কালিদাস, কুমারের এই পঞ্চম সর্গটিমাত্র যদি লিখিয়া যাইতেন, তবুও মহাকবির স্পৃহণীয় মণিময় কিরীট তাঁহাকেই অর্পিত হইত ॥ ৪১ ॥

অহো স্থিরঃ কোঽপি তবেপ্সিতো যুবা চিরায় কর্ণোৎপলশূন্যতাং গতে।
উপেক্ষতে যঃ শ্লথলম্বিনীর্জটাঃ কপোলদেশে কলমাগ্রপিঙ্গলাঃ॥ ৪৭॥
মুনিব্রতৈস্ত্বামতিমাত্র-কর্শিতাং দিবাকরাপ্লুষ্টবিভূষণাস্পদাম্ ।
শশাঙ্কলেখামিব পশ্যতো দিবা সচেতসঃ কস্য মনো ন দূয়তে॥ ৪৮॥
অবৈমি সৌভাগ্যমদেন বঞ্চিতং তব প্রিয়ং যশ্চতুরাবলোকিনঃ।
করোতি লক্ষ্যং চিরমস্য চক্ষুষো ন বক্ত্রমাত্মীয়মরালপক্ষ্মণঃ॥ ৪৯॥
কিয়চ্চিরং শ্রাম্যসি গৌরি! বিদ্যতে মমাপি পূর্ব্বাশ্রমসঞ্চিতং তপঃ।
তদর্দ্ধভাগেন লভস্ব কাঙ্ক্ষিতং বরং তমিচ্ছামি চ সাধু বেদিতুম্॥ ৫০॥

অন্বয়।—অহো! (চিত্রম্।) তব ঈপ্সিতঃ যুবা কঃ অপি স্থিরঃ (নিতান্তকঠিনঃ বর্ত্ততে)। যঃ (যুবা) চিরায় কর্ণোৎপল-শূন্যতাং গতে কপোলদেশে (তব) শ্লথ-লম্বিনী কলমাগ্র-পিঙ্গলাঃ জটাঃ উপেক্ষতে! (যস্ত্বাদৃশীং দৃষ্ট্বা ন ব্যথতে, সঃ নূনং বজ্র-হৃদয়ঃ) ॥ ৪৭ ॥

মুনিব্রতৈঃ (নিতান্ত-কৃচ্ছ্র-সাধ্যৈ) অতিমাত্রকর্শিতাং দিবাকরাপ্লুষ্ট-বিভূষণাস্পদাং, (অতঃ) দিবা শশাঙ্কলেখাম্ ইব (স্থিতাং) ত্বাং পশ্যতঃ সচেতসঃ কস্য (পুংসঃ) মনঃ ন দূয়তে? (পরিতপ্যতে) ॥ ৪৮ ॥

তব প্রিয়ং সৌভাগ্যমদেন (কর্ত্রা) বঞ্চিতম্ অবৈমি। যঃ (প্রিয়ঃ) আত্মীয়ং বক্ত্রং চতুরাবলোকিনঃ অরাল-পক্ষ্মণঃ অস্য (ত্বদীয়স্য) চক্ষুষঃ চিরং লক্ষ্যং ন করোতি ॥ ৪৯ ॥

অয়ি গৌরি! কিয়ৎ (কিমবধিকং) চিরং শ্রাম্যসি? মম অপি পূর্ব্বাশ্রম-সঞ্চিতং তপঃ বিদ্যতে, তদর্দ্ধভাগেন কাঙ্ক্ষিতং (প্রিয়ং) লভস্ব। তং বরং (প্রিয়ং উপযন্তারং) সাধু (সম্যগ্‌রূপেণ) বেদিতুম্ ইচ্ছামি ॥ ৫০ ॥

বঙ্গার্থ।—যদি তাহাই হয়, তবে ত বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়! তা হলে দেখিতেছি, তোমার আকাঙ্ক্ষিত সেই যুবক নিশ্চয় অতি কঠিন, একটা নিরেট পাষাণ। আহা! আমি ভেবেই পাচ্ছি না যে, তোমার অমন নিটোল গণ্ডস্থলে কর্ণের অবতংসরূপী পদ্ম না আনি, কত দিন ঢুলিয়া পড়ে না, লুটোপুটি খায় না; অমন চাঁচরকেশ জটা বাঁধিয়া পাকা ধানের শীষের মত হইয়াছে এবং বন্ধন শিথিল হওয়ায়, কপোলে ঝুলিয়া পড়িয়াছে; এ সব দৃশ্য কোন্ প্রাণে কেমন করিয়া সেই হৃদয়-হীন যুবা উপেক্ষা করিতেছে, ইহা দেখিয়া এখনও স্থির হইয়া আছে! কে সে নির্ব্বোধ? ॥ ৪৭ ॥

অহো! কঠোর চান্দ্রায়ণাদি মুনিজনানুষ্ঠেয় ব্রতাদিতে তুমি কি কহিলই না হইয়াছ? প্রখর সৌরকরে তোমার ভূষণধারণের স্থানগুলি—পুড়িয়া কালি হইয়া গিয়াছে! দিনের বেলায় চন্দ্ররেখার ন্যায় আপাণ্ডুর ও কৃশাঙ্গী তোমাকে দেখিয়া, কোন্ হৃদয়বান্ পুরুষ ঠিক থাকিতে পারে? তাহার প্রাণে ব্যথা না লাগে? ॥৪৮॥

তুমি যা'কে চাও, যা'র জন্য তোমার এই ভীষণ পণ, এই কৃচ্ছ্র সাধনা, তোমার সেই প্রিয় ব্যক্তির, দেখিতেছি, নিতান্ত কপাল-পোড়ার দশা। তা'র হৃদয়ে বোধ হয়, বিন্দুমাত্রও সৌন্দর্য্যের অভিমান নাই, নিশ্চয়ই সে নিতান্ত কু-রূপ! নতুবা তোমার এমন সুন্দর এই কুটিল নয়ন, এমন লোকমোহন কুঞ্চিত পক্ষ্মল নেত্র, সতত কত মধুর কত মনোহর ভাবে যাহাকে দেখিবার জন্য লালায়িত হইত, কত আকুলি-বিকুলি করিত, সে হতভাগা তাহা দেখিতে দিল না বা নিজও সে সৌন্দর্য্য দেখিল না। এই চোখের দৃষ্টির যে বিষয়ীভূত হইল না, ধিক্ তাহার জীবনে, ধিক্ তাহার দৈহিক সৌষ্ঠবে ॥ ৪৯ ॥

গৌরি! আর কত কালই বা এইরূপ বৃথা শ্রম করিবে? সোনার অঙ্গ তপস্যার অনলে পোড়াবে? এই ব্রহ্মচারি-আশ্রমে, আমিও অনেক তপস্যা করিয়াছি, আমার সে তপস্যার এক তিলও ক্ষয় হয় নাই, সব সঞ্চিত আছে। না হয় তাহারই অর্দ্ধেক তোমাকে দান করিতেছি, তদ্দ্বারা তুমি তোমার সেই অভিলষিত প্রিয় ব্যক্তিকে লাভ কর। কিন্তু কে সেই ভাগ্যবান্? সেই বরটির পরিচয় কি আমি জানিতে পারি? ॥ ৫০ ॥

ইতি প্রবিশ্যাভিহিতা দ্বিজন্মনা মনোগতং সা ন শশাক শংসিতুম্।
অথো বয়স্যাং পরিপার্শ্ববর্ত্তিনীং বিবর্ত্তিতানঞ্জন-নেত্রমৈক্ষত ॥ ৫১ ॥

সখী তদীয়া তমুবাচ বর্ণিনং নিবোধ সাধো! তব চেৎ কুতূহলম্।
যদর্থমম্ভোজমিবোষ্ণ-বারণং কৃতং তপঃ-সাধনমেতয়া বপুঃ ॥ ৫২ ॥

ইয়ং মহেন্দ্র-প্রভৃতীনধিশ্রিয়শ্চতুর্দিগীশানবমত্য মানিনী।
অরূপহার্য্যং মদনস্য নিগ্রহাৎ পিনাকপাণিং পতিমাপ্তুমিচ্ছতি ॥ ৫৩ ॥

অসহ্য-হুঙ্কার-নিবর্ত্তিতঃ পুরা পুরারিমপ্রাপ্তমুখঃ শিলীমুখঃ।
ইমাং হৃদি ব্যায়ত-পাতমক্ষিণোদ্বিশীর্ণমূর্ত্তেরপি পুষ্পধন্বনঃ ॥ ৫৪ ॥

অন্বয়।—ইতি (ইথং) দ্বিজন্মনা প্রবিশ্য (অন্তস্তলং অভিহিতা সা (পার্ব্বতী) মনোগতং (হৃৎস্থং বরং) শংসিতুং ন শশাক (লজ্জয়া)। অথ (অনন্তরং) পরিপার্শ্ব-বর্ত্তিনীং বয়স্যাং বিবর্ত্তিতানঞ্জননেত্রং (যথা তথা) ঐক্ষত (নেত্রসংজ্ঞয়া প্রত্যুত্তরং দাতুম্ অনুরুরোধ) ॥ ৫১ ॥

তদীয়া সখী তম্ বর্ণিনং (ব্রহ্মচারিণং) উবাচ—হে সাধো! তব কুতূহলং চেৎ, নিবোধ, যদর্থম্ এতয়া (পার্ব্বত্যা) অম্ভোজম্ উষ্ণবারণম্ ইব বপুঃ তপঃ-সাধনং কৃতম্। (উচ্যতে তপঃকারণং শ্রূয়তাম্) ॥ ৫২ ॥

মানিনী ইয়ং (পার্ব্বতী) অধিশ্রিয়ঃ (অধিকৈশ্বর্য্যান্) মহেন্দ্র-প্রভৃতীন্ চতুর্দ্দিগীশান্ (ইন্দ্র-যম-বরুণ-কুবেরান্) অবমত্য মদনস্য নিগ্রহাৎ অরূপহার্য্যং পিনাক পাণিং পতিম্ আপ্তুম্ ইচ্ছতি ॥ ৫৩ ॥

পুরা অসহ্য-হুঙ্কার-নিবর্ত্তিতঃ পুরারিম্ অপ্রাপ্তমুখঃ (অপ্রাপ্তফলঃ), বিশীর্ণমূর্ত্তেঃ (দগ্ধ-বপুষঃ) অপি পুষ্প-ধন্বনঃ শিলীমুখঃ (বাণঃ) ইমাং (পার্ব্বতীং) হৃদি ব্যায়ত-পাতম্ (যথা তথা) অক্ষিণোৎ ॥ ৫৪ ॥

বঙ্গার্থ।—সেই নবীন ব্রাহ্মণযুবক এইভাবে, নানা-প্রকার অন্তরঙ্গবৎ ব্যবহারে পার্ব্বতীর হৃদয় নিহিত গূঢ় অভিপ্রায়টিকে যেন আকর্ষণ করিতে লাগিলেন। "কে সে বর? তার নাম কি?" প্রভৃতি উক্তিতে পার্ব্বতীও যেন লজ্জায় মরিয়া গেলেন। একটি কথাও কহিলেন না; কিন্তু জিজ্ঞাসিত বিষয়ের উত্তর না দিলে, যদি অতিথি অবমাননা বোধ করেন, এই আশঙ্কায় অতিথেয়ী উমা সমীপবর্ত্তিনী সখীকে ইঙ্গিত করিলেন। তপস্বিনী গৌরীর অঞ্জনশূন্য নয়ন কম্পিতভাবে সখীর চোখের উপর পড়িল ॥ ৫১ ॥

তখন উমার সেই সখী অতিথি ব্রহ্মচারীকে বলিল, "সাধুবর! সত্যই যদি আপনার শুনিবার কৌতূহল জন্মিয়া থাকে, তবে শ্রবণ করুন যে, কি জন্য সখী আমাদের ইঁহার এই নবনীতকোমল কলেবর কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত করিয়াছেন। কি জন্য অতিপেলব শতদল, দলে দুঃসহ আতপতাপ নিবারণ করিতে উদ্যোগিনী হইয়াছেন। আপনিই বলুন ত, এই কোমলদেহে তপস্যা আর কমলদলের আতপত্রে রৌদ্রনিবারণ—দুই-কি তুল্য নহে?" ॥ ৫২ ॥

"ইঁহার অভিলাষ যথার্থই অতি উচ্চ। ইন্দ্রাদি অতুল ঐশ্বর্য্যশালী দেববৃন্দের কাহাকেও পতিত্বে বরণ করিবার ইচ্ছা ইঁহার নাই। মদনকে ভস্মীভূত করিয়া যিনি প্রমাণ করিয়াছেন যে, সৌন্দর্য্যে তাঁহার হৃদয় বিচলিত হইবার নহে, সেই "অরূপহার্য্য" "পিনাক-পাণিকে" পতিরূপে পাইবার জন্যই অভিমানিনী উমার এই কঠোর তপস্যা" ॥ ৫৩ ॥

"পূর্ব্বে মদন যখন ত্রিপুরারিকে বাণ মারিয়াছিলেন, তখন রোষারুণ বিরূপাক্ষের এক বিষমহুঙ্কার-ধ্বনিতে সে বাণ আর ত্রিপুরারি পর্য্যন্ত পৌঁছিতেই পারিল না,—মধ্যপথ হইতেই তাহা ফিরিয়া আসিল, এবং উমার হৃদয়ের মর্ম্মস্থল একেবারে বিদ্ধ করিয়া ফেলিল। পুষ্প-বাণের বাণ ত ব্যর্থ হইবার নহে, তাই মদন ভস্ম হইল বটে, কিন্তু তাঁর বাণ ইঁহাকে কাঁচা কাঁচা করিয়া মারিতে লাগিল" ॥ ৫৪ ॥

তদা প্রভৃত্যুন্মদনা পিতুর্গৃহে ললাটিকা-চন্দন-ধূসরালকা।
ন জাতু বালা লভতে স্ম নির্বৃতিং তুষারসঙ্ঘাতশিলাতলেষপি ॥ ৫৫ ॥
উপাত্তবর্ণে চরিতে পিনাকিনঃ স-বাষ্প-কণ্ঠ-স্খলিতৈঃ পদৈরিয়ম্।
অনেকশঃ কিন্নর-রাজ-কন্যকা বনান্ত-সঙ্গীত-সখীররোদয়ৎ ॥ ৫৬ ॥
ত্রিভাগশেষাসু নিশাসু চ ক্ষণং নিমীল্য নেত্রে সহসা ব্যবুধ্যত।
ক নীল-কণ্ঠ! ব্রজসীত্যলক্ষ্যবাগসত্যকণ্ঠার্পিতবাহুবন্ধনা ॥ ৫৭ ॥
যদা বুধৈঃ সর্ব্বগতস্ত্বমুচ্যসে ন বেৎসি ভাবস্থমিমং কথং জনম্।
ইতি স্বহস্তোল্লিখিতশ্চ মুগ্ধয়া রহস্যুপালভ্যত চন্দ্রশেখরঃ ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়।—তদা প্রভৃতি (ততঃ আরভ্য) পিতুঃ গৃহে উন্মদনা (পুবারিমূর্চ্ছিতা) ললাটিকাচন্দন-ধূসরালকা বালা (ইয়ং পার্ব্বতী) জাতু তুষার-সঙ্ঘাত-শিলাতলেষু অপি নির্বৃতিং ন লভতে স্ম ॥ ৫৫ ॥

পিনাকিনঃ চরিতে (ত্রিপুরবিজয়াদিকীর্ত্তি-সমূহে) উপাত্তবর্ণে (সঙ্গীতে সতি) সবাষ্প-কণ্ঠ-স্খলিতৈঃ পদৈঃ ইয়ং (পার্ব্বতী) অনেকশঃ বনান্ত সঙ্গীত-সখীঃ কিন্নর-রাজ-কন্যকাঃ অরোদয়ৎ ॥ ৫৬ ॥

চ (কিঞ্চ) ত্রিভাগ-শেষাসু নিশাসু (রাত্রেঃ শেষযামে) ক্ষণং নেত্রে নিমীল্য সহসা, হে নীলকণ্ঠ! ক ব্রজসি ইতি অলক্ষ্যবাক্ (তথা) অসত্যকণ্ঠার্পিতবাহু-বন্ধনা (চ সতী ইয়ং) ব্যবুধ্যত (বিবুদ্ধবতী) ॥ ৫৭ ॥

যদা (যতঃ) ত্বং বুধৈঃ সর্ব্বগতঃ উচ্যসে (ততঃ) ভাবস্থম্ ইমং জনং (মাং) কথং ন বেৎসি ইতি মুগ্ধয়া (তয়া পার্ব্বত্যা) স্বহস্তোল্লিখিতঃ চন্দ্রশেখরঃ রহসি উপালভ্যত ॥ ৫৮ ॥

বঙ্গার্থ।—তদবধি পিতৃগৃহে উমা বাস করিতেছিলেন বটে, কিন্তু মদনের প্রাদুর্ভাবে ইঁহার প্রাণ ত্রাহি ত্রাহি করিতেছিল। দেহ-মন সব যেন পুড়িয়া খাক হইতেছিল। মদনের তাপাধিক্যে এই বালা (ষোড়শী) ললাটে গাঢ় চন্দনের এমন তিলক পরিতেন যে, তাহাতে ইঁহার চূর্ণকুন্তলগুলি একেবারে ধূসর হইয়া যাইত। উমা কঠিন পাথরের মত বরফের চাপের উপর পড়িয়া থাকিতেন, যদি এততেও শরীর একটু জুড়ায়; কিন্তু কিছুতেই সে হৃদয়ের জ্বালা নিবৃত্ত হইত না ॥ ৫৫ ॥

শম্ভুর ত্রিপুরবিজয়াদি অলৌকিক অবদানপরম্পরা যখন পার্ব্বতী গান করিতে আরম্ভ করিতেন, তখন বাষ্পভরে ইঁহার কণ্ঠ স্খলিত হইত, গানের পদগুলিও ক্রমে জড়াইয়া আসিত। অনেক কিন্নর-রাজপুত্রীরা সঙ্গীতাদি আলোচনাপ্রসঙ্গে পার্ব্বতীর প্রিয়সখীর মত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সঙ্গীত-রতা রোরুদ্যমানা উমার ঐরূপ দশা দেখিয়া নয়নজল সংবরণ করিতে পারিতেন না; কাঁদিয়া ফেলিতেন ॥ ৫৬ ॥

সখী আমাদের রাত্রিতে ত' ঘুমায় না; যদিও বা শেষ রাত্রিতে কখনও একটু চোখ বোজে, সামান্য একটু তন্দ্রা আসে, অমনি হঠাৎ জাগিয়া উঠে, ও "হে নীলকণ্ঠ! আমাকে ফেলিয়া কোথায় যাও", বলিয়া ঘুমের ঘোরে, আপনা আপনি কত কি বলিতে বলিতে যেন কার কণ্ঠ জড়াইয়া ধরিবার নিমিত্ত ভুজলতা বাড়াইয়া দেয়। পাগলের মত কত কি করিতে থাকে ॥ ৫৭ ॥

উমা নিজহাতে চন্দ্রশেখরের সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকিয়াছে। তার কোনোখানি হাতে লইয়া, নির্জ্জনে বসিয়া গৌরী যে ভাব করে, তাহা দেখিলে, পাষাণও গলিয়া যায়। বলে,—হে অন্তর্যামিন্! পণ্ডিতরা বলেন, তুমি সর্ব্বদা সকল ঘটে বিরাজ করিতেছ। তাই যদি হয়, তবে তোমার একান্ত আশ্রিতা, তোমাতেই সমর্পিত-হৃদয়া এই হতভাগিনী উমাকে তুমি কি করিয়া ভুলিয়া আছ? তুমি কি ইহার অন্তরের ভাব বুঝিতেছ না?—বলিয়া সেই চিত্রগত নীলকণ্ঠকেই কত অনুযোগ করে। এমনই তাহার হৃদয়ের অবস্থা। এতই সে বিমূঢ়চিত্তা ॥৫৮॥

যদা চ তস্যাধিগমে জগৎপতেরপশ্যদন্যং ন বিধিং বিচিন্বতী।
তদা সহাস্মাভিরনুজ্ঞয়া গুরোরিয়ং প্রপন্না তপসে তপোবনম্॥ ৫৯ ॥
দ্রুমেষু সখ্যা কৃতজন্মসু স্বয়ং ফলং তপঃ-সাক্ষিষু দৃষ্টমেষ্বপি।
ন চ প্ররোহাভিমুখোঽপি দৃশ্যতে মনোরথোঽস্যাঃ শশি-মৌলি-সংশ্রয়ঃ ॥ ৬০ ॥
ন বেদ্মি স প্রার্থিতদুর্লভঃ কদা সখীভিরস্রোত্তরমীক্ষিতামিমাম্।
তপঃকৃশামভ্যুপপৎস্যতে সখীং বৃষেব সীতাং তদবগ্রহক্ষতাম্॥ ৬১ ॥
অগূঢ়সদ্ভাবমিতীঙ্গিতজ্ঞয়া নিবেদিতো নৈষ্ঠিক-সুন্দরস্তয়া।
অয়ীদমেবং পরিহাস ইত্যুমামপৃচ্ছদব্যঞ্জিত-হর্ষলক্ষণঃ ॥ ৬২ ॥

অন্বয়।—জগৎপতেঃ তস্য (চন্দ্রশেখরস্য) অধিগমে অন্যং বিধিং বিচিন্বতী (সতী ইয়ং) যদা ন অপশ্যৎ, তদা ইয়ং (নঃ সখী পার্ব্বতী) গুরোঃ অনুজ্ঞয়া অস্মাভিঃ সহ তপসে (তপঃ চরিতুং) তপোবনং প্রপন্না ॥ ৫৯ ॥

সখ্যা (পার্ব্বত্যা) স্বয়ং কৃতজন্মসু তপঃ-সাক্ষিষু এষু দ্রুমেষু অপি ফলং দৃষ্টম্। অস্যাঃ (পার্ব্বত্যাঃ) শশিমৌলি-সংশ্রয়ঃ মনোরথঃ তু প্ররোহাভিমুখঃ অপি ন দৃশ্যতে ॥৬০॥

প্রার্থিত-দুর্লভঃ সঃ (শশিশেখরঃ) তপঃ-কৃশাং (অতঃ) সখীভিঃ অস্রোত্তরম্ (যথা তথা) ঈক্ষিতাম্ ইমাং নঃ সখীং, তদবগ্রহক্ষতাং (তস্য ইন্দ্রস্য অবগ্রহেণ ক্ষতাং পীড়িতাং) সীতাং (কর্ষিতাং ভুবং) বৃষা (বাসবঃ) ইব কদা অভ্যুপপৎস্যতে (অনুগ্রহীষ্যতি), তৎ ন বেদ্মি ॥ ৬১ ॥

ইঙ্গিতজ্ঞয়া (পার্ব্বতী-হৃদয়াভিজ্ঞয়া) তয়া (গৌরীসখ্যা) ইতি অগূঢ়সদ্ভাবং (যথা তথা) নিবেদিতঃ নৈষ্ঠিক-সুন্দরঃ (নৈষ্ঠিকঃ ব্রহ্মচারী সুন্দরঃ বিলাসী) অব্যঞ্জিতহর্ষলক্ষণঃ (সন্) "অয়ি (গৌরি!) ইদং (ত্বৎ সখী-ভাষিতম্) এবম্? (সত্যম্?) ইতি পরিহাসঃ (বা) ইতি এব উমাম্ অপৃচ্ছৎ ॥ ৬২ ॥

বঙ্গার্থ—সেই জগৎপতি আশুতোষকে পাইবার নিমিত্ত উমা কত কি করিয়াছে। কিন্তু যখন দেখিল যে, কিছুতেই তাঁহাকে পাইতেছে না বা পাইবার অন্য কোনো উপায়ও মিলিতেছে না, তখন সখী উমা, পিতার অনুমতি লইয়া তপস্যার জন্য আমাদের সাথে এই তপোবনে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে ॥ ৫৯ ॥

ব্রহ্মচারিন্! শুনিবে কি দুঃখের কথা! এই যে চারিদিকে বড় বড় গাছ দেখিতেছ, এগুলি আমাদের সখীর স্বহস্ত-রোপিত। সেই প্রথম যেদিন তপস্যায় বসে, সেই দিন এইগুলিকে লাগাইয়াছিল। সখীর তপস্যার উহারা প্রত্যক্ষদর্শী। ঐ দেখ, তাহারা কত বড় হইয়াছে এবং ফলভারে কত নুইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু চন্দ্রশেখরের যে আশায় উমার এই কঠোর তপস্যা, আজ পর্য্যন্ত সে আশার একটু অঙ্কুরও উদ্গত হইল না;—ফল ত' দূরের কথা ॥ ৬০ ॥

বর্ষণের অভাবে কর্ষিত ভূমি যেমন শুকাইয়া পাথরের মত হইয়া যায়, তদ্রূপ, চন্দ্রশেখর-লাভের বাসনায় কঠোর তপস্যা করিতে করিতে ঐ দেখ, সখীর কি অবস্থা হইয়াছে; আমরা সহচরীবৃন্দ উহার দিকে আর চাহিতে পারি না, তাকাইলে চোখ জলে ভরিয়া আসে। অতিথিবর! সেই বিশুষ্ক কর্ষিত ভূমিতে দেবরাজ যেমন জলবর্ষণে, তাহার বুক শীতল করিয়া দেন, সেইরূপ সখী এত ডাকিয়া, এত তপস্যা করিয়াও যাঁহাকে পাইল না, সেই অতি দুর্লভ মহাদেব কতদিনে যে সখীর প্রতি দয়া করিবেন, দেখা দিয়া উহার প্রাণ জুড়াইয়া দিবেন, তাহা জানি না ॥ ৬১ ॥

উমার সখী এইপ্রকার হৃদয়ের উচ্ছ্বাসভাবের কথাগুলি অকপটভাবে যখন বলিতেছিল, তখন সেই আজন্মব্রহ্মচারী নবীন ব্রাহ্মণ-যুবকের চোখে-মুখে সর্ব্বাঙ্গে যেন একটা কেমন আনন্দের, সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ খেলিয়া যাইতেছিল। তিনি স্বহৃদয়ের সেই হর্ষচিহ্ন কোনোমতে চাপিয়া নেহাৎ উদাসীনের মত উমার দিকে মুখ ফিরাইয়া "ওগো! যা শুনলুম্ সত্যি, না আমাকে ঠাট্টা করা হচ্ছে?" বলিয়া উমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন ॥ ৬২ ॥

অথাগ্রহস্তে মুকুলীকৃতাঙ্গুলৌ সমর্পয়ন্তী স্ফটিকাক্ষমালিকাম্।
কথঞ্চিদদ্রেস্তনয়া মিতাক্ষরং চিরব্যবস্থাপিতবাগভাষত ॥ ৬৩ ॥
যথা শ্রুতং বেদবিদাং বর! ত্বয়া জনোঽয়মুচ্চৈঃ-পদলঙ্ঘনোৎসুকঃ।
তপঃ কিলেদং তদবাপ্তিসাধনং মনোরথানামগতির্ন বিদ্যতে ॥ ৬৪ ॥
অথাহ বর্ণী বিদিতো মহেশ্বরস্তদর্থিনী ত্বং পুনরেব বর্ত্তসে?।
অমঙ্গলাভ্যাস-রতিং বিচিন্ত্য তং তবানুবৃত্তিং ন চ কর্ত্তুমুৎসহে ॥ ৬৫ ॥
অবস্তু-নির্ব্বন্ধপরে! কথং নু তে করোঽয়মামুক্ত-বিবাহ-কৌতুকঃ।
করেণ শম্ভোর্বলয়ীকৃতাহিনা সহিষ্যতে তৎ প্রথমাবলম্বনম্?॥ ৬৬ ॥

অন্বয়।—অথ অদ্রেঃ তনয়া (পার্ব্বতী) মুকুলীকৃতাঙ্গুলৌ অগ্রহস্তে স্ফটিকাক্ষমালিকাং সমর্পয়ন্তী কথঞ্চিৎ চিরব্যবস্থাপিতবাক্ (চ সতী) মিতাক্ষরম্ (যথা তথা) অভাষত ॥ ৬৩ ॥

হে বেদবিদাং বর! ত্বয়া যথা শ্রুতম্, অয়ং জনঃ (আত্মনির্দ্দেশঃ) উচ্চৈঃপদলঙ্ঘনোৎসুকঃ, ইদং তপঃ তদবাপ্তি-সাধনম্ কিল। (তথাহি)—মনোরথানাম্ অগতিঃ (অবিষয়ঃ) ন বিদ্যতে। (নহি স্বশক্তি-পর্য্যালোচনয়া কামাঃ প্রবর্ত্তন্তে) ॥ ৬৪ ॥

অথ বর্ণী (সঃ ব্রহ্মচারী) আহ;—মহেশ্বরঃ বিদিতঃ (মম)। পুনঃ এব ত্বং তদর্থিনী (সতী) বর্ত্তসে? (প্রাক্ ভগ্ন-মনোরথা সতী পুনস্তমেব প্রার্থয়সে?) অমঙ্গলাভ্যাস-রতিং তং (মহেশ্বরং) বিচিন্ত্য তব অনুবৃত্তিং (অনুমোদনং) কর্ত্তুং চ ন উৎসহে ॥ ৬৫ ॥

অয়ি অবস্তু-নির্ব্বন্ধ-পরে! (পার্ব্বতি!) আমুক্ত-বিবাহ-কৌতুকঃ তে অয়ং করঃ বলয়ীকৃতাহিনা শম্ভোঃ করেণ তৎ প্রথমাবলম্বনং কথং নু সহিষ্যতে? ॥ ৬৬ ॥

বঙ্গার্থ।—এই শেষ কথাটায়, "ঠাট্টা করা হচ্ছে?"—এই উক্তিতে উমা আর নীরবে থাকিতে পারিলেন না। পাছে অতিথির অবমাননা হয়, তাই তিনি কুসুমকুট্মলের ন্যায় অঙ্গুলিগুলি সম্পুটিত করিয়া স্ফটিকের জপমালা হাতে লইলেন এবং অতি কষ্টে, কোনোমতে হৃদয়কে প্রস্তুত করিয়া লইয়া যথার্থ ই পাষাণের মেয়ের মত, মর্ম্মের নিগূঢ়তম প্রদেশের সেই অতিনিগূঢ় কথা, কন্যা-জন-সুলভ লজ্জায় যেন আড়ষ্ট হইয়া অতি সংক্ষেপে বলিয়া ফেলিলেন। কুমারীর পক্ষে ঐ অভিলাষ অপ্রকাশ্য হইলেও আতিথ্য-ভঙ্গ-শঙ্কায় হিমাদ্রি-দুহিতা, কোনো প্রকারে তাহা বলিলেন ॥ ৬৩ ॥

হে বেদ-বিদ্যা-পারদর্শিন্! আপনি যাহা শুনিলেন, তাহা ঠিকই। এই হতভাগ্য ব্যক্তি (আত্মনির্দ্দেশ) শিবলাভরূপ অতি উচ্চতম স্থান লঙ্ঘন করিতে যথার্থ ই আকুল। আর, এই যে তপস্যা দেখিতেছেন, ইহাও তাঁহাকেই পাইবার জন্য। যদি বলেন, তোমার এমন একটা দুরভিলাষ হইল কেন?—যাহা অসম্ভব, তার জন্য এই বৃথা শ্রম কেন? যোগিবর! তদুত্তরে বক্তব্য, অভিলাষের কি একটা সম্ভবাসম্ভব আছে? জীবের বাসনা কখনও নিজের শক্তি পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক প্রবৃত্ত হয় না ॥ ৬৪ ॥

উমার বাক্যাবসানে ব্রহ্মচারী কহিলেন,—"মহেশ্বরকে আমি জানি। একবার যাহার নিকটে তোমার আতিথ্যের চরম হইয়াছিল, আবার তাকেই? ছিঃ! তার প্রতি অনুরাগরূপ অকার্য্যে তোমার বার বার এই উদ্যোগ ত' ভাল না। আর সতত নানা-প্রকার কুক্রিয়াসক্ত সে মহেশের কথা মনে করিয়া, আমি কিছুতেই তোমার এই দুরভিলাষ অনুমোদন করিতে পারিলাম না ॥ ৬৫ ॥

ছিঃ! একটা অতিতুচ্ছ বস্তুতে তোমার কেন এত অভিনিবেশ? পার্ব্বতি! আচ্ছা, তুমিই বল ত', তোমার এই এমন সুন্দর হাতখানি শুভবিবাহের মঙ্গলচূর্ণ-রঞ্জিত সূত্রে যখন শোভা পাইবে, তখন সেই বিবাহ-সুসংবদ্ধ তোমার এই কর কেমন করিয়া শম্ভুর হস্ত সর্ব্বপ্রথম গ্রহণ করিবে? তার হাতে যে কালসর্প জড়াইয়া আছে। প্রথম প্রথম তোমার ভয় করিবে না কি? এই হাত কি সেই হাতের যোগ্য ॥ ৬৬ ॥

ত্বমেব তাবৎ পরিচিন্তয় স্বয়ং কদাচিদেতে যদি যোগমর্হতঃ।
বধূদুকূলং কলহংসলক্ষণং গজাজিনং শোণিত-বিন্দু-বর্ষি চ ॥ ৬৭ ॥
চতুষ্ক-পুষ্প-প্রকরাবকীর্ণয়োঃ পরোঽপি কো নাম তবানুমন্যতে।
অলক্তকাঙ্কানি পদানি পাদয়োর্বিকীর্ণ-কেশাসু পরেত-ভূমিষু ॥ ৬৮ ॥
অযুক্তরূপং কিমতঃ পরং বদ ত্রিনেত্র-বক্ষঃ সুলভং তবাপি যৎ।
স্তন-দ্বয়েঽস্মিন্ হরি-চন্দনাস্পদে পদং চিতাভস্ম-রজঃ করিষ্যতি ॥ ৬৯ ॥
ইয়ং চ তেঽন্যা পুরতো বিড়ম্বনা যদূঢ়য়া বারণরাজ-হার্য্যয়া।
বিলোক্য বৃদ্ধোক্ষমধিষ্ঠিতং ত্বয়া মহাজনঃ স্মেরমুখো ভবিষ্যতি ॥ ৭০ ॥

অন্বয়।—হে গৌরি! ত্বম্ এব তাবৎ পরিচিন্তয়,—কলহংস-লক্ষণং বধূদুকূলং শোণিতবিন্দুবর্ষি গজাজিনং চ—এতে কদাচিৎ যদি যোগম্ অর্হতঃ (কিম্?) ॥ ৬৭ ॥

চতুষ্ক-পুষ্প-প্রকরাবকীর্ণয়োঃ তব পাদয়োঃ অলক্তকাঙ্কানি পদানি (পাদন্যাস-চিহ্নানি) বিকীর্ণকেশাসু পরেতভূমিষু (শ্মশানেষু) পরঃ অপি কঃ নাম (কুৎসায়াম্) অনুমন্যতে? (ন কোঽপি) ॥ ৬৮ ॥

ত্রিনেত্র-বক্ষঃ (বিষমনেত্রালিঙ্গনং) তব সুলভম্ অপি (চ) অতঃ পরম অযুক্তরূপং কিং (স্যাৎ-ইতি ত্বম্ এব) বদ। যৎ (যস্মাৎ) হরিচন্দনাস্পদে অস্মিন্ (ইতি নির্দ্দেশঃ) স্তনদ্বয়ে চিতাভস্ম-রজঃ (কর্ত্তৃ) পদং করিষ্যতি ॥ ৬৯ ॥

ইয়ং চ তে (তব) পুরতঃ (প্রথমম্ এব) অন্যা বিড়ম্বনা; ঊঢ়য়া বারণ-রাজ-হার্য্যয়া ত্বয়া অধিষ্ঠিতং বৃদ্ধোক্ষং (বৃদ্ধ-বৃষভং) বিলোক্য মহাজনঃ (সাধুজনঃ, অথবা জনসঙ্ঘাতঃ) স্মেরমুখঃ ভবিষ্যতি (ইতি) যৎ ॥ ৭০ ॥

বঙ্গার্থ।—তারপর তোমাদের বর-বধূর কাপড়ের গাঁটছড়াই বা বাঁধিবে কি প্রকারে? তোমার বিবাহের পরিধেয় বসন সুন্দর কলহংসে চিত্রিত, আর সেই মহেশের পরিধানে রক্তাক্ত গজ-চর্ম্ম, তাহা হইতে আবার টুপ্ টুপ্ করিয়া রক্তবিন্দু ঝরিতেছে! একবার তুমিই ভাবিয়া দেখ ত', তোমাদের উভয়ের এতাদৃশ বসনে কি গেরো বাঁধা যাইবে? কি দুর্ব্বুদ্ধি! ॥ ৬৭ ॥

ওগো তপস্বিনি! আহা কি সুন্দর তোমার পা দু'খানি! কোথায়, বিবাহের পর, যখন প্রথম শ্বশুর-বাড়ীর চতুঃশালায় প্রবেশ করিবে, তখন, তথায়—সারা আঙিনায় কত ফুল ছড়ানো থাকিবে, আর তুমি ধীরে ধীরে তার উপর দিয়া পা ফেলিয়া চলিয়া যাইবে আর তা' না হইয়া তোমার এমন মনোহর আল্‌তা-মাখা টুক্‌টুকে পা'র চিহ্ন পড়িবে কোথায়? না—শ্মশানে, যেখানে মড়ার মাথার চুলে চারিদিক পরিপূর্ণ! এ যে ভাবাও যায় না উমা! ॥ ৬৮ ॥

ছিঃ! সেই তিন-চোখো মহেশ, ভাবিতেও গা ঘিন ঘিন করে, সে কি না আসিয়া যখন তখন তোমাকে আলিঙ্গন করিবে? একবার তা'র হাতে পড়িলে, তখন ত' আর ওজর আপত্তি খাটিবে না। তোমার এই এমন পীনস্তন-যুগল, দেবভোগ্য হরিচন্দন যাহার যোগ্য, সেই স্তনদ্বয়ে, কি না শ্মশানের ছাই লাগিবে! মহেশ যে দিন-রাত চিতাভস্ম গায়ে মাখিয়া বেড়ায়। বল ত' পার্ব্বতি! এর চেয়ে অনুচিত আর কি হইতে পারে? ॥৬৯॥

তারপর, তোমাদের এই মিলন হইলে, প্রথমেই তোমার যে লাঞ্ছনা হইবে, তা' ভাবিতেও বুক ফাটিয়া যায়। জগৎশুদ্ধ লোক তোমাদের বর-কনের রকম দেখিয়া হাসিতে হাসিতে মারা যাইবে। তোমার মতন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী কন্যা বিবাহের পর কোথায় গজরাজে চড়িয়া শোভাযাত্রা করিবে আর তা'র বদলে, তুমি কি না গিয়া শিবের সাথে চড়িবে একটা বুড়ো ষাঁড়ের পিঠে। তোমার তখনকার দুর্দ্দশা দেখিয়া, সাধু-সজ্জনরা অবশ্য, মুখের হাসি মুখে চাপিয়া মাথা নীচু করিবেন, সত্য, কিন্তু যা'রা ছ্যাঁচড়া কচ্‌কে, তা'রা ত' তোমাকে বেশ একহাত না নিয়া ছাড়বে না। ভাব ত' একবার তখনকার দশাটা! ॥৭০॥

দ্বয়ং গতং সম্প্রতি শোচনীয়তাং সমাগম-প্রার্থনয়া পিনাকিনঃ।
কলা চ সা কান্তিমতী কলাবতস্ত্বমস্য লোকস্য চ নেত্রকৌমুদী ॥ ৭১ ॥

বপুর্বিরূপাক্ষমলক্ষ্যজন্মতা দিগম্বরত্বেন নিবেদিতং বসু।
বরেষু যদ্ বালমৃগাক্ষি ! মৃগ্যতে তদস্তি কিং ব্যস্তমপি ত্রিলোচনে ?॥৭২ ॥

নিবর্ত্তয়াস্মাদসদীপ্সিতান্মনঃ ক্ব তদ্বিধস্ত্বং ক্ব চ পুণ্যলক্ষণা।
অপেক্ষ্যতে সাধুজনেন বৈদিকী শ্মশানশূলস্য ন যূপসৎক্রিয়া ॥ ৭৩ ॥

ইতি দ্বিজাতৌ প্রতিকূলবাদিনি প্রবেপমানাধরলক্ষ্যকোপয়া।
বিকুঞ্চিতভ্রূলতমাহিতে তয়া বিলোচনে তির্য্যগুপান্তলোহিতে ॥ ৭৪ ॥

অন্বয়।—পিনাকিনঃ সমাগম-প্রার্থনয়া সংপ্রতি দ্বয়ং শোচনীয়তাং গতম্। (কিং তৎ দ্বয়ম্?) সা (ত্রিজগন্নয়নানন্দিনী) কান্তিমতী কলাবতঃ (চন্দ্রস্য) কলা (হরশিরোগতা) চ, (কান্তিমতী) অস্য লোকস্য নেত্র-কৌমুদী (নয়নানন্দিনী) ত্বং চ। ॥ ৭১ ॥

বপুঃ বিরূপাক্ষম্ অলক্ষ্যজন্মতা, বসু দিগম্বরত্বেন (এব) নিবেদিতম্। (কিং বহুনা) অয়ি বালমৃগাক্ষি! (অতএব দর্শন-পটীয়সী) বরেষু যৎ (রূপবিত্তাদিকং) মৃগ্যতে (কন্যয়া তদ্বন্ধুভিশ্চ), তৎ ত্রিলোচনে ব্যস্তম্ অপি (একম্ অপি) কিম্ অস্তি? ॥ ৭২ ॥

অস্মাৎ অসদীপ্সিতাৎ মনঃ নিবর্ত্তয়। তদ্বিধঃ ক্ব, পুণ্যলক্ষণা ত্বং চ ক্ব? (মহৎ অন্তরম্)। (তথাহি)—সাধু-জনেন শ্মশান-শূলস্য বৈদিকী যূপ-সৎক্রিয়া ন অপেক্ষ্যতে। ॥ ৭৩ ॥

ইতি দ্বিজাতৌ প্রতিকূল-বাদিনি (সতি) প্রবেপমানাধর-লক্ষ্য-কোপয়া তয়া (পার্ব্বত্যা) উপান্তলোহিতে বিলোচনে বিকুঞ্চিত-ভ্রূলতং (যথা তথা, সভ্রূভঙ্গং) তির্য্যক্ (বক্র-ভাবেন) আহিতে ॥ ৭৪ ॥

বঙ্গার্থ।—হায় রে! ভাবিতেও কষ্ট হয়, সেই পিনা-কীর—বিশ্বশুদ্ধ লোককে মারধোর করিবার জন্য রাতদিন হাতে একটা ভীষণ অস্ত্র লইয়া যে আছে, তাদৃশ অসভ্য মহেশের মোহে পড়িয়া, জগদানন্দ চন্দ্রের সেই অনন্ত সৌন্দর্য্যময়ী কলা, অংশ—পূর্ব্বেই ত' মাটী হইয়াছে, আর এখন ত্রিজগতের নয়নজ্যোৎস্নারূপিণী তুমিও মাটী হইতে বসিয়াছ! গ্রহের কি বিপাক! ॥ ৭১ ॥

আচ্ছা, তোমার ত' দেখিতেছি মৃগের মত আকর্ণ-বিশ্রান্ত নেত্র, সুতরাং তুমি এমন ভুবনমনোহর নয়নেও যে দেখিতে পাও না, বা দেখিতে জানো না;—ইহা ত' আর বলা চলে না! আচ্ছা বল দেখি,—যা'র তিন তিনটে চোখ, জন্মের কোনোই স্থিরতা নাই, চিতাভস্ম যা'র দেহের অনুলেপ, বিষধর সর্প যা'র অলঙ্কার এবং পরিধেয় কখনো নাগচর্ম্ম, কখনো বা সে দিগ্বসন, অর্থাৎ উলঙ্গ। নরকঙ্কাল যা'র মাল্য ও নরকপাল যা'র পানপাত্র, শ্মশান যা'র বিচরণ-ক্ষেত্র এবং বলীবর্দ্দ যা'র বাহন, পার্ব্বতি! সেই দীনহীন মহেশে তুমি বরের এমন কোন্ গুণ দেখিলে, যাহাতে তোমার মন মজিল? সব না হয়, না-ই হইল, বরের একটা কোনো গুণও কি সেই নির্গুণের আছে? ॥৭২॥

সুতরাং অনুরোধ করি, এ অসদিচ্ছা হইতে এখনও চিত্ত প্রতিনিবৃত্ত কর। গৌরি! তোমার মত লক্ষ্মী শ্রী সম্পন্না কন্যা, আর মহেশের মত একটা অপদার্থ,—এ দু'ই-এ, কি মিলন হয়? তুমি কি সেই সতত অকার্য্যপর মহেশের উপযুক্ত? শ্মশানে যে সমুদয় শূল পোঁতা থাকে, যাহাতে বাঁধিয়া বধ্য ব্যক্তিদের প্রাণসংহার করা হয়, বল দেখি,—কোনো জ্ঞানবান্ পুরুষ কি সেই সকল শূলকে বেদ-বিহিত পশুবন্ধনের যূপের ন্যায় অর্থাৎ পশুবন্ধন-কাষ্ঠের ন্যায় প্রোক্ষণ অভ্যুক্ষণ প্রভৃতি দ্বারা অর্চ্চনা করিয়া থাকেন? শ্মশানশূলের পক্ষে যূপবৎ অর্চ্চনা যেমন অসম্ভব, মহেশের পক্ষে তুমিও তদ্রূপ অসম্ভব ॥ ৭৩ ॥

ব্রাহ্মণ-যুবা, এইরূপে, পার্ব্বতীর অভীষ্টদেবের বিরুদ্ধে যখন নানা অকথ্য-কুকথ্য ভাষা প্রয়োগ করিতে লাগিলেন, তখন ক্রোধে উমার অধরোষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল ও অপাঙ্গ-যুগল লাল হইয়া উঠিল। উমা বিরক্তির সহিত ভ্রূকুঞ্চনপূর্ব্বক বক্র নয়নে ঐ দুরুক্ত-ভাষী যুবকের দিকে চাহিলেন ॥ ৭৪ ॥

উবাচ চৈনং পরমার্থতো হরং ন বেৎসি নূনং যত এবমাত্থ মাম্।
অলোকসামান্যমচিন্ত্যহেতুকং দ্বিষন্তি মন্দাশ্চরিতং মহাত্মনাম্॥ ৭৫॥

বিপৎপ্রতীকারপরেণ মঙ্গলং নিষেব্যতে ভূতিসমুৎসুকেন বা।
জগচ্ছরণ্যস্য নিরাশিষঃ সতঃ কিমেভিরাশোপহতাত্মবৃত্তিভিঃ॥ ৭৬॥

অকিঞ্চনঃ সন্ প্রভবঃ স সম্পদাং ত্রিলোকনাথঃ পিতৃ-সদ্ম-গোচরঃ।
স ভীমরূপঃ শিব ইত্যুদীর্য্যতে ন সন্তি যাথার্থ্যবিদঃ পিনাকিনঃ॥ ৭৭॥

বিভূষণোদ্ভাসি পিনদ্ধভোগি বা গজাজিনালম্বি দুকূলধারি বা।
কপালি বা স্যাদথবেন্দুশেখরং ন বিশ্বমূর্ত্তেরবধার্য্যতে বপুঃ॥ ৭৮॥

অন্বয়।—এনং (ব্রহ্মচারিণং) উবাচ চ। পরমার্থতঃ (ত্বং) হরং ন বেৎসি নূনম্। যতঃ মাম্ এবম্ আত্থ। মন্দাঃ অলোক-সামান্যম্ অচিন্ত্যহেতুকং মহাত্মনাং চরিতং দ্বিষন্তি॥ ৭৫॥

বিপৎ-প্রতীকার-পরেণ ভূতি-সমুৎসুকেন বা মঙ্গলং (গন্ধ-মাল্যাদিকং) নিষেব্যতে। জগচ্ছরণ্যস্য নিরাশিষঃ সতঃ (শিবস্য) আশোপহতাত্মবৃত্তিভিঃ এভিঃ (মঙ্গলৈঃ) কিম্? (বৃথা)॥ ৭৬॥

সঃ (হরঃ) অকিঞ্চনঃ সন্ সম্পদাং প্রভবঃ, পিতৃ-সদ্ম-গোচরঃ (সন্) (শ্মশানচারী সন্) ত্রিলোকনাথঃ, সঃ (দেবঃ) ভীমরূপঃ (সন্) শিবঃ ইতি উদীর্য্যতে, (অতঃ) পিনাকিনঃ যাথার্থ্যবিদঃ ন সন্তি॥ ৭৭॥

বিশ্বমূর্ত্তেঃ বপুঃ বিভূষণোদ্ভাসি স্যাৎ, পিনদ্ধ-ভোগি বা (স্যাৎ), গজাজিনালম্বি (স্যাৎ), দুকূলধারি বা (স্যাৎ), কপালি বা (স্যাৎ) অথবা ইন্দুশেখরং (স্যাৎ), ন অবধার্য্যতে॥ ৭৮॥

বঙ্গার্থ।—এবং উঁহাকে কহিলেন—তুমি যেভাবে হরের সম্বন্ধে আমাকে বলিতেছ, তাহাতে আমার ধ্রুব ধারণা যে, তাঁহার বিষয় তুমি প্রকৃতপক্ষে কিছুই জানো না। ঘোর অজ্ঞতার পরিচয় দিতেছ মাত্র। যাহারা অত্যন্ত অজ্ঞ, কাণ্ডাকাণ্ড-জ্ঞান-শূন্য, তাহারাই অলোকসামান্য মহাত্মাদিগের চরিত্রে কলঙ্কারোপ করিয়া থাকে। অসাধারণ ব্যক্তিগণের কার্য্য-কলাপের হেতু, তাঁহারা কি জন্য কি করেন, কি বলেন, তাহা অনাত্মজ্ঞরা বুঝিবে কি প্রকারে?॥ ৭৫॥

যাহারা সংসারের বিপদাপদ্ এড়াইবার জন্য সতত ব্যাকুল, বা যাহারা অকিঞ্চিৎকর ঐহিক সুখের জন্য লালায়িত, তাহারাই নিরন্তর, কিসে ভালো হয়, তাই খুঁজিয়া বেড়ায়। যিনি জগতের আশ্রয়স্থল এবং ত্রিজগতে যাঁহার আকাঙ্ক্ষার কিছুই নাই, তিনি ঐ সকল তৃষ্ণা-কলুষিত বিষয় দিয়া কি করিবেন? ফুলের মালাই বল, আর সর্পই বল, তাদৃশ মহাপুরুষের নিকট সবই সমান। সুতরাং তোমার "অমঙ্গলাভ্যাস-রতি"—এ উক্তি নিতান্তই হেয়॥ ৭৬॥

তোমার ন্যায় মূঢ়মনা লোকের নিকট তিনি অপদার্থ হইতে পারেন, কিন্তু তিনি, সেই দেবাদিদেব যত দরিদ্রই হউন-না-কেন, তিনি অনন্ত ঐশ্বর্য্যের কারণ। তাঁহার কৃপালেশে অতি দীনহীনও মহারাজ-চক্রবর্ত্তী হইতে পারে। যতই তিনি শ্মশানে-মশানে বেড়ান-না-কেন, এই ত্রিভুবনের যে তিনিই একমাত্র অধীশ্বর। তাঁহার আকার যতই ভীষণ হোক না,—কিন্তু তিনি যে পরম শান্তমূর্ত্তি সদাশিব। ব্রাহ্মণ, তুমি ত' তুমি, এই ত্রিলোকে কে এমন আছে, যে সেই পিনাকপাণির প্রকৃত স্বরূপ জানিতে পারিয়াছে বা জানে॥ ৭৭॥

সেই ভক্তবৎসল আশুতোষ ভূষণই ধারণ করুন, বা দুরন্ত বিষধরের মালাই পরুন, তাঁহার পরিধেয় ক্ষৌমবসনই হোক বা গজচর্ম্মই হোক, হস্তে তাঁহার নরকপালই থাকুক বা মস্তকে চন্দ্রই শোভা পান,—তিনি যে বিশ্বরূপ, সেই অষ্টমূর্ত্তি রূপাতীত রূপবানের স্বরূপ কে নির্ণয় করিতে পারে?॥ ৭৮॥

তদঙ্গসংসর্গমবাপ্য কল্পতে ধ্রুবং চিতা-ভস্মরজো বিশুদ্ধয়ে।
তথাহি নৃত্যাভিনয়-ক্রিয়াচ্যুতং বিলিপ্যতে মৌলিভিরম্বরৌকসাম্ ॥ ৭৯ ॥

অসম্পদস্তস্য বৃষেণ গচ্ছতঃ প্রভিন্ন-দিগ্বারণ-বাহনো বৃষা।
করোতি পাদাবুপগম্য মৌলিনা বিনিদ্র-মন্দার-রজোঽরুণাঙ্গুলী ॥ ৮০ ॥

বিবক্ষতা দোষমপি চ্যুতাত্মনা ত্বয়ৈকমীশং প্রতি সাধু ভাষিতম্।
যমামনন্ত্যাত্মভুবোঽপি কারণং কথং স লক্ষ্য-প্রভবো ভবিষ্যতি ॥ ৮১ ॥

অলং বিবাদেন যথা শ্রুতস্ত্বয়া তথাবিধস্তাবদশেষমস্তু সঃ।
মমাত্র ভাবৈকরসং মনঃ স্থিতং ন কামবৃত্তির্বচনীয়মীক্ষতে ॥ ৮২ ॥

অন্বয়।—তদঙ্গ-সংসর্গম্ অবাপ্য চিতাভস্ম-রজঃ (অপি) বিশুদ্ধয়ে কল্পতে (ইতি) ধ্রুবম্। তথাহি নৃত্যাভিনয়ক্রিয়াচ্যুতং (তৎ চিতাভস্মরজঃ) অম্বরৌকসাং (দেবানাং) মৌলিভিঃ বিলিপ্যতে ॥ ৭৯ ॥

প্রভিন্ন-দিগ্‌-বারণ-বাহনঃ বৃষা (দেবেন্দ্রঃ) অসম্পদঃ বৃষেণ গচ্ছতঃ তস্য (ঈশ্বরস্য) পাদৌ মৌলিনা (মুকুটেন) উপগম্য (প্রণম্য) বিনিদ্র-মন্দার রজোঽরুণাঙ্গুলী করোতি ॥ ৮০ ॥

চ্যুতাত্মনা দোষং বিবক্ষতা অপি ত্বয়া ঈশং প্রতি একং (বচঃ) সাধু ভাষিতম্। (কুতঃ?) যম্ (ঈশম্) আত্মভুবঃ (ব্রহ্মণঃ) অপি কারণম্ আমনন্তি (বিদ্বাংসঃ উদাহরন্তি), সঃ (ঈশ্বরঃ) কথং লক্ষ্য প্রভবঃ ভবিষ্যতি? ॥ ৮১ ॥

(অথবা) বিবাদেন অলম্। ত্বয়া যথা সঃ (ঈশ্বরঃ) শ্রুতঃ, সঃ অশেষং তথাবিধঃ তাবৎ (সাকল্যেন) অস্তু। মম মনঃ (তু) অত্র (ঈশ্বরে) ভাবৈকরসং (সৎ) স্থিতম্। (তথাহি)— কামবৃত্তিঃ (স্বেচ্ছাব্যবহারী) বচনীয়ং (অস্থান-সংসর্গাপবাদং) ন ঈক্ষতে (ন বিচারয়তি) ॥ ৮২ ॥

বঙ্গার্থ।—চিতাভস্ম বলিয়া তুমি বড়ই শ্লেষ করিতেছিলে, না? সেই দেবাদিদেবের অঙ্গস্পর্শ করিয়া, শ্মশানের ভস্মও যে কত পবিত্র বলিয়া বিবেচিত হয়, তা' কি তুমি জানো? সেই নটরাজ যখন তাণ্ডবনৃত্য করেন, তখন তাঁহার অঙ্গচ্যুত ঐ চিতাভস্ম দেবতারা আসিয়া তাড়াতাড়ি আনতমস্তকে লেপনপূর্ব্বক কৃতকৃতার্থ হন, ইহা কি তোমার জানা আছে? ॥ ৭৯ ॥

তিনি দরিদ্র, তাই তিনি বৃষের স্কন্ধে গমনাগমন করেন, এই ত' তোমার কথা? না? কিন্তু সেই বৃষভ-বাহন যখন চলিয়া যান, তখন মদস্রাবী দিগ্‌গজ-রাজে বিচরণকারী ইন্দ্র তাঁহাকে দেখিয়াই, তাড়াতাড়ি নামিয়া আসিয়া তাঁহার চরণে মস্তক স্থাপন করিয়া কৃতার্থ হন না কি? আর সেই প্রণতি-পর দেবরাজের মস্তকস্থিত বিকশিত মন্দারকুসুমের পরাগে, শম্ভুর চরণদ্বয়ের অঙ্গুলি রঞ্জিত নয় না কি? এখন বল ত', ঐ বৃষভ আর ঐ ঐরাবত, এদের মধ্যে কার মান অধিক? ॥ ৮০ ॥

ব্রাহ্মণ! তুমি যদিও অত্যন্ত অসৎ-প্রকৃতির লোক, শুধু দোষ দেখিয়া বেড়ানোই তোমার কর্ম্ম, তবুও কিন্তু তুমি সেই অদ্বিতীয় পরাৎপরের দোষ কীর্ত্তন করিতে গিয়া একটা সত্যকথা বলিয়া ফেলিয়াছ। স্বয়ম্ভূ ব্রহ্মারও যিনি উৎপত্তির কারণ, তাঁহার জন্মের বৃত্তান্ত ইতর সাধারণে জানিবে কি প্রকারে? বা বুঝিবে কি উপায়ে? ॥ ৮১ ॥

অথবা এ সব বাদানুবাদে লাভ কি? থাক্। তুমি তাঁহার সম্বন্ধে যেমন যেমন শুনিয়াছ বা জানো, তিনি তেমনই হউন বা তার চেয়ে আরও খারাপই হউন, আমার হৃদয় তাঁহাকেই সম্পূর্ণরূপে সমর্পণ করিয়াছি। আমি স্ব-ইচ্ছায় তাঁহাকে হৃদয়দান করিয়াছি। ব্রাহ্মণ! যথেচ্ছাচারী যে, সে কি কখনো কাহারও স্তুতিনিন্দার ধার ধারে? নিন্দাযন্দে সে দৃক্‌পাতও করে না ॥ ৮২ ॥

নিবার্য্যতামালি! কিমপ্যয়ং বটুঃ পুনর্বিবক্ষুঃ স্ফুরিতোত্তরাধরঃ।
ন কেবলং যো মহতোঽপভাষতে শৃণোতি তস্মাদপি যঃ স পাপভাক্ ॥ ৮৩ ॥
ইতো গমিষ্যাম্যথবেতি বাদিনী চচাল বালা স্তন-ভিন্ন-বল্কলা।
স্বরূপমাস্থায় চ তাং কৃতস্মিতঃ সমাললম্বে বৃষরাজ-কেতনঃ ॥ ৮৪ ॥
তং বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টির্নিক্ষেপণায় পদমুদ্ধৃতমুদ্বহন্তী।
মার্গাচল-ব্যতিকরাকুলিতেব সিন্ধুঃ শৈলাধিরাজতনয়া ন যযৌ ন তস্থৌ ॥ ৮৫ ॥
অদ্য প্রভৃত্যবনতাঙ্গি! তবাস্মি দাসঃ ক্রীতস্তপোভিরিতি বাদিনি চন্দ্রমৌলৌ।
অহ্নায় সা নিয়মজং ক্লমমুৎসসর্জ্জ ক্লেশঃ ফলেন হি পুনর্নবতাং বিধত্তে ॥ ৮৬ ॥

ইতি পঞ্চমঃ সর্গঃ।

অন্বয়।—হে আলি! (সখি!) স্ফুরিতোত্তরাধরঃ অয়ং বটুঃ (মাণবকঃ) পুনঃ কিম্ অপি বিবক্ষুঃ (অস্তি), (অতঃ) নিবার্য্যতাম্। (তথাহি)—যঃ মহতঃ অপভাষতে, ন কেবলং সঃ পাপভাক্ (ভবতি), (কিন্তু) তস্মাৎ (পুরুষাৎ) যঃ শৃণোতি, সঃ অপি (পাপভাক্ ভবতি) ॥ ৮৩ ॥

অথবা—(অহম্ এব) ইতঃ (অন্যত্র) গমিষ্যামি—ইতি বাদিনী (বদন্তী সতী) স্তনভিন্নবল্কলা (বেগবশাৎ কুচভ্রষ্টচীরা) বালা (ষোড়শী পার্ব্বতী) চচাল। বৃষরাজ-কেতনঃ চ স্বরূপম্ আস্থায় (চন্দ্রশেখরমূর্ত্তিং আশ্রয়ন্) কৃতস্মিতঃ (সন্) তাং (গচ্ছন্তীং বালাং) সমাললম্বে (জগ্রাহ) ॥ ৮৪ ॥

তং (আরাধ্যদেবং) বীক্ষ্য বেপথুমতী সরসাঙ্গযষ্টিঃ নিক্ষেপণায় উদ্ধৃতং পদম্ উদ্বহন্তী (ঊর্দ্ধে এব ধারয়ন্তী) শৈলাধিরাজ-তনয়া (পার্ব্বতী) মার্গাচল-ব্যতিকরাকুলিতা সিন্ধুঃ (নদী ইব) ন যযৌ ন তস্থৌ (লজ্জয়া) ॥ ৮৫ ॥

চন্দ্রমৌলৌ (শিবে) হে অবনতাঙ্গি! অদ্য প্রভৃতি তব তপোভিঃ ক্রীতঃ দাসঃ অস্মি, ইতি বাদিনি (বদতি সতি) সা (দেবী) অহ্নায় (সপদি) নিয়মজং (তপোজন্যং) ক্লমং (ক্লেশম্) উৎসসর্জ্জ (বিসস্মার)। (তথাহি)—ক্লেশঃ ফলেন পুনঃ নবতাং বিধত্তে ॥ ৮৬ ॥

বঙ্গার্থ।—উমার এই উক্তির পর ব্রহ্মচারী যেন আবার কি বলিতে যাইতেছিলেন, তাঁহার ওষ্ঠ সবে কাঁপিতেছে, এইবার কথা বাহির হইবে। তাহা দেখিয়াই—পার্ব্বতী কহিলেন—সখি! এই ব্রাহ্মণ ছোঁড়াটাকে থামাও, ঐ দেখ, উহার ওষ্ঠ আবার কাঁপিতেছে, কি যেন বলিবে। আমি উহার কথা আর শুনিতে চাই না। শুনিলে ঘোর পাপ জন্মিবে। কেন না, মহাপুরুষদের যাহারা নিন্দামন্দ করে, তাহারাই যে শুধু পাপী হয়, তাহা নহে, যাহারা সেই নিন্দা নীরবে শ্রবণ করে, তাহাদের পাপের মাত্রা আরও বেশী ॥ ৮৩ ॥

অথবা কাজ কি এ বাদ-প্রতিবাদে? আমিই এ স্থান হইতে চলিয়া যাইতেছি,—বলিয়া রোষপীড়িত-হৃদয়া পার্ব্বতী যেমন উঠিয়া রওনা হইলেন ও দ্রুতগতি-নিবন্ধন তাঁহার স্তনাচ্ছাদক বল্কল স্খলিত হইয়া পড়িল, অমনি—ব্রহ্মচারিরূপী বৃষভধ্বজ মহাদেবও স্বীয় চন্দ্রশেখরমূর্ত্তি পরিগ্রহ-পূর্ব্বক "কোথায় যাও" বলিয়া সস্মিতমুখে দুই হাতে উমার গতিরোধ করিলেন ॥ ৮৪ ॥

অকস্মাৎ সেই বহু তপস্যা-লব্ধ হৃদয়েশ্বরকে দেখিয়া সমীরপীড়িতা নলিনীর ন্যায় উমা কাঁপিতে লাগিলেন। তাঁহার তপঃক্লিষ্ট ক্ষীণ কলেবর ঘর্মজলে যেন স্নান করিয়া উঠিল। স্থানান্তরে চলিয়া যাইবার জন্য উমা যে চরণ শূন্যে তুলিয়াছিলেন, তাহা শূন্যেই উত্তোলিত রহিল। দ্রুত-ধাবিনী স্রোতস্বতীর জল, পথিমধ্যে কোনো শৈলে প্রতিহত হইলে যেমন ক্রমশঃ স্ফীত হইতেই থাকে, অগ্রগমনও করে না কিংবা পশ্চান্নিবৃত্তও হয় না, তদ্রূপ শৈলেন্দ্রদুহিতা আর অগ্রসরও হইতে পারিলেন না বা পশ্চাদ্‌গমনও করিলেন না। তিনি আলেখ্য-লিখিতার ন্যায় অস্পন্দভাবে দাঁড়াইয়াই রহিলেন ॥ ৮৫ ॥

তখন সেই স্বমূর্ত্তিধর চন্দ্রশেখর কহিলেন—হে অবনতাঙ্গি! তুমি তপস্যা দ্বারা আমাকে ক্রয় করিয়াছ। আজ হইতে আমি তোমার গুণমুগ্ধ দাস হইলাম। ইন্দুভূষণের মুখে এই কথাটি শ্রবণ করা মাত্রেই তপস্বিনী গৌরী, এত কালের তপস্যার যতকিছু কষ্ট, গ্লানি, সে সমস্ত ভুলিয়া গেলেন। তাঁহার যেন নবজীবনলাভ ঘটিল। যেহেতু ক্লেশ, যদি তাহার সিদ্ধি হয়, তবে আর তাহা ক্লেশ বলিয়াই মনে হয় না। পার্ব্বতীরও তাহাই হইল ॥ ৮৬ ॥

ইতি পঞ্চম সর্গ।

ষষ্ঠঃ সর্গঃ

অথ বিশ্বাত্মনে গৌরী সন্দিদেশ মিথঃ সখীম্। দাতা মে ভূভৃতাং নাথঃ প্রমাণীক্রিয়তামিতি ॥ ১ ॥
তয়া ব্যাহৃতসন্দেশা সা বভৌ নিভৃতা প্রিয়ে। চূতযষ্টিরিবাভ্যাসে মধৌ পরভৃতোন্মুখী ॥ ২ ॥
স তথেতি প্রতিজ্ঞায় বিসৃজ্য কথমপ্যুমাম্। ঋষীন্ জ্যোতির্ময়ান্ সপ্ত সস্মার স্মরশাসনঃ ॥ ৩ ॥
তে প্রভামণ্ডলৈর্ব্যোম দ্যোতয়ন্তস্তপোধনাঃ। সারুন্ধতীকাঃ সপদি প্রাদুরাসন্ পুরঃ প্রভোঃ ॥ ৪ ॥
আপ্লুতাস্তীর-মন্দার-কুসুমোৎকির-বীচিষু । ব্যোমগঙ্গাপ্রবাহেষু দিঙ্নাগ-মদ-গন্ধিষু ॥ ৫ ॥

অন্বয়।—অথ (হর-কৃপানন্তরং) গৌরী বিশ্বাত্মনে (শিবায়) মিথঃ সখীং সন্দিদেশ। (কিমিতি?)—ভূভৃতাং নাথঃ (হিমাদ্রিঃ) মম দাতা প্রমাণীক্রিয়তাম্—ইতি ॥ ১ ॥

তয়া (সখ্যা) ব্যাহৃত-সন্দেশা প্রিয়ে (হরবিষয়ে) নিভৃতা (পরমাসক্তা) সা (গৌরী) মধৌ (নিভৃতা) (স্থিরা) পরভৃতোন্মুখী (কোকিলয়া মুখরা) চূত-যষ্টিঃ ইব অভ্যাসে (অন্তিকে) বভৌ ॥ ২ ॥

সঃ স্মরশাসনঃ (শিবঃ) তথা—ইতি প্রতিজ্ঞায় উমাং কথম্-অপি (কৃচ্ছ্রেণ) বিসৃজ্য জ্যোতির্ময়ান্ সপ্ত ঋষীন্ (অঙ্গিরঃপ্রভৃতীন্) সস্মার ॥ ৩ ॥

তে তপোধনাঃ (সপ্তর্ষয়ঃ) প্রভামণ্ডলৈঃ ব্যোম দ্যোতয়ন্তঃ সারুন্ধতীকাঃ (সন্তঃ) সপদি প্রভোঃ (হরস্য) পুরঃ প্রাদুরাসন্ ॥ ৪ ॥

(ষড়্ভিঃ শ্লোকৈঃ তান্ মুনীন্ বর্ণয়তি)—তীরমন্দার-কুসুমোৎকির-বীচিষু দিঙ্-নাগ-মদ-গন্ধিষু ব্যোমগঙ্গা প্রবাহেষু আপ্লুতাঃ (স্নাতাঃ তে তপোধনাঃ)— ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ।—দেবাদিদেব চন্দ্রশেখরের দর্শনদানের পর, উমা একজন সখীর দ্বারা গোপনে তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইলেন,—"আমি এখনও কন্যা,—পিতা আমার প্রভু, সুতরাং কৃপাপূর্ব্বক আমার পিতা অদ্রিপতি যাহাতে আপনার করে আমাকে দান করেন, আপনি তাহার ব্যবস্থা করুন ॥ ১ ॥

উমার তখনকার অবস্থা বড়ই মনোরম। সখীর মুখে সম্প্রদানের সংবাদ পাঠাইয়া উমা মহাদেববিষয়ে দৃঢ়-সঙ্কল্পা হইয়া রহিলেন। বসন্তকালে সহকারলতা যেমন, তাহার যা কিছু বলার, ঋতুরাজকে জানাইবার, সমস্তই কোকিলার কুহু-ধ্বনিচ্ছলে জানাইয়া নিজে উৎফুল্ল-হৃদয়ে বিরাজ করে, উমাও তদ্রূপ, সখীকে বলিবার ভার দিয়া আনন্দ-সম্মোহে আপ্লুত হইয়া রহিলেন ॥ ২ ॥

"আচ্ছা, তাহাই করিতেছি"—বলিয়া, কন্দর্প-দর্পহারী মহাদেব কোনোমতে উমাকে বিদায় দিয়া, অঙ্গিরা, মরীচি, বশিষ্ঠ প্রভৃতি জ্যোতির্ময় সপ্তর্ষিকে স্মরণ করিলেন ॥ ৩ ॥

যেমন দেবাদিদেবের স্মরণ, অমনিই সেই সপ্তর্ষিমণ্ডল স্ব স্ব প্রভাপুঞ্জের দ্বারা আকাশ উদ্ভাসিত করিয়া তৎক্ষণাৎ, অরুন্ধতীকে লইয়া বিশ্বনাথের সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হইলেন ॥ ৪ ॥

(ছয়টি শ্লোকে সেই সপ্তর্ষির বর্ণনা) আকাশ-গঙ্গা মন্দাকিনীর প্রবাহে ঋষিরা স্নান করিয়া বিশ্বনাথের সমীপে আসিতেছেন। সেই মন্দাকিনীর কি অপূর্ব্ব শোভা ও অপূর্ব্ব সম্পদ্! তীরস্থিত মন্দারকুসুম উড়িয়া আসিয়া তাহার ছোট ছোট ঢেউগুলির উপর পড়িয়াছে, ভাসিতেছে, খেলিতেছে, আর দিক্‌নাগদিগের মদ-বারিগন্ধে তাহার সলিলরাশি সৌগন্ধ্যময় হইয়া আছে। আজ জগদীশ্বরের সমীপে ঋষিরা যেন সুগন্ধি বারিতে স্নাত হইয়া আসিতেছেন ॥ ৫ ॥

তাৎপর্য্য।—সুকবির কল্পনায় কদাচ সমাজ-স্থিতির বিরোধিনী সৃষ্টি নির্মিত হয় না। কুমারী উমাকে তাই, সুদক্ষ কবি সমাজের অনুকূল আভরণে সাজাইয়া লইলেন। কৌমারে পিতাই কর্ত্তা, সুতরাং পিতাকে ছাড়াইয়া তিনি গেলেন না। যাহা দেশের, লোকের, লোক-সমাজের প্রতিকূল, বিদ্রোহকর, সে পথে আর্য্য কবি কালিদাস কখনও পদার্পণ করেন নাই, এ ক্ষেত্রেও করিলেন না। তুমি পড়িতে পার না-পার, যাহা সুগঠিত, তাহা ভাঙিতে প্রয়াস করিও না। তুমিও সমাজ-দেহের অঙ্গীভূত, তোমার তাহা করিবার অধিকার নাই। বিধাতার কৃপায় যদিই-বা তোমার কিঞ্চিৎ শক্তি জন্মিয়া থাকে, বাগ্‌দেবতার আশীর্ব্বাদকণা লাভ করিয়া থাকো, তবে, সেই বলে, সদম্ভে, তোমার উপাস্য দেবতা বীণাপাণির অঙ্গে অস্ত্রোপচার করিও না। বরং, যেটুকু পারো, তাঁহার পূজার সম্ভারে নির্মাল্য সংগ্রহের চেষ্টা করিয়া তুমি নিজে কৃতার্থ হও, তোমার স্বজাতিকেও কৃতার্থ ও গৌরবান্বিত কর ॥ ১ ॥

মুক্তাযজ্ঞোপবীতানি বিভ্রতো হৈমবল্কলাঃ । রত্নাক্ষসূত্রাঃ প্রব্রজ্যাং কল্পবৃক্ষা ইবাশ্রিতাঃ ॥ ৬ ॥
অধঃ-প্রস্থাপিতাশ্বেন সমাবর্জ্জিত-কেতুনা । সহস্ররশ্মিনা সাক্ষাৎ সপ্রণামমুদীক্ষিতাঃ ॥ ৭ ॥
আসক্ত-বাহুলতয়া সার্দ্ধমুদ্ধৃতয়া ভুবা । মহাবরাহদংষ্ট্রায়াং বিশ্রান্তাঃ প্রলয়াপদি ॥ ৮ ॥
সর্গশেষ-প্রণয়নাদ্বিশ্বযোনেরনন্তরম্ । পুরাতনাঃ পুরাবিদ্ভির্ধাতার ইতি কীর্ত্তিতাঃ ॥ ৯ ॥
প্রাক্তনানাং বিশুদ্ধানাং পরিপাকমুপেয়ুষাম্ । তপসামুপভুঞ্জানাঃ ফলান্যপি তপস্বিনঃ ॥ ১০ ॥
তেষাং মধ্যগতা সাধ্বী পত্যুঃ পাদার্পিতেক্ষণা । সাক্ষাদিব তপঃ-সিদ্ধির্বভাসে বহ্বরুন্ধতী ॥ ১১ ॥

অন্বয় ।—মুক্তা-যজ্ঞোপবীতানি বিভ্রতঃ, হৈম-বল্কলাঃ, রত্নাক্ষসূত্রাঃ, প্রব্রজ্যাম্ আশ্রিতাঃ,—কল্প-বৃক্ষাঃ ইব স্থিতাঃ (তে তপোধনাঃ) ॥ ৬ ॥

অধঃ-প্রস্থাপিতাশ্বেন সমাবর্জ্জিত কেতুনা সহস্ররশ্মিনা (সূর্য্যেণ) সাক্ষাৎ (স্বয়মেব) সপ্রণামম্ উদীক্ষিতাঃ (তে তপোধনাঃ) ॥ ৭ ॥

প্রলয়াপদি আসক্তবাহু-লতয়া (দংষ্ট্রায়াম্) উদ্ধৃতয়া (দংষ্ট্রয়া) ভুবা সার্দ্ধং মহাবরাহদংষ্ট্রায়াম্ বিশ্রান্তাঃ—(মহা-প্রলয়ে অপি অবিনাশিনঃ তে তপোধনাঃ)—॥ ৮ ॥

বিশ্বযোনেঃ অনন্তরং সর্গ-শেষ-প্রণয়নাৎ (ব্রহ্ম-সৃষ্টাবশিষ্ট-সৃষ্টেঃ করণাৎ) পুরাবিদ্ভিঃ (ব্যাসাদিভিঃ) পুরাতনাঃ ধাতারঃ ইতি কীর্ত্তিতাঃ (তে তপোধনাঃ) ॥ ৯ ॥

প্রাক্তনানাং বিশুদ্ধানাং পরিপাকম্ উপেয়ুষাং তপসাং ফলানি উপভুঞ্জানাঃ অপি তপস্বিনঃ (তে মুনয়ঃ প্রাদুরাসন্)। (কুলকম্) ॥ ১০ ॥

তেষাং (মুনীনাং) মধ্যগতা সাধ্বী (অতঃ) পত্যুঃ (বশিষ্ঠস্য) পাদার্পিতেক্ষণা অরুন্ধতী সাক্ষাৎ তপঃ-সিদ্ধিঃ ইব বহু (প্রচুরং) বভাসে ॥ ১১ ॥

বঙ্গার্থ ।—ঋষিদের কি অপূর্ব্ব বেশ! যজ্ঞোপবীত তাঁহাদের মুক্তাময় এবং পরিধানে তাঁহাদের স্বর্ণময় বল্কল, আর করে তাঁহাদের রত্নময় জপমালা। দেখিলে মনে হয়, যেন মুক্তা-ফল সমন্বিত ও কাঞ্চন-বল্কল-বিশিষ্ট কল্পতরু-রাজি, রত্নসূত্রে সুশোভিত হইয়া আজ হিমালয়-প্রদেশে অবতরণ করিতেছে। ॥ ৬ ॥

সপ্তর্ষিলোক সৌরলোকেরও অনেক উর্দ্ধে অবস্থিত। সেই উচ্চতম লোক হইতে ঋষিরা নামিতেছেন। পথে সৌরলোক। সূর্য্যদেব আজ স্থির,—একেবারে গতিহীন। তাঁহার রথের অশ্ব নিম্নদেশে চালাইতে চালাইতে তিনি রশ্মিসংযমনপূর্ব্বক তাহাদিগকে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন ও পাছে সপ্তর্ষিমণ্ডলে কোনো আঘাত লাগে, এই শঙ্কায় রথের পতাকা অবনমিত করিয়া, সূর্য্যদেব,—যিনি ত্রিলোকের উপাস্য,—তিনি—সেই সূর্য্যদেব স্বয়ং প্রণাম পূর্ব্বক উর্দ্ধনেত্রে ঋষিগণের দিকে চাহিয়া আছেন। কতক্ষণে সপ্তর্ষিরা গমনের অনুমতি দিবেন,—মার্ত্তণ্ড তাহারই প্রতীক্ষা করিতেছেন। পূজ্যতম ঋষিগণের অনুমতি ব্যতিরেকে, পূজ্য অর্য্যমা গমন করিবেন কি প্রকারে? ॥৭॥

মহাপ্রলয়ে জগতের সমস্তই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, কিন্তু সপ্তর্ষিরা হন না। কল্পান্তসঙ্কটে ধরণী যেমন বাহুলতার দ্বারা মহাবরাহের দশন আশ্রয় করেন এবং পরে, তাঁহারই সেই দশনের দ্বারা প্রলয়-পয়োধি-জল হইতে উদ্ধৃত হইয়া তাহাতেই বিশ্রাম করেন, তদ্রূপ এই ঋষিরাও, ধরণী সহিত মহাবরাহের দংষ্ট্রায় আশ্রয় লাভ করিয়া থাকেন বিনাশপ্রাপ্ত হন না ॥ ৮ ॥

সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার জগৎ সৃষ্টির পর, যাহা যাহা বাকি ছিল অসম্পূর্ণ ছিল, সে সমস্তই এই সপ্তর্ষিগণ সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া পুরাণবৎ ব্যাস প্রমুখ, ইঁহাদিগকেই "পুরাতন ধাতা" অর্থাৎ অতি প্রাচীন সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া খ্যাপন করিয়া থাকেন ॥ ৯ ॥

জন্মান্তর-জাত নির্ম্মল তপস্যার যে সমস্ত ফল, তাহা সমস্তই ইঁহারা ভোগ করিতেছেন সত্য, তবুও কিন্তু সতত তপস্যাতেই ইঁহারা রত। যাঁহাদের সকাম তপস্যা, ফল-সিদ্ধিতে তাঁহারাই তপস্যা হইতে নিবৃত্ত হন, কিন্তু ইঁহারা নিস্পৃহ, তাই তপস্যার স্পৃহাতেই ইঁহারা তপস্যা করেন, ফল স্পৃহাতে নহে। ১০ ॥

ঋষিরা আসিয়া শিব-সকাশে পৌঁছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে আছেন অরুন্ধতী। সেই সতী-কুল শিরোমণি অরুন্ধতী নির্নিমেষনয়নে পতি বশিষ্ঠের চরণের দিকে চাহিয়া আছেন। দেখিলে মনে হয়, কঠোর-তপাঃ ঋষিদের তপস্যার সিদ্ধি যেন মূর্ত্তিপরিগ্রহপূর্ব্বক অনন্ত শোভায় দেদীপ্যমানা রহিয়াছেন। ১১ ॥

তামগৌরবভেদেন মুনীংশ্চাপশ্যদীশ্বরঃ । স্ত্রীপুমানিত্যনাস্থৈষা বৃত্তং হি মহিতং সতাম্ ॥ ১২ ॥
তদ্দর্শনাদভূৎ শম্ভোর্ভূয়ান্দারার্থমাদরঃ । ক্রিয়াণাং খলু ধর্ম্ম্যাণাং সৎপত্ন্যো মূলকারণম্ ॥১৩॥
ধর্ম্মেণাপি পদং শর্ব্বে কারিতে পার্ব্বতীং প্রতি । পূর্ব্বাপরাধভীতস্য কামস্যোচ্ছ্বসিতং মনঃ ॥ ১৪ ॥
অথ তে মুনয়ঃ সর্ব্বে মানয়িত্বা জগদ্গুরুম্ । ইদমূচুরনূচানাঃ প্রীতি-কণ্টকিত-ত্বচঃ ॥ ১৫ ॥
যদ্ ব্রহ্ম সম্যগাম্নাতং যদগ্নৌ বিধিনা হুতম্ । যচ্চ তপ্তং তপস্তস্য বিপক্বং ফলমদ্য নঃ ॥ ১৬ ॥

অন্বয় ।—ঈশ্বরঃ (শিবঃ) তাং মুনীন্ চ অগৌরব-ভেদেন (সমান-গৌরবপূর্ব্বকম্) অপশ্যৎ । হি (তথাহি)—স্ত্রী পুমান্—ইতি এষা অনাস্থা, (কিন্তু) সতাং বৃত্তং (চরিত্রম্ এব) মহিতম্ (সর্ব্বদা পূজ্যম্) ॥ ১২ ॥

তদ্দর্শনাৎ (তস্যাঃ অরুন্ধত্যাঃ দর্শনাৎ) শম্ভোঃ দারার্থং আদরঃ ভূয়ান অভূৎ । (তথাহি)—ধর্ম্ম্যাণাং ক্রিয়াণাং (যাগযজ্ঞাদীনাং) সৎ-পত্ন্যঃ (সত্যঃ পতিব্রতাঃ ভার্য্যাঃ) মূল-কারণং খলু ॥ ১৩ ॥

ধর্ম্মেণ অপি (দারসংগ্রহাত্মকেন কর্ত্রা) শর্ব্বে (ঈশ্বরে) পার্ব্বতীং প্রতি পদং কারিতে (সতি) পূর্ব্বাপরাধভীতস্য কামস্য মনঃ উচ্ছ্বসিতং (পুনরুজ্জীবনার্থং সপ্রত্যাশম্ ইব অভূৎ) ॥ ১৪ ॥

অথ অনূচানাঃ (সাঙ্গ-বেদ-প্রবক্তারঃ) প্রীতি-কণ্টকিত-ত্বচঃ তে সর্ব্বে মুনয়ঃ জগদ্গুরুং (শিবং) মানয়িত্বা (পূজয়িত্বা) ইদম্ ঊচুঃ ॥ ১৫ ॥

ব্রহ্ম (বেদঃ) সম্যক্ (নিয়মপূর্ব্বকং) আম্নাতম্—(ইতি) যৎ, অগ্নৌ বিধিনা হুতম্ (ইতি) যৎ, তপঃ (চান্দ্রায়ণাদিকং) তপ্তম্—(ইতি) চ যৎ, তস্য (আশ্রমত্রয়সাধ্যস্য কর্ম্মণঃ) ফলম্—অদ্য নঃ (অস্মাকং) বিপক্বম্ (সুনিষ্পন্নং ভবদ্দর্শনাৎ) ॥ ১৬ ॥

বঙ্গার্থ ।—জগদীশ্বর—শঙ্কর, সমাগত ঋষিদিগকে এবং সেই সাধ্বী—অরুন্ধতীকে সমান সমাদরের সহিত নিরীক্ষণ করিলেন। ইনি স্ত্রী, ইনি পুরুষ, এ সব তুচ্ছ হিসাব মহাত্মারা কদাচ করেন না, তাঁহারা দেখেন চরিত্র। সজ্জনের চরিত্রই পূজার্হ। নারীত্ব বা পুরুষত্ব গণনার বিষয়ই নহে ॥ ১২ ॥

সমাগত সপ্তর্ষিগণের সহিত বশিষ্ঠপত্নী অরুন্ধতীকে আসিতে দেখিয়া বিরাগী—ভোলানাথের পত্নীপ্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। কেন না,—সাধ্বী সহধর্ম্মিণীই ধর্ম্মাচরণের প্রধান সহায়, গৃহিণীই গৃহ ॥ ১৩ ॥

দারগ্রহণ-রূপ ধর্ম্মমূলক অভিলাষ ত্রিলোচনের হৃদয়ে উদিত হইলে, হরকোপানলে দগ্ধীভূত কামের প্রাণ যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল। সেই প্রথমবারের অপরাধে তিনি একেবারে এতটুকু হইয়া,—ভয়ে জড়সড় হইয়া ছিলেন। আজ—"হয়ত এবার আবার, যেমন ছিলাম, তেমন হইতে পারিব"—ভাবিয়া অন্তরে হৃদয়ে একটা পরম স্বস্তি আসিল ॥ ১৪ ॥

সম্মুখে সেই চরাচর বিশ্বের একমাত্র ধ্যেয় পরমেশ্বরকে দেখিয়া,—শিক্ষা-কল্প-ব্যকরণাদি অঙ্গের সহিত বেদাধ্যয়নপর সপ্তর্ষিগণের কলেবর আনন্দে কণ্টকিত হইয়া উঠিল। তাঁহারা চন্দ্রশেখরের যথাবিধি অর্চ্চনাপূর্ব্বক বলিতে লাগিলেন :—॥ ১৫ ॥

দেব ! আমরা নিয়মপূর্ব্বক যে বেদাধ্যয়ন করিয়াছিলাম এবং হোমানলে যথাবিধি আহুতি দিয়াছিলাম ও চান্দ্রায়ণাদি কঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়াছিলাম, আজ আপনার সন্দর্শন-লাভে বুঝিলাম,—আমাদের সেই সমুদয় কৃচ্ছ্রসাধনের ফল এতদিনে পরিপক্ব হইয়াছে, নতুবা কি ত্রিলোকধ্যেয় আপনার দর্শন পাইতাম ? ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য ।—যখন ভারতে বিদ্যার আদর ছিল, কলার আদর ছিল, ভারত যখন গুণের পক্ষপাতী ছিল, তখনকার কথা। তুমি স্ত্রী হও, পুরুষ হও, ব্রাহ্মণেতর হও, আমার দ্রষ্টব্য নহে, আমি দেখিব—তোমার চরিত্র, আমি দেখিব—তোমার গুণগরিমা। তোমার গুণের পূজা করিব, তোমার জাতির পূজা নহে। কবিরা কালের সাক্ষী। কালিদাস তদানীন্তন ভারতের একটা বিরাট্ হৃদয়ের চিত্র কবিতায় অঙ্কিত করিয়াছেন। প্রাচীন ভারত কোনোদিনই সে গুণের পূজায় ইতস্ততঃ করিত না, গুণীর জাতি ধর্ম বিচার করিত না, নির্ব্বিচারে গুণের পূজা করিয়া যাইত, এই উক্তি তাহার নিকষস্থল ॥ ১২ ॥

যদধ্যক্ষেণ জগতাং বয়মারোপিতস্ত্বয়া । মনোরথস্যাবিষয়ং মনোবিষয়মাত্মনঃ ॥ ১৭ ॥
যস্য চেতসি বর্ত্তেথাঃ স তাবৎ কৃতিনাং বরঃ । কিং পুনর্ব্রহ্মযোনের্যস্তব চেতসি বর্ত্ততে ॥ ১৮ ॥
সত্যমর্কাচ্চ সোমাচ্চ পরমধ্যাস্মহে পদম্ । অদ্য তূচ্চৈস্তরং তাভ্যাং স্মরণানুগ্রহাত্তব ॥ ১৯ ॥
ত্বৎসম্ভাবিতমাত্মানং বহু মন্যামহে বয়ম্ । প্রায়ঃ প্রত্যয়মাধত্তে স্বগুণেষুত্তমাদরঃ ॥ ২০ ॥
যা নঃ প্রীতির্বিরূপাক্ষ ! ত্বদনুধ্যানসম্ভবা । সা কিমাবেদ্যতে তুভ্যমন্তরাত্মাসি দেহিনাম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়।—যৎ (যস্মাৎ) জগতাম্ অধ্যক্ষেণ ত্বয়া বয়ং মনোরথস্য অবিষয়ম্ আত্মনঃ (স্বস্য তব) মনোবিষয়ম্ আরোপিতাঃ (ত্বয়া মনসি স্মৃতাঃ) (তস্মাৎ ফলং কিম্ ইতি বিদ্মঃ) ॥ ১৭ ॥

যস্য চেতসি বর্ত্তেথাঃ (ত্বম্) সঃ তাবৎ কৃতিনাং বরঃ, ব্রহ্মযোনেঃ (ব্রহ্মণঃ বেদস্য বেধসঃ বা কারণস্য) তব চেতসি যঃ বর্ত্ততে (সঃ) কিং পুনঃ ? (সঃ কৃতিনাং বরেভ্যঃ অপি বরিষ্ঠঃ) ॥ ১৮ ॥

(বয়ম্) অর্কাৎ চ সোমাৎ চ পরম্ (উচ্চৈস্তরং) পদম্ (স্থানম্) অধ্যাস্মহে—(ইতি) সত্যম্ । তু (কিন্তু) অদ্য —তব স্মরণানুগ্রহাৎ তাভ্যাম্ (অর্কেন্দুভ্যাম্) উচ্চৈস্তরং (পদং) (সম্মানাত্মকং পদং) অধ্যাস্মহে ॥ ১৯ ॥

বয়ং ত্বৎ-সম্ভাবিতম্ আত্মানং বহু (অধিকং যথা তথা) মন্যামহে । (তথাহি)—উত্তমাদরঃ (সৎপুরুষকৃতঃ সৎকারঃ) স্বগুণেষু (বিষয়ে) প্রায়ঃ (বাহুল্যেন) প্রত্যয়ং (বিশ্বাসম্) আধত্তে (জনয়তি) ॥ ২০ ॥

হে বিরূপাক্ষ ! ত্বদনুধ্যান-সম্ভবা নঃ (অস্মাকং) যা প্রীতিঃ (অদ্য জাতা), সা তুভ্যং কিম্ আবেদ্যতে ? (সা তু অনির্ব্বচনীয়া) । (তথাহি)—দেহিনাম্ অন্তরাত্মা (অন্তর্য্যামী) অসি, (অতঃ ত্বয়ৈব অনুমীয়তাম্) ॥ ২১ ॥

বঙ্গার্থ।—দেব ! ত্রিজগতের অধীশ্বর আপনি,—আপনার মন,—আপনার হৃদয়,—ব্রহ্মাদিরও অবাঙ্মনসগোচর, সেই মনে আমাদের কথা যখন উদিত হইয়াছে, আমাদিগকে যখন স্মরণ করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই বলিতে হইবে যে,—এতদিনে আমাদের সকল তপস্যার,—সকল সাধনার—ফল পরিপক্ব হইয়াছে । নতুবা আপনার হৃদয়ে আমাদের কথা জাগিবে কেন ? ॥ ১৭ ॥

পরাৎপর ! যাঁহাদের হৃদয়ে আপনি দেখা দেন, যাঁহারা স্বপ্নেও আপনাকে একবার ভাবিতে পারেন, জগতে তাঁহাদের মত ভাগ্যবান্—কে ? তাঁহাদের জীবন সার্থক । আর সেই আপনি,—ব্রহ্মই বলুন, আর বেদই বলুন,—সকলের উৎপত্তিস্থল আপনি আমাদিগকে স্মরণ করিয়াছেন, এ কি আমাদের কম ভাগ্যের কথা ? ॥ ১৮ ॥

দেব ! এ কথা সত্য যে, আমরা, কি সূর্য্য, কি চন্দ্র,—উভয়েরই উপরে,—অতি উচ্চ স্থানে বাস করি । সপ্তর্ষিলোক, সৌর ও চান্দ্র লোকেরও উপরিভাগে অবস্থিত । কিন্তু আজ আপনার এই সানুগ্রহ স্মরণে আমরা যথার্থ ই, শুধু স্থানে নহে, সম্মানেও সেই সূর্য্য এবং চন্দ্রের অনেক উচ্চে স্থাপিত হইলাম । এত বড় সম্মান কোন্ দেবতার ভাগ্যে কবে ঘটিয়াছে ? ॥ ১৯ ॥

ভগবান্ ! আজ আপনার এই অনুগ্রহে,—আমাদিগকে স্মরণ করায়, আমরা নিজেকে বড়ই গৌরবান্বিত মনে করিতেছি । কেন না,—দেব ! মহাপুরুষের আদরে,—সাধুসজ্জনকৃত কৃপায়, আদৃত ব্যক্তির নিজের উপর একটা বিশ্বাস-বুদ্ধি জন্মে । "হয়ত আমার ভিতর কোন-না-কোন গুণ আছে, যাহার ফলে আজ এত বড় মনস্বী আমাকে স্মরণ করিয়াছেন,—এই-প্রকার ধারণা জন্মে ॥ ২০ ॥

হে বিরূপাক্ষ ! আপনি আমাদিগকে মনে করিয়াছেন—ইহাতে আজ আমাদের যে কতদূর আনন্দ জন্মিয়াছে, তাহা আর কি বলিব ? আপনাকে সে আনন্দের সামান্য অংশও জানাইতে পারি, এমন ভাষা বা সামর্থ্য আমাদের নাই । দয়াময় ! আপনি প্রাণীদিগের অন্তরাত্মাস্বরূপ অন্তর্য্যামী পুরুষ, সুতরাং আমাদের মনের অবস্থাও আপনি বুঝিতেছেন ॥ ২১ ॥

সাক্ষাদ্দৃষ্টোঽসি ন পুনর্বিদ্মস্ত্বাং বয়মঞ্জসা। প্রসীদ কথয়াত্মানং ন ধিয়াং পথি বর্ত্তসে ॥ ২২ ॥
কিং যেন সৃজসি ব্যক্তমুত যেন বিভর্ষি তৎ। অথ বিশ্বস্য সংহর্ত্তা ভাগঃ কতম এষ তে ॥ ২৩ ॥
অথবা সুমহত্যেষা প্রার্থনা দেব। তিষ্ঠতু। চিন্তিতোপস্থিতাংস্তাবচ্ছাধি নঃ করবাম কিম্ ॥ ২৪ ॥
অথ মৌলিগতস্যেন্দোর্বিশদৈর্দশনাংশুভিঃ। উপচিন্বন্ প্রভাং তন্বীং প্রত্যাহ পরমেশ্বরঃ ॥ ২৫ ॥
বিদিতং বো যথা স্বার্থা ন মে কাশ্চিৎ প্রবৃত্তয়ঃ। নন্বু মূর্ত্তিভিরষ্টাভিরিত্থম্ভূতোঽস্মি সূচিতঃ ॥ ২৬ ॥
সোঽহং তৃষ্ণাতুরৈর্বৃষ্টিং বিদ্যুত্বানিব চাতকৈঃ। অরি-বিপ্রকৃতৈর্দেবৈঃ প্রসূতিং প্রতি যাচিতঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়—হে দেব! সাক্ষাৎ দৃষ্টঃ অসি, (কিন্তু) অঞ্জসা (যাথার্থ্যেন) পুনঃ বয়ং ত্বাং ন বিদ্মঃ। (অতঃ) প্রসীদ, আত্মানং (নিজস্বরূপং) কথয়। (যতঃ) ধিয়াং পথি ন বর্ত্তসে (অবাঙ্মনস-গোচরঃ ত্বম্) ॥ ২২ ॥

হে দেব! এষ তে (দৃশ্যমানঃ) ভাগঃ (মূর্ত্তিঃ), কিং যেন (ভাগেন) ব্যক্তং (চরাচরং বিশ্বং) সৃজসি, (সঃ)? উত যেন (ভাগেন) তৎ (প্রপঞ্চং) বিভর্ষি? (সঃ বা?) অথ (কিংবা) (যঃ ভাগঃ) বিশ্বস্য সংহর্ত্তা, (সঃ বা?) (ইতি তেষাং ভাগানাং) কতমঃ? ॥ ২৩ ॥

অথবা হে দেব! সুমহতী এষা প্রার্থনা তিষ্ঠতু। চিন্তিতোপস্থিতান্ (চিন্তনমাত্রেণৈব আগতান্) নঃ (অস্মান্) শাধি (আজ্ঞাপয়),—কিং করবাম? ॥ ২৪ ॥

অথ পরমেশ্বরঃ মৌলিগতস্য ইন্দোঃ তন্বীং (কলামাত্রত্বাৎ) প্রভাং বিশদৈঃ দশনাংশুভিঃ উপচিন্বন্ (বর্দ্ধয়ন্) প্রত্যাহ ॥ ২৫ ॥

হে মুনয়ঃ! কাশ্চিৎ (অপি) মে প্রবৃত্তয়ঃ যথা স্বার্থাঃ ন (ভবন্তি ইতি) বঃ (যুষ্মাকং) বিদিতম্। নন্বু অষ্টাভিঃ (ভূমি-অপ্-অনল-বায়ু ব্যোমাদিভিঃ) মূর্ত্তিভিঃ ইত্থংভূতঃ সূচিতঃ (জ্ঞাপিতঃ) অস্মি ॥ ২৬ ॥

সঃ (তাদৃশঃ পরার্থপ্রবৃত্তিঃ) অহং তৃষ্ণাতুরৈঃ চাতকৈঃ বৃষ্টিঃ বিদ্যুত্বান্ ইব (মেঘ ইব) অরিবিপ্রকৃতৈঃ দেবৈঃ প্রসূতিং প্রতি যাচিতঃ ॥ ২৭ ॥

বঙ্গার্থ।—শঙ্কর! আপনাকে নয়নের সম্মুখে দেখিতেছি বটে, কিন্তু আপনার প্রকৃত স্বরূপ কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না! কৃপাময়! কৃপা করিয়া একবার নিজের প্রকৃত স্বরূপ আমাদিগকে বিবৃত করুন। দেব! বুদ্ধিতে—জ্ঞানে আপনাকে ত' ধরিতে পারিতেছি না। আপনি সে জ্ঞান-বুদ্ধির অতীত! ॥ ২২ ॥

বিশ্বনাথ! এ আপনার কোন্ রূপ? এই চরাচর বিশ্ব যে রূপে সৃষ্টি করিয়া থাকেন, ইহা কি তাহাই? এই কি সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা? না—যে রূপে বিশ্ব পালন করেন, ইহা সেই পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর স্বরূপ? অথবা ইহা কি আপনার সেই বিশ্বসংহারকারিণী রুদ্রমূর্ত্তি? কিছুই ত' বুঝিতে পারিতেছি না। নিজগুণে একবার স্বরূপ প্রকটন করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ করুন ॥ ২৩ ॥

অথবা থাক্। এতবড় প্রার্থনা আপনার পূরণ করিতে হইবে না। অত সৌভাগ্যের আমরা অধিকারীই নই। এখন বলুন, আমাদিগকে কি করিতে হইবে। আপনার স্মরণমাত্রেই আমরা আসিয়াছি, এখন আমাদিগকে অনুমতি করুন—কি করিব? ॥ ২৪ ॥

সপ্তর্ষিগণের বাক্যাবসানে পরমেশ্বর যখন উত্তর করিলেন, তখন চন্দ্রশেখরের বিশদ দশনচ্ছটায় তদীয় ললাটচন্দ্রের কান্তি যেন আরও বাড়িয়া উঠিল ॥ ২৫ ॥

ঋষিগণ! তোমরা জানো যে, আমি নিজের জন্য, আত্মার্থে কোনো কাজই করি না! কেন না—আমার যে অষ্টবিধ মূর্ত্তি, যাহা লইয়া আমি, সেই ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি সমস্তই পরার্থে নিয়োজিত। তাহাদের নিজের কোনই প্রয়োজন নাই ॥ ২৬ ॥

তাদৃশ স্বার্থলেশ-শূন্য আমি আজ শত্রুদলিত দেবগণ কর্ত্তৃক, আমার একটি আত্মজের জন্য বার বার প্রার্থিত হইয়াছি। তৃষ্ণার্ত্ত চাতক যেমন তৃষ্ণা নিবারণের জন্য তড়িন্ময় জলদের নিকট জলবর্ষণ প্রার্থনা করে, তদ্রূপ দেবতারাও শত্রুকুল নির্ম্মূল করিবার উদ্দেশ্যে আমার একটি সন্তান চাহিতেছেন ॥ ২৭ ॥

অত আহর্তুমিচ্ছামি পার্বতীমাত্মজন্মনে। উৎপত্তয়ে হবির্ভোক্তুর্যজমান ইবারণিম্ ॥ ২৮ ॥
তামস্মদর্থে যুষ্মাভির্যাচিতব্যো হিমালয়ঃ। বিক্রিয়ায়ৈ ন কল্পন্তে সম্বন্ধাঃ সদনুষ্ঠিতাঃ ॥ ২৯ ॥
উন্নতেন স্থিতিমতা ধুরমুদ্বহতা ভুবঃ। তেন যোজিতসম্বন্ধং বিত্ত মামপ্যবঞ্চিতম্ ॥ ৩০ ॥
এবং বাচ্যঃ স কন্যার্থমিতি বো নোপদিশ্যতে। ভবৎপ্রণীতমাচারমামনন্তি হি সাধবঃ ॥ ৩১ ॥
আর্য্যাপ্যরুন্ধতী তত্র ব্যাপারং কর্ত্তুমর্হতি। প্রায়েণৈবংবিধে কার্য্যে পুরন্ধ্রীণাং প্রগল্‌ভতা ॥ ৩২ ॥
তৎ প্রয়াতৌষধিপ্রস্থং সিদ্ধয়ে হিমবৎপুরম্। মহাকোশী-প্রপাতেঽস্মিন্ সঙ্গমঃ পুনরেব নঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়।—অতঃ (ত্বৎপ্রার্থিতত্বাৎ হেতোঃ) আত্মজন্মনে (পুত্রায়) পার্বতীং, যজমানঃ হবির্ভোক্তুঃ (অগ্নেঃ) উৎপত্তয়ে অরণিম্ (অগ্নিমন্থনদারুবিশেষম্) ইব আহর্তুং (সংগ্রহীতুম্) ইচ্ছামি ॥ ২৮ ॥

অস্মদর্থে যুষ্মাভিঃ তাং (পার্বতীং) হিমালয়ঃ যাচিতব্যঃ। (তথাহি)—সদনুষ্ঠিতাঃ (সৎপুরুষৈঃ সংঘটিতাঃ) সম্বন্ধাঃ (যৌনাঃ) বিক্রিয়ায়ৈ ন কল্পন্তে ॥ ২৯ ॥

উন্নতেন (উচ্চেন প্রসিদ্ধেন চ) স্থিতিমতা (প্রতিষ্ঠাবতা) ভুবঃ ধুরম্ উদ্বহতা তেন (হিমবতা) যোজিত-সম্বন্ধং মাম্ অপি অবঞ্চিতং বিত্ত (জানীত) ॥ ৩০ ॥

কন্যার্থং সঃ (হিমবান্) এবং বাচ্যঃ— ইতি বঃ (যুষ্মভ্যং) ন উপদিশ্যতে। (কুতঃ)—হি (যতঃ) সাধবঃ ভবৎপ্রণীতম্ (স্মৃতিরূপেণ নিবদ্ধম্) আচারম্ আমনন্তি (উপদিশন্তি) ॥৩১॥

আর্য্যা (পূজ্যা) অরুন্ধতী অপি তত্র (বিবাহকৃত্যে) ব্যাপারং (সাহায্যং) কর্ত্তুম্ অর্হতি। (তথাহি)—প্রায়েণ এবংবিধে কার্য্যে (বিবাহাদিকর্মণি) পুরন্ধ্রীণাং প্রগল্‌ভতা (চাতুর্য্যম্ আবশ্যকম্) ॥ ৩২ ॥

তৎ (তস্মাৎ) ওষধি-প্রস্থং হিমবৎপুরং সিদ্ধয়ে (কার্য্যনিষ্পত্তয়ে) প্রয়াত (যূয়ম্)। অস্মিন্ (পুরোবর্ত্তিনি) মহাকোশী-প্রপাতে (মহাকোশী-নামিকায়াঃ নদ্যাঃ পতন-স্থানে) (যত্র সা নদী পতিতা—তস্মিন্) নঃ (অস্মাকং) পুনঃ এব সঙ্গমঃ (অস্তু) ॥ ৩৩ ॥

মর্মার্থ।—সুতরাং, যজমান যেমন হোমানলের উৎপাদনের নিমিত্ত অরণিনামক অগ্নিমন্থন কাষ্ঠখণ্ডের সংগ্রহ করিতে চায়, আমিও তদ্রূপ একটি আত্মজ লাভের জন্য পার্বতীকে চাই ॥ ২৮ ॥

সপ্তর্ষিবৃন্দ ! তোমরা আমার এই প্রয়োজন-সিদ্ধির নিমিত্ত হিমালয়ের নিকট তাঁহার কন্যা পার্বতীকে প্রার্থনা কর গিয়া। কেন না, সৎপুরুষকর্ত্তৃক সংঘটিত বিবাহাদি সম্বন্ধ কদাচ কু-ফলপ্রসূ হয় না ॥ ২৯ ॥

সেই প্রসিদ্ধ, সমুন্নত, প্রতিষ্ঠাভাজন ও বসুন্ধরার ভার-নির্ব্বাহক হিমালয়ের সহিত আমার এই যৌন-সম্বন্ধ সংঘটিত হইলে, আমিও, কোনো অংশে কোনোরূপে বঞ্চিত হইব না। সর্ব্বাংশেই আমার সাফল্য জন্মিবে ॥ ৩০ ॥

পার্বতীর জন্য হিমালয়কে এই কথা বলিতে হইবে,—ইহা আর তোমাদিগকে শিখাইয়া দিতে হইবে না; কেন না,—সাধু-সজ্জনেরা তোমাদের প্রণীত আচার-পদ্ধতিই সাধারণ্যে উপদেশ করিয়া থাকেন। সুতরাং তোমাদের উপদেশ করিবার মত আর কি থাকিতে পারে ? ॥ ৩১ ॥

সেই বিবাহব্যাপারে, পূজনীয়া এই অরুন্ধতী দেবীই সমস্ত দেখিবেন শুনিবেন ও যাহা দরকার,—করিবেন। কেন না,—এই সব কাজে গিন্নীদিগেরই প্রাধান্য। তাঁহারাই জানেন যে, কোথায় কি করিতে হয় ॥ ৩২ ॥

অতএব, কালবিলম্ব বৃথা, তোমরা এই কার্য্য-নিষ্পাদনের নিমিত্ত ওষধিপ্রস্থ-নামক হিমালয়ের নগরে প্রস্থান কর। ঐ পুরোবর্ত্তী "মহাকোশী-প্রপাত" (যেখানে মহাকোশী নদী নির্ঝরের আকারে বাহির হইয়াছে) নামক স্থানে আবার আমাদের পরস্পরের সাক্ষাৎকার হইবে। আমি তোমাদের নিমিত্ত অপেক্ষা করিব ॥ ৩৩ ॥

বিবরণ।—মহাকোশীপ্রপাত। See N. L. D. P. 117 (2nd Ed.)—॥ ৩৩ ॥

তস্মিন্ সংযমিনামাদ্যে জাতে পরিণয়োন্মুখে। জহুঃ পরিগ্রহব্রীড়াং প্রাজাপত্যাস্তপস্বিনঃ ॥ ৩৪ ॥
ততঃ পরমমিত্যুক্ত্বা প্রতস্থে মুনিমণ্ডলম্। ভগবানপি সংপ্রাপ্তঃ প্রথমোদ্দিষ্টমাস্পদম্ ॥ ৩৫ ॥
তে চাকাশমসিশ্যামমুৎপত্য পরমর্ষয়ঃ। আসেদুরোষধিপ্রস্থং মনসা সমরংহসঃ ॥ ৩৬ ॥
অলকামতিবাহ্যৈব বসতিং বসুসম্পদাম্। স্বর্গাভিষ্যন্দবমনং কৃত্বেবোপনিবেশিতম্ ॥ ৩৭ ॥
গঙ্গাস্রোতঃ-পরিক্ষিপ্তং বপ্রান্তর্জ্বলিতৌষধি। বৃহন্মণিশিলাসালং গুপ্তাবপি মনোহরম্ ॥ ৩৮ ॥
জিতসিংহভয়া নাগা যত্রাশ্বা বিলযোনয়ঃ। যক্ষাঃ কিম্পুরুষাঃ পৌরা যোষিতো বনদেবতাঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়।—সংযমিনাম্ আদ্যে তস্মিন্ (ঈশ্বরে) পরিণয়োন্মুখে জাতে (সতি) প্রাজাপত্যাঃ (ব্রহ্মপুত্রাঃ) তপস্বিনঃ পরিগ্রহব্রীড়াং জহুঃ (পরিত্যক্তবন্তঃ) ॥ ৩৪ ॥

ততঃ মুনিমণ্ডলং পরমম্ (ওম্)—ইতি উক্ত্বা (পরমম্ ইত্যব্যয়ং স্বীকারাত্মকম্) প্রতস্থে। ভগবান্ (ঈশ্বরঃ) অপি প্রথমোদ্দিষ্টম্ আস্পদং (মহাকোশীপ্রপাতং সম্প্রাপ্তঃ) ॥ ৩৫ ॥

মনসা সমরংহসঃ তে পরমর্ষয়ঃ চ অসি-শ্যামম্ (নীলম্) আকাশং (প্রতি) উৎপত্য ওষধিপ্রস্থং আসেদুঃ (তৎক্ষণমেব প্রাপুঃ) ॥ ৩৬ ॥

(দশভিঃ শ্লোকৈঃ ওষধিপ্রস্থং বর্ণয়তি)। বসু-সম্পদাং বসতিম্ অলকাম্ অতিবাহ্য উপনিবেশিতম্ ইব (স্থিতম্)। (তথা) স্বর্গাভিষ্যন্দবমনং কৃত্বা (উপনিবেশিতম্ ইব) (স্থিতম্) ॥ ৩৭ ॥

গঙ্গা স্রোতঃ-পরিক্ষিপ্তং, বপ্রান্তর্জ্বলিতৌষধি, বৃহন্মণি-শিলাসালং, (অতঃ) গুপ্তৌ (সংবরণে) অপি মনোহরম্ ॥ ৩৮ ॥

যত্র (হিমবৎপুরে ওষধিপ্রস্থে) নাগাঃ জিতসিংহভয়াঃ, অশ্বাঃ বিলযোনয়ঃ, যক্ষাঃ কিম্পুরুষাঃ (চ) পৌরাঃ, বনদেবতাঃ (এব) যোষিতঃ ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গার্থ।—যোগিকুলশিরোমণি পরম জিতেন্দ্রিয় সেই পরমেশ্বর এইভাবে পরিণয়ের জন্য উদ্যুক্ত হওয়ায় প্রজাপতিতনয় সপ্তর্ষি-মণ্ডলের পত্নী-সম্বন্ধিনী লজ্জা তিরোহিত হইল। এতদিন, তাঁহাদের মত মাননীয় ঋষিরাও গৃহস্থবৎ সপত্নীক—বলিয়া, তাঁহারা মনে মনে বিলক্ষণ সঙ্কোচ অনুভব করিতেন। আজ তাহা কাটিয়া গেল ॥ ৩৪ ॥

তারপর, "আচ্ছা, এখনই যাচ্ছি"—বলিয়া সেই মুনিবৃন্দ হিমালয়-সদনে প্রস্থান করিলেন। ভগবান্ ত্রিলোকনাথ মহাদেবও পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট মহাকোশী-প্রপাতে উপস্থিত হইলেন ॥ ৩৫ ॥

মনোরথের ন্যায় ত্বরিত-গতি ঋষিগণ সুনীল আকাশমার্গে উত্থিত হইয়া অচিরাৎ সেই ওষধিপ্রস্থে গিয়া পৌঁছিলেন ॥ ৩৬ ॥

(দশটি কবিতায় সেই ওষধিপ্রস্থ বর্ণিত হইতেছে।) অপরিমিত ধনরত্নের অনন্ত সম্ভারে পরিপূর্ণ অলকানগরীকে যেন তুলিয়া আনিয়া ঐ ওষধিপ্রস্থ নগররূপে স্থাপিত করা হইয়াছে। অথবা স্বর্গের অতিরিক্ত অংশ—যাহার যেখানে স্থান সঙ্কুলন হইতেছিল না,—তাহাই আনিয়া এই নূতন উপনিবেশ স্থাপন করা হইয়াছে, এমনই সেই ওষধি-প্রস্থ নগর ॥ ৩৭ ॥

তাহার চারিদিক্ গঙ্গার প্রবাহে পরিবেষ্টিত, যেন পরিখায় শোভিত এবং বৃহৎ বৃহৎ মণিশিলার প্রাচীর বেষ্টনে সেই নগর সুরক্ষিত এবং সেই প্রাচীরাভ্যন্তরভাগ নিয়ত জ্যোতির্ময় লতাগুল্মের আলোকচ্ছটায় উদ্ভাসিত। এমনভাবে সুরক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও সে নগর কত মনোহর ॥ ৩৮ ॥

সেখানে কেহ কাহারও হিংসা করে না। সে স্থান—

"———অতিমনোহর,
কোটিশশী পরকাশ।

যে যার ভক্ষক, সে তার রক্ষক,
অপ্সরোগণের বাস।"

সেখানে সিংহ এবং হস্তী দুই-ই একত্রে বিচরণ করে। হস্তীর মনে সিংহের ভয় নাই। সেখানকার সমস্ত অশ্বই "বিলসম্ভূত।" (ইন্দ্রের অশ্বের এই হইল প্রধান লক্ষণ।) যক্ষ এবং বিদ্যাধরগণ সেই স্থানের পুরবাসী এবং বনদেবতারা তথায় পুরকামিনী। এমনই মনোজ্ঞ সেই ওষধিপ্রস্থ ॥ ৩৯ ॥

শিখরাসক্তমেঘানাং ব্যজ্যন্তে যত্র বেশ্মনাম্। অনুগর্জ্জিতসন্দিগ্ধাঃ করণৈর্ম্মুরজস্বনাঃ ॥ ৪০ ॥
যত্র কল্পদ্রুমৈরেব বিলোল-বিটপাংশুকৈঃ। গৃহযন্ত্র-পতাকাশ্রীরপৌরাদরনির্ম্মিতা ॥ ৪১ ॥
যত্র স্ফটিকহর্ম্ম্যেষু নক্তমাপান-ভূমিষু। জ্যোতিষাং প্রতিবিম্বানি প্রাপ্নুবন্ত্যুপহারতাম্ ॥ ৪২ ॥
যত্রৌষধিপ্রকাশেন নক্তং দর্শিত-সঞ্চরাঃ। অনভিজ্ঞাস্তমিস্রাণাং দুর্দ্দিনেম্বভিসারিকাঃ ॥ ৪৩ ॥
যৌবনান্তং বয়ো যস্মিন্নন্তকঃ কুসুমায়ুধাৎ। রতিখেদ-সমুৎপন্না নিদ্রা সংজ্ঞা-বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৪৪ ॥
ভ্রূভেদিভিঃ সকম্পোষ্ঠৈর্ললিতাঙ্গুলি-তর্জ্জনৈঃ। যত্র কোপৈঃকৃতাঃ স্ত্রীণামাপ্রসাদার্থিনঃ প্রিয়াঃ ॥ ৪৫ ॥

অন্বয়।—যত্র (পুরে) শিখরাসক্ত মেঘানাং বেশ্মনাম্ (সদ্মিনঃ) অনুগর্জ্জিতসন্দিগ্ধাঃ মুরজ-স্বনাঃ করণৈঃ (তাল-ব্যবস্থাপকৈঃ তাড়ন-বিশেষৈঃ) ব্যজ্যন্তে (স্ফুটীক্রিয়ন্তে) ॥ ৪০ ॥

যত্র (নগরে) বিলোল-বিটপাংশুকৈঃ কল্পদ্রুমৈঃ এব অপৌরাদরনির্ম্মিতা গৃহযন্ত্র-পতাকা-শ্রীঃ (সম্ভবতি) ॥ ৪১ ॥

যত্র (পুরে) নক্তং (রাত্রৌ) স্ফটিক-হর্ম্ম্যেষু আপান-ভূমিষু (মদ্যপান-স্থানেষু) জ্যোতিষাং প্রতিবিম্বানি উপহারতাং প্রাপ্নুবন্তি ॥ ৪২ ॥

যত্র (পুরে) দুর্দ্দিনেষু (মেঘাচ্ছন্ন-দিনেষু) নক্তম্ ওষধি-প্রকাশেন দর্শিত-সঞ্চরাঃ (প্রদর্শিতমার্গাঃ) অভিসারিকাঃ তমিস্রাণাম্ (তিমিরাণাম) অনভিজ্ঞাঃ (তমাংসি ন অভিজানন্তি) ॥ ৪৩ ॥

যস্মিন্ (পুরে) বয়ঃ যৌবনান্তং (যৌবনাধিকং, প্রৌঢ়ত্বং বৃদ্ধত্বং বা নাস্তি)। কুসুমায়ুধাৎ (অন্যঃ) অন্তকঃ ন (অস্তি)। রতি-খেদ-সমুৎপন্না নিদ্রা (এব) সংজ্ঞা-বিপর্য্যয়ঃ ॥ ৪৪ ॥

যত্র (পুরে) প্রিয়াঃ (যুবানঃ) ভ্রূ-ভেদিভিঃ সকম্পোষ্ঠৈঃ ললিতাঙ্গুলি-তর্জ্জনৈঃ স্ত্রীণাং (মানিনীনাং) কোপৈঃ আপ্রসাদার্থিনঃ (মানভঙ্গ-পর্য্যন্তং যাচকাঃ) কৃতাঃ ॥ ৪৫ ॥

বঙ্গার্থ।—সেখানে সমুন্নত প্রাসাদ-সমূহের শিখর-দেশে প্রায়ই মেঘ লাগিয়া থাকে এবং গুড়গুড় শব্দ করে ও সেই শব্দ প্রাসাদমধ্যে প্রতিধ্বনিত হওয়ায় মনে হয় বুঝি ঐ তালে তালে মৃদঙ্গ বাজিতেছে ॥ ৪০ ॥

যে নগরে অত্যুচ্চ কল্পপাদপসমূহের শাখায় চিরনবীন পল্লবনিচয় সর্ব্বদা বায়ুভরে পত পত করিয়া উড়িতে থাকে। বড় বড় রাজপুরীতে কত যত্নে কত প্রয়াসে সমুচ্চ ধ্বজদণ্ড প্রোথিত ও নানা সজ্জায় সজ্জিত করিয়া তবে তাহাতে ঐরূপ পতাকা উড্ডীন করা হয়, আর ওষধিপ্রস্থে পুরবাসীদিগের বিনা প্রয়াসে প্রকৃতি-প্রদত্ত "গৃহযন্ত্র" অর্থাৎ ধ্বজদণ্ড ও তাহাতে সদা-সমুজ্জল চীনাংশুকবৎ পল্লবাংশুকের পতাকা শোভা পাইয়া থাকে ॥ ৪১ ॥

"যথায় স্ফটিকহর্ম্ম্য, সুরাপান-স্থান রম্য
নিশাকালে করে ঝলমল।
আকাশে উদয়ি তারা প্রতিবিম্বে হাহাকারা
উপহার দেয় নিরমল!" ॥ ৪২ ॥ (রঙ্গলাল)

"যেখানে যামিনী কালে, ওষধি প্রদীপ জ্বালে,
সঙ্কেতের পথ প্রকাশয়,
তাহে অভিসারিকায়, নাহি থাকে অন্ধকার,
দুর্দ্দিনেও সুদিন উদয়!!" ॥ ৪৩ ॥ (রঙ্গলাল)

যেখানে,—

"জরায় না জরে গাত্র, বয়স যৌবনমাত্র,
মার ভিন্ন মার নাহি আর।
রতিখেদ-সমুদ্ভূত সুখ-নিদ্রা আবির্ভূত,
নাহি অন্য নিদ্রার সঞ্চার" ॥ ৪৪ ॥ (রঙ্গলাল)

যে ওষধিপ্রস্থনগরে শত্রুগণের নামগন্ধও ছিল না; পরম মিত্র-ভাবে সকলে বসবাস করিত। শুধু, যা কিছু বিবাদ-বিসংবাদ, কলহবিরোধ'—তাহা ছিল অভিমানিনী যুবতীদের (একচেটিয়া) আয়ত্ত। তাহারা যখন চটিয়া যাইত, মান করিত, তখন চম্পককলিকা-তুল্য তর্জ্জনী কাঁপাইয়া, অপরাধী যুবা প্রিয়তমকে শাসাইত,—ক্রোধে তাহাদের ভ্রূ-লতা অতিশয় কুঞ্চিত ও ওষ্ঠ নিরন্তর কম্পিত হইত। যতক্ষণ মানিনীদের মেজাজ ঠাণ্ডা না হইত, গরীব পতিগুলি কত কাকুতি-মিনতি করিত; হাতে-পায়ে ধরিত ॥ ৪৫ ॥

সন্তানকতরুচ্ছায়া-সুপ্ত-বিদ্যাধরাধ্বগম্ । যস্য চোপবনং বাহ্যং গন্ধবদ্গন্ধমাদনম্ ॥ ৪৬ ॥
অথ তে মুনয়ো দিব্যাঃ প্রেক্ষ্য হৈমবতং পুরম্ । স্বর্গাভিসন্ধিসুকৃতং বঞ্চনামিব মেনিরে ॥ ৪৭ ॥
তে সদ্মনি গিরের্বেগাদুন্মুখ-দ্বাঃস্থ-বীক্ষিতাঃ । অবতেরুর্জটাভারৈর্লিখিতানলনিশ্চলৈঃ ॥ ৪৮ ॥
গগনাদবতীর্ণা সা যথাবৃদ্ধপুরঃসরা । তোয়ান্তর্ভাস্করালীব রেজে মুনিপরম্পরা ॥ ৪৯ ॥
তানর্ঘ্যানর্ঘ্যমাদায় দূরাৎ প্রত্যুদ্যযৌ গিরিঃ । নময়ন্ সারগুরুভিঃ পাদন্যাসৈর্বসুন্ধরাম্ ॥ ৫০ ॥
ধাতুতাম্রাধরঃ প্রাংশুর্দেবদারুবৃহদ্ভুজঃ । প্রকৃত্যৈব শিলোরস্কঃ সুব্যক্তো হিমবানিতি ॥ ৫১ ॥

অন্বয়।— স (কিঞ্চ) সন্তানক-তরুচ্ছায়া-সুপ্ত-বিদ্যাধরাধ্বগং, গন্ধবৎ (মনোজ্ঞ-গন্ধাঢ্যং) গন্ধমাদনং (পুংসি ক্লীবত্বপ্রয়োগঃ) যস্য (পুরস্য) বাহ্যম্ উপবনম্ ॥৪৬॥

অথ তে দিব্যাঃ মুনয়ঃ হৈমবতং পুরং প্রেক্ষ্য, স্বর্গাভিসন্ধি-সুকৃতং (স্বর্গকামনয়া কৃতং পুণ্যকর্ম্মাদিকং) বঞ্চনাম্ ইব মেনিরে ॥৪৭॥

লিখিতানল-নিশ্চলৈঃ জটাভারৈঃ (উপলক্ষিতাঃ) তে (মুনয়ঃ) উন্মুখ-দ্বাঃস্থ বীক্ষিতাঃ (সন্তঃ) গিরেঃ (হিমবতঃ) সদ্মনি বেগাৎ অবতেরুঃ ॥৪৮॥

গগনাৎ অবতীর্ণা যথাবৃদ্ধ-পুরঃসরা সা মুনিপরম্পরা তোয়ান্তঃ (জলমধ্যে) ভাস্করালী ইব (প্রতিবিম্বিতাঃ সূর্য্যাঃ ইব) রেজে ॥৪৯॥

গিরিঃ (হিমবান্) অর্ঘ্যম্ আদায় সার-গুরুভিঃ পাদন্যাসৈঃ বসুন্ধরাং নময়ন অর্ঘ্যান্ (পূজ্যান্) তান্ (মুনীন্) দূরাৎ প্রত্যুদ্যযৌ ॥৫০॥

ধাতুতাম্রাধরঃ প্রাংশুঃ দেবদারুবৃহদ্ভুজঃ প্রকৃত্যা এব শিলোরস্কঃ (সঃ) হিমবান ইতি সুব্যক্তঃ। (বিশেষণানি উভয়তঃ যোজ্যানি) ॥৫১॥

বঙ্গার্থ।—সেই নগরের বহির্দ্দেশে এত সুন্দর উপবন ছিল, নাম তাহার গন্ধমাদন। সে শুধু নামে নহে, কাজেও সত্যই গন্ধমাদন। তাহার সৌগন্ধ্যে সারা নগরটা ভর্ হইয়া থাকিত। শত শত কল্পবৃক্ষে তাহা পরিপূর্ণ ছিল। পান্থ বিদ্যাধরগণ পথ চলিতে চলিতে যখন কাতর হইত, তখন সেই সকল কল্পতরুর সুশীতল ছায়ায় বসিয়া একটু দম লইত এবং ক্রমে সেই স্থানেই ঘুমাইয়া পড়িত ॥৪৬॥

সপ্তর্ষিমণ্ডল হিমালয়ের সেই অপূর্ব্ব নগর নিরীক্ষণ করিয়া অবাক্ হইয়া গেলেন এবং স্বর্গ-কামনায় পূর্ব্ব-জীবনে যে সকল কৃচ্ছ্র-সাধনা, কঠোর তপশ্চর্য্যা করিয়াছেন,—তাহা ব্যর্থ মনে করিতে লাগিলেন। তাঁহারা হিমালয়-নগর দেখিয়া ভাবিলেন,—বেদ বৃথাই স্বর্গের অত প্রশংসা করিয়াছে, আমরা বেদানুসারে স্বর্গলাভের জন্য দুষ্কর তপস্যাদি করিয়া কি ঠকাই না ঠকিয়াছি। এ নগরের কাছে কি স্বর্গ-টর্গ লাগে ॥৪৭॥

আকাশ হইতে ঋষিরা হিমালয়-সদনে যখন সবেগে অবতীর্ণ হইতেছিলেন, তখন নগরতোরণরক্ষী দৌবারিকগণ ঊর্দ্ধমুখে তাঁহাদিগকে সবিস্ময়ে—দেখিতে লাগিল। তাঁহাদের পিঙ্গল জটারাশি চিত্রলিখিত অনল-শিখার ন্যায় নিশ্চলভাবে আকাশগাত্রে শোভা পাইতেছিল ॥৪৮॥

গগন হইতে অবতীর্ণ হইয়া সেই মুনিগণ বৃদ্ধানুক্রমে শ্রেণীবদ্ধভাবে যখন হিমালয়ভবনের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তখন, জলমধ্যে প্রতিবিম্বিত ভাস্কর-পঙ্ক্তির ন্যায় তাঁহাদের এক অতি অনির্ব্বচনীয় শোভা জন্মিল ॥৪৯॥

সেই জগৎপূজ্য ঋষিদিগকে আসিতে দেখিয়া নগাধিরাজ হিমালয় অর্ঘ্য লইয়া দূর হইতে তাঁহাদিগের অভ্যর্থনার জন্য ছুটিয়া গেলেন। নগরাজের ক্রতক্ষিপ্র পদভারে বসুন্ধরা যেন নমিয়া যাইতে লাগিলেন ॥৫০॥

শিলাময় সমুন্নত হিমালয় আজ সত্য সত্যই একজন প্রাণময় ও উন্নতবপুঃ মহাপুরুষের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। তাঁহার মধ্যগত নানা ধাতু তাম্রবর্ণ অধরের ন্যায় এবং সমুচ্চ দেবদারু তরু বৃহৎ ভুজদণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হইল। আর তাঁহার বিশাল বক্ষঃস্থল ত' শিলাময়ই ছিল। সুতরাং আজ বর্ণে বর্ণে তিনি সার্থকনামা বলিয়া প্রতিপন্ন হইলেন ॥৫১॥

বিধি-প্রযুক্ত-সৎকারৈঃ স্বয়ং মার্গস্য দর্শকঃ। স তৈরাক্রময়ামাস শুদ্ধান্তং শুদ্ধকর্মভিঃ ॥ ৫২ ॥
তত্র বেত্রাসনাসীনান্ কৃতাসন-পরিগ্রহঃ। ইত্যুবাচেশ্বরান্ বাচং প্রাঞ্জলির্ভূধরেশ্বরঃ ॥ ৫৩ ॥
অপমেঘোদয়ং বর্ষমদৃষ্টকুসুমং ফলম্। অতর্কিতোপপন্নং বো দর্শনং প্রতিভাতি মে ॥ ৫৪ ॥
মূঢ়ং বুদ্ধমিবাত্মানং হৈমীভূতমিবায়সম্। ভূমের্দিবমিবারূঢ়ং মন্যে ভবদনুগ্রহাৎ ॥ ৫৫ ॥
অদ্য প্রভৃতি ভূতানামধিগম্যোঽস্মি শুদ্ধয়ে। যদধ্যাসিতমর্হদ্ভিস্তদ্ধি তীর্থং প্রচক্ষতে ॥ ৫৬ ॥
অবৈমি পূতমাত্মানং দ্বয়েনৈব দ্বিজোত্তমাঃ! মূর্দ্ধ্নি গঙ্গাপ্রপাতেন ধৌতপদাম্ভসা চ বঃ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়।—সঃ (হিমবান্) বিধি-প্রযুক্ত-সৎকারৈঃ শুদ্ধকর্মভিঃ তৈঃ (মুনিভিঃ) স্বয়ং মার্গস্য দর্শকঃ (সন্) শুদ্ধান্তম্ আক্রময়ামাস (প্রবেশয়ামাস) ॥ ৫২ ॥

তত্র (শুদ্ধান্তে) বেত্রাসনাসীনান্ ঈশ্বরান্ (মুনীন্) ভূধরেশ্বরঃ কৃতাসন-পরিগ্রহঃ (সন্) প্রাঞ্জলিঃ (সন্ চ) ইতি বাচম্ উবাচ ॥ ৫৩ ॥

অতর্কিতোপপন্নং বঃ (যুষ্মাকং) দর্শনম্ অপমেঘোদয়ং বর্ষং (তথা) অদৃষ্ট-কুসুমং ফলং (ইব) মে প্রতিভাতি ॥ ৫৪ ॥

ভবদনুগ্রহাৎ (অহম্) আত্মানং (মাং) মূঢ়ং বুদ্ধম্ ইব, আয়সং হৈমীভূতম্ ইব, ভূমেঃ দিবম্ আরূঢ়ম্ ইব মন্যে ॥ ৫৫ ॥

অদ্য প্রভৃতি (অদ্য আরভ্য) ভূতানাং শুদ্ধয়ে অধিগম্যঃ অস্মি। হি (যস্মাৎ) যৎ অর্হদ্ভিঃ (সদ্ভিঃ) অধ্যাসিতম্ (অধিষ্ঠিতং) তৎ তীর্থং প্রচক্ষতে ॥ ৫৬ ॥

হে দ্বিজোত্তমাঃ! আত্মানং (মাং) দ্বয়েন এব পূতম্ অবৈমি। (কেন দ্বয়েন?) মূর্দ্ধ্নি গঙ্গাপ্রপাতেন, বঃ (যুষ্মাকং) ধৌত পদাম্ভসা ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গার্থ।—পরে, হিমালয় তাঁহাদের যথাবিধি অর্চনা করিলেন এবং সেই পবিত্র-চরিত ঋষিদিগকে নিজে পথ দেখাইয়া অন্তঃপুরে লইয়া চলিলেন ॥ ৫২ ॥

অন্তঃপুরে গিয়া ঋষিগণের বেত্রনির্ম্মিত আসনে উপবেশন করার পর, ভূধরনাথ নিজে আসনপরিগ্রহ করিলেন এবং যুক্তকরে সেই সর্ব্বশক্তিমান্ মুনিদিগকে বলিতে লাগিলেন :—॥ ৫৩ ॥

ঋষিবৃন্দ! আজ অকস্মাৎ আপনাদের এই শুভাগমনে আমি বিস্মিত হইয়াছি। আপনাদের এই সহসা পদার্পণ, আমার নিকটে বিনা মেঘে বারিবর্ষণ এবং বিনা কুসুমে ফলোদ্গমের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছে। অর্থাৎ ধ্যানে যাঁহাদের দর্শনলাভ দুর্ঘট, তাঁহারা স্বয়ং আসিয়া এই দীনের গৃহে উপস্থিত হইয়াছেন, এ কি কম আশ্চর্য্যের বিষয়! ॥ ৫৪ ॥

আজ আপনাদের এই অনুগ্রহে আমি অবাক্ হইয়া গিয়াছি। ঘোর অজ্ঞতায় অন্ধ আমি, অথচ মনে হইতেছে—আমি যেন কতবড় জ্ঞানী, নতুবা এত অনুগ্রহ আপনারা করিবেন কেন? ভাবিতেছি—লোহার ন্যায় কঠিন আমি, কি আকারে কি প্রকারে উভয়তঃই পাষাণ আমি—আজ যেন সোনা হইয়া গেলাম। আমি পৃথিবীতে থাকিয়াও মনে হইতেছে—আজ যেন স্বর্গে উঠিয়াছি। আপনাদের অনুগ্রহরূপ পরশ-পাথরের সংস্পর্শে আজি তরিয়া গেলাম! কৃত-কৃতার্থ হইলাম ॥ ৫৫ ॥

মহর্ষিবৃন্দ! আজ হইতে চরাচর স্থাবর-জঙ্গমের আমি পবিত্রতার নিদান হইলাম। আপনাদের ন্যায় দেবগণের পদরজঃ-স্পর্শে আমার এই কঠিন বক্ষ আজ তীর্থে পরিণত হইল। পাপক্ষালনের নিমিত্ত এখন কত জীব এখানে আসিবে! কেন না—সাধুসজ্জনেরা যে স্থানে পদার্পণ করেন বা বাস করেন, তাহাই ত' তীর্থ? ॥ ৫৬ ॥

হে পূজনীয় ব্রাহ্মণোত্তমগণ! আজ দুইটি জিনিসে আমি নিজেকে পরম পবিত্র বলিয়া মনে করিতেছি।—আমার শীর্ষদেশে পতিতপাবনী গঙ্গার পতন ও আমার বক্ষে আপনাদের এই পদপ্রক্ষালনের বারি,—এতদুভয়ে আমি সত্যই পবিত্রতম হইয়াছি ॥ ৫৭ ॥

জঙ্গমং প্রৈষ্যভাবে বঃ স্থাবরং চরণাঙ্কিতম্। বিভক্তানুগ্রহং মন্যে দ্বিরূপমপি মে বপুঃ ॥ ৫৮ ॥
ভবৎসম্ভাবনোত্থায় পরিতোষায় মূর্চ্ছতে। অপি ব্যাপ্তদিগন্তানি নাঙ্গানি প্রভবন্তি মে ॥ ৫৯ ॥
ন কেবলং দরীসংস্থং ভাস্বতাং দর্শনেন বঃ। অন্তর্গতমপাস্তং মে রজসোঽপি পরং তমঃ ॥ ৬০ ॥
কর্তব্যং বো ন পশ্যামি স্যাচ্চেৎ কিং নোপপদ্যতে। মন্যে মৎপাবনায়ৈব প্রস্থানং ভবতামিহ ॥ ৬১ ॥
তথাপি তাবৎ কস্মিংশ্চিদাজ্ঞাং মে দাতুমর্হথ। বিনিয়োগপ্রসাদা হি কিঙ্করাঃ প্রভবিষ্ণুষু ॥ ৬২ ॥
এতে বয়মমী দারাঃ কন্যেয়ং কুলজীবিতম্। ব্রূত যেনাত্র বঃ কার্য্যমনাস্থা বাহ্যবস্তুষু ॥ ৬৩ ॥

অন্বয়।—(হে মুনয়ঃ !) দ্বিরূপং (জঙ্গমত্বাৎ স্থাবরত্বাৎ চ দ্বিপ্রকারম্) অপি মে বপুঃ বিভক্তানুগ্রহং (বিভজ্য কৃত-প্রসাদং) মন্যে (অহম্)। (কুতঃ ?)—জঙ্গমং (বপুঃ) বঃ প্রৈষ্যভাবে (কিঙ্করত্বে)। স্থাবরং (বপুঃ) (বঃ) চরণাঙ্কিতম্ ॥ ৫৮ ॥

ব্যাপ্ত-দিগন্তানি অপি মে অঙ্গানি ভবৎসম্ভাবনোত্থায় (অতঃ) মূর্চ্ছতে পরিতোষায় ন প্রভবন্তি ॥ ৫৯ ॥

ভাস্বতাং বঃ দর্শনেন কেবলং দরীসংস্থং তমঃ ন অপাস্তম্ (কিন্তু) মে অন্তর্গতম্ (আত্মগতং) রজসঃ পরং (রজোগুণাৎ অনন্তরম্ অজ্ঞানরূপং) (তমঃ) অপি (অপাস্তম্) ॥ ৬০ ॥

কর্তব্যং (কার্য্যং, বঃ ন পশ্যামি, (অথ) স্যাৎ চেৎ (যদি বিদ্যতে) কিং ন উপপদ্যতে ? মৎপাবনায় এব ভবতাম্ ইহ (অস্মিন্ মদ্গৃহে) প্রস্থানম্ (আগমনম্ ইতি) মন্যে ॥ ৬১ ॥

তথাপি কস্মিন চিৎ (কর্মণি) আজ্ঞাম্ (ইদং কুরু—ইতি) আদেশং দাতুম্ অর্হথ। হি (যস্মাৎ) কিঙ্করাঃ প্রভবিষ্ণুষু (প্রভুষু বিষয়ে) বিনিয়োগ-প্রসাদাঃ—(ভবন্তি) ॥ ৬২ ॥

(কিং বহুনা ?) এতে বয়ম্ (ইতি আত্মনির্দ্দেশঃ), অমী দারাঃ, ইয়ং কুল-জীবিতং কন্যা, অত্র (এতেষাং মধ্যে) যেন (অনেন) বঃ কার্য্যং, (তদ্) ব্রূত। বাহ্যবস্তুষু অনাস্থা (খলু) (রত্নহিরণ্যাদিবিষয়ে কিং বক্তব্যং পুনঃ) ॥ ৬৩ ॥

বঙ্গার্থ।—মুনিবৃন্দ ! গতিশীল এবং স্থিতিশীল—এই উভয়বিধই যে আমার দেহ, তাহা আজ আপনাদের দ্বিধাবিভক্ত অনুগ্রহে কৃতার্থ মনে হইতেছে ; কেন না, আমার গতিশীল দেহ আপনাদের দাসানুদাসের কর্ম করিতে উৎসুক, আর আমার স্থিতিশীল দেহ আপনাদের পাদন্যাসে পবিত্র। এ কি কম ভাগ্যের কথা ? আপনাদের ভৃত্যাধম আমি, আমাকে কোনো কার্য্যে আদেশ এবং আমার মস্তকে চরণার্পণ—এ দুই-ই যে পরম ভাগ্যের কথা ! ॥ ৫৮ ॥

হে পূজ্যগণ ! শৃঙ্গ, উপশৃঙ্গ, উপত্যকা, অধিত্যকা ও প্রত্যন্তপর্ব্বতাদির দ্বারা যদিও আমি দিগ্‌দিগন্ত জুড়িয়া রহিয়াছি, বিরাট আমার কলেবর, তবুও কিন্তু আজ আপনাদের শুভাগমনরূপ সম্মানে আমার অপরিমিত আনন্দ জন্মিতেছে যে, তাহা আমার এই বিশ্বব্যাপী কলেবরেও যেন ধরিতেছে না ॥ ৫৯ ॥

পরমতেজঃসম্পন্ন আপনাদের আবির্ভাবে যে শুধু আমার গুহাগত অন্ধকারই তিরোহিত হইল, তাহা নহে ; আমার অন্তর্গত যে রজোগুণরূপ অন্ধকার তদপেক্ষাও গাঢ়তর অজ্ঞানরূপ অন্ধকার আজ আপনাদের দর্শনে দূরীভূত হইল। রজোগুণ ত' আপনাদের পদার্পণে পূর্ব্বেই দূর হইয়া গিয়াছে ॥ ৬০ ॥

মহর্ষিবৃন্দ ! আপনাদের কোনো প্রয়োজনই ত' দেখি না। কেন না, যদি কিছু কাজ থাকিত, তবে তাহা তৎক্ষণাৎই সিদ্ধ হইত। আপনাদের ইচ্ছার উদয় হইতেই যা' কিছু বিলম্ব। ইচ্ছানুরূপ কাজ হইতে ত' বিলম্বের সম্ভাবনা নাই। তাই আমার মনে হইতেছে, শুধু আমাকে কৃতার্থ করিবার নিমিত্ত, পবিত্র করিবার নিমিত্তই আপনারা এখানে আসিয়াছেন। ৬১ ॥

তাহা হইলেও, কৃপাপূর্ব্বক, কোনো একটা কাজে আমাকে আদেশদান করুন। আমি চরিতার্থ হই। কেন না, প্রভুবিষয়ে ভৃত্যদের ধারণা এই যে, কোনো কার্য্যে নিয়োগ করাই হইল, তাঁহাদের প্রধান অনুগ্রহ। আমি সেই অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছি ॥ ৬২ ॥

অধিক আর কি বলিব :—এই আমি,—এই আমার পত্নী, আর এই আমার কুলের প্রাণস্বরূপ দুহিতা,—ইহার মধ্যে আপনাদের কার্য্যে যাহার প্রয়োজন, বলুন, আমরা প্রত্যেকেই আপনাদের সেবা করিবার জন্য প্রস্তুত। রত্ন, মণি-মাণিক্য প্রভৃতি ত' অতি তুচ্ছকথা। তাহা ত' পড়িয়াই আছে ॥ ৬৩ ॥

ইত্যুচিবাংস্তমেবার্থং গুহামুখ-বিসর্পিণা । দ্বিরিব প্রতিশব্দেন ব্যাজহার হিমালয়ঃ ॥ ৬৪ ॥
অথাঙ্গিরসমগ্রণ্যমুদাহরণবস্তুষু । ঋষয়ো নোদয়ামাসুঃ প্রত্যুবাচ স ভূধরম্ ॥ ৬৫ ॥
উপপন্নমিদং সর্ব্বমতঃ পরমপি ত্বয়ি । মনসঃ শিখরাণাং চ সদৃশী তে সমুন্নতিঃ ॥ ৬৬ ॥
স্থানে ত্বাং স্থাবরাত্মানং বিষ্ণুমাহুস্তথাহি তে । চরাচরাণাং ভূতানাং কুক্ষিরাধারতাং গতঃ ॥ ৬৭ ॥
গামধাস্যৎ কথং নাগো মৃণালমৃদুভিঃ ফণৈঃ । আ রসাতলমূলাত্ত্বমবালম্বিষ্যথা ন চেৎ ॥ ৬৮ ॥
অচ্ছিন্নামলসন্তানাঃ সমুদ্রোর্ম্ম্যনিবারিতাঃ । পুনন্তি লোকান্ পুণ্যত্বাৎ কীর্ত্তয়ঃ সরিতশ্চ তে ॥ ৬৯ ॥
যথৈব শ্লাঘ্যতে গঙ্গা পাদেন পরমেষ্ঠিনঃ । প্রভবেণ দ্বিতীয়েন তথৈবোচ্ছিরসা ত্বয়া ॥ ৭০ ॥

অন্বয়।—ইতি উচিবান্ হিমালয়ঃ গুহা-মুখ-বিসর্পিণা প্রতিশব্দেন তম্ এব অর্থং দ্বিঃ (দ্বিবারং, বারার্থে সুচ্) ইব ব্যাজহার ॥ ৬৪ ॥

অথ (হিমালয়বাক্যাবসানে) ঋষয়ঃ উদাহরণবস্তুষু অগ্রণ্যং (প্রগল্‌ভম্) অঙ্গিরসং (নাম ঋষিং) নোদয়ামাসুঃ, সঃ ভূধরং প্রত্যুবাচ ॥ ৬৫ ॥

ইদং (ত্বদুক্তং) সর্ব্বম্, অতঃ পরম্ অপি (অতঃ অধিকম্ অপি) ত্বয়ি উপপন্নম্। (তথাহি)—তে মনসঃ শিখরাণাং চ সমুন্নতিঃ সদৃশী (শিখরবৎ তে মনোঽপি মহদুন্নতম্) ॥ ৬৬ ॥

ত্বাং স্থাবরাত্মানং বিষ্ণুম্ আহুঃ (ইতি যৎ তৎ) স্থানে (যুক্তম্)। তথাহি—তে কুক্ষিঃ চরাচরাণাং ভূতানাম্ আধারতাং গতঃ ॥ ৬৭ ॥

নাগঃ (শেষাহিঃ) মৃণালমৃদুভিঃ ফণৈঃ গাং (ভুবং) কথম্ অধাস্যৎ, ত্বম্ আ রসাতলমূলাৎ (পাতালপর্য্যন্তং, অসমাসঃ,) ন অবালম্বিষ্যথাঃ চেৎ ॥ ৬৮ ॥

অচ্ছিন্নামল-সন্তানাঃ সমুদ্রোর্ম্ম্যনিবারিতাঃ তে কীর্ত্তয়ঃ সরিতঃ চ পুণ্যত্বাৎ লোকান্ পুনন্তি ॥ ৬৯ ॥

গঙ্গা প্রভবেণ (প্রভবতি অস্মাৎ, ইতি প্রভবঃ কারণং, তেন) পরমেষ্ঠিনঃ পাদেন যথা এব শ্লাঘ্যতে, তথা এব দ্বিতীয়েন উচ্ছিরসা ত্বয়া (শ্লাঘ্যতে) ॥ ৭০ ॥

বঙ্গার্থ।—হিমালয়ের জলদ-গম্ভীর স্বরে উচ্চারিত এই উক্তি গুহামুখে যখন প্রতিধ্বনিত হইল, তখন মনে হইতে লাগিল,—গিরিরাজ যেন দুই দুইবার ঐ কথা বলিয়া —জিদ্ করিতে লাগিলেন যে,—বলুন আপনারা, আমাদের কা'কে চান ॥ ৬৪ ॥

হিমালয়ের বাক্যাবসানে ঋষিগণ, বক্তব্য-প্রকাশে বিশেষ প্রগল্‌ভ—অঙ্গিরা ঋষিকে, উত্তর দিবার জন্য ইঙ্গিত করিলেন এবং অঙ্গিরাও বলিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন ॥ ৬৫ ॥

এই আপনি যাহা বলিলেন,—"আমি, আমার পত্নী, আমার কন্যা"—ইত্যাদি যে উদার উক্তি করিলেন, ইহা, অথবা ইহা অপেক্ষাও কঠোরতম কার্য্য,—আপনাতেই সম্ভবপর। কেবল যে আপনার শৃঙ্গগুলিই অত্যন্ত সমুন্নত, তাহা নহে, আপনার মনও অত্যন্ত সমুন্নত ॥ ৬৬ ॥

পুরাবিদ্‌গণ আপনাকে যে বিষ্ণুর স্থাবর অর্থাৎ স্থিতিশীল স্বরূপরূপে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন, ইহা যুক্তিযুক্তই বটে। কেন না,—আপনার কুক্ষি—বিষ্ণুর কুক্ষির ন্যায়, স্থাবরজঙ্গমাত্মক পদার্থনিচয়ের আধার ॥ ৬৭ ॥

শেষ নাগ তাহার মৃণালের ন্যায় কোমল ফণাবলীতে বসুমতীর ভার কি কখনো ধারণ করিতে পারিত, যদি আপনি সেই পাতাল-মূল হইতে, স্বয়ং ভূভার ধারণ করিয়া না থাকিতেন ? অতএব হে ভূধররাজ ! আপনার মহিমার কি ইয়ত্তা আছে ? ॥ ৬৮ ॥

পর্ব্বতরাজ ! আপনার অবিচ্ছিন্ন কীর্ত্তিরাশি এবং সতত-বাহিনী গঙ্গাদি অমল স্রোতস্বতীশ্রেণি পবিত্রতা দ্বারা সমভাবে ত্রিজগৎ পুণ্যময় করিতেছে। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গমালা ভেদ করিয়া আপনার কীর্ত্তি পর-পারে, দেশ দেশান্তরে যেমন যাইতেছে, তেমনই আপনার সরিৎ-সমূহও সাগরতরঙ্গ ভেদ করিয়া তাহাতে লীন হইতেছে ॥ ৬৯ ॥

বিষ্ণুর চরণ হইতে উদ্ভূত বলিয়া বিষ্ণুপদী গঙ্গা যেমন গৌরব করিয়া থাকেন, তেমনই সমুন্নতশীর্ষ আপনিও তাঁহার দ্বিতীয় উৎপত্তিস্থল বলিয়া তাঁহার কম শ্লাঘা নহে। ৭০ ॥

তির্য্যগূর্দ্ধমধস্তাচ্চ ব্যাপকো মহিমা হরেঃ। ত্রিবিক্রমোদ্যতস্যাসীৎ স তু স্বাভাবিকস্তব ॥ ৭১ ॥
যজ্ঞভাগভুজাং মধ্যে পদমাতস্থুষা ত্বয়া। উচ্চৈর্হিরণ্ময়ং শৃঙ্গং সুমেরোর্বিতথীকৃতম্ ॥ ৭২ ॥
কাঠিন্যং স্থাবরে কায়ে ভবতা সর্ব্বমর্পিতম্। ইদং তু তে ভক্তিনম্রং সতামারাধনং বপুঃ ॥ ৭৩ ॥
তদাগমন-কার্য্যং নঃ শৃণু কার্য্যং তবৈব তৎ। শ্রেয়সামুপদেশাত্তু বয়মত্রাংশ-ভাগিনঃ ॥ ৭৪ ॥
অণিমাদি গুণোপেতমস্পৃষ্ট-পুরুষান্তরম্। শব্দমীশ্বর ইত্যুচ্চৈঃ সার্দ্ধচন্দ্রং বিভর্ত্তি যঃ ॥ ৭৫ ॥
কল্পিতান্যোন্যসামর্থ্যৈঃ পৃথিব্যাদিভিরাত্মভিঃ। যেনেদং ধ্রিয়তে বিশ্বং ধুর্য্যৈর্যানমিবাধ্বনি ॥ ৭৬ ॥

অন্বয়।—তির্য্যক্ ঊর্দ্ধম্ অধস্তাৎ চ ব্যাপকঃ (সর্ব্বব্যাপী) মহিমা হরেঃ ত্রিবিক্রমোদ্যতস্য (সতঃ) আসীৎ, তব তু সঃ (ব্যাপকঃ মহিমা) স্বাভাবিকঃ (এব)। (মহতো বিষ্ণোঃ অপি ত্বং মহীয়ান্) ॥ ৭১ ॥

যজ্ঞ-ভাগভুজাং (ইন্দ্রাদীনাং) মধ্যে পদম্ আতস্থুষা ত্বয়া উচ্চৈঃ হিরণ্ময়ং সুমেরোঃ শৃঙ্গং বিতথীকৃতম্ (ব্যর্থীকৃতম্) ॥ ৭২ ॥

ভবতা সর্ব্বং কাঠিন্যং স্থাবরে (শিলাময়ে) কায়ে অর্পিতম্। সতাম্ আরাধনং (পূজা-সাধনং) তে ইদং (জঙ্গমং) বপুঃ তু ভক্তিনম্রম্ ॥ ৭৩ ॥

তৎ (তস্মাৎ) নঃ (অস্মাকম্) আগমন-কার্য্যং শৃণু, তৎ (কার্য্যং চ) তব এব, (ন তু অস্মাকম্)। বয়ং তু শ্রেয়সাম্ উপদেশাৎ অত্র (কার্য্যে) অংশ-ভাগিনঃ। (ফলভাক্ খলু ত্বম্ এব) ॥ ৭৪ ॥

(কার্য্যং কথয়ন্তি) যঃ (শম্ভুঃ) অণিমাদি-গুণোপেতম্, (অতএব) অস্পৃষ্টপুরুষান্তরম্ উচ্চৈঃ ঈশ্বরঃ ইতি শব্দং সার্দ্ধচন্দ্রং (অর্দ্ধচন্দ্রেণ সহ) বিভর্ত্তি ॥ ৭৫ ॥

যেন (শম্ভুনা) কল্পিতান্যোন্য-সামর্থ্যৈঃ পৃথিব্যাদিভিঃ আত্মভিঃ (ভূম্যাদিভিঃ অষ্টাভিঃ মূর্ত্তিভিঃ) ইদং (চরাচরং) বিশ্বং, ধুর্য্যৈঃ (অশ্বৈঃ) অধ্বনি যানম্ ইব, ধ্রিয়তে ॥ ৭৬ ॥

বঙ্গার্থ।—ভগবান বিষ্ণু যখন ত্রিবিক্রম রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহার মাহাত্ম্য ত্রিধা বিভক্ত হইয়াছিল অর্থাৎ তির্য্যক্‌ভাবে ঊর্দ্ধদিকে এবং অধোদেশে তাঁহার পাদত্রয়ের মহত্ত্ব পরিদৃষ্ট হইয়াছিল; কিন্তু আপনার সেই মাহাত্ম্য চিরন্তনভাবে বিদ্যমান। আপনি স্মরণাতীত কাল হইতে সতত দশদিক্ জুড়িয়া বিরাজ করিতেছেন ॥ ৭১ ॥

ইন্দ্রাদি যজ্ঞাংশভাগী দেবসমূহের মধ্যে আপনিও পরিগণিত আছেন বলিয়া, অর্থাৎ ইন্দ্রাদির ন্যায় আপনিও যজ্ঞের অংশ পাইয়া থাকেন বলিয়া স্বর্ণময় সুমেরুপর্ব্বতের সমুচ্চ হিরণ্ময় শৃঙ্গের গর্ব্বও আপনার গৌরবের নিকট খর্ব্ব হইয়াছে ॥ ৭২ ॥

নগরাজ! আপনার যত কিছু কাঠিন্য, অনম্রতা অর্থাৎ উদ্ধতভাব, উচ্চতা প্রভৃতি, তাহা সমস্তই আপনার এই শিলাময় দেহে নিবদ্ধ। আর আপনার এই ভক্তিনম্র জঙ্গম দেহ হইল সাধুসজ্জনের আরাধনার উপযুক্ত। এ দেহে কাঠিন্যের লেশও নাই ॥ ৭৩ ॥

এখন আমাদের আগমনের কারণটা শুনুন। বস্তুতঃ কিন্তু সে কাজটা আপনারই, আমাদের নহে। কর্ত্তব্যের উপদেশদানের নিমিত্ত, আমরা আসিয়াছি। সুতরাং সেই হিসাবে, এই কার্য্যে আমাদের যতটুকু অংশ থাকিতে পারে, তাহা আছে। প্রকৃত ফলভাগী কিন্তু আপনিই। এখন সেই কাজটার কথা শ্রবণ করুন ॥ ৭৪ ॥

অণিমা লঘিমা প্রভৃতি অষ্টবিধ গুণের দ্বারা যিনি সম্পন্ন এবং অন্য কোনো পুরুষে যে গুণাবলী কদাচ সংসৃষ্ট হয় না; এবম্ভূত সর্ব্বাতিশায়ী গুণ-গরিমায় বিভূষিত যিনি "ঈশ্বর" এই শব্দের একমাত্র প্রতিপাদ্য এবং যাঁহার মস্তকে অর্দ্ধচন্দ্র সতত শোভমান,—এবং ॥ ৭৫ ॥

ভূমি, জল, বায়ু, অনল প্রভৃতি যাঁহার নিজের অষ্টবিধ মূর্ত্তির পরস্পরের সহায়করূপে সর্ব্বদা সংসক্ত রহিয়াছে এবং যিনি, অশ্বগণ যেমন পরস্পরে মিলিয়া যান আকর্ষণ করিয়া লইয়া যায়, তদ্রূপ ঐ অষ্টবিধ মূর্ত্তির দ্বারা এই বিরাট্ বিশ্বকে বহন করিতেছেন,—এবং ॥ ৭৬ ॥

যোগিনো যং বিচিন্বন্তি ক্ষেত্রাভ্যন্তরবর্ত্তিনম্। অনাবৃত্তিভয়ং যস্য পদমাহুর্মনীষিণঃ ॥ ৭৭ ॥
স তে দুহিতরং সাক্ষাৎ সাক্ষী বিশ্বস্য কর্ম্মণাম্। বৃণুতে বরদঃ শম্ভুরস্মৎ-সংক্রামিতৈঃ পদৈঃ ॥ ৭৮ ॥
তমর্থমিব ভারত্যা সুতয়া যোক্তুমর্হসি। অশোচ্যা হি পিতুঃ কন্যা সদ্ভর্ত্তৃ-প্রতিপাদিতা ॥ ৭৯ ॥
যাবন্ত্যেতানি ভূতানি স্থাবরাণি চরাণি চ। মাতরং কল্পয়ন্ত্বেনামীশো হি জগতঃ পিতা ॥ ৮০ ॥
প্রণম্য শিতিকণ্ঠায় বিবুধাস্তদনন্তরম্। চরণৌ রঞ্জয়ন্ত্বস্যাশ্চূড়ামণিমরীচিভিঃ ॥ ৮১ ॥
উমা বধূর্ভবান্ দাতা যাচিতার ইমে বয়ম্। বরঃ শম্ভুরলং হ্যেষ ত্বৎকুলোদ্ভূতয়ে বিধিঃ ॥ ৮২ ॥

অন্বয়।—যোগিনঃ ক্ষেত্রাভ্যন্তরবর্ত্তিনং (সর্ব্বভূতান্তর্যামিনং) যং (শম্ভুং) বিচিন্বন্তি, মনীষিণঃ যস্য (শম্ভোঃ) পদম্ অনাবৃত্তিভয়ম্ (পুনরাবৃত্তি-ভয়-নাশকম্) আহুঃ ॥ ৭৭ ॥

বিশ্বস্য কর্ম্মণাং সাক্ষী (দ্রষ্টা) বরদঃ সঃ (পূর্ব্বোক্তঃ) শম্ভুঃ অস্মৎ-সংক্রামিতৈঃ (অস্মাসু নিহিতৈঃ) পদৈঃ (বাক্যৈঃ) তে দুহিতরং সাক্ষাৎ বৃণুতে (অস্মন্মুখেন স্বয়ম্ এব যাচতে) ॥ ৭৮ ॥

ত্বং (শম্ভুং) ভারত্যা (বাচা) অর্থম্ ইব সুতয়া যোক্তুম্ অর্হসি। হি (তথাহি) সদ্ভর্ত্তৃ-প্রতিপাদিতা (সৎপাত্রায় সম্প্রদত্তা) কন্যা পিতুঃ অশোচ্যা (ভবতি) ॥ ৭৯ ॥

স্থাবরাণি চরাণি চ যাবন্তি এতানি ভূতানি (সন্তি), এনাং (তে দুহিতরং) মাতরং কল্পয়ন্তু (তানি ভূতানীতি শেষঃ)। হি (যস্মাৎ) ঈশঃ (শম্ভুঃ) জগতঃ পিতা ॥ ৮০ ॥

বিবুধাঃ শিতিকণ্ঠায় প্রণম্য তদনন্তরম্ অস্যাঃ (তে দুহিতুঃ) চরণৌ চূড়ামণিমরীচিভিঃ রঞ্জয়ন্তু ॥ ৮১ ॥

উমা বধূঃ, ভবান্ দাতা, ইমে বয়ং যাচিতারঃ, শম্ভুঃ বরঃ—এষঃ বিধিঃ (এবম্প্রকারা সামগ্রী) ত্বৎ কুলোদ্ভূতয়ে অলম্ (পর্য্যাপ্তং) হি ॥ ৮২ ॥

বঙ্গার্থ।—অধ্যাত্মবিৎ যোগিগণ সর্ব্বভূতের অন্তর্য্যামী পরমাত্মস্বরূপ যে শম্ভুকে সর্ব্বদা ধ্যান-ধারণাদির দ্বারা অনুসন্ধান করিয়া থাকেন, অর্থাৎ জানিতে চেষ্টা করেন, যে শম্ভুর পদ দর্শন করিতে পারিলে (অথবা—যাঁহার স্থানে—সমীপে একবার যাইতে পারিলে) আর সংসারে পুনরাগতির যাতনা ভোগ করিতে হয় না,—বিদ্বদ্বৃন্দ এই কথা বলেন :— ॥ ৭৭ ॥

সেই জগতের সকল কার্য্যের দ্রষ্টা, ভক্তবাঞ্ছাপরিপূরক শম্ভু, আমাদের মুখে আপনার দুহিতা উমাকে প্রার্থনা করিতেছেন। ৭৮ ॥

সরস্বতী—যেমন অর্থের সহিত যুক্ত হইয়া চরাচর সুফলদায়িকা হন, তদ্রূপ সেই দেবাদিদেবের সহিত, বিশ্বের জগতের কল্যাণের নিমিত্ত আপনার কন্যার সংযোগ-বিধান করুন। বলা বাহুল্য যে, সৎপাত্রে কন্যা সম্প্রদত্তা হইলে পিতার আনন্দেরই হেতু হইয়া থাকে। সে কন্যার জন্য পিতাকে কোনোদিন আর কোনরূপ দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হয় না। ৭৯ ॥

কি স্থাবর কি জঙ্গম—সমস্ত চরাচর ভূতগ্রাম আপনার এই কন্যাকে মাতৃরূপে স্বীকার করিয়া লউক, আপনি সেই অবসর দিন। কেন না—ভগবান্ চন্দ্রমৌলি জগতের পিতা। ৮০ ॥

চন্দ্রশেখরে আপনার দুহিতা অর্পিত হইলে; দেবতারা প্রথমতঃ সেই নীলকণ্ঠকে প্রণাম করিয়া পরে আপনার কন্যাকে যখন প্রণাম করিবেন, তখন তাঁহাদের কিরীট-খচিত মণিজালের প্রভায়, উমার পদকমল সুরঞ্জিত হইবে। গিরিরাজ! এ কি কম ভাগ্যের কথা! আপনি এই সুযোগ অবহেলা করিবেন না। ৮১ ॥

একবার ভাবিয়া দেখুন,—কি ব্যাপার হইতে বসিয়াছে। জগতে এরূপ কি আর কখনো ঘটিয়াছে? আপনার কন্যা এই উমা হইবেন বধূ, আপনি হইবেন সম্প্রদান-কর্ত্তা, আমরা হইয়াছি তজ্জন্য আপনার দ্বারে প্রার্থী,—আর বর কে? না শম্ভু, চিরমঙ্গলময় পরমেশ্বর শিব। সুতরাং এই শুভ কার্য্য যে সর্ব্বাংশেই আপনার বংশের অনন্ত কীর্ত্তিকর, তাহা কি আর বলিতে হইবে? ৮২ ॥

অস্তোতুঃ স্তূয়মানস্য বন্দ্যস্যানন্যবন্দিনঃ। সুতাসম্বন্ধবিধিনা ভব বিশ্বগুরোর্গুরুঃ ॥ ৮৩ ॥
এবংবাদিনি দেবর্ষৌ পার্শ্বে পিতুরধোমুখী। লীলাকমলপত্রাণি গণয়ামাস পার্ব্বতী ॥ ৮৪ ॥
শৈলঃ সম্পূর্ণকামোঽপি মেনামুখমুদৈক্ষত। প্রায়েণ গৃহিণী-নেত্রাঃ কন্যার্থেষু কুটুম্বিনঃ ॥ ৮৫ ॥
মেনে মেনাপি তৎসর্ব্বং পত্যুঃ কার্য্যমভীপ্সিতম্। ভবন্ত্যব্যভিচারিণ্যো ভর্ত্তুরিষ্টে পতিব্রতাঃ ॥ ৮৬ ॥
ইদমত্রোত্তরং ন্যায্যমিতি বুদ্ধ্যা বিমৃশ্য সঃ। আদদে বচসামন্তে মঙ্গলালঙ্কৃতাং সুতাম্ ॥ ৮৭ ॥
এহি বিশ্বাত্মনে বৎসে! ভিক্ষাসি পরিকল্পিতা। অর্থিনো মুনয়ঃ প্রাপ্তং গৃহমেধিফলং ময়া ॥ ৮৮ ॥

অন্বয়।—অস্তোতুঃ (কিন্তু) স্তূয়মানস্য, বন্দ্যস্য (কিন্তু) (স্বয়ম্) অনন্য-বন্দিনঃ বিশ্বগুরোঃ (মহাদেবস্য) সুতা-সম্বন্ধ-বিধিনা (কন্যাদানেন) গুরুঃ ভব ॥ ৮৩ ॥

দেবর্ষৌ (অঙ্গিরসি) এবংবাদিনি (সতি) পার্ব্বতী পিতুঃ পার্শ্বে অধোমুখী (সতী লজ্জয়া) লীলাকমল-পত্রাণি গণয়ামাস। (লজ্জাবশাৎ আত্মগোপনং কর্ত্তুমিয়েষ) ॥ ৮৪ ॥

শৈলঃ সম্পূর্ণ-কামঃ অপি মেনামুখম্ উদৈক্ষত। (তথাহি)—প্রায়েণ কুটুম্বিনঃ (গৃহস্থাঃ) কন্যার্থেষু গৃহিণী-নেত্রাঃ (কলত্রপরিচালিতাঃ ভবন্তি) ॥ ৮৫ ॥

মেনা অপি পত্যুঃ (হিমাদ্রেঃ) তৎ সর্ব্বম্ অভীপ্সিতং কার্য্যং মেনে (অঙ্গীচকার)। (যথাহি)—পতিব্রতাঃ ভর্ত্তুঃ ইষ্টে (অভীপ্সিতে) অব্যভিচারিণ্যঃ ভবন্তি ॥ ৮৬ ॥

সঃ (হিমাচলঃ) বচসাম্ অন্তে (মুনীনাং বাক্যাবসানে) অত্র ইদং ন্যায্যম্ উত্তরম্ ইতি বুদ্ধ্যা বিমৃশ্য মঙ্গলালঙ্কৃতাং সুতাম্ আদদে। (হস্তাভ্যাং জগ্রাহ) ॥ ৮৭ ॥

অয়ি বৎসে! এহি, (ত্বং) বিশ্বাত্মনে ভিক্ষা পরিকল্পিতা অসি, অর্থিনঃ মুনয়ঃ, ময়া গৃহমেধিফলং প্রাপ্তম্ (সৎপাত্রে কন্যাদানাৎ) ॥ ৮৮ ॥

বঙ্গার্থ।—সেই বিশ্বগুরু শঙ্কর—যাঁহাকে ব্রহ্মাণ্ডের সকলেই স্তব করে, অথচ যাঁহার স্তবযোগ্য কেহই নাই। জগতের যিনি পূজার্হ, অথচ যাঁহার পূজ্য কেহ নাই,—এতাদৃশ সেই জগদ্গুরু শঙ্করকে কন্যাদান করিয়া আপনি তাঁহারও গুরুস্থানীয় হউন। এমন মাহেন্দ্রক্ষণ হেলায় হারাইবেন না। যিনি কাহাকেও স্তব করেন না, বা বন্দনা করেন না, তাদৃশ মহাদেবেরও আপনি স্তবযোগ্য ও বন্দনীয় হইবেন, ইহা কি কম ভাগ্যের কথা? ॥ ৮৩ ॥

দেবর্ষি অঙ্গিরা যখন হিমালয়কে এই সব কথা কহিতেছিলেন, তখন পার্ব্বতী লজ্জায় একান্ত সঙ্কুচিত হইয়া আনতবদনে পিতার পার্শ্বে বসিয়া খেলার জন্য সংগৃহীত শতদলগুলির পাপড়ি গুণিতেছিলেন। যেন সেই দিকেই তাঁহার চিত্ত অভিনিবিষ্ট, ও সব বিবাহের কথায় আদৌ তাঁহার কান যাইতেছে না ॥ ৮৪ ॥

অঙ্গিরার কথায় হিমালয়ের বুক ভরিয়া গেল। তিনি বিশ্বনাথকে কন্যাদান করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন বটে, কিন্তু হাঁ-বা-না, কিছু বলিবার পূর্ব্বে বার বার গিরিরাণী মেনার মুখের দিকে চাহিতে লাগিলেন। তা চাহিবার কথাই বটে, কেন না, এই সব বিবাহাদি ব্যাপারে গৃহস্থগণ প্রায়ই গৃহিণীদের পরামর্শানুসারে পরিচালিত হন ॥ ৮৫ ॥

পতিব্রতা মেনাও পতির অভিপ্রায় সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করিলেন। কেন না, সাধ্বী রমণীরা পতি-দেবতার বাসনার কখনো বিরুদ্ধবাদিনী হন না। সর্ব্বতোভাবে, কায়মনোবাক্যে পতির ইচ্ছার অনুবর্ত্তন করিয়া থাকেন ॥ ৮৬ ॥

ঋষিদিগের বাক্যাবসানে, "এ কথার প্রকৃত উত্তর হইল এই" ভাবিয়া হিমালয় বিবাহকালোচিত মঙ্গল-ভূষণে বিভূষিতা কন্যা পার্ব্বতীকে সম্মুখে ধরিয়া বলিলেন ॥ ৮৭ ॥

এস মা! বিশ্বরূপ মহেশ্বরের করে তোমাকে আমি আজ ভিক্ষারূপে দান করিতেছি। এই জগদ্বরেণ্য মুনিগণ তোমাকে তাঁহার জন্য প্রার্থনা করিতে আসিয়াছেন। মা! গৃহস্থের চরম সার্থকতা—সৎপাত্রে কন্যাদান করিয়া আমি আজ কৃতার্থ হইলাম ॥ ৮৮ ॥

এতাবদুক্ত্বা তনয়ামৃষীনাহ মহীধরঃ। ইয়ং নমতি বঃ সর্ব্বাংস্ত্রিলোচনবধূরিতি॥ ৮৯॥
ঈপ্সিতার্থক্রিয়োদারং তেঽভিনন্দ্য গিরের্ব্বচঃ। আশীর্ভিরেধয়ামাসুঃ পুরঃপাকাভিরম্বিকাম্॥ ৯০॥
তাং প্রণামাদরস্রস্তজাম্বূনদবতংসকাম্। অঙ্কমারোপয়ামাস লজ্জমানামরুন্ধতী॥ ৯১॥
তন্মাতরঞ্চাশ্রুমুখীং দুহিতৃস্নেহ-বিক্লবাম্। বরস্যানন্যপূর্ব্বস্য বিশোকামকরোদ্ গুণৈঃ॥ ৯২॥
বৈবাহিকীং তিথিং পৃষ্টাস্তৎক্ষণং হরবন্ধুনা। তে ত্র্যহাদূর্দ্ধমাখ্যায় চেরুশ্চীরপরিগ্রহাঃ॥ ৯৩॥
তে হিমালয়মামন্ত্র্য পুনঃ প্রাপ্য চ শূলিনম্। সিদ্ধঞ্চাস্মৈ নিবেদ্যার্থং তদ্বিসৃষ্টাঃ খমুদ্যযুঃ॥ ৯৪॥

পশুপতিরপি তান্যহানি কৃচ্ছ্রাদগময়দদ্রিসুতাসমাগমোৎকঃ।
কমপরমবশং ন বিপ্রকুর্য্যুর্বিভুমপি তং যদমী স্পৃশন্তি ভাবাঃ॥ ৯৫॥

ইতি ষষ্ঠঃ সর্গঃ

অন্বয়।—মহীধরঃ তনয়াম্ এতাবৎ উক্ত্বা ঋষীন্ আহ—(কিম্ ইতি !) ইয়ং ত্রিলোচনবধূঃ বঃ (যুষ্মান্) সর্ব্বান্ নমতি ইতি॥ ৮৯।

তে (মুনয়ঃ) ঈপ্সিতার্থক্রিয়োদারং গিরেঃ বচঃ অভিনন্দ্য (সাধু ইতি সংস্তুত্য) অম্বিকাং পুরঃ-পাকাভিঃ (ফলোন্মুখীভিঃ) আশীর্ভিঃ এধয়ামাসুঃ (সংবর্দ্ধয়ামাসুঃ)॥৯০॥

প্রণামাদরস্রস্তজাম্বূনদবতংসকাং লজ্জমানাং তাম্ (অম্বিকাম্) অরুন্ধতী অঙ্কম্ আরোপয়ামাস॥ ৯১॥

দুহিতৃ-স্নেহ-বিক্লবাম্ অশ্রুমুখীং তন্মাতরম্ (অম্বিকমাতরম্) চ অনন্যপূর্ব্বস্য বরস্য গুণৈঃ (গুণ-বর্ণনৈঃ) বিশোকাম্ অকরোৎ (অরুন্ধতী ইতি শেষঃ)॥ ৯২॥

চীর-পরিগ্রহাঃ (তপস্বিনঃ) তৎক্ষণং হরবন্ধুনা (হিমালয়েন) বৈবাহিকীং তিথিং পৃষ্টাঃ (সন্তঃ) ত্র্যহাৎ ঊর্দ্ধম্ (চতুর্থে অহনি বিবাহঃ ইতি) আখ্যায় চেরুঃ (চলিতাঃ, প্রস্থিতাঃ)॥ ৯৩॥

তে (মুনয়ঃ) হিমালয়ম্ আমন্ত্র্য পুনঃ শূলিনং প্রাপ্য চ সিদ্ধম্ অর্থম্ অস্মৈ (শূলিনে) নিবেদ্য চ তদ্বিসৃষ্টাঃ (সন্তঃ) খম্ (আকাশম্) উদ্যযুঃ (উৎপতন্তি স্ম)॥ ৯৪॥

অদ্রিসুতা-সমাগমোৎকঃ (পার্ব্বতী-সমাগম-সমুৎসুকঃ) পশুপতিঃ অপি তানি অহানি কৃচ্ছ্রাৎ অগময়ৎ (অযাপয়ৎ)। (অত্র কবিঃ আহ)—অমী ভাবাঃ (ঔৎসুক্যাদয়ঃ) অবশং (ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রং) অপরং (পৃথগ্জনং) কং ন বিপ্রকুর্য্যুঃ (সর্ব্বমপি বিপ্রকুর্ব্বন্তি স্ম) যৎ (যস্মাৎ) বিভুং (জিতেন্দ্রিয়ং) তম্ (স্মরহরম্) অপি স্পৃশন্তি (বিকুর্ব্বন্তি)॥ ৯৫॥

বঙ্গার্থ।—ভূধররাজ হিমালয় কন্যাকে এই কথা বলিয়া ঋষিদিগকে কহিলেন,—এই ত্রিলোচনবধূ আপনাদিগকে প্রণাম করিতেছে॥—৮৯॥

অভিপ্রায়ের অনুরূপ, পর্ব্বতরাজের সেই উদারমহৎ বাক্য শ্রবণান্তর ঋষিবৃন্দ অবশ্যম্ভাবি ফলযুক্ত আশীর্ব্বাদের দ্বারা অম্বিকাকে সংবর্দ্ধিত করিলেন॥ ৯০॥

অতি সমাদর ভরে উমা যখন প্রণাম করিতেছিলেন, তখন তাঁহার কর্ণের কাঞ্চন-কুণ্ডল খসিয়া পড়িয়াছিল। অরুন্ধতী তাড়াতাড়ি গিয়া তাঁহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন। পার্ব্বতী লজ্জায় মাথা নীচু করিয়া রহিলেন॥ ৯১॥

উমার জননী মেনা দুহিতৃস্নেহে একবারে আত্মহারা হইয়া পড়িলেন। দেবী অরুন্ধতী সেই অনন্যসাধারণ বরের অনন্তগুণাবলীর ব্যাখ্যানের দ্বারা মেনাকে কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ করিলেন॥ ৯২॥

"শুভস্য শীঘ্রং"—তাই হরবন্ধু—(অর্থাৎ শিবের আত্মীয়) হিমালয় সেই জটাচীরধারী ঋষিদিগকে, কবে শুভলগ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাঁহারাও "আর তিন দিন পরে"—বলিয়াই গমনোদ্যত হইলেন॥ ৯৩॥

যাবার পূর্ব্বে, হিমালয়কে তাঁহারা নানাভাবে পরম আপ্যায়িত করিয়া পুনরায় গিয়া শিবসকাশে উপস্থিত হইলেন এবং "অভিপ্রেত কার্য্য সুসিদ্ধ হইয়াছে" বলিয়াই, মহাদেবের নিকটে বিদায়গ্রহণপূর্ব্বক আকাশপথে চলিয়া গেলেন॥ ৯৪॥

অদ্রিনন্দিনী উমাকে পাইবার জন্য পশুপতির ঔৎসুক্য বড়ই বৃদ্ধি পাইল। এই তিনটিমাত্র দিন যেন আর কাটিতে চাহে না। হায় রে সংসারের ব্যাপার! উহাতে অন্যে ত' আকৃষ্ট হইবেই স্বয়ং জগন্নাথ শঙ্করকেই যখন এই সব ব্যাপারে উন্মনা করিয়া তুলিতে পারে, তখন "অন্যে পরে কা কথা!"॥ ৯৫॥

ইতি ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তমঃ সর্গঃ

অথৌষধীনামধিপস্য বৃদ্ধৌ তিথৌ চ জামিত্রগুণান্বিতায়াম্ ।
সমেতবন্ধুর্হিমবান্ সুতায়া বিবাহদীক্ষাবিধিমন্বতিষ্ঠৎ ॥ ১ ॥
বৈবাহিকৈঃ কৌতুক-সংবিধানৈর্গৃহে গৃহে ব্যগ্রপুরন্ধ্রিবর্গম্ ।
আসীৎ পুরং সানুমতোঽনুরাগাদন্তঃপুরং চৈককুলোপমেয়ম্ ॥ ২ ॥
সন্তানকাকীর্ণ-মহাপথং তচ্চীনাংশুকৈঃ কল্পিত-কেতুমালম্ ।
ভাসোজ্জ্বলং কাঞ্চনতোরণানাং স্থানান্তরং স্বর্গ ইবাববভাসে ॥ ৩ ॥
একৈব সত্যামপি পুত্রপঙ্‌ক্তৌ চিরস্য দৃষ্টেব মৃতোত্থিতেব ।
আসন্নপাণিগ্রহণেতি পিত্রোরুমা বিশেষোচ্ছ্বসিতং বভূব ॥ ৪ ॥

অন্বয়।—অথ (দিনত্রয়াৎ পরং) হিমবান্ ওষধীনাম্ অধিপস্য বৃদ্ধৌ (শুক্লপক্ষে) তিথৌ চ জামিত্র-গুণান্বিতায়াং (সত্যাং) সমেতবন্ধুঃ (সন্) সুতায়াঃ বিবাহদীক্ষা-বিধিং অন্বতিষ্ঠৎ (নিরবর্তয়ৎ) ॥ ১ ॥

অনুরাগাৎ গৃহে গৃহে বৈবাহিকৈঃ কৌতুক-সংবিধানৈঃ ব্যগ্রপুরন্ধ্রিবর্গং সানুমতঃ পুরং (বাহ্যং ওষধি প্রস্থং) অন্তঃপুরং চ এক-কুলোপমেয়ম্ আসীৎ ॥ ২ ॥

সন্তানকাকীর্ণমহাপথং চীনাংশুকৈঃ কল্পিত-কেতুমালং কাঞ্চনতোরণানাং ভাসা উজ্জ্বলং (দেদীপ্যমানং) তৎ (পুরং) স্থানান্তরং স্বর্গঃ ইব আববভাসে ॥ ৩ ॥

পুত্র-পঙ্‌ক্তৌ সত্যাম অপি উমা একা এব চিরস্য দৃষ্টা ইব, মৃতোত্থিতা ইব, আসন্নপাণিগ্রহণা—ইতি (হেতোঃ) পিত্রোঃ (মাতাপিত্রোঃ) বিশেষোচ্ছ্বসিতং বভূব ॥ ৪ ॥

বঙ্গার্থ।—অতঃপর সপ্তর্ষিগণের নির্দ্ধারিত তিন দিন অতিবাহিত হইলে,—শুক্লপক্ষের জামিত্র-গুণান্বিত—অর্থাৎ লগ্ন হইতে সপ্তম স্থানের শুদ্ধি-যুক্ত তিথিতে নগাধিরাজ হিমালয় আত্মীয়-কুটুম্বগণের সহিত মিলিত হইয়া, মহাসমারোহে দুহিতা উমার বিবাহ-সংস্কার সম্পাদন করিলেন ॥ ১ ॥

পার্ব্বতী পাড়া-প্রতিবেশী—সকলেরই পরম স্নেহের পাত্রী। তাই তাঁহার বিবাহে সারা হিমালয়ের গৃহে গৃহে বিবাহের অঙ্গীভূত মাঙ্গল্য-বস্তু-সম্পাদনের একটা মহান্ উৎসব লাগিয়া গেল। কোথাও পিঁড়ি চিত্র, কোথাও "আইবুড়ো"—কোথাও "বরণডালা" গোছানোর হিড়িক লাগিল। সকল বাড়ীর মেয়েরাই উমার বিবাহ লইয়া এত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন যে, ওষধিপ্রস্থ-নগর এবং হিমালয়বাসীদিগের অন্তঃপুর—সব যেন বিশাল একটা বাড়ীর মত মনে হইতে লাগিল ॥ ২ ॥

রাজপথ সন্তানতরুরাজির কুসুমে আবৃত ও চীনদেশীয় অতি সূক্ষ্ম পট্টবস্ত্রের পতাকামালায় সজ্জিত করা হইল। মধ্যে মধ্যে স্বর্ণের তোরণ নির্ম্মিত হইল এবং তাহাদের দীপ্তিতে ওষধিপ্রস্থের রাজবর্ত্ম এতই উজ্জ্বল হইল যে, সাক্ষাৎ স্বর্গধামই যেন আসিয়া ওষধিপ্রস্থনগরে পরিণত হইয়াছে—বলিয়া ভ্রান্তি জন্মিল ॥ ৩ ॥

যদিও আরও অনেক পুত্রকন্যা ছিল, কিন্তু অচিরেই উমার পাণিগ্রহণ হইবে, বরের উমাকে হাতে ধরিয়া পরে লইয়া যাইবে,—এই কারণে উমাশশী মেনাহিমালয়ের যেন বিশেষ প্রাণস্বরূপ, অথবা প্রাণের অধিক হইয়া উঠিলেন। মাতাপিতার মনে হইতে লাগিল, যেন, কতকাল পরে উমাকে পাইয়াছেন, তাই দেখিয়া আর তৃপ্তি হয় না; যেন একবার দেহত্যাগ করিয়া, আত্মীয়গণকে অকূল শোকসাগরে ভাসাইয়া বহুদিন পরে উমা আবার ফিরিয়া আসিয়াছেন,—তাই মাতা-পিতা সেই হারানিধিকে আর এক নিমেষও চোখের আড়াল করিতে চান না। (এই স্থলে, ১ম সর্গের—

মহীভৃতঃ পুত্রবতোঽপি দৃষ্টিস্তস্মিন্নপত্যে ন জগাম তৃপ্তিম্ ।
অনন্ত-পুষ্পস্য মধোর্হি চূতে দ্বিরেফমালা সবিশেষসঙ্গা ॥ ২৭ ॥

—শ্লোক দ্রষ্টব্য) ॥ ৪ ॥

অঙ্কাদ্ যযাবঙ্কমুদীরিতাশীঃ সা মণ্ডনান্মণ্ডনমন্বভুঙ্‌ক্তে।
সম্বন্ধি-ভিন্নোঽপি গিরেঃ কুলস্য স্নেহস্তদেকায়তনং জগাম ॥ ৫ ॥

মৈত্রে মুহূর্ত্তে শশলাঞ্ছনেন যোগং গতাসূত্তরফল্গুনীষু।
তস্যাঃ শরীরে প্রতিকর্ম্ম চক্রুর্বন্ধুস্ত্রিয়ো যাঃ পতিপুত্রবত্যঃ ॥ ৬ ॥

সা গৌরসিদ্ধার্থ-নিবেশবদ্ভির্দূর্ব্বাপ্রবালৈঃ প্রতিভিন্নশোভম্।
নির্নাভি-কৌশেয়মুপাত্তবাণমভ্যঙ্গনেপথ্যমলঞ্চকার ॥ ৭ ॥

বভৌ চ সম্পর্কমুপেত্য বালা নবেন দীক্ষাবিধি-সায়কেন।
করেণ ভানোর্বহুলাবসানে সন্ধুক্ষ্যমাণেব শশাঙ্করেখা ॥ ৮ ॥

অন্বয়।—সা (পার্ব্বতী) উদীরিতাশীঃ (সতী) অঙ্কাৎ অঙ্কং যযৌ, মণ্ডনাৎ মণ্ডনম্ অন্বভুঙ্‌ক্ত। (তথা) সম্বন্ধিভিন্নঃ অপি গিরেঃ কুলস্য স্নেহঃ তদেকায়তনং জগাম ॥ ৫ ॥

(অথ) মৈত্রে মুহূর্ত্তে উত্তরফল্গুনীষু শশ-লাঞ্ছনেন যোগং গতাসু (সতীষু) পতিপুত্রবত্যঃ বন্ধুস্ত্রিয়ঃ তস্যাঃ শরীরে প্রতিকর্ম্ম (প্রসাধনং) চক্রুঃ ॥ ৬ ॥

সা (গৌরী) গৌরসিদ্ধার্থ নিবেশবদ্ভিঃ (শ্বেত-সর্ষপ-প্রক্ষেপবদ্ভিঃ) দূর্ব্বাপ্রবালৈঃ প্রতিভিন্ন-শোভং নির্নাভি-কৌশেয়ম্ উপাত্তবাণম্ অভ্যঙ্গনেপথ্যম্ (অপি) অলঞ্চকার ॥ ৭ ॥

(কিঞ্চ ইতি চকারার্থঃ) বালা নবেন দীক্ষাবিধি-সায়কেন সম্পর্কম্ উপেত্য বহুলাবসানে নবেন ভানোঃ করেণ সন্ধুক্ষ্যমাণা (উপচীয়মানা) শশাঙ্করেখা ইব বভৌ ॥ ৮ ॥

বঙ্গার্থ।—হিমালয়ের বিস্তৃত বংশের—স্ত্রীপুরুষ—সকলেরই যত কিছু স্নেহ-ভালোবাসা,—সব যেন গিয়া এক উমার উপরে পড়িল। নিজ নিজ সন্তান সন্ততির প্রতি স্নেহ যদি পূর্ব্ব হইতেই বিভক্ত ছিল অর্থাৎ আপন আপন পুত্রকন্যাদির উপর স্নেহ যদিও পূর্ব্ব হইতে নিবদ্ধ ছিল, তবুও আজ সে সমস্ত আকর্ষণ—প্রাণের টান—গিয়া উমায় বর্ত্তিল। সকলেই কত আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে উমাকে কোলে করিতে লাগিলেন ও নানাবিধ গহনায় সাজাইয়া দিলেন। কোলে কোলে নূতন নূতন অলঙ্কার পরিতে উমা ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন ॥ ৫ ॥

বিবাহের পূর্ব্বে কন্যাকে হরিদ্রা ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্যদ্বারা স্নান করাইয়া সাজাইয়া দিবার একটা পদ্ধতি আছে, এবং তাহা জীবৎ-পুত্রিকা রমণীদিগের দ্বারাই করাইতে হয়। এ ক্ষেত্রেও তাহা হইল। মৈত্রমুহূর্ত্তে—অর্থাৎ উত্তরমুহূর্ত্ত হইতে তৃতীয়মুহূর্ত্ত যখন উত্তরফাল্গুনী নক্ষত্র গিয়া চন্দ্রের সহিত সংযুক্ত হইল,—সেই শুভলগ্নে (পূর্ব্বোক্তরূপ) জুটি বনী কামিনীরা উমার সাজগোজ করিতে বসিলেন ॥ ৬ ॥

প্রথমে গায় হলুদ দিয়া স্নান করাইতে হইবে, পরে "জল সইতে" হইবে। উমার বেলায় সে সব ঠিকমত করা হইল। শ্বেতসর্ষপযুক্ত নবীন দূর্ব্বাঙ্কুরে তাঁহার সীঁথি শোভা পাইল এবং নাভিদেশ আবৃত করিয়া কৌশেয়বসন পরান হইল। পরে, হাতে তাঁহার একটি বাণ দেওয়া হইল। এই সব ধারণ করিয়া উমা যখন দাঁড়াইলেন, তখন মনে হইল যেন, তাঁহার ন্যায় সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীর অঙ্গ-লাভ করিয়া ঐ সকল বেশভূষাই অলঙ্কৃত হইয়াছে ॥ ৭ ॥

তখী উমা ক্ষত্রিয়-বালিকার বিবাহকালোচিত সেই নবীন বাণের সম্পর্কে (অর্থাৎ বাণ হাতে লইয়া) কৃষ্ণপক্ষের অবসানে (শুক্লপক্ষে) সৌরকর দ্বারা ক্রমঃ বর্দ্ধিত শশাঙ্ক-রেখার ন্যায় শোভা পাইতে লাগিলেন। কৌমার জীবনরূপ কৃষ্ণপক্ষ এত দিনে তিরোহিত হইল, এইবার নারীজীবনের শুক্লপক্ষ সমাগত, আজ সবে তার প্রতিপৎ, তাই শীর্ণ চন্দ্ররেখা-রূপিণী উমাশশীর ক্রমবর্দ্ধমান অবস্থা আসিয়াছে। অচিরেই—জীবনের যে পূর্ণিমা আসিবে,—তাহারই যেন সূচনা হইয়াছে ॥ ৮ ॥

তাং লোধ্রকল্কেন হৃতাঙ্গতৈলামাশ্যান-কালেয়-কৃতাঙ্গরাগাম্ ।
বাসো বসানামভিষেকযোগ্যং নার্য্যশ্চতুষ্কাভিমুখং ব্যনৈষুঃ ॥ ৯ ॥
বিন্যস্তবৈদূর্য্যশিলাতলেঽস্মিন্নাবদ্ধমুক্তা-ফল-ভক্তি-চিত্রে ।
আবর্জ্জিতাষ্টাপদকুম্ভতোয়ৈঃ সতূর্য্যমেনাং স্নপয়াম্বভূবুঃ ॥ ১০ ॥
সা মঙ্গলস্নানবিশুদ্ধগাত্রী গৃহীতপত্যুদ্গমনীয়-বস্ত্রা ।
নির্বৃত্ত-পর্জন্যজলাভিষেকা প্রফুল্লকাশা বসুধেব রেজে ॥ ১১ ॥
তস্মাৎ প্রদেশাচ্চ বিতানবন্তং যুক্তং মণিস্তম্ভচতুষ্টয়েন ।
পতিব্রতাভিঃ পরিগৃহ্য নিন্যে কৢপ্তাসনং কৌতুকবেদিমধ্যম্ ॥ ১২ ॥
তাং প্রাঙ্মুখীং তত্র নিবেশ্য তন্বীং ক্ষণং ব্যলম্বন্ত পুরো নিষণ্ণাঃ ।
ভূতার্থশোভাহ্রিয়মাণনেত্রাঃ প্রসাধনে সন্নিহিতেঽপি নার্য্যঃ ॥ ১৩ ॥

অন্বয়।—লোধ কল্কেন (লোধ্রচূর্ণেন) হৃতাঙ্গ-তৈলাম্, আশ্যান-কালেয়-কৃতাঙ্গরাগাম্, অভিষেক-যোগ্যং বাসঃ বসানাং তাং (পার্ব্বতীং) নার্য্যঃ চতুষ্কাভিমুখং (চতুঃস্তম্ভ-গৃহাভিমুখং) ব্যনৈষুঃ (স্নানগৃহং নিন্যুঃ) ॥ ৯ ॥

বিন্যস্ত বৈদূর্য্য-শিলাতলে আবদ্ধমুক্তাফলভক্তি-চিত্রে অস্মিন্ (চতুষ্কে) এনাং (পার্ব্বতীং) আবর্জ্জিতাষ্টাপদ-কুম্ভ-তোয়ৈঃ সতূর্য্যং (মঙ্গলবাদ্যযুক্তং যথা তথা) স্নপয়াম্বভূবুঃ (নার্য্যঃ) ॥ ১০ ॥

মঙ্গল-স্নান-বিশুদ্ধ-গাত্রী গৃহীতপত্যুদ্গমনীয়বস্ত্রা (ধৌত-বস্ত্রম্ আচ্ছাদিতবতী) সা (পার্ব্বতী) নির্বৃত্ত-পর্জ্জন্য-জলাভিষেকা প্রফুল্লকাশা বসুধা ইব রেজে ॥ ১১ ॥

(কিঞ্চ ইতি চকারার্থঃ) সা পার্ব্বতী (পূর্ব্বশ্লোকান্বয়-বর্জ্যতে) তস্মাৎ প্রদেশাৎ (স্নানস্থানাৎ) বিতানবন্তং মণিস্তম্ভ-চতুষ্টয়েন যুক্তং কৢপ্তাসনং কৌতুকবেদিমধ্যং পতিব্রতাভিঃ পরিগৃহ্য (বাহুভ্যাম্ আলিঙ্গ্য) নিন্যে (প্রসাধননিমিত্তম্) ॥ ১২ ॥

নার্য্যঃ (প্রসাধিকাঃ) তাং তন্বীং তত্র (বেদিমধ্যে) প্রাঙ্মুখীং নিবেশ্য পুরঃ নিষণ্ণাঃ (তথা) প্রসাধনে সন্নিহিতে অপি ভূতার্থশোভাহ্রিয়মাণ-নেত্রাঃ (সত্যঃ) ক্ষণং ব্যলম্বন্ত। (প্রকৃত্যা এব সুন্দর্য্যাঃ অস্যাঃ ভূষান্তরেণ কিম্ ইতি তূষ্ণীং স্থিতাঃ) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গার্থ।—লোধ-কুসুমের শ্বেত পরাগের দ্বারা প্রথমতঃ উঁহার গাত্রের তৈল মার্জ্জনা করিয়া পরে গাঢ় ও সুরভি কালেয়-নামক গন্ধদ্রব্য দ্বারা তাঁহার অঙ্গরাগ করিয়া দেওয়া হইল। তারপর তিনি স্নানকালোচিত একখানা শাড়ী পরিধান করিলেন। পরে—পূর্ব্বোক্ত আয়তিমতী (এয়ো) পুরকামিনীরা তাঁহাকে চতুস্তম্ভ-সমন্বিত স্নানগৃহে লইয়া চলিলেন। এবং—॥ ৯ ॥

সেই মরকত-শিলাময় ও নানা বর্ণমুক্তা খচিত স্নান-গৃহাভ্যন্তরে পার্ব্বতীকে বসাইয়া হেমকুম্ভের বারি দ্বারা স্নান করাইতে লাগিলেন। স্নানকালে চারিদিকে মঙ্গলবাদ্য বাজিয়া উঠিল ॥ ১০ ॥

প্রাগুক্ত মঙ্গল-স্নানের পর নির্ম্মল-কলেবরা পার্ব্বতী যখন পতিসমীপে গমনের উপযোগী ধৌত বস্ত্রযুগল ধারণ করিলেন, অর্থাৎ মনোহর শাড়ী ও কাঁচলী পরিলেন, তখন বর্ষাপগমে,—প্রফুল্ল কাশকুসুম পরিশোভিত ধরিত্রী দেবীর ন্যায় তাঁহার অপূর্ব্ব শ্রী জন্মিল ॥ ১১ ॥

তার পর, সেই স্নান-স্থান হইতে, চন্দ্রাতপ-সজ্জিত ও মণিময়স্তম্ভচতুষ্টয়ে পরিশোভিত এক অতিরমণীয় মণ্ডপের মধ্যবর্ত্তী সুসজ্জিত বেদির উপরিস্থিত মণিময় আসনে, পার্ব্বতীকে হাতে হাতে জড়াইয়া লইয়া ঐ পতিব্রতা পুরস্ত্রীরা বসাইলেন। এইবার উমাকে সাজসজ্জায় সুশোভিত করিতে হইবে। কিন্তু—॥ ১২ ॥

যখন সেই প্রসাধিকা কামিনীরা কৃশাঙ্গী পার্ব্বতীকে প্রাগুক্ত বেদিমধ্যে পূর্ব্বমুখী করিয়া বসাইয়া নিজেরাও তাঁহার সম্মুখে বসিলেন, তখন নিসর্গসুন্দরী গিরি-দুহিতার অকৃত্রিম শরীরলাবণ্যে তাঁহাদের এমনই তাক্ লাগিয়া গেল যে,—"এমন মেয়েকে আবার কি সাজাইব, সজ্জায় ইহার কি অধিক শোভা জন্মিবে"—ইত্যাদি নানা-প্রকার ভাবিতে ভাবিতে, তাঁহারা কিছুকাল চুপ করিয়া উমার দিকে চাহিয়া বসিয়াই রহিলেন। বেশভূষা তাদের কাছেই ছিল, তবুও কৃত্রিম সাজে অকৃত্রিম সৌন্দর্য্যবতী উমাকে সাজাইতে তাঁহাদের বিলক্ষণ বিলম্ব ঘটিল। কিন্তু বিবাহের সময়ে সাজগোজ ত করিতেই হইবে, তাই তাঁহারা—॥ ১৩ ॥

ধূপোষ্মণা ত্যাজিতমার্দ্রভাবং কেশান্তমন্তঃকুসুমং তদীয়ম্।
পর্য্যাক্ষিপৎ কাচিদুদারবন্ধং দূর্ব্বাবতা পাণ্ডুমধূকদাম্না ॥ ১৪ ॥

বিন্যস্তশুক্লাগুরু চক্ষুরঙ্গং গোরোচনাপত্রবিভক্তমস্যাঃ ।
সা চক্রবাকাঙ্কিতসৈকতায়াস্ত্রিস্রোতসঃ কান্তিমতীত্য তস্থৌ ॥ ১৫ ॥

লগ্নদ্বিরেফং পরিভূয় পদ্মং সমেঘরেখং শশিনশ্চ বিম্বম্।
তদাননশ্রীরলকৈঃ প্রসিদ্ধৈশ্চিচ্ছেদ সাদৃশ্যকথাপ্রসঙ্গম্ ॥ ১৬ ॥

কর্ণার্পিতো লোধ্রকষায়রুক্ষে গোরোচনাক্ষেপনিতান্তগৌরে ।
তস্যাঃ কপোলে পরভাগলাভাদ্ ববন্ধ চক্ষুংষি যবপ্ররোহঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়।—কাচিৎ (প্রসাধিকা) ধূপোষ্মণা আর্দ্র ভাবং ত্যাজিতম্ অন্তঃকুসুমং তদীয়ং কেশান্তং দূর্ব্বাবতা পাণ্ডু-মধূকদাম্না (হরিতমধূকফ-কুসুমমাল্যেন) উদারবন্ধং (যথা তথা) পর্য্যাক্ষিপৎ (ববন্ধ) ॥ ১৪ ॥

অস্যাঃ (পার্ব্বত্যাঃ) অঙ্গং বিন্যস্ত শুক্লাগুরু (তথা) গোরোচনাপত্র-বিভক্তং (চ) চক্ষুঃ। (তথাভূতা) সা (গৌরী) চক্রবাকাঙ্কিতসৈকতায়াঃ ত্রিস্রোতসঃ কান্তিম্ অতীত্য তস্থৌ (তস্থুকে) ॥ ১৫ ॥

প্রসিদ্ধৈঃ অলকৈঃ (উপলক্ষিতা) তদাননশ্রীঃ লগ্ন-দ্বিরেফং পদ্মং সমেঘ-রেখং শশিনঃ বিম্বং চ পরিভূয় (তিরস্কৃত্য) সাদৃশ্যকথাপ্রসঙ্গং (অপি) চিচ্ছেদ ॥ ১৬ ॥

তস্যাঃ কর্ণার্পিতঃ যবপ্ররোহঃ লোধ্রকষায়রুক্ষে গোরোচনাক্ষেপনিতান্তগৌরে কপোলে পরভাগ-লাভাৎ (বর্ণোৎ-কর্ষপ্রাপ্তেঃ) চক্ষুংষি (দর্শকানাং) ববন্ধ (জহার) ॥ ১৭ ॥

ভাবার্থ।—প্রথমতঃ শিক্ষয়িত্রী উমার দেহের আর্দ্র-ভাব ধূপের ধূম-সংযোগে তিরোহিত করিলেন এবং উমার কুসুম-খচিত কুঞ্চিত কেশপাশ, মধ্যে মধ্যে রচিত দূর্ব্বাদলে গ্রথিত হরিদ্বর্ণের মধূকম-কুসুমের মালায় সুন্দর করিয়া বাঁধিয়া দিলেন। এবং—তাঁহারা ॥১৪ ॥

পার্ব্বতীর সুকোমল অঙ্গলতিকা শ্বেত অগুরু-পঙ্কমিশ্রিত গোরোচনা দ্বারা নানাবিধ পত্ররচনায় সুশোভিত করিয়া দিলেন। তাহাতে, চক্রবাক-শোভিত সৈকত-শালিনী পতিতপাবনী ত্রিপথগার কান্তিও উমার তদানীন্তন দেহ-লাবণ্যের নিকট যেন অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হইল ॥ ১৫ ॥

আগুল্ফ-লম্বিত কুঞ্চিত কেশকলাপে পার্ব্বতীর সুন্দর মুখখানি এমনই শ্রী ধারণ করিল যে, তাহার সমীপে ভ্রমর-যুক্ত পদ্ম বা কৃষ্ণ মেঘলাঞ্ছিত চন্দ্রও হার মানিল। উহাদের সহিত সে মুখের উপমা ত পরের কথা। সে যেন যথার্থই—

"বিনাইয়া বিনোদিনী বেণীর শোভায়।
সাপিনী তাপিনী-তাপে বিবরে লুকায় ॥
কে বলে শারদ-শশী সে মুখের তুলা।
পদ-নখে প'ড়ে তা'র আছে কতগুলা ॥
কাড়ি নিল মৃগমদ নয়ন-হিল্লোলে।
কাঁদে রে কলঙ্কী চাঁদ মৃগ করি কোলে ॥"

(ভারতচন্দ্র) ॥ ১৬ ॥

পার্ব্বতীর কপোলতল লোধ-পরাগের বিলেপনে চর্চিত হওয়ায় তাহার ধবলতা যেন আরও বর্দ্ধিত হইল। তাহাতে আবার গোরোচনার বিন্যাসে তাহার রক্তাভ ভাবও প্রকাশ পাইতে লাগিল। কানে তাঁহার নবোদ্ভিন্ন যবের অঙ্কুর —প্রদত্ত হইল এবং ঐ শ্বেত-রক্তাভ কপোলে সেই যবাঙ্কুর উপদাসক্ত হইয়া এমনই অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিল,—শ্বেত, রক্ত ও হরিত—ত্রিবর্ণের সংমিশ্রণে এমনই শ্রী জন্মিল যে, সে দিক্ হইতে চোখ আর ফিরানো গেল না ॥ ১৭ ॥

রেখাবিভক্তঃ সুবিভক্তগাত্র্যাঃ কিঞ্চিন্মধূচ্ছিষ্টবিমৃষ্টরাগঃ।
কামপ্যভিখ্যাং স্ফুরিতৈরপুষ্যদাসন্নলাবণ্যফলোঽধরোষ্ঠঃ ॥ ১৮ ॥

পত্যুঃ শিরশ্চন্দ্রকলামনেন স্পৃশেতি সখ্যা পরিহাসপূর্ব্বম্।
সা রঞ্জয়িত্বা চরণৌ কৃতাশীর্মাল্যেন তাং নির্ব্বচনং জঘান ॥ ১৯ ॥

তস্যাঃ সুজাতোৎপলপত্রকান্তে প্রসাধিকাভির্নয়নে নিরীক্ষ্য।
ন চক্ষুষোঃ কান্তিবিশেষবুদ্ধ্যা কালাঞ্জনং মঙ্গলমিত্যুপাত্তম্ ॥ ২০ ॥

সা সম্ভবদ্ভিঃ কুসুমৈর্লতেব জ্যোতির্ভিরুদ্যদ্ভিরিব ত্রিযামা।
সরিদ্বিহঙ্গৈরিব লীয়মানৈরামুচ্যমানাভরণা চকাশে ॥ ২১ ॥

অন্বয়।—সুবিভক্ত-গাত্র্যাঃ (তস্যাঃ পার্ব্বত্যাঃ) রেখা-বিভক্তঃ কিঞ্চিন্মধূচ্ছিষ্টবিমৃষ্টরাগঃ আসন্ন-লাবণ্যফলঃ অধরোষ্ঠঃ স্ফুরিতৈঃ কাম্ অপি (অনির্ব্বচনীয়াম্) অভিখ্যাম্ অপুষ্যৎ ॥ ১৮ ॥

সখ্যা (কর্ত্র্যা) চরণৌ রঞ্জয়িত্বা, অনেন (চরণেন) পত্যুঃ শিরশ্চন্দ্রকলাং স্পৃশ—ইতি পরিহাসপূর্ব্বং কৃতাশীঃ সা (পার্ব্বতী) তাং (পরিহাসকারিণীং সখীং) মাল্যেন নির্ব্বচনং (যথা তথা) জঘান (তাড়য়ামাস) ॥ ১৯ ॥

প্রসাধিকাভিঃ সুজাতোৎপলপত্রকান্তে তস্যাঃ নয়নে নিরীক্ষ্য কালাঞ্জনং চক্ষুষোঃ কান্তিবিশেষবুদ্ধ্যা ন উপাত্তম্। মঙ্গলম্ ইতি (হেতোঃ) (উপাত্তম্) ॥ ২০ ॥

আমুচ্যমানাভরণা সা (গৌরী) সম্ভবদ্ভিঃ কুসুমৈঃ লতা ইব, উদ্যদ্ভিঃ জ্যোতির্ভিঃ (নক্ষত্রৈঃ) ত্রিযামা ইব, লীয়মানৈঃ (নিষীদদ্ভিঃ) বিহঙ্গৈঃ সরিৎ ইব চকাশে (শোভং প্রাপ) ॥ ২১ ॥

বঙ্গার্থ।—উমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-সমুদয়,—যে'টি যেমন হইলে মানায়, ঠিক তেমনই বিধাতা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাদৃশী অনবদ্যাঙ্গী উমাদেবীর অধরোষ্ঠের (নিম্নোষ্ঠের) মধ্য-ভাগে একটি রেখা থাকায় মনে হইত, তাহা যেন ঠিক সমান দুই ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। শীতপ্রধান হিমালয় প্রদেশের প্রবল শৈত্যে পাছে—ওষ্ঠ ফাটিয়া যায়, সেই জন্য মধু, কুঙ্কুম এবং মোম দিয়া একপ্রকার—প্রলেপ তৈয়ারী করিয়া ওষ্ঠে লাগানো হয়; তাহাতে ওষ্ঠের নির্ম্মলতাও অনেক বৃদ্ধি পায়। উমার ওষ্ঠে ঐ প্রলেপ লাগানোতে সে অধর ওষ্ঠ যেন আরও তরলতম হইয়াছিল। অচিরেই হর-সমাগমরূপ চরম সৌভাগ্যের সংঘটন হইবে, বুঝি তাহাই সূচনা করিবার জন্য সেই অপূর্ব্ব লাবণ্যময়—ওষ্ঠ, আপনার অচির সার্থকতা স্মরণ করিয়া যখন কাঁপিতেছিল, স্ফুরিত হইতেছিল, তখনকার সে শোভা ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না ॥ ১৮ ॥

কোনো সখী পার্ব্বতীর চরণকমল অলক্তকরাগে রঞ্জিত করিয়া,—নানা শুভ কামনাপূর্ণ আশীর্ব্বাদ করিল এবং কহিল,—"উমা, এই অলক্ত-লাঞ্ছিত চরণে তোমার পতির মাথার চন্দ্রকলা স্পর্শ করিও,—(রহস্য-ক্রীড়া-বিশেষে)। সখীদের এই ঠাট্টা বিদুষী গৌরীর বুঝিতে বিলম্ব হইল না। তিনি সলজ্জ ক্রোধভরে ও বিনা-বাক্যব্যয়ে,—হাতের মালাছড়া দিয়া সখীকে প্রহার করিলেন ॥ ১৯ ॥

সম্পূর্ণ প্রস্ফুটিত নীলপদ্মের মত সদা চল্ চল্—উমার কমনীয় নয়ন-দ্বয়ে ঘনকৃষ্ণ অঞ্জন পরাইতে গিয়া প্রসাধিকারা যখন ভালো করিয়া সেই নয়নের সৌন্দর্য্য দেখিল, তখন, শুভকার্য্যে এ সব পরাইতে হয়, তাই তাহারা উমা-নেত্রে কজ্জল পরাইল, নতুবা কজ্জলে সেই নয়নের কোনো বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হইবে, ইহা ভাবিয়া পরাইল না। এমনই সুন্দর সেই কমলাক্ষীর নয়ন। ॥ ২০ ॥

অলঙ্কার পরিবার পর উমার অতি অনির্ব্বচনীয় শোভা বাড়িল। কুসুমভারে নত লতার ন্যায়, নক্ষত্র-রাজি-বিরাজিত রজনীর ন্যায় এবং প্রভাতকালে বক্ষে ভাসমান বিহঙ্গের দ্বারা তটিনীর ন্যায়, আভরণ-ভারে তাঁহার দেহ-লাবণ্যের পরিবৃদ্ধি ঘটিল ॥ ২১ ॥

আত্মানমালোক্য চ শোভমানমাদর্শবিম্বে স্তিমিতায়তাক্ষী।
হরোপযানে ত্বরিতা বভূব স্ত্রীণাং প্রিয়ালোকফলো হি বেশঃ ॥ ২২ ॥
অথাঙ্গুলিভ্যাং হরিতালমার্দ্রং মাঙ্গল্যমাদায় মনঃশিলাঞ্চ।
কর্ণাবসক্তামলদন্তপত্রং মাতা তদীয়ং মুখমুন্নমষ্য ॥ ২৩ ॥
উমাস্তনোদ্ভেদমনু প্রবৃদ্ধো মনোরথো যঃ প্রথমং বভূব।
তমেব মেনা দুহিতুঃ কথঞ্চিদ্বিবাহদীক্ষাতিলকঞ্চকার ॥ ২৪ ॥
ববন্ধ চাস্রাকুলদৃষ্টিরস্যাঃ স্থানান্তরে কল্পিতসন্নিবেশম্।
ধাত্র্যঙ্গুলীভিঃ প্রতিসার্য্যমাণমূর্ণাময়ং কৌতুকহস্তসূত্রম্ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়।—(কিঞ্চ ইতি চকারার্থঃ) সা (গৌরী) শোভমানম্ আত্মানম্ আদর্শ বম্বে (দর্পণমণ্ডলে) স্তিমিতায়তাক্ষী (সতী) আলোক্য হরোপযানে (হরপ্রাপ্তিবিষয়ে) ত্বরিতা বভূব। হি—(তথাহি)—স্ত্রীণাং বেশঃ প্রিয়ালোকফলঃ (ভবতি) ॥ ২২ ॥

অথ (প্রসাধনাৎ পরং) মাতা (মেনা) মাঙ্গল্যম্ আর্দ্রং হরিতালং মনঃশিলাং চ অঙ্গুলিভ্যাম্ আদায় কর্ণ বসক্তামলদন্তপত্রং তদীয়ং মুখম্ উন্নময্য—(তিলকং চকার ইতি পরেণ অন্বয়ঃ) ॥ ২৩ ॥

উমা স্তনোদ্ভেদম্ অনু (উমায়াস্তনোদয়ম্ আরভ্য) প্রবৃদ্ধঃ যঃ মনোরথঃ প্রথমং (যথা তথা) বভূব, মেনা দুহিতুঃ তম্ এব (মনোরথং) বিবাহদীক্ষাতিলকং কথঞ্চিৎ চকার ॥ ২৪ ॥

(এবঞ্চ) মেনা অস্রাকুলদৃষ্টিঃ (সতী) অস্যাঃ (পার্ব্বত্যাঃ) স্থানান্তরে কল্পিত-সন্নিবেশং (অতএব) ধাত্র্যঙ্গুলীভিঃ প্রতিসার্য্যমাণম্ (স্বস্থানং প্রাপ্যমাণম্) ঊর্ণাময়ং (মেষাদিরোমনির্ম্মিতং) কৌতুকহস্তসূত্রং ববন্ধ চ ॥ ২৫ ॥

বঙ্গার্থ—তিনি গিয়া নির্ম্মল দর্পণ-সমীপে দাঁড়াইলেন এবং তাহাতে স্বকীয় সালঙ্কারা মূর্ত্তির ছায়া দর্শনে—আনন্দে, মোহে, কেমন যেন একটা জড়তায় উমার চোখ বুজিয়া আসিতে লাগিল এবং উপান্ত যেন—চন্দ্রশেখরের সকাশে যাইবার নিমিত্ত তাঁহার একটা বিষম ব্যগ্রতা জন্মিল। তাহা জন্মিবারই কথা। রমণীকুলের বেশভূষার—সাজ-সজ্জার চরম সার্থকতাই হইল স্ব স্ব প্রিয়তম কর্ত্তৃক তাহার সন্দর্শন। যিনি দেখিয়া খুশী হইবেন, মজিবেন, তিনিই যদি না দেখিলেন, তবে সে অলঙ্কারে, তাদৃশ সাজ-সজ্জার প্রয়োজন কি? ॥ ২২ ॥

পূর্ব্বোক্ত-রূপে পতিপুত্রবতী রমণীদিগের দ্বারা সমস্ত মাঙ্গলিক কার্য্য, "স্ত্রী-আচার"—সুসম্পাদিত হওয়ার পর, মাতা মেনা ধীরে ধীরে কন্যার সম্মুখে আসিলেন। আজ তাঁহার উমারাণীর বিবাহ। তাহার কপালে মাকে আজ স্বহস্তে তিলক পরাইয়া—পরের হাতে সঁপিয়া দিতে হইবে। উমা, মাতা মেনার সম্মুখে উপবিষ্ট, তাঁহার কর্ণের অবতংসীভূত অমল দন্তপত্র অমলতম কপোলফলকে আসিয়া পড়িতেছে,—জল্ জল্ করিতেছে; মা মেনা তর্জ্জনী এবং মধ্যমা অঙ্গুলির দ্বারা মনঃশিলা-চূর্ণের সহিত ঈষদার্দ্র হরিতালদ্রব মিশাইয়া,—একটি টিপ্ হইতে পারে, এতটুকু তুলিয়া লইয়া সেই সুন্দরী দুহিতার সুন্দর মুখখানি, চিবুক ধরিয়া একটু উঁচু করিয়া ধরিয়াছেন ও কপালে শুভ-কর্ম্মের তিলক পরাইবেন ভাবিতেছিলেন। হঠাৎ কিন্তু পরাইতে পারিতেছেন না, বাম হস্তের অঙ্গুলির দ্বারা—সমুন্নমিত কন্যার মুখের দিকে চাহিয়াই আছেন। সেই প্রথম যখন কিশোরী উমার স্তন-কুট্মলের ঈষদুদগম লক্ষ্য করিয়াছিলেন, তদবধি মা'র মনে, মনের মত পাত্রের হাতে উমাকে সমর্পণ করিবার যে বাসনা জাগিয়াছিল এবং স্তনকুড্মলের দিন দিন পরিবৃদ্ধির সহিত মা'র যে বাসনা বৃদ্ধি পাইতেছিল, সেই অভিলাষ আজ পরিপূর্ণ হইতেছে, উমা বিশ্ব-বরেণ্য বরে অর্পিত হইতেছেন, তাই মা যেন সেই পরিপূর্ণ অভিলাষেরই পূর্ণ অভিব্যক্তিরূপ এই বিবাহকালোচিত তিলক কোনোমতে উমার কপালে—পরাইয়া দিলেন। যত বড় যোগ্য পাত্রেই কন্যা অর্পিত হউক না কেন,—পিতামাতার প্রাণ কিন্তু তখন অস্থির না হইয়া যায় না ॥ ২৩-২৪ ॥

এবার মেনা আর চোখের জল রাখিতে পারিলেন না। উমার হাতে মেষাদি রোম-নির্ম্মিত "কৌতুক-সূত্র" অর্থাৎ বিবাহের মঙ্গলসূত্র বাঁধিতে হইবে। আনন্দাশ্রুতে জননীর চক্ষু ভরিয়া আসিল, তিনি সূত্রবন্ধনের স্থানটা—উমার হাতের প্রকোষ্ঠটা ঠিক দেখিতে না পাইয়া, অস্থানে সূতোগাছটি যেমন লাগাইলেন, অমনি উমার উপমাতা—(ধাই-মা) আসিয়া গিরিরাণীর হাতখানি ধরিয়া ঠিক স্থানে সরাইয়া দিলেন, আর মেনাও স্থিরচিত্তে সূত্রবন্ধন করিলেন ॥ ২৫ ॥

ক্ষীরোদবেলেব সফেনপুঞ্জা পর্য্যাপ্তচন্দ্রেব শরত্ত্রিযামা।
নবং নবক্ষৌমনিবাসিনী সা ভূয়ো বভৌ দর্পণমাদধানা ॥ ২৬ ॥
তামর্চ্চিতাভ্যঃ কুলদেবতাভ্যঃ কুলপ্রতিষ্ঠাং প্রণময্য মাতা।
অকারয়ৎ কারয়িতব্যদক্ষা ক্রমেণ পাদগ্রহণং সতীনাম্ ॥ ২৭ ॥
অখণ্ডিতং প্রেম লভস্ব পত্যুরিত্যুচ্যতে তাভিরুমা স্ম নম্রা।
তয়া তু তস্যার্দ্ধশরীরভাজা পশ্চাৎকৃতাঃ স্নিগ্ধজনাশিষোঽপি ॥ ২৮ ॥
ইচ্ছাবিভূত্যোরনুরূপমদ্রিস্তস্যাঃ কৃতী কৃত্যমশেষয়িত্বা।
সভ্যঃ সভায়াং সুহৃদাস্থিতায়াং তস্থৌ বৃষাঙ্কাগমন-প্রতীক্ষঃ ॥ ২৯ ॥
তাবদ্বরস্যাপি কুবেরশৈলে তৎপূর্ব্বপাণিগ্রহণানুরূপম্।
প্রসাধনং মাতৃভিরাদৃতাভির্ন্যস্তং পুরস্তাৎ পুরশাসনস্য ॥ ৩০ ॥

অন্বয়।—নবক্ষৌম-নিবাসিনী (তথা) নবং দর্পণম্ আদধানা সা সফেন-পুঞ্জা ক্ষীরোদবেলা ইব, পর্য্যাপ্ত-চন্দ্রা শরত্ত্রিযামা ইব ভূয়ঃ বভৌ ॥ ২৬ ॥

কারয়িতব্য-দক্ষা (কর্ম্মোপদেশকুশলা) মাতা (মেনা) কুল-প্রতিষ্ঠাং তাম্ (গৌরীম্) অর্চ্চিতাভ্যঃ কুল-দেবতাভ্যঃ প্রণময্য (প্রণামং কারয়িত্বা) সতীনাং পাদগ্রহণং ক্রমেণ অকারয়ৎ ॥ ২৭ ॥

নম্রা (প্রণতা) উমা তাভিঃ (সতীভিঃ) পত্যুঃ অখণ্ডিতং (অবিচ্ছিন্নং) প্রেম লভস্ব—ইতি উচ্যতে স্ম। তস্য (হরস্য) অর্দ্ধশরীরভাজা তয়া (গৌর্য্যা) তু স্নিগ্ধ-জনাশিষঃ অপি পশ্চাৎকৃতাঃ ॥ ২৮ ॥

কৃতী সভ্যঃ অদ্রিঃ (হিমবান্) ইচ্ছাবিভূত্যোঃ অনুরূপং (যথা তথা) তস্যাঃ (পার্ব্বত্যাঃ) কৃত্যম্ অশেষয়িত্বা (সমাপ্য) সুহৃদাস্থিতায়াং সভায়াং বৃষাঙ্কাগমন প্রতীক্ষঃ (সন্) তস্থৌ ॥ ২৯ ॥

তাবৎ (যাবৎ গৌরী-প্রসাধনং ক্রিয়তে) কুবেরশৈলে তৎ-পূর্ব্ব-গ্রহণানুরূপং প্রসাধনম্ আদৃতাভিঃ মাতৃভিঃ পুর-শাসনস্য বরস্য অপি পুরস্তাৎ ন্যস্তম্ ॥ ৩০ ॥

বঙ্গার্থ।—উমার হাতে একখানি নূতন দর্পণ দেওয়া হইল। নূতন-ক্ষৌমবসন পরিধারিণী গৌরী যখন সেই স্বচ্ছ দর্পণ হাতে তুলিয়া ধরিলেন, তখন ক্ষীর-সিন্ধুর ফেন-রাশি-বিহসিত সতত-প্রসন্ন বেলাভূমির ন্যায় এবং পর্য্যোদিত চন্দ্রমার সমুদ্ভাসিত শারদী রজনীর ন্যায় তাঁহার এক অতি অপূর্ব্ব শোভা জন্মিল ॥ ২৬ ॥

স্ত্রী-আচার সম্বন্ধে মেনার প্রচুর অভিজ্ঞতা ছিল। গৃহ-দেবতাদিগকে পূর্ব্বেই পূজা করা হইয়াছিল। এখন মেনা কুলের অবলম্বনভূতা কন্যা পার্ব্বতীকে সেই গৃহদেবতাদের উদ্দেশে প্রণাম করাইলেন এবং শেষে, ক্রমে প্রাবীণ্য হিসাবে, একে একে, পূর্ব্বোক্তজীবৎপতিপুত্রিকা সাধ্বীদিগের পাদ-বন্দনা করাইলেন ॥ ২৭ ॥

প্রণত উমাকে, ঐ সতী রমণীরা,—"পতির অখণ্ড—অবিচ্ছিন্ন—প্রেম লাভ করিও" বলিয়া যেমন আশীর্ব্বাদ করিলেন, অমনি লজ্জারুণমুখী উমাও মাথা নীচু করিলেন। অনন্ত-গুণশালিনী—উমা কিন্তু নিজগুণে, স্নেহময়ী সতীদিগের ঐ আশীর্ব্বাদ ছাড়াইয়া আরও অনেক দূর—উঠিয়াছিলেন। "অখণ্ড প্রেম" তো সামান্য, উমা পতির প্রকৃত-পক্ষেই অর্দ্ধাঙ্গী হইয়াছিলেন। "আধ হর আধ গৌরী" রূপে জীবন কৃতার্থ করিয়াছিলেন ॥ ২৮ ॥

আনন্দিনী উমার বিবাহোৎসব ও তদঙ্গ শুভ-কর্ম্মাদি যেরূপভাবে সম্পন্ন করিবার এতদিন বাসনা করিয়া আসিয়াছেন, সভ্য ও কর্ম্মকুশল—হিমালয়, আজ তত্তোধিক সমারোহের সহিত বিবাহের সেই সমুদয় প্রাথমিক কার্য্য নিঃশেষে সুসম্পন্ন করিয়া, বন্ধুবান্ধব-পরিপূর্ণ সম্প্রদান-সভায় বৃষাঙ্ক চন্দ্রশেখরের আগমন প্রতীক্ষায় উৎকণ্ঠিত হইয়া রহিলেন ॥ ২৯ ॥

ও দিকে—কৈলাসপর্বতে, সেই সর্ব্বপ্রথম পরিণয়োৎসবের অনুরূপ অর্থাৎ প্রথম উৎসব যতটা জাঁকজমকের সহিত সম্পাদিত হয়, ঠিক তেমনই ভাবে বিশ্বনাথের ন্যায় ত্রিলোক-পূজ্য বরের সাজ সজ্জা, অলঙ্কারসামগ্রী ব্রাহ্মী প্রভৃতি মাতৃকামণ্ডলী আনিয়া ত্রিপুরবিজয়ী মহাদেবের সম্মুখে রাখিয়া দিলেন ॥ ৩০ ॥

তদেশৗরবান্মঙ্গলমণ্ডনশ্রীঃ সা পস্পৃশে কেবলমীশ্বরেণ।
স এব বেশঃ পরিণেতুরিষ্টং ভাবান্তরং তস্য বিভোঃ প্রপেদে ॥ ৩১ ॥
বভূব ভস্মৈব সিতাঙ্গরাগঃ কপালমেবামলশেখরশ্রীঃ।
উপান্তভাগেষু চ রোচনাঙ্কো গজাজিনস্যৈব দুকূলভাবঃ ॥ ৩২ ॥
শঙ্খান্তরদ্যোতি বিলোচনং যদন্তর্নিবিষ্টামলপিঙ্গতারম্।
সান্নিধ্যপক্ষে হরিতালময্যাস্তদেব জাতং তিলকক্রিয়ায়াঃ ॥ ৩৩ ॥
যথাপ্রদেশং ভুজগেশ্বরাণাং করিষ্যতামাভরণান্তরত্বম্।
শরীরমাত্রং বিকৃতিং প্রপেদে তথৈব তস্থুঃ ফণরত্নশোভাঃ ॥ ৩৪ ॥
দিবাপি নিষ্ঠ্যূতমরীচিভাসা বাল্যাদনাবিষ্কৃতলাঞ্ছনেন।
চন্দ্রেণ নিত্যং প্রতিভিন্নমৌলেশ্চূড়ামণেঃ কিং গ্রহণং হরস্য ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়। ঈশ্বরেণ সা মঙ্গল মণ্ডন-শ্রীঃ তদ্‌গৌরবাৎ (তাস্‌ মাতৃকাস্‌ আদরাৎ) কেবলং পস্পৃশে (ন তু দধে)। (কিন্তু) তস্য বিভোঃ সঃ বেশঃ এব (ভস্মকপালাদি-ভূষণম্‌ এব) পরিণেতুঃ ইষ্টং (অপেক্ষিতং) ভাবান্তরং প্রপেদে (অঙ্গ-ভূষণত্বেন পরিণতঃ আসীৎ) ॥ ৩১ ॥

(কিম্ভূতং তৎ? ইতি বিশদয়তি)—ভস্ম এব সিতাঙ্গরাগঃ বভূব, কপালম্‌ এব অমল-শেখর-শ্রীঃ (শিরোভূষণং) (বভূব)। গজাজিনস্য এব উপান্তভাগেষু (অঞ্চলপ্রদেশেষু) রোচনাঙ্কঃ দুকূলভাবঃ চ (পট্টাংশুকত্বং চ) (বভূব)। (ভস্মাদিকমপি অঙ্গরাগাদিকং প্রাপ) ॥ ৩২ ॥

শঙ্খান্তরদ্যোতি (ললাটাস্থিমধ্যে দীপ্তিমৎ) অন্তর্নিবিষ্টামল-পিঙ্গতারং যৎ বিলোচনং, তৎ এব হরিতাল-ময্যাঃ তিলক-ক্রিয়ায়াঃ সান্নিধ্যপক্ষে জাতম্ ॥৩৩॥

যথা-প্রদেশম্‌ আভরণান্তরত্বং করিষ্যতাং ভুজগেশ্বরাণাং শরীরমাত্রং বিকৃতিং প্রপেদে। ফণরত্ন-শোভাঃ তথা এব তস্থুঃ ॥৩৪॥

দিবা (দিনে) অপি নিষ্ঠ্যূত-মরীচি-ভাসা বাল্যাৎ (অল্প-ত্বাৎ) অনাবিষ্কৃত-লাঞ্ছনেন চন্দ্রেণ নিত্যং প্রতিভিন্ন-মৌলেঃ (খচিতমুকুটস্য) হরস্য চূড়ামণেঃ গ্রহণং কিম্‌? (অনর্থকমিতি ভাবঃ) ॥৩৫॥

বঙ্গার্থ।—মাতৃমণ্ডলীর প্রতি গৌরব প্রদর্শনের নিমিত্ত জগৎপতি সেই বিবাহ কালোচিত—প্রসাধনাদি কেবল একবার করদ্বারা স্পর্শ করিলেন। পরন্তু তাঁহার—চিরন্তন যে স্বাভাবিক বেশভূষা ছিল, তাহাই পরিণয়োচিত শঙ্করের অভিপ্রায়ের অনুরূপ আকার ধারণ-পূর্ব্বক, অপূর্ব্ব অলঙ্কারে পরিণত হইল ॥৩১॥

বিভূতিভূষণের চিরাদৃত ভস্মই অপূর্ব্ব গন্ধানুলেপ এবং নরকপাল—অমল শিরোভূষণ হইল। আর তদীয় পরিধেয় গজাজিনের প্রান্তভাগ রোচনারাগে সুরঞ্জিত হইয়া ক্ষৌম-বসনের আসন গ্রহণ করিল ॥৩২॥

ললাটাস্থির মধ্যে সতত দীপ্তিময় এবং স্তিমিত পিঙ্গল-তারা-বিশিষ্ট, ত্রিলোচনের তৃতীয় নয়ন এমনই নিশ্চলভাবে ললাটফলকে শোভা পাইতেছিল যে, তাহাই হরিতাল-দ্রবের তিলক বলিয়া মনে হইতেছিল। পৃথক্ হরিতাল-তিলকের আর প্রয়োজনই হইল না ॥৩৩॥

তিলকের ন্যায়, কঙ্কণাদি আভরণেরও কোনো আবশ্যকতা রহিল না। প্রকোষ্ঠে, বাহুতে যেখানে যে সকল বিষধর সর্প সর্ব্বদা বিজড়িত থাকিত, তাহারা সেই সেই স্থানে ঠিক তেমনই ভাবে রহিল,—শুধু তাহাদের দেহটা তৎস্থানযোগ্য অলঙ্কারের রূপে পরিণত হইল মাত্র। কিন্তু তাই বলিয়া তাহাদের ফণাস্থিত মণির শোভার কিছুমাত্র ব্যত্যয় ঘটিল না। সেই মণিসমূহ ঐ অলঙ্কাররূপী বিষধরের শিরে পূর্ব্ববৎ জল্ জল্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল ॥৩৪॥

শশি-ভূষণ মহাদেবের মস্তকে বাল-শশাঙ্ক-লেখা দিনরাত্রি সমভাবে শোভা পাইত। তৃতীয়া-চতুর্থীর চন্দ্রলেখায় যেমন চন্দ্রের কলঙ্ক দেখা যায় না, তদ্রূপ, হরের শিরস্থিত ঐ চন্দ্র-কলারও কোনরূপ কলঙ্ককালিমা দৃষ্টিগোচর হইত না। দিনের বেলায়ও মস্তকস্থিত সেই চন্দ্রকলা হইতে অবিরত কিরণের কান্তি বিস্ফুরিত হইত। সুতরাং চূড়ামণি গ্রহণের আর দরকার হইল না। অমন প্রকৃতি-সিদ্ধ চূড়ামণির নিকট অপ্রকৃত কৃত্রিম শিরোভূষণের কি কোনো উপযোগিতা আছে? ॥৩৫॥

ইত্যদ্ভুতৈকপ্রভবঃ প্রভাবাৎ প্রসিদ্ধ-নেপথ্যবিধের্বিধাতা।
আত্মানমাসন্নগণোপনীতে খড়্গে নিবিষ্টপ্রতিমং দদর্শ ॥ ৩৬ ॥

স গোপতিং নন্দিভুজাবলম্বী শার্দ্দূলচর্ম্মান্তরিতোরুপৃষ্ঠম্।
তদ্ভক্তি-সংক্ষিপ্ত-বৃহৎপ্রমাণমারুহ্য কৈলাসমিব প্রতস্থে ॥ ৩৭ ॥

তং মাতরো দেবমনুব্রজন্ত্যঃ স্ববাহনক্ষোভ-চলাবতংসাঃ।
মুখৈঃ প্রভামণ্ডলরেণুগৌরৈঃ পদ্মাকরং চক্রুরিবান্তরীক্ষম্ ॥ ৩৮ ॥

তাসাঞ্চ পশ্চাৎ কনকপ্রভাণাং কালী কপালাভরণা চকাশে।
বলাকিনী নীলপয়োদরাজী দূরং পুরঃক্ষিপ্ত-শতহ্রদেব ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়।—ইতি (ইত্থং) প্রভাবাৎ প্রসিদ্ধ নেপথ্য-বিধেঃ বিধাতা অদ্ভুতৈকপ্রভবঃ (সঃ দেবঃ) আসন্নগণোপনীতে খড়্গে নিষক্ত-প্রতিমম্ আত্মানং দদর্শ ॥ ৩৬ ॥

সঃ (দেবঃ) নন্দিভুজাবলম্বী (সন্) শার্দ্দূলচর্ম্মান্তরিতোরুপৃষ্ঠং তদ্-ভক্তি-সংক্ষিপ্ত-বৃহৎ-প্রমাণং (তস্মিন্ হরে ভক্ত্যা সঙ্কোচিত-দেহং) গোপতিং (বৃষভরাজং) কৈলাসম্ ইব আরুহ্য প্রতস্থে ॥ ৩৭ ॥

তম্ (দেবম্) অনুব্রজন্ত্যঃ স্ববাহন-ক্ষোভ-চলাবতংসাঃ মাতরঃ (সপ্তমাতৃকাঃ) প্রভামণ্ডল-রেণু-গৌরৈঃ মুখৈঃ অন্তরীক্ষং পদ্মাকরম্ ইব চক্রুঃ ॥ ৩৮ ॥

কনক প্রভাণাং তাসাং (মাতৃণাং) পশ্চাৎ কপালাভরণা কালী (মহাকালী দেবী) চ বলাকিনী দূরং পুরঃ-ক্ষিপ্ত শতহ্রদা নীল-পয়োদ-রাজী (কালমেঘ-পঙ্ক্তিঃ) ইব চকাশে ॥ ৩৯ ॥

ভাবার্থ।—নীর অপ্রতিম প্রভাব-বলে, এইভাবে, জগৎপতি শঙ্কর নিজের বিবাহকালোচিত অনুপম ও অসাধারণ অলঙ্কার বেশভূষা সৃষ্টি করিয়া লইয়া সুসজ্জিত হইলেন, তখন, সমীপবর্ত্তী অনুচর প্রমথগণ তাঁহার সম্মুখে আসিয়া একখানি স্ফটিকস্বচ্ছ খড়্গ ধারণ করিল এবং ত্রিলোকনাথ তাহাতে আত্মপ্রতিবিম্ব দেখিতে লাগিলেন। (বীরপুরুষগণের পক্ষে এইরূপে খড়্গে প্রতিবিম্বদর্শনের আচার প্রচলিত আছে) ॥ ৩৬ ॥

এইভাবে বিশ্বনাথের সাজ-সজ্জা শেষ হইল,—বিশালকায় বৃষভরাজকে তাঁহার সম্মুখে আনা হইল। সেই বৃষরাজের সুবৃহৎ পৃষ্ঠদেশ ব্যাঘ্রচর্ম্মে আচ্ছাদিত।—বৃষপতি, শঙ্করের উপর অগাধ ভক্তি নিবন্ধন, তাহার বিরাট্ বপুঃ অনেকটা সঙ্কোচিত করিল এবং ভূতনাথ সমীপস্থ নন্দিকেশ্বরের বাহুতে ভর দিয়া সেই বৃষপৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। মনে হইল, কৈলাসনাথ যেন তাঁহার অতি প্রিয় অমলধবল কৈলাস পর্ব্বতে উঠিলেন ॥ ৩৭ ॥

দেবদেব শম্ভু বিবাহের নিমিত্ত যখন পূর্ব্বোক্ত বৃষভ-পৃষ্ঠে যাত্রা করিলেন, তখন, সপ্তমাতৃকারাও স্ব স্ব বাহনে—পুষ্পকাদিরথে তাঁহার অনুগমন করিলেন। রথক্ষোভে তাঁহাদের অবতংস—কর্ণভূষণগুলি কাঁপিয়া (দোদুল্ দোদুল্ বা) ঝল্মল্ ঝল্মল্ করিতে লাগিল। স্ব স্ব বদনের নির্ম্মল প্রভায়, মনে হইল, তাঁহারা মুখে যেন কতই কুঙ্কুমরেণু মাখিয়াছেন। এইভাবে তাঁহাদের গমনকালে, বোধ হইল, আকাশে বুঝি কত পদ্মফুল ফুটিয়া সমীরণভরে কাঁপিতেছে। নীল আকাশ, যেন শতদল-পূর্ণ নীল সরসীর আকার ধারণ করিল ॥ ৩৮ ॥

সেই কথিত-কনক-কান্তি মাতৃমণ্ডলীর পশ্চাতে শ্বেত-নরকপালধারিণী ঘোর কৃষ্ণবর্ণা মহাকালী দেবী চলিয়াছেন। যেন শ্বেতবর্ণের বলাকায় পরিশোভিত হইয়া সুনীল মেঘমালা ছুটিয়াছে, আর তাহার পুরোভাগে হেমকান্তি বিদ্যুৎ ঝল্কাইতেছে ॥ ৩৯ ॥

ততো গণৈঃ শূলভৃতঃ পুরোগৈরুদীরিতো মঙ্গলতূর্য্যঘোষঃ।
বিমানশৃঙ্গাণ্যবগাহমানঃ শশংস সেবাবসরং সুরেভ্যঃ॥ ৪০॥
উপাদদে তস্য সহস্ররশ্মিস্ত্বষ্ট্রা নবং নির্ম্মিতমাতপত্রম্।
স তদ্দুকূলাদবিদূরমৌলির্বভৌ পতদ্গঙ্গ ইবোত্তমাঙ্গে॥ ৪১॥
মূর্ত্তে চ গঙ্গাযমুনে তদানীং সচামরে দেবমসেবিষাতাম্।
সমুদ্রগারূপবিপর্য্যয়েঽপি স-হংসপাতে ইব লক্ষ্যমাণে॥ ৪২॥
তমভ্যগচ্ছৎ প্রথমো বিধাতা শ্রীবৎসলক্ষ্মা পুরুষশ্চ সাক্ষাৎ।
জয়েতি বাচা মহিমানমস্য সংবর্দ্ধয়ন্তৌ হবিষেব বহ্নিম্॥ ৪৩॥
একৈব মূর্ত্তির্বিভিদে ত্রিধা সা সামান্যমেষাং প্রথমাবরত্বম্।
বিষ্ণোর্হরস্তস্য হরিঃ কদাচিদ্বেধাস্তয়োস্তাবপি ধাতুরাদ্যৌ॥ ৪৪॥

অন্বয়।—ততঃ শূলভৃতঃ পুরোগৈঃ গণৈঃ উদীরিতঃ মঙ্গলতূর্য্যঘোষঃ বিমানশৃঙ্গাণি অবগাহমানঃ (সন্) সুরেভ্যঃ (বিমানস্থেভ্যঃ) সেবাবসরং শশংস॥ ৪০॥

ত্বষ্ট্রা (হরস্য), সহস্ররশ্মিঃ ত্বষ্ট্রা নির্ম্মিতং নবম্ আতপত্রম্ উপাদদে (ধৃতবান)। তদ্দুকূলাৎ অবিদূরমৌলিঃ (দূরার্থ-যোগে পঞ্চমী বৈকল্পিকী) সঃ (হরঃ) উত্তমাঙ্গে পতদ্গঙ্গঃ ইব বভৌ॥ ৪১॥

গঙ্গাযমুনে মূর্ত্তে সচামরে চ (সত্যৌ) সমুদ্রগা-রূপ-বিপর্য্যয়ে অপি স-হংস-পাতে ইব লক্ষ্যমাণে (সত্যৌ চ) তদানীং (বিবাহ-সময়ে) দেবম্ (তং হরম্) অসেবিষাতাম্ (অভজতাম্)॥ ৪২॥

প্রথমঃ বিধাতা (চতুর্ম্মুখঃ) শ্রীবৎস-লক্ষ্মা পুরুষঃ (বিষ্ণু) চ জয় ইতি বাচা অস্য (দেবস্য) মহিমানং হবিষা বহ্নিম্ ইব সংবর্দ্ধয়ন্তৌ (সন্তৌ) সাক্ষাৎ তং (দেবং) অভ্যগচ্ছৎ (সম্মুখম্ উপাগতৌ)॥ ৪৩॥

সা একা এব মূর্ত্তিঃ ত্রিধা (ব্রহ্মবিষ্ণুশিবাত্মকত্বেন) বিভিদে। এষাং (ত্রয়াণাং) প্রথমাবরত্বং (প্রথমত্বং অবরত্বং চ, জ্যেষ্ঠত্বং কনিষ্ঠত্বং চ) সামান্যং (সাধারণং, সাদৃশিকং), কদাচিৎ হরঃ বিষ্ণোঃ (আদ্যঃ), (কদাচিৎ) হরি; তস্য (হরস্য) (আদ্যঃ)। (কদাচিৎ) বেধাঃ তয়োঃ (হরি-হরয়োঃ) (আদ্যঃ), (কদাচিৎ) তৌ (হরিহরৌ) অপি ধাতুঃ (ব্রহ্মণঃ) আদ্যৌ। (এতেষাং পৌর্ব্বাপর্য্যম্ অনিয়তম্)॥ ৪৪॥

বঙ্গার্থ।—এইভাবে বরপক্ষের শুভযাত্রা আরম্ভ হইলে, শম্ভুর অগ্রগামী প্রমথগণ মঙ্গলময় বাদ্যধ্বনি আরম্ভ করিয়া দিল। সেই দিগন্ত-বিসারী বাদ্যধ্বনি গিয়া আকাশচর বিমান-সমূহে প্রতিধ্বনিত হইয়া, যেন, তন্মধ্যবর্ত্তী দেববৃন্দকে জানাইল যে, বিবাহের শোভাযাত্রা আরম্ভ হইয়াছে, ত্রিলোকনাথের সেবার এই কিন্তু প্রকৃষ্ট অবসর॥ ৪০॥

বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং, শঙ্করের মত ত্রিলোকপূজ্য বরের মাথায় ধরিবার উপযুক্ত একটি ছত্র নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন;—সহস্ররশ্মি—সূর্য্য সেই অপূর্ব্ব আতপত্র মহাদেবের মাথায় ধরিলেন। উক্ত ছত্রের ধবল ও সূক্ষ্ম ঝালরের প্রান্তভাগ যখন গঙ্গাধরের পিঙ্গলজটাজূটময় মস্তকের সমীপে পতপত করিয়া উড়িতে লাগিল, তখন মনে হইল, যেন তাঁহার মাথায় হিমালয় গলিত গঙ্গার শ্বেতধারা পতিত হইতেছে॥ ৪১॥

গঙ্গা এবং যমুনা, স্ব স্ব নদীরূপ পরিহার-পূর্ব্বক, মূর্ত্তিমতী রমণীর রূপে আসিয়া শম্ভুকে চামর বীজন করিতে লাগিলেন। আজ তাঁহাদের আর সে সাগর-গামিনী শ্বেত এবং কৃষ্ণ তটিনীর আকৃতি নাই, তবুও কিন্তু তাঁহাদের করস্থিত চামর-ক্ষেপণে, মনে হইল, যেন সত্য সত্যই গঙ্গা-যমুনার হংসমালা আসিয়া উড়িয়া পড়িয়াছে ও নড়িতেছে চড়িতেছে॥ ৪২॥

ঘৃতাহুতির দ্বারা যেমন হবির্ভুক্ অনলের মাহাত্ম্য বর্দ্ধিত হয়, তদ্রূপ, "জয় হউক"—এই কথার দ্বারা ত্রিজগজ্জয়ী ত্রিপুরারির মাহাত্ম্য সংবর্দ্ধিত করিতে করিতে, জগতের আদি বিধাতা ও শ্রীবৎস-চিহ্ন শোভিত পুরাণ পুরুষ সাক্ষাৎ বিষ্ণু আসিয়া শঙ্করের সমীপে উপস্থিত হইলেন॥ ৪৩॥

সেই একই মূর্ত্তি,—ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব—এই ত্রিপ্রকারে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকটিত হইয়া থাকেন মাত্র। নতুবা বস্তুগত্যা তাঁহাদের কোনোই ভেদ নাই। অতএব ইঁহাদের ভিতরের অমুক বড়, অমুক ছোট, বা অমুক প্রথম, অমুক দ্বিতীয়—ইত্যাদি বিভাগ ধর্ত্তব্যের মধ্যেই নহে, বা করাও যায় না। কেন না, কোনো সময়ে, হয়তো হর বিষ্ণুর প্রথম বা পূর্ব্ববর্ত্তী, কখনো আবার সেই বিষ্ণুই হরের আবির্ভূত, কখনো বিধাতা অর্থাৎ ব্রহ্মা আবার সেই দুই জনের—হরি ও হরের পূর্ব্ববর্ত্তী, কভু বা ঐ হরিহর সৃষ্টি-কর্ত্তা ব্রহ্মারও পূর্ব্ববর্ত্তিরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকেন। সুতরাং ইঁহাদের তিন জনের মধ্যে পৌর্ব্বাপর্য্যের কোনো বাঁধা-বাঁধি নিয়ম নাই ও করিতে যাওয়ার চেষ্টা করাও বৃথা॥ ৪৪॥

তং লোকপালাঃ পুরুহূতমুখ্যাঃ শ্রীলক্ষণোৎসর্গবিনীতবেষাঃ।
দৃষ্টিপ্রদানে কৃতনন্দিসংজ্ঞাস্তদ্দর্শিতাঃ প্রাঞ্জলয়ঃ প্রণেমুঃ ॥ ৪৫ ॥

কম্পেন মূর্দ্ধ্নঃ শতপত্রযোনিং বাচা হরিং বৃত্রহণং স্মিতেন।
আলোকমাত্রেণ সুরানশেষান্ সম্ভাবয়ামাস যথাপ্রধানম্ ॥ ৪৬ ॥

তস্মৈ জয়াশীঃ সসৃজে পুরস্তাৎ সপ্তর্ষিভিস্তান্ স্মিতপূর্ব্বমাহ।
বিবাহযজ্ঞে বিততেঽত্র যূয়মধ্বর্য্যবঃ পূর্ব্ববৃতা ময়েতি ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বাবসুপ্রাগ্রহরৈঃ প্রবীণৈঃ সঙ্গীয়মানত্রিপুরাবদানঃ।
অধ্বানমধ্বান্ত-বিকারলঙ্ঘ্যস্ততার তারাধিপখণ্ড-ধারী ॥ ৪৮ ॥

খে খেলগামী তমুবাহ বাহঃ সশব্দ-চামীকরকিঙ্কিণীকঃ।
তটাভিঘাতাদিব লগ্নপঙ্কে ধুন্বন্মুহুঃ প্রোতঘনে বিষাণে ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়।—পুরুহূত-মুখ্যাঃ লোকপালাঃ শ্রীলক্ষণোৎসর্গ-বিনীত-বেষাঃ (সন্তঃ) (তথা) দৃষ্টি-প্রদানে কৃতনন্দিসংজ্ঞাঃ, তদ্দর্শিতাঃ (তেন নন্দিনা অয়ম্ ইন্দ্রঃ প্রণমতি, অয়ং চন্দ্রঃ ইতি নিবেদিতাঃ) প্রাঞ্জলয়ঃ (চ সন্তঃ) তং (মহেশং) প্রণেমুঃ ॥ ৪৫ ॥

(সঃ দেবঃ) শতপত্রযোনিং (চতুর্ম্মুখং) মূর্দ্ধ্নঃ কম্পেন, (তথা) হরিং বাচা (সম্ভাষণেন), বৃত্রহণং (ইন্দ্রং) স্মিতেন, অশেষান্ সুরান্ আলোকমাত্রেণ (চ ইত্থং) যথা-প্রধানং সম্ভাবয়ামাস ॥ ৪৬ ॥

তস্মৈ (শিবায়) সপ্তর্ষিভিঃ পুরস্তাৎ জয়াশীঃ (জয়-ইতি আশীঃ) সসৃজে। (সঃ শম্ভুঃ) তান্ (সপ্তর্ষীন্) বিততে অত্র বিবাহ-যজ্ঞে যূয়ং ময়া পূর্ব্ব-বৃতাঃ অধ্বর্য্যবঃ ইতি স্মিতপূর্ব্বম্ আহ ॥ ৪৭ ॥

বিশ্বাবসুপ্রাগ্রহরৈঃ (তন্নামকগন্ধর্ব্বপ্রমুখৈঃ) প্রবীণৈঃ (সঙ্গীতনিপুণৈঃ প্রকৃষ্ট-বীণা-বিশিষ্টৈঃ বা) সংগীয়মান-ত্রিপুরাবদানঃ অ-ধ্বান্ত-বিকার-লঙ্ঘ্যঃ তারাধিপখণ্ডধারী অধ্বানং ততার ॥ ৪৮ ॥

খে খেলগামী স-শব্দ-চামীকর-কিঙ্কিণীকঃ বাহঃ (বৃষভরাজঃ) প্রোত ঘনে (স্যূত-মেঘে অতঃ) তটাভিঘাতাৎ লগ্ন-পঙ্কে ইব (স্থিতে) বিষাণে (শৃঙ্গদ্বয়ং) মুহুঃ ধুন্বন্ তম্ (হরম্) উবাহ ॥ ৪৯ ॥

বঙ্গার্থ। ইন্দ্রাদি লোকপালগণ, তাঁহাদের ছত্র-চামর ঐরাবত প্রভৃতি স্ব স্ব ঐশ্বর্য্যের যাহা কিছু চিহ্ন, তাহা দূরে রাখিয়া, অতীব বিনীত-বেশে ত্রিলোচনের সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং "আমার দর্শনটা করাইয়া দাও" বলিয়া প্রতিহার-রক্ষী নন্দীকে বার বার হস্তাদিসঙ্কেতে জানাইতে লাগিলেন। নন্দীও "এই ইন্দ্র প্রণাম করিতেছেন, এই ইনি চন্দ্র,—ইত্যাদিরূপে দেববৃন্দকে পরিচিত করিয়া দিলেন এবং তাঁহারাও যুক্ত-করে দেবাদিদেবকে প্রণাম করিলেন ॥ ৪৫ ॥

তখন জগদীশ্বর স্বীয় মস্তক ঈষৎ কম্পিত করিয়া কমলযোনি ব্রহ্মাকে, দু'একটি কথা বলিয়া বিষ্ণুকে এবং একটু হাসিয়া সুরপতি ইন্দ্রকে সংবর্দ্ধিত ও আপ্যায়িত করিলেন।—অপরাপর সাধারণ দেবতাদিগের দিকে একবার সস্নেহ দৃষ্টি দান করাতেই তাঁহারা পরম আপ্যায়িত হইলেন। এইভাবে যিনি যতটা সম্মানের যোগ্য, তাঁহার প্রতি ততটা সম্মান, আদর-যত্ন প্রদর্শিত হইল ॥ ৪৬ ॥

তখন সপ্তর্ষিবৃন্দ অগ্রসর হইয়া মহাদেবের উদ্দেশে "জয়" এই শুভকামনা ঘোষণা করিলেন; এবং শম্ভুও কহিলেন—"এই সমারব্ধ বিবাহযজ্ঞে পূর্ব্ব হইতেই তো আপনাদিগকে আমি অধ্বর্য্যুর পদে বরণ করিয়াছি" ॥ ৪৭ ॥

তখন বিশ্বাবসুপ্রমুখ পরম-নিপুণ বীণাবাদক গন্ধর্ব্বগণ কর্ত্তৃক শম্ভুর ত্রিপুরবিজয়াদি অবদান-পরম্পরা তারস্বরে সঙ্গীত হইতে লাগিল এবং সেই রাগদ্বেষ-মোহ প্রভৃতি তামসভাবের অতীত চন্দ্রশেখর হিমালয় নগরাভিমুখে অগ্রসর হইয়া চলিলেন ॥ ৪৮ ॥

শম্ভুর বাহন বৃষভরাজ তাহার বিশাল বপুঃ দোলাইয়া শূন্যপথে শম্ভুকে বহন করিয়া লইয়া চলিল। তাহার গলবিলম্বী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বর্ণ-ঘণ্টিকাগুলি হইতে এক অতি সুখশ্রাব্য রুনু রুনু ধ্বনি উত্থিত হইল এবং তাহার—সুদীর্ঘ শৃঙ্গদ্বয়ে কত মেঘ আবিদ্ধ হইতে লাগিল, কতক বা শৃঙ্গে লাগিয়াই রহিল। মনে হইল, যেন বৃষভ-রাজ কোথায় কোন্ পাহাড়দেশে, বা তটভূমিতে শৃঙ্গের দ্বারা উৎখাতকেলি করিয়াছিল, তাই তাহাতে বুঝি কত পঙ্ক লাগিয়া রহিয়াছে। বৃষভরাজ, গমনকালে মুহুর্ম্মুহুঃ সেই মেঘ-খণ্ড-শোভিত শৃঙ্গদ্বয় কাঁপাইতেছিল ॥ ৪৯ ॥

স প্রাপদপ্রাপ্তপরাভিযোগং নগেন্দ্রগুপ্তং নগরং মুহূর্তাৎ।
পুরোবিলগ্নৈর্হরদৃষ্টিপাতৈঃ সুবর্ণসূত্রৈরিব কৃষ্যমাণঃ ॥ ৫০ ॥
তস্যোপকণ্ঠে ঘননীলকণ্ঠঃ কুতূহলাদুন্মুখপৌরদৃষ্টঃ।
স্ববাণচিহ্নাদবতীর্য মার্গাদাসন্নভূ-পৃষ্ঠমিয়ায় দেবঃ ॥ ৫১ ॥
তমৃদ্ধিমদ্বন্ধুজনাধিরূঢ়ৈর্বৃন্দৈর্গজানাং গিরিচক্রবর্তী।
প্রত্যুজ্জগামাগমনপ্রতীতঃ প্রফুল্লবৃক্ষৈঃ কটকৈরিব স্বৈঃ ॥ ৫২ ॥
বর্গাবুভৌ দেবমহীধরাণাং দ্বারে পুরস্যোদ্ঘটিতাপিধানে।
সমীয়তুর্দূরবিসর্পিঘোষৌ ভিন্নৈকসেতূ পয়সামিবৌঘৌ ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়।—সঃ (হরঃ) অপ্রাপ্ত-পরাভিযোগং নগেন্দ্র-গুপ্তং নগরম্ (ওষধিপ্রস্থং) পুরোবিলগ্নৈঃ হরদৃষ্টিপাতৈঃ সুবর্ণসূত্রৈঃ কৃষ্যমাণঃ ইব মুহূর্তাৎ প্রাপৎ ॥ ৫০ ॥

তস্য (পুরস্য) উপকণ্ঠে ঘন-নীল-কণ্ঠঃ দেবঃ কুতূহলাৎ উন্মুখ-পৌর দৃষ্টঃ (সন্) স্ববাণচিহ্নাৎ মার্গাৎ (আকাশাৎ) অবতীর্য আসন্ন ভূপৃষ্ঠম্ ইয়ায় ॥ ৫১ ॥

আগমন-প্রতীতঃ গিরিচক্রবর্তী (নগাধিরাজঃ) ঋদ্ধিমদ্বন্ধু-জনাধিরূঢ়ৈঃ গজানাং বৃন্দৈঃ প্রফুল্ল-বৃক্ষৈঃ স্বৈঃ (স্বকীয়ৈঃ) কটকৈঃ (নিতম্বৈঃ) ইব তং (হরং) প্রত্যুজ্জগাম (অভ্যবর্তত) ॥ ৫২ ॥

দূরবিসর্পি-ঘোষৌ দেব-মহীধরাণাম্ উভৌ বর্গৌ উদ্ঘটিতাপিধানে (অনর্গলীকৃতে) পুরস্য দ্বারে, ভিন্নৈকসেতূ পয়সাম্ ওঘৌ ইব সমীয়তুঃ (সঙ্গতৌ) ॥ ৫৩ ॥

বঙ্গার্থ।—ক্রতগামী বৃষভরাজ, দেখিতে দেখিতে শিবকে সেই ওষধি প্রস্থ নগরে উপস্থিত করিল। সে নগর নগরাজ হিমালয় কর্তৃক এমনই সুরক্ষিত যে, কোনো দিন কোনো বিপক্ষ তাহার ত্রিসীমাতেও পৌঁছিতে পারে নাই আক্রমণ ত পরের কথা। পরিণয়ার্থী ত্রিলোচন বৃষভ-পৃষ্ঠে বসিয়া সেই নগরের দিকে চাহিতে চাহিতে যাইতেছিলেন, মনে হইল, যেন তাঁহার পিঙ্গল নয়নের দৃষ্টিপাতরূপ সুবর্ণসূত্র-জালের দ্বারা সেই দূরবর্তী নগরকে আকর্ষণ করিয়া নিকটে টানিয়া আনা হইয়াছে; নতুবা এত তাড়াতাড়ি নগরে তাঁহারা পৌঁছিলেন কি করিয়া? ॥ ৫০ ॥

মহাদেব ত্রিপুর বিজয়-কালে নিজের বাণের দ্বারা আকাশের একটা পথ গমনাগমনের জন্য চিহ্নিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই পথেই তিনি চলা-ফেরা করিতেন। আজও ত্রিপুরারি সেই পথে গিয়া ওষধিপ্রস্থ নগরের উপকণ্ঠে অবতরণ করিলেন। পুরবাসিগণ বহু-পূর্ব হইতেই, বর দেখিবার জন্য ঊর্ধ্ব-নয়নে চাহিয়া ছিল, এতক্ষণে তাহাদের বাসনা পূর্ণ হইল। সেই নবমেঘবৎ নীলকণ্ঠকে অবলোকন করিয়া তাহারা কৌতূহল নিবৃত্তি করিল ॥ ৫১ ॥

ভাবী জামাতা ত্রিলোকনাথ চন্দ্রশেখর আসিয়াছেন,—শুনিয়া, তাড়াতাড়ি, নগকুলপতি হিমালয়, আনন্দাতিশয্যে উৎফুল্ল হইয়া জামাতাকে অভ্যর্থিত করিতে চলিলেন। বহু সমৃদ্ধি-সম্পন্ন আত্মীয়-স্বজন ও স্ব স্ব বিত্তানুযায়ী সুপরিচ্ছদে সমলঙ্কৃত হইয়া গজরাজপৃষ্ঠে তাঁহার অনুগমন করিলেন। তদ্দর্শনে মনে হইল যেন, বিকসিত কুসুমরাশিতে সুশোভিত বৃক্ষরাজি-সহ হিমালয়ের নিতম্বভাগটাই ঐ শোভাযাত্রা-ব্যপদেশে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে ॥ ৫২ ॥

ওষধিপ্রস্থ নগরের বিশাল তোরণ-দ্বারের অর্গল উন্মোচিত হইল। দুই দিক হইতে দুই দল,—শিবানুগামী দেবদল ও নগেন্দ্রানুগামী নগদল আসিয়া পরস্পর সম্মুখীন হইলেন। বহুদূর পর্যন্ত ঐ উভয় দলের কলকোলাহল বিসর্পিত হইল। মনে হইল, যেন দুই দিক্ হইতে দুইটি প্রবল জলপ্রবাহ একই সেতু ভগ্ন করিয়া উভয়ে উভয়ের দিকে অগ্রসর হইবার জন্য পরম সমুল্লাসে সম্মিলিত হইয়াছে ॥ ৫৩ ॥

হ্রীমানভূদ্ভূমিধরো হরেণ ত্রৈলোক্যবন্দ্যেন কৃতপ্রণামঃ।
পূর্ব্বং মহিম্না স হি তস্য দূরমাবর্জ্জিতং নাত্মশিরো বিবেদ ॥ ৫৪ ॥

স প্রীতিযোগাদ্বিকসন্মুখশ্রীর্জামাতুরগ্রেসরতামুপেত্য।
প্রাবেশয়ন্মন্দিরমৃদ্ধমেনমাগুল্ফ-কীর্ণাপণ-মার্গপুষ্পম্ ॥ ৫৫ ॥

তস্মিন্মুহূর্ত্তে পুরসুন্দরীণামীশানসন্দর্শনলালসানাম্।
প্রাসাদমালাসু বভূবুরিত্থং ত্যক্তান্যকার্য্যাণি বিচেষ্টিতানি ॥ ৫৬ ॥

আলোকমার্গং সহসা ব্রজন্ত্যা কয়াচিদুদ্বেষ্টনবান্তমাল্যঃ।
বন্ধুং ন সম্ভাবিত এব তাবৎ করেণ রুদ্ধোঽপি চ কেশপাশঃ ॥ ৫৭ ॥

প্রসাধিকালম্বিতমগ্রপাদমাক্ষিপ্য কাচিদ্ দ্রবরাগমেব।
উৎসৃষ্ট-লীলাগতিরা গবাক্ষাদলক্তকাঙ্কাং পদবীং ততান ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়।—ভূমিধরঃ (হিমাদ্রিঃ) ত্রৈলোক্যবন্দ্যেন হরেণ কৃতপ্রণামঃ (সন্) হ্রীমান্ (সত্রপঃ) অভূৎ। হি—(যস্মাৎ) সঃ (হিমবান্) পূর্ব্বং (হর-প্রণামাৎ প্রাগেব) তস্য (হরস্য) মহিম্না দূরম্ (অত্যর্থম্) আবর্জ্জিতম্ (অবনমিতম্) আত্মশিরঃ ন বিবেদ ॥ ৫৪ ॥

প্রীতিযোগাৎ বিকসন্-মুখ শ্রীঃ সঃ (হিমাচলঃ) জামাতুঃ অগ্রেসরতাম্ উপেত্য এনম্ (দেবম্) আগুল্ফ-কীর্ণাপণ-মার্গ-পুষ্পম্ ঋদ্ধং মন্দিরং প্রাবেশয়ৎ ॥ ৫৫ ॥

তস্মিন্ মুহূর্ত্তে (হরপ্রবেশসময়ে) ঈশান-সন্দর্শন-লালসানাং পুর সুন্দরীণাং প্রাসাদ-মালাসু ইত্থং (বক্ষ্যমাণানি) ত্যক্তান্যকার্য্যাণি বিচেষ্টিতানি বভূবুঃ ॥ ৫৬ ॥

আলোকমার্গং সহসা ব্রজন্ত্যা কয়াচিৎ (বিলাসিন্যা) উদ্বেষ্টন-বান্ত-মাল্যঃ করেণ রুদ্ধঃ অপি কেশপাশঃ তাবৎ বন্ধুং ন চ সম্ভাবিতঃ (ন স্মৃতঃ) এব ॥ ৫৭ ॥

কাচিৎ (কামিনী) প্রসাধিকালম্বিতং দ্রব-রাগম্ এব অগ্রপাদম্ আক্ষিপ্য (আকৃষ্য) উৎসৃষ্ট-লীলা-গতিঃ (ত্যক্ত-মন্দগমনা সতী) আ গবাক্ষাৎ (গবাক্ষং যাবৎ) পদবীম্ অলক্তাঙ্কাং ততান ॥ ৫৮ ॥

বঙ্গার্থ—ত্রিলোক-বন্দ্য জগদীশ্বর শঙ্কর যখন নগরাজকে প্রণাম করিলেন, তখন তিনি—হিমালয় লজ্জায় অতিশয় সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলেন। হিমালয় জানিতে পারেন নাই যে, ত্রিজগৎপূজ্য মহেশ্বরের মাহাত্ম্যপ্রভাবে, তাঁহার শির পূর্ব্ব হইতেই প্রথমে আনত হইয়াছিল। ঔৎসুক্য নিবন্ধন স্বীয় মস্তকের এই অবনতি পর্ব্বতরাজ তখন ঠাহর করিতে পারেন নাই ॥ ৫৪ ॥

ওষধিপ্রস্থ নগরের পণ্য-বীথিকা-সমূহে পূর্ব্ব হইতেই এত কুসুম বর্ষণ করা হইয়াছিল যে, তাহাতে চরণের গুল্‌ফদেশ পর্য্যন্ত নিমগ্ন হইয়া যায়। জামাতার শুভাগমনে হিমাদ্রির আনন্দের আর অবধি নাই, তাঁহার মুখ এক অপূর্ব্ব প্রফুল্লতায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। তিনি তাড়াতাড়ি সকলের আগে যাইয়া জামাতার সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং ঐ কুসুমাকীর্ণ নগরপথ দিয়া, তাঁহাকে সমৃদ্ধিপূর্ণ মন্দিরে লইয়া গেলেন ॥ ৫৫ ॥

তখন, ঈশান-সন্দর্শনের নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতেই অত্যন্ত সমুৎসুক পুরসুন্দরীরা যা'র যা'র হাতের কাজ ফেলিয়া প্রাসাদ-পৃষ্ঠে ছুটাছুটি আরম্ভ করিয়া দিলেন। একটা মহা হট্টগোল বাধিয়া গেল। নিম্নোক্তভাবে তাঁহাদের মধ্যে তাড়াহুড়ো লাগিল ॥ ৫৬ ॥

সুবিধামত স্থানে সর্ব্বাগ্রে পৌঁছিবার নিমিত্ত, কোনো সুন্দরী এতই তাড়াতাড়ি ছুটিলেন যে, তাঁহার কবরীর বন্ধন উন্মুক্ত হইল ও তাহা হইতে ফুলের মালা খসিয়া পড়িল। কিন্তু উপায় নাই। যাওয়া চাই-ই। তিনি সেই শিথিল কেশপাশ এক হাতে ধরিয়াই ছুটিতেছেন। তাহা যে বাঁধিতে হইবে, সে খেয়াল আর তাঁহার হইল না ॥ ৫৭ ॥

কোনো কামিনীর চরণে প্রসাধনকারিণী আলতা পরাইতেছিল। শোভাযাত্রার কলরব শুনিয়াই, প্রসাধিকার হাত হইতে পা ছিনাইয়া লইয়া, সেই সুন্দরী এক দৌড়ে গিয়া গবাক্ষপার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার সেই চিরাভ্যস্ত মন্থর ললীত গমন আর রহিল না। বাতায়ন পর্য্যন্ত এক পায়ের পদতলকে আলতার চিহ্নে মণ্ডিত হইল মাত্র ॥ ৫৮ ॥

বিলোচনং দক্ষিণমঞ্জনেন সম্ভাব্য তদ্বঞ্চিত-বামনেত্রা।
তথৈব বাতায়ন-সন্নিকর্ষং যযৌ শলাকামপরা বহন্তী ॥ ৫৯ ॥
জালান্তরপ্রেষিতদৃষ্টিরন্যা প্রস্থানভিন্নাং ন ববন্ধ নীবীম্।
নাভিপ্রবিষ্টাভরণপ্রভেণ হস্তেন তস্থাববলম্ব্য বাসঃ ॥ ৬০ ॥
অর্ধাচিতা সত্বরমুত্থিতায়াঃ পদে পদে দুর্নিমিতে গলন্তী।
কস্যাশ্চিদাসীদ্রশনা তদানীমঙ্গুষ্ঠমূলার্পিতসূত্রশেষা ॥ ৬১ ॥
তাসাং মুখৈরাসবগন্ধগর্ভৈর্ব্যাপ্তান্তরাঃ সান্দ্রকুতূহলানাম্।
বিলোলনেত্রভ্রমরৈর্গবাক্ষাঃ সহস্রপত্রাভরণা ইবাসন্ ॥ ৬২ ॥

অন্বয় ।—অপরা (কাচিৎ সুন্দরী) দক্ষিণং বিলোচনম্ অঞ্জনেন সম্ভাব্য (অলঙ্কৃত্য) তদ্বঞ্চিত-বাম-নেত্রা (সতী) তথৈব (তেনৈব রূপেণ) শলাকাং (অঞ্জনশলাকাং) বহন্তী (বিভ্রতী) বাতায়নসন্নিকর্ষং যযৌ ॥ ৫৯ ॥

অন্যা (কাচিৎ রমণী) জালান্তর-প্রেষিত-দৃষ্টিঃ (সতী) প্রস্থান-ভিন্নাং নীবীং (বসনগ্রন্থিং) ন ববন্ধ। (কিন্তু) নাভি-প্রবিষ্টাভরণ-প্রভেণ হস্তেন বাসঃ অবলম্ব্য তস্থৌ ॥ ৬০ ॥

সত্বরম্ উত্থিতায়াঃ কস্যাঃ চিৎ (কামিন্যাঃ) অর্ধাচিতা (মণিভিঃ অর্ধগুম্ফিতা) দুর্নিমিতে (সম্ভ্রমাৎ ক্রুতক্ষিপ্তে) পদে পদে (প্রতিপদক্ষেপে) গলন্তী বিগলিত-মুক্তা সতী) রশনা তদানীম্ অঙ্গুষ্ঠমূলার্পিত-সূত্র-শেষা আসীৎ ॥ ৬১ ॥

(তদানীং) সান্দ্রকুতূহলানাং তাসাম্ (স্ত্রীণাম্) আসবগন্ধ-গর্ভৈঃ বিলোল-নেত্র-ভ্রমরৈঃ মুখৈঃ ব্যাপ্তান্তরাঃ গবাক্ষাঃ সহস্রপত্রাভরণাঃ (কমলালঙ্কৃতাঃ) ইব আসন্ ॥ ৬২ ॥

বঙ্গার্থ ।—যদিও রমণীর বাম-নেত্রে অগ্রে অঞ্জনাক্ত করাই নিয়ম, তথাপি তাড়াতাড়িতে কোনো সুন্দরী দক্ষিণ-নয়নে কোনোমতে কজ্জল পরাইয়া, কজ্জল-শলাকাটি হাতে লইয়া গবাক্ষপার্শ্বে গিয়া হাজির হইলেন। বামনেত্রে অঞ্জন পরাইবার আর তাঁহার সময় হইল না। তাঁহার এক নেত্র সকজ্জল—ঘনকৃষ্ণ ও অপর নেত্র অকজ্জল—সাদাই রহিয়া গেল! ॥ ৫৯ ॥

অন্য এক সুন্দরী গবাক্ষের দিকে চাহিতে চাহিতেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিলেন। দ্রুত-গমনে সেই নিতম্বিনীর নিতম্বের বসন খসিয়া পড়িল। সে বিস্রস্ত বসনে গ্রন্থি বন্ধন করিবার আর সময় হইল না, তিনি হাত দিয়া কোমরের খসিয়া পড়া কাপড় ধরিয়াই ছুটিলেন, আর তাঁহার করযুক্ত অলঙ্কারের প্রভায় তদীয় নত-নাভি-গহ্বর ভরিয়া গেল ॥ ৬০ ॥

কোনো বিলাসিনী বসিয়া চন্দ্রহার গাঁথিতেছিলেন! অর্ধেক গাঁথা হইতে হইতেই তিনি শোভাযাত্রা দেখিতে ছুটিলেন; তাড়াতাড়ি যাওয়ায়, পদবিক্ষেপে অর্ধ-গ্রথিত চন্দ্রহারের মণিগুলি ঝর্ ঝর্ করিয়া ঝরিয়া পড়িতে লাগিল, শুধু তাঁহার অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলির মূলে ঐ হারের সূতোগাছটি রহিল ॥ ৬১ ॥

পুরকামিনীরা সেকালে অনেকেই একটু আধটু আসব পান করিতেন। শীতপ্রধান হিমালয়ে দরকারও হইত। আজ গবাক্ষগুলি সেই পুরসুন্দরীগণের আসবগন্ধমধুর বদন-পরম্পরায় একেবারে ভরিয়া গেল এবং তাঁহাদের ইতস্ততঃ প্রসৃত ভ্রমর-সদৃশ মধুচঞ্চল নয়নের সম্পর্কে, মনে হইল,—সেই বাতায়নরাজি যেন শতদল-রাজিতে অলঙ্কৃত হইয়াছে ॥ ৬২ ॥

তাৎপর্য ।—শুধু এই স্থানে নহে, কালিদাস-কাব্যের অনেক স্থলেই দেখিতে পাই, অন্তঃপুর-সুন্দরীরা অল্পবিস্তর আসবপান করিতেন। অথবা শুধু কালিদাস কেন? তাঁহার বহুপূর্ববর্তী রামায়ণ-মহাভারতাদিতে তো কথাই নাই। "সুরাঘটসহস্রেণ" বলিয়া সাধ্বী জানকী সুরার কত-না পক্ষপাতিতা দেখাইয়াছেন।

কুমারের সপ্তম-সর্গের এই শোভাযাত্রাদর্শনব্যগ্রা পুরসুন্দরীদের বর্ণনার ন্যায় রঘুর সপ্তমেও এক অতি মনোহর বর্ণনা পরিদৃষ্ট হয়। তবে কুমার অপেক্ষা রঘুর বর্ণনা ঈষৎ মার্জিত বলিয়া মনে হয়। কুমার যে রঘুর পূর্ববর্তী গ্রন্থ, ইহা তাহারও কতকটা পরিচায়ক ॥ ৬২ ॥

তাবৎ পতাকাকুলমিন্দুমৌলিরুত্তোরণং রাজপথং প্রপেদে।
প্রাসাদশৃঙ্গাণি দিবাপি কুর্ব্বন্ জ্যোৎস্নাভিষেকদ্বিগুণদ্যুতীনি॥ ৬৩॥
তমেকদৃশ্যং নয়নৈঃ পিবন্ত্যো নার্য্যো ন জগ্মুর্বিষয়ান্তরাণি।
তথাহি শেষেন্দ্রিয়বৃত্তিরাসাং সর্ব্বাত্মনা চক্ষুরিব প্রবিষ্টা॥ ৬৪॥
স্থানে তপো দুশ্চরমেতদর্থমপর্ণয়া পেলবয়াপি তপ্তম্।
যা দাস্যমপ্যস্য লভেত নারী সা স্যাৎ কৃতার্থা কিমুতাঙ্কশয্যাম্॥ ৬৫॥
পরস্পরেণ স্পৃহণীয়শোভং ন চেদিদং দ্বন্দ্বমযোজয়িষ্যৎ।
অস্মিন্ দ্বয়ে রূপবিধানযত্নঃ পত্যুঃ প্রজানাং বিফলোঽভবিষ্যৎ॥ ৬৬॥

অন্বয়।—তাবৎ (তস্মিন্ অবসরে) ইন্দুমৌলিঃ দিবা অপি (দিবসে অপি) প্রাসাদ-শৃঙ্গাণি জ্যোৎস্নাভিষেক-দ্বিগুণ-দ্যুতীনি কুর্ব্বন্ পতাকাকুলম্ উত্তোরণং রাজপথং প্রপেদে॥ ৬৩॥

একদৃশ্যং (অদ্বিতীয়-দর্শন-যোগ্যং) তং (শিবং) নয়নৈঃ পিবন্ত্যঃ (অতিতৃষ্ণয়া পশ্যন্ত্যঃ) নার্য্যঃ বিষয়ান্তরাণি ন জগ্মুঃ (ন বিদুঃ)। তথাহি—আসাং (নারীণাং) শেষেন্দ্রিয়বৃত্তিঃ (শ্রোত্রাদি-প্রবৃত্তিঃ) সর্ব্বাত্মনা চক্ষুঃ প্রবিষ্টা ইব॥ ৬৪॥

পেলবয়া (অতিকোমলয়া) অপর্ণয়া (পার্ব্বত্যা) এতদর্থং (এতস্মৈ শিবায়) দুশ্চরং তপঃ তপ্তম্ (ইতি যৎ, তৎ) স্থানে (যুক্তম্)। যা নারী অস্য দাস্যম্ অপি লভেত, সা কৃতার্থা স্যাৎ, (যা)—অঙ্ক-শয্যাং (লভেত), (সা) কিমুত? (কৃতার্থা ইতি কিং বক্তব্যম্?)॥ ৬৫॥

স্পৃহণীয়শোভম্ ইদং দ্বন্দ্বং (মিথুনং) (প্রজাপতিঃ) পরস্পরেণ চেৎ (যদি) ন অযোজয়িষ্যৎ,—(তর্হি) প্রজানাং পত্যু অস্মিন্ দ্বয়ে রূপ-বিধান-যত্নঃ বিফলঃ অভবিষ্যৎ॥ ৬৬॥

বঙ্গার্থ।—দেখিতে দেখিতে, চন্দ্রশেখর, অসংখ্য-পতাকা-শোভিত ও তোরণরাজি-বিরাজিত রাজ-পথে আসিয়া পড়িলেন। সেই দিবাভাগেও তদীয় ললাটচন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্নায়,—সুসজ্জিত অমল ধবল প্রাসাদ-শীর্ষ-সমূহের দ্যুতি যেন দ্বিগুণ বলিয়া মনে হইল॥ ৬৩॥

পুরসুন্দরীগণ সেই অনন্ত-মনোহর ও অপূর্ব্বদর্শন পরিণয়বেশী মহেশ্বরকে এতই নির্নিমেষ-দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন যে, এক তিনি ছাড়া—সে নয়নে আর কিছুই প্রতিভাত হইল না। তাঁহাদের কি শ্রবণ, কি নয়ন,—সমস্তই এক শঙ্করের মূর্ত্তিতে ভরিয়া গেল। বুঝি, তাঁহাদের অন্যান্য সকলে ইন্দ্রিয় চক্ষুতে প্রবিষ্ট হইয়া একমনে সেই অবাঙ্মনসগোচর চিরসুন্দরকে দেখিতে লাগিল॥ ৬৪॥

এইভাবে দেখা শেষ হওয়ার পর, সেই নারীমহলে সমালোচনা আরম্ভ হইল। তাঁহারা বলিতে লাগিলেন,—কোমলাঙ্গী অপর্ণা এই বরের জন্য যে অত কঠোর ও অন্যের পক্ষে অসাধ্য তপস্যা করিয়াছিল,—তাহা ঠিকই হইয়াছে। এমন অপরূপ বরের দাসীত্ব করিতে পাইলেও যখন জীবন সার্থক হয়, তখন এমন নয়নমনোহর বরের অঙ্কশয্যায় যে অধিরোহণ করিবে, তাহার কপালের কত জোর, কত সৌভাগ্য সে রমণীর!॥ ৬৫॥

যেমন আমাদের উমা, তেমনই এর বর,—এ দুইএর আর জোড়া নাই। এমন কমনীয়-কান্তি এই উভয়কে—উমা-মহেশ্বরকে প্রজাপতি যদি পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ না করিতেন, তবে, এই দম্পতিতে বিধাতা যে অনন্যসাধারণ রূপ-সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা একেবারেই নিরর্থক হইত॥ ৬৬॥

ন নূনমারূঢ়রুষা শরীরমনেন দগ্ধং কুসুমায়ুধস্য।
ব্রীড়াদমুং দেবমুদীক্ষ্য মন্যে সংন্যস্তদেহঃ স্বয়মেব কামঃ॥ ৬৭॥

অনেন সম্বন্ধমুপেত্য দিষ্ট্যা মনোরথপ্রার্থিতমীশ্বরেণ।
মূর্দ্ধানমালি! ক্ষিতিধারণোচ্চমুচ্চৈস্তরং বক্ষ্যতি শৈলরাজঃ॥ ৬৮॥

ইত্যোষধিপ্রস্থ-বিলাসিনীনাং শৃণ্বন্ কথাঃ শ্রোত্রসুখাস্ত্রিনেত্রঃ।
কেয়ূর-চূর্ণীকৃত-লাজমুষ্টিং হিমালয়স্যালয়মাসসাদ॥ ৬৯॥

তত্রাবতীর্য্যাচ্যুতদত্তহস্তঃ শরদ্ঘনাদ্দীধিতিমানিবোক্ষ্ণঃ।
ক্রান্তানি পূর্ব্বং কমলাসনেন কক্ষ্যান্তরাণ্যদ্রিপতের্বিবেশ॥ ৭০॥

তমন্বগিন্দ্রপ্রমুখাশ্চ দেবাঃ সপ্তর্ষিপূর্ব্বাঃ পরমর্ষয়শ্চ।
গণাশ্চ গির্য্যালয়মভ্যগচ্ছন্ প্রশস্তমারম্ভমিবোত্তমার্থাঃ॥ ৭১॥

অন্বয়।——আরূঢ়-রুষা অনেন (হরেণ) কুসুমায়ুধস্য শরীরং ন দগ্ধং নূনম্। (কিন্তু) কামঃ অমুং দেবম্ উদীক্ষ্য ব্রীড়াৎ (ব্রীড়ঃ লজ্জা তস্মাৎ) স্বয়ম্ এব সংন্যস্ত দেহঃ (ইতি) মন্যে। সৌন্দর্য্য-নিধানং চন্দ্রমৌলিং দৃষ্ট্বা কামঃ লজ্জয়া দেহং তত্যাজ॥ ৬৭॥

অয়ি আলি! শৈলরাজঃ দিষ্ট্যা (আনন্দেন) মনোরথ-প্রার্থিতম্ অনেন ঈশ্বরেণ সম্বন্ধম্ উপেত্য ক্ষিতিধারণোচ্চং মূর্দ্ধানম্ উচ্চৈস্তরং বক্ষ্যতি॥ ৬৮॥

ত্রিনেত্রঃ ইতি (ইত্থম্) ওষধি প্রস্থ-বিলাসিনীনাং (সম্বন্ধিনীঃ) শ্রোত্র-সুখাঃ কথাঃ (আলাপান্) শৃণ্বন্ কেয়ূরচূর্ণীকৃত-লাজ-মুষ্টিং হিমালয়স্য আলয়ম্ আসসাদ॥ ৬৯॥

তত্র (হিমালয়ালয়ে) অচ্যুত-দত্ত-হস্তঃ (সন্) শরদ্ঘনাৎ দীধিতিমান্ (সূর্য্যঃ) ইব—উক্ষঃ (বৃষাৎ) অবতীর্য্য কমলাসনেন পূর্ব্বং ক্রান্তানি অদ্রিপতেঃ কক্ষ্যান্তরাণি বিবেশ॥৭০॥

তম্ (ঈশ্বরম্) অন্বক্ (অনুপদং) ইন্দ্রপ্রমুখাঃ দেবাঃ চ সপ্তর্ষিপূর্ব্বাঃ পরমর্ষয়ঃ চ, গণাঃ চ, উত্তমার্থাঃ প্রশস্তম্ আরম্ভম্ ইব, গির্য্যালয়ম্ অভ্যগচ্ছন্॥ ৭১॥

মর্ম্মার্থ।—ক্রোধবশে এই শঙ্কর,—এমন অপরূপ শিব যে মদনকে দগ্ধ করিয়াছিলেন,—এ একটা কথাই নহে। এমন যাঁ'র রূপ, তা'তে অমন কঠোর কার্য্য সম্ভবপরই নহে। মনে হয়, এই অপূর্ব্ব কান্তি ত্রিজগন্মোহন দেবাদিদেবকে দেখিয়া, নিজের সৌন্দর্য্যের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল মনে করিয়া,—কন্দর্প লজ্জায় নিজেই নিজের দেহ ত্যাগ করিয়াছিল॥৬৭॥

সখি! ক্ষিতি-ধর-পতি হিমালয় অপার সামর্থ্যপ্রভাবে ধরিত্রীকে ধারণ করিয়া আছেন—বলিয়া তাঁহার মস্তক সর্ব্বদাই সর্ব্বোন্নত, ইহা সত্য; কিন্তু এ কথাও সত্য যে হিমালয় তাঁহার দীর্ঘকালের অভিলষিত এই জগৎপতির সহিত জামাতৃ-সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, সেই সর্ব্বোন্নত মস্তককে আজ সর্ব্বাপেক্ষা উন্নততর করিলেন। তাঁহার স্বভাবত উচ্চতর মস্তক, এই সম্বন্ধ-গুণে আজ উচ্চতম হইল॥ ৬৮॥

ওষধিপ্রস্থ-বাসিনী বিলাসিনীদিগের মুখে ঐ সমস্ত শ্রবণ মনোহর আলাপ শুনিতে শুনিতে ত্রিলোচন ক্রমে গিরি হিমালয়-গৃহে উপস্থিত হইলেন। চারি-দিকের গবাক্ষজাল হইতে তাঁহার উপর অঞ্জলি অঞ্জলি লাজবৃষ্টি হইতেছিল তাহা বহুল জনতার বাহুস্থিত কেয়ূর-সজ্ঘট্টনে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল॥ ৬৯॥

হিমালয়ভবনে উপস্থিত হওয়ামাত্র নারায়ণ আসিয়া হাত বাড়াইয়া দিলেন এবং সেই হাতে ভর দিয়া মহেশ্বর তাঁহার শ্বেতকায়—বৃষভরাজ হইতে অবতরণ করিলেন মনে হইল, শরতের জলহীন ধবল মেঘ হইতে সূর্য্যদেব যেন সরিয়া যাইতেছেন। কমলাসন ব্রহ্মা আগে আগে চলিলেন এবং শঙ্কর তৎপশ্চাতে গিয়া গিরিরাজ হিমালয়-প্রাসাদের এক কক্ষে প্রবেশ করিলেন॥ ৭০॥

ইন্দ্রাদি দেবগণ, সপ্তর্ষিগণ ও সনকাদি পরমর্ষিগণ যথাক্রমে শঙ্করের অনুগমন করিলেন। ভূতনাথের অনুচরবর্গও পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন এবং সকলেই গিয়া হিমালয়-সদনে উপস্থিত হইলেন। তদ্দর্শনে মনে হইল যেন,—কি একটা অব্যর্থ কর্ম্মসিদ্ধির জন্য, সিদ্ধির অনুকূল কারণ-পরম্পরা একত্র সমবেত হইল॥ ৭১॥

তত্রেশ্বরো বিষ্টরভাগ্ যথাবৎ সরত্নমর্ঘ্যং মধুমচ্চ গব্যম্।
নবে দুকূলে চ নগোপনীতং প্রত্যগ্রহীৎ সর্ব্বমমন্ত্রবর্জম্ ॥ ৭২ ॥

দুকূল-বাসাঃ স বধূ-সমীপং নিন্যে বিনীতৈরবরোধদক্ষৈঃ।
বেলা-সমীপং স্ফুট-ফেনরাজির্নবৈরুদন্বানিব চন্দ্রপাদৈঃ ॥ ৭৩ ॥

তয়া প্রবৃদ্ধাননচন্দ্র-কান্ত্যা প্রফুল্লচক্ষুঃ-কুমুদঃ কুমার্য্যা।
প্রসন্নচেতঃ-সলিলঃ শি[illegible]ভূৎ স সৃজ্য[illegible] শর[illegible] [illegible] ॥ [illegible] ॥

তয়োঃ সমাপত্তিষু কাতরাণি কিঞ্চিদ্ব্যবস্থাপিত-সংহৃতানি।
হ্রীযন্ত্রণাং তৎক্ষণমন্বভূবনন্যোন্যলোলানি বিলোচনানি ॥ ৭৫ ॥

তস্যাঃ করং শৈলগুরূপনীতং জগ্রাহ তাম্রাঙ্গুলিমষ্টমূর্ত্তিঃ।
উমাতনৌ গূঢ়তনোঃ স্মরস্য তচ্ছঙ্কিনঃ পূর্ব্বমিব প্ররোহম্ ॥ ৭৬ ॥

অন্বয়।—তত্র (হিমালয়াকক্ষে) ঈশ্বরঃ বিষ্টরভাগ্ (সন্) যথাবৎ (বিধিবৎ) সরত্নম্ অর্ঘ্যং, মধুমৎ গব্যং চ, (গবি ভবং—গব্যং, দধি চ, মধুপর্কং), নবে দুকূলে চ—(ইতি) নগোপনীতং সর্ব্বম্ অমন্ত্রবর্জ্জং (সমন্ত্রকং) প্রত্যগ্রহীৎ ॥ ৭২ ॥

(অথ) দুকূলবাসাঃ সঃ (হরঃ) বিনীতৈঃ অবরোধদক্ষৈঃ বধূ-সমীপং নিন্যে। (কথম্ ইব?)—স্ফুট ফেন-রাজিঃ উদন্বান্ নবৈঃ চন্দ্রপাদৈঃ বেলাসমীপম্ ইব ॥ ৭৩ ॥

প্রবৃদ্ধাননচন্দ্রকান্ত্যা তয়া কুমার্য্যা (পার্ব্বত্যা) সংসৃজ্যমানঃ শিবঃ, শরদা (সংসৃজ্যমানঃ) লোকঃ ইব প্রফুল্লচক্ষুঃ-কুমুদঃ, প্রসন্ন-চেতঃ-সলিলঃ (চ) অভূৎ ॥ ৭৪ ॥

তয়োঃ (উমা-মহেশ্বরয়োঃ) সমাপত্তিষু (যদৃচ্ছয়া সঙ্গতিষু) কাতরাণি (চকিতানি) কিঞ্চিদ্-ব্যবস্থাপিত-সংহৃতানি অন্যোন্য-লোলানি বিলোচনানি তৎক্ষণং হ্রীযন্ত্রণাং (লজ্জাজনিতং সঙ্কোচম্) অন্বভূবন্ ॥ ৭৫ ॥

অষ্টমূর্ত্তিঃ (শিবঃ) তচ্ছঙ্কিনঃ (তস্মাৎ শিবাৎ শঙ্কাবতঃ, ভয়ভীতস্য, অতএব) উমা-তনৌ গূঢ়তনোঃ স্মরস্য পূর্ব্বং প্ররোহম্ ইব (স্থিতং) শৈলগুরূপনীতং তাম্রাঙ্গুলিং তস্যাঃ (পার্ব্বত্যাঃ) করং জগ্রাহ ॥ ৭৬ ॥

বঙ্গার্থ।—সেই কক্ষমধ্যে আসন-পরিগ্রহানন্তর জগৎপতি শঙ্কর,—হিমালয় কর্ত্তৃক আনীত রত্নসহিত অর্ঘ্যোদক, মধু-মিশ্রিত দধি প্রভৃতি মধু-পর্কীয় দ্রব্যাদি এবং নূতন দুইখানি ক্ষৌম বসন—সমস্তই মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক গ্রহণ করিলেন ॥ ৭২ ॥

অন্তঃপুর-রক্ষকগণ অতি বিনীতভাবে ক্ষৌমবস্ত্রধারী সেই চন্দ্রশেখরকে বধূ উমার সকাশে লইয়া গেল! নবোদিত চন্দ্রকিরণ স্পর্শে চঞ্চল ফেনমালা-শোভিত সিন্ধু যেন শান্তস্থির বেলাভূমির নিকটে আকৃষ্ট হইয়া আসিল ॥ ৭৩ ॥

জীবলোক যেমন সুখময়ী শরতের সহিত সঙ্গত হইলে, অর্থাৎ শরতের সমাগমে, পরম শোভমান হইয়া উঠে, শরচ্চন্দ্রের বিমলজ্যোৎস্নায় তাহার কুমুদরাজি বিকসিত ও বর্ষণাভাবে তাহার জলরাশি স্ফটিকবৎ নির্ম্মলতাপ্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ বিবাহোৎসবের অতুল আনন্দে প্রফুল্লকান্তি চন্দ্রমুখী কুমারী উমার সহিত মিলিত হওয়ায় মহেশ্বরের চক্ষুঃ শরতের কুমুদের ন্যায় বিকসিত ও তাঁহার হৃদয় শারদী নদীর জলের ন্যায় প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৭৪ ॥

তথায় বধূবর—উভয়ে উভয়ের দর্শন-লালসায় একান্ত অধীর হইয়াছিলেন সত্য, কিন্তু হঠাৎ চারি চক্ষুতে মিলন হইলেই—তাহারা কেমন চমকিয়া উঠিত, কোনমতে এক লহমা দেখা-দেখির পর,—উভয়ের চক্ষুই আপনা হইতে ফিরিয়া যাইত।—এইভাবে, তখন উমামহেশ্বরের নেত্রাবলী লজ্জাবশতঃ বড়ই সঙ্কোচ অনুভব করিয়াছিল ॥ ৭৫ ॥

কচি কচি পল্লবের মত লাল টুকটুকে আঙুলের শোভায় ভরা উমার হাতখানি, নগপতি হিমালয় তুলিয়া ধরিলেন এবং অষ্টমূর্ত্তি মহাদেব তাহা গ্রহণ করিলেন। উমার সেই আতাম্র কর-কিসলয় দর্শনে মনে হইতেছিল,—ত্রিলোচনের ভয়ে ভীত হইয়া কন্দর্প যেন এত দিন উমার দেহের অন্তরালে লুকাইয়া ছিলেন, আজ এতকাল পরে, সেই লুকায়িত মদনের প্রথম আলোহিত অঙ্কুর ঐ মহেশ্বর উমাকর-রূপে গ্রহণ করিলেন ॥ ৭৬ ॥

রোমোদ্গমঃ প্রাদুরভূদুমায়াঃ স্বিন্নাঙ্গুলিঃ পুঙ্গবকেতুরাসীৎ ।
বৃত্তিস্তয়োঃ পাণি-সমাগমেন সমং বিভক্তেব মনোভবস্য ॥ ৭৭ ॥
প্রযুক্ত-পাণিগ্রহণং যদন্যদ্বধূবরং পুষ্যতি কান্তিমগ্র্যাম্ ।
সান্নিধ্যযোগাদনয়োস্তদানীং কিং কথ্যতে শ্রীরুভয়স্য তস্য ॥ ৭৮ ॥
প্রদক্ষিণপ্রক্রমণাৎ কৃশানোরুদর্চ্চিষস্তন্মিথুনং চকাশে ।
মেরোরুপান্তেষ্বিব বর্ত্তমানমন্যোন্য-সংসক্তমহস্ত্রিযামম্ ॥ ৭৯ ॥
তৌ দম্পতী ত্রিঃ পরিণীয় বহ্নিমন্যোন্য-সংস্পর্শ-নিমীলিতাক্ষৌ ।
স কারয়ামাস বধূং পুরোধাস্তস্মিন্ সমিদ্ধার্চ্চিষি লাজমোক্ষম্ ॥ ৮০ ॥
সা লাজধূমাঞ্জলিমিষ্টগন্ধং গুরূপদেশাদ্বদনং নিনায় ।
কপোল-সংসর্পিশিখঃ স তস্যা মুহূর্ত্তকর্ণোৎপলতাং প্রপেদে ॥ ৮১ ॥

অন্বয় ।—উমায়াঃ রোমোদ্গমঃ প্রাদুরভূৎ, পুঙ্গবকেতুঃ (শিবঃ চ) স্বিন্নাঙ্গুলিঃ আসীৎ। পাণি-সমাগমেন (কর্ত্রা) তয়োঃ (তস্যাং উমায়াং তস্মিন্ শিবে চ) মনোভবস্য বৃত্তিঃ সমং বিভক্তা ইব (আসীৎ) ॥ ৭৭ ॥

যৎ (যস্মাৎ) প্রযুক্ত-পাণিগ্রহণম্ অন্যৎ (লৌকিকং) বধূবরং অনয়োঃ (উমাশিবয়োঃ) সান্নিধ্যযোগাৎ তদানীম্ অগ্র্যাং কান্তিং পুষ্যতি, তস্য (উমাশিবরূপস্য) উভয়স্য (তদানীং) শ্রীঃ কিং কথ্যতে ? ॥ ৭৮ ॥

অন্যোন্যসংসক্তং তৎ মিথুনং (বধূবরম্) উদর্চ্চিষঃ কৃশানোঃ প্রদক্ষিণপ্রক্রমণাৎ, মেরোঃ উপান্তেষু বর্ত্তমানম্ (মেরুং প্রদক্ষিণীকুর্ব্বৎ) অন্যোন্যসংসক্তম্ অহস্ত্রিযামম্ (রাত্রিন্দিবম্) ইব চকাশে ॥ ৭৯ ॥

সঃ পুরোধাঃ অন্যোন্য-সংস্পর্শ-নিমীলিতাক্ষৌ তৌ দম্পতী (কর্ম্ম) ত্রিঃ (বারত্রয়ং) বহ্নিং পরিণীয় (প্রদক্ষিণী কার্য্য) সমিদ্ধার্চ্চিষি তস্মিন্ (বহ্নৌ) বধূম্ (উমাং) লাজমোক্ষং কারয়ামাস ॥ ৮০ ॥

সা (বধূঃ) গুরূপদেশাৎ (পুরোধসঃ উপদেশাৎ) ইষ্টগন্ধং লাজ-ধূমাঞ্জলিং বদনং নিনায়। কপোলসংসর্পিশিখঃ সঃ (ধূমঃ) তস্যাঃ (উমায়াঃ) মুহূর্ত্ত-কর্ণোৎপলতাং প্রপেদে ॥ ৮১ ॥

বঙ্গার্থ ।—পরস্পরের সংস্পর্শে তাঁহারা উভয়েই যেন কেমন হইয়া পড়িলেন। উমার সর্ব্বশরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল এবং সেই পুরুষোত্তম শঙ্করেরও অঙ্গুলিগুলি স্বেদাক্ত হইয়া আসিল। সেই মিলন-মুহূর্ত্তে যেন মন্মথ তাঁহার অখণ্ড প্রভাব সেই নবদম্পতিতে সমভাবে বিভক্ত করিয়া দিলেন ॥ ৭৭ ॥

অন্যান্য লৌকিক বিবাহ-ক্ষেত্রে যদি এই উমামহেশ্বর উপস্থিত থাকেন, তবে তখন—সেই বধূবরের শোভার আর ইয়ত্তাই থাকে না, এমনই ইঁহাদের মাহাত্ম্য। আর আজ সেই তাঁহারা,—উমামহেশ্বর স্বয়ং পরিণয়ার্থে সম্মিলিত হইয়াছেন—সুতরাং তাঁহাদের শোভার বিষয় কি বর্ণনায় ব্যক্ত করা যায় ? ॥ ৭৮ ॥

পরস্পর-সংলগ্ন দিনযামিনী যেমন জ্যোতিষ্মান্ মেরু-পর্ব্বতকে প্রদক্ষিণ করে, তদ্রূপ সেই পরস্পরসংযুক্ত নবদম্পতিও প্রজ্বলিত-শিখ হুতাশনকে প্রদক্ষিণ করিয়া শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৭৯ ॥

উভয়ের সংস্পর্শে উমামহেশ্বর—উভয়েই কেমন যেন আনন্দতন্দ্রালস হইয়া পড়িতেছিলেন, তাঁহাদের উভয়েরই চক্ষুঃ ঝিমিয়া আসিতেছিল। হিমালয়ের কুলপুরোহিত, নবদম্পতিকে তিনবার অনল প্রদক্ষিণ করাইয়া, সেই প্রদীপ্ত-শিখ বৈবাহিক অগ্নিতে বধূ উমার দ্বারা লাজ-বিসর্জ্জন (খৈ-দেওয়া) করাইলেন ॥ ৮০ ॥

গুরুবৎ পূজনীয় পুরোহিতের অনুজ্ঞাক্রমে উমা সেই লাজ-ধূমের অঞ্জলি মুখে দিতে লাগিলেন, সেই ধূম-শিখায় উমার গণ্ডস্থল ছাইয়া গেল। মনে হইল, যেন সেই ধূম মুহূর্ত্তকালের জন্য তাঁহার কর্ণের অবতংসস্বরূপ কমলের স্থান অধিকার করিল ॥ ৮১ ॥

তদীষদার্দ্রারুণগণ্ডলেখমুচ্ছ্বাসি-কালাঞ্জনরাগমক্ষ্ণোঃ ।
বধূমুখং ক্লান্ত-যবাবতংসমাচার-ধূম-গ্রহণাদ্বভূব ॥ ৮২ ॥

বধূং দ্বিজঃ প্রাহ তবৈষ বৎসে। বহ্নির্বিবাহং প্রতি কর্ম্মসাক্ষী ।
শিবেন ভর্ত্রা সহ ধর্ম্মচর্য্যা কার্য্যা ত্বয়া মুক্তবিচারয়েতি ॥ ৮৩ ॥

আলোচনান্তং শ্রবণে বিতত্য পীতং গুরোস্তদ্বচনং ভবান্যা ।
নিদাঘ-কালোল্বণতাপয়েব মাহেন্দ্রমম্ভঃ প্রথমং পৃথিব্যা ॥ ৮৪ ॥

ধ্রুবেণ ভর্ত্রা ধ্রুবদর্শনায় প্রযুজ্যমানা প্রিয়দর্শনেন ।
সা দৃষ্ট ইত্যাননমুন্নময্য হ্রী-সন্ন-কণ্ঠী কথমপ্যুবাচ ॥ ৮৫ ॥

ইত্থং বিধিজ্ঞেন পুরোহিতেন প্রযুক্ত-পাণিগ্রহণোপচারৌ ।
প্রণেমতুস্তৌ পিতরৌ প্রজানাং পদ্মাসনস্থায় পিতামহায় ॥ ৮৬ ॥

অন্বয়।—তৎ বধূমুখম্ আচার-ধূম-গ্রহণাৎ ঈষদার্দ্রারুণ-গণ্ড লেখম্ অক্ষ্ণোঃ উচ্ছ্বাসি-কালাঞ্জনরাগং ক্লান্তযবাবতংসং বভূব ॥ ৮২ ॥

(অথ) দ্বিজঃ (পুরোধাঃ), "অয়ি বৎসে ! এষঃ বহ্নিঃ তব বিবাহং প্রতি কর্ম্মসাক্ষী, ভর্ত্রা শিবেন সহ ত্বয়া মুক্ত-বিচারয়া (সত্যা) ধর্ম্মচর্য্যা কার্য্যা"—ইতি বধূং প্রাহ। (অযং প্রাজাপত্যঃ বিবাহঃ) ॥ ৮৩ ॥

ভবান্যা (ভব-পত্ন্যা) আলোচনান্তং (নেত্রাপাঙ্গপর্য্যন্তং) শ্রবণে বিতত্য তৎ গুরোঃ বচনং, নিদাঘকালোল্বণতাপয়া পৃথিব্যা প্রথমং মাহেন্দ্রম্ (ইন্দ্রেণ অভিবৃষ্টম্) অম্ভঃ ইব পীতম্ ॥ ৮৪ ॥

প্রিয়দর্শনেন ধ্রুবেণ (নিত্যেন, অনাদিনা) ভর্ত্রা (শিবেন) ধ্রুবদর্শনায় প্রযুজ্যমানা (দৃষ্টবানসীতি প্রেৰ্য্যমাণা সতী) হ্রী-সন্ন কণ্ঠী (লজ্জা-জড়িত-কণ্ঠস্বরা) সা (বধূঃ) আননম্ উন্নময্য দৃষ্টঃ ইতি কথমপি উবাচ ॥ ৮৫ ॥

ইত্থং বিধিজ্ঞেন পুরোহিতেন প্রযুক্ত-পাণিগ্রহণোপচারৌ প্রজানাং পিতরৌ (জগতঃ পিতরৌ) তৌ (পার্ব্বতী-পরমেশ্বরৌ) পদ্মাসনস্থায় পিতামহায় (ব্রহ্মণে) প্রণেমতুঃ (নমস্চক্রতুঃ) ॥ ৮৬ ॥

বঙ্গার্থ—সেই আচার-ধূমের গ্রহণে বধূ উমার মুখচ্ছবি অপ্রকার হইয়া গেল। তাঁহার অমল গণ্ডস্থল আরক্ত হইয়া উঠিল, নয়নের কৃষ্ণ অঞ্জন-রাগ উচ্ছ্বসিত হইল এবং কর্ণস্থিত যবাঙ্কুরের অবতংস নিঃশ্রিয় ম্লান হইয়া পড়িল ॥ ৮২ ॥

ব্রাহ্মণ পুরোহিত—বধূকে কহিলেন—বৎসে। অত্র তোমার বিবাহে এই হুতাশন কর্ম্মদ্রষ্টা অর্থাৎ সাক্ষী হইলেন। তুমি অত্র হইতে, নির্ব্বিচার-চিত্তে তোমার ভর্ত্তা শিবের সহিত ধর্ম্মাচরণ করিবে। অত্র হইতে তুমি ইঁহার সহধর্ম্মচারিণী হইলে ॥ ৮৩ ॥

ভব-পত্নী উমা অপাঙ্গ পর্য্যন্ত যেন কর্ণকে প্রসারিত করিয়া পুরোহিতের সেই বচনসুধা পান করিলেন। গ্রীষ্মের প্রখরতাপে পরিতপ্ত পৃথিবী যেন বর্ষার প্রথম জল ধারা আকণ্ঠ গ্রহণ করিয়া সুশীতল হইল ॥ ৮৪ ॥

বিবাহিতা উমাকে এইবার কথা কহিতে হইবে।—প্রিয়দর্শন এবং চিরন্তন স্বামী শঙ্কর উমাকে কহিলেন,—"ঐ ধ্রুব নক্ষত্র দর্শন কর।"—গৌরী কোনমতে মুখখানি উঁচু করিয়া লজ্জাজড়কণ্ঠে ও বিনম্রবচনে অতিকষ্টে কহিলেন—"দেখিয়াছি" ॥ ৮৫ ॥

বিবাহ-বিধিজ্ঞান-প্রবীণ পুরোহিত কর্ত্তৃক এই প্রকারে তাঁহাদের পাণিগ্রহণকার্য্য সুসম্পন্ন হইলে, জগতের মাতা-পিতৃস্থানীয় সেই উমামহেশ্বর কমলাসন পিতামহ ব্রহ্মাকে সর্ব্বাগ্রে প্রণাম করিলেন ॥ ৮৬ ॥

বধূর্বিধাত্রা প্রতিনন্দ্যতে স্ম কল্যাণি! বীরপ্রসবা ভবেতি।
বাচস্পতিঃ সন্নপি সোঽষ্টমূর্ত্তৌ ত্বাশাস্য-চিন্তা স্তিমিতো বভূব ॥ ৮৭ ॥

ক্লৃপ্তোপচারাং চতুরস্রবেদীং তাবেত্য পশ্চাৎ কনকাসনস্থৌ।
জায়াপতী লৌকিকমেষণীয়মার্দ্রাক্ষতারোপণমন্বভূতাম্ ॥ ৮৮ ॥

পত্রান্তলগ্নৈর্জলবিন্দুজালৈরাকৃষ্টমুক্তাফলজালশোভম্ ।
তয়োরুপর্য্যায়ত-নালদণ্ডমাধত্ত লক্ষ্মীঃ কমলাতপত্রম্ ॥ ৮৯ ॥

দ্বিধা প্রযুক্তেন চ বাঙ্ময়েন সরস্বতী তন্মিথুনং নুনাব।
সংস্কারপূতেন বরং বরেণ্যং বধূং সুখগ্রাহ্য-নিবন্ধনেন ॥ ৯০ ॥

তৌ সন্ধিষু ব্যঞ্জিতবৃত্তিভেদং রসান্তরেষু প্রতিবদ্ধরাগম্।
অপশ্যতামপ্সরসাং মুহূর্ত্তং প্রয়োগমাদ্যং ললিতাঙ্গহারম্ ॥ ৯১ ॥

অন্বয়।—বধূঃ (উমা) বিধাত্রা (ব্রহ্মণা) "কল্যাণি! বীর-প্রসবা ভব" ইতি প্রতিনন্দ্যতে স্ম। সঃ (ব্রহ্মা) বাচস্পতিঃ সন্ অপি অষ্টমূর্ত্তৌ তু আশাস্য-চিন্তা-স্তিমিতঃ বভূব ॥ ৮৭ ॥

তৌ জায়াপতী (বধূঃ বরশ্চ) পশ্চাৎ (প্রণামাৎ পরং) ক্লৃপ্তোপচারাং চতুরস্রবেদীম্ এত্য কনকাসনস্থৌ (সন্তৌ) লৌকিকম্ (অতঃ) এষণীয়ম্ (বাঞ্ছনীয়ম্) আর্দ্রাক্ষতারোপণম্ অন্বভূতাম্ ॥ ৮৮ ॥

লক্ষ্মীঃ পত্রান্ত-লগ্নৈঃ জলবিন্দুজালৈঃ আকৃষ্ট-মুক্তাফল-জাল-শোভম্ আয়ত-নাল-দণ্ডং কমলাতপত্রং তয়োঃ (জায়াপত্যোঃ) উপরি আধত্ত ॥ ৮৯ ॥

সরস্বতী দ্বিধা (সংস্কৃত প্রাকৃতরূপেণ) প্রযুক্তেন বাঙ্ময়েন (শব্দ-জালেন) তৎ মিথুনং নুনাব (তুষ্টাব)। (কেন কম্?—ইতি আহ) সংস্কারপূতেন (সংস্কৃতেন) বরেণ্যং বরং (শিবং) সুখগ্রাহ্য-নিবন্ধনেন (প্রাকৃতভাষয়া) বধূং (নুনাব) ॥ ৯০ ॥

তৌ (দম্পতী) সন্ধিষু ব্যঞ্জিত-বৃত্তি-ভেদং, রসান্তরেষু প্রতিবদ্ধরাগং, ললিতাঙ্গহারম্, আদ্যম্ অপ্সরসাং প্রয়োগং মুহূর্ত্তং অপশ্যতাম্ ॥ ৯১ ॥

বঙ্গার্থ।—পদ্মযোনি ব্রহ্মা "আয়ুষ্মতি! বীরপ্রসবিনী হও" বলিয়া পিতামহ জগন্মাতাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন বটে, কিন্তু ব্রহ্মা স্বয়ং বাক্যের অধীশ্বর হইয়াও, অষ্টমূর্ত্তি মহাদেবকে কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিবেন ভাবিয়া কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়াছিলেন। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড যাঁহার ইচ্ছাতে সৃষ্ট, তাদৃশ দেবাদিদেবের আশীর্ব্বাদ সহজ কথা? ॥ ৮৭ ॥

তারপর সেই নব জায়াপতি স্বর্ণখচিত চতুষ্কোণ বেদীর উপরে স্বর্ণের আসনে উপবিষ্ট হইলেন এবং লোকাচারমূলক পরমস্পৃহণীয় আর্দ্র অক্ষত-দূর্ব্বা প্রভৃতির বর্ষণ প্রসন্নহৃদয়ে উপভোগ করিলেন ॥ ৮৮ ॥

পদ্মালয়া লক্ষ্মী আসিয়া সেই নবদম্পতির মস্তকে পদ্মের ছত্র ধারণ করিলেন। সেই ছত্রের প্রান্তস্থিত উৎপলদলে জলবিন্দু-সমূহ দুলিয়া দুলিয়া মুক্তার জালের ন্যায় শোভা পাইল। সরল ও সুদীর্ঘ মৃণালের দণ্ডে সেই কমলময় আতপত্র এক অতি অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল ॥ ৮৯ ॥

আর বাগ্‌দেবতা সরস্বতী আসিয়া দ্বিবিধ শব্দ জাল-পূর্ণ ভাষায় সেই জায়াপতিকে স্তব করিতে লাগিলেন। জগদীশ্বর হর শঙ্করের স্তব প্রকৃতিপ্রত্যয়-বিভাগ-শুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায়, আর শঙ্করীর স্তব অতি কোমল সুখশ্রাব্য প্রাকৃত ভাষায় রচিত হইয়াছিল ॥ ৯০ ॥

অপ্সরারা নবদম্পতির সমক্ষে, অপূর্ব্ব হাবভাবপূর্ণ অঙ্গবিক্ষেপাদির সহিত জগতের আদিতম এক নাটক অভিনয় করিয়া দেখাইল। নটরাজ শিব শিবানীর সহিত একযোগে, সেই আদ্য নাটক দর্শন করিলেন। সেই নাটকের অভিনয় সর্ব্বাংশে সেই দম্পতির দর্শনের উপযুক্তই হইয়াছিল। তাহার যেখানে, যে রসে যে রাগের অবতারণার নিয়ম, তথায় ঠিক সেই রাগের আবির্ভাবে অভিনয়ের সৌষ্ঠব সুসম্পূর্ণ এবং মুখ, নির্বহণ-প্রভৃতি নাটকীয় পঞ্চসন্ধিস্থলে, যথা নিয়মে ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি শৃঙ্গারে কৌশিকী, বীরে সাত্বতী প্রভৃতি বৃত্তি তত্তৎরসের অনুকূলভাবে প্রযুক্ত হইয়াছিল। উমামহেশ্বর ক্ষণকাল সেই উপাদেয় অভিনয় দর্শনে পরম আনন্দ উপভোগ করিলেন ॥ ৯১ ॥

দেবাস্তমন্তে হরমূঢ়ভার্য্যং কিরীটবদ্ধাঞ্জলয়ো নিপত্য ।
শাপাবসানে প্রতিপন্নমূর্ত্তের্যযাচিরে পঞ্চশরস্য সেবাম্ ॥ ৯২ ॥
তস্যানুমেনে ভগবান্ বিমন্যুর্ব্যাপারমাত্মন্যপি সায়কানাম্ ।
কালপ্রযুক্তা খলু কার্য্যবিদ্ভির্বিজ্ঞাপনা ভর্ত্তৃষু সিদ্ধিমেতি ॥ ৯৩ ॥
অথ বিবুধগণাংস্তানিন্দুমৌলির্বিসৃজ্য ক্ষিতিধরপতিকন্যামাদদানঃ করেণ ।
কনককলসযুক্তং ভক্তি-শোভা-সনাথং ক্ষিতিবিরচিতশয্যং কৌতুকাগারমাগাৎ ॥ ৯৪ ॥
নবপরিণয়লজ্জাভূষণাং তত্র গৌরীং বদনমপহরন্তীং তৎকৃতাক্ষেপমীশঃ ।
অপি শয়নসখীভ্যো দত্তবাচং কথঞ্চিৎ প্রমথমুখবিকারৈর্হাসয়ামাস গূঢ়ম্ ॥ ৯৫ ॥

ইতি সপ্তমঃ সর্গঃ ।

অন্বয়।—দেবাঃ (ইন্দ্রাদয়ঃ) তমন্তে (তস্য প্রযোগ-দর্শনস্য অন্তে) ঊঢ়ভার্য্যং (পরিণীতদারং) হরং, কিরীট-বদ্ধাঞ্জলয়ঃ (সন্তঃ) নিপত্য শাপাবসানে প্রতিপন্নমূর্ত্তেঃ (কামস্য কর্ত্তুঃ) সেবাং যযাচিরে ॥ ৯২ ॥

বিমন্যুঃ (গতক্রোধঃ) ভগবান্ আত্মনি অপি তস্য (কামস্য) সায়কানাং ব্যাপারম্ অনুমেনে। (তথাহি)—কার্য্যবিদ্ভিঃ (কার্য্যজ্ঞৈঃ অবসরজ্ঞৈঃ) কাল-প্রযুক্তা ভর্ত্তৃষু বিজ্ঞাপনা সিদ্ধিম্ এতি খলু ॥ ৯৩ ॥

অথ ইন্দুমৌলিঃ তান্ বিবুধগণান্ বিসৃজ্য, ক্ষিতিধর-পতি-কন্যাং করেণ আদদানঃ কনক-কলস-যুক্তং, ভক্তি-শোভা-সনাথং ক্ষিতি-বিরচিতশয্যং কৌতুকাগারম্ (বিচিত্র শয়ন-মন্দিরম্) আগাৎ (জগাম) ॥ ৯৪ ॥

তত্র (কৌতুকাগারে) ঈশঃ নবপরিণয়লজ্জাভূষণাং, তৎকৃতাক্ষেপং (তেন ঈশ্বরেণ উন্নমিতং) বদনম্ অপহরন্তীং (সাচীকুর্ব্বতীং) শয়ন-সখীভ্যঃ অপি কথঞ্চিৎ দত্তবাচং গৌরীং প্রমথ-মুখ-বিকারৈঃ গূঢ়ং (যথা তথা) হাসয়ামাস ॥ ৯৫ ॥

বঙ্গার্থ।—সেই অভিনয়দর্শনান্তে আশুতোষের চিত্ত যখন আনন্দে ভরপুর, তখন উপযুক্ত অবসর মনে করিয়া, ইন্দ্রাদি দেবগণ স্ব স্ব শিরোভূষণে অঞ্জলিবদ্ধ কর সংযোগপূর্ব্বক অতি বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন যে, তৃতীয়নেত্রানলে ভস্মীভূত কন্দর্পকে যদি ত্রিলোচন শাপমুক্ত করিয়া পূর্ব্বদেহ পুনরায় দান করেন, তবে এই মিলনকালে পঞ্চবাণ আসিয়া নব-দম্পতিকে সেবা করিতে পারেন। যখন মদনকে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন, তখন বৃষধ্বজ ছিলেন বিপত্নীক, সুতরাং মদনের অভাবজ্ঞান তাঁহার না থাকিবারই কথা; আজ তিনি সস্ত্রীক, অতএব এখন মদনের সদ্ভাব অনাবশ্যক নহে। তাই দেবতারা, সুযোগ বুঝিয়া, আজ বিবাহিত চন্দ্রশেখরের দরবারে ঐ আর্জি পেশ করিলেন। ৯২ ।

ইন্দ্রাদির প্রার্থনায় ত্রিনেত্র আর দ্বিরুক্তি করিলেন না। কেন না, তাঁহার সে রাগ পড়িয়া গিয়াছে। অনুরাগের আবির্ভাবে বিরূপাক্ষ এখন প্রসন্নাক্ষ হইয়াছেন। পঞ্চশর এখন যত ইচ্ছা তাঁহাকে বাণ মারিতে পারেন বলিয়া তিনি দেবতাদের প্রস্তাবে সায় দিলেন। কাজ করিতে যাঁহারা জানেন, তাঁহারা প্রভুর নিকট এমন তালমাফিক সময়ে, মেজাজ বুঝিয়া প্রার্থনা জানান যে, তাহা সুসিদ্ধ না হইয়া আর যায় না। রোগ বুঝিয়া রোগ মারিতে পারিলে আর ঠেকায় কে ? ৯৩ ।

এইবার বাসরঘরের পালা। চন্দ্রশেখর, তার পর, দেবতাদিগকে বিদায় দিয়া, নগেন্দ্র-নন্দিনী উমার কর-ধারণপূর্ব্বক বাসরঘরে গমন করিলেন। সুবর্ণের পূর্ণকুম্ভে তাহার দ্বারদেশ সুসজ্জিত এবং নানা-প্রকার কুসুমাদি ও আলিম্পনাদি দ্বারা সেই গৃহ পরিশোভিত। ভূমিতলে স্থণ্ডিলে বর-বধূর শয্যা বিরচিত হইয়াছে। শর্ব্বাণীকে লইয়া শঙ্কর তথায় প্রবিষ্ট হইলেন। ৯৪ ।

অচিরপরিণয়ের মনোহর লজ্জাভূষণে গৌরী এতই বিজড়িত ও শোভান্বিত হইয়া পড়িলেন যে, শম্ভু সেই আনত-বদনার মুখখানি আর একবার দেখিবার জন্য যতই উঁচু করিতে যান, গৌরীর মুখ ততই নীচু হয়। মুখে বোল বচন তো নাই-ই, তবুও শয্যা-সহচরীরা বিশেষ জিদ্ করিলে হয় তো অতি কষ্টে ও অত্যন্ত মন্দস্বরে উমা এক আধটা কথার অতি অস্পষ্ট ভাষায় জবাব দেন। ভূতনাথ ভাবিলেন—"তোমায় জব্দ কচ্ছি।" তিনি সহচর ভূতপ্রেতদিগকে ইসারা করিলেন, আর তাহারাও নানা-প্রকার "কিম্ভূত কিমাকার" মুখভঙ্গি করিতে লাগিল। তদ্দর্শনে নববধূ উমা আর হাসি চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না। ৯৫ ।

ইতি সপ্তম সর্গ।

অষ্টমঃ সর্গঃ

পাণিপীড়নবিধেরনন্তরং শৈলরাজদুহিতুর্হরং প্রতি।
ভাব-সাধ্বস-পরিগ্রহাদভূৎ কামদোহদসুখং মনোহরম্॥ ১॥
ব্যাহৃতা প্রতিবচো ন সন্দধে গন্তুমৈচ্ছদবলম্বিতাংশুকা।
সেবতে স্ম শয়নং পরাঙ্মুখী সা তথাপি রতয়ে পিনাকিনঃ॥ ২॥
কৈতবেন শয়িতে কুতূহলাৎ পার্ব্বতী প্রতিমুখং নিপাতিতম্।
চক্ষুরুন্মিষতি সস্মিতং প্রিয়ে বিদ্যুদাহতমিব ন্যমীলয়ৎ॥ ৩॥
নাভিদেশনিহিতঃ সকম্পয়া শঙ্করস্য রুরুধে তয়া করঃ।
তদ্দুকূলমথ চাভবৎ স্বয়ং দূরমুচ্ছ্বসিত-নীবিবন্ধনম্॥ ৪॥

অন্বয়।—পাণিপীড়ন-বিধেঃ অনন্তরং হরং প্রতি শৈলরাজ-দুহিতুঃ (কর্ত্র্যাঃ) ভাব-সাধ্বস-পরিগ্রহাৎ মনোহরং কাম-দোহদ-সুখম্ (কাম-সংবর্দ্ধকং সুখং, হরস্য ইতি শেষং) অভূৎ॥ ১॥

সা (পার্ব্বতী) ব্যাহৃতা (সতী) প্রতিবচঃ ন সন্দধে। অবলম্বিতাংশুকা (সতী) গন্তুম্ ঐচ্ছৎ। পরাঙ্মুখী (সতী) শয়নং সেবতে স্ম। তথা অপি (এবং প্রতিকূলা অপি) সা পিনাকিনঃ রতয়ে (রতিঃ জনয়িতুং, সুখায়) (বভূব)॥ ২॥

প্রিয়ে (ভর্ত্তরি) কুতূহলাৎ কৈতবেন শয়িতে (ব্যাজ নিদ্রামুপাগতে সতি) পার্ব্বতী প্রতিমুখং (যথা তথা) নিপাতিতং (প্রিয়ঃ যথার্থেন স্বপিতি কিং ন বা ইতি পরীক্ষিতুং তদভিমুখং নিহিতং) চক্ষুঃ (কর্ম্ম) প্রিয়ে সস্মিতম্ উন্মিষতি (সাহসং পশ্যতি সতি) বিদ্যুদাহতম্ ইব ন্যমীলয়ৎ॥ ৩॥

নাভিদেশ-নিহিতঃ (নীবিমোক্ষার্থং) শঙ্করস্য করঃ সকম্পয়া তয়া রুরুধে। অথচ তদ্দুকূলং স্বয়ম্ (এব) দূরম্ (অত্যন্তম্) উচ্ছ্বসিত নীবি-বন্ধনম্ অভবৎ॥ ৪॥

বঙ্গার্থ।—পাণিপীড়নোৎসব হইয়া গিয়াছে। শৈলেন্দ্রদুহিতা উমা এখন আর সেই পর্ণচন্দন-রতা তাপসী নন, এখন তিনি পরিণীতা। তাঁহার বহুতপস্যালব্ধ বাঞ্ছিত চন্দ্রশেখরের সহিত তিনি মিলিত হইয়াছেন। সেই নির্ব্বিকার প্রশান্ত উমাহৃদয়ে বাঞ্ছিত-সংলাভ-সুলভ প্রথম বিক্রিয়ার আবির্ভাব হইয়াছে এবং অচিরাবির্ভূত সেই বিকারের সহিত বালা-জন সুলভ কেমন একটা আনন্দময়ী ভীতি আসিয়া জুটিয়াছে। উমার আপাদমস্তক কলেবর বসন্তোৎফুল্ল লতিকার মত কেমন যেন বিকসিত ও সৌন্দর্য্যে বিজৃম্ভিত হইয়া উঠিয়াছে। নবোঢ়া প্রণয়িনীর সেই মনোজ্ঞ অবস্থাদর্শনে নির্ব্বিকার শশাঙ্কশেখরের চিত্তে কত নিত্য নূতন নূতন ভাবের উদয় হইতেছে॥ ১॥

শঙ্কর কত কথা কহিতে যান, কত কি বলেন,—উমা জবাব দেন না। আঁচল টানিয়া ধরেন, উমা ছাড়াইয়া লইতে চাহেন। শয্যায় গিয়া পার্ব্বতী পাশ ফিরিয়া শুইয়া থাকেন। কিছুতেই কথা রাখেন না। উমা এত যে করেন, তবুও কিন্তু এই সব প্রতিকূলতায় উমার অনুকূল বল্লভ পরম তৃপ্তি পান। অতবড় পিনাকী উমার কাছে ফুলের মত কোমল হইয়া পড়েন॥ ২॥

এক দিন কুতূহলবশতঃ "দেখা যা'ক্ আজ উমা কি করে"—ভাবিয়া শঙ্কর, নিদ্রার ভান করিয়া চোখ বুজিয়া বিছানায় পড়িয়া রহিলেন। পার্ব্বতী আসিয়া ঘুমটা কত প্রগাঢ় দেখিবার নিমিত্ত যেন পতির মুখের দিকে অতি সন্তর্পণে তাকাইলেন, অমনি ব্যাজ-নিদ্রিত ত্রিলোচনের তিনটি চোখই খুলিয়া গেল এবং কর্ত্তা স্বয়ং মিটমিটি করিয়া হাসিতে লাগিলেন। যেমন হরের সহিত হরপ্রিয়ার চোখাচোখি ঘটিল, অমনি গৌরীর মনে হইল, যেন হঠাৎ চক্ষুতে বিদ্যুতের ঝলকা লাগিল। তিনি তাড়াতাড়ি নয়ন মুদিয়া ফেলিলেন॥ ৩॥

কটিদেশের বসনগ্রন্থি শিথিল করিবার নিমিত্ত, ধীরে ধীরে যেমন ঈশান উমার নাভিদেশে করসঞ্চালন করিতে যান, পার্ব্বতীর গায়ে কাঁপ ধরে, তিনি পতির কর চাপিয়া ধরিয়া সে যাত্রায় রক্ষা পাইতে চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু তাহার বহুপূর্ব্ব হইতেই, হৃদয়ের অত্যুচ্ছ্বাস-নিবন্ধন সে নীবিবন্ধন আপনিই খুলিয়া গিয়া থাকে॥ ৪॥

এবমালি নিগৃহীতসাধ্বসং শঙ্করো রহসি সেব্যতামিতি।
সা সখীভিরুপদিষ্টমাকুলা নাস্মরৎ প্রমুখবর্তিনি প্রিয়ে ॥ ৫ ॥
অপ্যবস্তুনি কথাপ্রবৃত্তয়ে প্রশ্নতৎপরমনঙ্গশাসনম্।
বীক্ষিতেন পরিগৃহ্য পার্ব্বতী মূর্দ্ধকম্পময়মুত্তরং দদৌ ॥ ৬ ॥
শূলিনঃ করতলদ্বয়েন সা সংনিরুধ্য নয়নে হৃতাংশুকা।
তস্য পশ্যতি ললাটলোচনে মোঘযত্নবিধুরা রহস্যভূৎ ॥ ৭ ॥
চুম্বনেষ্বধরদানবর্জ্জিতং সন্নহস্তমদয়োপগূহনে।
ক্লিষ্টমন্মথমপি প্রিয়ং প্রভোর্দুর্লভপ্রতিকৃতং বধূরতম্ ॥ ৮ ॥

অন্বয়।—আলি! (সখি!) রহসি শঙ্করঃ এবং (অনেন প্রকারেণ) নিগৃহীত-সাধ্বসং (যথা তথা) সেব্যতাম্ ইতি সখীভিঃ উপদিষ্টং, সা (পার্ব্বতী) প্রিয়ে (শঙ্করে) প্রমুখবর্তিনি (সতি) আকুলা (সতী) ন অস্মরৎ ॥ ৫ ॥

কথা-প্রবৃত্তয়ে (সংলাপ-প্রবর্তনায়) অবস্তুনি (অনাবস্তুকে, অপ্রস্তুতার্থে) অপি প্রশ্নতৎপরম্ অনঙ্গ-শাসনং (হরং) পার্ব্বতী বীক্ষিতেন পরিগৃহ্য (নতু বাচা) মূর্দ্ধকম্পময়ম্ উত্তরং দদৌ ॥ ৬ ॥

সা (পার্ব্বতী) রহসি হৃতাংশুকা (প্রিয়েণ) (সতী) করতলদ্বয়েন শূলিনঃ নয়নে সন্নিরুধ্য তস্য (ত্রিলোচনস্য) ললাট-লোচনে পশ্যতি (সতি) মোঘ-যত্ন-বিধুরা অভূৎ, (তৃতীয়করাভাবাৎ) ॥ ৭ ॥

চুম্বনেষু অধরদান-বর্জ্জিতম্, অদয়োপগূহনে (নির্দ্দয়ালিঙ্গনে) সন্নহস্তং, (তথা) দুর্লভ-প্রতিকৃতং, (অতএব) ক্লিষ্টমন্মথম্ (লজ্জয়া উপরুদ্ধমদনম্) অপি বধূরতং প্রভোঃ (ঈশ্বরস্য) প্রিয়ম্ (অভূৎ) ॥ ৮ ॥

বঙ্গার্থ।—"সখি! অত ভয় কিসের? একটু প্রকৃতিস্থ হ, এবং যখন লোকজন না থাকিবে, তখন শঙ্করকে এই ভাবে, এই রকমে সেবা করিস্" বলিয়া সহচরীরা উমাকে কত শিখাইয়া-পড়াইয়া দেয়, উমাও অনেকটা মনে মনে ঠিক্‌ঠাক করিয়া রাখেন, কিন্তু রাখিলে কি হইবে? যেমন মহাদেব সম্মুখে আসেন আর অমনি, ত্রাসে, ভয়ে, লজ্জায়, পার্ব্বতীর সব গোলমাল হইয়া যায়। সখীদের কোনো কথাই আর মনে পড়ে না ॥ ৫ ॥

পার্ব্বতীর মূকীভাবটা কি করিয়া ভাঙিয়া যায়—ভাবিয়া ঈশান, এটা-ওটা-সেটা জিজ্ঞাসা করিতেন। নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে প্রশ্ন জুড়িয়া দিতেন। আশা—গৌরী এইবার কথা না কহিয়া আর পারিবেন না। কিন্তু লজ্জারুণমুখী উমা শুধু পতির দিকে একবার চাহিয়াই মাথা নাড়িয়া জবাব দিতেন, হাঁ-না-না—কথায় না বলিয়া, শিরঃকম্পনপূর্ব্বক জানাইয়া দিতেন। অনঙ্গ-শাসন ত্রিলোচনের কৌশল ব্যর্থ হইত ॥ ৬ ॥

শম্ভু নির্জ্জনে যখন পার্ব্বতীর পরিধেয় বসন কাড়িয়া লইতেন, তখন তিনি তাড়াতাড়ি দুই হাতে ত্রিনয়নের দুই নয়ন দিয়া চাপিয়া ধরিতেন, উমা ভাবিতেন—শঙ্কর আর তাঁহার এই শোচনীয় অবস্থা দেখিতেই পাইবেন না। কিন্তু ত্র্যম্বকের ললাট-নয়ন ত ঢাকা পড়িত না, সেটি কম্পাসের কাঁটার মত স্থিরভাবে লজ্জারুণবদনা ও বিবসনা উমার দিকে চাহিয়া থাকিত, আর গৌরীর সকল চেষ্টা, আত্মরক্ষার সকল প্রয়াস ব্যর্থ হইত। তিনি নিরুপায় হইয়া হাল ছাড়িয়া দিতেন ॥ ৭ ॥

বধূর তদানীন্তন অবস্থা, মুগ্ধা নায়িকার সেই "বস্তো বাম্য" ভাব জগৎপতির অভিলাষপূরণের যতই পরিপন্থী হউক না কেন, তিনি কিন্তু এটা বড়ই পছন্দ করিতেন। প্রতিপদে—পার্ব্বতীর এই প্রতিকূলতা, প্রণয়াকুল শিবের কার্য্যে এই সকল বাধাদান, শিবের বড়ই ভালো লাগিত। চুম্বনকালে পরাঙ্মুখী পার্ব্বতীর প্রতিদানের অভাব ও পতিকৃত প্রগাঢ় আলিঙ্গনাদিতে প্রত্যয়-প্রতিমার মতন উমার নিশ্চেষ্টভাব প্রভৃতি মধুর অপ্রগল্ভ প্রকৃতি মনোভাবের লক্ষণে সহায়তা না করিলেও মদনান্তক শঙ্কর ঐ নববধূর ঐ সব ব্যাপারে বড়ই আনন্দ উপভোগ করিতেন। ॥ ৮ ॥

যন্মুখগ্রহণমক্ষতাধরং দানমব্রণপদং নখস্য যৎ।
যদ্রতং চ সদয়ং প্রিয়স্য তৎ পার্বতী বিষহতে স্ম নেতরৎ॥ ৯॥
রাত্রিবৃত্তমনুযোক্তুমুদ্যতং সা প্রভাতসময়ে সখীজনম্।
নাকরোদপকুতূহলং হ্রিয়া শংসিতুং তু হৃদয়েন তত্বরে॥ ১০॥
দর্পণে চ পরিভোগদর্শিনী পৃষ্ঠতঃ প্রণয়িনো নিষেদুষঃ।
প্রেক্ষ্য বিম্বমনু বিম্বমাত্মনঃ কানি কানি ন চকার লজ্জয়া॥ ১১॥
নীলকণ্ঠপরিভুক্তযৌবনাং তাং বিলোক্য জননী সমাশ্বসীৎ।
ভর্তৃবল্লভতয়া হি মানসীং মাতুরস্যতি শুচং বধূজনঃ॥ ১২॥

অন্বয়।—পার্বতী প্রিয়স্য (শম্ভোঃ) অক্ষতাধরং যৎ মুখ-গ্রহণম্, অব্রণ পদং যৎ নখস্য দানং (চ), (তথা) সদয়ং যৎ রতঃ চ,—তৎ (তৎ সর্বং) বিষহতে স্ম, ন ইতরৎ। (সদয়মুপভোগং সা সহতে, নতু নির্দয়ম্) ॥ ৯ ॥

সা (পার্বতী) প্রভাত-সময়ে রাত্রিবৃত্তম্ অনুযোক্তুম্ উদ্যতং সখীজনম্ হ্রিয়া অপকুতূহলং ন অকোরৎ। তু (কিন্তু) শংসিতুং হৃদয়েন তত্বরে ॥ ১০ ॥

কিঞ্চ (ইতি চার্থঃ) দর্পণে পরিভোগদর্শিনী (প্রিয়কৃত-নখক্ষতাদিদর্শিনী) (সা পার্বতী) পৃষ্ঠতঃ নিষেদুষঃ প্রণয়িনঃ (হরস্য) বিম্বম্ (দর্পণে সংক্রান্তম্) আত্মনঃ বিম্বম্ অনু (প্রতিবিম্বস্য পৃষ্ঠতঃ) প্রেক্ষ্য লজ্জয়া কানি কানি ন চকার? (সর্বাণি এবং অঙ্গ সংবরণাদিচেষ্টিতানি চকার) ॥ ১১ ॥

নীল-কণ্ঠ-পরিভুক্ত-যৌবনাং তাং (পার্বতীং) বিলোক্য জননী (মেনা) সমাশ্বসীৎ। (তথাহি)—বধূজনঃ ভর্তৃবল্লভ-তয়া মাতুঃ মানসীং ব্যথাম্ অস্যতি—হি ॥ ১২ ॥

বঙ্গার্থ।—নববধূ গৌরী শঙ্করের অতি বাড়াবাড়ি আদৌ পছন্দ করিতেন না বটে, কিন্তু যেটা সয়-সয়, তাহাতেও তত আপত্তি তাঁহার ছিল না। অধরক্ষত-বর্জিত চুম্বন এবং ক্ষত-চিহ্নবর্জিত নখাদির অত্যাচার, হর যখন একটু সদয়ভাবে করিতেন, তখন পার্বতী আর তত প্রতিকূলতা দেখাইতেন না। কিন্তু যেমন শম্ভু কোন প্রকার—প্রচণ্ড রকমের কিছু করিতে যাইতেন, অমনি মুগ্ধা উমা বেঁকিয়া বসিতেন ॥ ৯ ॥

বরবধূর রাত্রির বৃত্তান্ত জানিবার জন্য সখীরা যখন প্রশ্নবাণে পার্বতীকে অস্থির করিয়া তুলিত, তখন লজ্জা-প্রবৃত্ত উমা সখীদিগকে নিরাশ করিতেন না, প্রত্যুত্ত বলিবার জন্য তাঁহার প্রাণ আকুলি-বিকুলি করিত ॥ ১০ ॥

অতি নির্জনে, প্রিয়তম পতিদেবতার অত্যাচারের চিহ্ন নখ, দন্ত প্রভৃতি ক্ষত দেখিবার জন্য পার্বতী যখন একখানি দর্পণের সম্মুখে গিয়া বসিতেন, তখন শঙ্কর নিঃশব্দ-পদ-সঞ্চারে তথায় পার্বতীর পিঠের দিকে গিয়া বসিয়া থাকিতেন। যেমন উমা সেই দর্পণে নিজের মুখের ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দুর্দশা দেখিবার জন্য তাকাইতেন, অমনি দেখিতেন, তাঁহার প্রতি-বিম্বের পশ্চাদ্ভাগে শঙ্করের প্রতিবিম্ব, উমার একেবারে আক্কেল-গুড়ুম হইয়া যাইত, লজ্জায় তিনি যে কত রকম কি করিতেন, তাহার আর ইয়ত্তা ছিল না ॥ ১১ ॥

জননী মেনা, কন্যার দিকে চাহিয়াই বুঝিতেন যে, তাঁহার উমা-শশী নীলকণ্ঠের কত আদরিণী হইয়াছে। মেনার আর আনন্দের অবধি থাকিত না। এরূপ হইবারই কথা; নববিবাহিতা দুহিতা তাহার পতির প্রিয় হইতে পারিয়াছে, জামাতা তাহাকে পছন্দ করিয়াছেন,—জানিতে পারিলে, জননী স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া বাঁচেন। এই বরে কন্যাসম্প্রদান সার্থক হইয়াছে—মনে করিয়া মাতার বুক জুড়াইয়া যায় ॥ ১২ ॥

বাসরাণি কতিচিৎ কথঞ্চন স্থাণুনা পদমকার্য্যত প্রিয়া।
জাতমন্মথরসা শনৈঃশনৈঃ সা মুমোচ রতিদুঃখশীলতাম্॥ ১৩॥
সস্বজে প্রিয়মুরোনিপীড়নং প্রার্থিতং মুখমনেন নাহরৎ।
মেখলাপ্রণয়লোলতাং গতং হস্তমস্য শিথিলং রুরোধ সা॥ ১৪॥
ভাবসূচিতমদৃষ্টবিপ্রিয়ং চাটুমৎ ক্ষণবিয়োগকাতরম্।
কৈশ্চিদেব দিবসৈস্তদা তয়োঃ প্রেম গূঢ়মিতরেতরাশ্রয়ম্॥ ১৫॥
তং যথাত্মসদৃশং বরং বধূরন্বরজ্যত বরস্তথৈব তাম্।
সাগরাদনপগা হি জাহ্নবী সোঽপি তন্মুখরসৈকনির্বৃতিঃ॥ ১৬॥
শিষ্যতাং নিধুবনোপদেশিনঃ শঙ্করস্য রহসি প্রপন্নয়া।
শিক্ষিতং যুবতিনৈপুণং তয়া যত্তদেব গুরুদক্ষিণীকৃতম্॥ ১৭॥

অন্বয়।—স্থাণুনা (কর্ত্রা) প্রিয়া (পার্ব্বতী) কতিচিৎ বাসরাণি (ব্যাপ্য) কথঞ্চন পদং (সুরতকর্ম্মণি) অকার্য্যত। সা (কৃতপদা পার্ব্বতী) জাত-মন্মথ রসা (সতী) শনৈঃশনৈঃ রতিদুঃখশীলতাং (রতৌ প্রতিকূলতাং) মুমোচ॥ ১৩॥

সা (পার্ব্বতী) উরোনিপীডনং (যথা তথা) প্রিয়ং সস্বজে। অনেন (প্রিয়েণ) প্রার্থিতং মুখং (চুম্বনার্থং) ন অহরৎ (ন ব্যাবর্ত্তয়ামাস)। মেখলা-প্রণয়লোলতাং গতম্ অস্য (প্রিয়স্য) হস্তং শিথিলং (যথা তথা) রুরোধ॥ ১৪॥

তদা তয়োঃ (দম্পত্যোঃ) কৈঃ চিৎ এব দিবসৈঃ ভাব-সূচিতম্, অদৃষ্টবিপ্রিয়ং, চাটুমৎ ক্ষণবিয়োগ-কাতরম্, ইতরেতরাশ্রয়ং প্রেম গূঢ়ম্ (অনুরাগ-পরাভিলাষং প্রাপ্তম্)॥ ১৫॥

বধূঃ (পার্ব্বতী) আত্ম-সদৃশং তং বরং (শিবং) যথা অন্বরজ্যত, তথা এব বরঃ তাম্ (অন্বরজ্যত)। (তথাহি)— জাহ্নবী সাগরাৎ অনপগা (অনপেতা) হি (ভবতি), সঃ (সাগরঃ) অপি তন্মুখ-রসৈক-নির্বৃতিঃ (ভবতি)॥ ১৬॥

রহসি নিধুবনোপদেশিনঃ (সুরতবিদ্যাগুরোঃ) শঙ্করস্য শিষ্যতাং প্রপন্নয়া তয়া (পার্ব্বত্যা) যৎ যুবতিনৈপুণং শিক্ষিতং, তৎ এব গুরুদক্ষিণীকৃতম্ (শিক্ষকায় শঙ্করায় প্রতিপ্রদত্তম্)॥ ১৭॥

বঙ্গার্থ—শঙ্কর অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই নবপরিণীতা পার্ব্বতীকে স্ববশে আনয়ন করিলেন এবং মদনরাজের উপভোগক্ষম নবীন রাজ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক, ক্রমে পার্ব্বতীও প্রণয়ব্যাপারে পতির প্রতিকূলতা ছাড়িয়া দিলেন। ধীরে ধীরে উমার সকল ওজর আপত্তিই লোপ পাইল॥ ১৩॥

আলিঙ্গনে প্রত্যালিঙ্গন-দানে এবং পতিকৃত আনন-প্রার্থনায় মুখের অপসারণে ও রশনাদামের অপহরণে লোলুপ পতির হস্তের তেমন নিরোধ না করায়,—শঙ্করের প্রীতির আর শেষ রহিল না॥ ১৪॥

কতিপয় দিবসেই সেই নবদম্পতির প্রথমদর্শনাবধি সঞ্জাত হৃদয়-ভাব ক্রমে আসিয়া গাঢ় অনুরাগে দাঁড়াইল। পরস্পরের কটাক্ষবিক্ষেপাদি দ্বারা সকল প্রতিকূল ভাবের তিরোধান ঘটিল। আর তেমন চোখে চোখ পড়িলেই মুখ ফিরাইয়া লওয়া রহিল না। উভয়ের হৃদয়-রঞ্জন আলাপের জন্য উভয়ে সর্ব্বদা আকুল হইলেন। এক নিমেষের আড়াল হইলে উভয়েই জগৎ অন্ধকার দেখিতেন। ক্রমে তাঁহারা পতি-পত্নী এইরূপ মনোরম অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন॥ ১৫॥

অভিলাষের অনুরূপ, অথবা তদপেক্ষাও অধিকতর মনোহর পতি পাইয়া বধূ উমার অনুরাগ যতটা বৃদ্ধি পাইয়াছিল, বর শঙ্করের হৃদয়েও উমার প্রতি ততটা বা ততোধিক অনুরাগ প্রবল হইয়া উঠিয়াছিল। জাহ্নবী যত আঁকিয়া বাঁকিয়াই যান না কেন, তাঁহার লক্ষ্য যেমন সাগরের দিকে, তদ্রূপ সাগরও, কতক্ষণে ঐ ত্রিপথগার প্রথম প্রবাহোচ্ছ্বাস আস্বাদ করিয়া কৃতার্থ হইবেন, সেজন্য সর্ব্বদা উন্মুখ। উহাতেই সিন্ধুর চরম পরিতৃপ্তি॥ ১৬॥

একান্ত নির্জ্জনে, ত্রিকালদর্শী শঙ্করের নিকট পার্ব্বতী, রতিমন্দিরের করণকারণ, ইতিকর্ত্তব্যতা অনেক শিক্ষা করিয়াছিলেন। কুমারী উমা যাহা জানিতেন না, পরিণয়ের পর বিবাহিতা উমা, মদনান্তকের নিকট সে সমস্তই শিখিয়া লইয়াছিলেন। তবে ঐ শিক্ষার প্রতিদানস্বরূপে, শিষ্যা পার্ব্বতী, গুরু বৃষধ্বজকেও, যুবতীদিগের নৈপুণ্য যে কত, তাহা শিখাইয়াছিলেন। হৃদে-আননে কড়ায়-গণ্ডায় গুরু-দক্ষিণা বুঝাইয়া দিয়াছিলেন॥ ১৭॥

দষ্টমুক্তমধরোষ্ঠমম্বিকা বেদনাবিধুরহস্তপল্লবা ।
শীতলেন নিরবাপয়ৎ ক্ষণং মৌলিচন্দ্রশকলেন শূলিনঃ ॥ ১৮ ॥

চুম্বনাদলকচূর্ণদূষিতং শঙ্করোঽপি নয়নং ললাটজম্ ।
উচ্ছ্বসৎকমলগন্ধয়ে দদৌ পার্ব্বতীবদনগন্ধবাহিনে ॥ ১৯ ॥

এবমিন্দ্রিয়সুখস্য বর্ত্মনঃ সেবনাদনুগৃহীতমন্মথঃ ।
শৈলরাজভবনে সহোময়া মাসমাত্রমবসদ্ বৃষধ্বজঃ ॥ ২০ ॥

সোঽনুমান্য হিমবন্তমাত্মভূরাত্মজাবিরহদুঃখখেদিতম্ ।
তত্র তত্র বিজহার সঞ্চরন্নপ্রমেয়গতিনা ককুদ্মতা ॥ ২১ ॥

মেরুমেত্য মরুদাশুবাহনঃ পার্ব্বতীস্তনপুরস্কৃতঃ কৃতী ।
হেমপল্লববিভঙ্গসংস্তরামন্বভূৎ সুরত-তৎপরঃ ক্ষপাম ॥ ২২ ॥

অন্বয়।—অম্বিকা দষ্টমুক্তম্ অধরোষ্ঠং বেদনা-বিধুর-হস্ত-পল্লবা (সতী) শীতলেন শূলিনঃ মৌলিচন্দ্রশকলেন ক্ষণং নিরবাপয়ৎ (শীতলয়ামাস) ॥ ১৮ ॥

শঙ্করঃ অপি চুম্বনাৎ অলকচূর্ণদূষিতং ললাটজং নয়নম্ উচ্ছ্বসৎ-কমল-গন্ধয়ে (বিকচ-কমল-গন্ধধারিণে) পার্ব্বতী-বদন-গন্ধবাহিনে (ফুৎকারমারুতায়) দদৌ ("অত্র হরচক্ষুষি অলকচূর্ণকথনাৎ দেব্যা উপরিভাবঃ সূচিতঃ"—ইতি মল্লিনাথঃ) ॥ ১৯ ॥

বৃষধ্বজঃ এবং (উক্তরূপৈঃ নানাপ্রকারৈঃ) ইন্দ্রিয়-সুখস্য বর্ত্মনঃ (স্ত্রী-প্রসঙ্গস্য) সেবনাৎ অনুগৃহীতমন্মথঃ (পুনরুজ্জীবিতমদনঃ সন্) উময়া সহ শৈলরাজ-ভবনে মাসমাত্রম্ অবসৎ। (মাসমাত্রমিতি বধূবশীকরণকালং যাবৎ) ॥২০॥

সঃ আত্মভূঃ আত্মজা-বিরহদুঃখখেদিতং হিমবন্তম্ অনুমান্য (অনুমতিক্রমেণ) অপ্রমেয়-গতিনা ককুদ্মতা সঞ্চরন্ তত্র তত্র (নানা দেশেষু) বিজহার ॥২১॥

মরুদাশু-বাহনঃ (মরুদিব, দ্রুতগামি-বাহনঃ), পার্ব্বতী-স্তন-পুরস্কৃতঃ কৃতী (হরঃ) হেমপল্লব-সংস্তরাং ক্ষপাং সুরত-তৎপরঃ (সন্) অন্বভূৎ ॥ ২২ ॥

বঙ্গার্থ।—আত্মানুরূপিণী প্রণয়িনী লাভ করিয়া চন্দ্রমৌলির অসহিষ্ণুতা অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়াছিল। অম্বিকা বেদনা-কম্পিত-করে মহাদেবকে কিয়ৎকালের জন্য নিবারিত করিয়া, স্বকীয় দষ্ট মুক্ত অধরপল্লব পতির ললাটচন্দ্রের সুশীতল কিরণে মধ্যে মধ্যে জুড়াইয়া লইতেন ॥ ১৮ ॥

মহাদেবের ললাট-নেত্রও চুম্বনকালে দেবীর অলক-নিহিত গন্ধচূর্ণে যখন উপহত হইত, তখন বিকচ-কমল-সৌরভপূর্ণ উমার বদনমারুতের দ্বারা, হর চক্ষুর আবিলতা দূর করাইয়া লইতেন। অর্থাৎ উমা ফুৎকার দিয়া হর-নয়নের চূর্ণ ধূলি উড়াইয়া দিতেন। (মহাদেবের ললাটনেত্রে দেবীর চূর্ণ-কুন্তলের চূর্ণ-পতন প্রকৃতিবিরুদ্ধ রতিক্রীড়ার সূচনা করিতেছে) ॥ ১৯ ॥

এইভাবে হর, ইন্দ্রিয়-সুখ-সেবনে পূর্ব্বদগ্ধ মদনকে পুনরুজ্জীবিত করিয়া উমার সহিত নগনাথ হিমালয়ের ভবনে একমাস কাল বাস করিলেন ॥ ২০ ॥

শঙ্কর হিমালয়কে সম্মত করিয়া, অপ্রতিহত-গতি বৃষভ-রাজে উমাকে লইয়া আরোহণ করিলেন এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি হিমাদ্রির এখানে সেখানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। এ দিকে নগপতিও দুহিতৃবিরহে অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলেন ॥ ২১ ॥

পবনের ন্যায় দ্রুতগতি বাহনে ঘুরিতে ঘুরিতে সেই দেবদম্পতি, মেরুপর্ব্বতে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ভ্রমণকালে বৃষভের পৃষ্ঠে পীনস্তনী পার্ব্বতীকে শঙ্কর সম্মুখে বসাইয়া নিজে তাঁহার পিছনে বসিয়াছিলেন। হেমময় মেরু-পর্ব্বতে স্বর্ণপল্লবে বিরচিত অতি সুখকর শয্যায়, মর্ম্মনিপুণ চন্দ্রশেখর উমার সহিত রজনী-যাপন করিলেন ॥ ২২ ॥

পদ্মনাভ-বলয়াঙ্কিতাশ্মসু প্রাপ্তবৎস্বমৃতবিপ্রুষো নবাঃ ।
মন্দরস্য কটকেষু চাবসৎ পার্ব্বতী-বদন-পদ্ম-ষট্‌পদঃ ॥ ২৩ ॥
রাবণধ্বনিত-ভীতয়া তয়া কণ্ঠসক্ত-দৃঢ়বাহুবন্ধনঃ ।
একপিঙ্গলগিরৌ জগদ্‌গুরুর্নির্বিবেশ বিশদাঃ শশিপ্রভাঃ ॥ ২৪ ॥
তস্য জাতু মলয়স্থলীরতের্ধূতচন্দনলতঃ প্রিয়াক্লমম্ ।
আচচাম সলবঙ্গকেশরশ্চাটুকার ইব দক্ষিণানিলঃ ॥ ২৫ ॥
হেম-তামরস-তাড়িতপ্রিয়া তৎকরাম্বু-বিনিমীলিতেক্ষণা ।
সা ব্যগাহত তরঙ্গিণীমুমা মীনপঙ্‌ক্তি-পুনরুক্তমেখলা ॥ ২৬ ॥

অন্বয়।—পার্ব্বতী-বদন-পদ্ম-ষট্‌পদঃ (সঃ হরঃ) পদ্ম-নাভ-বলয়াঙ্কিতাশ্মসু (অমৃতমথনসময়ে) নবাঃ অমৃত-বিপ্রুষঃ (সুধাবিন্দূন্) প্রাপ্তবৎসু মন্দরস্য কটকেষু (নিতম্বেষু) চ অবসৎ ॥ ২৩ ॥

জগদ্‌গুরুঃ (হরঃ) রাবণ-ধ্বনিত-ভীতয়া (কৈলাসোৎপাটনসময়ে) তয়া (পার্ব্বত্যা) কণ্ঠ-সক্ত-মৃদুবাহুবন্ধনঃ (সন্) একপিঙ্গল-গিরৌ ("একপিঙ্গলস্য" কুবেরস্য গিরৌ—কৈলাসে) বিশদাঃ শশিপ্রভাঃ নির্ব্বিবেশ ॥ ২৪ ॥

জাতু (কদাচিৎ) মলয়-স্থলীরতেঃ তস্য (হরস্য) প্রিয়াক্লমং (প্রিয়ায়াঃ রতিশ্রমং) সলবঙ্গকেশরঃ দক্ষিণানিলঃ চাটুকারঃ ইব আচচাম ॥ ২৫ ॥

সা উমা হেম-তামরস-তাড়িত-প্রিয়া (তথা) তৎকরাম্বু-বিনিমীলিতেক্ষণা (তথা) মীনপঙ্‌ক্তিপুনরুক্ত-মেখলা (চ সতী) তরঙ্গিণীং ব্যগাহত (জলক্রীড়াং চকার) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গার্থ।—নানাবিধ রতি-ক্রীড়া-বিমুগ্ধ এবং পার্ব্বতীর বদনকমলের সতত-সেবী ভৃঙ্গস্বরূপ শঙ্কর মন্দর-পর্ব্বতের নিতম্বদেশের নানা উপভোগ্যস্থানে কিয়ৎকাল বাস করিলেন। সেই পর্ব্বতনিতম্বের শিলাসমূহে তখনও পদ্মনাভ বিষ্ণুর করধৃত বলয়ের চিহ্ন বিদ্যমান ছিল। ঐ পর্ব্বতকেই মন্থনদণ্ড করিয়া দেবাসুরে যখন অমৃতমন্থন করিয়াছিলেন, তখন বিষ্ণুও তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন। সেই কবে অমৃতমন্থন হইয়াছিল এবং অচিরোদ্‌গত অমৃতের শীকর-সংস্পর্শে পর্ব্বতের মধ্যভাগ সুশীতল হইয়া গিয়াছিল, আর আজও যেন তেমনই সুশীতল রহিয়াছে। হরপার্ব্বতী সেই রমণীয় ও রামরূপধারী পার্ব্বত্য অঞ্চলে মনের সুখে কিছুদিন যাপন করিলেন। ২৩॥

যক্ষপতি কুবেরের অনন্ত সৌন্দর্য্য-পূর্ণ কৈলাসপর্ব্বতে যখন উমা-মহেশ্বর বাস করিয়াছিলেন, তখনকার এক ঘটনায়, ঐ কৈলাসবাস শঙ্করের চিরস্মরণীয় হইয়া রহিল। উঁহারা পর্ব্বতের উপরিভাগে নির্ম্মেঘ শশাঙ্কের বিমল জ্যোৎস্নায় যখন উপবিষ্ট হইয়া নানা কথোপকথন করিতেছেন, চন্দ্রিকা উপভোগ করিতেছেন, এমনই সময়ে হঠাৎ রাবণ সেই গিরিকটকে, ভয়ঙ্কর হুঙ্কারের সহিত এক দারুণ আঘাত করায় সারা পর্ব্বতটা কাঁপিয়া উঠিল। নগেন্দ্রনন্দিনী ভয়ে দিশাহারা হইয়া ছুটিয়া আসিয়া তাঁহার মৃণালভুজে নীল-কণ্ঠকে জড়াইয়া ধরিলেন। এমনটি শঙ্করের ভাগ্যে ইহার পূর্ব্বে আর বোধ হয়, ঘটে নাই। এই "স্বয়ংগ্রহাশ্লেষ-সুখের" সমাগমে বিমলচন্দ্রিকা যেন আরও বিমলতর বলিয়া তাঁহার মনে হইল ॥ ২৪ ॥

শঙ্কর শঙ্করীকে লইয়া মলয়পর্ব্বতে যখন আমোদ-প্রমোদ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন চন্দন-বন-বিহারী দক্ষিণ-সমীর লবঙ্গকেশর দোলাইয়া আসিয়া, চাটুকারের ন্যায় তাঁহার প্রিয়তমার সকল শ্রান্তি দূর করিয়া দিতেছিল। অতিবড় পরিশ্রমও যেমন দু'একটা তোষামোদপূর্ণ বাক্যে দূর হয়, তদ্রূপ রতিশ্রম-কাতরা উমার সকল শ্রান্তি, দেহের সকল গ্লানি ঐ সুগন্ধিত সুশীতল দক্ষিণসমীরণে তিরোহিত হইতেছিল ॥ ২৫ ॥

উমার এখন আর পূর্ব্বভাব নাই "মধ্যে বামা" অবস্থা তিনি পার হইয়াছেন। এখন শঙ্করকেও তিনি, অবসর পাইলে, একহাত নিতে ছাড়েন না। সোনার শতদল দিয়া যখন উমা প্রিয়তম শঙ্করকে তাড়না করেন, তখন তিনিও উমার চোখেমুখে ভীষণ জল ছিটাইতে আরম্ভ করেন। উমা দিশা না পাইয়া গিয়া তাড়াতাড়ি সুরতরঙ্গিণী মন্দাকিনীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়েন, আর তন্মধ্যবর্ত্তিনী শফরিকার ঝাঁক, তড়্ বড়্ করিয়া লাফাইয়া উঠায় মনে হয় উমা যেন আর একছড়া মেখলা পরিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

তাং পুলোমতনয়ালকোচিতৈঃ পারিজাতকুসুমৈঃ প্রসাধয়ন্।
নন্দনে চিরময়ুগ্মলোচনঃ সস্পৃহং সুরবধূভিরীক্ষিতঃ ॥ ২৭ ॥

ইত্যভৌমমনুভূয় শঙ্করঃ পার্থিবঞ্চ বনিতাসখঃ সুখম্।
লোহিতায়তি কদাচিদাতপে গন্ধমাদনবনং ব্যগাহত ॥ ২৮ ॥

তত্র কাঞ্চনশিলাতলাশ্রয়ো নেত্রগম্যমবলোক্য ভাস্করম্।
দক্ষিণেতরভুজব্যপাশ্রয়াং ব্যাজহার সহধর্মচারিণীম্ ॥ ২৯ ॥

পদ্মকান্তিমরুণত্রিভাগয়োঃ সংক্রময্য তব নেত্রয়োরিব।
সংক্ষয়ে জগদিব প্রজেশ্বরঃ সংহরত্যহরসাবহর্পতিঃ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়।—অযুগ্ম-লোচনঃ নন্দনে (নন্দন-বনে) পুলোমতনয়ালকোচিতৈঃ পারিজাত-কুসুমৈঃ তাং (পার্বতীং) প্রসাধয়ন্ সুর-বধূভিঃ সস্পৃহম্ ঈক্ষিতঃ (সন্) চিরম্ (অবসৎ) ॥ ২৭ ॥

শঙ্করঃ ইতি অভৌমং পার্থিবং চ সুখং বনিতা-সখঃ (সন্) অনুভূয় কদাচিৎ আতপে (রৌদ্রে) লোহিতায়তি (সতি) গন্ধমাদনবনং ব্যগাহত (তত্র ক্রীড়িতুং জগাম) ॥ ২৮ ॥

তত্র (গন্ধমাদনবনে) (সঃ হরঃ) ভাস্করং নেত্রগম্যম্ (দিবাস্তসূর্য্যস্য তেজোমান্দ্যাৎ) অবলোক্য কাঞ্চন-শিলা-তলাশ্রয়ঃ (সন্) দক্ষিণেতরভুজ-ব্যপাশ্রয়াং সহধর্মচারিণীং (পার্বতীং) ব্যাজহার ॥ ২৯ ॥

প্রিয়ে। অসৌ (পুরঃস্থঃ) অহর্পতিঃ অরুণত্রিভাগয়োঃ (অরুণৌ তৃতীয়ৌ ভাগৌ যয়োঃ তথোক্তয়োঃ) তব নেত্রয়োঃ পদ্মকান্তিং সংক্রময্য (ন্যস্য) ইব, সংক্ষয়ে (প্রলয়-কালে) প্রজেশ্বরঃ (ব্রহ্মা) জগৎ ইব অহঃ সংহরতি ॥ ৩০ ॥

বঙ্গার্থ।—নীলকণ্ঠ যখন নন্দনবনে, ইন্দ্রপ্রিয়া স্থিরযৌবনা শচীর কেশভূষণ পারিজাত কুসুমের দ্বারা স্বহস্তে গৌরীর অলক-দাম সাজাইয়া দিতেন, তখন, "কত পুণ্যের জোরে এমন বশংবদ পতি লাভ করা যায়" ভাবিতে ভাবিতে সুরকামিনীরা সস্পৃহ-হৃদয়ে ও নির্নিমেষ-নয়নে উমামহেশ্বরের দিকে চাহিয়া থাকিতেন ॥ ২৭ ॥

উমার সহিত উমানাথ এইভাবে কিছুকাল, পার্থিব-অপার্থিব-উভয়াবিধ সুখ-সম্ভোগ করিয়া বেড়াইবার পর, একদিন সূর্য্যের অস্তগমন-সময়ে, সস্ত্রীক গন্ধমাদন-পর্ব্বতের চিরমনোহর বন-মধ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ২৮ ॥

সূর্য্য অস্তাচলে চলিয়াছেন, এখন আর তাঁহার সে প্রখর তেজ নাই। তাঁহার দিকে চাহিলে আর চোখ ঝলসিয়া যায় না। শঙ্কর গন্ধমাদন-বনে, একখানি হেমশিলায় বসিয়াছেন, আর শঙ্করী তাঁহার বাম-বাহুতে ঠেস দিয়া বসিয়া আছেন। শঙ্কর সেই দিনান্ত-তপনের মনোহর সৌন্দর্য্য-দর্শনে বিহ্বল হইয়া শঙ্করীকে বলিলেন— ॥ ২৯ ॥

প্রিয়ে! দেখ দেখ, একবার ঐ অস্তগমনোন্মুখ সূর্য্যের দিকে তাকাও। তোমার নয়নের তিনভাগের একভাগ (তৃতীয়াংশ) স্বভাবতই লাল, দেখিতে ঠিক পদ্মের মতন, তাই মনে হইতেছে যে, এই অস্তাচলে যাইবার সময়ে, কমলিনী-পতি সূর্য্য তাঁহার কমলের কান্তি যেন তোমার নেত্রদ্বয়ে গচ্ছিত রাখিয়া দিনভাগকে সঙ্কোচ করিয়া চলিয়া যাইতেছেন। যেন প্রলয়কালে প্রজাপতি ব্রহ্মা জগৎকে সংহার করিতেছেন। রাত্রিকালে তো আর কমল বিকশিত হইবে না, তাই তাহাদের সৌন্দর্য্য তোমার অরুণপ্রান্ত নয়নে ন্যস্ত রাখিয়া সূর্য্য তিরোহিত হইতেছেন। তোমার অরুণোপম নয়নে কমলের অভাব বিদূরিত হইবে ॥ ৩০ ॥

শীকরব্যতিকরং মরীচিভির্দূরয়ত্যবনতে বিবস্বতি ।
ইন্দ্রচাপপরিবেষশূন্যতাং নির্ঝরাস্তব পিতুর্ব্রজন্ত্যমী ॥ ৩১ ॥

দষ্টতামরসকেশরস্রজোঃ ক্রন্দতোর্বিপরিবৃত্তকণ্ঠয়োঃ ।
নিঘ্নয়োঃ সরসি চক্রবাকয়োরল্পমন্তরমনল্পতাং গতম্ ॥ ৩২ ॥

স্থানমাহ্নিকমপাস্য দন্তিনঃ শল্লকীবিটপভঙ্গবাসিতম্ ।
আবিভাত-চরণায় গৃহ্যতে বারি বারিরুহবদ্ধষট্পদম্ ॥ ৩৩ ॥

পশ্য পশ্চিমদিগন্তলম্বিনা নির্মিতং মিতকথে! বিবস্বতা ।
দীর্ঘয়া প্রতিময়া সরোম্ভসাং তাপনীয়মিব সেতুবন্ধনম্ ॥ ৩৪ ॥

অন্বয় ।—প্রিয়ে! অবনতে (অস্তমিতে) বিবস্বতি মরীচিভিঃ শীকরব্যতিকরং দূরয়তি (সতি) অমী তব পিতুঃ (হিমালয়স্য) নির্ঝরাঃ ইন্দ্রচাপ-পরিবেষশূন্যতাং ব্রজন্তি ॥ ৩১ ॥

প্রিয়ে! দষ্টতামরস-কেশরস্রজোঃ, বিপরিবৃত্তকণ্ঠয়োঃ, নিঘ্নয়োঃ (অন্যোন্যং বশংবদয়োঃ, অতএব) ক্রন্দতোঃ সরসি (স্থিতয়োঃ) চক্রবাকয়োঃ, অল্পম্ অন্তরম্ (বিয়োগঃ) অনল্পতাং গতম্ (নিশাগমাৎ বৃদ্ধিং প্রাপ্তম্) ॥ ৩২ ॥

প্রিয়ে! দন্তিনঃ শল্লকীবিটপ ভঙ্গ-বাসিতম্ আহ্নিকং (দিবসোচিতং) স্থানম্ অপাস্য আবিভাত-চরণায় (প্রভাত-কালপর্য্যন্তং বিহর্ত্তুং) বারিরুহ-বদ্ধ-ষট্-পদং (নিমীলিত-কমলকোষে আবদ্ধ-ভ্রমরং) বারি গৃহ্যন্তে ॥ ৩৩ ॥

অয়ি মিতকথে! (অল্পভাষিণি!) পশ্চিমদিগন্তলম্বিনা বিবস্বতা দীর্ঘয়া প্রতিময়া (প্রতিবিম্বেন হেতুনা) সরোম্ভসাং তাপনীয়ং (সুবর্ণময়ং) সেতুবন্ধনম ইব নির্ম্মিতম্ (ইতি) পশ্য ॥ ৩৪ ॥

ব্যাখ্যা ।—পতিকৃত, নিজ-নয়নের এই প্রশংসায় উমা সলজ্জবদনে যখন মাথাটা একটু নীচু করিলেন, তখন সে সৌন্দর্য্য, আনত-মুখীর সেই লজ্জ কমভাব শঙ্কর প্রাণে প্রাণে অনুভব করিলেন এবং কহিলেন,—অয়ি আনতাঙ্গি! ঐ দেখ, নির্ঝরের জলকণায় আর পূর্ব্ববৎ সৌরকরস্পর্শ হইতেছে না, তাহাদের প্রভাজালে নির্ঝর-শীকর আর আগের মত শোভা পাইতেছে না, সূর্য্য অনেক দূরে কিরণসঙ্কোচ করিয়া লইয়াছেন বলিয়া, তোমার পিতার জলপ্রপাতগুলির চারিদিকে আর নয়নরঞ্জন ইন্দ্রধনুর সে শোভা দেখা যাইতেছে না। তুমি এ সব লক্ষ্য করিতেছ কি? ॥ ৩১ ॥

প্রিয়ে! নিশা আগতপ্রায় দেখিয়া, ঐ দেখ, চক্রবাক-মিথুনের কি দুঃসহ অবস্থা ঘটিতেছে! উহারা পতি পত্নীতে একটা পদ্মেরই কেশর খাইতে সুরু করিয়াছে, এমন সময়ে কাল রজনী উপস্থিত—দেখিয়া, কাঁদিতে কাঁদিতে উভয়ে বিভিন্ন-দিকে মুখ ফিরাইতেছে। উহাদের পরস্পরের অনুরাগের ইয়ত্তা নাই। আহা, ঐ দেখ, উহাদের উভয়ের মধ্যে দিনমানে যে সামান্য একটু অবকাশ বা ফাঁক ছিল, তাহা ক্রমে যেন বাড়িয়া যাইতেছে! ক্রমে যত রাত ঘনাইয়া আসিতেছে, উহারাও ততই পরস্পরে দূরে সরিয়া যাইতেছে। কি বেদনার দৃশ্য! ॥ ৩২ ॥

ঐ দেখ, রাত্রিতে জল-পান করে না বলিয়া, প্রভাতকাল, পর্য্যন্ত যাহাতে আর পিপাসায় কষ্ট না পায়, এই জন্য, বন্য হস্তিসমূহ, দিবসে তাপ-নিবারণের নিমিত্ত যে স্থানে ছিল এবং শল্লকীতরুর কত শাখা ভাঙিয়া চুরমার করিয়াছিল, সেই শল্লকী-শাখা-স্রুত নির্য্যাসে সুরভিত ও ছায়াময় স্থান ছাড়িয়া কেমন জল সংগ্রহ করিয়া লইতেছে, অর্থাৎ প্রাণ ভরিয়া জলপান করিতেছে। সায়ংকালে, ঐ দেখ, ঐ জলের পদ্মগুলি মুদিয়া যাওয়ায়, তাহাদের মধ্যস্থিত ভ্রমরেরা পদ্মকোষে কেমন আটকাইয়া গিয়াছে ॥ ৩৩ ॥

মিতভাষিণি! কোনো সাড়া দিচ্ছ না কেন?—(মহাদেবের এই উক্তিতে মনে হইতেছে, উমার সহিত এই সায়ং-সৌন্দর্য্যের আলাপ করিবার জন্য তিনি অত্যন্ত অভিলাষী) ঐ দেখ, পশ্চিম দিকের একেবারে প্রান্তভাগে গিয়া সূর্য্যদেব পড়িয়াছেন, আর তাঁহার সুদীর্ঘ এবং লোহিত প্রতিবিম্ব আসিয়া কেমন লম্বিতভাবে সরসীর বীচিবিক্ষোভ-সুন্দর বক্ষে ফলিত হইতেছে! যেন দিনপতি সরোবরের উপর হিরণ্ময় সেতুবন্ধন করিয়াছেন! ॥ ৩৪ ॥

উত্তরন্তি বিনিকীর্য্য পল্বলং গাঢ়পঙ্কমতিবাহিতাতপাঃ।
দংষ্ট্রিণো বনবরাহযূথপা দষ্টভঙ্গুরবিসাঙ্কুরা ইব ॥ ৩৫ ॥

এষ বৃক্ষশিখরে কৃতাস্পদো জাতরূপরসগৌরমণ্ডলঃ।
হীয়মানমহরত্যয়াতপং পীবরোরু! পিবতীব বর্হিণঃ ॥ ৩৬ ॥

পূর্ব্বভাগতিমিরপ্রবৃত্তিভির্ব্যক্তপঙ্কমিব জাতমেকতঃ।
খং হৃতাতপজলং বিবস্বতা ভাতি কিঞ্চিদিব শেষবৎ সরঃ ॥ ৩৭ ॥

আবিশদ্ভিরুটজাঙ্গনং মৃগৈর্মূলসেকসরসৈশ্চ বৃক্ষকৈঃ।
আশ্রমাঃ প্রবিশদগ্ন্যধেনবো বিভ্রতি শ্রিয়মুদীরিতাগ্নয়ঃ ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়।—গাঢ়-পঙ্কং পল্বলং (অল্পসরঃ) বিনিকীর্য্য (আলোড্য) অতিবাহিতাতপাঃ দংষ্ট্রিণঃ বনবরাহ-যূথপাঃ দষ্ট-ভঙ্গুর-বিসাঙ্কুরাঃ ইব উত্তরন্তি (নিঃসরন্তি) ॥ ৩৫ ॥

অয়ি পীবরোরু! (পীনজঘনি!) বৃক্ষ-শিখরে কৃতাস্পদঃ এষঃ (পুরোবর্ত্তী) জাতরূপ-রস-গৌর-মণ্ডলঃ বর্হিণঃ হীয়মানম্ অহরত্যয়াতপং (সন্ধ্যাতপং) পিবতি ইব ॥ ৩৬ ॥

বিবস্বতা হৃতাতপজলং খং (ব্যোম, কর্ত্তৃপদং) পূর্ব্বভাগ-তিমিরপ্রবৃত্তিভিঃ (কৃত্বা) একতঃ ব্যক্তপঙ্কম্ ইব জাতং (সৎ) কিঞ্চিৎ শেষবৎ (অল্পাবশিষ্ট-জলং) সরঃ ইব ভাতি ॥ ৩৭ ॥

উটজাঙ্গনং আবিশদ্ভিঃ মৃগৈঃ, (তথা) মূল-সেক সরসৈঃ বৃক্ষকৈঃ চ (উপলক্ষিতাঃ) (তথা) প্রবিশদগ্ন্যধেনবঃ (তথা) উদীরিতাগ্নয়ঃ (উদীরিতাঃ সায়ং হোমার্থম্ উদ্দীপিতাঃ অগ্নয়ঃ যেষু তথোক্তাঃ) আশ্রমাঃ শ্রিয়ং বিভ্রতি ॥ ৩৮ ॥

বঙ্গার্থ।—বৃহৎ বৃহৎ শ্বেত দংষ্ট্রাযুক্ত বিপুলকায় বন-বরাহ-রাজগুলি প্রগাঢ় পঙ্কময় অল্পজল সরোবরে (পাঁকে ভরা খানাখন্দিতে) নামিয়া তাহার কর্দ্দমাক্ত বদ্ধ আলোড়িত করিতে করিতে সারা দিনের প্রবল তাপটা কাটাইয়া দিয়া এখন সায়ংকালে কেমন উপরে উঠিয়া বনের দিকে ছুটিতেছে! উহাদের করাল, ধবল ও বক্রীভূত দশনগুলি চক্-চক্ করিতেছে। মনে হইতেছে যেন, মৃণালের সাদা সাদা ডাঁটাগুলি মুখে লইয়া উহারা ছুটিতেছে। একবার চাহিয়া দেখ! ॥ ৩৫ ॥

দিনের আলো ক্রমে পড়িয়া আসিতেছে। সৌরতাপের সে তীব্রতা এখন ক্রমেই গোধূলিকালের মনোহরতায় পরিণত হইতেছে। আর ঐ দেখ, বৃক্ষচূড়ে গিয়া কলাপী বসিয়াছে। অস্তগামী দিনমণির লোহিত আভায় শিখণ্ডীর কলাপনিচয় যেন কাঞ্চনদ্রব্যে রঞ্জিত করা (গিল্টি) হইয়াছে। আর উহারা কেমন নিঃশব্দে ম্লান সন্ধ্যার মন্দীভূত, মৃদুল ও মাধুরীময় আবেগ যেন পান করিতেছে ॥ ৩৬ ॥

ঐ দেখ,—সূর্য্য পশ্চিমদিক্-প্রান্তে একেবারে হেলিয়া পড়ায়—পূর্ব্বদিক্‌প্রান্তে কেমন প্রগাঢ় অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া আসিয়া জমিয়াছে. আকাশেরও কোথাও তেমন আলো আর নাই। কচিৎ কোনো স্থানে—সামান্য একটু আলোর আভা হয় তো চিক্-চিক্ করিতেছে মাত্র। মনে হইতেছে—আকাশ-রূপী একটা বিশাল জলহীন জলাশয়ের একটা দিক্—পূর্ব্বাংশটা পাঁকে ভরিয়া গিয়াছে, আর অন্যান্য অংশও জলশূন্য অবস্থায় পড়িয়া কোথাও বা অতি সামান্য একটু জল-শেষ রহিয়াছে, এখনও শুকায় নাই।—এক কথায়, একটা বিশাল নিদাঘশুষ্ক জলাশয় যেন আকাশের আকারে পড়িয়া আছে ॥ ৩৭ ॥

পার্ব্বতি! এই সময়ে ঐ আশ্রমের শোভা একবার নিরীক্ষণ কর। মৃগ-সমূহ পর্ণশালার অঙ্গনে প্রবেশ করিতেছে। আশ্রমতরুরাজির মূলদেশ-বেষ্টিত আলবাল জলে ভরিয়া দেওয়া হইয়াছে। হোমধেনু সকল গোচারণের মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিতেছে এবং হোমাগ্নিশিখা কেমন প্রজ্বলিত হইয়া উঠিতেছে। এই সকলের সমবায়ে আশ্রমের কি অপূর্ব্ব শোভাই না জন্মিয়াছে! ॥ ৩৮ ॥

বদ্ধকোষমপি তিষ্ঠতি ক্ষণং সাবশেষবিবরং কুশেশয়ম্ ।
ষট্পদায় বসতিং গ্রহীষ্যতে প্রীতিপূর্ব্বমিব দাতুমন্তরম্ ॥ ৩৯ ॥
দূরমগ্নপরিমেয়রশ্মিনা বারুণী দিগরুণেন ভানুনা ।
ভাতি কেশরবতেব মণ্ডিতা বন্ধুজীব-তিলকেন কন্যকা ॥ ৪০ ॥
সামভিঃ সহচরাঃ সহস্রশঃ স্যন্দনাশ্বহৃদয়ঙ্গমস্বনৈঃ ।
ভানুমগ্নিপরিকীর্ণতেজসং সংস্তুবন্তি কিরণোষ্মপায়িনঃ ॥ ৪১ ॥
সোঽয়মানতশিরোধরৈর্হয়ৈঃ কর্ণচামর-বিঘট্টিতেক্ষণৈঃ ।
অস্তমেতি যুগভুগ্নকেশরৈঃ সন্নিধায় দিবসং মহোদধৌ ॥ ৪২ ॥
খং প্রসুপ্তমিব সংস্থিতে রবৌ তেজসো মহত ঈদৃশী গতিঃ ।
তৎ প্রকাশয়তি যাবদুত্থিতং মীলনায় খলু তাবতশ্চ্যুতম্ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়।—বদ্ধ-কোষম্ অপি কুশেশয়ং (পদ্মিনীং) বসতিং গ্রহীষ্যতে ষট্‌পদায় প্রীতিপূর্ব্বম্ অন্তরং দাতুম্ ইব ক্ষণং সাবশেষ-বিবরং (যথা তথা) তিষ্ঠতি ॥ ৩৯ ॥

বারুণী (পশ্চিমা) দিক্ দূর-মগ্ন-পরিমেয়রশ্মিনা অরুণেন ভানুনা মণ্ডিতা (সতী) কেশরবতা বন্ধুজীবতিলকেন (মণ্ডিতা) কন্যকা ইব ভাতি ॥ ৪০ ॥

কিরণোষ্ম-পায়িনঃ সহস্রশঃ সহচরাঃ (বালখিল্য-প্রভৃতয়ঃ) অগ্নি-পরিকীর্ণতেজসং ভানুং স্যন্দনাশ্ব-হৃদয়ঙ্গম স্বনৈঃ সামভিঃ (সামগানৈঃ) সংস্তুবন্তি ॥ ৪১ ॥

সঃ অয়ং (সূর্য্যঃ) দিবসং মহোদধৌ সন্নিধায় (সংস্থাপ্য) আনত-শিরোধরৈঃ (অতঃ) কর্ণচামর-বিঘট্টিতেক্ষণৈঃ যুগভুগ্নকেশরৈঃ হয়ৈঃ অস্তম্ এতি ॥ ৪২ ॥

রবৌ সংস্থিতে (অস্তমিতে সতি) খং (ব্যোম) প্রসুপ্তম্ ইব (জাতম্)। (এতৎ যুক্তম্ এব যতঃ) মহতঃ তেজসঃ ঈদৃশী গতিঃ, (এবঞ্চ) তৎ (মহৎ তেজঃ) উত্থিতং (সৎ) যাবৎ (স্থানং) প্রকাশয়তি, চ্যুতং (ভ্রষ্টং সৎ) তাবতঃ (স্থানস্য) মীলনায় (সঙ্কোচনায়, নিঃশ্রীকরণায়) খলু (ভবতি) ॥৪৩॥

বঙ্গার্থ।—ঐ দেখ, দিন-করের অস্তগমনে ফুটন্ত কমলগুলি কেমন মুদিয়া আসিতেছে, অথচ সম্পূর্ণরূপে মুদিত হইতেছে না। কার জন্য যেন বক্ষোদ্বার ঈষন্মুক্ত করিয়া রাখিতেছে। গৌরি! আর ক্ষণকালমধ্যেই উহার বন্ধু ভ্রমর আসিয়া যখন আশ্রয়ভিক্ষা করিবে, তখন ত তাহাকে নিরাশ করিতে পারিবে না, তাই এখন হইতেই প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ে, তাহার জন্য কমলিনী হৃদয়ের দুয়ারটা একটু খুলিয়া রাখিতেছে! ॥৩৯॥

ঐ দেখ, অস্তমিত-প্রায় লোহিতবর্ণ সূর্য্যের অল্পাবশিষ্ট কিরণ গিয়া দূরে পশ্চিম দিকে হেলিয়া পড়ায় কেমন শ্রী জন্মিয়াছে! মনে হইতেছে, যেন দোদুল্যমান কেশরমালায় শোভিত বন্ধুজীবক কুসুমের তিলকে বিমণ্ডিত হইয়া কোনো কন্যকা বিরাজ করিতেছে ॥ ৪০ ॥

নিশাকালে অগ্নিতে সূর্য্যদেব স্বীয় তেজঃ রক্ষা করেন। তাই অগ্নি ত ন সতেজ, আর সবিতা তেজোহীন। ঐ দেখ, সায়ংকালে সূর্য্যদেব অনলে স্বীয় তেজ স্থাপনপূর্ব্বক অস্তে যাইতেছেন, আর তাঁহার কিরণমাত্র পানপূর্ব্বক, যে সমুদয় বালখিল্য প্রভৃতি মহর্ষিরা সৌরলোকে ভ্রমণ করেন, তাঁহারা কি মধুর-স্বরে সাম গানের দ্বারা অস্তগামী সবিতৃ-দেবকে স্তব করিতেছেন। ঋষিগণের সুমধুর স্বরসংযোগে সূর্য্য-রথের অশ্বগুলি কেমন বিমুগ্ধ হইয়া কান খাড়া করিয়া রহিয়াছে! যেন কত আনন্দ উপভোগ করিতেছে ॥ ৪১ ॥

ঐ দেখ, সুন্দর ও উচ্চতম সৌরলোক হইতে কত বেগে সূর্য্যাশ্বগুলি নিম্নে—সমুদ্রকূলে যেন অবতীর্ণ হইতেছে। নিম্নাবতরণকালে, সেই অধোমুখ অশ্বসমূহের স্কন্ধলোমরাজি আসিয়া তাহাদের চক্ষুর উপর পড়িয়া দৃষ্টিরোধ করিতেছে এবং নিম্নদিকে আগা হেতু রথের যুগদণ্ডে উহাদের কেশরগুলি জড়াইয়া যাইতেছে। সবিতৃদেব বারিধি-বক্ষে দিবসভাগকে নিহিত করিয়াই যেন অস্তে যাইতেন। (যাঁহারা সমুদ্রে সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্ত লক্ষ্য করিয়াছেন, এই কবিতার তাঁহারা বড়ই তৃপ্তি পাইবেন) ॥ ৪২ ॥

দেখ দেখ, সহস্র-রশ্মি অস্তগমন করায়, দেখিতে দেখিতে ঐ বিরাট্ ব্যোমমণ্ডলটা যেন একেবারে নিঃসাড়ে ঘুমাইয়া পড়িল। গৌরি! অতিতেজঃসম্পন্নদিগের পরিণতি এইরূপই হয় বটে। তাঁহারা অভ্যুদিত হইয়া যে স্থান জ্যোতির্ম্ময় করিয়া তোলেন,—তাঁহাদের তিরোধানমাত্রেই সেই স্থান—অন্ধকারময় হইয়া পড়ে। ইহাই সংসারের নিয়ম ॥৪৩॥

সন্ধ্যয়াপ্যনুগতং রবের্বপুর্বন্দ্যমস্তশিখরে সমর্পিতম্।
প্রাক্ তথেয়মুদয়ে পুরস্কৃতা নানুযাস্যতি কথং তমাপদি ॥ ৪৪ ॥
রক্তপীতকপিশাঃ পয়োমুচাং কোটয়ঃ কুটিলকেশি! ভান্ত্যমূঃ।
দ্রক্ষ্যসি ত্বমিতি সন্ধ্যয়ানয়া বর্তিকাভিরিব সাধু মণ্ডিতাঃ ॥ ৪৫ ॥
সিংহকেশরসটাসু ভূভৃতাং পল্লবপ্রসবিষু দ্রুমেষু চ।
পশ্য ধাতুশিখরেষু ভানুনা সংবিভক্তমিব সান্ধ্যমাতপম্ ॥ ৪৬ ॥
পার্ষ্ণি-মুক্ত-বসুধাস্তপস্বিনঃ পাবনাম্বুবিহিতাঞ্জলিক্রিয়াঃ।
ব্রহ্ম গূঢ়মভিসন্ধ্যমাদৃতাঃ শুদ্ধয়ে বিধিবিদো গৃণন্ত্যমী ॥ ৪৭ ॥
তন্মুহূর্তমনুমন্তুমর্হসি প্রস্তুতায় নিয়মায় মামপি।
ত্বাং বিনোদনিপুণঃ সখীজনো বল্গুবাদিনি! বিনোদয়িষ্যতি ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়।—সন্ধ্যয়া অপি অস্তশিখরে সমর্পিতং বন্দ্যং রবেঃ বপুঃ অনুগতম্! (যুক্তমেতৎ ইতি আহ) প্রাক্ উদয়ে (উদয়-কালে) তথা (তেন প্রকারেণ) পুরস্কৃতা (অগ্রতঃ কৃতা, পুজিতা চ) ইয়ং সন্ধ্যা তং (রবিং) আপদি (অস্তগমন-কালে) কথং ন অনুযাস্যতি? (অনুযাস্যতি এব) ॥ ৪৪ ॥

অয়ি কুটিলকেশি! অমূঃ (পুরোগতাঃ) রক্ত-পীত-কপিশাঃ (নানাবর্ণাঃ) পয়োমুচাং কোটয়ঃ, ত্বং দ্রক্ষ্যসি—ইতি (হেতোঃ) অনয়া সন্ধ্যয়া বর্তিকাভিঃ (তুলিকাভিঃ) সাধু (যথা তথা) মণ্ডিতাঃ ভান্তি ॥ ৪৫ ॥

ভূভৃতাং সিংহ-কেশর-সটাসু পল্লব-প্রসবিষু দ্রুমেষু, ধাতু-শিখরেষু চ ভানুনা সংবিভক্তমিব সান্ধ্যম্ আতপং (পশ্য) ॥ ৪৬ ॥

পার্ষ্ণিমুক্ত-বসুধাঃ (পাদাগ্রস্থিতাঃ) পাবনাম্বুবিহিতাঞ্জলিক্রিয়াঃ (বিহিতার্ঘ্য-প্রক্ষেপাঃ) বিধিবিদঃ অমী তপস্বিনঃ আদৃতাঃ (শ্রদ্ধধানাঃ সন্তঃ) অভিসন্ধ্যং (সন্ধ্যায়াং) শুদ্ধয়ে ব্রহ্ম (গায়ত্রীং) গূঢ়ং (উপাংশু যথা তথা) গৃণন্তি (জপন্তি) ॥ ৪৭ ॥

তৎ (তস্মাৎ কারণাৎ, যতঃ সন্ধ্যাবন্দনাদিকালঃ উপগতঃ অতঃ) মাম্ অপি প্রস্তুতায় নিয়মায় মুহূর্তম্ অনুমন্তুম্ অর্হসি। অয়ি বল্গুবাদিনি! (মঞ্জুভাষিণি!) বিনোদ-নিপুণঃ সখীজনঃ ত্বাং বিনোদয়িষ্যতি ॥ ৪৮ ॥

বঙ্গার্থ।—ঐ দেখ, অস্তাচলশিখরে সবিতার জগদ্বন্দ্য বপুঃ যেমন স্থাপিত হইল, অমনি—সন্ধ্যাদেবীও গিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন, সূর্য্যদেবের অনুগমনে তিলমাত্রও বিলম্ব করিলেন না। সন্ধ্যার এই অনুবৃত্তি সর্ব্বথা যুক্তিযুক্তই হইয়াছে,—বলিতে হইবে। কেন না, সেই উদয়কালে,—মরীচিমালী, সন্ধ্যাকে পুরোভাগে রাখিয়া দেখা দেন।—(সূর্য্যোদয়ের কালই সন্ধ্যা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে) আর এখন সেই সূর্য্যের পতনের সময়, এ দুঃসময়ে সাধ্বী সন্ধ্যাদেবী কেন তাঁহার অনুসরণ করিবেন না? করাই ত উচিত ॥৪৪॥

কুঞ্চিতকেশি! ঐ দেখ, রক্ত-পীত-কপিশ প্রভৃতি নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া মেঘের প্রান্তভাগগুলি,—ঋজু কুটিল কোণগুলি কি অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইয়াছে। মনে হইতেছে যেন, তুমি দেখিবে বলিয়া সন্ধ্যা স্বয়ং তুলিকা দ্বারা, জলদ-প্রান্তগুলি নানারঙ্গে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছে ॥ ৪৫ ॥

ঐ দেখ,—এই সন্ধ্যা-সময়ে সব লাল হইয়া গিয়াছে। ভূধরস্থ কেশরিকুলের কেশরসমূহে, নবপল্লব-শোভিত দ্রুম-শ্রেণিতে এবং নানাবর্ণরঞ্জিত ধাতুময় শৃঙ্গসমূহে, সূর্য্য যেন সন্ধ্যার অরুণ রাগ ভাগ করিয়া, যতটা পারেন—রাখিয়া দিয়াছেন। কি সুন্দর দেখিতে! একবার চাহিয়া দেখ ॥৪৬॥

পার্ব্বতি! ঐ দেখ, শাস্ত্রবিধানজ্ঞ তাপসগণ, পাদাগ্র-ভাগে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া পরম ভক্তি সহকারে, পবিত্র সলিলের অঞ্জলি দ্বারা অর্ঘ্যদানপূর্ব্বক শুদ্ধিমানসে, সন্ধ্যা-কালে কেমন, গায়ত্রীর উপাংশু জপ করিতেছে ॥ ৪৭ ॥

অতএব আমারও আর কালক্ষয় করা কর্ত্তব্য নহে। মধুরভাষিণি! তুমি মুহূর্ত্তকালের জন্য, আমাকে অনুমতি দাও, আমি যথাকালকর্ত্তব্য সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া লই। তোমার বাগ্‌বিন্যাস-চতুর সখীগণ, এ সময়টুকু, এ-কথায় সে-কথায় তোমাকে আনমনা করিয়া রাখিবে ॥ ৪৮ ॥

নির্বিভুজ্য দশনচ্ছদং ততো বাচি ভর্ত্তুরবধীরণাপরা।
শৈলরাজতনয়া সমীপগামাললাপ বিজয়ামহেতুকম্॥ ৪৯॥

ঈশ্বরোঽপি দিবসাত্যয়োচিতং মন্ত্রপূর্ব্বমনুতস্থিবান্ বিধিম্।
পার্ব্বতীমবচনামসূয়য়া প্রত্যুপেত্য পুনরাহ সস্মিতম্॥ ৫০॥

মুঞ্চ কোপমনিমিত্তকোপনে! সন্ধ্যয়া প্রণমিতোঽস্মি নান্যথা।
কিং ন বেৎসি সহধর্ম্মচারিণং চক্রবাকসমবৃত্তিমাত্মনঃ॥ ৫১॥

নির্ম্মিতেষু পিতৃষু স্বয়ম্ভুবা যা তনুঃ সুতনু! পূর্ব্বমুজ্‌ঝিতা।
সেয়মস্তমুদয়ঞ্চ সেব্যতে তেন মানিনি! মমাত্র গৌরবম্॥ ৫২॥

অন্বয়।—ততঃ ভর্ত্তুঃ বাচি অবধীরণা-পরা শৈলরাজ-তনয়া দশনচ্ছদং নির্বিভুজ্য (কুটিলীকৃত্য) সমীপগাং বিজয়াম্ অহেতুকম্ (নির্নিমিত্তম্) আললাপ (রোষাৎ ভর্ত্তুরুত্তরং ন দদৌ)॥ ৪৯॥

ঈশ্বরঃ অপি দিবসাত্যয়োচিতং (সায়ংকালোচিতং) বিধিং মন্ত্রপূর্ব্বং (যথা তথা) অনুতস্থিবান্ (সন্) অসূয়য়া অবচনাং পার্ব্বতীং পুনঃ প্রত্যুপেত্য সস্মিতম্ আহ॥ ৫০॥

হে অনিমিত্ত-কোপনে! কোপং মুঞ্চ, সন্ধ্যয়া প্রণমিতঃ (প্রণামং কারিতঃ) অস্মি। অন্যথা ন (প্রকারান্তরং ন কিঞ্চিৎ অস্তি)। আত্মনঃ (তব) সহধর্ম্মচারিণং (মাং) চক্রবাক-সমবৃত্তিং (অনন্যসক্তিনং) ন বেৎসি কিম্?॥ ৫১॥

অয়ি সুতনু! পূর্ব্বং স্বয়ম্ভুবা (ব্রহ্মণা) পিতৃষু নির্ম্মিতেষু (সৎসু) যা তনুঃ উজ্‌ঝিতা, ইয়ং সা (তনুঃ) অস্তম্ উদয়ং চ সেব্যতে (অস্তকালে উদয়কালে চ পূজ্যতে সন্ধ্যারূপেণ) মানিনি! তেন (কারণেন) মম অত্র (সন্ধ্যায়াং) গৌরবম্॥ ৫২॥

বঙ্গার্থ।—হৃদয়বল্লভের এই কার্য্যান্তরপ্রিয়তায় দেবীর মনে বড়ই আঘাত লাগিল। তিনি ছাড়া শঙ্করের অন্য কোনো কাজ যে থাকিতে পারে, ইহা এই প্রথম তিনি জানিলেন। তাই গৌরী হৃদয়-নিহিত বেদনায়, অভিমানে—ওষ্ঠ কুঞ্চিত করিয়া, পতির কথা কানে না তুলিয়াই অর্থাৎ অবজ্ঞাভরে তাহাতে কান না দিয়াই সমীপবর্ত্তিনী সখী বিজয়ার সহিত একটা বাজে কথা, অকেজো কথা, যেন কত মন দিয়া কহিতে লাগিলেন। রোষভরে পতির কথার কোনো জবাবই দিলেন না॥ ৪৯॥

দেবী যখন অভিমানভরে এইরূপে মুখ ফিরাইয়া সখীর সহিত কথোপকথন করিতেছেন, তখন সেই সময়ের মধ্যে ঈশানও যথাবিধি মন্ত্রোচ্চারণপূর্ব্বক, সায়ংকৃত্য সমাপন করিয়া লইয়া, রোষারুণাক্ষী ও বার্ত্তালাপে পরাঙ্মুখী প্রিয়তমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সস্মিতমুখে বলিতে লাগিলেন॥ ৫০॥

দেবি! শুধু শুধু রাগ করিতেছ কেন? ক্রোধ পরিহার কর। আর কিছুই ত করি নাই। কেবল যথা-সময়ে, সন্ধ্যাকর্ত্তৃক নিত্যকৃত্যে আকৃষ্ট হইয়াছিলাম মাত্র। ধর্ম্মানুশীলন ছাড়া, অন্য কোনো কারণে ত তোমার দিক্ হইতে মুখ ফিরাই নাই। চক্রবাক যেমন চক্রবাকীকে ছাড়িয়া অন্য কোনো দিকে কখনও মন না দিলেও, তুমি কি দেখ নাই, বিধির বিধানে, সেই চক্রবাক চক্রবাকীকে কখনো কখনো ছাড়িয়া আসিতে বাধ্য হয়; তাই বলিয়া কি চক্রবাক—অন্যসংক্রান্ত-হৃদয়? আমি তোমারই সহধর্ম্ম-চারী, অনন্যপরতন্ত্র, ইহা কি এখনও জানিতে বাকী আছে?॥ ৫১॥

শোভনাঙ্গি! তুমি তো জানো যে, পূর্ব্বে পিতামহ ব্রহ্মা পিতৃপুরুষদিগকে সৃষ্টি করিয়া তাঁহার যে মূর্ত্তি ঐ পিতৃগণে ন্যস্ত করিয়াছিলেন, সেই মূর্ত্তিই সায়ংপ্রাতর্মুহূর্ত্তে অস্তকালে এবং উদয়কালে সন্ধ্যারূপে সেবিত হইয়া থাকেন। অভি-মানিনি! সেই জন্যই পিতামহের এই সন্ধ্যারূপিণী মূর্ত্তিতে আমার এত আদর॥ ৫২॥

তামিমাং তিমিরবৃদ্ধিপীড়িতাং শৈলরাজতনয়ে! মুমূর্ষুমিব সম্প্রতি স্থিতাম্।
একতস্তটতমালমালিনীং পশ্য ধাতুরসনিম্নগামিব ॥ ৫৩ ॥
সান্ধ্যমস্তমিতশেষমাতপং রক্তলেখনপরা বিভর্ত্তি দিক্।
সম্পরায়-বসুধা সশোণিতং মণ্ডলাগ্রমিব তির্য্যগুজ্ঝিতম্ ॥ ৫৪ ॥
যামিনীদিবসসন্ধিসম্ভবে তেজসি ব্যবহিতে সুমেরুণা।
এতদন্ধতমসং নিরর্গলং দিক্ষু দীর্ঘনয়নে! বিজৃম্ভতে ॥ ৫৫ ॥
নোর্দ্ধমীক্ষণগতির্ন চাপ্যধো নাভিতো ন পুরতো ন পৃষ্ঠতঃ।
লোক এষ তিমিরৌঘবেষ্টিতো গর্ভবাস ইব বর্ত্ততে নিশি ॥ ৫৬ ॥
শুদ্ধমাবিলমবস্থিতং চলং বক্রমার্জ্জবগুণান্বিতং চ যৎ।
সর্ব্বমেব তমসা সমীকৃতং ধিঙ্মহত্ত্বমসতাং হৃতান্তরম্ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়।—সম্প্রতি তিমিরবৃদ্ধি-পীড়িতাং (অতঃ) মুমূর্ষুম্ ইব স্থিতাং তাম্ ইমাং সন্ধ্যাম্ একতঃ তটতমাল-মালিনীং ধাতুরস-নিম্নগাম্ (ধাতুস্রবনদীম্) ইব পশ্য ॥ ৫৩ ॥

অপরা দিক্ (প্রতীচী) অস্তম্ (ইত্যব্যয়ম্) ইতশেষম্ (অস্তংগতাবশিষ্টম্ অতএব) রক্ত-লেখং সান্ধ্যম্ আতপং সম্পরায়বসুধা (যুদ্ধভূমিঃ) তির্য্যগুজ্ঝিতং (তির্য্যক্ ফলিতং) সশোণিতং মণ্ডলাগ্রম্ (কৃপাণং) ইব বিভর্ত্তি। ("মণ্ডলাগ্রঃ করবালঃ কৃপাণবৎ" ইত্যমরঃ) ॥ ৫৪ ॥

অয়ি দীর্ঘনয়নে! যামিনী-দিবস-সন্ধি সম্ভবে তেজসি (সন্ধ্যারাগে) সুমেরুণা ব্যবহিতে (সতি) এতৎ অন্ধতমসং (গাঢ়ঃ অন্ধকারঃ) দিক্ষু নিরর্গলং (যথা তথা) বিজৃম্ভতে ॥ ৫৫ ॥

ঊর্দ্ধম্ ঈক্ষণ-গতিঃ ন (অস্তি)। অধঃ অপি চ ন (অস্তি)। পুরতঃ (অগ্রে চ) ন (অস্তি)। পৃষ্ঠতঃ (পশ্চাৎ) (অপি চ) ন (অস্তি) (সর্ব্বত্র ঈক্ষণ-গতিঃ সংরুধ্যতে)। এষঃ লোকঃ তিমিরৌঘ-বেষ্টিতঃ (সন্) নিশি গর্ভবাসে বর্ত্ততে ইব ॥ ৫৬ ॥

শুদ্ধম্, আবিলম্, অবস্থিতং (নিশ্চলং), চলং, বক্রম্, আর্জ্জব-গুণান্বিতং চ যৎ (যৎ যৎ বস্তু-জাতম্), (তৎ) সর্ব্বম্ এব তমসা সমীকৃতম্ (বৈশিষ্ট্য শূন্যং কৃতম্)। (তথাহি)—হৃতান্তরম্ (বিনাশিত-বৈশিষ্ট্যম্) অসতাং মহত্ত্বং (অভিবৃদ্ধিং) ধিক্ ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গার্থ।—পার্ব্বতি! একবার পূর্ব্বদিকে চাহিয়া দেখ, ক্রমেই সন্ধ্যার অন্ধকার প্রগাঢ়তর হইয়া আসিতেছে,—বলিয়া,—সন্ধ্যা যেন একেবারে মাটীতে লুটাইয়া পড়িয়াছে। মনে হইতেছে, বুঝি কোনো দ্রবীভূত গৈরিক-ধাতুর নদী বহিয়া যাইতেছে, আর ঐ পূর্বতটে ঘন-নীল তমাল তরুশ্রেণী শোভা পাইতেছে ॥ ৫৩ ॥

আর ঐ অন্যদিকে অর্থাৎ পশ্চিমদিকে সন্ধ্যার শেষ লোহিত রশ্মি রক্তের রেখার ন্যায় বক্রভাবে দেখা যাইতেছে, বলিয়া মনে হইতেছে যে, সমরভূমি বুঝি অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি রক্তাক্ত কৃপাণ ধারণ করিয়াছে, বা কৃপাণ ঘুরাইতেছে ॥ ৫৪ ॥

দীর্ঘনয়নে! একবার নয়ন উত্তোলনপূর্ব্বক ঐ নিরীক্ষণ কর, দিন-যামিনীর সন্ধিসময়ে অর্থাৎ সায়ংকালে সন্ধ্যার শেষ লোহিত আভা সমুচ্চ সুমেরু গিরি কর্ত্তৃক ব্যবহিত হওয়ায়, প্রগাঢ় অন্ধকার, দেখিতে দেখিতে, দশদিক্ যেন ছাইয়া ফেলিতেছে ॥ ৫৫ ॥

ঐ দেখ,—বিরাট্ পৃথিবীটা, দেখিতে দেখিতে, অন্ধকারে একেবারে যেন ঢাকিয়া ফেলিল। ঊর্দ্ধ, অধঃ, পার্শ্ব, সম্মুখ বা পশ্চাৎভাগ—কোন দিকেই আর কিছু দেখিবার যো নাই, সব অন্ধকারে ঢাকা পড়িয়াছে। যেন—রজনীতে, জগৎ তিমিররূপ জরায়ু কর্ত্তৃক আবৃত হইয়া দুঃসহ গর্ভবাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে ॥ ৫৬ ॥

যাহারা মলিন-প্রকৃতি, তাহাদের অভিবৃদ্ধির বিষময় ফল আজ একবার অবলোকন কর। ঐ দেখ, ভালো মন্দ, নির্ম্মল-পঙ্কিল, স্থাবর-জঙ্গম, সরল-বক্র,—সব আজ অন্ধকারের প্রভাবে সমান হইয়া গিয়াছে। কারো কোন বৈশিষ্ট্য আজ আর নাই। দেখিয়া বুঝিবারই যো নাই যে, কে নীচু কে উঁচু, কে অমল কে ম্লান। অসতের বৃদ্ধিতে সকলের সকল প্রভেদই তিরোহিত হইয়াছে। এরূপ বৃদ্ধিকে শত শত ধিক্ ॥ ৫৭ ॥

নূনমুন্নমতি যজ্বনাং প্রিয়ঃ শাব্দ রস্ত তমসো নিষিদ্ধয়ে।
পুণ্ডরীকমুখি! পূর্ব্বদিঙ্মুখং কৈতকৈরিব রজোভিরাহতম্॥ ৫৮॥
মন্দরান্তরিতমূর্ত্তিনা নিশা লক্ষ্যতে শশভৃতা সতারকা।
ত্বং ময়া প্রিয়সখী-সমাগতা শ্রোষ্যতেব বচনানি পৃষ্ঠতঃ॥ ৫৯॥
রুদ্ধনির্গমনমা দিনক্ষয়াৎ পূর্ব্বদৃষ্টতনু-চন্দ্রিকাস্মিতম্ ।
এতদুদ্গিরতি চন্দ্রমণ্ডলং দিগ্রহস্যমিব রাত্রিচোদিতা॥ ৬০॥
পশ্য পক্বফলিনীফলত্বিষা বিম্বলাঞ্ছিতবিয়ৎ-সরোঽম্ভসা।
বিপ্রকৃষ্টবিবরং হিমাংশুনা চক্রবাক-মিথুনং বিড়ম্ব্যতে॥ ৬১॥

অন্বয়।—অয়ি পুণ্ডরীকমুখি! যজ্বনাং (দর্শপূর্ণমাসাদিযাগ-কারিণাং) প্রিয়ঃ (চন্দ্রঃ) শার্ব্বরস্য তমসঃ নিষিদ্ধয়ে নূনম্ উন্নমতি। (কুতঃ?) পূর্ব্বদিঙ্মুখং কৈতকৈঃ রজোভিঃ আহতম্ ইব (দৃশ্যতে)॥ ৫৮॥

সতারকা নিশা মন্দরান্তরিতমূর্ত্তিনা শশভৃতা পৃষ্ঠতঃ, বচনানি শ্রোষ্যতা ময়া প্রিয়সখী-সমাগতা ত্বম্ ইব লক্ষ্যতে॥ ৫৯॥

দিক্ (পূর্ব্বা দিক্) (কাচিৎ নায়িকা চ কথ্যতে) আ দিনক্ষয়াৎ (সায়ংকালপর্য্যন্তং) রুদ্ধ-নির্গমনং পূর্ব্বদৃষ্ট-তনু-চন্দ্রিকা-স্মিতং এতৎ চন্দ্রমণ্ডলং, রাত্রি-চোদিতা (রাত্রিরূপিণ্যা সখ্যা প্রেরিতা সতী) রহস্যম্ (গূহিতম্ অভিলাষম্) ইব উদ্গিরতি॥ ৬০॥

পক্বফলিনীফল-ত্বিষা বিম্বলাঞ্ছিত-বিয়ৎসরোঽম্ভসা হিমাংশুনা বিপ্রকৃষ্ট-চক্রবাকমিথুনং বিড়ম্ব্যতে॥ ৬১॥

বঙ্গার্থ।—অয়ি কমলবদনে! নৈশ তিমির দূর করিবার নিমিত্ত নিশ্চয়ই ঐ, দর্শ-পূর্ণমাসাদি যজ্ঞকারীদিগের পরম প্রিয় নিশানাথ উদিত হইতেছেন। দেখ দেখ, ঐ পূর্ব্বদিগ্ বধূর মুখ (দিক্প্রান্ত) যেন কেতকীকুসুমের পরাগের দ্বারা কে আবৃত করিয়া দিল। পূর্ব্বদিঙ্মুখে পূর্ণিমার চাঁদের বিমল জ্যোৎস্নার প্রথম রেখা-পাতে মনে হইতেছে, যেন কোন প্রবাস-প্রত্যাগত পতি তাহার প্রিয়তমার বিরহ-ম্লান মুখে সুগন্ধিচূর্ণ লেপন করিয়া ম্লানতা ঘুচাইয়া দিতেছে॥ ৫৮॥

দেখ দেখ, অসম্যগুদিত নিশাপতি শশাঙ্কের মনোহর মূর্ত্তি মন্দরগিরির অন্তরালে পড়ায়, তারা-রাজি-বিরাজিত নিশীথিনীর কি অপরূপ শোভা জন্মিয়াছে! মনে হইতেছে, তুমি যেন তোমার প্রিয়সখীগণে পরিবেষ্টিত হইয়া বিরাজ করিতেছ, আর আমি তোমার মধুর বাক্যাবলী গোপনে শুনিবার জন্য গিয়া চুপি চুপি তোমার পিছনদিকে দাঁড়াইয়াছি!॥ ৫৯॥

পার্ব্বতি! ঐ দেখ, যেমন কোনো অপ্রগল্‌ভা কামিনী তাহার সারা দিনের অভিলাষ—মনের ভাব-তরঙ্গগুলি মনের মধ্যেই চাপিয়া রাখে, কাহাকেও কিছু জানিতে দেয় না, বা তাহার মুখ দেখিয়াও কিছু বুঝা যায় না, কিন্তু সায়ংকালে সখীগণকর্তৃক বার বার জিজ্ঞাসিত হইয়া ক্রমে মনের সব গোপনীয় কথাগুলি সহাস্যবদনে প্রকাশ করিয়া দেয়, তদ্রূপ ঐ পূর্ব্বদিক্ (পূর্ব্বদিক্‌রূপ নায়িকা) সায়ংকাল পর্য্যন্ত অপ্রকাশিত চন্দ্রমণ্ডলকে রজনী-সখীর আগ্রহাতিশয্যে ক্রমে প্রকাশ করিয়া দিতেছে এবং চন্দ্রমণ্ডল সুপ্রকাশিত হওয়ার পূর্ব্বে ঈষৎ-প্রসৃত জ্যোৎস্না কেমন ঐ দিগ্‌বধূর হাসির ন্যায় বোধ হইতেছে॥ ৬০॥

প্রিয়ে! একবার উপরে আকাশের দিকে এবং নিম্নে সরোবরের দিকে তাকাও, কি অপূর্ব্ব শোভা জন্মিয়াছে—দেখ। শ্যামালতার পরিপক্ব ফলের ন্যায় ঈষৎ তাম্রাভ, অচিরোদিত শশাঙ্কের প্রতিবিম্ব পড়িয়া আকাশ ও সরোবরবক্ষ দুই-ই সমান বর্ণে রঞ্জিত হইয়াছে। মনে হইতেছে, যেন রাত্রিকাল বলিয়া তুল্যবর্ণ চক্রবাক-যুগল—স্ত্রীপুরুষে মিলিতে পারিতেছে না এবং উহাদের উভয়ের ব্যবধান ক্রমেই বেশী হইতেছে। রাত্রিকালে আকাশে চাঁদের আলো ও সরসীবক্ষে তাহার প্রতিবিম্ব পড়ায় পরস্পর দূরবর্ত্তী বিরহখিন্ন চক্রবাক-মিথুনের মূর্ত্তি মনে পড়িতেছে॥ ৬১॥

শক্যমোষধিপতের্নবোদয়াঃ কর্ণপূর-রচনাকৃতে তব।
অপ্রগল্ভ-যবসূচিকোমলাশ্ছেত্তুমগ্রনখসম্পুটৈঃ করাঃ ॥ ৬২ ॥

অঙ্গুলীভিরিব কেশসঞ্চয়ং সন্নিগৃহ্য তিমিরং মরীচিভিঃ।
কুট্মলীকৃতসরোজলোচনং চুম্বতীব রজনীমুখং শশী ॥ ৬৩ ॥

পশ্য পার্ব্বতি! নবেন্দুরশ্মিভিঃ সামিভিন্ন-তিমিরং নভস্তলম্।
লক্ষ্যতে দ্বিরদভোগদূষিতং সপ্রসাদমিব মানসং সরঃ ॥ ৬৪ ॥

রক্তভাবমপহায় চন্দ্রমা জাত এব পরিশুদ্ধমণ্ডলঃ।
বিক্রিয়া ন খলু কালদোষজা নির্ম্মলপ্রকৃতিষু স্থিরোদয়া ॥ ৬৫ ॥

অন্বয়।—নবোদয়াঃ অপ্রগল্ভ-যব-সূচি কোমলাঃ ওষধি-পতেঃ করাঃ তব কর্ণপূররচনাকৃতে (অবতংসনির্ম্মাণ-কর্ম্মণে, কৃৎ ইতি ভাবে কিপ্) অগ্রনখ-সংপুটৈঃ ছেত্তুং শক্যং (শক্যাঃ) ॥ ৬২ ॥

শশী (কশ্চিৎ নায়কশ্চ প্রতীয়তে) অঙ্গুলীভিঃ কেশ-সঞ্চয়ম্ ইব মরীচিভিঃ তিমিরং সন্নিগৃহ্য (গৃহীত্বা) কুট্মলী-কৃত-সরোজ-লোচনং রজনীমুখং চুম্বতি ইব ॥ ৬৩ ॥

অয়ি পার্ব্বতি! নবেন্দুরশ্মিভিঃ সামি-ভিন্ন তিমিরং (অর্দ্ধ-নিরস্ত-ধ্বান্তং) নভস্তলং (প্রাক্) দ্বিরদ-ভোগ-দূষিতং (পশ্চাৎ) সপ্রসাদং মানসং সরঃ ইব লক্ষ্যতে ॥ ৬৪ ॥

এষঃ চন্দ্রমাঃ (কশ্চিৎ রাজা চ প্রতীয়তে) রক্তভাবম্ অপহায় পরিশুদ্ধমণ্ডলঃ জাতঃ। (তথাহি)—নির্ম্মল-প্রকৃতিষু (স্বচ্ছস্বভাবেষু, শুদ্ধ-সচিবেষু চ) কালদোষজা বিক্রিয়া স্থিরোদয়া ন (ভবতি) খলু (স্থায়িনী ন ভবতি) ॥ ৬৫ ॥

বঙ্গার্থ।—ঐ দেখ, অচিরোদ্ভিন্ন যবাঙ্কুরের ন্যায় অতি সুকুমার চন্দ্র-কিরণ—এমনই ঘনীভূত মনে হইতেছে যে, যেন অনায়াসে নখাগ্রের দ্বারা উহার খানিক ছিঁড়িয়া আনিয়া তোমার কর্ণের অবতংস করা যায় ॥ ৬২ ॥

দক্ষিণ নায়কের মত, ঐ দেখ, চন্দ্রমা যেন তাহার প্রিয়া রজনীকে তদীয় তিমিররূপ কেশকলাপ অঙ্গুলীর ন্যায় রশ্মিজালের দ্বারা ধারণপূর্ব্বক নিকটে আকর্ষণ করিয়া আনিয়া মুখচুম্বন করিতেছে, আর প্রিয়তমের সংস্পর্শ-জাত আনন্দাতিশয়ে, রজনীর কমলরূপ নয়ন ক্রমেই বুজিয়া আসিতেছে ॥ ৬৩ ॥

পার্ব্বতি! দেখ দেখ, নবোদিত চন্দ্রমার সুকোমল জ্যোৎস্নায় আকাশের অন্ধকার, কতক কেমন কাটিয়া গিয়াছে, কতক এখনও সম্পূর্ণরূপে যায়ও নাই। এই অর্দ্ধ-প্রসন্ন ও অর্দ্ধ-তিমিরিত আকাশদর্শনে, গজ-ক্রীড়াকলুষিত ও অংশান্তরে সুপ্রসন্ন-সলিল মানস-সরোবরের মূর্ত্তি মনে পড়িতেছে। তাহার যেমন যে দিকে মদস্রাবী করিকুল জলক্রীড়া করে, সেই দিক্‌টা কলুষিত ও যে দিকে করে না, সেই দিক্‌টা নির্ম্মল থাকে, আজ আকাশেরও সেই ভাব ঘটিয়াছে ॥ ৬৪ ॥

কোন কারণবশতঃ যেমন কোন রাজা মন্ত্রিমণ্ডলের উপর ঈষদ্‌বিরক্ত হইলেও, নির্ম্মল-প্রকৃতি ঐ মন্ত্রিগণের উপর অচিরেই প্রসন্ন হন্, তদ্রূপ, ঐ দেখ, ঐ দ্বিজরাজ চন্দ্রদেব উদয়কালীন রক্তবর্ণ পরিহারপূর্ব্বক, দেখিতে দেখিতে কেমন,—নির্ম্মল—পরিধিবেষ্টিত হইয়া উঠিলেন! পার্ব্বতি! কালদোষে কখনো কোনরূপ বিকার জন্মিলেও পরিশুদ্ধ সচিবসঙ্ঘে রাজার সে বিরক্তি কদাচ স্থায়িনী হয় না। (অথবা যিনি যখন প্রথম অভ্যুদয়ভাগী হন, তখন তাঁহার একটু গরম হবই-হয়। পরে হিতৈষী মন্ত্রিগণের নির্ম্মল ও প্রভুর প্রতি অনুরাগ-সম্পন্ন চরিত্রের মাহাত্ম্যে প্রভুর সেই গরম ধীরে ধীরে লোপ পায়, আজ চাঁদেরও তদ্রূপ হইয়াছে)। ৬৫ ॥

উন্নতেষু শশিনঃ প্রভা স্থিতা নিম্নসংশ্রয়পরং নিশাতমঃ।
নূনমাত্মসদৃশী প্রকল্পিতা বেধসা হি গুণদোষয়োর্গতিঃ ॥ ৬৬ ॥

চন্দ্রপাদজনিতপ্রবৃত্তিভিশ্চন্দ্রকান্তজলবিন্দুভির্গিরিঃ ।
মেখলাতরুষু নিদ্রিতানমূন্বোধয়ত্যসময়ে শিখণ্ডিনঃ ॥ ৬৭ ॥

কল্পবৃক্ষশিখরেষু সম্প্রতি প্রস্ফুরদ্ভিরবিকল্পসুন্দরি ।
হারযষ্টিগণনামিবাংশুভিঃ কর্তুমুদ্যতকুতূহলঃ শশী ॥ ৬৮ ॥

উন্নতাবনতভাগবত্তয়া চন্দ্রিকা সতিমিরা গিরেরিয়ম্।
ভক্তিভির্বহুবিধাভিরর্পিতা ভাতি ভূতিরিব মত্তহস্তিনঃ ॥ ৬৯ ॥

অন্বয়।—শশিনঃ প্রভা উন্নতেষু (অদ্রিশৃঙ্গাদিষু) স্থিতা, নিশা-তমঃ (তু) নিম্নসংশ্রয়-পরং (গর্তাদিনীচস্থান-গতম্)। তথাহি—বেধসা গুণ-দোষয়োঃ আত্ম-সদৃশী গতিঃ প্রকল্পিতা নূনম্ ॥ ৬৬ ॥

গিরিঃ (হিমাদ্রিঃ) চন্দ্র-পাদ-জনিত-প্রবৃত্তিভিঃ চন্দ্রকান্ত-জলবিন্দুভিঃ (করণৈঃ) মেখলাতরুষু নিদ্রিতান্ অমূন্ শিখণ্ডিনঃ অসময়ে বোধয়তি ॥ ৬৭ ॥

অয়ি অবিকল্পসুন্দরি! শশী সম্প্রতি কল্পবৃক্ষ-শিখরেষু প্রস্ফুরদ্ভিঃ অংশুভিঃ (করৈঃ) ইব হারযষ্টিগণনাং কর্তুম্ উদ্যতকুতূহলঃ (কিম্?) ॥ ৬৮ ॥

গিরেঃ উন্নতাবনতভাগবত্তয়া (হেতুনা) সতিমিরা (নমেষু উন্নতেষু চ ভাগেষু তিমিরস্য অনবকাশাৎ) ইয়ং চন্দ্রিকা বহুবিধাভিঃ ভক্তিভিঃ অর্পিতা, মত্তহস্তিনঃ ভূতিঃ ইব ভাতি ॥ ৬৯ ॥

বঙ্গার্থ।—পার্ব্বতি! আর একটা জিনিস দেখ। উহা দেখিবার মত। যত কিছু উচ্চস্থান, যাহা কিছু সমুন্নত, চন্দ্রের কিরণ গিয়া সেই সকলের উপরেই পড়িয়াছে। আর রাত্রির গাঢ় অন্ধকার, ঐ দেখ, যেখানে যেখানে নিম্নস্থান—গর্তই হউক আর গুহাগহ্বরই হউক, তথায় গিয়া লুকাইতেছে। বিধাতা নিশ্চয়ই গুণ এবং দোষের,—নিজের নিজের অনুরূপ গতিশায় নির্দ্ধারিত করিয়া দিয়াছেন। ৬৬।

ঐ দেখ, হিমালয়ের নিতম্বদেশে তরুতলে শিখিকুল চাঁদের আলোয় কেমন ঘুমাইতেছিল, কিন্তু আর তাহারা ঘুমাইতে পারিল না। পর্ব্বতস্থিত চন্দ্রকান্ত শিলাসমূহে চন্দ্রকিরণ পড়ায়, উহা হইতে টুপ্ টুপ্ করিয়া জলবিন্দু নিদ্রিত ময়ূরকুলের গায়ে পড়িতেছে, আর অমনিই তাহারা জাগিয়া উঠিতেছে ॥ ৬৭ ॥

অয়ি অনিন্দ্য-সুন্দরি! (অথবা নির্বিচার-সুন্দরি!) ঐ দেখ,—কল্পতরুরাজির শীর্ষদেশে শশাঙ্কের রশ্মিরেখা আসিয়া পড়ায় মনে হইতেছে যেন, কল্পবৃক্ষগুলির নিকট হইতে, কররূপ কর প্রসারণপূর্ব্বক, চন্দ্রদেব, যেন অমল ধবল মুক্তাহার গণিয়া গণিয়া লইতে উৎসুক হইয়াছেন ॥ ৬৮ ॥

পার্ব্বতি! ঐ দেখ, অমন যে স্নিগ্ধ-ধবল জ্যোৎস্না, তাহাও আজ কেমন কোথায় শ্বেত, কোথাও ঘোর কৃষ্ণবর্ণ দেখা যাইতেছে। পর্ব্বতের যে সকল স্থান উন্নত ও সমতল,—তথায় জ্যোৎস্নার পূর্ণবিকাশ, আর যে স্থান সকল নিম্ন ও অসম,—তথায় জ্যোৎস্নায় অন্ধকার মাখা; তাই মনে হইতেছে,—যেন একটা প্রকাণ্ডকায় গজরাজের অঙ্গে বহুবিধ শৃঙ্গার-রচনা শোভা পাইতেছে। কেন না, তাহারও কোন স্থান শ্বেত, কোথাও কৃষ্ণ, কোন স্থান আবার ঈষৎ পিঙ্গলাভ ॥ ৬৯ ॥

এতদুচ্ছ্বসিতপীতমৈন্দবং সোঢ়ুমক্ষমমিব প্রভারসম্।
মুক্তষট্‌পদবিরাবমঞ্জসা ভিদ্যতে কুমুদমা নিবন্ধনাৎ ॥ ৭০ ॥

পশ্য কল্পতরুলম্বি শুদ্ধয়া জ্যোৎস্নয়া জনিতরূপসংশয়ম্।
মারুতে চলতি চণ্ডি! কেবলং ব্যজ্যতে বিপরিবৃত্তমংশুকম্ ॥ ৭১ ॥

শক্যমঙ্গুলিভিরুদ্ধৃতৈরধঃ শাখিনাং পতিতপুষ্পপেশলৈঃ।
পত্রজর্জ্জরশশিপ্রভালবৈরেভিরুৎকচয়িতুং তবালকান্ ॥ ৭২ ॥

অন্বয়।—এতৎ কুমুদম্ উচ্ছ্বসিত-পীতম্ (উচ্ছ্বসিতেন অবিতৃষ্ণয়া উচ্ছ্বস্য উচ্ছ্বস্য পীতম্) ঐন্দবং প্রভারসং সোঢ়ুম্ অক্ষমম্ (অসমর্থম্) ইব অঞ্জসা মুক্ত-ষট্-পদ-বিরাবং (যথা তথা) আ নিবন্ধনাৎ (বৃন্তাবধি) ভিদ্যতে (বিকসতি, কর্ম্মকর্ত্তরি লট্)। (যথা লোকে অতিপানং কুর্ব্বতঃ জনস্য উচ্চৈঃ প্রলপনম্ উদরভঙ্গশ্চ জায়তে তদ্বৎ)। ৭০।

হে চণ্ডি! শুদ্ধয়া জ্যোৎস্নয়া জনিত-রূপ-সংশয়ং (অংশুকং বা জ্যোৎস্না বা ইতি কৃত্বা সন্দিগ্ধং) কল্পতরুলম্বি অংশুকং কেবলং মারুতে চলতি (সতি) বিপরিবৃত্তং (সৎ) ব্যজ্যতে—পশ্য। ৭১।

অঙ্গুলিভিঃ উদ্ধৃতৈঃ (উচ্চিতৈঃ) শাখিনাম্ অধঃ পতিত-পুষ্পপেশলৈঃ (কোমলৈঃ) এভিঃ পত্র-জর্জ্জর-শশি-প্রভা-লবৈঃ (তরুমূলেষু পত্রান্তরাল-লব্ধ-জ্যোৎস্নামণ্ডলৈঃ) তব অলকান্ উৎকচয়িতুং (বদ্ধুং) শক্যম্ ॥ ৭২ ॥

বঙ্গার্থ।—আবার এই দিকে দেখ কুমুদকুলের অবস্থা; ইহারা—ইন্দুর অমল জ্যোৎস্নারূপ রস (মধু) এতই আকণ্ঠ পান করিয়া বসিয়াছে যে, এখন সেই নিপীত রসের মাত্রাধিক্যে আর স্থির থাকিতে পারিতেছে না। কুমুদগুলির বোঁটাটুকু বাদে আর সবটাই ফুটিয়া উঠিয়াছে, আর তাহাদের মধ্যে দিনের বেলায় যে সকল ভ্রমর আটকিয়াছিল, তাহারা এইবার ছাড় পাইয়াই কেমন গুঞ্জনধ্বনি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। (অতি মাতালের যে দশা হয়, ইহাদের ঠিক তেমনই ঘটিয়াছে) ॥ ৭০ ॥

(মহাদেবের এত কথাতেও পার্ব্বতী হাঁ না না,—কিছুই বলিতেছেন না, তখন শঙ্কর—তাঁহাকে, 'চণ্ডী'—বদরাগী—বলিয়া সম্বোধন করিলেন) চণ্ডি! ঐ দিকে ঐ কল্পতরুটি একবার দেখ। উহা হইতে কেমন অমল ধবল ও অতি-সূক্ষ্ম বসন লম্বিত হইয়া রহিয়াছে, ঝুলিতেছে; কিন্তু তাহা জ্যোৎস্নার সহিত এতই মিশিয়া গিয়াছে যে, উহা যে একখানা কাপড়, তাহা কিছুতেই বুঝা যাইতেছে না। শুধু যখন বাতাস বহিতেছে আর কাপড়খানা এদিক্ ওদিক্ উড়িতেছে, তখনই ঠাহর করা যাইতেছে যে, উহা একখানা কাপড়ই বটে ॥ ৭১ ॥

আবার ঐ দেখ, তরুরাজির ঘন পত্রাবলীর ভিতর দিয়া জ্যোৎস্না আসিয়া কোন্ তরুমূলে পড়িয়া যেন ঝলমল ঝলমল করিতেছে! মনে হইতেছে যে, বৃক্ষমূলে কত রাশি-রাশি সুকোমল কুসুম পড়িয়া রহিয়াছে, ইচ্ছা করিলেই হাত দিয়া তোলা যায়। অধিক কি, মনে হইতেছে, উহার দ্বারা তোমার কেশদাম পর্য্যন্ত সাজাইয়া দেওয়াও চলে। কি সুন্দর চিত্র! ॥ ৭২ ॥

তাৎপর্য্য।—এই কবিতাটিতে একটি অন্য অর্থও নিগূঢ় আছে। যেন কোন দক্ষিণনায়ক, নায়িকা কর্ত্তৃক আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, সাতপাঁচ চালাকি করিয়া, এ-কথা সে-কথা বলিয়া নায়িকাকে ভুলাইয়া স্থানান্তরে পলাইতে পারিতেছিলেন না, শেষে সারাদিন আটক থাকার পর, নায়িকা নিশ্চিন্ত-মনে যখন আসবাদি পানে মাতিয়া গেলেন ও ক্রমে অনেকটা জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়িলেন, তখন লম্পট নায়ক সুযোগ বুঝিয়া চম্পট দিলেন। ৭০।

এষ চারুমুখি ! যোগতারয়া যুজ্যতে তরলবিম্বয়া শশী ।
সাধ্বসাদুপগতপ্রকম্পয়া কন্যয়েব নবদীক্ষয়া বরঃ ॥ ৭৩ ॥
পাকভিন্নশরকাণ্ডগৌরয়োরুল্লসৎপ্রতিকৃতি-প্রদীপ্তয়োঃ ।
রোহতীব তব গণ্ডলেখয়োশ্চন্দ্রবিম্বনিহিতাক্ষি ! চন্দ্রিকা ॥ ৭৪ ॥
লোহিতেন্দুমণিভাজনাপিতং কল্পবৃক্ষমধু বিভ্রতী স্বয়ম্ ।
ত্বামিয়ং স্থিতিমতীমুপাগতা গন্ধমাদনবনাধিদেবতা ॥ ৭৫ ॥
আর্দ্রকেশরসুগন্ধি তে মুখং রক্তমেব নয়নং স্বভাবতঃ ।
অত্র লব্ধবসতির্গুণান্তরং কিং বিলাসিনি ! মধুঃ করিষ্যতি ॥ ৭৬ ॥

অন্বয় ।—অয়ি চারুমুখি ! এষঃ শশী তরলবিম্বয়া যোগ-তারয়া (প্রত্যহং যয়া যুজ্যতে সা যোগতারা ইতি মল্লিনাথঃ ; নিত্যনক্ষত্রেণ) সাধ্বসাৎ উপগত-প্রকম্পয়া নব-দীক্ষয়া (নবোঢ়য়া) কন্যয়া বরঃ ইব যুজ্যতে (সঙ্গচ্ছতে) ॥ ৭৩ ॥

হে চন্দ্রবিম্বনিহিতাক্ষি ! পাকভিন্ন-শরকাণ্ড-গৌরয়োঃ উল্লসৎ-প্রতিকৃতি-প্রদীপ্তয়োঃ তব গণ্ডলেখয়োঃ চন্দ্রিকা রোহতি ইব । (গণ্ডস্থল-প্রতিবিম্ব-সংক্রমণ-মূর্চ্ছিতা চন্দ্রিকা তয়োরেব প্ররূঢ়া ইতি প্রতীয়তে) ॥ ৭৪ ॥

লোহিতেন্দুমণিভাজনাপিতং (চন্দ্রকান্তমণিময়পাত্রে নিহিতং) কল্পবৃক্ষ-মধু (কল্পতরু-প্রভবং মদ্যং) স্বয়ং বিভ্রতী (সতী) ইয়ং গন্ধমাদন-বনাধিদেবতা স্থিতিমতীং (মর্য্যাদা-বতীং) ত্বাম্ উপাগতা (সম্মানিতাং ত্বাং সম্মানয়িতুম্ আগতা) ॥ ৭৫ ॥

(হে পার্ব্বতি !) (ইদং) তে স্বভাবতঃ আর্দ্র-কেশর-সুগন্ধি মুখং, রক্তম্ এব নয়নম্ । (এতদ্‌দ্বয়মেব বাহুল্যেন মত্ততাজনকম্) ; অত্র লব্ধ-বসতিঃ মধুঃ, অয়ি বিলাসিনি ! কিং গুণান্তরং করিষ্যতি ? (প্রকৃত্যা এব ত্বন্মুখং ত্বন্নয়নং মত্ততাজনকং, অত্র নাস্তি মদ্যস্য অবকাশঃ) ॥ ৭৬ ॥

বঙ্গার্থ ।—অয়ি অনিন্দ্যসুন্দরমুখি ! ঐ দেখ, প্রতি রজনীতে যে তারা তারাপতির সহিত মিলিত হয়, সেই যোগতারাটি কেমন ধীরে ধীরে আসিয়া চাঁদের সহিত মিলিতেছে, আর তাহার চারিদিক্ দেহপ্রভায় কেমন আলোকিত হইয়াছে । যেন ঐ তারাকে একটি আলোর পরিধির দ্বারা বেষ্টন করিয়া দেওয়া হইয়াছে । দেখিলে মনে হয়, যেন কোন নবোঢ়া কন্যা সভয়ে ও সলজ্জভাবে কাঁপিতে কাঁপিতে তাহার নব প্রণয়ীর নিকট আসিতেছে ॥ ৭৩ ॥

পার্ব্বতি ! তুমি চাঁদের দিকে চাহিয়া আছ, আর ঐ পরিপক্ব শরকাণ্ডের ন্যায় গৌরকান্তি তোমার অমল স্বচ্ছ গণ্ডস্থলে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়িয়া কেমন ঝল্‌মল্ ঝল্‌মল্ করিতেছে, সারা কপোলফলক কেমন উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে ! মনে হইতেছে যেন, তোমার ঐ গণ্ডভিত্তি হইতেই বিচ্ছুরিত হইয়া জ্যোৎস্না চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে ! ॥ ৭৪ ॥

পার্ব্বতি ! ঐ দেখ, ঈষদারক্ত চন্দ্রকান্ত-শিলাসমূহের পাত্রস্থিত নিম্নভাগে, চাঁদের কিরণে তাহা হইতে জল গলিয়া কেমন জমিয়াছে, মনে হইতেছে যেন এই গন্ধমাদন-বনের অধিষ্ঠাত্রী বনদেবতা, চন্দ্রকান্তমণিনির্ম্মিত পান-পাত্রে কল্পতরু প্রস্তুত রক্তাভ সুরা লইয়া নিজেই আসিয়া তোমার সেবার জন্য উপস্থিত হইয়াছেন । কেন না, তুমি ত অত্যন্ত গম্ভীর, এক পাও এখানে সেখানে যাও না বা কোনোরূপ চাঞ্চল্য প্রকাশ কর না, তাই তিনি স্বয়ং আসিয়া হাজির হইয়াছেন । কিন্তু—॥ ৭৫ ॥

আমি ত ভাবিয়া পাইতেছি না যে, এই কল্পতরু প্রস্তুত মধু পানে তোমার স্বভাব-সুন্দর মুখের কি এমন অতিরিক্ত সৌন্দর্য্য বাড়িবে ? কেন না,—তোমার মুখ আপনিই সর্ব্বদা সরস কেশরের (বকুল-ফুলের) সৌরভে ভুরভুর্ করিতেছে এবং তোমার নয়নদ্বয়ও স্বভাবতই ঈষদারক্ত । সুতরাং মদ্যে ঐ মুখের আর কি এমন গুণ-গরিমা বর্দ্ধন করিবে ? (মহাদেব যখন এই সব বলিতেছেন, তখন সখীরা সত্য সত্যই সুপেয় মদ্য হস্তে আসিয়া উপস্থিত হইল । শঙ্করও কহিলেন)—॥ ৭৬ ॥

মান্যভক্তিরথবা সখীজনঃ সেব্যতামিদমনঙ্গদীপনম্।
ইত্যুদারমভিধায় শঙ্করস্তামপায়য়ত পানমম্বিকাম্ ॥ ৭৭ ॥

পার্ব্বতী তদুপযোগসম্ভবাং বিক্রিয়ামপি সতাং মনোহরাম্।
অপ্রতর্ক্যবিধিযোগনির্ম্মিতামাম্রতেব সহকারতাং যযৌ ॥ ৭৮ ॥

তৎক্ষণং বিপরিবর্ত্তিতহ্রিয়োর্নেষ্যতোঃ শয়নমিদ্ধরাগয়োঃ।
সা বভূব বশবর্ত্তিনী দ্বয়োঃ শূলিনঃ সুবদনা মদস্য চ ॥ ৭৯ ॥

ঘূর্ণমান-নয়নং স্খলৎকথং স্বেদবিন্দু মদকারণস্মিতম্।
আননেন ন তু তাবদীশ্বরশ্চক্ষুষা চিরমুমামুখং পপৌ ॥ ৮০ ॥

অন্বয়।—অথবা সখীজনঃ (স্বকীয়ঃ) মান্যভক্তিঃ (ভবতি, সখীনাং আদরঃ সর্ব্বথা মাননীয়ঃ) অতঃ অনঙ্গদীপনম্ ইদং (মদ্যং) সেব্যতাম্—ইতি উদারং (চতুরং) অভিধায় শঙ্করঃ তাম্ অম্বিকাং পানম্ অপায়য়ত ॥ ৭৭ ॥

(যথা) আম্রতা (আম্রবৃক্ষং) অপ্রতর্ক্যবিধিযোগ-নির্ম্মিতাং সহকারতাং (যাতি) ইব (তদ্বৎ) পার্ব্বতী তদুপযোগ-সম্ভবাং (মদ্য-পান-জনিতাং) অপি সতাং মনোহরাং বিক্রিয়াং যযৌ; (অয়ং মল্লিনাথেন পরিত্যক্তঃ। অত্যন্ত যত্নাদনুপলব্ধো গূঢ়ঃ কশ্চিদর্থঃ, "রতিসর্ব্বস্বাদি" গ্রন্থার্থাভিজ্ঞৈঃ সহৃদয়ৈঃ সঃ অনুসন্ধেয়ঃ। তথাহি—"ভুক্তা প্রিয়েণ যৎ তন্বী হঠাক্রান্তা ভুজান্তরে। অবশা বশতাযেতি তদাম্রবন্ধনং বিদুঃ ॥" ইতি রসকৌস্তভম্) ॥ ৭৮ ॥

তৎক্ষণাৎ (মদিরাপানানন্তরমেব) সা সুবদনা (পার্ব্বতী) বিপরিবর্ত্তিতহ্রিয়োঃ (ত্যক্তলজ্জয়োঃ) ইদ্ধরাগয়োঃ শয়নং নেষ্যতোঃ—শূলিনঃ মদস্য চ—(ইত্যনয়োঃ) দ্বয়োঃ বশবর্ত্তিনী বভূব ॥ ৭৯ ॥

ঘূর্ণমান-নয়নং স্খলৎকথং, স্বেদ-বিন্দু, মৎ, অকারণ স্মিতম্ উমামুখম্ ঈশ্বরঃ তাবৎ (প্রথমং) চিরং চক্ষুষা পপৌ, আননেন তু ন পপৌ (শম্ভুঃ সাদরমুমামুখং চিরং দদর্শ) ॥ ৮০ ॥

বঙ্গার্থ।—কিন্তু তাই বলিয়া মুখ ফিরাইলে চলিবে না। গৌরি! তোমার সখীরা যখন মত্তহস্তে আসিয়া পড়িয়াছে, তখন উহাদের সম্মানটা রাখা উচিত, অতএব, যা' হয়, (এই কামের মোদকের) একটু তোমাকে খাইতে হইবে, বলিয়া শঙ্কর স্বহস্তে অম্বিকাকে ধরিয়া সেই মদ্য পান করাইলেন ॥ ৭৭ ॥

সেই মদ্যপানে পার্ব্বতীর মানসিক ও অতি মনোহর কায়িক বিকার জন্মিতে লাগিল। তাঁহার তদানীন্তন অবস্থা আম্রতরুর সহিত রসাল-লতিকার মিলিয়া যাওয়ার দৃশ্য মনে জাগাইতে লাগিল ॥ ৭৮ ॥

সুমুখী পার্ব্বতীর মুখের সৌন্দর্য্য তখন আরও বৃদ্ধি পাইল। পানীয়-প্রভাবে একেই ত তাঁহার কতকটা অপত্রপ-ভাব জন্মিয়া ছিলই, তাহাতে আবার মহাদেবের সহায়তার ত্রুটি রহিল না। স্বভাবসুন্দরী পার্ব্বতীই যে শুধু মদ্যপানে আরক্তবর্ণ হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাহা নহে, তদীয় অবস্থা দর্শনে দেবদেবের হৃদয়ের শতমুখী অনুরাগ-ধারাও সহস্রমুখী হইয়াছিল। উমা কেবল মদ্যেরই অধীন হইয়া পড়িলেন না, সেই সঙ্গে সঙ্গে ত্রিলোচনের নিকটে আত্মসত্তা হারাইলেন ॥ ৭৯ ॥

অবশাঙ্গী উমার তদানীন্তন তরলচ্ছবি মুখের সেই আঘূর্ণিতনেত্র, বিজড়িত কথা, মুক্তানিভ স্বেদবিন্দু ও হৃদয়োন্মাদক মৃদু মৃদু হাসি দেখিয়া, ত্রিলোচন একেবারে মজিয়া গেলেন ও তিন চোখেই প্রাণ ভরিয়া সেই সৌন্দর্য্য দেখিয়া দেখিয়া শেষে বিম্বোষ্ঠের অধর পান করিলেন। এবং—॥ ৮০ ॥

তাং বিলম্বি-তপনীয়মেখলামুদ্বহঞ্জঘনভারদুর্ব্বহাম্ ।
ধ্যানসম্ভৃতবিভূতি-সম্ভৃতং প্রাবিশন্মণিশিলাগৃহং রহঃ ॥ ৮১ ॥

তত্র হংসধবলোত্তরচ্ছদং জাহ্নবীপুলিনচারুদর্শনম্ ।
অধ্যশেত শয়নং প্রিয়াসখঃ শারদাভ্রমিব রোহিণীপতিঃ ॥ ৮২ ॥

ক্লিষ্টকেশমবলুপ্তচন্দনং উৎপথার্পিতনখং সমৎসরম্ ।
তস্য তচ্ছিদুরমেখলাগুণং পার্ব্বতীরতমভূন্ন তৃপ্তয়ে ॥ ৮৩ ॥

কেবলং প্রিয়তমা-দয়ালুনা জ্যোতিষামবনতাসু পঙ্‌ক্তিষু ।
তেন তৎপ্রতিগৃহীতবক্ষসা নেত্রমীলনকুতূহলং কৃতম্ ॥ ৮৪ ॥

অন্বয়।—(হরঃ) বিলম্বি-তপনীয়-মেখলাং জঘনভার-দুর্ব্বহাং তাং (পার্ব্বতীম্ উদ্বহন্ (বাহুভ্যাম্ আবেষ্ট্য) ধ্যানসম্ভৃতবিভূতি-সম্ভৃতং (ধ্যানেনৈব সমাহৃতভোগ্যবস্তু) রহঃ মণিশিলাগৃহং প্রাবিশৎ। (যত্নেন হস্ত-চেষ্টনাং দেবীং পরিগৃহ্য দেবঃ রতিমন্দিরং প্রবিবেশ) ॥ ৮১ ॥

তত্র (মণিশিলাগৃহে) প্রিয়াসখঃ (সঃ হরঃ) হংস-ধবলোত্তরচ্ছদং জাহ্নবীপুলিনচারুদর্শনং শয়নং রোহিণী-পতিঃ শারদাভ্রম্ ইব অধ্যশেত ("অধিশীঙ" ইতি কর্ম্মত্বম্) ॥ ৮২ ॥

ক্লিষ্ট-কেশম্ অবলুপ্ত-চন্দনম্ উৎপথার্পিতনখং (অস্থান-প্রযুক্ত-নখং) সমৎসরং (সপ্রণয়কলহং) ছিদুরমেখলাগুণং (চ) তৎ (বহুধা উপভোগ্যং) পার্ব্বতী-রতং তস্য (জগদীশ্বরস্য) তৃপ্তয়ে ন অভূৎ (কামস্য অত্যুৎ-কটত্বাৎ) ॥ ৮৩ ॥

জ্যোতিষাং পঙ্‌ক্তিষু অবনতাসু (সতীষু, রাত্রৌ প্রভাত-কল্পায়াং সত্যাং) কেবলং প্রিয়তমা-দয়ালুনা (ন তু ক্ষীণ-শক্তিনা) তেন (শিবেন) তৎপ্রতি-গৃহীতবক্ষসা (উমাশ্রিত-বক্ষসা সতা) নেত্রমীলনকুতূহলং কৃতম্। (বক্ষসি সুপ্তামুমাং ধৃত্বা মুহূর্ত্তং নিদ্রায়বাণ) ॥ ৮৪ ॥

বঙ্গার্থ।—পানীয়-প্রভাবে পার্ব্বতী যখন একপ্রকার হতজ্ঞান হইয়া এলাইয়া পড়িলেন, তখন মহাদেব তাঁহাকে ধরিয়া তুলিয়া মণিময়-প্রস্তরবিরচিত রতিমন্দিরে প্রবেশ করিলেন। জগৎপতির ইচ্ছামাত্রেই পূর্ব্ব হইতে সেই মন্দির নানারূপ ভোগ্যবস্তুতে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। শিথিলতনু গৌরীকে লইয়া যাইবার সময়ে, তাঁহার নিতম্বের স্বর্ণ-মেখলা ঝুলিতেছিল ও তদীয় বিপুল জঘনভারে মহাদেবকে বেশ একটু বেগ পাইতে হইয়াছিল ॥ ৮১ ॥

তারাপতি চন্দ্র যেমন শরতের জলহীন ধবল মেঘ-শয্যায় স্বপ্রিয়া রোহিণীর সহিত বিরাম করেন, তদ্রূপ, হংসের ন্যায় শ্বেত প্রচ্ছদপটে সমাবৃত এবং শরতের নির্ম্মল জাহ্নবী-পুলিনের ন্যায় মনোহরদর্শন শয্যায় প্রিয়তমা পার্ব্বতীকে লইয়া মহাদেব শয়ন করিলেন ॥ ৮২ ॥

সেই দেব-দম্পতির ক্রীড়াকালে,—উৎকটহস্তে কেশ-গ্রহণের ফলে চন্দ্রচূড়ের শিরশ্চন্দ্রের দুর্দ্দশার চরম হইল এবং রতিশাস্ত্রীয় নিয়ম লঙ্ঘনপূর্ব্বক নখাঘাতের পরিসীমা রহিল না। দেবীর রশনা ছিঁড়িয়া গেল। উভয়েরই প্রবল বিজিগীষা জন্মিল, কিন্তু বিজয়লক্ষ্মী কাহাকেও বরণ করিলেন না। এতদ্ভেও তবু নীলকণ্ঠের রমণস্পৃহা মিটিল না ॥ ৮৩ ॥

কিন্তু কোমলাঙ্গী উমার সুকোমলতা স্মরণ-পূর্ব্বক দয়াময় উমাবল্লভের হৃদয়ে দয়ার সঞ্চার হইলে, তিনি বক্ষঃপ্রসুপ্তা উমাকে লইয়া কিছুকাল আনন্দ-নিমীলিতাক্ষ হইয়া রহিলেন, বুঝি বা একটু ঘুমাইলেনও। এদিকে—নভঃস্থিত জ্যোতিষ্কমণ্ডলী অবনত হইয়া সেই নিদ্রিত দেব-দম্পতিকে আলোক-সুধাবর্ষণে সেবা করিতে লাগিল ॥ ৮৪ ॥

স ব্যবুধ্যত বুধস্তবোচিতঃ শাতকুম্ভকমলাকরৈঃ সমম্।
মূর্চ্ছনাপরিগৃহীত-কৈশিকৈঃ কিন্নরৈরুষসি গীতমঙ্গলঃ ॥ ৮৫ ॥

তৌ ক্ষণং শিথিলিতোপগূহনৌ দম্পতী চলিতমানসোর্মিয়ঃ।
পদ্মভেদপিশুনাঃ সিষেবিরে গন্ধমাদন-বনান্তমারুতাঃ ॥ ৮৬ ॥

ঊরুমূলনখমার্গরাজিভিস্তৎক্ষণং হৃতবিলোচনো হরঃ।
বাসসঃ প্রশিথিলস্য সংযমং কুর্বতীং প্রিয়তমামবারয়ৎ ॥ ৮৭ ॥

স প্রজাগরকষায়লোচনং গাঢ়দন্তপরিতাড়িতাধরম্ ।
আকুলালকমরংস্ত রাগবান্ প্রেক্ষ্য ভিন্নতিলকং প্রিয়ামুখম্ ॥ ৮৮ ॥

অন্বয়।—বুধস্তবোচিতঃ সঃ (শিবঃ) উষসি মূর্চ্ছনা-পরিগৃহীত-কৈশিকৈঃ কিন্নরৈঃ গীতমঙ্গলঃ (সন্) শাতকুম্ভ-কমলাকরৈঃ সমং (স্বর্ণপদ্মনিকরৈঃ সহ) ব্যবুধ্যত (জজাগার) ॥ ৮৫ ॥

ক্ষণং (নিদ্রাভঙ্গক্ষণে) শিথিলিতোপগূহনৌ তৌ দম্পতী (পার্বতী-পরমেশ্বরৌ) চলিতমানসোর্মিকং পদ্ম-ভেদ-পিশুনাঃ গন্ধমাদন-বনান্ত-মারুতাঃ সিষেবিরে ॥ ৮৬ ॥

ঊরুমূল নখ-মার্গ-রাজিভিঃ (ঊরুমূলে যাঃ নখ-মার্গ-রাজয়ঃ নখ-পাদ-ক্ষতানি তাভিঃ কর্তৃভিঃ) হৃতবিলোচনঃ (সন্) হরঃ তৎক্ষণং (প্রভাতসময়ে) প্রশিথিলস্য (বিস্রস্তস্য) বাসসঃ সংযমং কুর্বতীং (নৈশ-সময়ে স্খলিতং বাসঃ দধানাং) প্রিয়তমাম্ অবারয়ৎ (বসনমধুনা মা পরিধেহি ইতি নিবারয়ামাস) ॥ ৮৭ ॥

রাগবান্ (প্রবৃদ্ধানুরাগঃ) সঃ (হরঃ) প্রজাগর-কষায়-লোচনং, গাঢ়-দন্ত-পরিতাড়িতাধরম্, আকুলালকং, ভিন্ন-তিলকং প্রিয়ামুখং প্রেক্ষ্য অরংস্ত (স্বয়ংকৃতকার্য্য-ফল-দর্শনাৎ নিতরাং প্রসনাদ) ॥ ৮৮ ॥

বঙ্গার্থ।—মিলনের রাত্রি বড়ই ক্ষণস্থায়িনী, দেখিতে দেখিতে নিদ্রিত দেবদেবীর সেই সুখের রাত্রি প্রভাত হইল। দীপকরাগ ঠিক মতে আলাপ করিতে পারিলে যেমন আগুন জ্বলিয়া উঠে, মালশ্রীতে যেমন হৃদয়ে বিষাদ আনিয়া দেয়, তদ্রূপ কৈশিকরাগে প্রাণে অনুরাগের বৃদ্ধি করে, অতি নীরস হৃদয়েও রসের আবির্ভাব হয়। কিন্নরগণ সেই কৈশিকরাগে উষায় মঙ্গলগীতি গাহিতে আরম্ভ করিল এবং তাহাতে পার্বতী-পরমেশ্বরের ঈষদুন্মুক্ত ঈষদ্-জাগ্রত হৃদয় আরও স্বপ্নাবিষ্টবৎ হইল। কিন্নরদিগের কণ্ঠস্বরের প্রতিমূর্চ্ছনায় ঐ কৈশিকের উপাদেয়তা শতগুণ বাড়াইয়া তুলিল। ক্রমে ওদিকে যেমন সরোবরে স্বর্ণকমলরাজি ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, এদিকেও তেমনি বিবুধগণের স্তবযোগ্য চন্দ্রশেখর নিদ্রাত্যাগ করিলেন ॥ ৮৫ ॥

মানস-সরোবর-বিহারী সুশীতল প্রভাতের মুক্ত সমীরণ গন্ধমাদন বন আলোড়িত করিয়া প্রবাহিত হইল। স্ফুটনোন্মুখ কমলদলের সৌরভ গায়ে মাখিয়া সেই সুরভি সমীর যখন আসিয়া সেই গাঢ় আলিঙ্গনবদ্ধ দেবদেবীর গায়ে লাগিল, তখন যেন আপনিই সে আলিঙ্গন শিথিল হইল, তাঁহারা সেই মনোহর প্রাতঃসমীরণ সেবন করিতে লাগিলেন ॥ ৮৬ ॥

প্রভাতের আলো দেখিয়া তাড়াতাড়ি যেমন শিথিল-বসনা উমা পরিধেয়ের অঞ্চলে ঊরুমূলের নখচিহ্নাদি আবৃত করিতে যাইতেছিলেন, অমনি সেই দিকে নয়ন পড়ায় মহাদেবও আনন্দভরে প্রিয়ার বসন-সংযম নিবারণ করিতে লাগিলেন ॥ ৮৭ ॥

সারা নিশির জাগরণে পার্বতীর নেত্রকমল লাল হইয়াছিল, অধরের তো দুর্দশার সীমা ছিল না, চুলগুলি তাঁহার ইতস্ততঃ বিস্রস্ত এবং তিলক স্থানচ্যুত হইয়াছিল। প্রেম-সিন্ধু হর প্রিয়ার ঐ মনোহর আকার যত দেখিতে লাগিলেন, তাঁহার হৃদয় ততই আরো শতগুণ অনুরাগে ভরিয়া গেল ॥ ৮৮ ॥

তেন ভিন্নবিষমোত্তরচ্ছদং মধ্যপিণ্ডিত-বিসূত্রমেখলম্।
নির্মলেঽপি শয়নং নিশাত্যয়ে নোজ্ঝিতং চরণরাগলাঞ্ছিতম্ ॥ ৮৯ ॥
স প্রিয়ামুখরসং দিবানিশং হর্ষবৃদ্ধিজননং সিষেবিষুঃ।
দর্শনপ্রণয়িনামদৃশ্যতামাজগাম বিজয়া-নিবেদিতঃ ॥ ৯০ ॥

অন্বয়।—নিশাত্যয়ে নির্মলে অপি (প্রভাতে স্ফুটং প্রকাশমানে সত্যপি) তেন (হরেণ) ভিন্নবিষমোত্তরচ্ছদং মধ্য-পিণ্ডিত-বিসূত্র-মেখলং, চরণ-রাগ-লাঞ্ছিতং (চ) শয়নং ন উজ্ঝিতম্ (ন ত্যক্তং, সুখার্ণবমগ্নত্বাৎ) ॥ ৮৯ ॥

হর্ষবৃদ্ধি-জননং প্রিয়ামুখ-রসং দিবানিশং সিষেবিষুঃ (সেবিতুমিচ্ছুঃ) সঃ (শিবঃ), বিজয়া-নিবেদিতঃ (দেবোঽয়ং স্বদর্শনার্থমাগতঃ—ইতি বিজ্ঞাপিতঃ সন্ অপি) দর্শন-প্রণয়িনাম্ অদৃশ্যতাম্ আজগাম ॥ ৯০ ॥

বঙ্গার্থ।—অনেকক্ষণ ভোর হইয়াছে। প্রভাতের নির্মল আলোকে দশদিক্ ভরিয়া গিয়াছে, তবুও কিন্তু উমাপতি গাত্রোত্থান করিতেছেন না। সেই নির্দয়-পরিভুক্ত স্খলিত-প্রচ্ছদ ও ছিন্ন-মেখলা-শোভিত এবং চরণের অলক্তকরাগে চিত্রিত মনোহর শয্যায় চন্দ্রচূড় পড়িয়াই রহিলেন। (এ স্থলেও রতিরহস্যাদি-প্রচ্ছাদন আবশ্যক, নতুবা শয্যায় উক্ত বিশেষণসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম হইবে না।) ॥ ৮৯ ॥

এইভাবে, হৃদয়ের অপার আনন্দবর্দ্ধন প্রিয়ার বদন-মদিরামৃত নিশিদিন পিপাসিত হৃদয়ে পান করিতে শঙ্করের এতই অভিলাষ জন্মিল যে, কোনো বিশেষ কাজের জন্য, উমার সখী বিজয়া আসিয়া মুহূর্তমাত্র দর্শনলাভের বাসনা জানাইলেও শঙ্কর তাহা পূরণ করিতেন না ॥ ৯০ ॥

তাৎপর্য্য।—এতক্ষণে "কুমার-সম্ভব" শেষ হইল অর্থাৎ পিতামহ-প্রদর্শিত কুমারের সম্ভাবনার পথ নির্দিষ্ট হইল। তিনি দেবতাদিগকে বলিয়াছিলেন, "মহাদেবের হৃদয় উমার প্রতি আকৃষ্ট করিতে তোমরা যত্ন কর, তাঁহার আত্মা কুমার-রূপে অবতীর্ণ হইয়া, তোমাদের সৈনাপত্য গ্রহণপূর্ব্বক তারকাসুরের দলন করিবে।"—সে প্রতিজ্ঞা পূরণ হইল। উমার প্রতি শুধু একটু চলন-সই আকৃষ্ট নহে, হরচিত্ত এমনই আকৃষ্ট হইয়াছে যে, তাহার বর্ণনা পড়িতেও সঙ্কোচ জন্মে। জগন্মাতা ও জগৎপিতার এই সম্ভোগ একটা বিরাট্ ব্যাপার হইলেও, পড়িতে লজ্জা জন্মে। তাই আলঙ্কারিকগণ, এই অষ্টমের উপর "অত্যন্তমনুচিতম্" বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। তবে চিত্রের জন্য যেমন চিত্র দেখা, তেমনই এই হরপার্ব্বতীর বিহার পাঠ, ইহাতে দেখিবার ও শিখিবার বস্তু প্রচুর। কবির এই আলেখ্য দেখিয়া চমৎকারিত্বে, মহামায়ার "বিপরীত-রতাতুরাম্" এই ধ্যানাংশেরও পরিহার করিতে হয় এবং আদিকবি বাল্মীকি-কৃত, গঙ্গাস্তবের "ভুজঙ্গনাঙ্কাঙ্কিতম্" প্রভৃতি অংশও বাদ দিতে হয়। কাব্য কাব্য, তাহা উপনিষদের চক্ষে দেখিতে যাঁহারা চান বা দেখেন, তাঁহাদের ইহা না পড়াই ভালো। তাঁহারা উহা লইয়াই থাকুন।

পুরাণকর্ত্তৃগণ, রাজাধিরাজ হিমালয়ের রাজ-ধর্ম-রক্ষার জন্য, হিমালয়-সদনে একটি স্বয়ংবর-সভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন। শঙ্কর-শঙ্করীর অন্তরের অলৌকিক মিলন পূর্ব্বেই সম্পন্ন হইয়াছে। এখন বহির্মিলনের জন্য, লৌকিক মিলনের জন্য, এই স্বয়ংবরের অনুষ্ঠান। চিত্রকর কালিদাসের চক্ষে উহা বড়ই বিষম ঠেকিল। তিনি দেখিলেন, এমন সুন্দর চিত্রে অতিরিক্ত যাহা কিছু থাকিবে, তাহাই উহার আবর্জ্জনাস্বরূপ। প্রকৃতির নিয়মে যে কুসুম আপনিই বিকসিতপ্রায়, তাহার উপর আবার বলপ্রয়োগ কেন? অপার্থিব চিত্রে পার্থিব করস্পর্শ কেন? উহা সৌন্দর্য্যের ঘোর পরিপন্থী। তাই কালিদাস ঐ সকল অবান্তর বিষয় পরিত্যাগ করিয়াছেন।

হিমালয়-সদনে হরপার্ব্বতীর বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। ব্রহ্মার বাক্য সফল হইয়াছে। তারকাসুরের সৌভাগ্য-লক্ষ্মীর কনকাসন টলমল করিয়া কাঁপিতেছে। বাগ্‌দেবতা সরস্বতী স্বয়ং আসিয়া সেই বধূবরের স্তুতি করিলেন। অপ্সরারা, নবদম্পতির প্রীতিবর্দ্ধন-মানসে, পরমসমারোহে এক অভিনয় করিলেন। স্বর্গের তাবৎ দেববৃন্দ তথায় সমবেত। হরপার্ব্বতীর আজ আনন্দের পরিসীমা নাই। এমন সময়ে মাহেন্দ্রক্ষণ বুঝিয়া দেববৃন্দ কৃতাঞ্জলিপুটে আশুতোষের নিকট পঞ্চবাণের পুনর্জীবন ভিক্ষা করিলেন। বিরূপাক্ষ যখন মদনকে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন, তখন ছিলেন তিনি অপরিগ্রহ, আর আজ তিনি স-পরিগ্রহ,—উমার সহিত মিলিত, অর্দ্ধনারীশ্বরমূর্ত্তি। আজ আর যুবক মদনের সেই যুবক-জনোচিত নীরস

সমদিবসনিশীথং সঙ্গিনস্তত্র শম্ভোঃ শতমগমদৃতূনাং সার্দ্ধমেকা নিশেব।
ন তু সুরতসুখেভ্যশ্ছিন্নতৃষ্ণো বভূব জ্বলন ইব সমুদ্রান্তর্গতস্তজ্জলৌঘৈঃ ॥ ৯১ ॥

ইতি অষ্টমঃ সর্গঃ।

অন্বয়।—সমদিবস-নিশীথং (যথা তথা) তত্র (পার্ব্বত্যাং) সঙ্গিনঃ (আসক্তস্য) শম্ভোঃ ঋতূনাং সার্দ্ধং শতম্ (অর্দ্ধেন সহ ঋতূনাং শতং, পঞ্চাশদুত্তরং শতং) একা নিশা ইব অগমৎ, তু (কিন্তু) (সঃ শম্ভুঃ) সমুদ্রান্তর্গতঃ জ্বলনঃ (বাড়বাগ্নিঃ) তজ্জলৌঘৈঃ ইব সুরত-সুখেভ্যঃ ছিন্নতৃষ্ণঃ (বিতৃষ্ণঃ) ন বভূব (কিন্তু চিরম্ অবর্দ্ধত এব) ॥ ৯১ ॥

বঙ্গার্থ।—পূর্ব্বোক্তরূপে, নিশিদিন উমার সহিত অবিযুক্তভাবে শম্ভুর দীর্ঘ দেড়শত ঋতু অর্থাৎ পঁচিশ বৎসর দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল বটে, কিন্তু তাহাতেও যেন বিশ্বনাথের আসঙ্গ-সুখ-তৃষ্ণা মিটিল না; প্রত্যুত বারিধি-গর্ভ-নিহিত বাড়বানল যেমন জলসম্পাতের ফলে উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলে, তদ্রূপ তদীয় কামানলও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেই লাগিল ॥ ৯১ ॥

অন্তঃকরণ নাই, আজ তিনি সরসহৃদয়, আজ চন্দ্রশেখরের হৃদয় চন্দ্রমুখী পার্ব্বতীর সৰলাস্ত-চন্দ্রিকার সমুদ্ভাসিত, তাই কামকে হারাইয়া, কামপ্রিয়া রতির যে কি দশা ঘটিয়াছে, তাহা তিনি আজ মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝিতেছেন। তাই দেবগণ যেমন প্রার্থনা করিলেন, আশুতোষ অমনই প্রসন্নহৃদয়ে অনুমতি দিলেন, "কাম পুনরুজ্জীবিত হইয়া আমাদের সেবা করুক।" দেবতারা পরম আনন্দিত হইলেন। কামের পুনর্জ্জীবন-লাভ হইল। মিলনের পূর্ব্বে—সংসার কামশূন্য ছিল, আজ মিলনের পরে, সংসারে কামের আবির্ভাব হইল। কুমারসম্ভবও একপ্রকার সম্পূর্ণ হইল। বলিয়াছি তো—কালিদাস কুমারের অষ্টমে, সম্মিলিত "পার্ব্বতীপরমেশ্বরের" যে দিব্যমূর্ত্তি চিত্রিত করিয়াছেন, রঘুর ত্রয়োদশে, সেই চিত্রীকৃত প্রতিমার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। জগন্মাতা ও জগৎপিতা বলিয়া পার্ব্বতী-পরমেশ্বরের যে সকল ভাব, যে সকল অবস্থা, মিলিত নবদম্পতির হৃদয়ের যে সকল স্নেহ "বন্ধন" তাঁহার একান্ত প্রিয় হইলেও, প্রাণ খুলিয়া বর্ণনা করা তিনি সঙ্গত মনে করেন নাই, খিন্নহৃদয়ে বিরত হইয়াছেন, রঘুবংশে কুশ, অগ্নিমিত্র প্রভৃতির বর্ণনে তাঁহার সে খেদ মিটাইয়াছেন। রঘুবংশ আরম্ভ করিবার সময়েই, কুমারসম্ভবের অনুক্ত অথবা অবাচ্য অংশগুলি, যাহা কবির মানস-পটে গ্রথিত ছিল, মনে পড়িয়াছে, তাই বুঝি কবি কুমারসম্ভবেরই নায়ক-নায়িকা, জগতের মাতাপিতৃস্বরূপ পার্ব্বতী-পরমেশ্বরকে প্রণাম করিয়া দূরে সরিয়া গিয়াছেন এবং তাঁহার প্রিয় রঘুবংশের সূত্রপাত করিয়াছেন।

প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকর্ত্তা মল্লিনাথও কুমারের অষ্টম পর্য্যন্তই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তদতিরিক্ত আর মল্লিনাথের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। আর নবমাদিসর্গ যে কালিদাসের হইতেই পারে না, সে সম্বন্ধেও পূর্ব্বে হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে। অষ্টমের অধিক প্রণয়নের কোনো যুক্তিও নাই। তবে পণ্ডিতবহুল ভারতে কালিদাসের নামে নবমাদিসর্গ চালাইতে যিনি যত চেষ্টাই করুন না কেন, তাহা ফলবতী হয় নাই, হইতে পারেও না।

কুমার-সম্ভব-সম্বন্ধে অন্যান্য বক্তব্য, গ্রন্থমধ্যে স্থানে স্থানে প্রসঙ্গানুসারে উক্ত হইয়াছে।

ইতি অষ্টম সর্গ।

নবমঃ সর্গঃ

তথাবিধেঽনঙ্গরসপ্রসঙ্গে মুখারবিন্দে মধুপঃ প্রিয়ায়াঃ।
সম্ভোগবেশ্ম প্রবিশন্তমন্তর্দদর্শ পারাবতমেকমীশঃ ॥ ১ ॥

সুকান্তকান্তামণিতানুকারং কূজন্তমাঘূর্ণিতরক্তনেত্রম্।
প্রস্ফারিতোন্নম্রবিনম্রকণ্ঠং মুহুর্মুহুর্ন্যঞ্চিতচারুপুচ্ছম্ ॥ ২ ॥

বিশৃঙ্খলং পক্ষতিযুগ্মমীষদ্দধানমানন্দগতিং মদেন।
শুভ্রাংশুবর্ণং জটিলাগ্রপাদমিতস্ততো মণ্ডলকৈশ্চরন্তম্ ॥ ৩ ॥

রতিদ্বিতীয়েন মনোভবেন হ্রদাৎ সুধায়াঃ প্রবিগাহ্যমানাৎ।
তং বীক্ষ্য ফেনস্য চয়ং নবোত্থ-মিবাভ্যনন্দৎ ক্ষণমিন্দুমৌলিঃ ॥ ৪ ॥

তস্যাকৃতিং কামপি বীক্ষ্য দিব্যামন্তর্ভবচ্ছদ্মবিহঙ্গমগ্নিম্।
বিচিন্তয়ন্ সংবিবিদে স দেবো ভ্রূভঙ্গভীমশ্চ রুষা বভূব ॥ ৫ ॥

অন্বয়।—প্রিয়ায়াঃ (প্রেমাস্পদীভূতায়াঃ) মুখারবিন্দে মধুপঃ (মধু অমৃতং পিবতীতি মধুপঃ) ঈশঃ (সর্ব্বসামর্থ্যযুক্তঃ) তথাবিধে অনঙ্গরসপ্রসঙ্গে (অনঙ্গরসস্য কামরসস্য-প্রসঙ্গে) সম্ভোগবেশ্ম (বিহারগৃহং) অন্তঃ প্রবিশন্তম্ (মধ্যে ধাবন্তম্) একং পারাবতং দদর্শ ॥ ১ ॥

সুকান্তকান্তামণিতানুকারং (সুকান্তম্ অতিশয়েন মনোজ্ঞং যৎ কান্তায়াঃ মণিতং রতিকূজিতং তস্যানুকারঃ যস্মিন্ তৎ যথা তথা) কূজন্তম্ আঘূর্ণিতরক্তনেত্রং প্রস্ফারিতোন্নম্রবিনম্রকণ্ঠং (প্রস্ফারিতঃ বিস্তারিতঃ উন্নম্রঃ বিনম্রশ্চ কদাচিৎ আনমিতঃ কণ্ঠো যস্য) মুহুর্মুহুঃ ন্যঞ্চিতচারুপুচ্ছম্ (ন্যঞ্চিতঃ স্তূপীকৃতঃ চারুঃ সুন্দরঃ পুচ্ছঃ যেন তাদৃশম্) ॥ ২ ॥

বিশৃঙ্খলম্ ঈষৎ পক্ষতিযুগ্মং (পক্ষমূলদ্বয়ং) দধানং (ধারয়ন্তং) মদেন আনন্দগতিং শুভ্রাংশুবর্ণং জটিলাগ্রপাদম্ (লোমশচরণম্) ইতস্ততঃ মণ্ডলকৈঃ (মণ্ডলগত্যা ঘূর্ণনপূর্ব্বক-গমনৈঃ চরন্তম্ (বিচরণশীলম্) ॥ ৩ ॥

ইন্দুমৌলিঃ (মহাদেবঃ) রতিদ্বিতীয়েন (রতিসহচরেণ) মনোভবেন (কামেন) প্রবিগাহ্যমানাৎ (রত্যাদিসহকারেণ মথ্যমানাৎ) সুধায়াঃ হ্রদাৎ নবোত্থং ফেনস্য চয়মিব তং বীক্ষ্য ক্ষণম্ অভ্যনন্দৎ ॥ ৪ ॥

ততঃ স দেবঃ (মহাদেবঃ) তস্য (কপোতস্য) কামপি দিব্যাম্ (অলৌকিকীং) আকৃতিং বীক্ষ্য বিচিন্তয়ন্ (সন্) ছদ্মবিহঙ্গম্ অগ্নিম্ অন্তঃ সংবিবেদে (সম্যক্ জ্ঞাতবান্) রুষা ভ্রূভঙ্গভীমঃ (ভ্রূকুটিভীষণঃ) চ বভূব ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ।—রতিক্রিয়াসময়ে, যখন মহাদেব প্রিয়ার মুখ-কমলের মধুপানে মত্ত, তখন দেখিলেন যে, একটি পারাবত সম্ভোগ-নিকেতনের মধ্যে প্রবেশ করিতেছে ॥১॥

ঐ পারাবত মনোহর কান্তার রতিকূজন অনুকরণ করিয়া ঘূর্ণায়মান রক্তনেত্রে গলদেশ কখন স্ফীত ও কখনও নম্র করিয়া মনোহর পুচ্ছদেশ আনমিত করিতেছিল ॥ ২ ॥

তখন উহার পক্ষমূলদ্বয় কিঞ্চিৎ বিশৃঙ্খলভাবে অবস্থিত ছিল, শঙ্খধবল সেই পারাবত মদভরে সানন্দে মণ্ডলাকারে ইতস্ততঃ প্রেমজড়িত লোমশপদে বিচরণ করিতে লাগিল ॥৩॥

রতিদ্বিতীয় মন্মথের মথিত সুধার হ্রদ হইতে যেন নবোত্থিত ফেনচয়ের ন্যায় সেই পারাবতকে সন্দর্শন করিয়া চন্দ্রশেখর ক্ষণকালের নিমিত্ত আনন্দিত হইলেন ॥ ৪ ॥

পরক্ষণেই মহাদেব সেই পারাবতের অলৌকিক আকৃতি দর্শনে সন্দিহান হইয়া ইহার তথ্য জানিবার জন্য চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে, এ-মায়া-বিহঙ্গমূর্ত্তি অগ্নি, তখন তিনি তথায় অগ্নির গুপ্তভাবে প্রবেশ হেতু ক্রোধে ভ্রূভঙ্গী করত ভীমদর্শন হইয়া উঠিলেন ॥ ৫ ॥

স্বরূপমাস্থায় ততো হুতাশনস্রস্খলৎকম্পকৃতাঞ্জলিঃ সন্।
প্রবেপমানোঽতিতরাং স্মরারিমিদং বচো ব্যক্তমথাভ্যুবাচ ॥ ৬ ॥

অসি ত্বমেকো জগতামধীশঃ স্বর্গৌকসাং ত্বং বিপদো নিহংসি।
ততঃ সুরেন্দ্রপ্রমুখাঃ প্রভো ত্বামুপাসতে দৈত্যবরৈর্বিধূতাঃ ॥ ৭ ॥

ত্বয়া প্রিয়াপ্রেমবশংবদেন শতং ব্যতীয়ে সুরতাদৃতূনাম্।
রহঃ স্থিতেন ত্বদবীক্ষণার্ত্তো দৈন্যং পরং প্রাপ সুরৈঃ সুরেন্দ্রঃ ॥ ৮ ॥

ত্বদীয়সেবাবসরপ্রতীক্ষৈরভ্যর্থিতঃ শক্রমুখৈঃ সুরৈস্ত্বাম্।
উপাগতোঽন্বেষ্টুমহং বিহঙ্গ-রূপেণ বিদ্বন্ সময়োচিতেন ॥ ৯ ॥

ইতি প্রভো চেতসি সম্প্রধার্য্য তন্নোঽপরাধং ভগবন্ ক্ষমস্ব।
পরাভিভূতা বদ কিং ক্ষমন্তে কালাতিপাতং শরণার্থিনোঽমী ॥ ১০ ॥

অন্বয়।—ততঃ (হরকোপাবির্ভাবাদনন্তরং) হুতাশঃ স্বরূপম্ (নিজমূর্ত্তিম্) আস্থায় (অবলম্ব্য) স্রস্খলৎকম্পকৃতাঞ্জলিঃ (সন্) নিতরাং (নিরতিশয়ং) প্রবেপমানঃ (কম্পমানঃ) (সন্) অথ স্মরারিম্ (মহাদেবম্) ইদং বচঃ ব্যক্তম্ (প্রকাশং যথা তথা) অভ্যুবাচ ॥ ৬ ॥

হে প্রভো! ত্বং একম্ জগতাং অধীশঃ অসি, ত্বং স্বর্গৌকসাং (স্বর্গনিবাসিনাং, দেবানাং) বিপদঃ নিহংসি (বিনাশয়সি), ততঃ সুরেন্দ্রপ্রমুখাঃ দৈত্যবরৈঃ (দৈত্যশ্রেষ্ঠৈঃ তারকাদিভিঃ) বিধূতাঃ (পরিভূতাঃ সন্তঃ) ত্বাং উপাসতে (সেবন্তে) ॥ ৭ ॥

ত্বয়া রহঃ (রহসি, নির্জ্জনে) স্থিতেন সুরতাৎ (বিহার-প্রসঙ্গাৎ) ঋতূনাং শতং ব্যতীয়ে (অতিবাহিতং কৃতম্) সুরেন্দ্রঃ (ইন্দ্রঃ) ত্বদবীক্ষণার্ত্তঃ (তব অবীক্ষণেন অদর্শনেন আর্ত্তঃ ব্যাকুলঃ সন্) সুরৈঃ (দেববর্গৈঃ সহ) পরম্ দৈন্যম্ (অবসাদং) প্রাপ ॥ ৮ ॥

হে বিদ্বন্! ত্বদীয়সেবাবসরপ্রতীক্ষৈঃ (ত্বৎ-সেবাভিলাষিভিঃ) শক্রমুখৈঃ (ইন্দ্রপুরঃসরৈঃ) সুরৈঃ (দেবৈঃ) অভ্যর্থিতঃ অহং সময়োচিতেন (বিহঙ্গ-রূপেণ ত্বাম্ অন্বেষ্টুং (অনুসন্ধাতুম্) উপাগতঃ (উপস্থিতঃ) ॥ ৯ ॥

হে প্রভো! ভগবন্! ত্বং ইতি চেতসি সম্প্রধার্য্য (সম্যক্ পর্য্যালোচ্য) নঃ (অস্মাকং) অপরাধং ক্ষমস্ব, পরাভিভূতাঃ শরণার্থিনঃ অমী (দেবাঃ) কালাতিপাতং (বিলম্বং) ক্ষমন্তে (সহন্তে) কিং বদ ॥ ১০ ॥

বঙ্গার্থ।—ইহা দেখিয়া হুতাশন স্বীয় মূর্ত্তি ধারণ করত ত্রাসে কম্পিত ও স্খলিত অঞ্জলিপুটে স্মর-শাসনকে স্পষ্টত বলিতে লাগিলেন ॥ ৬ ॥

হে প্রভো! আপনি জগতের একমাত্র অধীশ্বর, সর্ব্বদাই স্বর্গবাসিগণের বিপৎসমূহ বিনাশ করিয়া থাকেন, এইজন্য ইন্দ্রাদি দেবগণ দৈত্যগণ কর্ত্তৃক প্রপীড়িত হইয়া আজ আপনার উপাসনা করিতেছেন ॥ ৭ ॥

আপনি প্রিয়ার প্রেমাবেশবশে থাকিয়া নির্জ্জনে কত কাল অতিবাহিত করিলেন; সুররাজ সুরগণের সহিত আপনার দর্শন না পাইয়া অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন ॥ ৮ ॥

হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনার সেবায় অবসর প্রতীক্ষা করত ইন্দ্রাদি দেবগণ আমাকে অনুরোধ করায় আমি সময়োচিত বিহঙ্গরূপ ধারণ করিয়া আপনাকে অন্বেষণ করিতে এখানে আগমন করিয়াছি; কেন না, জানি যে, এ সময় এই প্রেমা-বিষ্ট পারাবতরূপে এ স্থানে আসিতে বাধা হইবে না ॥ ৯ ॥

অতএব ভগবন্! এই সকল মনে বিবেচনা করিয়া আমাদিগের অপরাধ ক্ষমা করুন। সকল দেবতাই আপ-নার শরণার্থী, এবং শত্রু কর্ত্তৃক পরাভূত; তবে বলুন—দেখি, কিরূপে কালাতিপাত সহ্য হইবে? ॥ ১০ ॥

প্রভো প্রসীদাশু সৃজাত্মপুত্রং যং প্রাপ্য সেনান্যমসৌ সুরেন্দ্রঃ।
স্বর্লোকলক্ষ্মীপ্রভুতামবাপ্য জগত্রয়ং পাতু তব প্রসাদাৎ ॥ ১১ ॥

স শঙ্করস্তামিতি জাতবেদোবিজ্ঞাপনামর্থবতীং নিশম্য।
অভূৎ প্রসন্নঃ পরিতোষয়ন্তি গীর্ভির্গিরীশা রুচিরাভিরীশম্ ॥ ১২ ॥

প্রসন্নচেতা মদনান্তকারঃ স তারকারের্জয়িনো ভবায়।
শক্রস্য সেনাধিপতের্জয়ায় ব্যচিন্তয়চ্চেতসি ভাবি কিঞ্চিৎ ॥ ১৩ ॥

যুগান্তকালাগ্নিমিবাবিষহ্যং পরিচ্যুতং মন্মথরঙ্গভঙ্গাৎ।
রতান্তরেতঃ স হিরণ্যরেতস্যথোর্দ্ধরেতাস্তদমোঘমাধাৎ ॥ ১৪ ॥

অথোষ্ণবাষ্পানিলদূষিতাঙ্গং বিশুদ্ধমাদর্শমিবাত্মদেহম্।
বভার ভূম্না সহসা পুরারিরেতঃপরিক্ষেপকুবর্ণমগ্নিঃ ॥ ১৫ ॥

ত্বং সর্ব্বভক্ষ্যো ভব ভীমকর্ম্মা কুষ্ঠাভিভূতোঽনল ধূমগর্ভঃ।
ইত্থং শশাপাদ্রিসুতা হুতাশং রুষ্টা রতানন্দসুখস্য ভঙ্গাৎ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়।—হে প্রভো! প্রসীদ আশু (অবিলম্বম্) আত্মপুত্রং সৃজ (উৎপাদয়) অসৌ সুরেন্দ্রঃ যং সেনান্যং (চমূপতিং) প্রাপ্য স্বর্লোকলক্ষ্মীপ্রভুতাম্ অবাপ্য (প্রাপ্য) তব প্রসাদাৎ জগত্রয়ং পাতু ॥ ১১ ॥

সঃ শঙ্করঃ ইতি তাম্ অর্থবতীং জাতবেদোবিজ্ঞাপনাং (জাতবেদসঃ হুতাশনস্য বিজ্ঞাপনাং নিবেদনং) নিশম্য (শ্রুত্বা) প্রসন্নঃ অভূৎ। (তথাহি) গিরীশাঃ (বাচস্পতয়ঃ) রুচিরাভিঃ (মনোহরাভিঃ) গীর্ভিঃ (বাগ্ ভিঃ) ঈশং পরিতোষয়ন্তি ॥১২॥

স প্রসন্নচেতাঃ মদনান্তকারঃ (মদনহন্তা) তারকারেঃ (কার্ত্তিকেয়স্য) জয়িনঃ ভবায় (উৎপত্তয়ে) সেনাধিপতেঃ ভবায় (উৎপত্তয়ে) শক্রস্য (ইন্দ্রস্য) জয়ায় চ চেতসি ভাবি (ভবিষ্যৎ) কিঞ্চিৎ ব্যচিন্তয়ৎ (বিশেষেণ বিচারিতবান্) ॥১৩॥

অথ (বিচারানন্তরম্) ঊর্দ্ধরেতাঃ (ঊর্দ্ধং উদ্গচ্ছৎ ন ত্বধোগমনেন পার্ব্বত্যাং সংক্রমিত মিত্যর্থঃ রেতঃবীর্য্যং যস্য তথাভূতঃ) স (হরঃ) যুগান্তকালাগ্নিম্ ইব (যুগান্তকালঃ প্রলয়-সময়ঃ তস্য অগ্নিমিব) অবিষহ্যং মন্মথরঙ্গভঙ্গাৎ পরিচ্যুতং (খলিতং) তৎ অমোঘম্ (অবশ্যভাব্যফলসম্পন্নং) রতান্তরেতঃ (রতস্য সুরতস্য তৎসম্বন্ধি যৎ অন্তং পর্য্যবসানং রেতঃ বীর্য্যং হিরণ্যরেতসি (বহ্নৌ) আধাৎ (নিচিক্ষেপ) ॥ ১৪॥

অথ (রেতোনিধানাৎ অনন্তরম্) অগ্নিঃ বিশুদ্ধম্ আত্মদেহম্ উষ্ণবাষ্পানিলদূষিতাঙ্গম্ আদর্শম্ (দর্পণম্) ইব সহসা ভূম্না (প্রাচুর্য্যেণ) পুরারিরেতঃপরিক্ষেপকুবর্ণং (হরস্য রেতঃপরিক্ষেপেণ কুবর্ণং কুৎসিতবর্ণং) বভার (দধৌ) ॥১৫॥

অদ্রিসুতা (গৌরী) রতানন্দসুখস্য ভঙ্গাৎ রুষ্টা (সতী) হুতাশং (অগ্নিং) ইত্থং শশাপ—হে অনল! ত্বং সর্ব্বভক্ষ্যঃ ভীমকর্ম্মা (ভীমং ভয়জনকং কর্ম যস্য তথোক্তঃ) কুষ্ঠাভিভূতঃ ধূমগর্ভঃ ভব ॥ ১৬ ॥

বঙ্গার্থ।—দেব? আপনি প্রসন্ন হইয়া অচিরে একটি পুত্র উৎপাদন করুন, সুররাজ যাঁহাকে সেনাপতি করিয়া স্বর্গলক্ষ্মীর প্রভুত্ব প্রাপ্ত হইবেন ও আপনার প্রসাদে ত্রিজগৎ পালন করিবেন ॥ ১১ ॥

শঙ্কর তখন হুতাশনের সেই সঙ্গত প্রার্থনা শ্রবণ করিয়া প্রসন্ন হইলেন। বাগ্মিগণ এইরূপেই মনোহর স্তুতিবাক্যে ক্রুদ্ধ প্রভুর ক্রোধাপনয়ন করিয়া থাকেন ॥ ১২ ॥

তখন সেই মদনান্তকারী শঙ্কর, প্রসন্নচিত্ত জয়শীল তারকারির উৎপাদনের জন্য এবং ইন্দ্র-সেনাপতির অতুল্য শৌর্য্যবীর্য্য-দীপ্ত প্রতাপ বিজয়কামনায় মনে মনে কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৩ ॥

এদিকে ঊর্দ্ধরেতা মহাদেবের সুরতক্রিয়ায় ব্যাঘাত হেতু যুগান্তকালাগ্নির ন্যায় অসহনীয় রেতঃ খলিত হইল। অতঃপর তিনি হিরণ্যরেতা বহ্নিতে সেই অমোঘ শুক্র নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১৪ ॥

স্মরারির অমোঘবীর্য্য নিক্ষেপ হেতু তৎক্ষণাৎ অগ্নির আদর্শতুল্য বিশুদ্ধদেহ সহসা উষ্ণ-নিশ্বাস-পবনে দূষিত মুকুরের ন্যায় অতিশয় বিবর্ণ ভাব প্রাপ্ত হইল ॥ ১৫ ॥

কিন্তু সুরতভঙ্গজনিত আনন্দরসের বাধায় ব্যথিত হইয়া শৈল-সুতা ক্রোধভরে অগ্নিকে নিদারুণ অভিশাপ দিলেন, হুতাশন! আজ তুমি অতি বিষম ও গর্হিত কাজ করিয়াছ, তুমি সর্ব্বভক্ষ্য, ধূমগর্ভ, আমার অভিশাপে কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত হও ॥ ১৬ ॥

দক্ষস্য শাপেন শশী ক্ষয়ীব প্লুষ্টো হিমেনেব সরোজকোশঃ।
বহন্ বিরূপং বপুরুগ্ররেতশ্চয়েন বহ্নিঃ কিল নির্জগাম ॥ ১৭ ॥

স পাবকালোকরুষা বিলক্ষাং স্মরত্রপাম্লেয়বিনম্রবক্ত্রাম্।
বিনোদয়ামাস গিরীন্দ্রপুত্রীং শৃঙ্গারগর্ভৈর্মধুরৈর্বচোভিঃ ॥ ১৮ ॥

হরো বিকীর্ণং ঘনঘর্ম্মতোয়ৈর্নেত্রাঞ্জনাঙ্কং হৃদয়প্রিয়ায়াঃ।
দ্বিতীয়কৌপীনচলাঞ্চলেনাহরন্মুখেন্দোরকলঙ্কিনোঽস্যাঃ ॥ ১৯ ॥

মন্দেন খিন্নাঙ্গুলিনা করেণ কম্প্রেণ তস্যা বদনারবিন্দাৎ।
পরামৃশন্ ঘর্ম্মজলং জহার হরঃ সহেলং ব্যজনানিলেন ॥ ২০ ॥

রতিশ্লথং তৎকবরীকলাপমংসাবসক্তং বিগলৎপ্রসূনম্।
স পারিজাতোদ্ভবপুষ্পময্যা স্রজা ববন্ধামৃতমূর্ত্তিমৌলিঃ ॥ ২১ ॥

অন্বয়।—দক্ষস্য শাপেন ক্ষয়ী (যক্ষ্মরোগগ্রস্তঃ) শশী ইব হিমেন (শিশিরেণ) প্লুষ্টঃ (বিনাশিতঃ) সরোজকোশঃ ইব বহ্নিঃ উগ্ররেতশ্চয়েন (উগ্রং প্রচণ্ডং মহাদেবস্য রেতঃ তস্য চয়েন সংঘাতেন) বিরূপং (কুৎসিতং) বপুঃ বহন্ নির্জগাম কিল ॥ ১৭ ॥

স (হরঃ) পাবকালোকরুষা বিলক্ষাং (মলিনমূর্ত্তিং) স্মরত্রপাম্লেয়বিনম্রবক্ত্রাং (স্মরঃ কামঃ তেন বা ত্রপা লজ্জা তয়া অম্লেয়ং অপ্রফুল্লং তথা বিনম্রং অবনতং বক্ত্রং মুখং যস্যাঃ) গিরীন্দ্রপুত্রীং শৃঙ্গারগর্ভৈঃ (রতিরসপূরিতৈঃ) মধুরৈঃ বচোভিঃ বিনোদয়ামাস (প্রসাদয়ামাস) ॥ ১৮ ॥

হর দ্বিতীয়কৌপীনচলাঞ্চলেন (দ্বিতীয়ং উত্তরীয়ভূতং কৌপীনং তদবস্থিতবস্ত্রং তস্য চলেন চঞ্চলেন অঞ্চলেন) অস্যাঃ হৃদয়প্রিয়ায়াঃ অকলঙ্কিনঃ মুখেন্দোঃ ঘনঘর্ম্মতোয়ৈঃ বিকীর্ণং (ব্যাপ্তং) নেত্রাঞ্জনাঙ্কম্ (নয়নকজ্জলকালিমানম্) অহরৎ (হৃতবান্ মার্জ্জয়ামাস ইত্যর্থঃ) ॥ ১৯ ॥

হরঃ মন্দেন (শনৈঃ শনৈঃ চালিতেন) খিন্নাঙ্গুলিনা কম্প্রেণ (বেপমানেন) করেণ তস্যাঃ বদনারবিন্দাৎ ঘর্ম্মজলং পরামৃশন্ (অপনয়ন্) ব্যজনানিলেন (ব্যজনবায়ুনা) সহেলং (হেলয়া বিলাসেন সহ বর্ত্তমানং যথা তথা) জহার (হৃতবান্) ॥ ২০ ॥

সঃ অমৃতমূর্ত্তিমৌলিঃ (অমৃতমূর্ত্তিঃ চন্দ্রঃ স মৌলৌ শেখরে যস্য স অমৃতমৌলিঃ চন্দ্রশেখরঃ) রতিশ্লথম্ অংসাবসক্তং বিগলৎপ্রসূনং তৎকবরীকলাপং পারিজাতোদ্ভবপুষ্পময্যা স্রজা (মালয়া ববন্ধ) ॥ ২১ ॥

বঙ্গার্থ।—দক্ষের অভিশাপে ক্ষয়রোগগ্রস্ত চন্দ্রের মত ও হিম দ্বারা নষ্ট পদ্ম-কোষের ন্যায় অগ্নি তখন বিরূপাক্ষের রেতোনিচয়লিপ্ত বিরূপদেহ ধারণপূর্ব্বক তথা হইতে প্রস্থান করিলেন ॥ ১৭ ॥

তখন মহেশ্বর সুরতাগারে অগ্নির প্রবেশে ক্রোধে ও লজ্জায় নম্রবদনা স্ফূর্ত্তিহীনা গিরিসুতাকে শৃঙ্গাররসপূর্ণ বিবিধ মনোহর বাক্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

সুরতাশ্রমে পার্ব্বতীর ললাটদেশ হইতে বিগলিত স্বেদবিন্দুধারা নয়নাঞ্জন ধৌত করত যে অকলঙ্ক মুখচন্দ্রের চারিদিক্ কালিমাময় করিয়াছিল, প্রেমিকবর শঙ্কর ভাবাবেশে অবসন্ন, স্বেদযুক্ত, কম্পিত করে উত্তরীয়াঞ্চল দিয়া তাহা ধীরে ধীরে মুছাইয়া পুনশ্চ নিষ্কলঙ্ক করিলেন এবং ঘর্ম্মাপনোদনের জন্য ব্যজন সঞ্চালন করিতে লাগিলেন ॥ ১৯-২০ ॥

রতিরঙ্গে পার্ব্বতীর কবরী শিথিল হইয়া স্কন্ধদেশে পড়িয়াছে এবং তাহা হইতে পুষ্পরাশও বিগলিত হইয়াছে। চন্দ্রশেখর তাহা পুনর্ব্বার পারিজাত-কুসুমমালা দ্বারা সাজাইয়া বাঁধিয়া দিলেন ॥ ২১ ॥

কপোলপাল্যাং মৃগনাভিচিত্রপত্রাবলীমিন্দুমুখঃ সুমুখ্যাঃ ।
স্মরস্য সিদ্ধস্য জগদ্বিমোহমন্ত্রাক্ষরশ্রেণিমিবোল্লিলেখ ॥ ২২ ॥
রথস্য কর্ণাবভি তন্মুখস্য তাটঙ্কচক্রদ্বিতয়ং ন্যধাৎ সঃ ।
জগজ্জিগীষুর্বিষমেষুরেব ধ্রুবং যমারোহতি পুষ্পচাপঃ ॥ ২৩ ॥
তস্যাঃ স কণ্ঠে পিহিতস্তনাগ্রাং ন্যধত্ত মুক্তাফলহারবল্লীম্ ।
যা প্রাপ মেরুদ্বিতয়স্য মূর্দ্ধ্নি স্থিতস্য গঙ্গৌঘযুগস্য লক্ষ্মীম্ ॥ ২৪ ॥
নখব্রণশ্রেণিবরে ববন্ধ নিতম্ববিম্বে রশনাকলাপম্ ।
চলস্বচেতোমৃগবন্ধনায় মনোভুবঃ পাশমিব স্মরারিঃ ॥ ২৫ ॥
ভালেক্ষণাগ্নৌ স্বয়মঞ্জনং স ভঙ্‌ক্ত্বা দৃশোঃ সাধু নিবেশ্য তস্যাঃ ।
নবোৎপলাক্ষ্যাঃ পুলকোপগূঢ়ে কণ্ঠে বিনীলেঽঙ্গুলিমুজ্জঘর্ষ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়।—ইন্দুমুখঃ (মহাদেবঃ) সুমুখ্যাঃ (শোভনবদনায়াঃ পার্ব্বত্যাঃ) কপোলপাল্যাং (প্রশস্তগণ্ডদেশাধারং) সিদ্ধস্য স্মরস্য জগদ্বিমোহমন্ত্রাক্ষরশ্রেণিম্ ইব মৃগনাভিচিত্রপত্রাবলীম্ (মৃগনাভেঃ কস্তূর্য্যাঃ চিত্রা বিহিত্রা অদ্ভুততমা ইত্যর্থঃ যা পত্রাবলী পত্ররচনা তাম্) উল্লিলেখ (সর্ব্বাঙ্গসুন্দরতয়া লিখিতবান্) ॥ ২২ ॥

সঃ (হরঃ) কর্ণৌ অভি (কর্ণসান্নিধ্যে) তন্মুখস্য (তস্যাঃ উমায়াঃ মুখস্য) রথস্য (স্যন্দনস্বরূপস্য) তাটঙ্কচক্রদ্বিতয়ং (তাটঙ্কং কর্ণভূষণং তদেব চক্রং রথাঙ্গং তয়োর্দ্বিতয়ং দ্বয়ং) ন্যধাৎ (নিহিতবান্), জগজ্জিগীষুঃ (জগৎবিশ্বরূপং মহাদেবং জিগীষুঃ) এবঃ বিষমেষুঃ পুষ্পচাপঃ ধ্রুবং যম্ আরোহতি ॥ ২৩ ॥

সঃ (হরঃ) তস্যাঃ (পার্ব্বত্যাঃ) কণ্ঠে পিহিতস্তনাগ্রাং (স্তনাচ্ছাদনকরীং) মুক্তাফলহারবল্লীং ন্যধত্ত (নিহিতবান্), কিম্ভূতাং ? যা মেরুদ্বিতয়স্য (দ্বয়োঃ মেরুপর্ব্বতয়োঃ ইত্যর্থঃ) মূর্দ্ধ্নি স্থিতস্য গঙ্গৌঘযুগস্য (গঙ্গায়াঃ ওঘযুগস্য প্রবাহদ্বয়স্য) লক্ষ্মীং (শোভাং) প্রাপ ॥ ২৪ ॥

স্মরারিঃ (মহাদেবঃ) নখব্রণশ্রেণিবরে (নখানাং ব্রণশ্রেণিভিঃ ক্ষতপংক্তিভিঃ বরে মনোহরে) (পার্ব্বত্যাঃ) নিতম্ববিম্বে চলস্বচেতোমৃগবন্ধনায় (চলস্য চঞ্চলস্বভাবস্য স্বচেতোমৃগস্য স্বকীয়মনোহরিণস্য বন্ধনায়) মনোভুবঃ (স্মরস্য) পাশম্ ইব রশনাকলাপং (কাঞ্চীদাম) ববন্ধ (নিহিতবান্) ॥ ২৫ ॥

সঃ (মহাদেবঃ) স্বয়ং ভালেক্ষণাগ্নৌ (কপালনেত্রস্য অগ্নৌ) অঞ্জনং ভঙ্‌ক্ত্বা (বিদলয্য) তস্যাঃ (পার্ব্বত্যাঃ) নবোৎপলাক্ষ্যাঃ (নবোদ্ভিন্নপদ্মবৎপ্রফুল্ললোচনবিশিষ্টায়াঃ) দৃশোঃ (নয়নয়োঃ) সাধু নিবেশ্য (অর্পয়িত্বা) পুলকোপগূঢ়ে (পুলকৈঃ উমায়াঃ গাত্রসংস্পর্শাৎ উদ্গতৈঃ রোমাঞ্চৈঃ উপগূঢ়ে আলিঙ্গিতে) বিনীলে (বিশেষেণ নীলে) কণ্ঠে (স্বকীয়ে ইতি শেষঃ) অঙ্গুলিম্ উজ্জঘর্ষ (উদ্ঘৃষ্টবান্) ॥ ২৬ ॥

বঙ্গার্থ।—চন্দ্রশেখর সেই সুমুখী উমার দুই গণ্ডে মৃগনাভি দ্বারা বিচিত্র সুরতব্যাপারে প্রোচ্ছিত্ত পত্রাবলী পুনশ্চ রচনা করিলেন। বোধ হয় যেন, সিদ্ধ মদনের জগদ্বিমোহন মন্ত্রের অক্ষরশ্রেণী বিন্যস্ত হইয়াছে ॥ ২২ ॥

তৎপরে তাঁহার মুখরূপ রথের কর্ণদ্বয়ে চক্রাকৃতি তাটঙ্কদ্বয় (কান-বালা) সন্নিবেশিত করিলেন। মনে হয়, নিশ্চয়ই বিশ্বরূপী মহাদেবের জয়াভিলাষে মদন দ্বিচক্র রথে আরোহণ করিলেন ॥ ২৩ ॥

মহাদেব যখন পার্ব্বতীর কণ্ঠে মুক্তামাল্য স্তনদ্বয়ের উপর লম্বিত করিয়া দিলেন, তখন তাহার শোভা একমাত্র পাশাপাশি দুইটি মেরুর শৃঙ্গদ্বয়ের উপর প্রবাহিত মন্দাকিনী-প্রবাহদ্বয়েই সম্ভব ॥ ২৪ ॥

সুরতকালীন উদ্দাম নখক্ষত-শোভিত উমার নিতম্বদেশে প্রেমময় হর পুনশ্চ যে কাঞ্চীদাম বন্ধন করিলেন, তাহা মদনের চঞ্চল চিত্তহরিণের বন্ধনার্থ পাশ বলিয়া মনে হইয়াছিল ॥ ২৫ ॥

নিজ ললাটাগ্নিশিখায় স্বয়ং অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া সেই পদ্মনয়নার ধৌতাঞ্জন নয়নযুগলে পুনশ্চ নিবেশিত করিলেন, পরে রোমাঞ্চিত সাতিশয় নীলবর্ণ স্বীয় কণ্ঠে ঐ অঙ্গুলি ঘর্ষণ করিলেন ॥ ২৬ ॥

অলক্তকং পাদসরোরুহাগ্রে সরোরুহাক্ষ্যাঃ কিল সন্নিবেশ্য।
স্বমৌলিগঙ্গাসলিলেন হস্তারুণত্বমক্ষালয়দিন্দুমৌলিঃ ॥ ২৭ ॥
ভস্মানুলিপ্তে বপুষি স্বকীয়ে সহেলমাদর্শতলং বিমৃজ্য।
নেপথ্যলক্ষ্ম্যাঃ পরিভাবনার্থমদর্শয়জ্জীবিতবল্লভাং সঃ ॥ ২৮ ॥
প্রিয়েণ দত্তে মণিদর্পণে সা সম্ভোগচিহ্নং স্ববপুর্বিভাব্য।
ত্রপাবতী তত্র ঘনানুরাগং রোমাঞ্চদম্ভেন বহির্বভার ॥ ২৯ ॥
নেপথ্যলক্ষ্মীং দয়িতোপক্ল্প্তাং সস্মেরমাদর্শতলে বিলোক্য।
অমংস্ত সৌভাগ্যবতীষু ধুর্য্যামাত্মানমুদ্ভূতবিলক্ষভাবা ॥ ৩০ ॥
অন্তঃ প্রবিশ্যাবসরেঽথ তত্র স্নিগ্ধে বয়স্যে বিজয়া জয়া চ।
সুসম্পদোপাচরতাং কলানামঙ্কে স্থিতাং তাং শশিখণ্ডমৌলেঃ ॥ ৩১ ॥
ব্যধুর্বহির্মঙ্গলগানমুচ্চৈর্বৈতালিকাশ্চিত্রচরিত্রচারু।
জগুশ্চ গন্ধর্ব্বগণাঃ সশঙ্খস্বনং প্রমোদায় পিনাকপাণেঃ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়।—ইন্দুমৌলিঃ (হরঃ) সরোরুহাক্ষ্যাঃ পাদসরোরুহাগ্রে অলক্তকং কিল সন্নিবেশ্য স্বমৌলিগঙ্গা-সলিলেন হস্তারুণত্বম্ অক্ষালয়ৎ ॥ ২৭ ॥

সঃ (মহাদেবঃ) স্বকীয়ে ভস্মানুলিপ্তে বপুষি সহেলম্ আদর্শতলং (দর্পণান্তং) বিমৃজ্য নেপথ্যলক্ষ্ম্যাঃ (প্রসাধন-শোভায়াঃ) পরিভাবনার্থং জীবিতবল্লভাম্ অদর্শয়ৎ ॥ ২৮ ॥

সা (পার্ব্বতী) প্রিয়েণ দত্তে মণিদর্পণে সম্ভোগচিহ্নং স্ববপুঃ বিভাব্য ত্রপাবতী (লজ্জিতা সতী) রোমাঞ্চদম্ভেন তত্র (মহাদেবে) ঘনানুরাগং বহিঃ বভার ॥ ২৯ ॥

দয়িতোপক্ল্প্তাং (প্রিয়োপকল্পিতাং) নেপথ্যলক্ষ্মীং (বেশশোভাং) সস্মেরম্ আদর্শতলে বিলোক্য উদ্ভূত-বিলক্ষভাবা আত্মানং সৌভাগ্যবতীষু ধুর্য্যং (শ্রেষ্ঠং) অমংস্ত (মেনে) ॥ ৩০ ॥

অথ তত্র (অন্তর্গৃহে) বিজয়া জয়া চ স্নিগ্ধে (স্নেহ-সম্পন্নে) বয়স্যে অবসরে অন্তঃপ্রবিশ্য শশিখণ্ডমৌলেঃ অঙ্কে স্থিতাং তাং (পার্ব্বতীং) কলানাং সুসম্পদা উপাচরতাম্ ॥ ৩১ ॥

বৈতালিকাঃ পিনাকপাণেঃ প্রমোদায় (আনন্দায়) চিত্রচরিত্রচারু মঙ্গলগানং বহিঃ উচ্চৈঃ ব্যধুঃ (চক্রুঃ) গন্ধর্ব্বগণাঃ সশঙ্খস্বনং জগুঃ চ ॥ ৩২ ॥

বঙ্গার্থ।—শঙ্কর সেই সরোজাক্ষীর চরণ-কমলের অগ্রভাগ নিজহস্তে অলক্তরঞ্জিত করিয়া হস্তলগ্ন সেই অলক্তরাগ স্বীয় মস্তকস্থিত গঙ্গাসলিলে ধৌত করিলেন। মনে হয়, সপত্নীপাত্রে প্রিয়ার চরণস্পর্শী হস্তের মার্জনা তাহার উপর যথেষ্ট ভালবাসার পরিচয় ॥ ২৭ ॥

প্রেমময় শঙ্কর প্রিয়ার প্রতি প্রীত্যতিশয় দেখাইবার জন্য নিজ দেহলগ্ন ভস্ম দ্বারাই একখানি মণিদর্পণ মাজিয়া পরিষ্কার করিলেন ও বিলাস সহকারে তাহাতে পার্ব্বতীকে বেশভূষা দর্শন করাইলেন ॥ ২৮ ॥

প্রাণবল্লভ মণিদর্পণ অর্পণ করিলে পার্ব্বতী তাহাতে নিজদেহে সম্ভোগচিহ্ন দর্শন করিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন, তখন তাঁহার স্বীয় গাঢ় অনুরাগ যেন রোমাঞ্চচ্ছলে বহির্ভাগে পরিস্ফুট হইল ॥ ২৯ ॥

পার্ব্বতী বল্লভবিরচিত স্বীয় সজ্জার শোভা আদর্শতলে ঈষৎ হাস্য সহকারে অবলোকন করিয়া বড়ই লজ্জিতা হইলেন এবং সৌভাগ্যবতীগণের মধ্যে নিজেকে শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিলেন ॥ ৩০ ॥

এই অবসরে প্রিয়বয়স্যা বিজয়া ও জয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিল যে, পার্ব্বতী প্রিয়তমের অঙ্কে উপবিষ্টা, তখন তাহারা প্রিয়সখীর চিত্তবিনোদন করিতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

তখন বাহিরে বৈতালিকগণ চিত্রিত চারুবেদিতে মঙ্গল-গান আরম্ভ করিয়া দিল। গন্ধর্ব্বগণ পিনাকপাণির প্রমোদের নিমিত্ত শঙ্খধ্বনির সহিত গান করিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥

তত: স্বসেবাবসরে সুরাণাং গণাংস্তদালোকনতৎপরাণাম্।
দ্বারি প্রবিশ্য প্রণতোঽথ নন্দী নিবেদয়ামাস কৃতাঞ্জলিঃ সন্॥ ৩৩ ॥
মহেশ্বরো মানসরাজহংসীং করে দধানস্তনয়াং হিমাদ্রেঃ।
সম্ভোগলীলালয়তঃ সহেলং হসন্ বহিস্তানভি নির্জগাম॥ ৩৪ ॥
ক্রমান্মহেন্দ্রপ্রমুখাঃ প্রণেমুঃ শিরোনিবদ্ধাঞ্জলয়ো মহেশম্।
প্রালেয়শৈলাধিপতেস্তনূজাং দেবীঞ্চ লোকত্রয়মাতরং তে॥ ৩৫ ॥
যথাগতং তান্ বিবুধান্ বিসৃজ্য প্রসাদ্য মানক্রিয়য়া প্রতস্থে।
সঃ নন্দিনা দত্তভুজোঽধিরুহ্য বৃষং বৃষাঙ্কঃ সহ শৈলপুত্র্যা॥ ৩৬ ॥
মনোঽতিবেগেন ককুদ্মতা স প্রতিষ্ঠমানো গগনাধ্বনোঽন্তঃ।
বৈমানিকৈঃ সাঞ্জলিভির্ববন্দে বিহারহেলাগতিভির্গিরীশঃ॥ ৩৭ ॥
স্বর্বাহিনীবারিবিহারচারী রতান্তনারীশ্রমশান্তিকারী।
তৌ পারিজাতপ্রসবপ্রসঙ্গো মরুৎ সিষেবে গিরিজাগিরীশৌ॥ ৩৮ ॥

অন্বয়।—ততঃ নন্দী দ্বারি প্রবিশ্য প্রণতঃ অথ কৃতাঞ্জলিঃ সন্ স্বসেবাবসরে (উপস্থিতান্) তদালোকনতৎপরাণাং সুরাণাং গণান্ নিবেদয়ামাস॥ ৩৩ ॥

মহেশ্বরঃ মানসরাজহংসীং হিমাদ্রে তনয়াং করে দধানঃ (ধারয়ন্) সম্ভোগলীলালয়তঃ (সুরতবিলাসগৃহতঃ) সহেলং বহিঃ তান্ অভি নির্জগাম॥ ৩৪ ॥

মহেন্দ্রপ্রমুখাঃ তে (দেবাঃ) শিরোনিবদ্ধাঞ্জলয়ঃ ক্রমাৎ মহেশং প্রালেয়-শৈলাধিপতেঃ তনূজাং লোকত্রয়মাতরং দেবীং চ প্রণেমুঃ॥ ৩৫ ॥

সঃ বৃষাঙ্কঃ (মহাদেবঃ) যথাগতং তান্ বিবুধান্ বিসৃজ্য মানক্রিয়য়া প্রসাদ্য নন্দিনা দত্তভুজঃ (সন্) বৃষম্ অধিরুহ্য শৈলপুত্র্যা সহ প্রতস্থে॥ ৩৬ ॥

সঃ গিরীশঃ (মহাদেবঃ) মনোঽতিবেগেন ককুদ্মতা (বৃষভেন) গগনাধ্বনঃ অন্তঃ প্রতিষ্ঠমানঃ বিহারহেলা-গতিভিঃ সাঞ্জলিভিঃ বৈমানিকৈঃ ববন্দে॥ ৩৭ ॥

স্বর্বাহিনীবারিবিহারচারী রতান্তনারীশ্রমশান্তিকারী পারিজাতপ্রসবপ্রসঙ্গঃ মরুৎ তৌ গিরিজাগিরীশৌ সিষেবে॥ ৩৮ ॥

বঙ্গার্থ।—এই সময় সেবক নন্দী দ্বারদেশে আসিয়া প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলিপুটে জানাইল যে, দেবগণ তাঁহার চরণ দর্শনের প্রতীক্ষা করিতেছেন॥ ৩৩ ॥

ইহা শুনিয়া ভক্তবৎসল ভগবান্ প্রিয়তমার করধারণ পূর্ব্বক বিহার-প্রকোষ্ঠ হইতে বিলাস সহকারে নির্গত হইয়া দেবতাদিগের সম্মুখীন হইলেন॥ ৩৪ ॥

একে একে ইন্দ্রাদি সুরগণ সকলেই মস্তকে অঞ্জলি-বন্ধন করিয়া মহেশ্বর ও জগন্মাতা হৈমবতীর চরণবন্দনা করিলেন॥ ৩৫ ॥

যথাযোগ্য আদর-আপ্যায়ন পাইয়া দেবগণ স্ব স্ব স্থানে বিদায় হইলেন। নন্দীর হস্তাবলম্বনে শঙ্করও শৈলজা সমভিব্যাহারে বৃষারূঢ় হইয়া কৈলাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন॥ ৩৬ ॥

মন অপেক্ষা দ্রুতগামী বৃষযানে তাঁহারা মধ্য-আকাশে উপস্থিত হইলে আনন্দে গগনচারী বৈমানিকগণ অঞ্জলিপুটে তাঁহাদিগের স্তুতিবন্দনা করিতে বিস্মৃত হয় নাই॥ ৩৭ ॥

রতিশ্রমে খিন্ন উমা-মহেশ্বর মধ্য-আকাশে প্রবাহিত পারিজাতসুগন্ধি সুরতশ্রমহর মন্দাকিনীর শান্তস্নিগ্ধ পবনে বড়ই তৃপ্তি অনুভব করিলেন॥ ৩৮ ॥

পিনাকিনাপি স্ফটিকাচলেন্দ্রঃ কৈলাসনামা কলিতাম্বরাংশঃ।
ধৃতার্দ্ধসোমোঽদ্ভূতভোগিভোগো বিভূতিধারী স্ব ইব প্রপেদে ॥ ৩৯ ॥
বিলোক্য যত্র স্ফটিকস্য ভিত্তৌ সিদ্ধাঙ্গনাঃ স্বপ্রতিবিম্বমারাৎ।
ভ্রান্ত্যা পরস্যা বিমুখীভবন্তি প্রিয়েষু মানগ্রহিলা নমৎসু ॥ ৪০ ॥
স্ববিম্বিতস্য স্ফটিকাংশুগুপ্তেশ্চন্দ্রস্য চিহ্নপ্রকরঃ করোতি।
গৌর্য্যার্পিতস্যেব রসেন যত্র কস্তূরিকায়াঃ শকলস্য লীলাম্ ॥ ৪১ ॥
যদীয়ভিত্তৌ প্রতিবিম্বিতাঙ্গমাত্মানমালোক্য রুষা করীন্দ্রাঃ।
মত্তাম্বকুম্ভিভ্রমতোঽতিভীমদন্তাভিঘাতব্যসনং বহন্তি ॥ ৪২ ॥
নিশাসু যত্র প্রতিবিম্বিতানি তারাকুলানি স্ফটিকালয়েষু।
দৃষ্ট্বা রতান্তচ্যুততারহারমুক্তাভ্রমং বিভ্রতি সিদ্ধবধ্বঃ ॥ ৪৩ ॥
নভশ্চরীমণ্ডনদর্পণশ্রীঃ সুধানিধির্মূর্দ্ধনি যস্য তিষ্ঠন্।
অনর্ঘ্যচূড়ামণিতামুপৈতি শৈলাধিনাথস্য শিবালয়স্য ॥ ৪৪ ॥

অন্বয়।—পিনাকিনা অপি কলিতাম্বরাংশঃ ধৃতার্দ্ধসোমঃ অদ্ভুতভোগিভোগঃ (বিচিত্রভোগসম্পন্নঃ) বিভূতিধারী স্ব ইব কৈলাসনামা স্ফটিকাচলেন্দ্রঃ প্রপেদে ॥ ৩৯ ॥

যত্র (কৈলাসে) সিদ্ধাঙ্গনাঃ স্ফটিকস্য ভিত্তৌ স্বপ্রতিবিম্বং আরাৎ (দূরতঃ) বিলোক্য পরস্যাঃ (পরকীয়-কামিন্যাঃ) ভ্রান্ত্যা মানগ্রহিলাঃ (সত্যঃ) নমৎসু প্রিয়েষু বিমুখীভবন্তি ॥ ৪০ ॥

যত্র (কৈলাসে) স্ববিম্বিতস্য স্ফটিকাংশুগুপ্তেঃ চন্দ্রস্য চিহ্নপ্রকরঃ (কলঙ্কনিকরঃ) গৌর্য্যা অর্পিতস্য কস্তূরিকায়াঃ শকলস্য (খণ্ডস্য) রসেন (রাগেণ) লীলাং করোতি ইব ॥ ৪১ ॥

করীন্দ্রাঃ যদীয়ভিত্তৌ (কৈলাসভিত্তৌ) প্রতিবিম্বিতাঙ্গং আত্মানম্ আলোক্য রুষা মত্তাম্বকুম্ভিভ্রমতঃ অতিভীমদন্তাভিঘাতব্যসনং বহন্তি ॥ ৪২ ॥

যত্র (কৈলাসে) সিদ্ধবধ্বঃ নিশাসু স্ফটিকালয়েষু প্রতিবিম্বিতানি তারাকুলানি দৃষ্ট্বা রতান্তচ্যুততারহারমুক্তা-ভ্রমং বিভ্রতি ॥ ৪৩ ॥

নভশ্চরীমণ্ডনদর্পণশ্রীঃ সুধানিধিঃ যস্য (কৈলাসস্য) মূর্দ্ধনি তিষ্ঠন্ শৈলাধিনাথস্য শিবালয়স্য অনর্ঘ্যচূড়ামণিতাম্ উপৈতি ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গার্থ।—ক্রমে তাঁহারা সেই অভ্রংলিহ শিখরমালায় বিরাজিত স্ফটিকগিরি কৈলাসে উপনীত হইলেন। ঐ গিরি-শৃঙ্গে অর্দ্ধচন্দ্র নিত্য সমুদিত থাকে; উহার বিভূতির সীমা নাই এবং উহা অত্যদ্ভুত ভোগীদিগের ভোগে অলঙ্কৃত; সুতরাং দ্বিতীয় চন্দ্রশেখর বলিয়া প্রতীয়মান হয় ॥ ৩৯ ॥

এখানে সিদ্ধরমণীগণ দর্পণায়িত স্ফটিকফলকে প্রতিফলিত নিজ নিজ প্রতিবিম্ব দূর হইতে দর্শন করতঃ অন্য কামিনী ভ্রমে অভিমানিনী হইয়া পাদপ্রণত প্রণয়ীর কাতর প্রার্থনা গ্রাহ্য করে না ॥ ৪০ ॥

ইহার স্বচ্ছ ফলকে চন্দ্রের প্রতিবিম্ব পড়িলে স্ফটিকের কিরণে তাহা তিরোহিত হয়। পরন্তু শশীর কলঙ্করেখা সকল স্থানে স্থানে গৌরীর অঙ্গলেপাবশিষ্ট পরিত্যক্ত কস্তূরিকারসের মত দৃশ্যমান হইতে থাকে ॥ ৪১ ॥

হস্তিগণ ইহার মুকুরতুল্য ভিত্তিতে স্ব স্ব প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া অন্যহস্তী ভ্রমে রোষভরে ভীষণ দন্তাঘাত করিতে থাকে, ফলে গুরুতর বেদনাই প্রাপ্ত হয় ॥ ৪২ ॥

রাত্রিকালে যখন ইহার স্ফটিকালয়ে তারকাপুঞ্জের প্রতিবিম্ব পড়ে, তখন সিদ্ধবধূগণ রতিকালে চ্যুত মুক্তাহার-ভ্রমে উহাদিগকে গ্রহণ করিতে যাইয়া লজ্জিত হয় ॥ ৪৩ ॥

খেচরীগণের বিলাসদর্পণ চন্দ্রমা ইহার শিখরদেশে যখন উদিত হন, তখন মনে হয়, যেন শিবনিবাস কৈলাসের উহা একখানি অমূল্য চূড়ামণি ॥ ৪৪ ॥

সমীরিবাংসো রহসি স্মরার্ত্তা রিরংসবো যত্র সুরাঃ প্রিয়াভিঃ।
একাকিনোঽপি প্রতিবিম্বভাজো বিভান্তি ভূয়োভিরিবান্বিতাঃ স্বৈঃ ॥ ৪৫ ॥
দেবোঽপি গৌর্য্যা সহ চন্দ্রমৌলির্যদৃচ্ছয়া স্ফাটিকশৈলশৃঙ্গে।
শৃঙ্গারচেষ্টাভিরনারতাভির্মনোহরাভির্ব্যহরচ্চিরায় ॥ ৪৬ ॥
দেবস্য তস্য স্মরসূদনস্য হস্তং সমালিঙ্গ্য সুবিভ্রমশ্রীঃ।
সা নন্দিনা বেত্রভৃতোপদিষ্টমার্গা পুরোগেণ কলং চচাল ॥ ৪৭ ॥
চলচ্ছিখাগ্রো বিকটাঙ্গভঙ্গঃ সুদন্তুরঃ শুষ্কসুতীক্ষ্ণতুণ্ডঃ।
ভ্রুবোপদিষ্টঃ স তু শঙ্করেণ তস্যা বিনোদায় ননর্ত্ত ভৃঙ্গী ॥ ৪৮ ॥
কণ্ঠস্থলীলোলকপালমালা দংষ্ট্রাকরালাননমভ্যনৃত্যৎ।
প্রীতেন তেন প্রভুণা নিযুক্তা কালী কলত্রস্য মুদে প্রিয়স্য ॥ ৪৯ ॥
ভয়ঙ্করৌ তৌ বিকটং নদন্তৌ বিলোক্য বালা ভয়বিহ্বলাঙ্গী।
সরাগমুৎসঙ্গমনঙ্গশত্রোর্গাঢ়ং প্রসহ্য স্বয়মালিলিঙ্গ ॥ ৫০ ॥

অন্বয়।—যত্র (কৈলাসে) স্মরার্ত্তাঃ (মদনপীড়িতাঃ) সুরাঃ রহসি প্রিয়াভিঃ রিরংসবঃ (রন্তুমিচ্ছা রিরংসা বিহার-বাসনা তদ্বিশিষ্টাঃ) সমীরিবাংসঃ (সঙ্গতাঃ) একাকিনঃ অপি প্রতিবিম্বভাজঃ ভূয়োভিঃ স্বৈঃ ইব অন্বিতাঃ (সংযুক্তাঃ) বিভান্তি ॥ ৪৫ ॥

দেবঃ অপি চন্দ্রমৌলিঃ গৌর্য্যা সহ যদৃচ্ছয়া স্ফাটিক-শৈলশৃঙ্গে অনারতাভিঃ (অবিচ্ছিন্নাভিঃ) মনোহরাভিঃ শৃঙ্গারচেষ্টাভিঃ চিরায় ব্যহরৎ ॥ ৪৬ ॥

সুবিভ্রমশ্রীঃ সা (পার্ব্বতী) তস্য স্মরসূদনস্য দেবস্য হস্তং সমালিঙ্গ্য পুরোগেণ বেত্রভৃতা (বেত্রধারিণা) নন্দিনা উপদিষ্টমার্গা (সতী) কলং (মধুরং যথা তথা) চচাল ॥ ৪৭ ॥

চলচ্ছিখাগ্রঃ বিকটাঙ্গভঙ্গঃ সুদন্তুরঃ শুষ্কসুতীক্ষ্ণতুণ্ডঃ সঃ ভৃঙ্গী তু শঙ্করেণ ভ্রুবা উপদিষ্টঃ (সন্) তস্যাঃ বিনোদায় ননর্ত্ত ॥ ৪৮ ॥

প্রীতেন তেন প্রভুণা নিযুক্তা কণ্ঠস্থলীলোলকপাল-মালা কালী প্রিয়স্য কলত্রস্য মুদে দংষ্ট্রাকরালাননং (যথা তথা) অভ্যনৃত্যৎ ॥ ৪৯ ॥

বালা বিকটং নদন্তৌ ভয়ঙ্করৌ তৌ (কালীভৃঙ্গিণৌ) বিলোক্য ভয়বিহ্বলাঙ্গী (সতী) প্রসহ্য অনঙ্গশত্রোঃ (মহাদেবস্য) উৎসঙ্গং (ক্রোড়ং) সরাগং গাঢ়ং স্বয়ম্ আলিলিঙ্গ ॥ ৫০ ॥

বঙ্গার্থ।—সুরগণ কামপীড়িত হইয়া প্রিয়ার সহিত রমণের জন্য প্রিয়ার সহিত নির্জ্জনে মিলিত হইলেও ইহার স্ফটিকফলকে নিজ নিজ প্রতিবিম্ব দেখিয়া জনসঙ্কুলভ্রমে বিপন্ন হইয়া থাকেন ॥ ৪৫ ॥

ইহা এমনই ভোগবিলাসময় স্থান, দেব চন্দ্রমৌলিও এ স্থানে প্রিয়ার সহিত যদৃচ্ছানুসারে বহুকাল অবিরত মনোহর প্রেমলীলায় অতিবাহিত করিয়াছিলেন ॥ ৪৬ ॥

বিলাসময়ী হিমালয়নন্দিনী স্মরসূদন দেবাদিদেবের হস্ত ধরিয়া বেত্রহস্তে অগ্রে ধাবমান নন্দীর প্রদর্শিত পথে লীলাভঙ্গীতে বিচরণ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৭ ॥

প্রিয়ার চিত্তবিনোদনের জন্য শঙ্কর ভ্রূভঙ্গী দ্বারা ভৃঙ্গীকে নাচিবার জন্য ইঙ্গিত করিলে সেই কর্কশ যেতভুণ্ডী বিকট উচ্চ দশন বিকাশ করিয়া, দীর্ঘ জটিল শিখা সঞ্চালন করিয়া নানারূপ ভীষণ অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিল ॥ ৪৮ ॥

ভৃঙ্গীর নৃত্যে প্রীত হইয়া মহাদেব অতঃপর নৃত্যের জন্য চামুণ্ডাকে আদেশ করিলেন। তৎপরে তিনি প্রভুর প্রিয়তমা পত্নীর প্রীতির জন্য কণ্ঠ-লম্বিত লোলনৃমুণ্ডমালা আন্দোলিত করিয়া দংষ্ট্রাকরালমুখে ভীষণ তাণ্ডব-নৃত্যে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৪৯ ॥

ঐরূপ ভীষণাকৃতি উভয়ের বিকট নৃত্যদর্শনে বালিকা উমা ভয়বিহ্বলা হইয়া প্রিয়তমের ক্রোড়ে সসম্ভ্রমে উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকে গাঢ়রূপে আলিঙ্গন করিলেন। প্রিয়তমার এই আত্মবলাভই প্রেমময় হরের ভীষণ তাণ্ডবাদেশের উদ্দেশ্য ॥ ৫০ ॥

উত্তুঙ্গপীনস্তনপিণ্ডপীড়ং সসম্ভ্রমং তৎপরিরম্ভমীশঃ।
প্রপদ্য সদ্যঃ পুলকোপগূঢ়ঃ স্মরেণ রূঢ়প্রমদো মমাদ॥ ৫১॥
ইতি গিরিতনুজাবিলাসলীলাবিবিধবিভঙ্গিভিরেষ তোষিতঃ সন্।
অমৃতকরশিরোমণিগিরীন্দ্রে কৃতবসতির্বশিভির্গণৈর্ননন্দ॥ ৫২॥

ইতি নবমঃ সর্গঃ।

অন্বয়।—ঈশঃ (মহাদেবঃ) উত্তুঙ্গপীনস্তনপিণ্ডপীড়ং সসম্ভ্রমং তৎপরিরম্ভং প্রপদ্য সদ্যঃ পুলকোপগূঢ়ঃ (জাতরোমাঞ্চঃ) স্মরেণ রূঢ়প্রমদঃ (চ সন্) মমাদ॥ ৫১॥

গিরীন্দ্রে কৃতবসতিঃ অমৃতকরশিরোমণিঃ এষঃ (হরঃ) ইতি (এবম্প্রকারৈঃ) গিরিতনুজাবিলাসলীলাবিবিধবিভঙ্গিভিঃ তোষিতঃ সন্ বশিভিঃ গণৈঃ (সহ) ননন্দ॥ ৫২॥

বঙ্গার্থ।—এইরূপে শঙ্কর প্রিয়তমার উচ্চ পীন পয়োধরে নিষ্পীড়িত ও সম্ভ্রমালিঙ্গন প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ পুলকিত ও মদনাবেশে বিভোর হইলেন॥ ৫১॥

এইরূপে চন্দ্রশেখর পার্ব্বতীর বিবিধ বিলাসলীলায় প্রীত হইয়া কৈলাসাচলেই ভক্ত প্রমথগণের সহিত পরমানন্দে বাস করিতে লাগিলেন॥ ৫২॥

ইতি নবম সর্গ।

দশমঃ সর্গঃ

আসসাদ সুনাসীরং সদসি ত্রিদশৈঃ সহ। এষ ত্রৈয়ম্বকং তীব্রং বহন্ বহ্নির্মহম্মহঃ ॥ ১ ॥
সহস্রেণ দৃশামীশো কুৎসিতাঙ্গঞ্চ সাদরম্। দুর্দ্দর্শনং দদর্শাগ্নিং ধূম্রধূমিতমণ্ডলম্ ॥ ২ ॥
দৃষ্ট্বা তথাবিধং বহ্নিমিন্দ্রঃ ক্ষুব্ধেন চেতসা। ব্যচিন্তয়চ্চিরং কিঞ্চিৎ কন্দর্পদ্বেষিরোষজম্ ॥ ৩ ॥
স বিলক্ষ্যমুখৈর্দেবৈর্বীক্ষ্যমাণঃ ক্ষণং ক্ষণম্। উপাবিশৎ সুরেন্দ্রেণাদিষ্টং সাদরমাসনম্ ॥ ৪ ॥
হব্যবাহ! ত্বয়াসাদি দুর্দ্দশেয়ং দশা কুতঃ। ইতি পৃষ্টঃ সুরেন্দ্রেণ স নিশ্বস্য বচোঽবদৎ ॥ ৫ ॥
অনতিক্রমণীয়াত্তে শাসনাৎ সুরনায়ক। অতি গৌরীরতাসক্তং জগামাহং মহেশ্বরম্ ॥ ৬ ॥
পারাবতং বপুঃ প্রাপ্য বেপমানোঽতিসাধ্বসাৎ। কালস্যেব স্মরারাতেঃ স্বং রূপমহমাসদম্ ॥ ৭ ॥
দৃষ্ট্বা ছদ্মবিহঙ্গং মাং সুজ্ঞো বিজ্ঞায় জম্ভজিৎ। জ্বলদ্ভালানলে হোতুং কোপনো মামমন্যত ॥ ৮ ॥

অন্বয়।—এষঃ বহ্নিঃ তীব্রং মহৎ ত্রৈয়ম্বকং মহঃ (বীর্য্যং) বহন্ ত্রিদশৈঃ (দেবৈঃ) সহ সদসি সুনাসীরম্ আসসাদ ॥ ১ ॥

ঈশঃ (ইন্দ্রঃ) দৃশাং (চক্ষুষাং) সহস্রেণ কুৎসিতাঙ্গং ধূম্রধূমিতমণ্ডলং দুর্দ্দর্শনং (অশোভনদর্শনং) চ অগ্নিং সাদরং দদর্শ ॥ ২ ॥

ইন্দ্রঃ তথাবিধং বহ্নিং দৃষ্ট্বা ক্ষুব্ধেন চেতসা কন্দর্প-দ্বেষিরোষজং কিঞ্চিৎ চিরং ব্যচিন্তয়ৎ ॥ ৩ ॥

সঃ (বহ্নিঃ) বিলক্ষ্যমুখৈঃ দেবৈঃ ক্ষণং বীক্ষ্যমাণঃ (সন্) সুরেন্দ্রেণ সাদরং আদিষ্টম্ আসনং উপাবিশৎ ॥ ৪ ॥

হে হব্যবাহ! ত্বয়া ইয়ং দুর্দ্দশা (দ্রষ্টুমশক্যা) দশা (অবস্থা) কুতঃ আসাদি (প্রাপ্তা) সুরেন্দ্রেণ ইতি পৃষ্টঃ সঃ (অগ্নিঃ) নিশ্বস্য বচঃ অবদৎ ॥ ৫ ॥

হে সুরনায়ক! অহং তে অনতিক্রমণীয়াৎ শাসনাৎ পারাবতং বপুঃ প্রাপ্য অতিসাধ্বসাৎ (ভয়াতিশয্যাৎ) বেপমানঃ গৌরীরতাসক্তং মহেশ্বরং অভিজগাম। অহং কালস্য ইব স্মরারাতেঃ (মহাদেবস্য) স্বং রূপম্ আসদম্ (অগমম্)। ৬-৭ ॥

হে জম্ভজিৎ! (ইন্দ্র!) সুজ্ঞঃ (সর্ব্বজ্ঞঃ) কোপনঃ (হরঃ) ছদ্মবিহঙ্গং মাং দৃষ্ট্বা বিজ্ঞায় মাং জ্বলদ্ভালানলে হোতুম্ অমন্যত ॥ ৮ ॥

বঙ্গার্থ।—এ দিকে বহ্নি মহাদেবের নিক্ষিপ্ত মহাতীব্র রেতঃ শরীরে মাখিয়া সভামধ্যে সুরগণপরিবৃত দেবেন্দ্রের নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ১ ॥

দেবেন্দ্র আদরপূর্ব্বক তাঁহার প্রতি বিস্ময়বিস্ফারিত সহস্রনয়ন নিক্ষিপ্ত করিয়া দেখিলেন, তাঁহার অঙ্গ অতি কুৎসিত, দুর্দ্দর্শ, ধূম্রবর্ণ ধূমে সমাচ্ছন্ন ॥ ২ ॥

অগ্নিকে তদবস্থ দেখিয়া দেবরাজ ক্ষুব্ধ অন্তঃকরণে মনে মনে বহুক্ষণ চিন্তা করিতে লাগিলেন, অগ্নির উপর স্মরারির ক্রোধের কারণ কি? ॥ ৩ ॥

ক্ষণে ক্ষণে দেবগণ লজ্জাবিনম্র-মুখে অগ্নির দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, তখন দেবরাজের নির্দ্দিষ্ট আসনে অগ্নি উপবেশন করিলে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, হুতাশন! তুমি কোথা হইতে এরূপ দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইলে? সুরেন্দ্রের সনির্ব্বন্ধ জিজ্ঞাসায় অগ্নি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিতে লাগিলেন— ॥ ৪-৫ ॥

হে সুরনায়ক! আপনার অলঙ্ঘনীয় আদেশে আমি পারাবতরূপ ধারণ করিয়া ভয়ে কম্পমান-হৃদয়ে গৌরীর সহিত অতিশয় রতাসক্ত কালরূপী অনঙ্গশাসনের নিকট গমন করিয়াছিলাম ॥ ৬-৭ ॥

সেই সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ আমাকে কপটাকৃতি জানিয়া অত্যন্ত ক্রোধভরে জাজ্জ্বল্যমান ললাটাগ্নিতে আমাকে আহুতি দিবার জন্য মানস করিলেন ॥ ৮ ॥

বচোভির্মধুরৈঃ সার্দ্ধৈর্বিনম্রেণ ময়া স্তুতঃ। প্রীতিমানভবদ্দেবঃ স্তোত্রং কস্য ন তুষ্টয়ে ॥ ৯ ॥
শরণ্যঃ সকলত্রাতা মামত্রায়ত শঙ্করঃ। ক্রোধাগ্নের্জ্বলতো গ্রাসাত্রাসতো দুর্নিবারতঃ ॥ ১০ ॥
পরিহৃত্য পরীরম্ভরভসং দুহিতুর্গিরেঃ। কামকেলিরসোৎসেকাদ্ ব্রীড়য়া বিররাম সঃ ॥ ১১ ॥
রঙ্গভঙ্গচ্যুতং রেতস্তদামোঘং সুদুর্ব্বহম্। ত্রিজগদ্দাহকং সদ্যো মদ্বিগ্রহমধি স্রুধাৎ ॥ ১২ ॥
তেনাহং দুর্বিষহেণ তেজসা দহনাত্মনা। নির্দগ্ধমাত্মনো দেহং দুর্ব্বহং বোঢ়ুমক্ষমঃ ॥ ১৩ ॥
রৌদ্রেণ দহ্যমানস্য মহসাতিমহীয়সা। মম প্রাণপরিত্রাণপ্রগুণো ভব বাসব ! ॥ ১৪ ॥
ইতি শ্রুত্বা বচো বহ্নেঃ পরিতাপোপশান্তয়ে। হেতুং বিচিন্তয়ামাস মনসা বিবুধেশ্বরঃ ॥ ১৫ ॥
তেজোদগ্ধানি গাত্রাণি পাণিনাস্য পরামৃশন্। কিঞ্চিৎ কৃপীটযোনিং তং দিবস্পতিরভাষত ॥ ১৬ ॥
প্রীতঃ স্বাহাস্বধাহন্তকারৈঃ প্রীণয়সে স্বয়ম্। দেবান্ পিতৄন্ মনুষ্যাংস্ত্বমেকস্তেষাংমুখং যতঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়।—দেবঃ বিনম্রেণ ময়া মধুরৈঃ সার্দ্ধৈঃ বচোভিঃ স্তুতঃ (সন্) প্রীতিমান্ অভবৎ। স্তোত্রং কস্য ন তুষ্টয়ে (ভবতি) ॥ ৯ ॥

শরণ্যঃ সকলত্রাতা শঙ্করঃ জ্বলতঃ ক্রোধাগ্নেঃ দুর্নিবারতঃ গ্রাসাৎ (কবলাৎ) ত্রাসতঃ মাং অত্রায়ত ॥ ১০ ॥

সঃ (মহাদেবঃ) ব্রীড়য়া গিরেঃ দুহিতুঃ পরীরম্ভরভসং পরিহৃত্য কামকেলিরসোৎসেকাৎ বিররাম ॥ ১১ ॥

তদা (বিরামসময়ে) রঙ্গ-ভঙ্গ-চ্যুতম্ আমোঘং সুদুর্ব্বহং সদ্যঃ ত্রিজগদ্দাহকং রেতঃ মদ্বিগ্রহম্ অধি স্রুধাৎ ॥ ১২ ॥

অহং দুর্বিষহেণ দহনাত্মনা তেন তেজসা নির্দগ্ধং দুর্ব্বহম্ আত্মনঃ দেহং বোঢ়ুং (ধারয়িতুং) অক্ষমঃ ॥ ১৩ ॥

হে বাসব ! অতিমহীয়সা রৌদ্রেণ (রুদ্রসম্বন্ধিনা) মহসা (তেজসা) দহ্যমানস্য মম প্রাণপরিত্রাণপ্রগুণঃ ভব ॥ ১৪ ॥

বিবুধেশ্বরঃ বহ্নেঃ ইতি বচঃ শ্রুত্বা পরিতাপোপশান্তয়ে মনসা হেতুং বিচিন্তয়ামাস ॥ ১৫ ॥

দিবস্পতিঃ (ইন্দ্রঃ) পাণিনা অস্য (অগ্নেঃ) তেজোদগ্ধানি গাত্রাণি পরামৃশন্ তং কৃপীটযোনিং (অনলং) কিঞ্চিৎ অভাষত ॥ ১৬ ॥

ত্বং স্বাহাস্বধাহন্তকারৈঃ (স্বয়ং) প্রীতঃ (সন্) দেবান্ পিতৄন্ মনুষ্যান্ প্রীণয়সে (তর্পয়সি) যতঃ ত্বং একঃ তেষাং (দেবানাং) মুখম্ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গার্থ।—তখন আমি অতিশয় নম্রতা সহকারে সমস্ত সুমধুর বাক্যে তাঁহার স্তুতিবাদ করিলাম, তাহাতে তিনি আমার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। স্তব করিলে কাহারই বা মনস্তুষ্টি না হয় ? ॥ ৯ ॥

শরণাগতবৎসল জগৎপাতা শঙ্কর, আমাকে সেই দুর্নিবার প্রজ্বলিত ক্রোধাগ্নির গ্রাসভয় হইতে পরিত্রাণ করিলেন এবং লজ্জাবশতঃ গিরিসুতার গাঢ় আলিঙ্গন পরিত্যাগপূর্ব্বক রত্যোৎসব হইতে বিরত হইলেন ॥ ১০-১১ ॥

কিন্তু কামকেলির ভঙ্গহেতু তাঁহার দুর্ব্বহ অমোঘ বীর্য্য তৎক্ষণাৎ স্খলিত হইল। ত্রিজগদ্দাহক সেই অসহ্য বীজধারণক্ষম অন্য আধারের অভাবে উপস্থিত আমার দেহের উপর নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১২ ॥

আমি এক্ষণে সেই তাপজনক দুর্বিষহ তেজোদ্বারা দগ্ধ হইয়া আপনার দুর্ব্বহ দেহ বহন করিতে অক্ষম হইয়াছি ॥ ১৩ ॥

হে বাসব ! অত্যুগ্র ও অতি মহৎ সেই বীর্য্য দ্বারা আমি এখন অত্যন্ত দগ্ধ হইতেছি। আপনি এক্ষণে আমার প্রাণ রক্ষা করিয়া উপকারসাধন করুন ॥ ১৪ ॥

অগ্নির এবংবিধ কাতরোক্তি শ্রবণ করিয়া সুররাজ মনে মনে উপস্থিত বিপদের শান্তির নিমিত্ত চিন্তা করিতে লাগিলেন ॥ ১৫ ॥

অনন্তর বহ্নির সেই তেজোদগ্ধ শরীরে হাত বুলাইয়া দেবরাজ তাঁহাকে বলিতে লাগিলেন—॥ ১৬ ॥

হে হব্যবাহন ! তুমি স্বয়ং স্বাহা, স্বধা ও হন্তকার দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া সুরবৃন্দ, পিতৃগণ ও নরগণ ইঁহাদিগের সকলের তুষ্টিবিধান করিয়া থাক। কেন না, একমাত্র তুমিই তাঁহাদিগের মুখ ॥ ১৭ ॥

ত্বয়ি জুহ্বতি হোতারো হবীংষি ধ্বস্তকল্মষাঃ। ভুঞ্জন্তি স্বর্গমেকস্ত্বং স্বর্গপ্রাপ্তৌ হি কারণম্ ॥১৮॥
হবীংষি মন্ত্রপূতানি হুতাশ! ত্বয়ি জুহ্বতঃ। তপস্বিনস্তপঃসিদ্ধিং যান্তি ত্বং তপসাং প্রভুঃ ॥১৯॥
নিধৎসে হুতমর্কায় স পর্জ্জন্যোঽভিবর্ষতি। ততোঽন্নানি প্রজাস্তেভ্যস্তেনাসি জগতঃ পিতা ॥২০॥
তদন্তশ্চরোঽসি ভূতানাং তানি ত্বত্তো ভবন্তি চ। ততো জীবিতভূতস্ত্বং জগতঃ প্রাণদোঽসি চ ॥২১॥
জগতঃ সকলস্যাস্য ত্বমেকোঽস্যুপকারকৃৎ। কার্য্যোপপাদনে তত্র ত্বত্তোঽন্যঃ কঃ প্রগল্ভতে ॥২২॥
অমীষাং সুরসঙ্ঘানাং ত্বমেকোঽর্থসমর্থনে। বিপত্তিরপি সংশ্লাঘ্যোপকারব্রতিনোঽনল! ॥২৩॥
দেবী ভাগীরথী পূর্ব্বং ভক্ত্যাস্মাভিঃ প্রতোষিতা। নিমজ্জত স্তবোদীর্ণং তাপং নির্ব্বাপয়িষ্যতি ॥২৪॥
গঙ্গাং তদ্ গচ্ছ মা কার্ষীর্বিলম্বং হব্যবাহন!। কর্ত্তব্যেষবশ্যকার্য্যেষু সিদ্ধয়ে ক্ষিপ্রকারিতা ॥২৫॥
শম্ভোরম্ভোময়ী মূর্ত্তিঃ সৈব দেবী সুরাপগা। ত্বত্তঃ স্মরদ্বিষো বীজং দুর্দ্ধরং ধারয়িষ্যতি ॥২৬॥

অন্বয়।—হোতারঃ ত্বয়ি হবীংষি জুহ্বতি, ধ্বস্তকল্মষাঃ (নিষ্পাপাঃ সন্তঃ) স্বর্গং ভুঞ্জন্তি, একঃ ত্বং স্বর্গপ্রাপ্তৌ হি কারণম্ ॥ ১৮ ॥

হে হুতাশ! ত্বয়ি মন্ত্রপূতানি হবীংষি জুহ্বতঃ তপস্বিনঃ তপঃসিদ্ধিং যান্তি, ত্বং তপসাং প্রভুঃ ॥ ১৯ ॥

ত্বং অর্কায় হুতং নিধৎসে (সম্প্রদদাসি) সঃ (অর্কঃ) পর্জ্জন্যঃ (ভূত্বা) অভিবর্ষতি, ততঃ অন্নানি, তেভ্যঃ (অন্নেভ্যঃ) প্রজাঃ, তেন (হেতুনা) জগতঃ পিতা অসি ॥২০॥

ভূতানাং অন্তশ্চরঃ অসি, তানি ত্বত্তঃ ভবন্তি চ, ততঃ ত্বং জীবিতভূতঃ জগতঃ প্রাণদঃ অসি চ ॥ ২১ ॥

ত্বং একঃ সকলস্য অস্য জগতঃ উপকারকৃৎ অসি, তত্র (জগতি) কার্য্যোপপাদনে ত্বত্তঃ অন্যঃ কঃ প্রগল্ভতে (সমর্থো ভবতি) ॥ ২২ ॥

হে অনল! ত্বং অমীষাং সুরসঙ্ঘানাং অর্থসমর্থনে (কার্য্যসংঘটনে) একঃ (স্থিতঃ), উপকারব্রতিনঃ বিপত্তিঃ অপি সংশ্লাঘ্যা ॥ ২৩ ॥

অস্মাভিঃ পূর্ব্বং ভক্ত্যা দেবী ভাগীরথী প্রতোষিতা, (তজ্জলে) নিমজ্জতঃ তব উদীর্ণং (নিরতিশয়প্রচণ্ডং) তাপং নির্ব্বাপয়িষ্যতি ॥ ২৪ ॥

হে হব্যবাহন! তৎ (তস্মাৎ) গঙ্গাং গচ্ছ, মা বিলম্বং কার্ষীঃ, অবশ্যকার্য্যেষু (একান্ততঃ কর্ত্তব্যেষু কার্য্যেষু (ব্যাপারেষু) ক্ষিপ্রকারিতা সিদ্ধয়ে (ভবতি) ॥ ২৫ ॥

সা দেবী সুরাপগা এব শম্ভোঃ অম্ভোময়ী মূর্ত্তিঃ, ত্বত্তঃ স্মরদ্বিষঃ দুর্দ্ধরং বীজং ধারয়িষ্যতি ॥ ২৬ ॥

বঙ্গার্থ।—হোতৃগণ তোমাতে হবনীয় ঘৃতাদি দ্রব্য দ্বারা হোম করিবেন এবং পাপপরিশূন্য হইয়া অক্ষয় স্বর্গভোগ করিয়া থাকেন। অতএব একমাত্র তুমিই স্বর্গপ্রাপ্তির কারণ ॥ ১৮ ॥

হে হুতাশন! মন্ত্রপূত হবিঃ তোমাতে হোম করিয়া তপস্বিগণ সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন, অতএব তুমি তপস্যারও প্রভু ॥১৯॥

তুমি হুতদ্রব্য আদিত্যমণ্ডলে উপনীত করিয়া থাক, তাহাতে সূর্য্য মেঘরূপে পরিণত হইয়া বারিবর্ষণ করিয়া থাকেন, সেই জল হইতে অন্ন উৎপন্ন হয় এবং সেই অন্ন দ্বারা প্রজাসকল জীবনধারণ করে; অতএব তুমিই জগতের পিতা ॥ ২০ ॥

তুমি ভূতগণের অন্তশ্চর, তাহাতেই তাহাদের উৎপত্তি হয়, এতএব তুমিই জীবিতস্বরূপ এবং জগতের প্রাণপ্রদ ॥২১॥

একমাত্র তুমিই এই সমগ্র জগতের উপকারী; তুমি ব্যতিরেকে এই সংসারে কার্য্যসম্পাদনে অন্য কে সমর্থ হয়? ॥ ২২ ॥

হে অনল! সুরবৃন্দের কার্য্যসম্পাদনে কেবল তুমিই সমর্থ। যাহারা পরোপকারব্রতে নিরত, তাহাদের বিপত্তিও মহতী শ্লাঘার বিষয় ॥ ২৩ ॥

পূর্ব্বে দেবী ভাগীরথী আমাদিগের ভক্তি দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়াছেন, তুমি তাঁহার সলিলমধ্যে নিমগ্ন হইলে তিনি তোমার এই অত্যুৎকট পরিতাপ নির্ব্বাপিত করিবেন ॥২৪॥

হে হব্যবাহন! তুমি আর বিলম্ব করিও না, গঙ্গায় গমন কর, অবশ্যকর্ত্তব্য কার্য্যে সত্বরতা সিদ্ধির নিমিত্তই হইয়া থাকে ॥ ২৫ ॥

সেই দেবী সুরতরঙ্গিণী শম্ভুর জলময়ী মূর্ত্তি, তিনিই নিকট হইতে সেই দুর্দ্ধর শম্ভু বীজ লইয়া ধারণ করিবেন ॥ ২৬ ॥

ইত্যুদীর্য্য শুনাসীরো বিররাম স চানলঃ। তদ্বিসৃষ্টস্তমাপৃচ্ছ্য প্রতস্থে স্বধুর্নীমভি ॥ ২৭ ॥
হিরণ্যরেতসা তেন দেবী স্বর্গতরঙ্গিণী। তীর্ণাধ্বনা প্রপেদে সা নিঃশেষক্লেশনাশিনী ॥ ২৮ ॥
স্বর্গারোহণনিঃশ্রেণির্মোক্ষমার্গাধিদেবতা। উদারদুরিতোদ্‌গারহারিণী দুর্গতারিণী ॥ ২৯ ॥
মহেশ্বর-জটাজুট-বাসিনী পাপ-নাশিনী। সগরান্বয়-নির্ব্বাণ-কারিণী ধর্ম্মধারিণী ॥ ৩০ ॥
বিষ্ণুপাদোদকোদ্‌ভূতা ব্রহ্মলোকাদুপাগতা। ত্রিভিঃ স্রোতোভিরশ্রান্তং পুনানা ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৩১ ॥
জাতবেদসমায়ান্তমূর্ম্মিহস্তৈঃ সমুত্থিতৈঃ। আজুহাবার্থসিদ্ধ্যৈ তং সুপ্রসাদধরেব সা ॥ ৩২ ॥
সম্মিলদ্ভির্মরালৈঃ সা কলং কূজদ্ভিরুন্মদৈঃ। দদে শ্রেয়াংসি দুঃখানি নিহন্মীতি তমভ্যধাৎ ॥ ৩৩ ॥
কল্লোলৈরুদ্গতৈরর্ব্বাচীনং তটমভিদ্রুতৈঃ। প্রীতেব তমভীয়ায় স্বধুর্নী জাতবেদসম্ ॥ ৩৪ ॥
অথাভ্যুপেতস্তাপার্ত্তো নিমমজ্জানলঃ কিল। বিপদা পরিভূতাঃ কিং ব্যবস্যন্তি বিলম্বিতুম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়।—সুনাসীরঃ (ইন্দ্রঃ) ইতি উদীর্য্য বিররাম, স চ অনলঃ তদ্বিসৃষ্টঃ (সন্) তম্ (ইন্দ্রং) আপৃচ্ছ্য স্বধুর্নীং অভি প্রতস্থে ॥ ২৭ ॥

তেন হিরণ্যরেতসা তীর্ণাধ্বনা (সতা) সা নিঃশেষক্লেশনাশিনী দেবী স্বর্গতরঙ্গিণী প্রপেদে ॥ ২৮ ॥

স্বর্গারোহণনিঃশ্রেণিঃ মোক্ষমার্গাধিদেবতা উদারদুরিতোদ্গারহারিণী দুর্গতারিণী—॥ ২৯ ॥

মহেশ্বরজটাজুটবাসিনী পাপনাশিনী সগরান্বয়-নির্ব্বাণ-কারিণী ধর্ম্মধারিণী—॥ ৩০ ॥

বিষ্ণুপাদোদকোদ্ভূতা ব্রহ্মলোকাৎ উপাগতা ত্রিভিঃ (স্বর্গমর্ত্ত্যপাতালগতৈঃ) স্রোতোভিঃ অশ্রান্তং ভুবনত্রয়ং পুনানা (পবিত্রীকুর্ব্বতী) ॥ ৩১ ॥

সা (ভাগীরথী) সুপ্রসাদধরা (পরমপ্রসন্না) ইব সমুত্থিতৈঃ ঊর্ম্মিহস্তৈঃ আয়ান্তং তং জাতবেদসং অর্থসিদ্ধ্যৈ (কার্য্যসাফল্যসাধনায়) আজুহাব ॥ ৩২ ॥

সা (ভাগীরথী) কলং কূজদ্ভিঃ উন্মদৈঃ সম্মিলদ্ভিঃ মরালৈঃ শ্রেয়াংসি দদে, দুঃখানি নিহন্মি ইতি তম্ (অগ্নিম্) অভ্যধাৎ ॥ ৩৩ ॥

স্বধুর্নী প্রীতা ইব উদ্গতৈঃ তটং অভিদ্রুতৈঃ কল্লোলৈঃ তম্ অর্ব্বাচীনং জাতবেদসং অভীয়ায় ॥ ৩৪ ॥

অথ অভ্যুপেতঃ তাপার্ত্তঃ অনলঃ নিমমজ্জ কিল। বিপদা পরিভূতাঃ বিলম্বিতুং ব্যবস্যন্তি কিম্ ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গার্থ।—এই কথা বলিয়া দেবরাজ বিরত হইলেন, তখন বহ্নিও তাঁহার নিকটে বিদায় লইয়া তাঁহাকে আমন্ত্রণ-পূর্ব্বক সুরতরঙ্গিণীর অভিমুখে গমন করিলেন ॥ ২৭ ॥

অনন্তর কিছু পথ অতিক্রম করিয়া হিরণ্যরেতাঃ নিঃশেষ-ক্লেশনাশিনী স্বর্গগঙ্গার নিকট উপস্থিত হইলেন ॥ ২৮ ॥

সেই সুরনদী স্বর্গারোহণের সোপানশ্রেণীর স্বরূপ, মোক্ষমার্গের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, দুরিতরাশি-বিনাশকারিণী এবং সংসারদুর্গ হইতে পরিত্রাণকারিণী ॥ ২৯ ॥

তিনি মহেশ-জটাজুটবাসিনী, অখিল-পাপনাশিনী, সগর বংশের মুক্তিদাত্রী ও ধর্ম্মধারিণী (ধার্ম্মিককারিণী) ॥ ৩০ ॥

তিনি বিষ্ণুর পাদপদ্ম হইতে উদ্ভূত এবং ব্রহ্মলোক হইতে উপাগত হইয়া তিনটি স্রোতোধারা অবিরত এই ত্রিভুবন পবিত্র করিতেছেন ॥ ৩১ ॥

অগ্নিকে আগত দেখিয়া তিনি সুপ্রসন্না হইয়াই যেন উত্থিত ঊর্ম্মিরূপ হস্ত দ্বারা কার্য্যসিদ্ধির নিমিত্ত আহ্বান করিলেন ॥ ৩২ ॥

সেই সময় উন্মত্ত মরালগণ কলনাদ সহকারে মিলিত হইলে মনে হইল, যেন তিনি বহ্নিকে বলিতেছেন, আমি তোমার দুঃখনাশ করিয়া কল্যাণসাধন করিব ॥ ৩৩ ॥

তখন স্বর্গগঙ্গা তটাভিমুখগামী উত্থিত কল্লোল সহায়ে যেন প্রীতিপূর্ব্বক বহ্নির প্রত্যুদ্গমন করিলেন ॥ ৩৪ ॥

তদনন্তর তাপার্ত্ত অগ্নি গঙ্গার নিকট আসিয়া তজ্জলে নিমজ্জন করিলেন। বিপদে অভিভূত হইলে কি কখনও লোক বিলম্ব করিয়া থাকে ? ॥ ৩৫ ॥

গঙ্গাবারিণি কল্যাণকারিণি শ্রমহারিণি। স মগ্নো নিবৃত্তিং প্রাপ পুণ্যভারিণি তারিণি ॥৩৬॥
তত্র মাহেশ্বরং ধাম সংচক্রাম হবির্ভুজঃ। গঙ্গায়ামুত্তরঙ্গায়ামন্তস্তাপবিপদ্ধৃতি ॥৩৭॥
কৃশানুরেতসো রেতস্যাদৃতে সরিতা তয়া। নিশ্চক্রাম ততঃ সৌখ্যং হব্যবাহো বহন্ বহু ॥৩৮॥
সুধাসারৈরিবাম্ভোভিরভিষিক্তো হুতাশনঃ। যথাগতং জগামাথ পরাং নির্বৃতিমাদধৎ ॥৩৯॥
সা সুদুর্ব্বিষহং গঙ্গা ধাম কামজিতো মহৎ। আদধানা পরীতাপমবাপ ব্যোমবাহিনী ॥৪০॥
বহিরার্ত্তা যুগান্তাগ্নেস্তপ্তানীব শিখাশতৈঃ। হিত্বোষ্ণানি জলান্যস্যা নির্জ্জগ্মুর্জ্জলজন্তবঃ ॥৪১॥
তেজসা তেন রৌদ্রেণ তপ্তানি সলিলান্যপি। সমুদক্ষিপ্ত চণ্ডানি দুর্ধরাণি বভার সা ॥৪২॥
জগচ্চক্ষুষি চণ্ডাংশৌ কিঞ্চিদভ্যুদয়োন্মুখে। জগ্মুঃ ষট্কৃত্তিকা মাঘে মাসি স্নাতুং সুরাপগাম্ ॥৪৩॥
শুভ্রৈরভ্রঙ্কষৈরুর্ম্মিভিঃ স্বর্গ-নিবাসিনাম্। কথয়ন্তীমিবালোকাবগাহাচমনাদিকম্ ॥৪৪॥

অন্বয়—।—কল্যাণকারিণি শ্রমহারিণি পুণ্যভারিণি তারিণি গঙ্গাবারিণি সঃ (অনলঃ) মগ্নঃ (সন্) নির্বৃতিং (তাপশান্তিং) প্রাপ ॥ ৩৬ ॥

হবির্ভুজঃ তত্র উত্তরগঙ্গায়াং (ঊর্ম্মিমালিন্যং গঙ্গায়াং) অন্তস্তাপবিপদ্ধৃতি মাহেশ্বরং ধাম সঙ্ক্রাম ॥ ৩৭ ॥

তয়া সরিতা (বধ্বা) কৃশানুরেতসঃ রেতসি আদৃতে (সতি) ততঃ হব্যবাহঃ বহুসৌখ্যং বহন্ নিশ্চক্রাম ॥ ৩৮॥

অথ (নির্গমনাৎ পরং) সুধাসারৈঃ ইব অম্ভোভিঃ অভিষিক্তঃ হুতাশনঃ পরাং নির্বৃতিং আদধৎ যথাগতং জগাম ॥ ৩৯ ॥

সা ব্যোমবাহিনী গঙ্গা কামজিতঃ (মহাদেবস্য) সুদুর্ব্বিষহং মহৎ ধাম আদধানা (বিভ্রতী সতী) পরীতাপম্ অবাপ ॥ ৪০ ॥

জলজন্তবঃ আর্ত্তাঃ (সন্তঃ) যুগান্তাগ্নেঃ (প্রলয়ানলস্য) শিখাশতৈঃ (জ্বালাশতৈঃ) তপ্তানি ইব উষ্ণানি অস্যাঃ (গঙ্গায়াঃ) জলানি হিত্বা বহিঃ নির্জ্জগ্মুঃ ॥ ৪১ ॥

সা (গঙ্গা) তেন রৌদ্রেণ তেজসা তপ্তানি সমুৎক্ষিপ্ত চণ্ডানি দুর্ধরাণি অপি সলিলানি বভার ॥ ৪২ ॥

জগচ্চক্ষুষি চণ্ডাংশৌ (সূর্য্যে) কিঞ্চিৎ অভ্যুদয়োন্মুখে মাঘে মাসি ষট্কৃত্তিকাঃ স্নাতুং সুরাপগাং জগ্মুঃ ॥ ৪৩ ॥

শুভ্রৈঃ (স্বচ্ছতরৈঃ তথা) অভ্রঙ্কষৈঃ (আকাশে উৎপতিতৈঃ) ঊর্ম্মিশতৈঃ স্বর্গনিবাসিনাম্ আলোকাবগাহাচমনাদিকং কথয়ন্তীং ইব ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গার্থ।—অগ্নি, সেই কল্যাণকারী, শ্রমহারী, পুণ্যভারশালী, পরিত্রাণকারী গঙ্গাবারিতে নিমগ্ন হইয়া নিবৃত্তি প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৩৬ ॥

তখন হুতাশন স্বীয় অন্তর্গত তাপরূপ বিপদ্‌নাশিনী উত্তালতরঙ্গময়ী গঙ্গাতে সেই মাহেশ্বর তেজঃ সংক্রামিত (নিহিত) করিলেন ॥ ৩৭ ॥

সরিদ্বরা সাদরে সেই শাম্ভব তেজঃ গ্রহণ করিলে, তৎপরে অগ্নি বিপুল সুখলাভ করত তথা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন ॥ ৩৮ ॥

অগ্নিদেব সুধাসারবৎ সেই জলে অভিষিক্ত হইয়া পরম নির্বৃতিলাভ করত যথাস্থানে গমন করিলেন ॥ ৩৯ ॥

আকাশবাহিনী গঙ্গা স্মরারির দুর্বিষহ মহৎ তেজঃ ধারণ করিয়া অত্যন্ত পরিতপ্ত হইয়া উঠিলেন ॥ ৪০ ॥

গঙ্গাসলিল প্রলয়কালীন অগ্নির শত শত শিখাদ্বারা যেন প্রতপ্ত ও উষ্ণ হইলে জলজন্তুগণ কাতর হইয়া তাহা পরিত্যাগপূর্ব্বক বহির্গত হইল ॥ ৪১ ॥

সেই রুদ্রতেজোদ্বারা সুরধুনীর জল অতিশয় উষ্ণ, ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত, প্রচণ্ড-তাপযুক্ত ও দুর্বিষহ হইয়া উঠিলেও তিনি উহা ধারণ করিলেন ॥ ৪২ ॥

মাঘমাসে জগতের চক্ষুঃস্বরূপ উষ্ণরশ্মি কিঞ্চিৎ অভ্যুদয়োন্মুখ হইলে কৃত্তিকা নামে ছয়টি তারা গঙ্গাস্নানাভিলাষে সুরধুনীতে গমন করিলেন ॥ ৪৩ ॥

তাঁহার গগনস্পর্শী শুভ্রবর্ণ অসংখ্য তরঙ্গ দর্শনে বোধ হইতেছে, যেন গঙ্গা ঐ তরঙ্গরূপ হস্তসংকেত দ্বারা স্বর্গবাসীদিগকে দর্শন, স্নান ও আচমনাদি করিতে বলিতেছেন ॥৪৪

সুস্নাতানাং মুনীন্দ্রাণাং বলিকর্ম্মোচিতৈরলম্। বহিঃ পুষ্পোৎকরৈঃ কীর্ণতীরাং দূর্ব্বাক্ষতান্বিতৈঃ ॥ ৪৫ ॥
ব্রহ্মধ্যানপরৈর্যোগপরৈর্বীরাসনস্থিতৈঃ । যোগনিদ্রাগতৈর্যোগ-পট্টবন্ধৈরুপাশ্রিতাম্ ॥ ৪৬ ॥
পাদাঙ্গুষ্ঠাগ্রভূমিষ্ঠৈঃ সূর্য্যসংবদ্ধদৃষ্টিভিঃ। ব্রহ্মর্ষিভিঃ পরং ব্রহ্ম গৃণদ্ভিরুপসেবিতাম্ ॥ ৪৭ ॥
অথ দিব্যাং নদীং দেবীমভ্যনন্দন্ বিলোক্য তাঃ। কং নাভিনন্দয়ত্যেষা দৃষ্টা পীযূষবাহিনী ॥ ৪৮ ॥
চন্দ্রচূড়ামণির্দেবো যামুদ্বহতি মূর্দ্ধনি। যস্যা বিলোকনং পুণ্যং শ্রদ্দধুস্তা মুদা হৃদি ॥ ৪৯ ॥
দিব্যাং বিষ্ণুপদীং দেবীং নির্ব্বাণপদদেশিনীম্। নির্ধূতকল্মষাং মূর্দ্ধ্না সুপ্রহ্বাস্তা ববন্দিরে ॥ ৫০ ॥
সৌভাগ্যৈঃ খলু সুপ্রাপাং মোক্ষপ্রতিভুবং সতীম্। ভক্ত্যাত্র তুষ্টুবুস্তাস্তাং শ্রদ্দধানা দিবো ধুনীম্ ॥ ৫১ ॥
মুক্তিস্ত্রীসঙ্গদৌত্যজ্ঞৈস্তত্র তা বিমলৈর্জলৈঃ। প্রক্ষালিতমলাঃ সস্নুঃ সুস্নাতাস্তপসান্বিতাঃ ॥ ৫২ ॥
স্নাত্বা তত্র সুলভ্যায়াং ভাগ্যৈঃ পরিপচেলিমৈঃ। চরিতার্থং স্বমাত্মানং বহু তা মেনিরে মুদা ॥ ৫৩ ॥

অন্বয়।—সুস্নাতানাং মুনীন্দ্রাণাং বলিকর্ম্মোচিতৈঃ দূর্ব্বাক্ষতান্বিতৈঃ পুষ্পোৎকরৈঃ বহিঃ অলং কীর্ণতীরাম্ (কীর্ণং ব্যাপ্তং তীরং তটপ্রদেশং যস্যাস্তাদৃশীম্) ॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মধ্যানপরৈঃ যোগপরৈঃ (যোগিভিঃ) বীরাসনস্থিতৈঃ যোগনিদ্রাগতৈঃ যোগপট্টবন্ধৈঃ উপাশ্রিতাম্ ॥ ৪৬ ॥

পাদাঙ্গুষ্ঠাগ্রভূমিষ্ঠৈঃ সূর্য্যসম্বদ্ধদৃষ্টিভিঃ পরং ব্রহ্ম গৃণদ্ভিঃ ব্রহ্মর্ষিভিঃ উপসেবিতাম্ ॥ ৪৭ ॥

অথ তাঃ (কৃত্তিকাঃ) দিব্যাং দেবীং নদীং বিলোক্য অভ্যনন্দন্। এষা পীযূষবাহিনী দৃষ্টা (সতী) কং (জনং) ন অভিনন্দয়তি ॥ ৪৮ ॥

দেবঃ চন্দ্রচূড়ামণিঃ (মহাদেবঃ) যাং (গঙ্গাং) মূর্দ্ধনি উদ্বহতি, যস্যাঃ (গঙ্গায়াঃ) বিলোকনং পুণ্যং, তাঃ (কৃত্তিকাঃ) মুদা হৃদি শ্রদ্দধুঃ ॥ ৪৯ ॥

তাঃ (কৃত্তিকাঃ) সুপ্রহ্বাঃ (নিরতিশয়বিনম্রাঃ সত্যঃ) মূর্দ্ধ্না দিব্যাং নির্ব্বাণপদদেশিনীং নির্ধূতকল্মষাং দেবীং বিষ্ণুপদীং ববন্দিরে ॥ ৫০ ॥

শ্রদ্দধানাঃ তাঃ (কৃত্তিকাঃ) তত্র (গঙ্গায়াং) সৌভাগ্যৈঃ খলু সুপ্রাপাং মোক্ষপ্রতিভুবং সতীং দিবঃ ধুনীং তাং (গঙ্গাং) ভক্ত্যা তুষ্টুবুঃ ॥ ৫১ ॥

তত্র (গঙ্গায়াং) সুস্নাতাঃ তপসান্বিতাঃ তাঃ মুক্তিস্ত্রীসঙ্গদৌত্যজ্ঞৈঃ (মুক্তিসংঘটনকারকৈঃ) বিমলৈঃ জলৈঃ প্রক্ষালিতমলাঃ (সত্যঃ) সস্নুঃ (স্নানং চক্রুঃ) ॥ ৫২ ॥

তাঃ (কৃত্তিকাঃ) পরিপচেলিমৈঃ (পক্কতাং গতৈঃ) ভাগ্যৈঃ সুলভ্যায়াং তত্র (গঙ্গায়াং) স্নাত্বা মুদা চরিতার্থং স্বং আত্মানং বহু মেনিরে ॥ ৫৩ ॥

বঙ্গার্থ—সুস্নাত মুনিগণ দূর্ব্বাক্ষতসহ পূজার উপযুক্ত যে পুষ্পসমূহ নিবেদন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা তীরদেশ সর্ব্বপ্রকারে পরিব্যাপ্ত হইয়াছে ॥ ৪৫ ॥

ব্রহ্মধ্যানে আসক্ত, যোগপর, বীরাসনস্থ, যোগনিদ্রাগত, যোগপট্টবদ্ধ ব্যক্তিরা তাঁহার তীরদেশ আশ্রয় করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ৪৬ ॥

ব্রহ্মর্ষিগণ পাদাঙ্গুষ্ঠের অগ্রভাগে নির্ভর করিয়া সূর্য্যমণ্ডলে দৃষ্টিনিক্ষেপপূর্ব্বক পরংব্রহ্মের চিন্তা করিতে করিতে তাঁহার সেবায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন ॥ ৪৭ ॥

কৃত্তিকাগণ দিব্যনদী স্বর্গগঙ্গাকে দর্শন করিয়া অতীব আনন্দিত হইলেন। এই অমৃতবাহিনী নদী দর্শনমাত্র কাহার না আনন্দবিধান করিয়া থাকেন ? ॥ ৪৮ ॥

দেবদেব চন্দ্রচূড় যাঁহাকে মস্তকে বহন করেন, যাঁহার দর্শন পুণ্যজনক, কৃত্তিকাগণ আন্তরিক আনন্দসহকারে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধান্বিতা হইলেন ॥ ৪৯ ॥

তাঁহারা বিনম্র হইয়া নির্ব্বাণপদদায়িনী দেবীস্বরূপিণী, দিব্যরূপিণী, অপাপবিদ্ধা বিষ্ণুপদীকে বন্দনা করিলেন ॥ ৫০ ॥

বহু সৌভাগ্যবলে যাঁহাকে নিশ্চিত লাভ করা যায়, যিনি মোক্ষের প্রতিভূস্বরূপা, কৃত্তিকারা সেই সতী স্বর্গগঙ্গাকে শ্রদ্ধাসহকারে স্তব করিতে লাগিলেন ॥ ৫১ ॥

গঙ্গার জল বিমল; উহা মুক্তিরূপ নারীর সঙ্গবিষয়ে দূতকর্ম্মে অভিজ্ঞ অর্থাৎ উহা মোক্ষ-সংঘটনকারক। সুস্নাতা তপঃপরায়ণা কৃত্তিকারা সেই জলসংসর্গে ক্ষালিতমল হইয়া স্নান করিলেন ॥ ৫২ ॥

কৃত্তিকাদিগের ভাগ্যফললাভ নিকটবর্ত্তী হইয়াছিল; সেই হেতু সুলভা সুরধুনীতে স্নানান্তে আত্মা কৃতার্থমত হইলে তাঁহারা আনন্দসহকারে আপনাদিগকে বহু মানিত বোধ করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥

কৃশানুরেতসো রেতস্তাসামভি কলেবরম্। অমোঘং সঞ্চচারাথ সদ্যো গঙ্গাবগাহনাৎ ॥ ৫৪ ॥
রৌদ্রং সুদুর্দ্ধরং ধাম দধানা দহনাত্মকম্। পরিতাপমবাপুস্তা মগ্না ইব বিষাম্বুধৌ ॥ ৫৫ ॥
অক্ষমা দুর্বহং বোঢ়ুমমুনো বহিরাতুরাঃ। অগ্নিং জ্বলন্তমন্তস্তা দধানা ইব নির্যযুঃ ॥ ৫৬ ॥
অমোঘং শাম্ভবং বীজং সদ্যো নদ্যোজ্ঝিতঃ মহৎ। তাসামভ্যুদরং দীপ্তং স্থিতং গর্ভত্বমাগমৎ ॥ ৫৭ ॥
সুজ্ঞা বিজ্ঞায় তা গর্ভভূতং তদ্বোঢ়ুমক্ষমাঃ। বিষাদমাদধুঃসদ্যো গাঢ়ং ভর্ত্তৃভিয়া হ্রিয়া ॥ ৫৮ ॥
ততঃ শরবণে সার্দ্ধং ভয়েন ব্রীড়য়া চ তাঃ। তদ্গর্ভজাতমুৎসৃজ্য স্বান্ গৃহানভিনির্যযুঃ ॥ ৫৯ ॥

তাভিস্তত্রামৃতকরকলাকোমলং ভাসমানং তদ্বিক্ষিপ্তং ক্ষণমভি নভো গর্ভমভ্যুজ্জিহানৈঃ।
স্বৈস্তেজোভির্দিনকরশতস্পর্দ্ধমানৈরমানৈর্বক্ত্রৈঃ ষড়্ভিঃ স্মরহরগুরুস্পর্দ্ধয়েবাজনীব ॥ ৬০ ॥

ইতি দশমঃ সর্গঃ।

অন্বয়।—অথ গঙ্গাবগাহনাৎ সদ্যঃ কৃশানুরেতসঃ (মহাদেবস্য) অমোঘং রেতঃ তাসাং অভি কলেবরং সঞ্চচার ॥ ৫৪ ॥

দহনাত্মকং সুদুর্দ্ধরং রৌদ্রং ধাম দধানাঃ তা বিষাম্বুধৌ মগ্নাঃ ইব পরিতাপং অবাপুঃ ॥ ৫৫ ॥

দুর্ব্বহং (তৎ তেজঃ) বোঢ়ুং অক্ষমাঃ (অতএব) আতুরাঃ তাঃ অন্তঃ জ্বলন্তং অগ্নিং দধানাঃ ইব অমুনঃ বহিঃ নির্যযুঃ ॥ ৫৬ ॥

নদ্যা (ভাগীরথ্যা) উজ্ঝিতং দীপ্তং মহৎ অমোঘং শাম্ভবং বীজং সদ্যঃ তাসাং অভ্যুদরং স্থিতং (সৎ) গর্ভত্বং আগমৎ ॥ ৫৭ ॥

সুজ্ঞাঃ তাঃ (কৃত্তিকাঃ) তৎ বোঢ়ুং অক্ষমাঃ (সত্যঃ) গর্ভভূতং বিজ্ঞায় ভর্ত্তৃভিয়া হ্রিয়া সদ্যঃ গাঢ়ং বিষাদং আদধুঃ ॥ ৫৮ ॥

ততঃ তাঃ শরবণে ভয়েন ব্রীড়য়া চ সার্দ্ধং তৎ গর্ভজাতং উৎসৃজ্য স্বান্ গৃহান্ অভিনির্যযুঃ ॥ ৫৯ ॥

তাভিঃ (কৃত্তিকাভিঃ) তত্র (শরবণে) বিক্ষিপ্তম্ অমৃতকরকলাকোমলং তৎ গর্ভং ক্ষণম্ অভিনভঃ অভ্যুজ্জিহানৈঃ (সাটোপমভ্যুত্থিতৈঃ) দিনপতিশত-স্পর্দ্ধমানৈঃ অমানৈঃ (অপরিমেয়ৈঃ) স্বৈঃ তেজোভিঃ ভাসমানং ষড়্ভিঃ বক্ত্রৈঃ স্মরহরগুরুস্পর্দ্ধয়া এব অজনি ইব ॥ ৬০ ॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর গঙ্গাজলে অবগাহনহেতু মহাদেবের সেই অমোঘ রেতঃ ষট্কৃত্তিকার শরীরাভ্যন্তরে তৎক্ষণাৎ সঞ্চারিত হইল ॥ ৫৪ ॥

তাঁহারা সেই দুর্দ্ধর দহনাত্মক রুদ্রতেজ ধারণ করিয়া বিষসমুদ্রে নিমগ্নের ন্যায় (দুঃসহ) সন্তাপ প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫৫ ॥

তাঁহারা সেই দুর্ব্বহ তেজঃ বহনে অসমর্থ ও আতুর হইয়া যেন জ্বলন্ত অগ্নি অন্তরে ধারণপূর্ব্বক জল হইতে বহির্গত হইলেন ॥ ৫৬ ॥

গঙ্গা কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সেই তীব্র অমোঘ শৈববীজ তাঁহাদের উদরমধ্যে সংস্থিত হইয়া গর্ভত্ব প্রাপ্ত হইল ॥ ৫৭ ॥

সম্যক্ জ্ঞানবতী কৃত্তিকারা সেই তেজঃ গর্ভে পরিণত হইয়াছে জানিয়া ও তাহা বহনে অসমর্থ হইয়া স্বামীর ভয়ে ও লজ্জায় অত্যন্ত বিষণ্ণভাব প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৫৮ ॥

তদনন্তর সেই ষট্কৃত্তিকা ভয় ও লজ্জার সহিত শরবনে সেই গর্ভ পরিত্যাগ করিয়া নিজ গৃহাভিমুখে গমন করিলেন ॥ ৫৯ ॥

তাঁহারা সেই শরবনে শশিকলার ন্যায় কোমল সেই গর্ভ ক্ষণকালমধ্যে আকাশে নিক্ষেপ পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিলে, শত শত সূর্য্যের প্রতি স্পর্দ্ধাকারী সেই অপরিমেয় তেজঃ স্মরহরগুরু ব্রহ্মার মস্তকের প্রতি স্পর্দ্ধা করিয়াই যেন ছয়টি মুখ প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিল ॥ ৬০ ॥

ইতি দশম সর্গ

একাদশঃ সর্গঃ

অভ্যর্থমানা বিবুধৈঃ সমগ্রৈঃ প্রহ্বৈঃ সুরেন্দ্রপ্রমুখৈরুপেত্য।
তং পায়য়ামাস সুধাতিপূর্ণং সুরাপগা স্বং স্তনমাশু মূর্ত্তা॥ ১॥

পিবন্ স তস্যাঃ স্তনয়োঃ সুধৌঘং ক্ষণং ক্ষণং সাধু সমেধমানঃ।
প্রাপাকৃতিং কামপি ষড়ভিরেত্য নিষেব্যমাণঃ খলু কৃত্তিকাভিঃ॥ ২॥

ভাগীরথী-পাবক-কৃত্তিকানামানন্দ-বাষ্পাকুল-লোচনানাম্ ।
তং নন্দনং দিব্যমুপাত্তুমাসীৎ পরস্পরং প্রৌঢ়তরো বিবাদঃ॥ ৩॥

অত্রান্তরে পর্ব্বতরাজপুত্র্যা সমং শিবঃ স্বৈরবিহারহেতোঃ।
নভো বিমানেন বিগাহমানো মনোঽতিবেগেন জগাম তত্র॥ ৪॥

নিসর্গবাৎসল্যবশাদ্বিবৃদ্ধচেতঃপ্রমোদৌ গলদশ্রুনেত্রৌ।
অপশ্যতাং তং গিরিজাগিরীশৌ ষড়াননং ষড়্দিনজাতমাত্রম্॥ ৫॥

অথাহ দেবী শশিখণ্ডমৌলিং কোঽয়ং শিশুর্দিব্যবপুঃ পুরস্তাৎ।
কস্যাথবা ধন্যতমস্য পুংসো মাতা চ কা ভাগ্যবতীষু ধুর্য্যা॥ ৬॥

অন্বয়।—সুরেন্দ্রপ্রমুখৈঃ সমগ্রৈঃ বিবুধৈঃ প্রহ্বৈঃ (বিনয়ান্বিতৈঃ) (সদ্ভিঃ) অভ্যর্থমানা সুরাপগা আশু মূর্ত্তা (সতী) উপেত্য তং (কুমারং) স্বং সুধাতিপূর্ণং স্তনং পায়য়ামাস॥ ১॥

সঃ (কুমারঃ) তস্যাঃ (সুরধুন্যাঃ) স্তনয়োঃ সুধৌঘং (পীযূষচয়ং) পিবন্ ক্ষণং ক্ষণং সাধু সমেধমানঃ ষড়্ভিঃ কৃত্তিকাভিঃ এত্য নিষেব্যমাণঃ (সন্) কাম্ অপি আকৃতিং প্রাপ খলু॥ ২॥

দিব্যং তং নন্দনং উপাত্তুম্ (গ্রহীতুম্) আনন্দবাষ্পাকুল-লোচনানাং ভাগীরথী-পাবককৃত্তিকানাং পরস্পরং প্রৌঢ়তরঃ (প্রবলভাবাপন্নঃ) বিবাদঃ আসীৎ॥ ৩॥

অত্র অন্তরে শিবঃ স্বৈরবিহারহেতোঃ পর্ব্বতরাজপুত্র্যা সমং মনোঽতিবেগেন বিমানেন নভঃ বিগাহমানঃ তত্র (বিবাদক্ষেত্রে) জগাম॥ ৪॥

গিরিজাগিরীশৌ নিসর্গবাৎসল্যবশাৎ বিবৃদ্ধচেতঃ-প্রমোদৌ (অতএব) গলদশ্রু-নেত্রৌ (সন্তৌ) ষড়্দিনজাত-মাত্রং তং ষড়াননং অপশ্যতাম্॥ ৫॥

অথ দেবী (পার্ব্বতী) শশিখণ্ডমৌলিম্ আহ, পুরস্তাৎ দিব্যবপুঃ কঃ অয়ং শিশুঃ অথবা কস্য ধন্যতমস্য পুংসঃ (অয়ং শিশুঃ), ভাগ্যবতীষু ধুর্য্যা (অগ্রগণ্যা) অস্য মাতা চ কা॥ ৬॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর ইন্দ্রাদি সমস্ত দেবগণ বিনয়াবনত হইয়া প্রার্থনা করিলে সুরতরঙ্গিণী আশু মূর্ত্তিমতী হইয়া আগমনপূর্ব্বক সেই শিশুটিকে স্বীয় সুধাপূর্ণ স্তনপান করাইতে লাগিলেন॥ ১॥

সেই শিশু তাঁহার সুধাধারাপূর্ণ স্তনদ্বয় ক্ষণে ক্ষণে পান করিয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন এবং কৃত্তিকারা ছয় জন আসিয়া লালনপালন করিলে অদ্ভুত লোকোত্তর আকৃতি ধারণ করিলেন॥ ২॥

তদনন্তর সুরধুনী ভাগীরথী, অনল ও ষট্‌কৃত্তিকা ইহারা সকলেই আনন্দজনিত বাষ্পভরে আকুললোচন হইলেন। তখন তাঁহাদের মধ্যে সেই দিব্য কুমার লাভ করিবার জন্য পরস্পর বিবাদ উপস্থিত হইল॥ ৩॥

ইত্যবসরে শঙ্কর পার্ব্বতীর সহিত স্বেচ্ছাবিহারে প্রবৃত্ত হইয়া মন অপেক্ষাও বেগগামী বিমানে আকাশমার্গে আরোহণপূর্ব্বক সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন॥ ৪॥

গিরিসুতা ও মহাদেব ষড়্দিনমাত্র জাত সেই ষড়াননকে আনন্দে দর্শন করিলেন। কুমারকে অবলোকন করিয়া স্বাভাবিক বাৎসল্যহেতু তাঁহাদের চিত্তে আনন্দ বর্দ্ধিত হইল এবং নয়নে আনন্দাশ্রু বিগলিত হইতে লাগিল॥ ৫॥

অনন্তর দেবী গৌরী শশিশেখরকে বলিলেন, সম্মুখভাগে দিব্যাকৃতি ঐ শিশুটি কে? এটি কোন্ ধন্যতম পুরুষের পুত্র এবং ভাগ্যবতীগণের মধ্যে অগ্রগণ্যা কোন্ নারীই বা উঁহার মাতা?

স্বর্গাপগাসাবনলোঽয়মেতাঃ ষট্‌কৃত্তিকাঃ কিং কলহায়মানাঃ।
পুত্রো মমায়ং ন তবায়মিত্থং মিথোঽতিবৈলক্ষ্যমুদাহরন্তি ॥ ৭ ॥
এতেষু কস্যেদমপত্যমীশাখিলত্রিলোকীতিলকায়মানম্।
অন্তস্য কস্যাপ্যথ দেবদৈত্যগন্ধর্ব্বসিদ্ধোরগরাক্ষসেষু ॥ ৮ ॥
শ্রুত্বেতি বাক্যং হৃদয়প্রিয়ায়াং কৌতূহলিন্যা বিমলস্মিতশ্রীঃ।
সান্দ্রপ্রমোদোদয়সৌখ্যহেতুভূতং বচোঽবোচত চন্দ্রচূড়ঃ ॥ ৯ ॥
জগত্রয়ীনন্দন এষ বীরঃ প্রবীরমাতুস্তব নন্দনোঽস্তি।
কল্যাণি। কল্যাণকরঃ সুরাণাং ত্বত্তোঽপরস্যাঃ কথমেষ সর্গঃ ॥ ১০ ॥
দেবি! ত্বমেবাস্য নিদানমাস্সে সর্গে জগন্মঙ্গলগানহেতোঃ।
সত্যং ত্বমেবেতি বিচারয়স্ব রত্নাকরে যুজ্যত এব রত্নম্ ॥ ১১ ॥
অতঃ শৃণুষ্বাবহিতেন বৃত্তং বীজং যদগ্নৌ নিহিতং ময়া তৎ।
সংক্রান্তমন্তস্ত্রিদশাপগায়াং ততোঽবগাহে সতি কৃত্তিকাসু ॥ ১২ ॥
গর্ভত্বমাপ্তং তদমোঘমেতৎ তাভিঃ শরস্তম্বমধি ন্যধায়ি।
বভূব তত্রায়মভূতপূর্ব্বো মহোৎসবোঽশেষচরাচরস্য ॥ ১৩ ॥

অন্বয়।—অসৌ স্বর্গাপগা অয়ং অনলঃ এতাঃ ষট্‌কৃত্তিকাঃ কলহায়মানাঃ (সত্যঃ) মম অয়ং পুত্রঃ ন তব অয়ম্ ইত্থং মিথঃ অতিবৈলক্ষ্যং কিম্ উদাহরন্তি ॥ ৭ ॥

হে ঈশ। অখিলত্রিলোকীতিলকায়মানম্ ইদম্ অপত্যম্ এতেষু কস্য, অথ অপি দেবদৈত্যগন্ধর্ব্বসিদ্ধোরগরাক্ষসেষু অন্তস্য কস্য ॥ ৮ ॥

চন্দ্রচূড়ঃ কৌতূহলিন্যাঃ হৃদয়প্রিয়ায়াঃ ইতি বাক্যং শ্রুত্বা বিমলস্মিতশ্রীঃ (সন্) সান্দ্রপ্রমোদোদয়সৌখ্যহেতুভূতং বচঃ অবোচত ॥ ৯ ॥

জগত্রয়ীনন্দনঃ এষঃ বীরঃ প্রবীরমাতুঃ তব নন্দনঃ অস্তি। হে কল্যাণি। সুরাণাং কল্যাণকরঃ এষ সর্গঃ ত্বত্তঃ অপরস্যাঃ কথম্ ॥ ১০ ॥

হে দেবি! জগন্মঙ্গলগানহেতোঃ অস্য (শিশোঃ) সর্গে (সৃষ্টৌ) ত্বং এব নিদানম্ আস্সে (ভবসি), ত্বং এব ইতি সত্যং বিচারয়স্ব, রত্নাকরে এব রত্নং যুজ্যতে ॥ ১১ ॥

অতঃ (অস্মাৎ কারণাৎ) অবহিতেন বৃত্তং (যদ্ ঘটিতং) শৃণুষ্ব। ময়া অগ্নৌ যৎ বীজং নিহিতং তৎ ত্রিদশাপগায়াং অন্তঃ সংক্রান্তম্। ততঃ অবগাহে সতি কৃত্তিকাসু (সংক্রান্তম্) ॥ ১২ ॥

তৎ অমোঘং (অব্যর্থং বীজং) গর্ভত্বম্ আপ্তম্, এতৎ তাভিঃ (কৃত্তিকাভিঃ) শরস্তম্বং অধি ন্যধায়ি (নিহিতম্)। তত্র (শরস্তম্বগুচ্ছে) অয়ং অভূতপূর্ব্বঃ অশেষচরাচরস্য মহোৎসবঃ বভূব (জাতঃ) ॥ ১৩ ॥

বঙ্গার্থ।—এই স্বর্গগঙ্গা, এই অনল এবং এই ষট্‌কৃত্তিকা ইঁহারা সকলেই 'আমার এই পুত্র, তোমার নয়' বলিয়া পরস্পরে লজ্জাশূন্য হইয়া কেন কলহ করিতেছেন ? ॥ ৭ ॥

হে ঈশ। ত্রিভুবনের শিরোরত্নভূত এই শিশুটি ইঁহাদের মধ্যে কাহার ? অথবা দেব, দৈত্য, গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ, উরগ ও রাক্ষস এই সকলের মধ্যে কাহার সন্তান, তাহা আপনি আমাকে বলুন ॥ ৮ ॥

কৌতূহলপরবশা হৃদয়-প্রেয়সীর এই কথা শুনিয়া চন্দ্রচূড় বিমল ঈষৎ হাস্যসহকারে নিবিড় আনন্দোদয় হেতু সুখের হেতুভূত (বক্ষ্যমান) বাক্য বলিতে লাগিলেন ॥ ৯ ॥

হে কল্যাণি! এই ত্রিলোকনন্দন বীর বীরজননী তোমারই পুত্র। দেবগণের কল্যাণকর, এই (পুত্ররূপ) সৃষ্টি তোমা ভিন্ন আর কাহার হইতে পারে ? ॥ ১০ ॥

হে দেবি! তুমিই জগতের মঙ্গলকারণ এই শিশুর সৃষ্টির নিদান। রত্নাকরেই রত্নের উৎপত্তি হয়, তুমিই এই যথার্থ বিচার করিয়া অবধারণ কর ॥ ১২ ॥

অতএব তুমি অবহিতচিত্তে ইহার বৃত্তান্ত শ্রবণ কর। আমি অগ্নিতে যে অমোঘ বীজ নিহিত করিয়াছিলাম, অগ্নিকর্ত্তৃক তাহা সুরধুনীতে সংক্রামিত হইয়াছিল। পরে ষট্‌কৃত্তিকা এই ভাগীরথীতে অবগাহন করিলে ঐ অমোঘ বীজ তাহাদের উদরে প্রবিষ্ট হইয়া গর্ভভাব প্রাপ্ত হয়। তদনন্তর তাহারা শরবনে ঐ গর্ভ নিক্ষেপ করে, পরে সেই গর্ভ হইতে চরাচর-জগতের মহোৎসব-স্বরূপ এই অভূতপূর্ব্ব সন্তান উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ১২-১৩ ॥

অশেষবিশ্বপ্রিয়দর্শনেন ধুর্য্যা ত্বমেতেন সুপুত্রিণীনাম্।
অলং বিলম্ব্যাচলরাজপুত্রি! সুপুত্রমুৎসঙ্গতলে নিধেহি॥ ১৪॥
অথেতি বাদিন্যমৃতাংশুমৌলৌ শৈলেন্দ্রপুত্রী রভসেন সদ্যঃ।
সান্দ্রপ্রমোদেন সুপীনগাত্রী ধাত্রী সমস্তস্য চরাচরস্য॥ ১৫॥
কিরীটবদ্ধাঞ্জলিভির্নভঃস্থৈর্নমস্কৃতা সম্বরনাকিলোকৈঃ।
বিমানতোঽবাতরদাত্মজং তং গ্রহীতুমুৎকণ্ঠিতমানসাভূৎ॥ ১৬॥
স্বর্গাপগাপাবককৃত্তিকাদীন্ কৃতাঞ্জলীনানমতোঽপি ভূয়ঃ।
হিত্বোৎসুকা তং সুতমাসসাদ পুত্রোৎসবে মাদ্যতি কো ন হর্ষাৎ॥ ১৭॥
প্রমোদবাষ্পাকুললোচনা সা ন তং দদর্শ ক্ষণমগ্রতোঽপি।
পরিস্পৃশন্তী করকুট্মলেন সুখান্তরং প্রাপ কিমপ্যপূর্ব্বম্॥ ১৮॥
সুবিস্ময়ানন্দবিকস্বরায়াঃ শিশুর্গলদ্বাষ্পতরঙ্গিতায়াঃ।
বিবৃদ্ধবাৎসল্যরসোত্তরায়া দেব্যা দৃশোর্গোচরতাং জগাম॥ ১৯॥

অন্বয়।—হে অচলরাজপুত্রি! ত্বম্ অশেষবিশ্বপ্রিয়দর্শনেন এতেন সুপুত্রিণীনাং ধুর্য্যা (ভবসি) বিলম্ব্য অলং, সুপুত্রং উৎসঙ্গতলে নিধেহি। ১৪॥

অথ অমৃতাংশুমৌলৌ ইতি বাদিনি (সতি) সমস্তস্য চরাচরস্য ধাত্রী সান্দ্রপ্রমোদেন সুপীনগাত্রী শৈলেন্দ্রপুত্রী রভসেন সদ্যঃ কিরীটবদ্ধাঞ্জলিভিঃ নভঃস্থৈঃ সম্বরনাকিলোকৈঃ (ত্বরাযুক্তদেবসমূহৈঃ) নমস্কৃতা (সতী) বিমানতঃ অবাতরৎ, তং আত্মজং গ্রহীতুং উৎকণ্ঠিতমানসা (চ) অভূৎ ॥ ১৫ ১৬॥

স্বর্গাপগাপাবককৃত্তিকাদীন্ কৃতাঞ্জলীন্ ভূয়ঃ আনমতঃ অপি হিত্বা উৎসুকা (পার্ব্বতী) তং সুতম্ আসসাদ, কা (রমণী) পুত্রোৎসবে হর্ষাৎ ন মাদ্যতি॥ ১৭॥

প্রমোদবাষ্পাকুললোচনা সা (পার্ব্বতী) অগ্রতঃ অপি তং (কুমারং) ক্ষণং ন দদর্শ, করকুট্মলেন পরিস্পৃশন্তী কিং অপি অপূর্ব্বং সুখান্তরং প্রাপ॥ ১৮॥

শিশুঃ সুবিস্ময়ানন্দবিকস্বরায়াঃ গলদ্বাষ্পতরঙ্গিতায়াঃ বিবৃদ্ধবাৎসল্যরসোত্তরায়াঃ দেব্যাঃ দৃশোঃ গোচরতাং জগাম॥ ১৯॥

বঙ্গার্থ।—হে নগেন্দ্রনন্দিনি! অখিল বিশ্বের প্রিয়দর্শন এই পুত্র দ্বারা তুমি সুপুত্রবতীগণের মধ্যে অগ্রগণ্যা হইয়াছ, অতএব আর বিলম্ব করিও না, স্বীয় পুত্রকে আপন ক্রোড়দেশে স্থাপন কর। ১৪।

চন্দ্রমৌলি মহাদেব এই কথা বলিলে সমস্ত চরাচর জগতের পালয়িত্রী, গাঢ় আনন্দভরে প্রফুল্লকলেবরা শৈলরাজদুহিতা পার্ব্বতী তৎক্ষণাৎ বেগে বিমান হইতে অবতরণ করিলেন। তখন অমরবৃন্দ ত্বরাযুক্ত হইয়া মস্তকে অঞ্জলিবন্ধনপূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিতে লাগিলেন। পার্ব্বতীও সেই আত্মজ শিশুকে গ্রহণ করিতে উৎকণ্ঠিতমনা হইলেন॥ ১৫-১৬॥

সুরধুনী, হুতাশন ও ষট্‌কৃত্তিকা প্রভৃতি কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণিপাত করিলেও তাঁহাদিগকে পরিত্যাগপূর্ব্বক উৎকণ্ঠিতা পার্ব্বতী সেই কুমারকে ক্রোড়ে লইলেন; যেহেতু পুত্রজন্মোৎসবে হর্ষহেতু কোন্ রমণী প্রমত্ত হইয়া না থাকে॥ ১৭॥

সেই শিশু পুরোভাগে অবস্থিত হইলেও পার্ব্বতী প্রমোদজনিত অশ্রুভরে আকুললোচনা হইয়া তাহাকে দেখিতে পাইলেন না, কিন্তু করযুগল দ্বারা স্পর্শ করিয়া কি এক অপূর্ব্ব সুখবিশেষ অনুভব করিলেন॥ ১৮॥

পার্ব্বতী যখন বিস্ময় ও অত্যন্ত হর্ষহেতু প্রফুল্ল হইলেন, আনন্দাশ্রুর প্রবাহ নয়নদ্বয় হইতে বিগলিত হইতে লাগিল এবং বাৎসল্যরস বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল, তখন শিশু তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইল॥ ১৯।

তমীক্ষমাণা ক্ষণমীক্ষণানাং সহস্রমাপ্তুং নিমিষেষমৈচ্ছৎ।
সা নন্দনালোকনমঙ্গলেষু ক্ষণং ক্ষণং তৃপ্যতি কস্য চেতঃ॥ ২০॥
বিনম্রদেবাসুরপৃষ্ঠগাভ্যামাদায় তং পাণিসরোরুহাভ্যাম্।
নবোদয়ং পার্ব্বণচন্দ্রচারুং গৌরী স্বমুৎসঙ্গতলং নিনায়॥ ২১॥
স্বমঙ্কমারোপ্য সুধানিধানমিবাত্মনো নন্দনমিন্দুবক্ত্রা।
তমেকমেবা জগদেকবীরং বভূব পূজ্যা ধুরি পুত্রীণীনাম্॥ ২২॥
নিসর্গবাৎসল্যরসৌঘসিক্তা সান্দ্রপ্রমোদামৃতপূরপূর্ণা।
তমেকপুত্রং জগদেকমাতাভ্যুৎসঙ্গিনং প্রস্রবিণী বভূব॥ ২৩॥
অশেষলোকত্রয়মাতুরস্যাঃ ষাণ্মাতুরঃ স্তন্যসুধামধ্যাসীৎ।
সুরস্রবন্ত্যা কিল কৃত্তিকাভির্মুহুর্মুহুঃ সস্পৃহমীক্ষ্যমাণঃ॥ ২৪॥
সুখাশ্রুপূর্ণেন মৃগাঙ্কমৌলেঃ কলত্রমেকেন মুখাম্বুজেন।
তস্যৈকনালোদগতপদ্মষট্‌কলক্ষ্মীং ক্রমাৎ ষড়্‌বদনীং চুচুম্ব॥ ২৫॥

অন্বয়।—ক্ষণং তং (সুতং) ঈক্ষমাণা সা (পার্ব্বতী) নিমিষেষং ঈক্ষণানং সহস্রম্ আপ্তুং ঐচ্ছৎ, (তথাহি)— কস্য চেতঃ নন্দনালোকনমঙ্গলেষু ক্ষণং ক্ষণং তৃপ্যতি (ন তৃপ্যতি ইতি ভাবঃ) ॥ ২০॥

গৌরী বিনম্রদেবাসুরপৃষ্ঠগাভ্যাং পাণিসরোরুহাভ্যাং নবোদয়ং পার্ব্বণচন্দ্রচারুং (পৌর্ণমাসীশশাঙ্কসদৃশপরমসুন্দর-রূপং) তং (কুমারং) আদায় স্বং উৎসঙ্গতলং নিনায় ॥২১॥

এষা ইন্দুবক্ত্রা জগদেকবীরং সুধানিধানং ইব আত্মনঃ স্বম্ একং নন্দনং স্বং অঙ্কম্ আরোপ্য পুত্রিণীনাং ধুরি পূজ্যা বভূব ॥ ২২॥

নিসর্গবাৎসল্যরসৌঘসিক্তা সান্দ্রপ্রমোদামৃতপূরপূর্ণা সতী) জগদেকমাতা উৎসঙ্গিনং তম্ একপুত্রম্ অভি অভিমুখং) প্রস্রবিণী (দুগ্ধধারাবর্ষিণী) বভূব ॥ ২৩॥

ষাণ্মাতুরঃ (কুমারঃ) সুরস্রবন্ত্যা কিল কৃত্তিকাভিঃ মুহুর্মুহুঃ সস্পৃহং ঈক্ষ্যমাণঃ অস্যাঃ অশেষলোকত্রয়মাতুঃ স্তন্যং অধ্যাসীৎ ॥ ২৪॥

মৃগাঙ্কমৌলেঃ কলত্রং সুখাশ্রুপূর্ণেন একেন মুখাম্বুজেন তস্য একনালোদগতপদ্মষট্‌কলক্ষ্মীং ষড়্‌বদনীং ক্রমাৎ চুচুম্ব ॥ ২৫॥

বঙ্গার্থ।—তিনি সেই শিশুকে ক্ষণকাল দর্শন করিয়া নিমেষশূন্য সহস্র নয়ন পাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। যেহেতু, নন্দন-দর্শনরূপ মঙ্গলকার্য্যে প্রতিক্ষণ দেখিয়াও কাহার চিত্ত পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে? ॥ ২০॥

যাহা প্রণত দেব ও অসুরগণের পৃষ্ঠদেশ স্পর্শ করে, পার্ব্বতী সেই কোমল করযুগল দ্বারা ধারণপূর্ব্বক নবোদিত পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় পরমসুন্দর সেই কুমারকে স্বীয় ক্রোড়দেশে গ্রহণ করিলেন ॥ ২১॥

সেই চন্দ্রবদনা পার্ব্বতী সুধার আধারস্বরূপ স্বীয় নন্দনকে নিজ ক্রোড়ে লইয়া পুত্রবতী রমণীগণের অগ্র-পূজ্যা হইলেন ॥ ২২॥

স্বাভাবিক বাৎসল্যরসে অভিষিক্তা এবং প্রগাঢ় আনন্দরসে পরিপ্লুতা হইয়া জগতের একমাত্র জননী পার্ব্বতী সম্মুখে গিয়া কুমারকে ক্রোড়ে লইলে তাঁহার স্তন হইতে দুগ্ধধারা ক্ষরিত হইতে লাগিল ॥ ২৩॥

সুরধুনী ও ষট্‌কৃত্তিকারা পুনঃপুনঃ সস্পৃহলোচনে দেখিতে থাকিলেও সেই ষাণ্মাতুর ষড়ানন, অখিল-লোকমাতা পার্ব্বতীর স্তন্যপান করিতে লাগিলেন ॥ ২৪॥

শশাঙ্কশেখরের সীমন্তিনী পার্ব্বতী, আনন্দাশ্রুপূর্ণ এক মুখ দ্বারা সেই কুমারের, একটি নালের উপরিস্থিত ছয়টি পদ্মের ন্যায় শোভমান ছয়টি মুখ ক্রমে ক্রমে চুম্বন করিতে লাগিলেন ॥ ২৫॥

হৈমী ফলং হেমগিরের্লতেব বিকস্বরং নাকনদীব পদ্মম্।
পূর্ব্বেব দিঙ্ নূতনমিন্দুমাভাৎ তং পার্ব্বতী নন্দনমাদধানা ॥ ২৬ ॥
প্রীতাত্মনা সা প্রযতেন দত্তহস্তাবলম্বা শশিশেখরেণ।
কুমারমুৎসঙ্গতলে দধানা বিমানমভ্রংলিহমারুরোহ ॥ ২৭ ॥
মহেশ্বরোঽপি প্রমদপ্ররূঢ়রোমোদ্গমো ভূধরনন্দনায়াঃ।
অঙ্কাত্তুপাদত্ত তমঙ্কতঃ সা তদঙ্কতঃ সোঽপ্যাত্মজবৎসলত্বাৎ ॥ ২৮ ॥
দত্ত্বানয়া নেত্রসুধৈকপাত্রং পুত্রং পবিত্রং সুতয়া তথাত্রেঃ।
সংশ্লিষ্যমাণঃ শশিখণ্ডধারী বিমানবেগেন গৃহান্ জগাম ॥ ২৯ ॥
অধিষ্ঠিতঃ স্ফাটিকশৈলশৃঙ্গে তুঙ্গে নিজং ধাম নিকামরম্যম্।
মহোৎসবায় প্রমথপ্রমুখ্যান্ পৃথূন্ গণান্ শম্ভুরথাদিদেশ ॥ ৩০ ॥
পৃথুপ্রমোদঃ প্রগুণো গণানাং গণঃ সমগ্রো বৃষবাহনস্য।
গিরীন্দ্রপুত্র্যাস্তনয়স্য জন্মন্যথোৎসবং সংববৃতে বিধাতুম্ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়।—হেমগিরেঃ (সুমেরোঃ) হৈমী লতা ফলম্ ইব, নাকনদী (সুরধুনী) বিকস্বরং (সুবিকসিতং) পদ্মম্ ইব, পূর্ব্বা দিক্ নূতনম্ ইন্দুম্ ইব পার্ব্বতী তং নন্দনম্ আদধানা আভাৎ ॥ ২৬ ॥

প্রীতাত্মনা প্রযতেন শশিশেখরেণ দত্তহস্তাবলম্বা সা (পার্ব্বতী) কুমারম্ উৎসঙ্গতলে দধানা (সতী) অভ্রংলিহং বিমানং আরুরোহ ॥ ২৭ ॥

মহেশ্বরঃ অপি প্রমদপ্ররূঢ়রোমোদ্গমঃ (সন্) আত্মজবৎসলত্বাৎ ভূধরনন্দনায়াঃ অঙ্কাৎ (পুত্রং উপাদত্ত) সা (পার্ব্বতী) তদঙ্কতঃ, (পুনঃ) সঃ (হরঃ) অপি তস্যাঃ (অঙ্কাৎ) তু (উপাদত্ত) ॥ ২৮ ॥

শশিখণ্ডধারী অনয়া তথা অত্রেঃ সুতয়া নেত্রসুধৈকপাত্রং পবিত্রং পুত্রং দত্ত্বা সংশ্লিষ্যমাণঃ (সন্) বিমানবেগেন গৃহান্ জগাম ॥ ২৯ ॥

অথ শম্ভুঃ তুঙ্গে স্ফটিকশৈলশৃঙ্গে নিকামরম্যং নিজং ধাম অধিষ্ঠিতঃ (সন্) মহোৎসবায় প্রমথপ্রমুখ্যান্ পৃথূন্ (বিপুলান্) গণান্ আদিদেশ ॥ ৩০ ॥

অথ বৃষবাহনস্য প্রগুণঃ সমগ্রঃ গণানাং গণঃ পৃথুপ্রমোদঃ (সন্) গিরীন্দ্রপুত্র্যাঃ তনয়স্য জন্মনি উৎসবং বিধাতুং সংববৃতে ॥ ৩১ ॥

বঙ্গার্থ।—হেমগিরির হেমলতা হৈমফল, স্বর্গনদী পদ্ম এবং পূর্ব্বদিক্ নবচন্দ্র ধারণ করিয়া যেরূপ শোভা পান, পার্ব্বতীও কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া সেইরূপ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ২৬ ॥

শশিশেখর প্রীতমনে সাবধানে হস্তাবলম্বন প্রদান করিলে কুমারকে ক্রোড়ে লইয়া পার্ব্বতী গগনস্পর্শী বিমানে আরোহণ করিলেন ॥ ২৭ ॥

মহেশ্বরও আনন্দভরে রোমাঞ্চিত হইয়া সুকুমার আত্মজের প্রতি বাৎসল্য হেতু ভূধরনন্দিনীর অঙ্ক হইতে সেই কুমারকে গ্রহণ করিলেন, পার্ব্বতীও আবার তাঁহার অঙ্ক হইতে নিজ অঙ্কে লইলেন, পুনরায় মহেশ্বরও গৌরীর ক্রোড় হইতে গ্রহণ করিলেন ॥ ২৮ ॥

পরে অত্রিসুতা, প্রীতিসুধার একমাত্র পাত্র সেই পবিত্র পুত্রকে পতি-ক্রোড়ে প্রদান করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলে, তখন শশিশেখর বেগশালী বিমানযোগে গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন ॥ ২৯ ॥

অনন্তর মহাদেব অত্যুচ্চ স্ফটিকশৈলশিরঃস্থিত সুমনোহর নিজধামে অধিষ্ঠিত থাকিয়া নিজ বহুতর প্রমথ প্রভৃতি গণ সকলকে মহোৎসব করিবার নিমিত্ত আদেশ প্রদান করিলেন ॥ ৩০ ॥

অনন্তর মহাদেবের নৃত্যগীতাদিনিপুণ সমগ্র প্রমথাদি গণ বিপুল আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া গিরীন্দ্রপুত্রীর তনয়জন্মে জন্ম-মহোৎসব করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩১ ॥

স্ফুরন্মরীচিচ্ছুরিতাম্বরাণি সন্তানশাখিপ্রসবাঞ্চিতানি।
উচ্চিক্ষিপুঃ কাঞ্চনতোরণানি গণা বরাণি স্ফটিকালয়েষু ॥ ৩২ ॥
দিক্ষু প্রসর্পংস্তদধীশ্বরাণামথামরাণামিব মধ্যলোকে।
মহোৎসবং শংসিতুমাহতোঽঙ্গৈর্দধ্বান ধীরঃ পটহঃ পটীয়ান্ ॥ ৩৩ ॥
মহোৎসবে তত্র সমাগতানাং গন্ধর্ববিদ্যাধরসুন্দরীণাম্।
সম্ভাবিতানাং গিরিরাজপুত্র্যা গৃহেঽভবন্মঙ্গলগীতকানি ॥ ৩৪ ॥
সুমঙ্গলোপায়নপাত্রহস্তাস্তং মাতরো মাতৃবদভ্যুপেতাঃ।
নিধায় দূর্বাক্ষতকানি মূর্দ্ধ্নি নিন্যুঃ স্বমঙ্কং গিরিজাতনুজম্ ॥ ৩৫ ॥
ধ্বনৎসু তূর্য্যেষু সুমন্দ্রমন্দ্যালিঙ্গ্যোর্দ্ধকেষপ্সরসো রসেন।
সুগন্ধিবন্ধং ননৃতুঃ সুবৃত্তগীতানুগং ভাবরসানুবিদ্ধম্ ॥ ৩৬ ॥
বাতা ববুঃ সৌখ্যকরাঃ প্রসেদুরাশা বিধূমো হুতভুগ্ দিদীপে।
জলান্যভূবন্ বিমলানি তত্রোৎসবেঽন্তরিক্ষং প্রসসাদ সদ্যঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়।—গণাঃ স্ফটিকালয়েষু স্ফুরন্মরীচিচ্ছুরিতাম্বরাণি সন্তানশাখিপ্রসবাঞ্চিতানি বরাণি কাঞ্চনতোরণানি উচ্চিক্ষিপুঃ ॥ ৩২ ॥

অথ দিক্ষু প্রসর্পন্ তদধীশ্বরাণাং অমরাণাং পটীয়ান্ (পাটবগুণসমন্বিতঃ) ধীরঃ পটহঃ অঙ্গৈঃ আহতঃ (সন্) মধ্যলোকে মহোৎসবং শংসিতুং ইব দধ্বান (ধ্বনিং চকার) ॥ ৩৩ ॥

তত্র মহোৎসবে গৃহে সমাগতানাং (অতএব) গিরিরাজপুত্র্যা সম্ভাবিতানাং গন্ধর্ববিদ্যাধরসুন্দরীণাং মঙ্গলগীতকানি অভবন্ ॥ ৩৪ ॥

সুমঙ্গলোপায়নপাত্রহস্তাঃ অভ্যুপেতাঃ মাতরঃ (বালস্য) মূর্দ্ধ্নি দূর্বাক্ষতকানি নিধায় তং মাতৃবৎ গিরিজাতনুজং স্বং অঙ্কং নিন্যুঃ ॥ ৩৫ ॥

আলিঙ্গ্যোর্দ্ধকেষু তূর্য্যেষু সুমন্দ্রং ধ্বনৎসু (সৎসু) অপ্সরসঃ রসেন সুগন্ধি-বন্ধং সুবৃত্তগীতানুগং ভাবরসানুবিদ্ধং ননৃতুঃ ॥ ৩৬ ॥

তত্র উৎসবে সৌখ্যকরাঃ বাতাঃ ববুঃ, আশাঃ প্রসেদুঃ, বিধূমঃ হুতভুক্ দিদীপে, জলানি বিমলানি অভূবন্, অন্তরিক্ষং সদ্যঃ প্রসসাদ ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গার্থ।—প্রমথগণ স্ফটিকনির্ম্মিত আলয়সমূহে বহু স্বর্ণময় তোরণ নির্ম্মাণ করিল; তাহাদের প্রভায় আকাশমণ্ডল উদ্ভাসিত হইল এবং সন্তানকুসুমের মালা দিয়া ঐ সকল শ্রেষ্ঠ তোরণ শোভিত হইল। ৩২ ॥

অনন্তর সকল দিকে দিগীশ্বরদিগের পটুতর গভীর ধ্বনিপূর্ণ পটহ দেববাদক দ্বারা তাড়িত হইল, বোধ হইল যেন, এই উৎসবের কথা পৃথিবীতলে ঘোষণা করিবার জন্যই উহা বাদিত হইতেছে। ৩৩ ॥

সেই মহোৎসব দর্শনার্থ গন্ধর্ব্ব ও বিদ্যাধররমণীগণ পার্ব্বতীর গৃহে উপস্থিত হইলেন, তাঁহারা পার্ব্বতী কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া মঙ্গলগান করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৩৪ ॥

মাতৃগণ সুমঙ্গল উপায়নদ্রব্য হস্তে করিয়া শৈলনন্দিনীর গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং গিরিরাজতনয়ের মস্তকে দূর্ব্বাক্ষত প্রদান করিয়া মাতার ন্যায় তাঁহাকে নিজ নিজ ক্রোড়দেশে গ্রহণ করিলেন ॥ ৩৫ ॥

অপ্সরোগণ কৌতুকরসে নিমগ্ন হইয়া, অন্ত্য, আলিঙ্গ্য, ও ঊর্দ্ধক-নামক বাদ্যবিশেষ বাদিত হইতে থাকিলে, বীণাধ্বনি সহকারে ভাবরসানুগত স্বরসংযোগাদি-সংযুক্ত সুরচিত গীতসহকারে নৃত্য আরম্ভ করিল। ৩৬।

সেই মহোৎসবসময়ে সুখকর বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল, দিক্‌সকল প্রসন্ন হইল, বহ্নি ধূমশূন্য হইয়া দীপ্তিমান্ হইতে লাগিল, জলসমূহ নির্ম্মল হইল এবং অন্তরীক্ষ তৎক্ষণাৎ প্রসন্নভাব ধারণ করিল। ৩৭।

গম্ভীরশঙ্খধ্বনিমিশ্রমুচ্চৈর্গৃহোদ্ভবা দুন্দুভয়ঃ প্রণেদুঃ।
দিবৌকসাং ব্যোম্নি বিমানসঙ্ঘা বিমুচ্য পুষ্পপ্রচয়ান্ প্রসস্রুঃ ॥ ৩৮ ॥
ইত্থং মহেশাদ্রিসুতাসুতস্য জন্মোৎসবঃ সম্মদয়াঞ্চকার।
চরাচরং বিশ্বমশেষমেতৎ পরং চকম্পে কিল তারকশ্রীঃ ॥ ৩৯ ॥
ততঃ কুমারঃ সুমুদাং নিদানৈঃ স বাললীলাচরিতৈর্বিচিত্রৈঃ।
গিরীশগৌর্য্যোর্হৃদয়ং জহার মুদে ন হন্তা কিমু বালকেলিঃ ॥ ৪০ ॥
মহেশ্বরঃ শৈলসুতা চ হর্ষাৎ সতর্ষমেকেন মুখেন গাঢ়ম্।
অজাতদন্তানি মুখানি সূনোর্মনোহরাণি ক্রমতশ্চুচুম্ব ॥ ৪১ ॥
ক্বচিৎ স্খলদ্ভিঃ ক্বচিদস্খলদ্ভিঃ ক্বচিৎ প্রকম্পৈঃ ক্বচিদপ্রকম্পৈঃ।
বালঃ স লীলাচলনপ্রয়োগৈস্তয়োর্মুদং বর্দ্ধয়তি স্ম পিত্রোঃ ॥ ৪২ ॥
অহেতুহাসচ্ছুরিতাননেন্দুর্গৃহাঙ্গনক্রীড়নধূলিধূম্রঃ।
মুহুর্বদন কিঞ্চিদলক্ষিতার্থং মুদং তয়োরঙ্কগতস্ততান ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়।—গৃহোদ্ভবাঃ দুন্দুভয়ঃ গম্ভীরশঙ্খধ্বনিমিশ্রম্ উচ্চৈঃ প্রণেদুঃ, ব্যোম্নি দিবৌকসাং বিমানসঙ্ঘাঃ পুষ্পপ্রচয়ান্ বিমুচ্য প্রসস্রুঃ ॥ ৩৮ ॥

মহেশাদ্রিসুতাসুতস্য জন্মোৎসবঃ ইত্থং চরাচরম্ অশেষং এতৎ বিশ্বং সম্মদয়াঞ্চকার। পরং তারকশ্রীঃ চকম্পে কিল ॥ ৩৯ ॥

ততঃ সঃ কুমারঃ সুমুদাং নিদানৈঃ বিচিত্রৈঃ বাললীলা-চরিতৈঃ গিরিশগৌর্য্যোঃ হৃদয়ং জহার। (তথাহি)—হন্তা বালকেলিঃ কিমু মুদে ন ॥ ৪০ ॥

মহেশ্বরঃ শৈলসুতা চ হর্ষাৎ একেন মুখেন সতর্ষং গাঢ়ং সূনোঃ অজাতদন্তানি মনোহরাণি মুখানি ক্রমশঃ চুচুম্ব ॥ ৪১ ॥

সঃ বালঃ ক্বচিৎ স্খলদ্ভিঃ ক্বচিৎ অস্খলদ্ভিঃ ক্বচিৎ প্রকম্পৈঃ ক্বচিৎ অপ্রকম্পৈঃ লীলাচলনপ্রয়োগৈঃ তয়োঃ পিত্রোঃ (জনকজননোোঃ—হর-পার্ব্বত্যোঃ) মুদং বর্দ্ধয়তি স্ম ॥ ৪২ ॥

গৃহাঙ্গনক্রীড়নধূলিধূম্রঃ অঙ্কগতঃ (স বালঃ) অহেতুহাস-চ্ছুরিতাননেন্দুঃ (তথা) মুহুঃ অলক্ষিতার্থং কিঞ্চিৎ বদন্ (সন্) তয়োঃ (পার্ব্বতীমহেশ্বরয়োঃ) মুদং ততান ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গার্থ।—তখন ধনিক-গৃহে বাদ্যমান দুন্দুভি সকল গম্ভীর শঙ্খধ্বনির সহিত মিশ্রিত হইয়া উচ্চরবে ধ্বনিত হইল এবং গগনে দেবতাগণের বিমানসকল পুষ্পরাশি বিকীর্ণ করিয়া ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ৩৮ ॥

এইরূপে হরপার্ব্বতীর পুত্র-জন্মোৎসব অখিল চরাচর এই জগৎকে উন্মত্ত করিয়া তুলিল; পরন্তু কেবল তারকাসুরের ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মী কম্পিত হইতে লাগিলেন ॥ ৩৯ ॥

তদনন্তর কুমার আনন্দের আদিকারণ, বিচিত্র স্বীয় বাল্যলীলাচরিত দ্বারা গিরিশ ও গিরিজার মনোহরণ করিলেন। বস্তুতঃ বালকের ক্রীড়া কাহার না আনন্দবিধান করিয়া থাকে? ॥ ৪০ ॥

মহেশ ও পার্ব্বতী হর্ষভরে এক এক মুখ দ্বারা গাঢ়রূপে পুত্রের অজাতদন্ত মনোহর ছয়টি মুখে ক্রমে ক্রমে চুম্বন করিতে লাগিলেন ॥ ৪১ ॥

সেই শিশু কোথাও স্খলিত, কোথাও অস্খলিত, কোথাও কম্পিত এবং কোথাও অকম্পিত লীলাগতি দ্বারা মাতা-পিতার আনন্দ-বর্দ্ধন করিতে লাগিলেন ॥ ৪২ ॥

গৃহাঙ্গনে ক্রীড়া করিতে করিতে ধূলি দ্বারা ধূম্রবর্ণ সেই শিশু, নিষ্কারণ হাস্যচ্ছটায় স্বীয় মুখচন্দ্র পরিব্যাপ্ত করিয়া মুহুর্মুহুঃ অর্দ্ধস্ফুট কিঞ্চিৎ বাক্য বলিতে বলিতে মাতাপিতার ক্রোড়ে যাইয়া, তাঁহাদের আনন্দবর্দ্ধন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৩ ॥

শৃঙ্গন্ বিষাণে হরবাহনস্য স্পৃশন্নুমাকেশরিণং সলীলম্।
স ভূজগিনঃ সূক্ষ্মতরং শিখাগ্রং কর্ষন্ বভূব প্রমদায় পিত্রোঃ ॥ ৪৪ ॥

একো নব দ্বৌ দশ পঞ্চ সপ্তেত্যজীগণন্নাত্মমুখং প্রসার্য্য।
মহেশকণ্ঠোরগদন্তপঙ্‌ক্তিং তদঙ্কগঃ শৈশবমৌগ্ধ্যমৈশিঃ ॥ ৪৫ ॥

কপর্দ্দিকণ্ঠান্তকপালদাম্নোঽঙ্গুলিং প্রবেশ্যাননকোটরেষু।
দন্তাঙ্কুপাতুং রভসী বভূব মুক্তাফলভ্রান্তিযুতঃ কুমারঃ ॥ ৪৬ ॥

শম্ভোঃ শিরোঽন্তঃসরিতস্তরঙ্গান্ বিগাহ্য গাঢ়ং শিশিরান্ রসেন।
স জাতজাড্যং নিজপাণিপদ্মমতাপয়দ্ ভালবিলোচনাগ্নৌ ॥ ৪৭ ॥

কিঞ্চিং কলং ভঙ্গুরকন্ধরস্য নমজ্জটাজুটধরস্য শম্ভোঃ।
প্রলম্বমানং কিল কৌতুকেন চিরং চুচুম্বে মুকুটেন্দুখণ্ডম্ ॥ ৪৮ ॥

ইত্থং শিশোঃ শৈশবকেলিবৃত্তৈর্মনোঽভিরামৈর্গিরিজাগিরীশৌ।
মনোবিনোদৈকরসপ্রসক্তৌ দিবানিশং নাবিদতাং কদাচিৎ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়।—সঃ (কুমারঃ) হরবাহনস্য (বৃষস্য) বিষাণে গৃহ্নন্ উমাকেশরিণং সলীলং স্পৃশন্, ভুজগিনঃ সূক্ষ্মতরং শিখাগ্রং কর্ষন্ পিত্রোঃ প্রমদায় বভূব ॥ ৪৪ ॥

তদঙ্কগঃ (মহাদেবক্রোড়গতঃ) ঐশিঃ (কার্ত্তিকেয়ঃ) শৈশবমৌগ্ধ্যং আত্মমুখং প্রসার্য্য একঃ নব দ্বৌ দশ পঞ্চ সপ্ত ইতি মহেশকণ্ঠোরগদন্তপংক্তিম্ অজীগণৎ ॥ ৪৫ ॥

কুমারঃ কপর্দ্দিকণ্ঠান্তকপালদাম্নঃ আননকোটরেষু অঙ্গুলিং প্রবেশ্য মুক্তাফলভ্রান্তিযুতঃ (সন্) দন্তান্ উপাত্তুং রভসী বভূব ॥ ৪৬ ॥

সঃ (কুমারঃ) শম্ভোঃ শিরোঽন্তঃসরিতঃ শিশিরান্ তরঙ্গান্ রসেন গাঢ়ং বিগাহ্য জাতজাড্যং নিজপাণিপদ্মং ভালবিলোচনাগ্নৌ অতাপয়ৎ ॥ ৪৭ ॥

কিঞ্চিৎ কলং ভঙ্গুরকন্ধরস্য নমজ্জটাজুটধরস্য শম্ভোঃ প্রলম্বমানং মুকুটেন্দুখণ্ডং কৌতুকেন চিরং চুচুম্বে কিল ॥ ৪৮ ॥ গিরিজাগিরীশৌ ইত্থং শিশোঃ মনোঽভিরামৈঃ শৈশবকেলিবৃত্তৈঃ মনোবিনোদৈকরসপ্রসক্তৌ (সন্তৌ) দিবানিশং কদাচিৎ ন অবিদতাম্ ॥ ৪৯ ॥

বঙ্গার্থ।—সেই বালক কখন হরবাহন বৃষের শৃঙ্গদ্বয় ধারণ, কখনও গিরিজার বাহন সিংহকে অনায়াসে স্পর্শ এবং কখনও ভুজঙ্গীর সূক্ষ্মতর শিখাগ্র আকর্ষণপূর্ব্বক মাতা পিতার সন্তোষসাধন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৪ ॥

মহেশনন্দন কখনও পিতার ক্রোড়ে গিয়া বালস্বভাব-সুলভ সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতে করিতে তদীয় কণ্ঠস্থিত ভুজঙ্গগণের দংশনপঙ্‌ক্তি এক, নয়, দুই, দশ, পাঁচ, সাত এইরূপে গণনা করিতেন ॥ ৪৫ ॥

কখনও সেই কুমার শিবের কণ্ঠস্থ নৃকপালমালার মুখকোটরমধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া মুক্তাফলভ্রমে দন্তসকল গ্রহণ করিতে তৎপর হইতেন ॥ ৪৬ ॥

সেই শিশু কখনও হর্ষভরে শম্ভুর শিরঃস্থিত তরঙ্গিণীর শীতল জলে নিজ অঙ্গ গাঢ় নিমগ্ন করিয়া, শীতল হইলে আপনার করযুগল পিতার ললাটলোচনের অগ্নিতে উষ্ণ করিয়া লইতেন ॥ ৪৭ ॥

কখন কুমার কৌতুকবশে জটাজুটধারী শম্ভুর মুকুটস্থিত প্রলম্বমান শশিখণ্ড নিজ কণ্ঠ বক্র করিয়া চুক্-চুক্ ধ্বনি সহকারে অনেকক্ষণ ধরিয়া চুম্বন করিতেন ॥ ৪৮ ॥

এইরূপে শিশুর মনোহর বাল্যলীলাব্যাপার দ্বারা হর-পার্ব্বতীর চিত্ত আনন্দরসে অভিষিক্ত হইল; দিনরাত্রি কি ভাবে অতীত হইল, সে জ্ঞান তাঁহাদের ছিল না ॥ ৪৯ ॥

ইতি বহুবিধং বালক্রীড়াবিচিত্রবিচেষ্টিতং ললিতললিতং সাম্রানন্দং মনোহরমাচরন্।
অলভত পরাং বুদ্ধিং ষষ্ঠে দিনে নবযৌবনং স কিল সকলং শাস্ত্রং শস্ত্রং বিবেদ বিভুর্যয়া ॥ ৫০ ॥

ইতি একাদশঃ সর্গঃ।

অন্বয়।—ইতি বহুবিধং ললিতললিতং সান্দ্রানন্দং (প্রগাঢ়াহ্লাদজনকং) মনোহরং বালক্রীড়াবিচিত্রবিচেষ্টিতম্ আচরন্ বিভুঃ স (সুতঃ) ষষ্ঠে দিনে পরাং বুদ্ধিং নবযৌবনং চ অলভত, যয়া (বুদ্ধ্যা) সকলং শাস্ত্রং শস্ত্রং বিবেদ কিল ॥ ৫০ ॥

বঙ্গার্থ।—এইরূপে বহুবিধ মনোরম আনন্দজনক বাল্যক্রীড়ার বিচিত্র চরিত প্রদর্শনপূর্ব্বক সেই কার্ত্তিক কুমার ছয়দিনে উৎকৃষ্ট বুদ্ধি ও নবযৌবন প্রাপ্ত হইলেন। ঐ বুদ্ধিবলেই তিনি সকল শাস্ত্র ও শস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করিলেন ॥ ৫০ ॥

ইতি একাদশ সর্গ

দ্বাদশঃ সর্গঃ

অথ প্রপেদে ত্রিদশৈরশেষৈঃ ক্রূরাসুরোপপ্লবদুঃখিতাত্মা।
পুলোমপুত্রীদয়িতোঽন্ধকারিং পত্রীব তৃষ্ণাতুরিতঃ পয়োদম্॥ ১॥
দৃপ্তারিসন্ত্রাসখিলীকৃতাৎ স কথঞ্চিদম্ভোদবিহারমার্গাৎ।
অবাততারাভি গিরিং গিরীশগৌরীপদন্যাসবিশুদ্ধমিন্দ্রঃ॥ ২॥
সংক্রন্দনঃ স্যন্দনতোঽবতীর্য্য মেঘাত্মনো মাতলিদত্তহস্তঃ।
পিনাকিনোঽথালয়মুচ্চচাল শুচৌ পিপাসাকুলিতো যথাম্ভঃ॥ ৩॥
ইতস্ততোঽপি প্রতিবিম্বভাজং বিলোকমানঃ স্ফটিকাদ্রিভূমৌ।
আত্মানমপ্যেকমনেকধা স ব্রজন্ বিভোরাস্পদমাসসাদ॥ ৪॥
বিচিত্রচঞ্চন্মণিভক্তিসঙ্গং সৌবর্ণদণ্ডং দধতাতিচণ্ডম্।
স নন্দিনাধিষ্ঠিতমধ্যতিষ্ঠৎ সৌধাঙ্গনদ্বারমনঙ্গশত্রোঃ॥ ৫॥

অন্বয়।—অথ (কার্ত্তিকেয়স্য বিদ্যাশিক্ষানন্তরং পুলোমপুত্রীদয়িতঃ (ইন্দ্রঃ) ক্রূরাসুরোপপ্লবদুঃখিতাত্মা তথা তৃষ্ণাতুরিতঃ (তৃষ্ণার্ত্তঃ) (সন্) অশেষৈঃ ত্রিদশৈঃ (সহ) পত্রী (পক্ষী—চাতকঃ) পয়োদম্ ইব অন্ধকারিং প্রপেদে॥ ১॥

সঃ ইন্দ্রঃ দৃপ্তারিসন্ত্রাসখিলীকৃতাৎ, অম্ভোদবিহারমার্গাৎ কথঞ্চিৎ গিরীশগৌরীপদন্যাসবিশুদ্ধং গিরিং অভি অবততার॥ ২॥

অথ সংক্রন্দনঃ মাতলিদত্তহস্তঃ (সন্) মেঘাত্মনঃ স্যন্দনতঃ অবতীর্য্য শুচৌ পিপাসাকুলিতঃ যথা অম্ভঃ পিনাকিনঃ আলয়ং উচ্চচাল॥ ৩॥

সঃ (ইন্দ্রঃ) স্ফটিকাদ্রিভূমৌ ইতস্ততঃ ব্রজন্ (অতএব) প্রতিবিম্বভাজম্ অপি একম্ আত্মানং অনেকধা বিলোকমানঃ (সন্) বিভোঃ আস্পদং আসসাদ॥ ৪॥

সঃ (ইন্দ্রঃ) বিচিত্রচঞ্চন্মণিভক্তিসঙ্গং অতিচণ্ডং সৌবর্ণদণ্ডং দধতা নন্দিনা অধিষ্ঠিতং অনঙ্গশত্রোঃ (মহাদেবস্য) সৌধাঙ্গনদ্বারম্ অধ্যতিষ্ঠৎ॥ ৫॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর ক্রূরাত্মা অসুর (তারক) কর্ত্তৃক উপদ্রুত, সুতরাং অতিশয় দুঃখিতচিত্ত হইয়া শচীপতি সমস্ত দেবগণের সহিত, তৃষ্ণাতুর চাতক যেমন পয়োধরের নিকট গমন করিয়া জল প্রার্থনা করে, সেইরূপ অন্ধকরিপুর সন্নিধানে গমন করিলেন॥ ১॥

অতিশয় গর্ব্বিত অসুরের ত্রাসে গগনপথ রুদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি ইন্দ্র কষ্টের সহিত অলক্ষিতভাবে (সেই পথ দিয়া) হরগৌরীর পদবিন্যাসে পবিত্র কৈলাসগিরিতে অবতীর্ণ হইলেন॥ ২॥

ইন্দ্র, মেঘাত্মক-বিমান হইতে মাতলির হস্তাবলম্বনপূর্ব্বক অবতীর্ণ হইয়া গ্রীষ্মকালে তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির জলপ্রবাহ সন্নিধানে গমনের ন্যায়, পিনাকপাণির আলয়াভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন॥ ৩॥

তিনি একাকী গমন করিলেও স্ফটিকভিত্তিসমূহে প্রতিবিম্বিত বহুতর নিজ দেহ দর্শন করিতে করিতে প্রভুর আলয় প্রাপ্ত হইলেন॥ ৪॥

সুরপতি, বিচিত্র মণিখণ্ডসমূহ দ্বারা বিরচিত শঙ্করের সৌধাঙ্গনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। অতিপ্রচণ্ড স্বর্ণ-দণ্ডধারী নন্দী সেই স্থানে দণ্ডায়মান ছিলেন॥ ৫॥

ততঃ স কক্ষাহিতহেমদণ্ডো নন্দী সুরেন্দ্রং প্রতিপদ্য সদ্যঃ।
প্রতোষয়ামাস সুগৌরবেণ গত্বা শশংস স্বয়মীশ্বরস্য ॥ ৬ ॥
ভ্রূসংজ্ঞয়ানেন কৃতাভ্যনুজ্ঞঃ সুরেশ্বরং তং জগদীশ্বরেণ।
প্রবেশয়ামাস সুরৈঃ পুরোগঃ সমং ন নন্দী সদনং সদস্য ॥ ৭ ॥
স চণ্ডিভৃঙ্গিপ্রমুখৈর্গরিষ্ঠৈর্গণৈরনেকৈর্বিবিধস্বরূপৈঃ।
অধিষ্ঠিতং সংসদি রত্নময্যাং সহস্রনেত্রঃ শিবমালুলোকে ॥ ৮ ॥
কপর্দমুদ্বদ্ধমহীনমূর্দ্ধরত্নাংশুভির্ভাস্বরমূলসন্ধিঃ।
দধানমুচ্চৈস্তরমিদ্ধধাতোঃ সুমেরুশৃঙ্গস্য সমত্বমাপ্তম্ ॥ ৯ ॥
বিভ্রাণমুত্তুঙ্গতরঙ্গমালাং গঙ্গাং জটাজুটতটং ভজন্তীম্।
গৌরীং তদুৎসঙ্গজুষং হসন্তীমিব স্বফেনৈঃ শরদভ্রশুভ্রৈঃ ॥ ১০ ॥
গঙ্গাতরঙ্গপ্রতিবিম্বিতৈঃ স্বৈর্বহূভবন্তং শিরসা সুধাংশুম্।
চলন্মরীচিপ্রচয়ৈস্তুষারগৌরৈর্হিমদ্দ্যোতিতমুদ্বহন্তম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়।—ততঃ সঃ নন্দী সুরেন্দ্রং প্রতিপদ্য সদ্যঃ কক্ষাহিতহেমদণ্ডঃ (সন্) সুগৌরবেণ প্রতোষয়ামাস, (এবঞ্চ) স্বয়ং গত্বা ঈশ্বরস্য (মহাদেবস্য) শশংস ॥ ৬ ॥

অনেন জগদীশ্বরেণ ভ্রূসংজ্ঞয়া কৃতাভ্যনুজ্ঞঃ সঃ নন্দী পুরোগঃ (অগ্রগামী সন্) তং সুরেশ্বরং সুরৈঃ সমং অস্য (মহাদেবস্য) সৎ (শোভনং) সদনং প্রবেশয়ামাস ॥ ৭ ॥

সঃ সহস্রনেত্রঃ রত্নময্যাং সংসদি চণ্ডিভৃঙ্গিপ্রমুখৈঃ গরিষ্ঠৈঃ অনেকৈঃ বিবিধস্বরূপৈঃ গণৈঃ অধিষ্ঠিতং শিবম্ আলুলোকে ॥ ৮ ॥

উরগসন্ধিঃ অহীনমূর্দ্ধরত্নাংশুভিঃ ভাস্বরং (তথা) উদ্বদ্ধং (ঊর্দ্ধবেষ্টনং) কপর্দ্দং দধানং উচ্চৈস্তরম্ ইদ্ধধাতোঃ সুমেরু-শৃঙ্গস্য সমত্বং আপ্তম্ ॥ ৯ ॥

উত্তুঙ্গতরঙ্গমালাং, (তথা) জটাজুটতটং ভজন্তীং, (তথা) শরদভ্রশুভ্রৈঃ স্বফেনৈঃ তদুৎসঙ্গজুষং গৌরীং হসন্তীম্ ইব গঙ্গাং বিভ্রাণম্ ॥ ১০ ॥

গঙ্গাতরঙ্গপ্রতিবিম্বিতৈঃ স্বৈঃ (স্বাবয়বসমূহৈঃ) বহু-ভবন্তঃ (অনেকধা) সম্পদ্যমানং সুধাংশুং শিরসা উদ্বহন্তম্ (অতএব) তুষারগৌরৈঃ (তথা) চলন্মরীচিপ্রচয়ৈঃ হিম-দ্যোতিতম্ ॥ ১১ ॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর নন্দী সহসা দেবরাজকে দর্শন করিয়া কক্ষে হেমদণ্ড স্থাপন করত সগৌরবে তাঁহাকে পরিতুষ্ট করিলেন এবং স্বয়ং গিয়া মহেশ্বরের নিকট নিবেদন করিলেন ॥ ৬ ॥

অনন্তর জগদীশ ভ্রূভঙ্গী দ্বারা অনুমতি প্রদান করিলে, নন্দী স্বয়ং অগ্রে অগ্রে গমন করিয়া দেবগণের সহিত দেবরাজকে ত্রিলোচনের শোভন ভবনে প্রবেশ করাইলেন ॥ ৭ ॥

অনন্তর সহস্রলোচন দেখিলেন, মহাদেব চণ্ডী, ভৃঙ্গী প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তি এবং নানারূপ আকারবিশিষ্ট অনেকসংখ্য প্রমথগণের সহিত মণিময় সভাস্থলে বিরাজ করিতেছেন ॥ ৮ ॥

মহেশ্বর যে জটাজুট ধারণ করিতেছেন, উহা সর্পরজ্জু দ্বারা ঊর্দ্ধচূড়াকৃতিতে আবদ্ধ। ভুজগরাজ বাসুকি প্রভৃতি সর্পদিগের শিরোরত্নের ভাস্বর কিরণে উহা উদ্ভাসিত; সুতরাং উহা গৈরিকাদি ধাতুসমন্বিত অত্যুচ্চ সুমেরুশৃঙ্গের ন্যায় সুশোভিত ॥ ৯ ॥

তাঁহার উৎসঙ্গদেশে পার্ব্বতী অবস্থিত রহিয়াছেন, জটাজুটে উত্তুঙ্গতরঙ্গসঙ্কুলা গঙ্গাদেবী অবস্থিত থাকিয়া স্বীয় শারদমেঘের ন্যায় শুভ্রবর্ণ ফেনসমূহ দ্বারা যেন গৌরীকে উপহাস করিতেছেন ॥ ১০ ॥

মহেশ্বরের মস্তকে যে শশধর অধিষ্ঠিত, মস্তকস্থ সুরধুনী-তরঙ্গে তাহা প্রতিবিম্বিত হওয়াতে সেই চন্দ্রকে অসংখ্য বলিয়া অনুমিত হইতেছে; কাজেই তুষারবৎ শুভ্রবর্ণ কিরণ-রাশি দ্বারা ঐ চন্দ্র যেন হিমানীপুঞ্জের ন্যায় শোভা ধারণ করিয়াছে ॥ ১১ ॥

ভালস্থলে লোচনমেধমান-ধামাধরীভূত-রবীন্দু-নেত্রম্ ।
যুগান্তকালোচিতহব্যবাহং মীনধ্বজপ্লোষণমাদধানম্ ॥ ১২ ॥

সুবদ্ধয়া কণ্ঠিকয়েব নীলমাণিক্যময্যা কুতুকেন গৌর্য্যা ।
নীলস্য কণ্ঠস্য পরিস্ফুরন্ত্যা কান্ত্যা মহত্যা চ বিরাজমানম্ ॥ ১৩ ॥

মহার্হ-রত্নাঞ্চিতয়োরুদারং স্ফুরৎপ্রভামণ্ডলয়োঃ সমন্তাৎ ।
কর্ণস্থিতাভ্যাং শশিভাস্করাভ্যামুপাসিতং কুণ্ডলয়োশ্ছলেন ॥ ১৪ ॥

কালার্দ্দিতানাং ত্রিদশাসুরাণাং চিতারজোভিঃ পরিপাণ্ডুরাঙ্গম্ ।
মহামহেভাজিনমুন্নতাভ্রপ্রালেয়শৈলশ্রিয়মুদ্বহন্তম্ ॥ ১৫ ॥

পাণিস্থিতব্রহ্মকপালপাত্রং বৈকুণ্ঠভাজাপি নিষেব্যমাণম্ ।
নরাস্থিখণ্ডাভরণং রণান্তমূলং ত্রিশূলং কলয়ন্তমুচ্চৈঃ ॥ ১৬ ॥

পুরাতনীং ব্রহ্মকপালমালাং কণ্ঠে বহন্তং পুনরাশ্বসন্তীম্ ।
উদ্গীতবেদাং মুকুটেন্দুবর্ষৎসুধাভরৌঘাপ্লবলব্ধসংজ্ঞাম্ ॥ ১৭ ॥

অন্বয় ।—ভালস্থলে এধমানধামাধরীকৃতরবীন্দুনেত্রং (তথা) যুগান্তকালোচিতহব্যবাহং (অতএব) মীনধ্বজ-প্লোষণং লোচনম্ আদধানম্ ॥ ১২ ॥

গৌর্য্যা কুতুকেন সুবদ্ধয়া নীলমাণিক্যময্যা কণ্ঠিকয়া ইব নীলস্য কণ্ঠস্য পরিস্ফুরন্ত্যা মহত্যা কান্ত্যা চ বিরাজমানম্॥১৩॥

মহার্হরত্নাঞ্চিতয়োঃ (অতএব) সমন্তাৎ উদারং স্ফুরৎপ্রভা-মণ্ডলয়োঃ কুণ্ডলয়োঃ ছলেন কর্ণস্থিতাভ্যাং শশিভাস্করাভ্যাম্ উপাসিতম্ ॥ ১৪ ॥

কালার্দ্দিতানাং ত্রিদশাসুরাণাং চিতারজোভিঃ পরিপাণ্ডুরাঙ্গং (তথা) মহামহেভাজিনম্ উদ্বহন্তম্ (অতএব) উন্নতাভ্র-প্রালেয়শৈলশ্রিয়ম্ ॥ ১৫ ॥

পাণিস্থিতব্রহ্মকপালপাত্রং (তথা) বৈকুণ্ঠভাজা অপি নিষেব্যমাণং (তথা) নরাস্থিখণ্ডাভরণং (তথা) রণান্তমূলম্ (তথা) উচ্চৈঃ ত্রিশূলং কলয়ন্তম্ ॥ ১৬ ॥

মুকুটেন্দুবর্ষৎসুধাভরৌঘাপ্লবলব্ধসংজ্ঞাং (অতএব) পুনরাশ্বসন্তীম্ (তথা চ) উদ্গীতবেদাং পুরাতনীং ব্রহ্মকপালমালাং কণ্ঠে বহন্তম্ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গার্থ ।—মহাদেবের ললাটে যে নেত্রটি অবস্থিত, তাহার ভাস্বর তেজে চন্দ্রসূর্য্যও পরাভূত। যুগান্তকালে ঐ চক্ষু হইতেই চিরপ্রথিত অগ্নি বহির্গত হইয়া থাকে; ইহা মদনদহনকারী ॥ ১২ ॥

নীলবর্ণ কণ্ঠের স্বয়ংভূতী কান্তি দ্বারা শঙ্কর যে বিরাজিত হইতেছেন, তাহা দেখিয়া বোধ হয় যেন, গৌরী কৌতুকবশে সেই কণ্ঠে নীলমাণিক্য-গ্রথিত কণ্ঠিকা বন্ধন করিয়া দিয়াছেন ॥ ১৩ ॥

শিবের দুই কর্ণে মহার্হ-রত্নখচিত কুণ্ডলদ্বয় শোভমান; চারিদিকে উহার প্রভা বিচ্ছুরিত হইতেছে; বোধ হইতেছে যেন, চন্দ্র ও সূর্য্য তাঁহার কর্ণদ্বয়ে কুণ্ডলচ্ছলে অবস্থিত থাকিয়া তাঁহার উপাসনা করিতেছেন ॥ ১৪ ॥

প্রলয়কালে কালগ্রাসে নিপতিত দেবতা ও অসুর-গণের চিতাভস্ম বিলেপনে শিবের অঙ্গ পাণ্ডুবর্ণ হইয়াছে; তিনি মহামাতঙ্গের চর্ম্ম পরিধান করিয়াছেন এবং মেঘ-মণ্ডিত হিম-গিরির ন্যায় শোভমান হইয়া অবস্থিতি করিতেছেন ॥ ১৫ ॥

তিনি পাণিতলে ব্রহ্মার কপালপাত্র ধারণ করিতেছেন; বৈকুণ্ঠবিহারী বিষ্ণু কর্ত্তৃক তিনি সেব্যমান; মনুষ্যের অস্থি-খণ্ড তাঁহার আভরণরূপে বিদ্যমান এবং রণান্তসূচক বৃহৎ ত্রিশূল ধারণ করিয়া অবস্থিত রহিয়াছেন ॥ ১৬ ॥

তাঁহার কণ্ঠদেশে পুরাতনী ব্রহ্মকপালমালা বিধৃত; তদীয় মস্তকস্থ শশিকলা হইতে যে সুধারাশির স্রোতঃ ক্ষরিত হইতেছে, তাহাতে নিমজ্জনবশতঃ সেই কপালমালা পুনর্জ্জীবিত হইয়া বেদপাঠে নিরত রহিয়াছে ॥ ১৭ ॥

সলীলমঙ্কস্থিতয়া গিরীন্দ্রপুত্র্যা নবাষ্টাপদবল্লিভাসা।
বিরাজমানং শরদভ্রখণ্ডং পরিস্ফুরন্ত্যাচিররোচিষেব ॥ ১৮ ॥
দৃপ্তান্ধকপ্রাণহরং পিনাকং মহাসুরস্ত্রীবিধবত্বহেতুম্।
করেণ গৃহ্নন্তমগৃহ্যমন্যৈঃ পুরা স্মরপ্লোষণকেলিকারম্ ॥ ১৯ ॥
ভদ্রাসনং কাঞ্চনপাদপীঠং মহার্হমাণিক্যবিভঙ্গিচিত্রম্।
অধিষ্ঠিতং চন্দ্রমরীচিগৌরৈরুদ্বীজ্যমানং চমরৈর্গণাভ্যাম্ ॥ ২০ ॥
শস্ত্রাস্ত্রবিদ্যাভ্যসনৈকসক্তে সবিস্ময়ৈরেত্য গণৈঃ সুদৃষ্টে।
নীরজ্যমানে স্ফটিকাচলেন সানন্দনির্দিষ্টদৃশং কুমারে ॥ ২১ ॥
তথাবিধং শৈলসুতাধিনাথং পুলোমপুত্রীদয়িতো নিরীক্ষ্য।
আসীৎ ক্ষণং ক্ষোভপরো নু কস্য মনো ন হি ক্ষুভ্যতি ধামধাম্নি ॥ ২২ ॥
বিকস্বরাম্ভোজবনশ্রিয়া তং দৃশাং সহস্রেণ নিরীক্ষ্যমাণঃ।
রোমালিভিঃ স্বর্গপতির্বভাসে পুষ্পোৎকরাকীর্ণ ইবাম্রশাখী ॥ ২৩ ॥

অন্বয়।—সলীলম্ অঙ্কস্থিতয়া নবাষ্টাপদবল্লিভাসা গিরীন্দ্রপুত্র্যা পরিস্ফুরন্ত্যা অচিররোচিষা শরদভ্রখণ্ডম্ ইব বিরাজমানম্ ॥ ১৮ ॥

দৃপ্তান্ধকপ্রাণহরং মহাসুরস্ত্রীবিধবত্বহেতুম্ অন্যৈঃ অগৃহ্যং পিনাকং পুরা স্মরপ্লোষণকেলিকারং করেণ গৃহ্নন্তম্ ॥ ১৯ ॥

কাঞ্চনপাদপীঠং মহার্হমাণিক্যবিভঙ্গিচিত্রং ভদ্রাসনম্ (শুভাসনম্) অধিষ্ঠিতং চন্দ্র-মরীচিগৌরৈঃ চমরৈঃ গণাভ্যাম্ (উভয়পার্শ্বস্থিতাভ্যাম্) উদ্বীজ্যমানম্ ॥ ২০ ॥

শস্ত্রাস্ত্রবিদ্যাভ্যসনৈকসক্তে গণৈঃ এত্য সবিস্ময়ৈঃ সুদৃষ্টে স্ফটিকাচলেন নীরজ্যমানে কুমারে সানন্দনির্দিষ্টদৃশম্ ॥২১॥

পুলোমপুত্রীদয়িতঃ (ইন্দ্রঃ) তথাবিধং শৈলসুতাধিনাথং (মহাদেবং) নিরীক্ষ্য ক্ষণং ক্ষোভপরঃ আসীৎ। হি ধামধাম্নি (ধাম্নাং তেজসাং ধাম্নি আস্পদে ঈশ্বরে ইত্যর্থঃ) কস্য মনঃ ন ক্ষুভ্যতি নু ॥ ২২ ॥

স্বর্গপতিঃ বিকস্বরাম্ভোজবনশ্রিয়া (প্রফুল্লপঙ্কজকান্তি-বিশিষ্টেন) দৃশাং সহস্রেণ তং (মহাদেবং) নিরীক্ষ্যমাণঃ রোমালিভিঃ পুষ্পোৎকরাকীর্ণ আম্রশাখী ইব বভাসে ॥২৩॥

বঙ্গার্থ।—চারিদিকে বিস্তারিত তড়িল্লতা দ্বারা শারদীয় মেঘখণ্ড যেমন শোভা পায়, নবীন কনক-লতিকা সদৃশ কান্তিমতী গিরিরাজ-কন্যা গৌরী সবিলাসভঙ্গীতে ক্রোড়ে সংস্থিত থাকাতে মহেশ্বরও তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ১৮ ॥

যে পিনাক নামক শরাসন গর্ব্বদৃপ্ত অন্ধকাসুরের প্রাণ সংহার করিয়াছিল, যাহা মহাসুরদিগের নারীগণের বৈধব্যের নিদানস্বরূপ, মহাদেব ভিন্ন আর কেহ যাহা ধারণ করিতে অসমর্থ এবং যাহা দ্বারা মহেশ্বর পূর্ব্বে অনায়াসে কামদেবকে ভস্মীভূত করিয়াছিলেন, সেই পিনাকাখ্য ধনু মহেশ্বরের হস্তে বিধৃত রহিয়াছে ॥ ১৯ ॥

তিনি মহার্হ মণিমাণিক্যখচিত বিচিত্র কনকময় শুভা-সনে সমাসীন ; (উভয় পার্শ্বে দাঁড়াইয়া) দুই জন প্রমথ শুভ্রবর্ণ চামর দ্বারা তাঁহাকে বীজন করিতেছে ॥ ২০ ॥

মহাদেব সানন্দে কুমারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছেন। ঐ কুমার অস্ত্র শস্ত্রশিক্ষায় নিরতিশয় অনুরক্ত, প্রমথেরা বিস্ময় সহকারে তৎপ্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছে, স্ফটিকময় কৈলাস দীপালোক সহকারে সেই কুমারের নীরাজনা করিতেছে ॥ ২১ ॥

শচীনাথ ইন্দ্র পার্ব্বতীপতি মহাদেবকে তদবস্থ দেখিয়া কিয়ৎক্ষণ বিস্মিতমনে স্তব্ধভাবে সংস্থিত রহিলেন। বস্তুতঃ তেজঃসমষ্টির আধারকে দর্শন করিলে কোন্ ব্যক্তির মন বিক্ষুব্ধ না হয় ॥ ২২ ॥

দেবরাজ ইন্দ্র বিকসিত কমলকাননের শোভায় ন্যায় সুশোভিত সহস্রচক্ষুদ্বারা মহেশ্বরকে দেখিয়া পুলককণ্টকিত-কলেবর হইয়া উঠিলেন এবং কুসুম-রাশিসমাকুল আম্রতরুর ন্যায় শোভা ধারণ করিলেন। ২৩ ।

দৃষ্ট্বা সহস্রেণ দৃশাং মহেশমভূৎ কৃতার্থোঽতিতরাং মহেন্দ্রঃ।
সর্ব্বাঙ্গজাতং তদথো বিরূপমিব প্রিয়াকোপকরং বিবেদ ॥ ২৪ ॥
ততঃ কুমারং কনকাদ্রিসারং পুরন্দরঃ প্রেক্ষ্য ধৃতাস্ত্রশস্ত্রম্।
মহেশ্বরোপান্তিকবর্ত্তমানং শত্রোর্জয়াশাং মনসা ববন্ধ ॥ ২৫ ॥
শ্রীনীলকণ্ঠ! দ্যুপতিঃ পুরোঽস্তি ত্বয়ি প্রণামাবসরং প্রতীচ্ছন্।
সহস্রনেত্রেঽত্র ভব ত্রিনেত্র! দৃষ্ট্যা প্রসাদপ্রগুণো মহেশ! ॥ ২৬ ॥
ইতি প্রবদ্ধাঞ্জলিরেত্য নন্দী নিধায় কক্ষামভি হেমবেত্রম্।
প্রসাদপাত্রং পুরতো ভবিষ্ণুরথ স্মরারাতিমুবাচ বাচম্ ॥ ২৭ ॥
পুরা সুরেন্দ্রং সুরসঙ্ঘসেব্যং ত্রিলোকসেব্যস্ত্রিপুরাসুরারিঃ।
প্রীত্যা সুধাসারনিধারিণেব ততোঽনুজগ্রাহ বিলোকনেন ॥ ২৮ ॥
কিরীটকোটীচ্যুতপারিজাতপুষ্পোৎকরেণানমিতেন মূর্দ্ধ্না।
স্বর্গৈকবন্দ্যো জগদেকবন্দ্যং তং দেবদেবং প্রণনাম দেবঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়।—মহেন্দ্রঃ দৃশাং সহস্রেণ মহেশং দৃষ্ট্বা অতিতরাং কৃতার্থঃ অভূৎ, অথো সর্ব্বাঙ্গজাতং তৎ বিরূপং প্রিয়াকোপকরম্ ইব বিবেদ ॥ ২৪ ॥

ততঃ পুরন্দরঃ কনকাদ্রিসারং ধৃতাস্ত্রশস্ত্রং মহেশ্বরোপান্তিকবর্ত্তমানং কুমারং প্রেক্ষ্য শত্রোঃ জয়াশাং মনসা ববন্ধ ॥ ২৫ ॥

হে নীলকণ্ঠ! দ্যুপতিঃ ত্বয়ি প্রণামাবসরং প্রতীচ্ছন্ পুরঃ অস্তি। হে ত্রিনেত্র! হে মহেশ! অত্র সহস্রনেত্রে দৃষ্ট্যা প্রসাদপ্রগুণঃ ভব ॥ ২৬ ॥

অথ নন্দী হেমবেত্রং কক্ষাম্ অভি নিধায় প্রবদ্ধাঞ্জলিঃ পুরতঃ এত্য প্রসাদপাত্রং ভবিষ্ণুঃ (ভবিতুমিচ্ছন্ সন্) স্মরারাতিম্ ইতি বাচম্ উবাচ ॥ ২৭ ॥

ততঃ ত্রিলোকসেব্যঃ ত্রিপুরাসুরারিঃ প্রীত্যা সুধাসারনিধারিণা ইব বিলোকনেন সুরসঙ্ঘসেব্যং সুরেন্দ্রং পুরা অনুজগ্রাহ ॥ ২৮ ॥

স্বর্গৈকবন্দ্যঃ দেবঃ কিরীটকোটীচ্যুতপারিজাতপুষ্পোৎকরেণ আনমিতেন মূর্দ্ধ্না জগদেকবন্দ্যং তং দেবদেবং প্রণনাম ॥ ২৯ ॥

বঙ্গার্থ।—দেবেন্দ্র সহস্রচক্ষুদ্বারা মহাদেবকে দেখিয়া যার-পর-নাই কৃতার্থমন্য হইলেন; মহেশ্বরকে দেখিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হওয়াতে তিনি একরূপ বিরূপতা ধারণ করিলেন; তদ্দর্শনে বোধ হইল যেন, পত্নী শচী দেবীর রোষবশে ঐ প্রকার বিরূপতা উৎপন্ন হইয়াছে ॥ ২৪ ॥

তখন মহাদেবের পার্শ্বে সংস্থিত, অস্ত্র-শস্ত্রধারী, সুমেরুবৎ বলীয়ান্ কুমারকে দর্শন করিয়া দেবরাজ মনে মনে অরাতি-বিজয়ের আশা ধারণ করিলেন ॥ ২৫ ॥

তৎপরে নন্দী প্রকোষ্ঠের পুরোভাগে স্বর্ণবেত্র রাখিয়া করযোড়ে শিবের সমক্ষে উপস্থিত হইলেন এবং প্রসাদ-প্রাপ্তির বাসনায় সেই স্মরারি মহাদেবকে কহিলেন, হে নীলকণ্ঠ! হে ত্রিলোচন! হে মহেশ! অমরাবতীনাথ দেবেন্দ্র আপনাকে প্রণতি করিবার অবসর-প্রতীক্ষায় সম্মুখে অবস্থিত রহিয়াছেন। দর্শন প্রদানপূর্ব্বক দেবরাজের প্রতি প্রসন্ন হউন ॥ ২৬-২৭ ॥

তদনন্তর ত্রিলোকপূজ্য ত্রিপুরশত্রু মহাদেব প্রীতি-সহকারে অমৃতধারাবর্ষণ তুল্য দৃষ্টি দ্বারা দেবগণবন্দ্য সুরপতিকে অনুগৃহীত করিলেন ॥ ২৮ ॥

তখন সুরপুরীর একমাত্র অর্চ্চনীয় ইন্দ্র আনতমস্তকে ব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র পূজনীয় দেবদেব মহেশ্বরকে প্রণিপাত করিলেন। তিনি যখন প্রণাম করেন, তখন তাঁহার কিরীটাগ্রদেশ হইতে পারিজাতকুসুমরাশি স্খলিত হইয়া মহেশচরণকমলে পতিত হইল ॥ ২৯ ॥

অনেকলোকৈকনমস্ক্রিয়ার্হং মহেশ্বরং তং ত্রিদশেশ্বরঃ সঃ।
ভক্ত্যা নমস্কৃত্য কৃতার্থতায়াঃ পাত্রং পবিত্রং পরমং বভূব ॥ ৩০ ॥
সুভক্তিভাজামধি পাদপীঠং প্রান্তক্ষিতিং নম্রতরৈঃ শিরোভিঃ।
ততঃ প্রণেমুঃ পুরতো গণানাং গণাঃ সুরাণাং ক্রমতঃ পুরারিম্ ॥ ৩১ ॥
গণোপনীতে প্রভুণোপদিষ্টঃ শুভাসনে হেমময়ে পুরস্তাৎ।
প্রাপোপবিশ্য প্রমুদং সুরেন্দ্রঃ প্রভুপ্রসাদো হি মুদে ন কস্য ॥ ৩২ ॥
ক্রমেণ চান্যেঽপি বিলোকনেন সম্ভাবিতাঃ সস্মিতমীশ্বরেণ।
উপাবিশংস্তোষবিশেষমাপ্তা দৃগ্গোচরে তস্য সুরাঃ সমগ্রাঃ ॥ ৩৩ ॥
অথাহ দেবো বলবৈরিমুখ্যান্ গীর্ব্বাণবর্গান্ করুণার্দ্রচেতাঃ।
কৃতাঞ্জলীকানসুরাভিভূতান্ ধ্বস্তশ্রিয়ঃ শ্রান্তমুখানবেক্ষ্য ॥ ৩৪ ॥
অহো বতানন্তপরাক্রমাণাং দিবৌকসো বীরবরায়ুধানাম্।
হিমোদবিন্দুগ্রপিতস্য কিং বঃ পদ্মস্য দৈন্যং দধতে মুখানি ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়।—সঃ ত্রিদশেশ্বরঃ অনেকলোকৈকনমস্ক্রিয়ার্হং তং মহেশ্বরং ভক্ত্যা নমস্কৃত্য কৃতার্থতায়াঃ পরমং পবিত্রং পাত্রং বভূব। ৩০।

ততঃ সুভক্তিভাজাং সুরাণাং গণাঃ গণানাং (শিব-পার্ষদানাং) পুরতঃ পাদপীঠং অধি প্রান্তক্ষিতিং নম্রতরৈঃ শিরোভিঃ ক্রমতঃ পুরারিং প্রণেমুঃ। ৩১।

সুরেন্দ্রঃ প্রভুণা উপদিষ্টঃ (সন্) গণোপনীতে হেমময়ে শুভাসনে পুরস্তাৎ উপবিশ্য প্রমুদং প্রাপ, হি (যস্মাৎ) প্রভু-প্রসাদঃ কস্য মুদে ন (ভবতি) । ২২ ॥

ঈশ্বরেণ সস্মিতং বিলোকনেন ক্রমেণ সম্ভাবিতাঃ তোষ-বিশেষম্ আপ্তাঃ অন্যে অপি চ সমগ্রাঃ সুরাঃ তস্য দৃগ্গোচরে উপাবিশন্। ৩৩।

অথ দেবঃ বলবৈরিমুখ্যান্ গীর্ব্বাণবর্গান্ কৃতাঞ্জলীকান্ অসুরাভিভূতান্ ধ্বস্তশ্রিয়ঃ শ্রান্তমুখান্ অবেক্ষ্য করুণার্দ্র-চেতাঃ (সন্) আহ। ৩৪।

অহো (বিস্ময়ে) বত (খেদে) হে দিবৌকসঃ! অনন্ত-পরাক্রমাণাং বীরবরায়ুধানাং বঃ (যুষ্মাকং) মুখানি হিমোদ-বিন্দুগ্রপিতস্য পদ্মস্য দৈন্যং দধতে কিম্। ৩৫।

বঙ্গার্থ।—ত্রিদশপতি দেবেন্দ্র সর্ব্বজনপ্রণম্য মহা-দেবকে ভক্তিভরে প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতার্থতায় পূত-পাত্রস্বরূপ হইলেন। ৩০ ॥

তদনন্তর পরমভক্তিপরায়ণ অপরাপর সুরগণ প্রমথ-বৃন্দের অগ্রভাগে মহেশ্বর-পাদপীঠের প্রান্তে ধরাতলে মস্তক আনত করিয়া যথাক্রমে ত্রিপুরশত্রুকে প্রণাম করিলেন। ৩১ ॥

তৎপরে প্রভু মহাদেবের অনুমত্যনুসারে প্রমথেরা শুভ কনকাসন আনয়ন করিলে দেবরাজ ইন্দ্র মহেশ্বর পুরো-ভাগে সমাসীন হইয়া পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। বস্তুতঃ প্রভুর প্রসাদ কোন্ ব্যক্তির প্রীতির কারণ না হয়? ॥ ৩২।

বিভু মহাদেব সস্মিত-দৃষ্টিপাত দ্বারা অপরাপর দেবতা-দিগকে সম্মানিত করিলে তাঁহারা পরম পুলকিত হইয়া প্রভুর সম্মুখে ক্রমান্বয়ে উপবিষ্ট হইলেন ॥ ৩৩।

তখন মহেশ্বর বলাসুরবৈরি ইন্দ্র প্রভৃতি সুর-বৃন্দকে অসুর কর্ত্তৃক পরাজিত, শ্রীহীন, ক্লিষ্টবদন ও করপুটে সংস্থিত দেখিয়া দয়ার্দ্রচিত্তে বলিতে আরম্ভ করিলেন। ৩৪।

হে সুরবৃন্দ! তোমরা বীরবরাস্ত্রধারী, তোমাদের পরাক্রমের সীমা নাই; তবে হিমবিন্দুপাতে সংক্লিষ্ট কমলের ন্যায় তোমাদের মুখ দীনভাবাপন্ন হইয়াছে কেন? ॥৩৫।

স্বর্গৌকসঃ স্বর্গপরিচ্যুতাঃ কিং স্বপুণ্যরাশৌ সুমহত্যমেহপি।
চিহ্নং চিরোঢ়ং ন তু যূয়মেতে নিজাধিপত্যস্য পরিত্যজধ্বম্ ॥ ৩৬ ॥
দিবৌকসো দেবগৃহং বিহায় মনুষ্যসাধারণতামবাপ্তাঃ।
যূয়ং কুতঃ কারণতশ্চরধ্বং মহীতলে মানভৃতো মহান্তঃ ॥ ৩৭ ॥
অনন্যসাধারণসিদ্ধমুচ্চৈঃ তদ্দৈবতং ধাম নিকামরম্যম্।
কস্মাদকস্মান্নিরগাস্তবন্ত্যশ্চিরার্জ্জিতং পুণ্যমিবাপচারাৎ ॥ ৩৮ ॥
দিবৌকসো বো হৃদয়স্য কস্মাৎ তথাবিধং ধৈর্য্যমহার্য্যমার্য্যাঃ।
অগাদগাধস্য জলাশয়স্য গ্রীষ্মাতিতাপাদিবশাদিবাম্ভঃ ॥ ৩৯ ॥
সুরাঃ! সুরাধীশপুরঃসরাণাং সমীয়ুষাং বঃ সমমাতুরাণাম্।
তদ্ ব্রূত লোকত্রয়জিত্বরাৎ কিং মহাসুরাৎ তারকতো বিরুদ্ধম্ ॥ ৪০ ॥
পরাভবং তস্য মহাসুরস্য নিষেদ্ধুমেকোঽহমলন্তবিষ্ণুঃ।
দাবানলপ্লোষবিপত্তিমম্ভো মহাম্বুদাৎ কিং হরতে বনানাম্ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়।—হে স্বর্গৌকসঃ! সুমহত্যমে অপি স্বপুণ্যরাশৌ স্বর্গপরিচ্যুতাঃ কিম্? তু (কিন্তু) এতে যূয়ং নিজাধিপত্যস্য চিরোঢ়ং চিহ্নং (কথং) ন পরিত্যজধ্বম্ ॥ ৩৬ ॥

হে দিবৌকসঃ! মানভৃতঃ (অভিমানশালিনঃ তথা) মহান্তঃ যূয়ং কুতঃ কারণতঃ দেবগৃহং বিহায় মনুষ্যসাধারণতাম্ অবাপ্তাঃ (সন্তঃ) মহীতলে চরধ্বম্ ॥ ৩৭ ॥

অনন্যসাধারণসিদ্ধম্ উচ্চৈঃ নিকামরম্যং তৎ দৈবতং ধাম অপচারাৎ চিরার্জ্জিতং পুণ্যম্ ইব ভবন্তঃ কস্মাৎ অকস্মাৎ নিরগাৎ ॥ ৩৮ ॥

হে দিবৌকসঃ! হে আর্য্যাঃ! গ্রীষ্মাতিতাপাদিবশাৎ অগাধস্য জলাশয়স্য অম্ভঃ ইব বঃ হৃদয়স্য তথাবিধম্ অহার্য্যং (অবিকৃতস্বরূপম্) ধৈর্য্যং কস্মাৎ অগাৎ ॥ ৩৯ ॥

হে সুরাঃ! সুরাধীশপুরঃসরাণাং সমং সমীয়ুষাম্ আতুরাণাং বঃ লোকত্রয়জিত্বরাৎ (লোকত্রয়স্য জেতুঃ) মহাসুরাৎ তারকতঃ কিং বিরুদ্ধং তৎ ব্রূত ॥ ৪০ ॥

একঃ অহং তস্য মহাসুরস্য পরাভবং নিষেদ্ধুম্ অলম্ভবিষ্ণুঃ। মহাম্বুদাৎ (প্রলয়মেঘাৎ) অম্ভঃ কিং বনানাং দাবানল-প্লোষবিপত্তিং হরতে ॥ ৪১ ॥

বঙ্গার্থ।—হে দেববৃন্দ! স্ব স্ব মহাপুণ্যরাশি সত্ত্বেও তোমরা কি সুরপুর হইতে পরিভ্রষ্ট হইয়াছ? কিন্তু বহুদিন হইতে তোমরা যে স্ব স্ব আধিপত্য-সূচক চিহ্ন (চামর-ছত্রাদি) ধারণ করিয়া আসিতেছ, তাহা ত পরিত্যক্ত হয় নাই ॥ ৩৬ ॥

হে সুরবৃন্দ! তোমরা সম্মানের যোগ্য ও প্রধান; তবে সুরপুরী ত্যাগ পূর্ব্বক মনুষ্যের ন্যায় ভূতলে বিচরণ করিতেছ কেন? ॥ ৩৭ ॥

পাপফলে মানুষ যেরূপ চিরকালসঞ্চিত পুণ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হয়, অনন্যসাধারণসিদ্ধ হইয়াও তোমরা তদ্রূপ পরমরমণীয় সুরধাম হইতে বহির্গত হইয়াছ কেন ॥ ৩৮ ॥

হে সম্মানার্হ সুরবৃন্দ! নিদাঘকালে প্রচণ্ডতাপবশে জলাশয়ের জল যেরূপ নাশ প্রাপ্ত হয়, তোমাদিগের অনির্ব্বচনীয় তাদৃশ ধৈর্য্য তদ্রূপ বিনষ্ট হইবার কারণ কি? ॥ ৩৯ ॥

হে সুরবৃন্দ! ইন্দ্রাদি তোমরা সকলে কাতর হইয়া যুগপৎ এখানে সমাগত হইয়াছ। বল দেখি, তোমরা কি ত্রিভুবন বিজয়ী বলিষ্ঠ তারকাসুরের সহিত বিবাদ করিয়া এখানে উপস্থিত হইয়াছ? ॥ ৪০ ॥

সেই মহাদৈত্য কর্ত্তৃক পরাভব উপশমিত করিতে কেবলমাত্র আমি সমর্থ। (বস্তুতঃ) দাবাগ্নি কর্ত্তৃক কানন-দহনরূপ বিপদ্ দূর করিতে একমাত্র মহামেঘ ভিন্ন আর কে সমর্থ হয়? ॥ ৪১ ॥

ইতীরিতে মন্মথমর্দ্দনেন সুরাঃ সুরেন্দ্রপ্রমুখা মুখেষু।
সান্দ্রপ্রমোদাশ্রুতরঙ্গিতেষু দধুঃ শ্রিয়ং সত্বরমাশ্বসন্তঃ ॥ ৪২ ॥
ততো গিরীশস্য গিরাং বিরামে জগাদ লব্ধেঽবসরে সুরেন্দ্রঃ।
ভবন্তি বাচোঽবসরে প্রযুক্তা ধ্রুবং ফলাবিষ্টমহোদয়ায় ॥ ৪৩ ॥
জ্ঞানপ্রদীপেন তমোপহেনাবিশ্বরেণাখণ্ডিতপ্রভেণ।
ভূতং ভবদ্‌ভাবি চ যচ্চ কিঞ্চিৎ সর্ব্বজ্ঞ! সর্ব্বঃ তব গোচরস্তৎ ॥ ৪৪ ॥
দুর্ব্বারদোরুদ্দ্যমদুঃসহেন যৎ তারকেণামরঘস্মরেণ।
তদীশতামাপ্তবতা নিরস্তা বয়ং দিবোঽমী বদ কিং ন বেৎসি ॥ ৪৫ ॥
বিধেরমোঘং স বরপ্রসাদমাসাদ্য সদ্যস্ত্রিজগজ্জিগীষুঃ।
সুরানশেষানহকপ্রমুখ্যান্ দোর্দ্দণ্ডচণ্ডো মনুতে তৃণায় ॥ ৪৬ ॥
স্তুত্যা পুরাস্মাভিরুপাসিতেন পিতামহেনেতি নিরূপিতং নঃ।
সেনাপতিঃ সংযতি দৈত্যমেতং পুরঃ স্মরারাতিসুতো নিহন্তি ॥ ৪৭ ॥

অন্বয়।—মন্মথমর্দ্দনেন ইতি ঈরিতে (সতি) সুরেন্দ্রপ্রমুখাঃ সুরাঃ আশ্বসন্তঃ (সন্তঃ) সান্দ্রপ্রমোদাশ্রুতরঙ্গিতেষু মুখেষু সত্বরং শ্রিয়ং দধুঃ ॥ ৪২ ॥

ততঃ গিরীশস্য গিরাং বিরামে লব্ধে অবসরে (সতি) সুরেন্দ্রঃ জগাদ। (তথাহি) অবসরে (যোগ্যসময়ে) প্রযুক্তা বাচঃ ধ্রুবং ফলাবিষ্টমহোদয়ায় ভবন্তি ॥ ৪৩ ॥

হে সর্ব্বজ্ঞ! ভূতং ভবৎ ভাবি চ যৎ চ কিঞ্চিৎ তৎ সর্ব্বং তমোপহেন অবিনশ্বরেণ অখণ্ডিতপ্রভেণ জ্ঞানপ্রদীপেন তব গোচরম্ ॥ ৪৪ ॥

দুর্ব্বারদোরুদ্দ্যমদুঃসহেন অমরঘস্মরেণ তারকেণ ঈশতাং আপ্তবতা অমী বয়ং দিবঃ নিরস্তাঃ যৎ তৎ কিং ন বেৎসি বদ ॥ ৪৫ ॥

সঃ (তারকঃ) বিধেঃ অমোঘং বরপ্রসাদম্ আসাদ্য সদ্যঃ ত্রিজগজ্জিগীষুঃ দোর্দ্দণ্ডচণ্ডঃ অহক প্রমুখ্যান্ অশেষান্ সুরান্ তৃণায় মনুতে ॥ ৪৬ ॥

পুরা অস্মাভিঃ স্তুত্যা উপাসিতেন পিতামহেন ইতি নঃ নিরূপিতং—স্মরারাতিসুতঃ সেনাপতিঃ (সন্) সংযতি এতং দৈত্যং পুরঃ নিহন্তি ॥ ৪৭ ॥

বঙ্গার্থ।—মদননিসূদন মহেশ্বর এই কথা কহিলে সুরবৃন্দ আশ্বস্ত হইলেন। তাঁহাদিগের মুখমণ্ডল হর্ষাশ্রুদলিলে আর্দ্র হইল; সুতরাং তাঁহারা তখন যার-পর-নাই শোভা প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৪২ ॥

তদনন্তর শিবের উক্তি সমাপ্ত হইলে উপযুক্ত অবসর দেখিয়া দেবরাজ বলিতে লাগিলেন। যে বাক্য উপযুক্ত অবসরে প্রযুক্ত হয়, তাহা সম্পূর্ণ ফলোদয়ের হেতু হইয়া থাকে ॥ ৪৩ ॥

দেবরাজ কহিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ! আপনি মোহান্ধকারের অপহারক, আপনার বিনাশ নাই, অখণ্ডিতদীপ্তি জ্ঞানপ্রদীপ দ্বারা আপনি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকলই বিদিত আছেন ॥ ৪৪ ॥

অনিবার্য্য, ভুজবলশালী, দুর্দ্ধর্ষ, সুরধ্বংসী তারক ত্রিলোকের আধিপত্য লাভ করিয়া আমাদিগকে সুরপুর হইতে বিতাড়িত করিয়া দিয়াছে। আপনি কি তাহা জ্ঞাত নহেন? ॥ ৪৫ ॥

সেই অসুর প্রজাপতি-সকাশে অমোঘ বররূপ প্রসাদ লাভপূর্ব্বক তৎক্ষণাৎ দোর্দ্দণ্ড-বিক্রমে প্রচণ্ড ও ত্রিলোক-জয়েচ্ছু হইয়া আমাকে ও অপর সুরগণকে তৃণতুল্য তুচ্ছ জ্ঞান করিতেছে ॥ ৪৬ ॥

পূর্ব্বে আমরা স্তুতিবাদ সহকারে ব্রহ্মার আরাধনা করিলে তিনি আমাদিগকে এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া দিয়াছেন যে, মহেশ্বরের পুত্র সৈনাপত্য গ্রহণপূর্ব্বক এই তারকাসুরকে সংহার করিবেন ॥ ৪৭ ॥

অহো! ততোঽনন্তরমদ্য যাবৎ সুদুঃসহাস্তস্য পরাভবার্ত্তিম্।
বিষেহিরে হন্ত হৃদন্তশল্যমাজ্ঞানিবেশং ত্রিদিবৌকসোঽমী ॥ ৪৮ ॥
নিদাঘধামক্লমবিক্লবানাং নবীনমম্ভোদমিবৌষধীনাম্।
সুনন্দনং নন্দনমাত্মনো নঃ সেনাঙ্গমেতং স্বয়মাদিশ ত্বম্ ॥ ৪৯ ॥
ত্রৈলোক্যলক্ষ্মীহৃদয়ৈকশল্যং সমূলমুৎখায় মহাসুরং তম্।
অস্মাকমেষাং পুরতো ভবন্ সন্ দুঃখাপহারং যুধি যো বিধত্তে ॥ ৫০ ॥
মহাহবে নাথ তবাস্য সূনোঃ শস্ত্রৈঃ শিতৈঃ কৃত্তশিরোধরাণাম্।
মহাসুরাণাং রমণীবিলাপৈর্দিশো দশৈতা মুখরীভবন্তু ॥ ৫১ ॥
মহারণক্ষৌণিপশূপহারীকৃতেঽসুরে তত্র তবাত্মজেন।
বন্দিস্থিতানাং সুদৃশাং করোতু বেণিপ্রমোক্ষং সুরলোক এষঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়।—অহো! ততঃ অনন্তরং অদ্য যাবৎ অমী হৃদন্তশল্যং আজ্ঞানিবেশং ত্রিদিবৌকসঃ তস্য (তারকস্য) সুদুঃসহাং পরাভবার্ত্তিং বিষেহিরে হন্ত (খেদে) ॥ ৪৮ ॥

নিদাঘধামক্লমবিক্লবানাম্ ওষধীনাং নবীনম্ অম্ভোদম্ ইব নঃ সুনন্দনম্ আত্মনঃ এতং নন্দনং ত্বং স্বয়ং সেনাঙ্গং আদিশ ॥ ৪৯ ॥

যঃ (নন্দনঃ) এষাম্ অস্মাকং পুরতঃ ভবন সন্ ত্রৈলোক্য-লক্ষ্মীহৃদয়ৈকশল্যং তং মহাসুরং সমূলং উৎখায় যুধি দুঃখা-পহারং বিধত্তে ॥ ৫০ ॥

হে নাথ! মহাহবে তব অস্য সূনোঃ শিতৈঃ শস্ত্রৈঃ কৃত্তশিরোধরাণাং মহাসুরাণাং রমণীবিলাপৈঃ এতাঃ দশ দিশঃ মুখরীভবন্তু ॥ ৫১ ॥

তব আত্মজেন তত্র অসুরে মহারণক্ষৌণিপশূপ-হারীকৃতে (সতি) এষঃ সুরলোকঃ বন্দিস্থিতানাং সুদৃশাং বেণিপ্রমোক্ষং করোতু ॥ ৫২ ॥

বঙ্গার্থ।—অহো! তদবধি অদ্য পর্য্যন্ত এই ত্রিদিববাসী সুরবৃন্দ তারকাসুর কর্ত্তৃক অভিভবরূপ দুঃসহ হৃদ্গতশল্য ও তাহার অনুজ্ঞা সহ্য করিয়া আসিতেছেন ॥ ৪৮ ॥

ওষধি যেমন নিদাঘকালে সূর্য্যের প্রখর তেজে ক্লিষ্ট ও শুষ্ক হইয়া আষাঢ় মাসোদ্ভব আনন্দবর্দ্ধন নবীন মেঘের প্রত্যাশা করিয়া থাকে, আমরাও তদ্রূপ আপনার পুরো-ভাগস্থ এই কুমারের প্রতীক্ষায় (আশাপথ চাহিয়া) রহিয়াছি। ইহাকে আমাদিগের সেনানীপদ গ্রহণ করিতে আপনি অনুমতি করুন ॥ ৪৯ ॥

আপনার এই কুমার সমরাঙ্গনে আমাদিগের অগ্রভাগে থাকিয়া ত্রিভুবনলক্ষ্মীর হৃদয়শল্য তুল্য দুঃসহ সেই মহাসুরকে সমূলে উন্মূলিত করিয়া আমাদিগের কষ্ট বিদূরিত করিবেন ॥ ৫০ ॥

হে নাথ! আপনার এই পুত্র মহাসংগ্রামে অগ্রবর্ত্তী হইয়া তীক্ষ্ণ শস্ত্র দ্বারা মহাসুরদিগের শিরশ্ছেদ করুন এবং সেই সমস্ত অসুরের (পতিবিয়োগবিধুরা) রমণীরা বিলাপধ্বনিতে দশদিক্ মুখরিত করিতে থাকুক ॥ ৫১ ॥

আপনার পুত্র কর্ত্তৃক সমরাঙ্গনে সেই তারকাসুর পশু সমূহের উদ্দেশে বলি প্রদত্ত হইলে (সংগ্রামে নিহত সেই দৈত্য শৃগালাদি পশু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হইলে) এই অগ্রবর্ত্তী সুরগণ বন্দিনীকৃতা দেব-সুন্দরীদিগের বেণীবন্ধন মোচন করিয়া দিবেন (যে সকল সুরললনাদিগকে সেই দৈত্য বন্দিনী করিয়া রাখিয়াছে, তাহার সংহারসাধন হইলে দেবতারা বন্দিনী দেবললনাদিগকে উদ্ধার করিবেন) ॥ ৫২ ॥

ইত্থং সুরেন্দ্রে বদতি স্মরারিঃ সুরারিদুশ্চেষ্টিতজাতরোষঃ।
কৃতানুকম্পস্ত্রিদশেষু তেষু ভূয়োঽপি ভূতাধিপতির্বভাষে ॥ ৫৩ ॥
অহো অহো দেবগণাঃ সুরেন্দ্রমুখ্যাঃ শৃণুধ্বং বচনং মমৈতে।
বিচেষ্টতে শঙ্কর এষ দেবঃ কার্য্যায় সজ্জো ভবতাং সুতাদ্যৈঃ ॥ ৫৪ ॥
পুরা ময়াকারি গিরীন্দ্রপুত্র্যাঃ প্রতিগ্রহোঽয়ং নিয়তাত্মনাপি।
তত্রৈব হেতুঃ খলু তদ্ভবেন বীরেণ যদ্বধ্যত এব শত্রুঃ ॥ ৫৬ ॥
অত্রোপপন্নং তদমী নিযুজ্য কুমারমেনং পৃতনাপতিত্বে।
নিঘ্নন্তু শত্রুং সুরলোকমেব ভুনক্তু ভূয়োঽপি সুরৈঃ সহেন্দ্রঃ ॥ ৫৬ ॥
ইত্যুদীর্য্য ভগবাংস্তমাত্মজং ঘোরসঙ্গরমহোৎসবোৎসুকম্।
নন্দনং হি জহি দেববিদ্বিষং সংযতীতি নিজগাদ শঙ্করঃ ॥ ৫৭ ॥
শাসনং পশুপতেঃ স কুমারঃ স্বীচকার শিরসাবনতেন।
সর্ব্বথৈব পিতৃভক্তিরতানামেষ এব পরমঃ খলু ধর্ম্মঃ ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়।—সুরেন্দ্রে ইত্থং বদতি (সতি) স্মরারি ভূতাধিপতিঃ সুরারিদুশ্চেষ্টিতজাতরোষঃ (সন্) তেষু ত্রিদশেষু কৃতানুকম্পঃ (সন্ চ) ভূয়ঃ অপি বভাষে ॥ ৫৩ ॥

অহো অহো (আশ্চর্য্যমাশ্চর্য্যম্) হে সুরেন্দ্রমুখ্যাঃ দেবগণাঃ! এতে মম বচনং শৃণুধ্বম্, এষঃ দেবঃ শঙ্করঃ ভবতাং কার্য্যায় সুতাদ্যৈঃ (সহ) সজ্জঃ (সর্ব্বদা প্রস্তুতঃ সন্) বিচেষ্টতে ॥ ৪৫ ॥

পুরা ময়া নিয়তাত্মনা অপি গিরীন্দ্রপুত্র্যাঃ অয়ং প্রতিগ্রহঃ অকারি, তত্র এবঃ হেতুঃ খলু যৎ তদ্ভবেন (তস্যাং পার্ব্বত্যাং ভবেন) বীরেণ এবঃ শত্রুঃ বধ্যতে ॥ ৫৫ ॥

অত্র তৎ উপপন্নম্, অমী (দেবাঃ) এনং কুমারং পৃতনাপতিত্বে নিযুজ্য শত্রুং নিঘ্নন্তু, এবঃ মহেন্দ্রঃ ভূয়ঃ অপি সুরৈঃ (সহ) সুরলোকং ভুনক্তু ॥ ৫৬ ॥

ভগবান্ শঙ্করঃ ইতি উদীর্য্য ঘোরসঙ্গরমহোৎসবোৎসুকং তম্ আত্মজং নন্দনং চ সংযতি (যুদ্ধে) দেববিদ্বিষং জহি ইতি নিজগাদ ॥ ৫৭ ॥

সঃ কুমারঃ পশুপতেঃ শাসনম্ অবনতেন শিরসা স্বীচকার (পরিজগ্রাহ), সর্ব্বথা পিতৃভক্তিরতানাং এবঃ এব পরমঃ ধর্ম্মঃ খলু ॥ ৫৮ ॥

বঙ্গার্থ।—দেবেন্দ্র এই প্রকার কহিলে স্মররিপু ভূতাধিনাথ মহাদেব সুরশত্রু তারকাসুরের উপদ্রবে জাতক্রোধ হইয়া উঠিলেন এবং সুরগণের প্রতি কৃপাপুরঃসর পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥

অহো অহো! হে ইন্দ্রপ্রমুখ দেবগণ! তোমরা আমার বাক্যে কর্ণপাত কর। এই মহাদেব তোমাদের অভিলষিতসাধনের জন্য পুত্রাদির সঙ্গে সজ্জীভূত হইয়া বর্ত্তমান ॥ ৫৪ ॥

আমি নিয়তাত্মা (জিতেন্দ্রিয়) হইয়াও ইতিপূর্ব্বে গিরি-রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছি। তাহার একমাত্র কারণ এই যে, তাঁহার গর্ভে বীরপুত্র জন্মিয়া অরাতি সংহার করিবেন ॥ ৫৪ ॥

এতএব তোমরা তারকাসুরনিপাতে সমর্থ পুত্রকে সেনানীপদে স্থাপিত করিয়া সেই অরাতিকে সংহার কর। এই ইন্দ্র সুরবৃন্দের সহিত পুনর্ব্বার স্বর্গরাজ্য ভোগ করুন ॥ ৫৬ ॥

মহাদেব এই কথা বলিয়া ঘোরযুদ্ধোৎসবে সমুৎসুক আত্মজ ষড়াননকে বলিলেন, তুমি সংগ্রামে সেই সুরশত্রুর বধসাধন কর ॥ ৫৭ ॥

কুমারও আনতমস্তকে শূলপাণির আজ্ঞা স্বীকার করিলেন। (বস্তুতঃ) পিতৃভক্তদিগের সর্ব্বপ্রকারে ইহাই (পিতৃনিদেশপালনই) পরম ধর্ম্ম ॥ ৫৮ ॥

অসুরযুদ্ধবিধৌ বিবুধেশ্বরে পশুপতৌ বদতীতি তমাত্মজম্।
গিরিজয়া মুমুদে সুতবিক্রমে সতি, ন নন্দতি কা খলু বীরসূঃ ॥ ৫৯ ॥

সুরপরিবৃঢ়ঃ প্রৌঢ়ং বীরং কুমারমুমাপতের্বলবদমরারাতিস্ত্রীণাং দৃগঞ্জনভঞ্জনম্।
জগদভয়দং সদ্যঃ প্রাপ্য প্রমোদপরোঽভবদ্ ধ্রুবমভিমতে পূর্ণে কো বা মুদা ন হি মাদ্যতি ॥ ৬০ ॥

ইতি দ্বাদশ সর্গঃ।

অন্বয়।—বিবুধেশ্বরে পশুপতৌ অসুরযুদ্ধবিধৌ তম্ আত্মজম্ ইতি বদতি (সতি) গিরিজয়া মুমুদে। (তথাহি) খলু কা বীরসূ (বীরজননী) সুতবিক্রমে সতি ন নন্দতি ॥৫৯॥

সুরপরিবৃঢ় (সুরাণাং প্রভুঃ) প্রৌঢ়ং (প্রকৃষ্টং) বীরং বলবদমরারাতিস্ত্রীণাং দৃগঞ্জনভঞ্জনং (দৃশাং লোচনানাম্ অঞ্জনস্য কজ্জলস্য ভঞ্জনং বিনাশকং) জগদভয়দম্ উমাপতেঃ কুমারং প্রাপ্য সদ্যঃ প্রমোদপরঃ অভবৎ। (তথাহি)—ধ্রুবং অভিমতে পূর্ণে (সতি) কঃ বা মুদা ন হি মাদ্যতি (মত্তো ন ভবতি) ॥ ৬০ ॥

বঙ্গার্থ।—সকলসুরেশ্বর শূলপাণি আত্মজের প্রতি অসুর সহ সংগ্রাম-সম্বন্ধে এই প্রকার অনুজ্ঞা করিলে, পুত্রের বিক্রম স্মরণ পূর্ব্বক গিরিরাজনন্দিনী পরম আনন্দ লাভ করিলেন। (বস্তুতঃ) পুত্রের পরাক্রম প্রত্যক্ষ করিলে কোন্ বীরপ্রসবিনী পুলকিত হইয়া না উঠেন? ॥ ৫৯ ॥

সুরগণের শাসনকর্ত্তা ইন্দ্র বীরবর, বিক্রমশালী, সুরারি-রমণীদিগের নয়নাঞ্জনহারক (বৈধব্যসম্পাদক), বিশ্বের ত্রাণকর্ত্তা হরনন্দনকে লাভ করিয়া তৎক্ষণাৎ যার-পর-নাই আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। (ফল কথা), মনোভীষ্ট সিদ্ধ হইলে কোন্ ব্যক্তি আনন্দভরে উন্মত্ত হইয়া না উঠে? ॥ ৬০ ॥

ইতি দ্বাদশ সর্গ।

ত্রয়োদশঃ সর্গঃ

প্রস্থানকালোচিতচারুবেশঃ স স্বর্গিবর্গৈরনুগম্যমানঃ।
ততঃ কুমারঃ শিরসা নতেন ত্রৈলোক্যভর্ত্তুঃ প্রণনাম পাদৌ ॥ ১ ॥
জহীন্দ্রশত্রুং সমরেঽমরেশপদং স্থিরত্বং নয় বীর বৎস ।
ইত্যাশিষা তং প্রণমন্তমীশো মূর্দ্ধন্যুপাঘ্রায় মুদাভ্যনন্দৎ ॥ ২ ॥
প্রহ্বীভবন্ নম্রতরেণ মূর্দ্ধ্না নমশ্চকারাঙ্ঘ্রিযুগং স্বমাতুঃ ।
তস্যাঃ প্রমোদাশ্রুপয়ঃপ্রবৃত্তিস্তস্যাভবদ্বীরবরাভিষেকঃ ॥ ৩ ॥
তমঙ্কমারোপ্য সুতা মহাদ্রেরাশ্লিষ্য গাঢ়ং সুতবৎসলা সা ।
শিরস্যুপাঘ্রায় জগাদ শক্রং জিত্বা কৃতার্থীকুরু বীরসূং মাম্ ॥ ৪ ॥
উদ্দামদৈত্যেশবিপত্তিহেতুঃ শ্রদ্ধালুচেতাঃ সমরোৎসবস্য ।
আপৃচ্ছ্য ভক্ত্যা গিরিজাগিরিশৌ ততঃ প্রতস্থেঽভি দিবং কুমারঃ ॥ ৫ ॥
দেবং মহেশং গিরিজাঞ্চ দেবীং ততঃ প্রণম্য ত্রিদিবৌকসোঽপি ।
প্রদক্ষিণীকৃত্য চ নাকনাথপূর্ব্বাঃ সমস্তাস্তমথানুজগ্মুঃ ॥ ৬ ॥

অন্বয়।—ততঃ সঃ কুমারঃ প্রস্থানকালোচিতচারুবেশঃ স্বর্গিবর্গৈঃ অনুগম্যমানঃ (সন্) নতেন শিরসা ত্রৈলোক্যভর্ত্তুঃ পাদৌ প্রণনাম ॥ ১ ॥

ঈশঃ হে বীর বৎস। ইন্দ্রশত্রুং সমরে জহি, অমরেশপদং স্থিরত্বং নয়, ইত্যাশিষা প্রণমন্তং তং মূর্দ্ধনি উপাঘ্রায় মুদা অভ্যনন্দৎ ॥ ২ ॥

(সঃ) প্রহ্বীভবন্ নম্রতরেণ মূর্দ্ধ্না স্বমাতুঃ অঙ্ঘ্রিযুগং নমশ্চকার, তস্যাঃ প্রমোদাশ্রুপয়ঃপ্রবৃত্তিঃ তস্য বীরবরাভিষেকঃ অভবৎ ॥ ৩ ॥

সুতবৎসলা সা হিমাদ্রেঃ সুতা তম্ অঙ্কম্ আরোপ্য গাঢ়ম্ আশ্লিষ্য শিরসি উপাঘ্রায় জগাদ—শক্রং জিত্বা বীরসূং মাং কৃতার্থীকুরু ॥ ৪ ॥

ততঃ উদ্দামদৈত্যেশবিপত্তিহেতুঃ সমরোৎসবস্য শ্রদ্ধালুচেতাঃ কুমারঃ ভক্ত্যা গিরিজাগিরীশৌ আপৃচ্ছ্য দিবম্ অভি (স্বর্গং প্রতি) প্রতস্থে ॥ ৫ ॥

ততঃ নাকনাথপূর্ব্বাঃ সমস্তাঃ ত্রিদিবৌকসঃ অপি দেবং মহেশং দেবীং গিরিজাং চ প্রণম্য প্রদক্ষিণীকৃত্য চ অথ তম্ (কার্ত্তিকেয়ম্) অনুজগ্মুঃ ॥ ৬ ॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর কুমার যাত্রাকালোচিত রমণীয় বেশে সজ্জীভূত ও সুরবৃন্দকর্ত্তৃক অনুগম্যমান হইয়া আনতমস্তকে ত্রিভুবনেশ্বর মহেশ্বরের পাদপদ্মে প্রণত হইলেন ॥১॥

তখন 'হে বীর! হে বৎস! তুমি সংগ্রামে ইন্দ্রবৈরীকে সংহার করিয়া দেবেন্দ্রপদ অচল কর' এই বলিয়া মহাদেব প্রণত কুমারকে আশীর্ব্বাদপূর্ব্বক আনন্দসহকারে তদীয় মস্তক আঘ্রাণ করত অভিনন্দন করিলেন ॥ ২ ॥

অনন্তর কুমার আনতশরীরে অবনতশিরে মাতৃপদে প্রণত হইলে, পার্ব্বতীর স্তন হইতে আনন্দভরে দুগ্ধ ক্ষরিত হইয়া বীরপ্রবর ষড়াননের অভিষেককার্য্য নিষ্পাদন করিল ॥ ৩ ॥

সুতবৎসলা হিমাচলদুহিতা পুত্রকে অঙ্কে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক মস্তকাঘ্রাণ সহকারে বলিলেন, 'অরাতিবিজয় করিয়া বীরপ্রসূ আমাকে চরিতার্থ কর' ॥ ৪ ॥

উদ্দাম দৈত্যপতির বিপত্তির প্রত্যক্ষকারণস্বরূপ, যুদ্ধোৎসবে শ্রদ্ধালুচেতা সেই কুমার গিরিনন্দিনী ও মহেশ্বর উভয়কে ভক্তি সহকারে আমন্ত্রণ পূর্ব্বক স্বর্গের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন ॥ ৫ ॥

ইন্দ্রপ্রমুখ সুরবৃন্দও হর-পার্ব্বতীকে নমস্কার ও প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক কার্ত্তিকেয়ের অনুগামী হইলেন ॥ ৬ ॥

অথ ব্রজদ্ভিস্ত্রিদশৈরশেষৈঃ স্ফুরৎপ্রভাভাস্বরমণ্ডলৈস্তৈঃ।
নভো বভাসে পরিতো বিকীর্ণং দিবাপি নক্ষত্রগণৈরিবোগ্রৈঃ॥ ৭ ॥

ররাজ তেষাং ব্রজতাং সুরাণাং মধ্যে কুমারোঽধিককান্তিকান্তঃ।
নক্ষত্রতারাগ্রহমণ্ডলানামিব ত্রিযামারমণো নভোঽন্তে॥ ৮ ॥

গৌরীশগৌরীতনয়েন সার্দ্ধং পুলোমপুত্রীদয়িতাদয়স্তে।
উত্তীর্য্য নক্ষত্র-পথং মুহূর্ত্তাৎ প্রপেদিরে লোকমথাত্মনীনম্॥ ৯ ॥

তে স্বর্গলোকং চিরকালদৃষ্টং মহাসুরত্রাসবশংবদত্বাৎ।
সদ্যঃ প্রবেষ্টুং ন বিষেহিরে তৎ ক্ষণং ব্যলম্বন্ত সুরাঃ সমগ্রাঃ॥ ১০ ॥

পুরো ভব ত্বং ন পুরো ভবামি নাহং পুরোগোঽস্মি পুরঃসরস্ত্বম্।
ইত্থং সুরাস্তৎক্ষণমেব ভীতাঃ স্বর্গং প্রবেষ্টুং কলহং বিতেনুঃ॥ ১১ ॥

সুরালয়ালোকনকৌতুকেন মুদা শুচিস্মেরবিলোচনাস্তে।
দধুঃ কুমারস্য মুখারবিন্দে দৃষ্টিং ত্রিষৎসাধ্বসকাতরাস্তাম্॥ ১২ ॥

অন্বয়।—অথ স্ফুরৎপ্রভাভাস্বরমণ্ডলৈঃ ব্রজদ্ভিঃ অশেষৈঃ তৈঃ ত্রিদশৈঃ দিবা অপি উগ্রৈঃ নক্ষত্রগণৈঃ ইব পরিতঃ বিকীর্ণং নভঃ বভাসে ॥ ৭ ॥

অধিককান্তিকান্তঃ কুমারঃ তেষাং ব্রজতাং (যাবতাং) সুরাণাং মধ্যে নভঃ অন্তে নক্ষত্রতারাগ্রহমণ্ডলানাং ত্রিযামারমণঃ ইব ররাজ ॥ ৮ ॥

অথ পুলোমপুত্রীদয়িতাদয়ঃ তে গিরীশগৌরীতনয়েন সার্দ্ধং নক্ষত্রপথম্ (নভোমার্গম্) উত্তীর্য্য মুহূর্ত্তাৎ আত্মনীনং লোকং প্রপেদিরে ॥ ৯ ॥

তে সমগ্রাঃ সুরাঃ মহাসুরত্রাসবশংবদত্বাৎ চিরকালদৃষ্টং স্বর্গলোকং সদ্যঃ প্রবেষ্টুং ন বিষেহিরে তৎ (তস্মাৎ) ক্ষণং ব্যলম্বন্ত ॥ ১০ ॥

ত্বং পুরঃ ভব, অহং ন পুরঃ ভবামি, অহং পুরোগঃ ন অস্মি, ত্বং পুরঃসরঃ (ভব), সুরাঃ ভীতাঃ (সন্তঃ) তৎক্ষণম্ এব স্বর্গং প্রবেষ্টুম্ ইত্থং কলহং বিতেনুঃ ॥ ১১ ॥

তে সুরালয়ালোকনকৌতুকেন মুদা শুচিস্মেরবিলোচনাঃ (সন্তঃ) কুমারস্য মুখারবিন্দে ত্রিষৎসাধ্বসকাতরাং দৃষ্টিং দধুঃ ॥ ১২ ॥

বঙ্গার্থ।—সুরগণের আকৃতি দীপ্যমান প্রভায় সমুদ্ভাসিত। তাঁহারা যখন গমন করেন, তখন দিবাভাগেও যেন আকাশমণ্ডল নক্ষত্রমালায় সমন্তাৎ সমাকীর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ৭ ॥

আকাশপটে চন্দ্রমা যেমন নক্ষত্র, তারা ও গ্রহ-মণ্ডলের মধ্যে শোভা প্রাপ্ত হন, সমধিককান্তিমান্ ষড়াননও তদ্রূপ সুরগণমধ্যে শোভা পাইতে লাগিলেন ॥ ৮ ॥

শচীপতি ইন্দ্র প্রমুখ সুরবৃন্দ হর-পার্ব্বতী-পুত্রের সহিত নক্ষত্রমার্গ অতিক্রম পূর্ব্বক ক্ষণকালমধ্যে স্বীয় ধাম (স্বর্গ-লোক) প্রাপ্ত হইলেন ॥ ৯ ॥

বহুদিনের পর স্বর্গলোক দৃষ্টিগোচর হইলেও মহাসুরের ভয়ে সুরগণ তৎক্ষণাৎ প্রবেশ করিতে সাহসী হইলেন না; কিয়ৎক্ষণ বিলম্ব করিতে লাগিলেন ॥ ১০ ॥

তখন দেবগণ ভয়ার্ত্ত হইয়া, 'তুমি অগ্রবর্ত্তী হও, আমি অগ্রবর্ত্তী হইব না, তুমি আগে যাও, আমি যাইব না', এইরূপ বাগ্‌বিন্যাস বিস্তার করিয়া স্বর্গে প্রবেশার্থ কিছুক্ষণ কলহে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১১ ॥

সুরলোকদর্শনজনিত হর্ষে সুরবৃন্দের মুখে বিশুদ্ধ মৃদু হাস্য প্রকাশিত হইল, নয়ন সমুৎফুল্ল হইয়া উঠিল; তাঁহারা কুমারের মুখকমলের দিকে শত্রুভীতিজনিত আর্ত্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ॥ ১২ ॥

সহেলহাসচ্ছুরিতাননেন্দুস্ততঃ কুমারঃ পুরতো ভবিষ্ণুঃ।
স তারকাপাতমপেক্ষমাণো রণপ্রবীরো হি সুরানবোচৎ ॥ ১৩ ॥
ভীত্যালমত্র ত্রিদিবৌকসোঽমী স্বর্গঃ ভবন্তঃ প্রবিশন্তু সন্তঃ।
অত্রৈব মে দৃক্পথমেতু শত্রুর্মহাসুরো বঃ খলু দৃষ্টপূর্ব্বঃ ॥ ১৪ ॥
স্বর্লোকলক্ষ্মীকচকর্ষণায় দোর্মণ্ডলং বল্গতি যস্য চণ্ডম্।
ইহৈব তচ্ছোণিতপানকেলিমহ্নায় কুর্ব্বন্তু শরা মমৈতে ॥ ১৫ ॥
শক্তির্মমাসাবহতপ্রচারা প্রভাবসারা সুমহঃপ্রসারা।
স্বর্লোকলক্ষ্ম্যা বিপদাবহারেঃ শিরো হরন্তী দিশতাং মুদং বঃ ॥ ১৬ ॥
ইত্যন্ধকারাতিসুতস্য দৈত্যবধায় যুদ্ধোৎসুকমানসস্য।
সর্ব্বং শুচিস্মেরমুখারবিন্দং গীর্ব্বাণবৃন্দং বচসাননন্দ ॥ ১৭ ॥
সান্দ্রপ্রমোদাৎ পুলকোপগূঢ়ঃ সর্ব্বাঙ্গসংফুল্লসহস্রনেত্রঃ।
তস্যোত্তরীয়েণ নিজাম্বরেণ নিরুঞ্ছনং চারু চকার শক্রঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়।—ততঃ রণপ্রবীরঃ পুরতঃ ভবিষ্ণুঃ তারকাপাতম্ অপেক্ষমাণঃ সঃ কুমারঃ সহেলহাসচ্ছুরিতাননেন্দুঃ সন্ সুরান্ হি অবোচৎ ॥ ১৩ ॥

হে ত্রিদিবৌকসঃ! অত্র ভীত্যা অলম্ অমী ভবন্তঃ সন্তঃ স্বর্গং প্রবিশন্তু, বঃ খলু দৃষ্টপূর্ব্বঃ শত্রুঃ মহাসুরঃ অত্র এব মে দৃক্পথম্ এতু ॥ ১৪ ॥

যস্য চণ্ডং দোর্মণ্ডলং স্বর্লোকলক্ষ্মীকচকর্ষণায় বল্গতি, মম এতে শরাঃ ইহ এব তচ্ছোণিতপানকেলিম্ অহ্নায় কুর্ব্বন্তু ॥ ১৫ ॥

অহতপ্রচারা প্রভাবসারা সুমহঃপ্রসারা স্বর্লোকলক্ষ্ম্যাঃ বিপদাবহা অসৌ মম শক্তিঃ অরেঃ শিরঃ হরন্তী বঃ মুদং দিশতাম্ ॥ ১৬ ॥

সর্ব্বং গীর্ব্বাণবৃন্দং দৈত্যবধায় যুদ্ধোৎসুকমানসস্য অন্ধকারাতিসুতস্য ইতি বচসা শুচিস্মেরমুখারবিন্দং সৎ আনন্দ ॥ ১৭ ॥

সান্দ্রপ্রমোদাৎ পুলকোপগূঢ়ঃ সর্ব্বাঙ্গসংফুল্লসহস্রনেত্রঃ শক্রঃ তস্য উত্তরীয়েণ নিজাম্বরস্য নিরুঞ্ছনং চারু (যথা তথা) চকার ॥ ১৮ ॥

বঙ্গার্থ।—রণবীর কার্ত্তিকেয়ের মুখচন্দ্রমা সবিলাস হাস্যে নিরন্তর সমুদ্ভাসিত। তিনি তারকাসুরের আগমন-প্রতীক্ষায় অগ্রবর্ত্তী হইবার ইচ্ছায় দেবগণকে বলিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ১৩ ॥

হে ত্রিদিববাসিগণ! এখন আর তোমাদের ভয় নাই, সত্বই সকলে স্বর্গধামে প্রবিষ্ট হও, তোমরা সেই মহাসুর শত্রুকে পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করিয়াছ, অদ্য সে এইখানেই আমার নয়নপথে পতিত হউক ॥ ১৪ ॥

সেই অসুরের যে বাহুদণ্ড স্বর্গলক্ষ্মীর কেশাকর্ষণের জন্য চালিত হয়, আমার এই বাণরাশি এই মুহূর্ত্তেই লীলাচ্ছলে তাহার সেই বাহুদণ্ডের রুধির পান করুক ॥ ১৫ ॥

আমার এই শক্তি (অস্ত্র) সর্ব্বত্র অব্যাহতগতি। প্রভাবই ইহার সার এবং ইহার তেজও সর্ব্বত্র বিকীর্ণ হইয়া থাকে। ইহা সুরলোকলক্ষ্মীর বিপদ্-বিনাশন পূর্ব্বক তৎসহকারে শত্রুর মস্তক গ্রহণ করত তোমাদিগের আনন্দবিধান করুক ॥ ১৬ ॥

অন্ধকনিসূদন মহেশ্বরের পুত্র কার্ত্তিকেয় দৈত্য-সংহারার্থ সংগ্রামে উৎসুকচেতা হইয়া এই কথা বলিলে সুর-গণের মুখপদ্ম নিরতিশয় বিকসিত ও প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তখন সকলে বক্তাননের অভিনন্দন করিতে লাগিলেন ॥ ১৭ ॥

আনন্দাতিশয্য হেতু দেবরাজ পুলকিত হইয়া উঠিলেন; তদীয় সর্ব্বাঙ্গে সহস্র নেত্র বিস্ফারিত হইল। তিনি কার্ত্তিকেয়ের উত্তরীয়ের সঙ্গে স্বকীয় বস্ত্র বিনিময় করিলেন; এ দৃশ্যও রমণীয় বলিয়া অনুমিত হইল ॥ ১৮ ॥

ঘনপ্রমোদাশ্রুতরঙ্গিতাক্ষৈর্মুখৈশ্চতুর্ভিঃ প্রচুরপ্রসাদৈঃ ।
অথো অচুম্বদ্ বিধিরাদিবৃদ্ধঃ ষড়াননং ষট্‌সু শিরঃসু চিত্রম্ ॥ ১৯ ॥
তং সাধু সাধ্বিত্যভিতঃ প্রশস্য মুদা কুমারং ত্রিপুরাসুরারেঃ ।
আনন্দয়ন্ বীর জয়েতি বাচা গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ ॥ ২০ ॥
দিব্যর্ষয়ঃ শক্রবিজেষ্যমাণং তমভ্যনন্দন্ কিল নারদাদ্যাঃ ।
নিরুঞ্ছনং চক্রুরথোত্তরীয়ৈশ্চামীকরীয়ৈর্নিজবল্কলৈশ্চ ॥ ২১ ॥
ততঃ সুরাঃ শক্তিধরস্য তস্যাবষ্টম্ভতঃ সাধ্বসমুৎসৃজন্তঃ ।
উৎসেহিরে স্বর্গমনন্তশক্তের্গন্তুং, বনং যূথপতেরিবেভাঃ ॥ ২২ ॥
অথাভিপৃষ্ঠং গিরিজাসুতস্য পুরন্দরারাতিবধং চিকীর্ষোঃ ।
সুরা নিরীয়ুস্ত্রিপুরং দিধক্ষোরিব স্মরারেঃ প্রমথাঃ সমন্তাৎ ॥ ২৩ ॥
সুরাঙ্গনানাং জলকেলিভাজাং প্রক্ষালিতৈঃ সন্ততমঙ্গরাগৈঃ ।
প্রপেদিরে পিঞ্জরবারিপূরাং স্বর্গৌকসং স্বর্গধুনীং পুরস্তাৎ ॥ ২৪ ॥

অন্বয়।—অথো আদিবৃদ্ধঃ বিধিঃ ঘনপ্রমোদাশ্রুতরঙ্গিতাক্ষৈঃ প্রচুরপ্রসাদৈঃ চতুর্ভিঃ মুখৈঃ ষড়াননং ষট্‌সু শিরঃসু চিত্রম্ অচুম্বৎ ॥ ১৯ ॥

গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরসিদ্ধসঙ্ঘাঃ মুদা তং ত্রিপুরাসুরারেঃ কুমারং সাধু সাধু ইতি অভিতঃ প্রশস্য বীর জয় ইতি বাচা আনন্দয়ন্ (আনন্দিতং চক্রুঃ) ॥ ২০ ॥

নারদাদ্যাঃ দিব্যর্ষয়ঃ শক্রবিজেষ্যমাণং তম্ অভ্যনন্দন্ কিল অথ চামীকরীয়ৈঃ উত্তরীয়ৈঃ নিজবল্কলৈঃ চ নিরুঞ্ছনং (পরস্পরং বসনপরিবর্ত্তনং) চক্রুঃ ॥ ২১ ॥

ততঃ সুরাঃ অনন্তশক্তেঃ তস্য শক্তিধরস্য অবষ্টম্ভতঃ সাধ্বসং উৎসৃজন্তঃ যূথপতেঃ ইব ইভাঃ বনং স্বর্গং গন্তুং উৎসেহিরে ॥ ২২ ॥

অথ সুরাঃ পুরন্দরারাতিবধং চিকীর্ষোঃ গিরিজাসুতস্য অভিপৃষ্ঠং ত্রিপুরং দিধক্ষোঃ স্মরারেঃ সমন্তাৎ প্রমথাঃ ইব নিরীয়ুঃ ॥ ২৩ ॥

স্বর্গৌকসঃ জলকেলিভাজাং সুরাঙ্গনানাং প্রক্ষালিতৈঃ অঙ্গরাগৈঃ সন্ততং পিঞ্জরবারিপূরাং স্বর্গধুনীং প্রপেদিরে ॥ ২৪ ॥

বঙ্গার্থ।—তখন আদিবৃদ্ধ চতুরানন হর্ষাতিশয্য হেতু আনন্দাশ্রুপূরিত-নেত্রে চারিটি মুখ দ্বারা কার্ত্তিকেয়ের ছয়টি বদনে মনোরমভাবে চুম্বন করিলেন ॥ ১৯

গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর ও সিদ্ধবৃন্দ আনন্দভরে ত্রিপুরারি-নন্দন কার্ত্তিকেয়কে সাধু সাধু বলিয়া ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। চারিদিকেই 'হে বীর! বিজয়ী হও' এই শব্দ উদ্গত হইল ॥ ২০ ॥

নারদপ্রমুখ দিব্যর্ষিবৃন্দও ভাবী তারকবিজয়ী কুমারকে অভিনন্দনপূর্ব্বক তদীয় কনক-খচিত উত্তরীয়ের সঙ্গে আপনাদের বল্কলবস্ত্রের বিনিময় করিলেন ॥ ২১ ॥

অনন্তর হস্তী সকল যেমন যূথপতি গজরাজের সাহায্যে বনে প্রবেশ করে, তদ্রূপ সুরবৃন্দ অনন্তশক্তিসম্পন্ন শক্তি-অস্ত্রধারী কুমারের সাহায্যে স্বর্গপ্রবেশে উৎসাহী হইলেন ॥ ২২ ॥

ত্রিপুরদহনেচ্ছু স্মরারি মহেশ্বরের পশ্চাতে যেরূপ প্রমথেরা গমন করে, সুরবৃন্দও তদ্রূপ শক্রসংহারোদ্যত পার্ব্বতীকুমারের পশ্চাৎ পশ্চাৎ সমন্তাৎ বহির্গত হইলেন ॥ ২৩ ॥

স্বর্গবাসী অমরেরা প্রথমে সুরনদী মন্দাকিনীতে উপস্থিত হইলেন। জলকেলিনিরত সুরবালারা সর্ব্বদা অঙ্গরাগ ধৌত করাতে ঐ সুরতরঙ্গিণীর জলপ্রবাহ পীত-বর্ণ ধারণ করিয়াছে ॥ ২৪ ॥

দিগ্দন্তিনাং বারিবিহারভাজাং করাহতৈস্তীব্রতরৈস্তরঙ্গৈঃ।
আপ্লাবয়ন্তীং মুহুরালবালশ্রেণিস্তরূণাং নিজতীরজানাম্ ॥ ২৫ ॥
লীলারসাভিঃ সুরকন্যকাভির্হিরণ্ময়ীভিঃ সিকতাভিরুচ্চৈঃ।
মাণিক্যগর্ভাভিরুপাহিতাভিঃ প্রকীর্ণতীরাং বরবেদিকাভিঃ ॥ ২৬ ॥
সৌরভ্যলুব্ধভ্রমরোপগীতৈর্হিরণ্যহংসাবলিকেলিলোলৈঃ।
চামীকরীয়ৈঃ কমলৈর্বিনিদ্রৈশ্চ্যুতৈঃ পরাগৈঃ পরিপিঞ্জতোয়াম্ ॥ ২৭ ॥
কুতূহলাদ্ দ্রষ্টুমুপাগতাভিস্তীরস্থিতাভিঃ সুরসুন্দরীভিঃ।
অত্যূর্মিরাজি প্রতিবিম্বিতাভির্মুদং দিশন্তীং ব্রজতাং জনানাম্ ॥ ২৮ ॥
ননন্দ সদ্যশ্চিরকালদৃষ্টাং বিলোক্য শক্রঃ সুরদীর্ঘিকাং তাম্।
অদর্শয়ৎ সাদরমদ্রিপুত্রীমহেশপুত্রায় ততঃ পুরোগঃ ॥ ২৯ ॥
স কার্ত্তিকেয়ঃ পুরতঃ পরীতঃ সুরৈঃ সমস্তৈঃ সুরনিম্নগাং তাম্।
অপূর্ব্বদৃষ্টামবলোকমানঃ সবিস্ময়ঃ স্মেরবিলোচনোঽভূৎ ॥ ৩০ ॥

অন্বয়।—বারিবিহারভাজাং দিগ্দন্তিনাং করাহতৈঃ তীব্রতরৈঃ তরঙ্গৈঃ নিজতীরজানাং তরূণাম্ আলবালশ্রেণিং মুহুঃ আপ্লাবয়ন্তীম্ ॥ ২৫ ॥

লীলারসাভিঃ সুরকন্যকাভিঃ হিরণ্ময়ীভিঃ মাণিক্যগর্ভাভিঃ সিকতাভিঃ উপাহিতাভিঃ উচ্চৈঃ বরবেদিকাভিঃ প্রকীর্ণতীরাম্ ॥ ২৬ ॥

সৌরভ্যলুব্ধভ্রমরোপগীতৈঃ হিরণ্যহংসাবলিকেলিলোলৈঃ চামীকরীয়ৈঃ বিনিদ্রৈঃ কমলৈঃ চ্যুতৈঃ পরাগৈঃ পরিপিঞ্জতোয়াম্ ॥ ২৭ ॥

কুতূহলাৎ দ্রষ্টুম্ উপাগতাভিঃ তীরস্থিতাভিঃ ঊর্ম্মিরাজি অতি প্রতিবিম্বিতাভিঃ সুরসুন্দরীভিঃ ব্রজতাং জনানাং মুদং দিশন্তীম্ ॥ ২৮ ॥

শক্রঃ চিরকালদৃষ্টাং তাং সুরদীর্ঘিকাং বিলোক্য সদ্যঃ ননন্দ, ততঃ পুরোগঃ (সন্) অদ্রিপুত্রীমহেশপুত্রায় সাদরম্ অদর্শয়ৎ ॥ ২৯ ॥

পুরতঃ সমস্তৈঃ সুরৈঃ পরীতঃ সঃ কার্ত্তিকেয়ঃ তাম্ অপূর্ব্বদৃষ্টাং সুরনিম্নগাম্ অবলোকমানঃ (সন্) সবিস্ময়ঃ স্মেরবিলোচনঃ অভূৎ ॥ ৩০ ॥

বাচ্যার্থ।—ঐ সুরনদী জলকেলিপরায়ণ দিগ্গজদিগের শুণ্ডাদণ্ডে আহত অতিতীক্ষ্ণ তরঙ্গরাজি দ্বারা স্বীয় তীরজাত বৃক্ষ সকলের আলবালশ্রেণী পুনঃ পুনঃ আপ্লাবিত করিতেছেন ॥ ২৫ ॥

ক্রীড়ানুরাগিণী সুরবালাগণ কাঞ্চনময় ও মাণিক্যগর্ভ বালুকা দ্বারা অত্যুৎকৃষ্ট বেদি নির্ম্মাণ করিয়া নদীর তীরভূমি আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছেন ॥ ২৬ ॥

ঐ নদীর জলে যে সকল কনকপদ্ম প্রস্ফুটিত আছে, সৌরভলুব্ধ মধুকরেরা ঝঙ্কার করাতে উহারা প্রতিধ্বনিত হইতেছে, স্বর্ণহংসেরা ক্রীড়া করাতে উহারা চঞ্চলতার ধারণ করিতেছে ; ঐ সকল বিকসিত স্বর্ণপদ্ম ও তাহাদের স্খলিত পরাগরাশিতে জল সম্পূর্ণ পীতবর্ণ ধারণ করিয়াছে ॥ ২৭ ॥

যে সকল সুরবালা কুতূহলিনী হইয়া দর্শনার্থ আগমন করত ঐ নদীর তীরপ্রদেশে অবস্থান করেন, তরঙ্গমধ্যে তাঁহাদের মূর্ত্তি প্রতিফলিত হয় ; সুতরাং তীরদেশ দিয়া যে সকল লোক গমন করে, ঐ নদী মুহুর্মুহুঃ তাহাদের প্রীতিসম্পাদন করেন ॥ ২৮ ॥

দেবেন্দ্র সেই সুরদীর্ঘিকাকে বহুদিনের পর দেখিয়া তৎক্ষণাৎ পরম হর্ষ প্রাপ্ত হইলেন এবং সম্মুখীন হইয়া সাদরে কার্ত্তিকেয়কে দেখাইতে লাগিলেন ॥ ২৯ ॥

তখন অমরবৃন্দ পুরোভাগে চারিদিক্ বেষ্টন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলে, কুমার সেই অদৃষ্টপূর্ব্বা সুরনদীকে দেখিয়া বিস্ময়ভরে উৎফুল্লনেত্র হইয়া উঠিলেন ॥ ৩০ ॥

উপেত্য তাং তত্র কিরীটকোটিন্যস্তাঞ্জলির্ভক্তিপরঃ কুমারঃ।
গীর্ব্বাণবৃন্দৈঃ প্রণুতাং প্রণুত্য নম্রেণ মূর্দ্ধ্না নমিতো ববন্দে ॥ ৩১ ॥
প্রণর্ত্তিতস্মেরসরোজরাজিঃ পুরঃ পরীরম্ভমিলন্মহোর্ম্মিঃ।
কপোলপালিশ্রমবারিহারী ভেজে গুহং তং সরিতঃ সমীরঃ ॥ ৩২ ॥
ততো ব্রজন্নন্দননামধেয়ং লীলাবনং জম্ভজিতঃ পুরস্তাৎ।
বিভিন্নভগ্নোদ্ধৃতশালসঙ্ঘং প্রেক্ষাঞ্চকার স্মরশত্রুসূনুঃ ॥ ৩৩ ॥
সুরদ্বিষোপপ্লুতমেবমেতৎ বনং বলস্য দ্বিষতো গতশ্রিয়ং।
ইত্থং বিচিন্ত্যারুণলোচনোঽভূদ্ ভ্রূভঙ্গদুষ্প্রেক্ষ্যমুখঃ স কোপাৎ ॥ ৩৪ ॥
নির্লূনলীলোপবনামপশ্যদ্দুঃসঞ্চরীভূতবিমানমার্গাম্ ।
বিধ্বস্তসৌধপ্রচয়াং কুমারো বিশ্বৈকসারামমরাবতীং সঃ ॥ ৩৫ ॥
গতশ্রিয়ং বৈরিবরাভিভূতাং দশাং সুদীনামভিতো দধানাম্।
নারীমবীরামিব তামবেক্ষ্য স বাঢ়মন্তঃ করুণাপরোঽভূৎ ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়।—কুমারঃ গীর্ব্বাণবৃন্দৈঃ প্রণুতাং তাম্ উপেত্য তত্র ভক্তিপরঃ কিরীটকোটিন্যস্তাঞ্জলিঃ (তথা) নমিতঃ (সন্) প্রণুত্য ববন্দে ॥ ৩১ ॥

প্রণর্ত্তিতস্মেরসরোজরাজিঃ পরীরম্ভমিলন্মহোর্ম্মিঃ কপোলপালিশ্রমবারিহারী সরিতঃ সমীরঃ তং গুহং পুরঃ নম্রেণ মূর্দ্ধ্না ভেজে ॥ ৩২ ॥

ততঃ স্মরশত্রুসূনুঃ ব্রজন্ পুরস্তাৎ জম্ভজিতঃ নন্দননামধেয়ং বিভিন্নভগ্নোদ্ধৃতশালসঙ্ঘং লীলাবনং প্রেক্ষাঞ্চকার ॥ ৩৩ ॥

সঃ বলস্য দ্বিষতঃ এতৎ বনং সুরদ্বিষা এবং উপপ্লুতং গতশ্রিয়ং ইত্থং বিচিন্ত্য কোপাৎ অরুণলোচনঃ (তথা) ভ্রূভঙ্গদুষ্প্রেক্ষ্যমুখঃ অভূৎ ॥ ৩৪ ॥

সঃ কুমারঃ নির্লূনলীলোপবনাং দুঃসঞ্চরীভূতবিমানমার্গাং বিধ্বস্তসৌধপ্রচয়াং বিশ্বৈকসারাং অমরাবতীম্ অপশ্যৎ ॥ ৩৫ ॥

সঃ গতশ্রিয়ং বৈরিবরাভিভূতাম্ অভিতঃ সুদীনাং দশাং দধানাম্ অবীরাং নারীম্ ইব তাম্ অবেক্ষ্য বাঢ়ম্ অন্তঃ করুণাপরঃ অভূৎ ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গার্থ।—তৎপরে তিনি তাঁহার সমীপস্থ হইয়া ভক্তি সহকারে কিরীটকোটিতে অঞ্জলি-বন্ধন পূর্ব্বক গীর্ব্বাণবৃন্দে দেবগণের স্তবনীয়া সেই সুরধুনীর স্তুতিবাদ বিনত বন্দনা করিলেন ॥ ৩১ ॥

তখন প্রস্ফুটিত কমলরাজি কম্পিত করিয়া, আলিঙ্গন সহকারে তরঙ্গ সহ মিলিত হইয়া, গণ্ডপ্রদেশস্থ শ্রমজনিত স্বেদবিন্দু দূর করিয়া সুরধুনীবায়ু অগ্রবর্ত্তী ষড়াননের সেবা করিতে লাগিল ॥ ৩২ ॥

অতঃপর মহেশ্বরসুত যাইতে যাইতে দেখিলেন, জম্ভ-বিজয়ী দেবেন্দ্রের নন্দন নামক ক্রীড়োপবন সম্মুখে বিরাজিত রহিয়াছে। ঐ উদ্যানস্থিত শাল তরুসকল ভগ্ন, উৎপাটিত ও বহুখণ্ডে খণ্ডীকৃত হইয়াছে ॥ ৩৩ ॥

বলরিপু দেবেন্দ্রের ঐ উদ্যান দেব-শত্রুর দৌরাত্ম্যে শ্রীহীন হইয়াছে, এই বিবেচনা করিয়া ক্রোধভরে কার্ত্তিকেয়ের নয়নদ্বয় শোণিতবর্ণ হইল এবং ভ্রূকুটির উদয় হওয়াতে বদন-মণ্ডল দুর্নিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল ॥ ৩৪ ॥

আরও দেখিলেন, অমরাবতী অখিল ব্রহ্মাণ্ডের সারভূত ছিল; কিন্তু তাহার বিলাসোদ্যান এখন নিঃশেষে বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহার বিমানপথেও ভ্রমণ করা দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে এবং তাহার অট্টালিকাসমূহ একেবারে ধরাসাৎ হইয়া পড়িয়াছে ॥ ৩৫ ॥

এই প্রকারে প্রচণ্ড অরাতির অভিভবে অমরাবতী শ্রীভ্রষ্ট ও দীনদশাপন্ন হইয়া পুত্রকলত্রহীনা রমণীর ন্যায় শোচনীয় মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে দেখিয়া কার্ত্তিকেয় অন্তরে নিরতিশয় করুণাপরায়ণ হইলেন ॥ ৩৬ ॥

ছ্রুশ্চেষ্টিতে দেবরিপোঃ সরোষস্তস্থ্য সমরায় চোৎকঃ।
তথাবিধাং তাং স বিবেশ পশ্যন্ সুরৈঃ সুরাধীশ্বররাজধানীম্ ॥ ৩৭ ॥
দৈত্যেন্দ্রদন্ত্যাবলিদন্তঘাতৈঃ ক্ষুণ্ণান্তরাঃ স্ফাটিকহর্ম্ম্যপঙ্‌ক্তীঃ।
মহাহিনির্ম্মোকপিনদ্ধজালাঃ স বীক্ষ্য তস্যাং বিষসাদ সদ্যঃ ॥ ৩৮ ॥
উৎকীর্ণচামীকরপঙ্কজানাং দিগ্দন্তিদানদ্রবদূষিতানাম্।
হিরণ্যহংসব্রজবর্জ্জিতানাং বিদীর্ণ-বৈদূর্য্যমহাশিলানাম্ ॥ ৩৯ ॥
আবির্ভবদ্‌বালতৃণাঙ্কিতানাং তদীয়লীলাগৃহদীর্ঘিকাণাম্।
স দুর্দ্দশাং বীক্ষ্য বিরোধিজাতাং বিষাদবৈলক্ষ্যভরং বভার ॥ ৪০ ॥
তদ্দন্তিদন্তক্ষতহেমভিত্তি স্ফুতস্তুজালাকুলরত্নজালম্।
নিন্যে সুরেন্দ্রেণ পুরোগতেন স বৈজয়ন্তাভিধমাত্মসৌধম্ ॥ ৪১ ॥
নির্দ্দিষ্টবর্ত্মা বিবুধেশ্বরেণ সুরৈঃ সমগ্রৈরনুগম্যমানঃ।
স প্রাবিশৎ তং বিবিধাশ্মরশ্মি-চ্ছিন্নেন সোপানপথেন সৌধম্ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়।—দুশ্চেষ্টিতে দেবরিপোঃ সরোষঃ তস্য সমরায় চ উৎকঃ (তথা) অবিষণ্ণঃ সঃ (কার্ত্তিকেয়ঃ) তথাবিধাং তাং সুরাধীশ্বররাজধানীং পশ্যন্ (সন্) সুরৈঃ (সহ) বিবেশ ॥ ৩৭ ॥

সঃ তস্যাং দৈত্যেন্দ্রদন্ত্যাবলিদন্তঘাতৈঃ ক্ষুণ্ণান্তরাঃ মহাহিনির্ম্মোকপিনদ্ধজালাঃ স্ফাটিকহর্ম্ম্যপঙ্‌ক্তীঃ বীক্ষ্য সদ্যঃ বিষসাদ ॥ ৩৮ ॥

উৎকীর্ণচামীকরপঙ্কজানাং দিগ্দন্তিদানদ্রবদূষিতানাং হিরণ্যহংসব্রজবর্জ্জিতানাং বিদীর্ণ-বৈদূর্য্যমহাশিলানাং আবির্ভবদ্‌বালতৃণাঙ্কিতানাং তদীয়লীলাগৃহদীর্ঘিকাণাং বিরোধিজাতাং দুর্দ্দশাং বীক্ষ্য সঃ বিষাদবৈলক্ষ্যভরং বভার ॥ ৩৯-৪০ ॥

পুরোগতেন সুরেন্দ্রেণ সঃ তদ্দন্তিদন্তক্ষতহেমভিত্তি স্ফুতস্তুজালাকুলরত্নজালং বৈজয়ন্তাভিধম্ আত্মসৌধং নিন্যে ॥ ৪১ ॥

সঃ বিবুধেশ্বরেণ নির্দ্দিষ্টবর্ত্মা (তথা) সমগ্রৈঃ সুরৈঃ অনুগম্যমানঃ (সন্) বিবিধাশ্মরশ্মিচ্ছিন্নেন সোপানপথেন তং সৌধং প্রাবিশৎ ॥ ৪২ ॥

বঙ্গার্থ।—অতঃপর তিনি দুশ্চেষ্টিত সুর-শত্রুর উপর জাতক্রোধ ও তৎসহ সংগ্রামে সমুৎসুক হইয়া দেবেন্দ্রের তাদৃশ রাজধানী দেখিতে দেখিতে অকুতোভয়ে তাহাতে প্রবেশ করিলেন, দেববৃন্দও তাঁহার অনুগামী হইলেন ॥ ৩৭ ॥

দৈত্যদিগের গজরাজির দশনাঘাতে তত্রত্য স্ফাটিক সৌধশ্রেণীর অভ্যন্তরভাগ ক্ষুণ্ণ ও গবাক্ষজাল মহাসর্পগণের নির্ম্মোকে অবরুদ্ধ হইয়াছে দেখিয়া তিনি তখনই বিষণ্ণভাব ধারণ করিলেন ॥ ৩৮ ॥

তত্রত্য লীলাদীর্ঘিকাসমূহে যে সকল স্বর্ণপদ্ম বিদ্যমান ছিল, তাহা সমুৎপাটিত ও জলরাশি দিগ্‌গজদিগের মদজলে দূষিত হইয়াছে; সুবর্ণময় হংসপঙ্‌ক্তিও সেই হেতু উহা পরিত্যাগ করিয়াছে; অধিকন্তু তত্রস্থিত বৈদূর্য্যশিলাসমূহও বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং নবীন তৃণ জন্মিয়া উহাদিগকে আবৃত করিয়া ফেলিয়াছে। এইরূপ অরাতি-কৃত দুরবস্থা দেখিয়া কুমার যুগপৎ বিষণ্ণ ও লজ্জিত হইয়া উঠিলেন ॥ ৩৯-৪০ ॥

তদনন্তর দেবরাজ পুরোবর্ত্তী হইয়া কার্ত্তিকেয়কে আপনার বৈজয়ন্ত নামক অট্টালিকায় লইয়া গেলেন। ঐ অট্টালিকার ভিত্তি কনকময়; তারকাসুরের গজরাজির দশনাঘাতে উহাও চূর্ণ-বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। তত্রত্য রত্নময় গবাক্ষরাজি ঊর্ণনাভের জালে রুদ্ধপ্রায় হইয়া রহিয়াছে ॥ ৪১ ॥

এই প্রকারে দেবরাজ পথপ্রদর্শন করিলে ও দেবগণ অনুগামী হইলে কুমার নানাবিধ মণির রশ্মিজালে বিচ্ছুরিত সোপান-মার্গ দিয়া সেই অট্টালিকায় প্রবিষ্ট হইলেন ॥ ৪২ ॥

নিসর্গকল্পদ্রুমতোরণং তং স পারিজাতপ্রসবস্রগাঢ্যম্।
দিব্যৈঃ কৃতস্বস্ত্যয়নং মুনীন্দ্রৈরন্তঃপ্রবিষ্টপ্রমদং প্রপেদে ॥ ৪৩ ॥

পাদৌ মহর্ষেঃ কিল কশ্যপস্য কুলাদিবৃদ্ধস্য সুরাসুরাণাম্।
প্রদক্ষিণীকৃত্য কৃতাঞ্জলিঃ সন্ ষড়্ভি শিরোভিঃ স নতৈর্ববন্দে ॥ ৪৪ ॥

স দেবমাতুর্জগদেকবন্দ্যৌ পাদৌ তথৈব প্রণনাম কামম্।
মুনেঃ কলত্রস্য চ তস্য ভক্ত্যা প্রহ্বীভবন্ শৈলসুতাতনূজঃ ॥ ৪৫ ॥

স কশ্যপঃ সা জননী সুরাণাং তমেধয়ামাসতুরাশিষা দ্বৌ।
তয়া যয়া নৈকজগজ্জিগীষুং জেতা মৃধে তারকমুগ্রবীর্য্যম্ ॥ ৪৬ ॥

স্বদর্শনার্থং সমুপেয়ুষীণাং সুদেবতানামদিতিশ্রিতানাম্।
পাদান্ ববন্দেঽপি চ দেবতাস্তা আশীর্বচোভিঃ পুনরভ্যনন্দন্ ॥ ৪৭ ॥

পুলোমপুত্রীং বিবুধাধিভর্ত্তুস্ততঃ শচীনাম কলত্রমেষঃ।
নমশ্চকার স্মরশত্রুসূনুস্তমাশিষা সা সমুপাচরচ্চ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়।—সঃ নিসর্গকল্পদ্রুমতোরণং পারিজাতপ্রসবস্রগাঢ্যং দিব্যৈঃ মুনীন্দ্রৈঃ কৃতস্বস্ত্যয়নম্ অন্তঃপ্রবিষ্টপ্রমদং তং প্রপেদে ॥ ৪৩ ॥

সঃ সুরাসুরাণাং কুলাদিবৃদ্ধস্য কশ্যপস্য মহর্ষেঃ পাদৌ প্রদক্ষিণীকৃত্য কৃতাঞ্জলিঃ সন্ নতৈঃ ষড়্ভিঃ শিরোভিঃ ববন্দে কিল ॥ ৪৪ ॥

সঃ শৈলসুতাতনূজঃ ভক্ত্যা প্রহ্বীভবন্ তস্য মুনেঃ কলত্রস্য দেবমাতুঃ চ জগদেকবন্দ্যৌ পাদৌ তথা এব কামং প্রণনাম ॥ ৪৫ ॥

সঃ কশ্যপঃ সা সুরাণাং জননী দ্বৌ যয়া মৃধে উগ্রবীর্য্যং নৈকজগজ্জিগীষুং তারকং জেতা, তয়া আশিষা তম্ এধয়ামাসতুঃ ॥ ৪৬ ॥

স্বদর্শনার্থং সমুপেয়ুষীণাং অদিতিশ্রিতানাং সুদেবতানাং পাদান্ ববন্দে, অপি চ তাঃ দেবতাঃ আশীর্ব্বচোভিঃ পুনঃ অভ্যনন্দন্ ॥ ৪৭ ॥

ততঃ এষঃ স্মরশত্রুসূনুঃ বিবুধাধিভর্ত্তুঃ শচীনাম কলত্রং পুলোমপুত্রীং নমশ্চকার, সা চ তং আশিষা সমুপাচরৎ ॥ ৪৮ ॥

ভাবার্থ।—কল্পতরুসমূহ উহার নৈসর্গিক তোরণ; উহার চারিদিক্ পারিজাত-কুসুমের মাল্যে বিমণ্ডিত; নারদপ্রমুখ দেবর্ষিরা উহাতে মঙ্গলপাঠে নিরত রহিয়াছেন এবং ললনাকুল (কুমার-দর্শনার্থ) উহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন। কুমার সেই স্থানে উপনীত হইলেন ॥ ৪৩ ॥

অতঃপর তিনি দেবদৈত্যকুলের আদিস্রষ্টা মহর্ষি কশ্যপের পাদপদ্মে প্রদক্ষিণ সহকারে করযোড়ে ছয়টি মস্তক আনত করিয়া প্রণাম করিলেন ॥ ৪৪ ॥

তৎপরে ভক্তি সহকারে নিরতিশয় অবনত হইয়া কশ্যপপত্নী দেবজননী অদিতির বিশ্ববন্দ্য পাদদ্বয়ে যথাবিধানে প্রণাম করিলেন ॥ ৪৫ ॥

তখন যাহার বলে কুমার সংগ্রামে অখিল-জগজ্জয়েচ্ছু প্রচণ্ডবীর্য্য তারকাসুরকে জয় করিতে সমর্থ হন, কশ্যপ ও দেবমাতা অদিতি সেই প্রকার আশীর্ব্বাদ সহকারে তাঁহাকে সংবর্দ্ধনা করিলেন ॥ ৪৬ ॥

কুমারদর্শনার্থ সেই স্থানে অদিতির অনুগতা যে সমস্ত শ্রেষ্ঠ দেবতা আসিয়াছিলেন, কুমার তাঁহাদিগকে প্রণাম করিলে, তাঁহারাও আশীর্ব্বচন প্রয়োগপূর্ব্বক তাঁহাকে অভিনন্দন করিলেন ॥ ৪৭ ॥

তৎপরে কামারিনন্দন কুমার দেবাধিপতি ইন্দ্রের পত্নী পুলোম-নন্দিনী শচীকে প্রণাম করিলে তিনিও আশীর্ব্বাদ সহকারে তাঁহার সংবর্দ্ধনা করিলেন ॥ ৪৮ ॥

অথাদিতীন্দ্রপ্রমদাঃ সমেতাস্তা মাতরঃ সপ্ত ঘনপ্রমোদাঃ।
উপেত্য ভক্ত্যা নমতে মহেশপুত্রায় তস্মৈ দদুরাশিষঃ প্রাক্ ॥ ৪৯ ॥
সমেত্য সর্ব্বেঽপি মুদং দধানা মহেন্দ্রমুখ্যাস্ত্রিদিবৌকসোঽথ।
আনন্দকল্লোলিতমানসং তং সমভ্যষিঞ্চন্ পৃতনাধিপত্যে ॥ ৫০ ॥
সকলবিবুধলোকঃ প্রস্তনিঃশেষশোকঃ কৃতরিপুবিজয়াশঃ প্রাপ্তযুদ্ধাবকাশঃ।
অজনি হরসুতেনানন্তবীর্য্যেণ তেনাখিলবিবুধচমূনাং প্রাপ্য লক্ষ্মীমনূনাম্ ॥ ৫১ ॥

ইতি ত্রয়োদশঃ সর্গঃ।

অন্বয়।—অথ অদিতীন্দ্রপ্রমদাঃ তাঃ সপ্ত মাতরঃ ঘনপ্রমোদাঃ সমেতাঃ (সত্যঃ) ভক্ত্যা উপেত্য নমতে তস্মৈ মহেশপুত্রায় প্রাক্ আশিষঃ দদুঃ ॥ ৪৯ ॥

অথ মহেন্দ্রমুখ্যাঃ সর্ব্বে অপি ত্রিদিবৌকসঃ সমেত্য মুদং দধানাঃ (সন্তঃ) আনন্দকল্লোলিতমানসং তং পৃতনাধিপত্যে সমভ্যষিঞ্চন্ ॥ ৫০ ॥

অনন্তবীর্য্যেণ তেন হরসুতেন অখিলবিবুধচমূনাম্ অনূনাং লক্ষ্মীং প্রাপ্য সকলবিবুধলোকঃ প্রস্তনিঃশেষশোকঃ কৃতরিপুবিজয়াশঃ প্রাপ্তযুদ্ধাবকাশঃ অজনি ॥ ৫১ ॥

বঙ্গার্থ।—কশ্যপের দিতি প্রভৃতি অন্যান্য পত্নীগণ এবং এবং সপ্তমাতৃকারা অতীব আনন্দসহকারে সমবেত হইয়াছিলেন। কুমার ভক্তিভরে তাঁহাদের চরণে প্রণত হইলে, তাঁহারা প্রথমেই তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

তখন ইন্দ্রপ্রমুখ ত্রিদিববাসীরা মিলিত হইয়া হর্ষভরে কল্লোলিতচিত্ত কুমারকে সেনানীপদে অভিষিক্ত করিলেন ॥ ৫০ ॥

অতঃপর অনন্তবিক্রম শিবনন্দন ষড়ানন সমগ্র সুরসেনার সেনানীপদে অধিষ্ঠিত ও পূর্ণশ্রী প্রাপ্ত হইলে সুর-মণ্ডলীর অন্তঃকরণে তারকাসুরজয়ের আশা উপজাত হইল এবং তৎকালই যুদ্ধোপযুক্ত অবসর বুঝিয়া তাঁহারা শোক-দুঃখ বিসর্জ্জন করিলেন ॥ ৫১ ॥

ইতি ত্রয়োদশ সর্গ

চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ

রণোৎসুকেনান্ধকশত্রুসূনুনা সমং প্রবৃত্তৈস্ত্রিদশৈর্জিগীষুণা।
মহাসুরং তারকসংজ্ঞকং দ্বিষং প্রসহ্য হন্তুং সমনহ্যত ক্রতুম্॥ ১॥
সঃ দুর্নিবারং মনসোঽতিবেগিনং জয়শ্রিয়ঃ সদ্মনং সুদুঃসহম্।
বিজিত্বরং নাম তদা মহারথং ধনুর্দ্ধরঃ শক্তিধরোঽধ্যরোহত॥ ২॥
সুরালয়শ্রীবিপদাং নিবারণং সুরারিসম্পৎপরিতাপকারণম্।
কেনাপি দধ্রেঽস্য বিরোধিদারণং সুচারু চামীকরঘর্ম্মবারণম্॥ ৩॥
শরচ্চরচ্চন্দ্রমরীচিপাণ্ডুরৈঃ স বীজ্যমানো বরচারুচামরৈঃ।
পুরঃসরৈঃ কিন্নরসিদ্ধচারণৈঃ রণেচ্ছুরস্তূয়ত বাগ্ভিরুচ্চকৈঃ॥ ৪॥
প্রয়াণকালোচিতচারুবেশভৃদ্বজ্রং বহন্ পর্ব্বতপক্ষদারণম্।
ঐরাবতং স্ফাটিকশৈলসোদরং ততোঽধিরুহ্য দ্যুপতিস্তমন্বগাৎ॥ ৫॥
তমন্বগচ্ছদ্গিরিশৃঙ্গসোদরং মদোদ্ধতং মেষমধিষ্ঠিতঃ শিখী।
বিরোধিবিধ্বংসকৃতাধিকং জ্বলন্ মহোমহীয়স্তরমায়ুধং দধৎ॥ ৬॥

অন্বয়।—রণোৎসুকেন জিগীষুণা অন্ধকশত্রুসূনুনা সমং প্রবৃত্তৈঃ ত্রিদশৈঃ তারকসংজ্ঞকং মহাসুরং দ্বিষং হন্তুং ক্রতুং প্রসহ্য সমনহ্যত॥ ১॥

তদা সঃ ধনুর্দ্ধরঃ শক্তিধরঃ দুর্নিবারং মনসঃ অতিবেগিনং জয়শ্রিয়ঃ সদ্মনং সুদুঃসহং বিজিত্বরং নাম মহারথম্ অধ্যারোহত॥ ২॥

কেন অপি অস্য সুরালয়শ্রীবিপদাং নিবারণং সুরারিসম্পৎপরিতাপকারণং বিরোধিদারণং সুচারু চামীকরঘর্ম্মবারণং দধে॥ ৩॥

শরচ্চরচ্চন্দ্রমরীচিপাণ্ডুরৈঃ বরচারুচামরৈঃ বীজ্যমানঃ রণেচ্ছুঃ সঃ পুরঃসরৈঃ কিন্নরসিদ্ধচারণৈঃ উচ্চৈঃ বাগ্ভিঃ অস্তূয়ত॥ ৪॥

ততঃ দ্যুপতিঃ প্রয়াণকালোচিতচারুবেশভৃৎ পর্ব্বতপক্ষদারণং বজ্রং বহন্ স্ফাটিকশৈলসোদরম্ ঐরাবতম্ অধিরুহ্য তম্ অন্বগাৎ॥ ৫॥

শিখী গিরিশৃঙ্গসোদরং মদোদ্ধতং মেষম্ অধিষ্ঠিতঃ (সন্) বিরোধিবিধ্বংসকৃতাধিকং জ্বলন্ মহোমহীয়স্তরম্ আয়ুধং দধৎ তম্ অন্বগচ্ছৎ॥ ৬॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর সমরোৎসুক, জিগীষু, অন্ধকারিতনয় ষড়ানন তারকাখ্য মহাপরাক্রমশালী শত্রুকে সবলে বধ করিবার জন্য নিযুক্ত অমরগণ সহ তৎক্ষণাৎ সমরসাজে সজ্জিত হইলেন॥ ১॥

শক্তিধর ধনুর্দ্ধারী কার্ত্তিকেয় মন অপেক্ষাও বেগশালী, অপ্রতিহতগতি, জয়শ্রীপদ, অতীত দুঃসহ বিজিত্বর নামক মহারথে আরূঢ় হইলেন॥ ২॥

এক ব্যক্তি তখন ষড়াননের মস্তকোপরি আতপবারণ কনকচ্ছত্র ধারণ করিলেন। ঐ ছত্র সুরলক্ষ্মীর বিপন্নিবারক, সুরশত্রুর শ্রীনাশক, অরাতিধ্বংসকারক ও অতীব মনোরম॥ ৩॥

তখন কুমার শারদীয় চন্দ্ররশ্মির ন্যায় শ্বেতবর্ণ মনোরম চামরশ্রেষ্ঠ দ্বারা বীজ্যমান হইতে লাগিলেন এবং কিন্নর, সিদ্ধ ও চারণেরা সম্মুখভাগে থাকিয়া উচ্চৈঃস্বরে সেই যুদ্ধকামী কার্ত্তিকেয়ের স্তুতিবাদ করিতে লাগিলেন॥ ৪॥

তখন স্বর্গীশ্বর ইন্দ্র যাত্রাকালোচিত মনোরম পরিচ্ছদ ও গিরিপক্ষবিদারণসমর্থ বজ্র ধারণ করিয়া স্ফাটিকাচলপ্রতিম ঐরাবতে আরোহণপূর্ব্বক ষড়াননের অনুগামী হইলেন॥ ৫॥

বহ্নিদেব গিরিশৃঙ্গতুল্য সমুচ্চ মদগর্ব্বিত মেষবাহনে আরূঢ় হইয়া, শত্রুকৃত উপদ্রব হেতু রোষবশে প্রজ্বলিত হইয়া সুমহৎ আগ্নেয়াস্ত্র ধারণপূর্ব্বক কার্ত্তিকেয়ের পশ্চাদনুসরণ করিলেন॥ ৬॥

অথেন্দ্রনীলাচলচণ্ডবিগ্রহং বিষাণবিক্ষুব্ধমহাপয়োধরম্ ।
অধিষ্ঠিতঃ কাসরমুদ্ধরং মুদা বৈবস্বতো দণ্ডধরস্তমন্বগাৎ ॥ ৭ ॥

মদোদ্ধতং প্রেতমথাধিরূঢ়বাংস্তমন্ধকদ্বেষিতনূজমন্বগাৎ ।
মহাসুরদ্বেষবিশেষভীষণঃ সুরোষণশ্চণ্ডরণায় নৈর্ঋতঃ ॥ ৮ ॥

নবোত্থদম্ভোধরঘোরদর্শনং যুদ্ধায় রূঢ়ো মকরং মহত্তরম্ ।
দুর্ব্বারপাশো বরুণো রণোষণস্তমন্বিয়ায় ত্রিপুরান্তকাত্মজম্ ॥ ৯ ॥

দিগম্বরাধিক্রমণোল্বণং ক্ষণাম্মৃগং মহীয়াংসমরুদ্ধবিক্রমম্ ।
অধিষ্ঠিতঃ সঙ্গরকেলিলালসো মরুন্মহেশাত্মজমন্বগাদ্ দ্রুতম্ ॥ ১০ ॥

বিরোধিনাং শোণিতপারণৈষিণীং গদামনূনাং নরবাহনো বহন্ ।
মহাহবাম্ভোধিবিগাহনোদ্ধতং যিযাসুমন্বাগমদীশনন্দনম্ ॥ ১১ ॥

মহাহিনির্ব্বদ্ধজটাকলাপিনো জ্বলৎত্রিশূলপ্রবলায়ুধা যুধে ।
রুদ্রাস্তুষারাদ্রিসখং মহাবৃষং ততোঽধিরূঢ়াস্তমমুঃ পিনাকিনঃ ॥ ১২ ॥

অন্বয়।—অথ বৈবস্বতঃ ইন্দ্রনীলাচলচণ্ডবিগ্রহং বিষাণবিক্ষুব্ধমহাপয়োধরম্ উদ্ধরং কাসরম্ অধিষ্ঠিতং দণ্ডধরঃ (চ সন্) মুদা তম্ অন্বগাৎ ॥ ৭ ॥

অথ মহাসুরদ্বেষবিশেষভীষণঃ সুরোষণঃ নৈর্ঋতঃ মদোদ্ধতং প্রেতম্ অধিরূঢ়বান্ (সন্) চণ্ডরণায় অন্ধকদ্বেষিতনূজম্ অন্বগাৎ ॥ ৮ ॥

রণোষণঃ দুর্ব্বারপাশঃ বরুণঃ নবোত্থদম্ভোধরঘোরদর্শনং মহত্তরং মকরং রূঢ়ঃ (সন্) যুদ্ধায় তং ত্রিপুরান্তকাত্মজং অন্বিয়ায় ॥ ৯ ॥

মরুৎ দিগম্বরাধিক্রমণোল্বণং মহীয়াংসম্ অরুদ্ধবিক্রমং মৃগম্ অধিষ্ঠিতঃ সঙ্গরকেলিলালসঃ (চ সন্) ক্ষণাৎ দ্রুতং মহেশাত্মজম্ অন্বগাৎ ॥ ১০ ॥

নরবাহনঃ বিরোধিনাং শোণিতপারণৈষিণীম্ অনূনাং গদাং বহন্ মহাহবাম্ভোধিবিগাহনোদ্ধতং যিযাসুম্ ঈশনন্দনম্ অন্বাগমৎ ॥ ১১ ॥

ততঃ মহাহিনির্ব্বদ্ধজটাকলাপিনঃ জ্বলত্রিশূলপ্রবলায়ুধাঃ পিনাকিনঃ রুদ্রাঃ যুধে তুষারাদ্রিসখং মহাবৃষম্ অধিরূঢ়াঃ (সন্তঃ) তম্ অমুঃ ॥ ১২ ॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর প্রেতরাজ নীলাচলবৎ ভীমমূর্ত্তি শৃঙ্গদ্বারা জলদজালখণ্ডখণ্ডকারী, মদোদ্ধত মহিষবাহনে আরূঢ় হইয়া হস্তে দণ্ডাস্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক কুমারের অনুগামী হইলেন ॥ ৭ ॥

তৎপরে মহাসুর তারকের প্রতি দ্বেষ হেতু ভীমমূর্ত্তি মহারুষ্ট নৈর্ঋত প্রেতবাহনে আরোহণপূর্ব্বক যুদ্ধার্থ অন্ধকশত্রু-শিবনন্দনের অনুসরণ করিলেন ॥ ৮ ॥

যুদ্ধদুর্মদ বরুণ নবোদিত মেঘবৎ ভীষণদর্শন সুবৃহৎ মকরবাহনে উপবিষ্ট হইয়া হস্তে দুর্নিবার পাশাস্ত্র ধারণ করত শিবনন্দনের অনুগামী হইলেন ॥ ৯ ॥

বায়ুদেবের বাহন মৃগ পূর্ব্বাদিদিক্‌সমূহস্থ গগনপট আক্রমণে সমর্থ, তাহার মূর্ত্তি উৎকটদৃপ্ত, সে দুর্নিবারবিক্রম-শালী ও বৃহত্তম; পবনদেব তাদৃশ মৃগবাহনে আরূঢ় হইয়া সমরক্রীড়ার্থ ব্যস্তভাবে তৎক্ষণাৎ ষড়াননের অনুগামী হইলেন ॥ ১০ ॥

যে গদা অরাতির রক্তপান দ্বারা পারণা করিতে ইচ্ছুক, কুবের সেই গদাস্ত্র ধারণ করিয়া নরবাহনে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক সংগ্রামসাগরে নিমগ্ন হইবার জন্য সমুদ্যত শৈলেন্দ্রকুমারের অনুগমন করিলেন ॥ ১১ ॥

তৎপরে পিনাকাখ্য শরাসনধারী একাদশ রুদ্র মহা-ভুজঙ্গ দ্বারা জটাজুট বন্ধন ও জ্বলন্ত ত্রাসবহ ত্রিশূলাস্ত্র ধারণ করত হিমগিরিতুল্য শ্বেতবর্ণ সুবৃহৎ বৃষভ-বাহনে সমারূঢ় হইয়া যুদ্ধোদ্যত ষড়াননের অনুগামী হইলেন ॥ ১২ ॥

অন্যেঽপি সন্নহ্য মহারণোৎসবশ্রদ্ধালবঃ স্বর্গিগণাস্তমন্বয়ুঃ ।
স্ববাহনানি প্রবলান্যধিষ্ঠিতাঃ প্রমোদবিস্মেরমুখাম্বুজশ্রিয়ঃ ॥ ১৩ ॥
উদণ্ডহেমধ্বজদণ্ডসঙ্কুলাশ্চলদ্বিচিত্রাতপবারণোজ্জ্বলাঃ ।
চলদ্ঘনস্যন্দনঘোষভীষণাঃ করীন্দ্রঘণ্টারবচণ্ডচীৎকৃতাঃ ॥ ১৪ ॥
স্ফুরদ্বিচিত্রায়ুধকান্তিমণ্ডলৈরুদ্যোতিতাশাবলয়াম্বরান্তরাঃ ।
দিবৌকসাং সোঽনুবহন্ মহাচমূঃ পিনাকপাণেস্তনয়স্ততো যযৌ ॥ ১৫ ॥
কোলাহলেনোচ্চলতাং দিবৌকসাং মহাচমূনাং গুরুভির্ধ্বজব্রজৈঃ ।
ঘনৈর্নিরুচ্ছ্বাসমভূদনন্তরং দিঙ্মণ্ডলং ব্যোমতলং মহীতলম্ ॥ ১৬ ॥
সুরারিলক্ষ্মীপরিকম্পহেতবো দিক্চক্রবালপ্রতিনাদমেদুরাঃ ।
নভোঽন্তকুক্ষিম্ভরয়ো ঘনাঃ স্বনা নিহন্যমানৈঃ পটহৈর্বিতেনিরে ॥ ১৭ ॥
প্রমথ্যমানাম্বুধিগর্জিতর্জনৈঃ সুরারিনারীগণগর্ভপাতনৈঃ ।
নভশ্চমূধূলিকুলৈরিবাকুলং ররাস গাঢ়ং পটহপ্রতিস্বনৈঃ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়। মহারণোৎসবশ্রদ্ধালবঃ প্রমোদবিস্মেরমুখাম্বুজশ্রিয়ঃ অন্যে অপি স্বর্গিগণাঃ প্রবলানি স্ববাহনানি অধিষ্ঠিতাঃ (সন্তঃ) সন্নহ্য তং অন্বয়ুঃ ॥ ১৩ ॥

ততঃ সঃ পিনাকপাণেঃ তনয়ঃ উদণ্ডহেমধ্বজসঙ্কুলাঃ চলদ্বিচিত্রাতপবারণোজ্জ্বলাঃ চলদ্ঘনস্যন্দনঘোষভীষণাঃ করীন্দ্রঘণ্টারবচণ্ডচীৎকৃতাঃ স্ফুরদ্বিচিত্রায়ুধকান্তিমণ্ডলৈঃ উদ্যোতিতাশাবলয়াম্বরান্তরাঃ দিবৌকসাং মহাচমূঃ অনুবহন্ যযৌ ॥ ১৪-১৫ ॥

কোলাহলেন উচ্চলতাং দিবৌকসাং মহাচমূনাং ঘনৈঃ গুরুভিঃ, ধ্বজব্রজৈঃ দিঙ্মণ্ডলং ব্যোমতলং মহীতলম্ অনন্তরম্ নিরুচ্ছ্বাসং অভূৎ ॥ ১৬ ॥

নিহন্যমানৈঃ পটহৈঃ সুরারিলক্ষ্মীপরিকম্পহেতবঃ দিক্চক্রবালপ্রতিনাদমেদুরাঃ নভোঽন্তকুক্ষিম্ভরয়ঃ ঘনাঃ স্বনাঃ বিতেনিরে ॥ ১৭ ॥

নভঃ চমূধূলিকুলৈঃ আকুলম্ ইব প্রমথ্যমানাম্বুধিগর্জিতর্জনৈঃ সুরারিনারীগণগর্ভপাতনৈঃ পটহপ্রতিস্বনৈঃ গাঢ়ং ররাস ॥ ১৮ ॥

বঙ্গার্থ। মহাসংগ্রামোৎসবে অনুরাগী অপরাপর সুরবৃন্দও সংগ্রামার্থ সুসজ্জিত হইয়া নিজ নিজ মহাবল বাহনে অধিষ্ঠান পূর্ব্বক কুমারের অনুগামী হইলেন। তখন ভাবিজয়জনিত হর্ষে তাঁহাদিগের বদনকমল অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল ॥ ১৩ ॥

অতঃপর শিবনন্দন কুমার সুরবৃন্দের সেই মহতী সেনা লইয়া সংগ্রামার্থ যাত্রা করিলেন। ঐ সুরবাহিনী উন্নত কাঞ্চনময় ধ্বজদণ্ড দ্বারা পরিব্যাপ্ত, প্রস্ফুরিত নানাকৃতি ছত্র দ্বারা সমুদ্ভাসিত, সচল-জলদবৎ রথরাজির শব্দে ভয়াবহ এবং গজরাজদিগের ঘণ্টানিনাদ দ্বারা শ্রবণকর্কশ কোলাহলে পরিপূরিত। ঐ সৈন্যবাহিনীর হস্তে যে সমুদয় প্রজ্বলিত অস্ত্ররাশি রহিয়াছে, তাহার প্রভা দ্বারা দশদিক্ ও গগনমার্গ সমুদ্ভাসিত হইয়া উঠিল ॥ ১৪-১৫ ॥

সুরসেনারা মহাকোলাহলে চলিতে আরম্ভ করিলে তাহাদের ঘনসন্নিবিষ্ট ধ্বজপংক্তি দ্বারা দিগন্ত, আকাশমণ্ডল ও ভূতল নিরুচ্ছ্বাস হইয়া উঠিল ॥ ১৬ ॥

সেই সময় দেববৃন্দের গম্ভীর হুঙ্কার অসুরদিগের ঐশ্বর্য্যশ্রীর কম্পনের হেতু হইয়া উঠিল অর্থাৎ দেবগণের উচ্চনাদ শ্রবণে অসুরদিগের ঐশ্বর্য্যলক্ষ্মী কম্পিত হইয়া উঠিলেন। ঐ ধ্বনি দিক্চক্রবালে প্রতিধ্বনিত হওয়াতে গম্ভীর হইয়া আকাশোদর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত করিল এবং ঐ ধ্বনি বৈমানিকগণ কর্ত্তৃক বাদ্যমান পটহশব্দের সহিত মিশ্রিত হইয়া আরও বিস্তার লাভ করিল ॥ ১৭ ॥

তৎকালে আকাশমার্গ সেনাগণের চরণোত্থ ধূলিজালে সমাকীর্ণ হইল। বাদ্যমান পটহধ্বনি প্রতিধ্বনিত হওয়াতে বোধ হইল, যেন ঐ ধ্বনি মথ্যমান সমুদ্রের গর্জ্জনকে তিরস্কৃত করিতেছে এবং তচ্ছ্রবণে অসুরললনাদিগের গর্ভপাত হইয়া যায় ; কাজেই অনুমান হইল, আকাশমণ্ডল যেন ঐ প্রতিধ্বনিচ্ছলে পুনঃ পুনঃ শব্দ করিতেছে ॥ ১৮ ॥

ক্ষুণ্ণং রথৈর্বাজিভিরাহতং খুরৈঃ করীন্দ্রকর্ণৈঃ পরিতঃ প্রসারিতম্।
ধুতং ধ্বজৈঃ কাঞ্চনশৈলজং রজো বাতৈর্হৃতং ব্যোম সমারুহৎ ক্রমাৎ॥ ১৯॥
খাতং খুরৈ রথ্যতুরঙ্গপুঙ্গবৈরুপত্যকাহাটকমেদিনীরজঃ।
গতং দিগন্তান্ মুখরৈঃ সমীরণৈঃ সুবিভ্রমং ভূরি বভার ভূয়সা॥ ২০॥
অধস্তথোর্দ্ধং পুরতোঽথ পৃষ্ঠতোঽভিতোঽপি চামীকররেণুরুচ্চকৈঃ।
চমূষু সর্পন্ মরুদাহতোঽহরন্ নবীনসূর্য্যাস্ত চ কান্তিবৈভবম্॥ ২১॥
বলোদ্ধৃতং কাঞ্চনভূমিজং রজো বভৌ দিগন্তেষু নভঃস্থলে স্থিতম্।
অকালসন্ধ্যাঘনরাগপিঙ্গলং ঘনং ঘনানামিব বৃন্দমুত্থিতম্॥ ২২॥
হেমাবনীষু প্রতিবিম্বমাত্মনো মুহুর্বিলোক্যাভিমুখং মহাগজাঃ।
রসাতলোত্তীর্ণগজভ্রমাৎ ক্রুধা দন্তপ্রকাণ্ডপ্রহৃতানি তেনিরে॥ ২৩॥
সুজাতসিন্দূরপরাগপিঞ্জরৈঃ কলং চলদ্ভিঃ স্মরসৈন্তসিন্ধুরৈঃ।
গুহাসু চামীকরশৈলভূমিষু নাদৃশ্যত স্বং প্রতিবিম্বমগ্রতঃ॥ ২৪॥

অন্বয়।—কাঞ্চনশৈলজং রজঃ রথৈঃ ক্ষুণ্ণং বাজিভিঃ খুরৈঃ আহতং করীন্দ্রকর্ণৈঃ পরিতঃ প্রসারিতং ধ্বজৈঃ ধুতং বাতৈঃ হৃতং (সৎ) ক্রমাৎ ব্যোম সমারুহৎ॥ ১৯॥

রথ্যতুরঙ্গপুঙ্গবৈঃ খুরৈঃ খাতং উপত্যকাহাটকমেদিনী-রজঃ মুখরৈঃ সমীরণৈঃ দিগন্তান্ ভূয়সা গতং (সৎ) ভূরি সুবিভ্রমং বভার॥ ২০॥

উচ্চকৈঃ চামীকররেণুঃ মরুদাহতঃ চমূষু অধঃ তথা উর্দ্ধং পুরতঃ অথ পৃষ্ঠতঃ অভিতঃ অপি সর্পন্ নবীন-সূর্য্যাস্ত চ কান্তিবৈভবং অহরৎ॥ ২১॥

বলোদ্ধৃতং কাঞ্চনভূমিজং রজঃ নভঃস্থলে দিগন্তেষু স্থিতম্ (সৎ) অকালসন্ধ্যাঘনরাগপিঙ্গলম্ উত্থিতং ঘনং ঘনানাং বৃন্দম্ ইব বভৌ॥ ২২॥

মহাগজাঃ হেমাবনীষু অভিমুখম্ আত্মনঃ প্রতিবিম্বং মুহুঃ বিলোক্য রসাতলোত্তীর্ণগজভ্রমাৎ ক্রুধা দন্তপ্রকাণ্ড-প্রহৃতানি তেনিরে॥ ২৩॥

সুজাতসিন্দূরপরাগপিঞ্জরৈঃ কলং চলদ্ভিঃ স্মরসৈন্ত-সিন্ধুরৈঃ গুহাসু চামীকরশৈলভূমিষু অগ্রতঃ স্বং প্রতিবিম্বং ন অদৃশ্যত॥ ২৪॥

বঙ্গার্থ।—কনকাচল সুমেরু হইতে সঞ্জাত ধূলিরাশিও রথরাজি দ্বারা চূর্ণীকৃত, অশ্বগণের খুর দ্বারা বিঘট্টিত, গজরাজদিগের কর্ণচালন দ্বারা সমন্তাৎ বিস্তারিত, পতাকাপংক্তি দ্বারা কম্পিত সমীরণ দ্বারা তাড়িত হইয়া ক্রমে গগনপথে আরোহণ করিল॥ ১৯॥

কনকময় উপত্যকায় যে সকল ধূলি বিদ্যমান ছিল, তাহা রথযোজিত অশ্বদিগের খুর দ্বারা বিদলিত ও শব্দায়মান সমীরণ দ্বারা চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইয়া নিরতিশয় দিগ্‌ভ্রান্তি উৎপাদন করিতে লাগিল॥ ২০॥

ভূরিপরিমিত সুবর্ণরেণু সমীরণ দ্বারা তাড়িত এবং অমরবাহিনীর উর্দ্ধ, নিম্ন, অগ্রদেশ, পশ্চাদ্দেশ সর্ব্বত্র প্রসারিত হইয়া নবোদিত ভাস্করের ন্যায় শোভা ধারণ করিল॥ ২১॥

স্বর্ণভূমিতে উৎপন্ন ধূলিজাল সেনাগণ কর্ত্তৃক উৎক্ষিপ্ত হইয়া আকাশমণ্ডলের প্রান্তদেশে সংস্থিত হইলে বোধ হইল যেন, রাগরঞ্জিত গাঢ় মেঘজাল অকালসন্ধ্যায় উত্থিত হইয়া সুশোভিত হইতেছে॥ ২২॥

স্বর্ণভূমিতে আত্মপ্রতিবিম্ব পতিত হওয়াতে, তাহা দেখিয়া গজযূথপতিগণ পাতালোত্থিত অন্য হস্তী ভ্রমে কুপিত হইয়া বার বার তাহার উপর তীক্ষ্ণ দশনাঘাত করিতে আরম্ভ করিল॥ ২৩॥

রমণীয় সিন্দূরপরাগরঞ্জিত সেনাগজেরা মনোরম গতিতে যাইতে যাইতে সমুখভাগে কাঞ্চনময় সুমেরুভূমিতে প্রতিবিম্বিত আত্মপ্রতিকৃতি দর্শন করিতে পাইল না॥ ২৪॥

ইতি ক্রমেণামররাজবাহিনী মহাহবাম্ভোধিবিলাসলালসা।
অবাতরৎ কাঞ্চনশৈলতো দ্রুতং কোলাহলাক্রান্তবিধূতকন্দরা॥ ২৫॥
মহাচমূস্তন্দনচণ্ডচীৎকৃতৈর্বিলোলঘণ্টেভপতেশ্চ বৃংহিতৈঃ।
সুরেন্দ্রশৈলেন্দ্রমহাগুহাশয়াঃ সিংহা মহৎ স্বপ্নসুখং ন তত্যজুঃ॥ ২৬॥
গম্ভীরভেরীধ্বনিভির্ভয়ঙ্করৈর্মহাগুহান্তঃপ্রতিনাদমেদুরৈঃ।
মহারথানাং গুরুনেমিনিঃস্বনৈরনাকুলৈস্তৈর্মৃগরাজতাজনি॥ ২৭॥
সমুত্থিতেন ত্রিদিবৌকসাং মহাচমূরবেণাদ্রিতটান্তদারিণা।
প্রপেদিরে কেশরিণোঽধিকং মদং স্ববীর্য্যলক্ষ্মীমৃগরাজতাবশাৎ॥ ২৮॥
ভিয়া সুরানীকবিমর্দ্দজন্মনা বিদুদ্রুবুর্দূরতরং দ্রুতং মৃগাঃ।
গুহাগৃহান্তাদ্বহিরেত্য হেলয়া তস্থুর্বিশঙ্কং নিতরাং মৃগাধিপাঃ॥ ২৯॥
বিলোকিতাঃ কৌতুকিনামরাবতীজনেন জুষ্টপ্রমদেন দূরতঃ।
সুরাচলপ্রান্তভুবঃ প্রপেদিরে সুবিস্তৃতায়াঃ প্রসরং সুসৈনিকাঃ॥ ৩০॥

অন্বয়।—মহাহবাম্ভোধিবিলাসলালসা অমররাজবাহিনী ইতি ক্রমেণ কোলাহলাক্রান্তবিধূতকন্দরা (সতী) কাঞ্চনশৈলতঃ দ্রুতম্ অবাতরৎ॥ ২৫॥

সুরেন্দ্রশৈলেন্দ্রমহাগুহাশয়াঃ সিংহাঃ মহাচমূস্তন্দনচণ্ডচীৎকৃতৈঃ বিলোলঘণ্টেভপতেঃ বৃংহিতৈঃ চ মহৎ স্বপ্নসুখং ন তত্যজুঃ॥ ২৬॥

তৈঃ (সিংহৈঃ) মহাগুহান্তঃপ্রতিনাদমেদুরৈঃ ভয়ঙ্করৈঃ গম্ভীরভেরীধ্বনিভিঃ মহারথানাং গুরুনেমিনিঃস্বনৈঃ অনাকুলৈঃ (সদ্ভিঃ) মৃগরাজতা অজনি॥ ২৭॥

কেশরিণঃ সমুত্থিতেন অদ্রিতটান্তদারিণা ত্রিদিবৌকসাং মহাচমূরবেণ স্ববীর্য্যলক্ষ্মীমৃগরাজতাবশাৎ অধিকং মদং প্রপেদিরে॥ ২৮॥

মৃগাঃ সুরানীকবিমর্দ্দজন্মনা ভিয়া দ্রুতং দূরতরং বিদুদ্রুবুঃ, মৃগাধিপাঃ হেলয়া গুহাগৃহান্তাৎ বহিঃ এত্য নিতরাং বিশঙ্কং তস্থুঃ॥ ২৯॥

সুসৈনিকাঃ কৌতুকিনা জুষ্টপ্রমদেন অমরাবতীজনেন দূরতঃ বিলোকিতাঃ সুবিস্তৃতায়াঃ সুরাচলপ্রান্তভুবঃ প্রসরং প্রপেদিরে॥ ৩০॥

বঙ্গার্থ।—দেবরাজের বাহিনী এই প্রকারে সমর-সাগরে ঝম্পপ্রদান করিতে সমুৎসুক হইয়া কলরবে গুহা পরিপূরিত ও বিকম্পিত করিতে করিতে ত্বরিতগতিতে সুমেরু হইতে অবতরণ করিল॥ ২৫॥

মহাবলিষ্ঠ সেনাসমূহ ও রথরাজির উৎকট চীৎকারশব্দ এবং ঐরাবতের গলঘণ্টাধ্বনি ও বৃংহিতশব্দ শ্রবণেও সুমেরু-গহ্বরশায়ী নিদ্রিত সিংহগণ নিদ্রা বিসর্জ্জন করিল না॥ ২৬॥

মহারথচক্রের ঘর্ঘরশব্দ গিরিগুহায় প্রতিধ্বনিত হইয়া সমধিক পুষ্ট এবং ভেরীধ্বনির সহিত মিশিয়া গম্ভীরতর হইয়া উঠিলেও ঐ সমস্ত সিংহ অটলভাবে থাকিয়া আপনাদের মৃগরাজ নামের সার্থকতা সম্পাদন করিল॥ ২৭॥

মহতী সুরবাহিনীর কলকলধ্বনি উঠিয়া গিরিতটভাগ বিদীর্ণ করিতে আরম্ভ করিল। উহা শুনিয়া পর্ব্বতবাসী সিংহেরা বীর বিক্রমশ্রীসম্পন্ন মৃগাধিপতিত্ব হেতু অধিকতর গর্ব্বিত হইয়া উঠিল॥ ২৮॥

মৃগসমূহ সুরসৈন্যের সংঘর্ষণজভয়ে আশু অতিদূরে প্রস্থান করিল, কিন্তু মৃগরাজেরা হেলাসহকারে গুহা-গৃহমধ্য হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া নিরতিশয় নির্ভয়চিত্তে অবস্থিত রহিল॥ ২৯॥

অমরাবতীবাসী সকলে কৌতুকপরায়ণ ও প্রমোদপরবশ হইয়া দূর হইতে দর্শন করিতে থাকিলে সেই শোভন সৈন্যগণ সুমেরুর বিস্তৃত প্রান্তভূমির নিকট উপস্থিত হইল॥ ৩০॥

পীতাসিতারক্তসিতৈঃ সুরাচলপ্রান্তস্থিতৈর্ধাতুরজোভিরম্বরম্ ।
অবস্তুগন্ধর্বপুরোদয়ভ্রমং বভার ভূয়োৎপতিতৈরিতস্ততঃ ॥ ৩১ ॥

মহাস্বনঃ সৈন্যবিমর্দ্দসম্ভবঃ কর্ণান্তকূলঙ্কষতামুপেয়িবান্ ।
পয়োনিধেঃ ক্ষুব্ধতরস্য বর্দ্ধনো বভূব ভূম্না ভুবনোদরম্ভরিঃ ॥ ৩২ ॥

মহাগজানাং গুরুবৃংহিতৈস্ততৈঃ সুহ্রেষিতৈর্ঘোরতরৈশ্চ বাজিনাম্ ।
ঘনৈঃ রথানাং গুরুচণ্ডচীৎকৃতৈস্তিরোহিতোঽভূৎ পটহস্য নিঃস্বনঃ ॥ ৩৩ ॥

মহাসুরাণামবরোধযোষিতাং কচাক্ষিপক্ষ্মস্তনমণ্ডলেষু চ ।
ধ্বজেষু নাগেষু রথেষু বাজিষু ক্ষণেন তস্থৌ সুরসৈন্যজং রজঃ ॥ ৩৪ ॥

ঘনৈর্বিলোক্য স্থগিতার্কমণ্ডলৈশ্চমূরজোভির্নিচিতং নভঃস্থলম্ ।
অযাসি হংসৈরভি মানসং ঘন-ভ্রমেণ সানন্দমনর্ত্তি কেকিভিঃ ॥ ৩৫ ॥

সান্দ্রৈঃ সুরানীকরজোভিরম্বরে নবাম্বুদানীকনিভৈরভিশ্রিতে ।
চকাসিরে স্বর্ণময়া মহাধ্বজাঃ পরিস্ফুরন্তস্তড়িতাং গণা ইব ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়।—অম্বরং পীতাসিতারক্তসিতৈঃ সুরাচলপ্রান্তস্থিতৈঃ ইতস্ততঃ ভূম্না উৎপতিতৈঃ ধাতুরজোভিঃ অবস্তুগন্ধর্বপুরোদয়ভ্রমং বভার ॥ ৩১ ॥

সৈন্যবিমর্দ্দসম্ভবঃ কর্ণান্তকূলঙ্কষতাং উপেয়িবান্ ক্ষুব্ধতরস্য পয়োনিধেঃ বর্দ্ধনঃ মহাস্বনঃ ভূম্না ভুবনোদরম্ভরিঃ বভূব ॥ ৩২ ॥

পটহস্য নিঃস্বনঃ মহাগজানাং ততৈঃ গুরুবৃংহিতৈঃ বাজিনাং ঘোরতরৈঃ সুহ্রেষিতৈঃ রথানাং ঘনৈঃ গুরুচণ্ডচীৎকৃতৈঃ চ তিরোহিতঃ অভূৎ ॥ ৩৩ ॥

সুরসৈন্যজং রজঃ মহাসুরাণাং অবরোধযোষিতাং কচাক্ষিপক্ষ্মস্তনমণ্ডলেষু ধ্বজেষু নাগেষু রথেষু বাজিষু চ ক্ষণেন তস্থৌ ॥ ৩৩ ॥

ঘনৈঃ স্থগিতার্কমণ্ডলৈঃ চমূরজোভিঃ নভঃস্থলং নিচিতং বিলোক্য হংসৈঃ ঘনভ্রমেণ অভি মানসং অযাসি, কেকিভিঃ সানন্দং অনর্ত্তি ॥ ৩৫ ॥

সান্দ্রৈঃ নবাম্বুদানীকনিভৈঃ সুরানীকরজোভিঃ অম্বরে অভিশ্রিতে (সতি) স্বর্ণময়াঃ মহাধ্বজাঃ পরিস্ফুরন্তঃ তড়িতাং গণাঃ ইব চকাসিরে ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গার্থ।—সেই সময়ে পীত, কৃষ্ণ, আলোহিত ও শুভ্রবর্ণ, সমন্তাৎ ভূরিপরিমাণে সমুড্ডীন, সুমেরুর প্রান্তস্থ গৈরিকাদি ধাতুরেণু দ্বারা আকাশমণ্ডল অবস্তুজাত গন্ধর্ব-নগরের ভ্রান্তি ধারণ করিল অর্থাৎ আকাশপটে বিভিন্নবর্ণে অনুরঞ্জিত গন্ধর্বনগর আবির্ভূত হইয়াছে বলিয়া বোধ হইতে লাগিল ॥ ৩১ ॥

সৈন্যদিগের সংঘর্ষজন্য বিপুল ধ্বনি উঠিয়া শ্রুতিবিবর বিদীর্ণ করিতে লাগিল; উহা মথ্যমান সমুদ্রগর্জন অপেক্ষাও গম্ভীর এবং ঐ মহাশব্দ ভূগর্ভ পূরিত করিয়া ভূরিপরিমাণে ব্যাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ৩২ ॥

ঐরাবত প্রভৃতি গজপতিদিগের দিগন্তপ্রসারিত গুরুতর বৃংহিতধ্বনি, অশ্বগণের ভীষণ হ্রেষারব এবং রথ-রাজির গম্ভীর, ভয়াবহ উচ্চনাদে পটহধ্বনি বিলোপ প্রাপ্ত হইল ॥ ৩৩ ॥

দেবসৈন্য হইতে ধূলিজাল উঠিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে দৈত্যান্তঃপুরবাসিনী ললনাদিগের কেশ, নেত্রপক্ষ, স্তনমণ্ডল এবং ধ্বজ, হস্তী, রথ, তুরঙ্গ সকল আবৃত করিয়া ফেলিল ॥ ৩৪ ॥

সৈন্যমণ্ডলী হইতে নিবিড় ধূলিজাল উঠিয়া আদিত্য-মণ্ডল ও আকাশপট আচ্ছন্ন করিলে, হংসসমূহ তাহা দেখিয়া মেঘভ্রান্তিতে মানসসরসীর দিকে যাত্রা করিল এবং ময়ূরেরা আনন্দভরে নাচিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৫ ॥

দেবসৈন্যগণের মধ্য হইতে নিবিড় ধূলিজাল নবীন মেঘপংক্তির ন্যায় আকাশপটে আশ্রয় করিলে কাঞ্চনময়ী পতাকাসমূহ দীপ্যমান হইয়া তড়িন্মালাবৎ শোভা পাইতে লাগিল ॥ ৩৬ ॥

বিলোক্য ধূলীপটলৈস্তথা ভৃশং ভৃতং দ্যাবাপৃথিব্যোরন্তরং মহৎ।
কিমূর্দ্ধতোহধঃ কিমধস্তু উর্দ্ধতো রজোহভ্যুপৈতীতি জনৈরতর্ক্যত ॥ ৩৭ ॥

নোর্দ্ধং ন চাধো ন পুরো ন পৃষ্ঠতো ন পার্শ্বতোহভূৎ খলু চক্ষুষোর্গতিঃ।
সূচ্যগ্রভেদ্যৈঃ পৃতনারজশ্চয়ৈরাচ্ছাদিতা প্রাণিগণস্য সর্ব্বতঃ ॥ ৩৮ ॥

দিগন্তদন্ত্যাবলিদানহারিভির্বিমানরন্ধ্রপ্রতিনাদমেদুরৈঃ।
অনেকবাদ্যধ্বনিভিরনারতৈর্জগর্জ্জ গাঢ়ং গুরুভির্নভস্তলম্ ॥ ৩৯ ॥

ভুবং বিগাহ্য প্রযযৌ মহাচমূঃ কচিন্ন মাস্তী মহতীং দিবং খলু।
সুসঙ্কুলায়ামপি তত্র নির্ভরাৎ কিং কান্দিশীকত্বমবাপ নাকুলা ॥ ৪০ ॥

উদ্দামদানদ্বিপবৃন্দবৃংহিতৈর্নিতান্তমুত্তুঙ্গতুরঙ্গহ্রেষিতৈঃ।
চলদ্ঘনস্যন্দননেমিনিঃস্বনৈরভূন্নিরুচ্ছাসমিবাকুলং জগৎ ॥ ৪১ ॥

মহাগজানাং গুরুভিস্তু গর্জ্জিতৈর্বিলোলঘণ্টারণিতৈ রণোদ্ভবৈঃ।
বীরপ্রণাদৈঃ প্রমদপ্রভেদুরৈর্বাচালতামাদধিরেত্তরাং দিশঃ ॥ ৪২ ॥

অন্বয়।—দ্যাবাপৃথিব্যোঃ (ইদং) মহৎ অন্তরং ধূলীপটলৈঃ ভৃশং ভৃতং বিলোক্য জনৈঃ অলং কিম্ উর্দ্ধতঃ অধঃ কিম্ অধস্তঃ উর্দ্ধতঃ রজঃ অভ্যুপৈতি ইতি অতর্ক্যত ॥ ৩৭ ॥

সর্ব্বতঃ সূচ্যগ্রভেদ্যৈঃ পৃতনারজশ্চয়ৈঃ আচ্ছাদিতা প্রাণিগণস্য চক্ষুষোঃ গতিঃ ন উর্দ্ধং ন চ অধঃ নঃ পুরঃ ন পৃষ্ঠতঃ ন পার্শ্বতঃ অভূৎ খলু ॥ ৩৮ ॥

নভস্তলং দিগন্তদন্ত্যাবলিদানহারিভিঃ বিমানরন্ধ্রপ্রতিনাদমেদুরৈঃ অনারতৈঃ গুরুভিঃ অনেকবাদ্যধ্বনিভিঃ গাঢ়ং জগর্জ্জ ॥ ৩৯ ॥

মহাচমূঃ মহতীং দিবং কচিৎ ন মাস্তী খলু ভুবং বিগাহ্য প্রযযৌ তত্র নির্ভরাৎ সুসঙ্কুলায়াম্ অপি আকুলা (সতী) কান্দিশীকত্বম্ অবাপ ন কিম্ ॥ ৪০ ॥

জগৎ উদ্দামদানদ্বিপবৃন্দবৃংহিতৈঃ নিতান্তম্ উত্তুঙ্গতুরঙ্গহ্রেষিতৈঃ চলদ্ঘনস্যন্দননেমিনিঃস্বনৈঃ নিরুচ্ছ্বাসম্ ইব আকুলম্ অভূৎ ॥ ৪১ ॥

দিশঃ তু মহাগজানাং গুরুভিঃ গর্জ্জিতৈঃ রণোদ্ভবৈঃ বিলোলঘণ্টারণিতৈঃ প্রমদপ্রভেদুরৈঃ বীরপ্রণাদৈঃ বাচালতাম্ আদধিরেত্তরাম্ ॥ ৪২ ॥

বঙ্গার্থ—ধূলিজাল দ্বারা গগনমার্গ ও পৃথিবী এই উভয়ের মধ্যভাগ গাঢ় সমাবৃত হইলে, তাহা দেখিয়া সকলে এই প্রকার তর্ক করিতে আরম্ভ করিল, এই ধূলিজাল উর্দ্ধ হইতে নিম্নভাগে আসিতেছে কিংবা নিম্নভাগ হইতে উর্দ্ধদেশে উঠিতেছে? ॥ ৩৭ ॥

সূচগ্রভাগ দ্বারা ভেদযোগ্য নিবিড় সৈন্যরেণুরাশি দ্বারা আবৃত হওয়াতে উর্দ্ধ, নিম্ন, সম্মুখ, পশ্চাৎ, পার্শ্ব কোন দিকেই জীবগণের নেত্রগতি (দৃষ্টি) প্রসারিত হইল না, অর্থাৎ সকলেরই দৃষ্টি অবরুদ্ধ হইল ॥ ৩৮ ॥

অনবরত নানাপ্রকার বাদ্যবাদন হইতে থাকিলে সেই শব্দ শুনিয়া দিক্‌হস্তীদিগের মদজল শুষ্ক হইয়া গেল, সুরবিমানের রন্ধ্রে প্রতিধ্বনিত হওয়াতে ঐ বাদ্যধ্বনি পুষ্টতর হইয়া উঠিল এবং বোধ হইল যেন, আকাশই মুহুর্মুহুঃ গর্জ্জন করিতে আরম্ভ করিয়াছে ॥ ৩৯ ॥

ঐ মহতী সেনা ভূমিতল সমাকীর্ণ করিয়া ফেলিল, সৈন্যের পরিমাণ কত, তাহা নির্ণয় করা যায় না, তৎপরে তাহারা সুরপুরে গমন করিল, কিন্তু তথায় স্থানসঙ্কুলন না হওয়াতে যেন ভয়ে চকিতভাব ধারণ করিল ॥ ৪০ ॥

উন্মত্ত হস্তীদিগের বৃংহিতনাদ, অত্যুন্নত তুরঙ্গদিগের হ্রেষারব ও গম্যমান জলদরাজির ন্যায় রথসকলের চক্র-ঘর্ষরে সমগ্র ভূতল যেন নিতান্ত নিরুদ্ধপ্রাণবৎ আকুল হইয়া উঠিল ॥ ৪১ ॥

মহাগজদিগের অত্যুচ্চনাদ, দোদুল্যমান ঘণ্টাসকলের ধ্বনি এবং বীরবৃন্দের যুদ্ধোৎকট ও অরাতিদিগের হর্ষ-নাশক শব্দ দ্বারা পূর্ব্বাদি সমস্ত দিক্ যেন মুখরিত হইয়া উঠিল ॥ ৪২ ॥

দন্তীন্দ্রদানদ্রববারিবীচিভিঃ সন্তোঽপি নদ্যো বহুধা পুপূরিরে।
ততো রজোভিস্তুরগৈঃ ক্ষতৈর্ভৃতা যাঃ পঙ্কতামেত্য রথৈঃ স্থলীকৃতাঃ॥ ৪৩॥

নিম্নাঃ প্রদেশাঃ স্থলতামুপাগমন্নিম্নত্বমুচ্চৈরপি সর্ব্বতশ্চ তে।
তুরঙ্গমাণাং ব্রজতাং খুরৈঃ ক্ষতা রথৈর্গজেন্দ্রৈঃ পরিতঃ সমীকৃতাঃ॥ ৪৪॥

নভোদিগন্তপ্রতিঘোষভীষণৈর্মহামহীভৃত্তটদারণোল্বণৈঃ।
পয়োনিধির্ঘূর্ননকেলিভির্জগদ্ বভূব ভেরীধ্বনিতৈঃ সমাকুলম্॥ ৪৫॥

ইতস্ততো বাতবিধূতচঞ্চলৈর্নীরন্ধ্রিতাশাগমনৈর্ধ্বজাংশুকৈঃ।
লক্ষৈঃ ক্বণৎকাঞ্চনকিঙ্কিণীকুলৈরমজ্জি ধূলীজলধৌ নভোগতে॥ ৪৬॥

ঘণ্টারবৈঃ রৌদ্রতরৈর্নিরন্তরং বিস্ফারৈর্গর্জিরবৈঃ সুভৈরবৈঃ।
মত্তদ্বিপানাং প্রথয়াম্বভূবিরে ন বাহিনীনাং পটহস্য নিঃস্বনাঃ॥ ৪৭॥

অন্বয়।—নদ্যঃ দন্তীন্দ্রদানদ্রববারিবীচিভিঃ সন্তঃ অপি বহুধা পুপূরিরে যাঃ ততঃ তুরগৈঃ ক্ষতৈঃ রজোভিঃ ভৃতাঃ (সত্যঃ) পঙ্কতাম্ এত্য রথৈঃ স্থলীকৃতাঃ॥ ৪৩॥

ব্রজতাং তুরঙ্গমাণাং খুরৈঃ ক্ষতাঃ রথৈঃ গজেন্দ্রৈঃ পরিতঃ সমীকৃতাঃ নিম্নাঃ প্রদেশাঃ স্থলতাং সর্ব্বতঃ চ উচ্চৈঃ অপি তে নিম্নত্বম্ উপাগমন্॥ ৪৪॥

জগৎ নভোদিগন্তপ্রতিঘোষভীষণৈঃ মহামহীভৃত্তটদারণোল্বণৈঃ পয়োনিধির্ঘূর্ননকেলিভিঃ ভেরীধ্বনিতৈঃ সমাকুলং বভূব॥ ৪৫॥

ইতস্ততঃ বাতবিধূতচঞ্চলৈঃ নীরন্ধ্রিতাশাগমনৈঃ ক্বণৎকাঞ্চনকিঙ্কিণীকুলৈঃ লক্ষৈঃ ধ্বজাংশুকৈঃ নভোগতে ধূলিজলধৌ অমজ্জি॥ ৪৬॥

বাহিনীনাং পটহস্য নিঃস্বনাঃ মত্তদ্বিপানাং রৌদ্রতরৈঃ ঘণ্টারবৈঃ নিরন্তরং বিস্ফারৈঃ সুভৈরবৈঃ গর্জরবৈঃ ন প্রথয়াম্বভূবিরে॥ ৪৭॥

ভাবার্থ।—গজরাজদিগের মদক্ষরণরূপ সলিল-প্রবাহ দ্বারা যে সমস্ত নদী সত্য বহুধা পরিপূর্ণ হইল, তুরঙ্গগণ কর্ত্তৃক উৎক্ষিপ্ত ধূলিসমূহ দ্বারা ব্যাপ্ত হইয়া সেই সমস্ত নদী কর্দ্দমময় হইয়া উঠিল, পরক্ষণে রথরাজি দ্বারা মর্দ্দিত হইয়া স্থলত্ব লাভ করিল অর্থাৎ অগণিত হস্তী নদীতে পতিত হওয়াতে তাহাদের মদজলে উহা পূর্ণ হইল, পরে অসংখ্য ঘোটকের খুরোত্থ ধূলি পতিত হওয়াতে জল কর্দ্দমপিণ্ডের ন্যায় হইল, শেষে তাহার উপর দিয়া অগণিত রথ চালিত হওয়ায় সেই কর্দ্দম আবার স্থলীভূত হইয়া দাঁড়াইল॥ ৪৩॥

ধাবমান তুরঙ্গদিগের খুর দ্বারা চূর্ণীভূত এবং রথ ও গজরাজসমূহ দ্বারা সমীকৃত হইয়া নিম্নভূমি সম ও উচ্চ-ভূমি নিম্ন হইয়া উঠিল॥ ৪৪॥

আকাশতল ও পূর্ব্বাদিদিক্‌সমূহের মধ্যভাগে প্রতি-নাদিত হওয়াতে যাহা ভয়াবহ হইয়া উঠিতেছে, যে শব্দ দ্বারা গিরির তটভূমিও বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং যে শব্দে সমুদ্রের জলও কম্পিত হইয়া উঠে, তাদৃশ ভেরীধ্বনি দ্বারা সমস্ত ভূতল পরিপূরিত হইল॥ ৪৫॥

সমন্তাৎ সমীরণহিল্লোলে বিকম্পিত, চপল, নিবিড়ভাবে সকল দিকে প্রসারিত, শব্দায়মান-কাঞ্চনঘণ্টিকাসমন্বিত লক্ষ লক্ষ ধ্বজবস্ত্র গগনপটস্থ ধূলিসমুদ্রে মগ্ন হইয়া পড়িল॥ ৪৬॥

মদোন্মত্ত হস্তীদিগের অতিভয়াবহ (গললম্বিত) ঘণ্টারব অবিচ্ছেদে বিস্তারিত ও মহাভীষণ বৃংহিতধ্বনি হেতু সৈন্য-সমূহের পটহশব্দ সম্যক্‌রূপে শ্রবণগোচর হইল না॥ ৪৭॥

করালবাচালমুখাশ্চমূস্বনৈর্ধ্বস্তাম্বরা বীক্ষ্য দিশো রজস্বলাঃ।
তিরোবভূবে গহনৈর্দিনেশ্বরো রজোঽন্ধকারৈঃ পরিতঃ কুতোঽপ্যসৌ ॥ ৪৮ ॥

আক্রান্তপূর্ব্বা রভসেন সৈনিকৈর্দিগঙ্গনা ব্যোমরজোঽভিদূষিতা।
ভেরীরবাণাং প্রতিশব্দিতৈর্ঘনৈর্জগর্জ্জ গাঢ়ং ঘনমৎসরাদিব ॥ ৪৯ ॥

গুরুসমীরসমীরিতভূধরা ইব গজা গগনং বিজগাহিরে।
গুরুতরা ইব বারিধরা রথা ভুবমিতীহ বিবর্ত্ত ইবাভবৎ ॥ ৫০ ॥

বলবদসুরলোকানল্পকল্পান্তকালে নিরবধয় ইবাম্ভোরাশয়ো ঘোরঘোষাঃ।
গুরুতরপরিমজ্জদ্‌ভূভৃতো দেবসেনা ববৃধুরপি সুপূর্ণা ব্যোমভূম্যন্তরালে ॥ ৫১ ॥

ইতি চতুর্দ্দশঃ সর্গঃ।

অন্বয়।—অসৌ দিনেশ্বরঃ চমূস্বনৈঃ করালবাচালমুখাঃ ধ্বস্তাম্বরাঃ রজস্বলাঃ দিশঃ বীক্ষ্য পরিতঃ গহনৈঃ রজোঽন্ধকারৈঃ কুতঃ অপি তিরোবভূবে ॥ ৪৮ ॥

সৈনিকৈঃ রভসেন আক্রান্তপূর্ব্বা ব্যোমরজোঽভিদূষিতা দিগঙ্গনা ভেরীরবাণাং ঘনৈঃ প্রতিশব্দিতৈঃ ঘনমৎসরাৎ ইব গাঢ়ং জগর্জ্জ ॥ ৪৯ ॥

গজাঃ গুরুসমীরসমীরিতভূধরাঃ ইব গগনং রথাঃ গুরুতরাঃ বারিধরাঃ ইব ভুবং বিজগাহিরে ইতি ইহ বিবর্ত্ত ইব অভবৎ ॥ ৫০ ॥

বলবদসুরলোকানল্পকল্পান্তকালে নিরবধয়ঃ ঘোরঘোষাঃ গুরুতরপরিমজ্জদ্ভূভৃতঃ অম্ভোরাশয়ঃ ইব দেবসেনাঃ ব্যোমভূম্যন্তরালে সুপূর্ণাঃ অপি ববৃধুঃ ॥ ৫১ ॥

বঙ্গার্থ।—দিক্‌সমূহকে সৈন্যনিনাদে ভীষণ মুখরিত এবং রজস্বলা ও ধ্বস্তাম্বরা দেখিয়া দিনপতি সমন্তাৎ-ব্যাপী গাঢ় রজোন্ধকারে কোথায় অন্তর্হিত হইয়া গেলেন ॥ ৪৮ ॥*

সৈন্যসমূহ বেগভরে প্রথমে আক্রমণ এবং পরে গগনস্থিত ধূলিরাশি স্পর্শ করত দূষিত করাতে দিগঙ্গনারা যার-পর-নাই ক্রুদ্ধ হইয়াই যেন ভেরীনাদের গভীর প্রতিধ্বনিচ্ছলে গর্জ্জন করিতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥

হস্তিগণ প্রবল সমীরণ দ্বারা পরিচালিত গিরিরাজির ন্যায় শূন্যমার্গে অবগাহন এবং রথরাজি গুরুতর জলদমালার ন্যায় ভূতলে অবতরণ করিল। এই প্রকারে সেই সময় যেন প্রলয়কাণ্ড ঘটিয়া উঠিল ॥ ৫০ ॥

মহাবলিষ্ঠ অসুরদিগের প্রচণ্ড সংহারকালে ভীষণধ্বনি সহকারে আবির্ভূত অপার সমুদ্রসমূহের ন্যায় সর্ব্বপ্রকারে পূর্ণভাব প্রাপ্ত করিলেও সেই সুরসেনা গুরুতর গিরিসমূহকে আচ্ছাদিত করিয়া ভূতল ও আকাশ এই উভয়ের মধ্যভাগে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল ॥ ৫১ ॥

ইতি চতুর্দ্দশ সর্গ

---

* এই স্থলে দিক্‌পক্ষে 'রজস্বলা' বলিতে ধূলিপূর্ণ এবং 'ধ্বস্তাম্বরা' শব্দে আকাশ অদৃশ্য, ইহাই বুঝিতে হইবে। রজস্বলা (ঋতুমতী) এবং ধ্বস্তাম্বরা (বসনহীনা, উলঙ্গিনী) রমণীকে দর্শন করা নিষিদ্ধ; হঠাৎ দেখিলেই তথা হইতে তিরোহিত হইতে হয়। ইহাই প্রকৃত সৎ-পুরুষের লক্ষণ।

পঞ্চদশঃ সর্গঃ

সেনাপতিং নন্দনমন্ধকদ্বিষো যুধে পুরস্কৃত্য বলস্য শাত্রবঃ।
সৈন্যৈরুপৈতীতি সুরদ্বিষাং পুরোঽভূৎ কিংবদন্তী হৃদয়প্রকম্পিনী ॥ ১ ॥
চমূপ্রভুং মন্মথমর্দ্দনাত্মজং বিজিত্বরীভির্বিজয়শ্রিয়া শ্রিতম্।
শ্রুত্বা সুরাণাং পৃতনাভিরাগতং চিত্তে চিরং চুক্ষুভিরে মহাসুরাঃ ॥ ২ ॥
সমেত্য দৈত্যাধিপতেঃ পুরঃস্থিতাঃ কিরীটবদ্ধাঞ্জলয়ঃ প্রণম্য তে।
ন্যবেদয়ন্ মন্মথশত্রুসূনুনা যুযুৎসুনা জম্ভজিতং সহাগতম্ ॥ ৩ ॥
দাসীকৃতাশেষজগত্রয়ং ন মাং জিগায় যুদ্ধে কতিশঃ শচীপতিঃ।
গিরীশপুত্রস্য বলেন সাম্প্রতং ধ্রুবং বিজেতেতি স কাকুতোঽহসৎ ॥ ৪ ॥
ততঃ ক্রুধা বিস্ফুরিতাধরাধরঃ স তারকো দর্পিতদোর্ব্বলোদ্ধতান্।
যুধে ত্রিলোকীজয়কেলিলালসঃ সেনাপতীন্ সন্নহনার্থমাদিশৎ ॥ ৫ ॥
মহাচমূনামধিপাঃ সমন্ততঃ সন্নহ্য সদ্যঃ সুতরামুদায়ুধাঃ।
তস্থুর্বিনম্রক্ষিতিপালসঙ্কুলে তদঙ্গনদ্বারবরপ্রকোষ্ঠকে ॥ ৬ ॥

অন্বয়।—বলস্য শাত্রবঃ অন্ধকদ্বিষঃ নন্দনং সেনাপতিং যুধে পুরস্কৃত্য সৈন্যৈঃ উপৈতি ইতি হৃদয়প্রকম্পিনী কিংবদন্তী সুরদ্বিষাং পুরঃ অভূৎ ॥ ১ ॥

মহাসুরাঃ বিজয়শ্রিয়া শ্রিতং মন্মথমর্দ্দনাত্মজং চমূপ্রভুং (তথা) বিজিত্বরীভিঃ সুরানাং পৃতনাভিঃ (সার্দ্ধম্) আগতং শ্রুত্বা চিত্তে চিরং চুক্ষুভিরে ॥ ২ ॥

তে সমেত্য দৈত্যাধিপতেঃ পুরঃ স্থিতাঃ কিরীটবদ্ধাঞ্জলয়ঃ (সন্তঃ) প্রণম্য যুযুৎসুনা মন্মথশত্রুসূনুনা সহ আগতং জম্ভজিতং ন্যবেদয়ন্ ॥ ৩ ॥

শচীপতিঃ কতিশঃ যুদ্ধে দাসীকৃতাশেষজগত্রয়ং মাং ন জিগায় সাম্প্রতং গিরীশপুত্রস্য বলেন ধ্রুবং বিজেতা ইতি সঃ কাকুতঃ অহসৎ ॥ ৪ ॥

ততঃ ত্রিলোকীজয়কেলিলালসঃ সঃ তারকঃ ক্রুধা বিস্ফুরিতাধরাধরঃ (সন্) দর্পিতদোর্ব্বলোদ্ধতান্ সেনাপতীন্ যুধে সন্নহনার্থম্ আদিশৎ ॥ ৫ ॥

মহাচমূনাম্ অধিপাঃ সদ্যঃ সমন্ততঃ সন্নহ্য সুতরাম্ উদায়ুধাঃ (সন্তঃ) বিনম্রক্ষিতিপালসঙ্কুলে তদঙ্গনদ্বারবরপ্রকোষ্ঠকে তস্থুঃ ॥ ৬ ॥

বঙ্গার্থ।—এই প্রকারে অন্ধকারিতনয় কুমারকে সেনানী ও অগ্রগামী করিয়া বলনিসূদন ইন্দ্র সৈন্যগণ সহ সংগ্রামে উপস্থিত হইলে, সুরশত্রু অসুরগণের নিকট এই হৃদয়-কম্পন জনরব উদ্‌ঘোষিত হইল ॥ ১ ॥

বিজয়শ্রীমান্ স্মরারিনন্দন কার্ত্তিকেয় সৈনাপত্য গ্রহণপূর্ব্বক জয়শীল সুরসেনাবৃন্দ সহ সমাগত হইয়াছেন শুনিয়া অসুরেরা ক্ষুব্ধ-হৃদয়ে বহুক্ষণ অবস্থিত রহিল ॥ ২ ॥

তখন অসুরেরা মিলিত হইয়া দৈত্যনাথ তারকের নিকট উপস্থিত হইয়া মস্তকে অঞ্জলিবন্ধন ও প্রণতিপূর্ব্বক নিবেদন করিল, 'স্মরনিসূদন মহেশের পুত্র যুযুৎসু ষড়াননের সহিত জম্ভজেতা দেবেন্দ্র সমাগত হইয়াছেন' ॥ ৩ ॥

(অসুরদিগের মুখে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া) "আমি ত্রিলোককে কিঙ্করস্বরূপ করিয়া রাখিয়াছি, বহুবার সংগ্রামেও শচীনাথ আমাকে পরাভূত করিতে সমর্থ হয় নাই ; এখন দেখিতেছি, মহেশনন্দনের বলে, নিঃসংশয় আমাকে পরাজিত করিবে।" এই কথা বলিয়া দৈত্যপতি তারক বিকৃত-স্বরে হাস্য করিয়া উঠিল ॥ ৪ ॥

তখন ক্রোধবশে জিতজগত্রয় তারকাসুরের অধরোষ্ঠ কাঁপিতে লাগিল ; সে দর্পিত ভুজবলোদ্ধত সেনাপতিগণকে সংগ্রামার্থ উদ্যোগ করিতে অনুমতি প্রদান করিল ॥ ৫ ॥

আদেশ-প্রাপ্তিমাত্র সেনাপতিশ্রেষ্ঠগণ তন্মুহূর্ত্তেই চারিদিকে মিলিত হইয়া অস্ত্রকরে রাজসঙ্কুল চত্বরদ্বারে প্রধান প্রকোষ্ঠে দণ্ডায়মান হইল ॥ ৬ ॥

স দ্বারপালেন পুরঃ প্রদর্শিতান্ কৃতানতীন্ বাহবরানধিষ্ঠিতান্।
মহাহবাম্ভোধিবিধূননোদ্ধতান্ দদর্শ রাজা পৃতনাধিপান্ বহূন্॥ ৭॥

বলী বলারাতিবলাতিশাতনং দিগ্‌দন্তিনাদশ্রবনাশনস্বনম্।
মহীধরাম্ভোধ্যনিবারিতক্রমং যযৌ রথং ঘোরমথাধিরুহ্য সঃ॥ ৮॥

যুগক্ষয়ক্ষুব্ধপয়োধিনিঃস্বনাশ্চলৎপতাকাকুলবারিতাতপাঃ।
ধরারজোগ্রস্তদিগন্তভাস্করাঃ পতিং প্রয়ান্তং পৃতনাস্তমন্বয়ুঃ॥ ৯॥

চমূরজঃ প্রাপ দিগন্তদন্তিনাং মহাসুরস্যাভি সুরং প্রসর্পিণঃ।
দন্তপ্রকাণ্ডেষু সিতেষু শুভ্রতাং কুম্ভেষু দানাম্বুঘনেষু পঙ্কতাম্॥ ১০॥

মহীভৃতাং কন্দরদারণোল্বণৈস্তদ্‌বাহিনীনাং পটহস্বনৈর্ঘনৈঃ।
উদ্বেলিতাশ্চ ক্ষুভিরে মহার্ণবা নভঃস্রবন্তী সহসাভ্যবর্দ্ধত॥ ১১॥

অন্বয়। সঃ রাজা দ্বারপালেন পুরঃ প্রদর্শিতান্ কৃতানতীন্ বাহবরান্ অধিষ্ঠিতান্ মহাহবাম্ভোধিবিধূননোদ্ধতান্ বহূন্ পৃতনাধিপান্ দদর্শ॥ ৭॥

অথ সঃ বলী বলারাতিবলাতিশাতনং দিগ্‌দন্তিনাদশ্রবনাশনস্বনং মহীধরাম্ভোধ্যনিবারিতক্রমং ঘোরং রথম্ অধিরুহ্য যযৌ। ৮।

যুগক্ষয়ক্ষুব্ধপয়োধিনিঃস্বনাঃ চলৎপতাকাকুলবারিতাতপাঃ ধরারজোগ্রস্তদিগন্তভাস্করাঃ পৃতনাঃ প্রয়ান্তং তং পতিম্ অন্বয়ুঃ॥ ৯॥

অভি সুরং প্রসর্পিণঃ মহাসুরস্য চমূরজঃ দিগন্তদন্তিনাং সিতেষু দন্তপ্রকাণ্ডেষু শুভ্রতাং (তথা) দানাম্বুঘনেষু কুম্ভেষু পঙ্কতাং প্রাপ॥ ১০॥

মহার্ণবাঃ মহীভৃতাং কন্দরদারণোল্বণৈঃ তদ্বাহিনীনাং ঘনৈঃ পটহস্বনৈঃ উদ্বেলিতাঃ (সন্তঃ) চুক্ষুভিরে (তথা) নভঃস্রবন্তী সহসা অভ্যবর্দ্ধত। ১১।

বঙ্গার্থ।—দ্বাররক্ষক সম্মুখভাগে পরিচয়-প্রদান দ্বারা নির্দ্দেশ করিলে, দৈত্যরাজ দেখিল, অসংখ্য মহাভুজ সেনানী আনতমস্তকে তাহার সম্মুখে অবস্থিতি করিতেছে। অনেকানেক সমর-সাগর আলোড়ন করিয়া তাহারা সকলে গর্ব্বে প্রবৃদ্ধ। ৭।

অতএব মহাবল দৈত্যরাজ ভীষণ রথে আরূঢ় হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিল। এই রথ বলবিমর্দ্দন দেবেন্দ্রের বীর্য্যকেও অবসন্ন করে; এই রথের ভয়াবহ রব শ্রবণ করিলে দিক্-হস্তীদিগের মদক্ষরণ বন্ধ হয় ও তাহারা আর বৃংহিত-ধ্বনি করিতে সমর্থ হয় না। কি গিরি, কি সমুদ্র কেহই ইহার গতিরোধ করিতে পারে না। ৮।

প্রভুকে যুদ্ধযাত্রা করিতে দর্শন করিয়া অসুরসেনারা প্রলয়কালীন ক্ষুব্ধ সমুদ্রের ন্যায় গর্জ্জন করিতে করিতে তাহার অনুগামী হইল। তাহাদিগের সমুজ্জ্বল পতাকারাজি দ্বারা ভাস্কর-কিরণ আবৃত হইল এবং ভূতলগত ধূলিজাল উঠিয়া দিগন্তদেশ ও আদিত্যকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল॥ ৯।

সুরবৃন্দের অভিমুখগামী অসুররাজের সৈন্যপংক্তি হইতে যে ধূলিসমূহ সমুত্থিত হইল, উহা দিগ্‌গজদিগের শুভ্রবর্ণ দশনশাখায় সংলগ্ন হইয়া শুভ্রতা এবং মদবারিপূর্ণ কুম্ভদেশে পড়িয়া পঙ্কত্ব প্রাপ্ত হইল, অর্থাৎ গজগণের দশন এরূপ শ্বেতবর্ণ যে, ধূলি পড়িলেও তৎসহ যেন মিশিয়া গেল এবং মদজলে কুম্ভদেশ সিক্ত থাকাতে তথায় ধূলি পড়িয়া কর্দ্দম হইয়া উঠিল॥ ১০॥

দৈত্যসেনার গিরিগুহাবিদারী উৎকট, গম্ভীর পটহশব্দ দ্বারা মহাসাগর উদ্বেল ও চঞ্চল হইল এবং শূন্যবাহিনী জাহ্নবী সহসা স্ফীত হইয়া উঠিলেন। ১১॥

সুরারিনাথস্য মহাচমূস্বনৈর্বিগাহ্যমানা তুমুলৈঃ সুরাপগা।
অভ্যুচ্ছ্রিতৈরূর্ম্মিশতৈঃ সবারিভৈরক্ষালয়ন্নাকনিকেতনাবলীম্ ॥ ১২ ॥
অথ প্রয়াণাভিমুখস্য নাকিনাং দ্বিষঃ পুরস্তাদশুভোপদেশিনী।
অগাধদুঃখাম্বুধিমধ্যমজ্জনী বভূব চোৎপাতপরম্পরা বত ॥ ১৩ ॥
আগামিদৈত্যাশনকেলিকাঙ্ক্ষিণী কুপক্ষিণাং ঘোরতরা পরম্পরা।
দধৌ পদং ব্যোম্নি সুরারিবাহিনীরুপর্য্যুপর্য্যেত্যনিবারিতাতপা ॥ ১৪ ॥
মুহুর্বিভগ্নাতপবারণধ্বজশ্চলদ্ধরাধূলিকুলাকুলেক্ষণঃ।
ধূতাশ্ব-মাতঙ্গ-মহারথাকরানবেক্ষণোঽভূৎ প্রসভং প্রভঞ্জনঃ ॥ ১৫ ॥
সদ্যোবিভিন্নাঞ্জনপুঞ্জতেজসো মুখৈর্বিষাগ্নিং বিকিরন্ত উচ্চকৈঃ।
পুরঃ পথোঽতীত্য মহাভুজঙ্গমা ভয়ঙ্করাকারভৃতো ভৃশং যযুঃ ॥ ১৬ ॥
মিলন্মহাভীমভুজঙ্গভীষণঃ প্রভুর্দ্দিনানাং পরিবেষমাদধৌ।
মহাসুরস্য দ্বিষতোঽতিমৎসরাদিবান্তমাসূচয়িতুং ভয়ঙ্করঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়।—সুরারিনাথস্য তুমুলৈঃ মহাচমূস্বনৈঃ বিগাহ্যমানা সুরাপগা সবারিভিঃ অভ্যুচ্ছ্রিতৈঃ ঊর্ম্মিশতৈঃ নাকনিকেতনাবলীম্ অক্ষালয়ৎ ॥ ১২ ॥

অথ প্রয়াণাভিমুখস্য নাকিনাং দ্বিষঃ পুরস্তাৎ অশুভোপদেশিনী (তথা) অগাধদুঃখাম্বুধিমধ্যমজ্জনী চ উৎপাতপরম্পরা বভূব বত ॥ ১৩ ॥

আগামি দৈত্যাশনকেলিকাঙ্ক্ষিণী ঘোরতরা কুপক্ষিণাং পরম্পরা সুরারিবাহিনীঃ উপর্য্যুপরি এত্য নিবারিতাতপা (সতী) ব্যোম্নি পদং দধৌ ॥ ১৪ ॥

প্রভঞ্জনঃ মুহুঃ প্রসভং বিভগ্নাতপবারণধ্বজঃ (তথা) চলদ্ধরাধূলিকুলাকুলেক্ষণঃ (তথা) ধূতাশ্বমাতঙ্গমহারথাকরানবেক্ষণঃ অভূৎ ॥ ১৫ ॥

সদ্যঃ বিভিন্নাঞ্জনপুঞ্জতেজসঃ মুখৈঃ উচ্চকৈঃ বিষাগ্নিং বিকিরন্তঃ ভয়ঙ্করাকারভৃতঃ মহাভুজঙ্গমাঃ পুরঃ পথঃ অতীত্য ভৃশং যযুঃ ॥ ১৬ ॥

দিনানাং প্রভুঃ অতিমৎসরাৎ দ্বিষতঃ মহাসুরস্য অন্তম্ আসূচয়িতুম্ ইব ভয়ঙ্করঃ (সন্) মিলন্মহাভীমভুজঙ্গভীষণং পরিবেষম্ আদধৌ ॥ ১৭ ॥

বঙ্গার্থ।—সেই স্বর্গবিজয়িনী দৈত্যরাজের মহাসেনার ভীষণ কোলাহলে চঞ্চল হইয়া গঙ্গা জলসংযুক্ত অত্যুচ্চ শত শত তরঙ্গ দ্বারা সুরপুরস্থ গৃহশ্রেণী অভিষিক্ত করিতে লাগিলেন ॥ ১২ ॥

এ দিকে সংগ্রামে গমনোদ্যত দেবশত্রু তারকের পুরোভাগে অমঙ্গলসূচক নানাবিধ উৎপাত প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ সমস্ত উৎপাতপরম্পরা অগাধ দুঃখসাগরে নিমগ্ন হইবার একমাত্র হেতু ॥ ১৩ ॥

তখন অশুভ-সূচক ঘোরতর শকুন্তমালা দৈত্যসেনার উপরিভাগে আসিয়া ভাস্করকিরণ আবরণপূর্ব্বক শূন্য-পথে পরিভ্রমণ করিতে লাগিল। ঐ সকল শকুন্তমালা পরিণামে দৈত্যদিগের মাংস-ভক্ষণরূপ ক্রীড়া করিতে ইচ্ছুক ॥ ১৪ ॥

তৎকালে সমীরণদেব মুহুর্মুহুঃ সবেগে প্রবাহিত হইয়া অসুরদিগের ছত্রসমূহ ভগ্ন ও ধ্বজপতাকা ছিন্নভিন্ন করিয়া ফেলিলেন; ধরাতল হইতে ধূলিজাল উঠিয়া সকলের চক্ষু আকুল করিয়া তুলিল এবং বিকম্পিত তুরঙ্গ, হস্তী ও বৃহৎ বৃহৎ রথ সকল অদৃশ্য হইয়া গেল ॥ ১৫ ॥

সদ্যোমর্দ্দিত অঞ্জনরাশির ন্যায় কান্তিমান্ ভীমকলেবর মহাসর্পেরা বদনবিবর হইতে বিষানল উদ্গিরণ করতঃ পুরোভাগে পথ অতিক্রমপূর্ব্বক ত্বরিতগতিতে প্রস্থান করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১৬ ॥

তখন দিননাথ ভাস্করদেব কুণ্ডলীকৃত মহাভীষণ সর্পের ন্যায় (গোলাকৃতি) পরিবেষ ধারণ করিলেন; তদ্দর্শনে বোধ হইল যেন, সূর্য্যদেব মহাশত্রু তারকাসুরের প্রতি ক্রোধবশে তাহার সংহারসূচনা করিয়া ঐ পরিবেষ ধারণ করিয়াছেন ॥ ১৭ ॥

ত্বিষামধীশস্য পুরোঽধিমণ্ডলং শিবাঃ সমেতাঃ পরুষং ববাসিরে।
সুরারিরাজস্য রণান্তশোণিতাং প্রসহ্য পাতুং ক্রতমুৎসুকা ইব ॥ ১৮ ॥
দিবাপি তারাস্তরলাস্তরস্বিনীঃ পরাপতন্তীঃ পরিতোঽথ বাহিনীঃ।
বিলোক্য লোকো মনসা ব্যচিন্তয়ৎ প্রাণব্যয়ান্তং বসনং সুরদ্বিষঃ ॥ ১৯ ॥
জ্বলদ্ভিরুচ্চৈরভিতঃ প্রভাভরৈরুদ্ভাসিতাশেষদিগন্তরাম্বরম্।
রবেণ রৌদ্রেণ হৃদন্তদারণং পপাত বজ্রং নভসো নিরম্বুদাৎ ॥ ২০ ॥
জ্বলন্তমঙ্গারচয়ং নভস্তলং ববর্ষ গাঢ়ং সহ শোণিতাম্বুভিঃ।
ধূমং জ্বলন্ত্যো ব্যসৃজন্মুখৈ রজো দধুর্দ্দিশো রাসভকণ্ঠধূসরম্ ॥ ২১ ॥
নির্ঘাতঘোষো গিরিশৃঙ্গশাতনো ঘনোঽম্বরাশাকুহরোদরম্ভরিঃ।
বভূব ভূম্না শ্রুতিভিত্তিভেদনঃ প্রকোপিকালার্জ্জিতগর্জ্জিতর্জ্জনঃ ॥ ২২ ॥
স্খলন্মহেভং প্রপতত্তুরঙ্গমং পরস্পরাশ্লিষ্টজনং সমন্ততঃ।
প্রক্ষুভ্যদম্ভোধিবিভিন্নভূধরাদ্ বলং দ্বিষোঽভূদবনিপ্রকম্পনাৎ ॥ ২৩ ॥

অন্বয়।—ত্বিষাং অধীশস্য পুরঃ অধিমণ্ডলং সমেতাঃ শিবাঃ সুরারিরাজস্য রণান্তশোণিতং প্রসহ্য ক্রতং পাতুম্ উৎসুকাঃ ইব পরুষং ববাসিরে ॥ ১৮ ॥

অথ লোকঃ দিবা অপি তরলাঃ (তথা) তরস্বিনীঃ তারাঃ বাহিনীঃ পরিতঃ পরাপতন্তীঃ বিলোক্য মনসা সুরদ্বিষঃ প্রাণব্যয়ান্তং ব্যসনং ব্যচিন্তয়ৎ ॥ ১৯ ॥

বজ্রম্ অভিতঃ উচ্চৈঃ (তথা) জ্বলদ্ভিঃ প্রভাভরৈঃ উদ্ভাসিতাশেষদিগন্তরাম্বরং (তথা) রৌদ্রেণ রবেণ হৃদন্তদারণং (সৎ) বজ্রং নিরম্বুদাৎ নভসঃ পপাত ॥ ২০ ॥

নভস্তলং শোণিতাম্বুভিঃ সহ জ্বলন্তম্ অঙ্গারচয়ং গাঢ়ং ববর্ষ, দিশঃ জ্বলন্ত্যঃ (সত্যঃ) মুখৈঃ ধূমং ব্যসৃজন্, (তথা) রাসভকণ্ঠধূসরং রজঃ দধুঃ ॥ ২১ ॥

ঘনঃ গিরিশৃঙ্গশাতনঃ অম্বরাশাকুহরোদরম্ভরিঃ (তথা) ভূম্না শ্রুতিভিত্তিভেদনঃ প্রকোপিকালার্জ্জিতগর্জ্জিতর্জ্জনঃ নির্ঘাতঘোষঃ (সন্) বভূব ॥ ২২ ॥

দ্বিষঃ বলং প্রক্ষুভ্যদম্ভোধিবিভিন্নভূধরাৎ অবনিপ্রকম্পনাৎ স্খলন্মহেভং (তথা) প্রপতত্তুরঙ্গমং (তথা) সমন্ততঃ পরস্পরাশ্লিষ্টজনম্ অভূৎ ॥ ২৩ ॥

বঙ্গার্থ।—শৃগালগণ তেজোরাশির আধার সূর্য্যের অভিমুখে মণ্ডলাকারে সমবেত হইয়া শ্রুতিকঠোরশব্দে ধ্বনি করিতে লাগিল ॥ ১৮ ॥

তৎকালে দিবাভাগেও তারাকুল চপল ও বেগবান্ হইয়া দৈত্যসেনার চতুর্দ্দিকে পতিত হইতে আরম্ভ করিল; তদ্দর্শনে সকলেরই চিত্তে এই চিন্তার উদয় হইল যে, এই যে উৎপাতপরম্পরা ঘটিতেছে, দেবশত্রু তারকের প্রাণসংহারই ইহার পরিণামফল ॥ ১৯ ॥

মেঘ নাই, অথচ ঘোররবে সমন্তাৎ প্রজ্বলিত তেজোরাশি দ্বারা অখিল দিক্ ও আকাশমণ্ডল সমুদ্ভাসিত হইল এবং অখিল লোকের হৃদয় বিদারণপূর্ব্বক শূন্যদেশ হইতে বজ্রাগ্র পতিত হইতে লাগিল ॥ ২০ ॥

আকাশমণ্ডল হইতে ঘন ঘন রুধিরাম্বু সহ জ্বলন্ত অঙ্গাররাশি বর্ষিত হইতে আরম্ভ করিল; দীপ্যমান পূর্ব্বাদি দিঙ্মুখ হইতে ধূমরাশি উত্থিত হইতে লাগিল এবং দশদিক্ গর্দ্দভকণ্ঠের ন্যায় ধূসরবর্ণ ধূলিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল ॥ ২১ ॥

বজ্রধ্বনির ন্যায় শব্দসহকারে মেঘ প্রাদুর্ভূত হইল; উহার গর্জ্জনে পর্ব্বতশৃঙ্গ বিদীর্ণ হয়, নভোমার্গ ও পূর্ব্বাদি দিক্চক্রসমূহ পূর্ণ হইয়া উঠে এবং নিরতিশয়ভাবে কর্ণ-ভিত্তি বিদারিত হইয়া যায়। ঐ ধ্বনি শমনরাজের গর্জ্জনকেও অভিভূত করিয়া ফেলে ॥ ২২ ॥

ঐ সময়ে ভূমিকম্প উপস্থিত হওয়াতে সমুদ্র ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল, গিরিব্রজ বিদীর্ণ হইল, দুরাত্মা তারকের সেনামণ্ডলস্থ বৃহৎকায় হস্তী ও অশ্বসকল পতিত হইতে আরম্ভ করিল এবং পদাতিকেরা সমন্তাৎ পরস্পর পরস্পরের উপর আসিয়া পড়িতে লাগিল ॥ ২৩ ॥

উর্দ্ধীকৃতাস্যা রবিদত্তদৃষ্টয়ঃ সমেত্য সর্ব্বে সুরবিদ্বিষঃ পুরঃ।
শ্বানঃ স্বরেণ শ্রবণান্তশাতিনা মিথো রুদন্তঃ করুণেন নির্যযুঃ ॥ ২৪ ॥
অপীতি পশ্যন্ পরিণামদারুণাং মহত্তমাং গাঢ়মরিষ্টসন্ততিম্।
দুর্দ্দৈবদষ্টো ন খলু ন্যবর্ত্তত ক্রুধা প্রয়াণব্যবসায়তোঽসুরঃ ॥ ২৫ ॥
অরিষ্টমাশঙ্ক্য বিপাকদারুণং নিবার্য্যমাণোঽপি বুধৈর্মহাসুরঃ।
পুরঃ প্রতস্থে মহতাং বৃথা ভবেদসদ্গ্রহাক্রান্ত হিতোপদেশনম্ ॥ ২৬ ॥
ক্ষিতৌ নিরস্তং প্রতিকূলবায়ুনা তদীয়চামীকরঘর্ম্মবারণম্।
ররাজ মৃত্যোরিব পারণাবিধৌ প্রকল্পিতং হাটকভাজনং মহাৎ ॥ ২৭ ॥
বিজানতা ভাবি শিরোনিকৃন্তনং প্রজ্ঞেন শোকাদিব তস্য মৌলিনা।
মুহুর্গলদ্ভিস্তরলৈরলন্তরামরোদি মুক্তাফলবাষ্পবিন্দুভিঃ ॥ ২৮ ॥
নিবার্য্যমাণৈরভিতোঽনুযায়িভির্গ্রহীতুকামৈরিব তং মুহুর্ম্মুহুঃ।
অপাতি গৃধ্রৈরভি মৌলিমাকুলৈর্ভবিষ্যদেতন্মরণোপদেশিভিঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়।—সর্ব্বে শ্বানঃ সুরবিদ্বিষঃ পুরঃ সমেত্য উর্দ্ধীকৃতাস্যাঃ রবিদত্তদৃষ্টয়ঃ শ্রবণান্তশাতিনা করুণেন স্বরেণ মিথঃ রুদন্তঃ (সন্তঃ) নির্যযুঃ ॥ ২৪ ॥

দুর্দ্দৈবদষ্টঃ অসুরঃ ইতি পরিণামদারুণাং মহত্তমাং অরিষ্টসন্ততিং গাঢ়ং পশ্যন্ অপি ক্রুধা প্রয়াণব্যবসায়তঃ খলু ন ন্যবর্ত্তত ॥ ২৫ ॥

বিপাকদারুণং অরিষ্টম্ আশঙ্ক্য বুধৈঃ নির্বার্য্যমাণঃ অপি মহাসুরঃ পুরঃ প্রতস্থে। অসদ্গ্রহাক্রান্ত মহতাং হিতোপদেশনং বৃথা ভবেৎ ॥ ২৬ ॥

প্রতিকূলবায়ুনা ক্ষিতৌ নিরস্তং তদীয়চামীকরঘর্ম্মবারণং মৃত্যোঃ পারণাবিধৌ প্রকল্পিতং মহৎ হাটকভাজনম্ ইব ররাজ ॥ ২৭ ॥

ভাবি শিরোনিকৃন্তনং বিজানতা প্রজ্ঞেন তস্য মৌলিনা শোকাৎ ইব মুহুঃ গলদ্ভিঃ তরলৈঃ মুক্তাফলবাষ্পবিন্দুভিঃ অলন্তরাম্ অরোদি ॥ ২৮ ॥

আকুলৈঃ অনুযায়িভিঃ অভিতঃ নিবার্য্যমাণৈঃ গৃধ্রৈঃ ভবিষ্যদেতন্মরণোপদেশিভিঃ তং গ্রহীতুকামৈঃ ইব মুহুর্ম্মুহুঃ মৌলিম্ অভি অপাতি ॥ ২৯ ॥

বঙ্গার্থ।—সারমেয়গণ দেবশত্রু তারকের পুরোভাগে আসিয়া উর্দ্ধমুখে আদিত্যের দিকে নেত্রপাত করত অতিকর্কশ করুণনাদে ক্রন্দন করিতে করিতে প্রস্থান করিল। ২৪ ॥

এইভাবে পরিণামভীষণ মহতী দুর্লক্ষণপরম্পরা মুহুর্মুহুঃ দর্শন করিয়াও দুর্দ্দৈবদষ্ট অসুররাজ তারক ক্রোধবশে রণযাত্রার উদ্যম হইতে ক্ষান্ত হইল না ॥ ২৫ ॥

এইরূপ পরিণামভীষণ অনিষ্টপরম্পরাদর্শনে অশুভ আশঙ্কায় সুবিজ্ঞ অমাত্যাদি অনেকে রণযাত্রা করিতে নিবারণ করিলেও মহাবলিষ্ঠ তারকাসুর সকলের অগ্রবর্ত্তী হইয়া গমন করিতে লাগিল। ফল কথা, কুগ্রহনিবন্ধন অন্ধ হইলে মহতের হিতোপদেশও তৎসকাশে বিফল হইয়া যায় ॥ ২৬ ॥

দৈত্যপতির গমনকালে প্রতিকূল বায়ুবেগে তারকাসুরের মস্তকোপরিস্থ সুবর্ণছত্র ভূতলে পড়িয়া গেল; তাহা দেখিয়া বোধ হইল, যেন প্রেতরাজের আহারসম্পাদনার্থ প্রসারিত স্বর্ণপাত্র বিরাজ করিতেছে ॥ ২৭ ॥

তারকের শীর্ষদেশ হইতে মুহুর্মুহুঃ চপল মুক্তাফলরাজি স্খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হওয়াতে বোধ হইল, যেন প্রভু তারকের মস্তক পরিণামে কর্ত্তিত হইবে, ইহা বুঝিতে পারিয়াই সুবিজ্ঞ মস্তক শোকবশে মুক্তাফলপাতনচ্ছলে অশ্রুরাশি বিসর্জ্জন করত ক্রন্দন করিতেছে ॥ ২৮ ॥

পরিণামে তারকের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী, ইহা জানিয়াই যেন শকুনিসমূহ আহারার্থ ব্যগ্র হইয়া মুহুর্মুহুঃ অসুররাজের মস্তকের অভিমুখে পতিত হইতে লাগিল; কিঙ্করেরা চারিদিক্ হইতে নিবারণ করিলেও তাহারা নিবৃত্ত হইল না ॥ ২৯ ॥

সন্তোনিকৃত্তাঞ্জনসোদরদ্যুতিং ফণামণিপ্রজ্বলদংশুমণ্ডলম্ ।
নির্যদ্বিষোল্কানলগর্ভফূৎকৃতং ধ্বজে জনস্তস্য মহাহিমৈক্ষত ॥ ৩০ ॥

রথাশ্বকেশাবলিকর্ণচামরং দদাহ বাণাসনবাণবাণধীন্ ।
অকাণ্ডতশ্চণ্ডতরো হুতাশনস্তস্যাতমুস্তন্দনধূর্য্যগোচরঃ ॥ ৩১ ॥

ইত্যাত্তরিষ্টৈরশুভোপদেশিভির্বিহন্যমানোঽপ্যসুরঃ পুনঃ পুনঃ ।
যদা মদান্ধো ন গতান্ন্যবর্ত্ততাম্বরাত্তদাভূন্মরুতাং সরস্বতী ॥ ৩২ ॥

মদান্ধ ! মা গা ভুজদণ্ডচণ্ডিমাবলেপতো মন্মথহন্তৃসূনুনা ।
সুরৈঃ সনাথেন পুরন্দরাদিভিঃ সমং সমন্তাৎ সমরং বিজিত্বরৈঃ ॥ ৩৩ ॥

গুহোঽসুরৈঃ ষড়্দিনজাতমাত্রকে নিদাঘধামেব নিশাতমোভরৈঃ ।
বিষহ্যতে নাভিমুখো হি সঙ্গরে কুতস্তবানেন সমং বিরোধিতা ॥ ৩৪ ॥

অভ্রংলিহৈঃ শৃঙ্গশতৈঃ সমন্ততো দিক্চক্রবালৈঃ স্থগিতস্য ভূভৃতঃ ।
ক্রৌঞ্চস্য রন্ধ্রং বিশিখেন নির্ম্মমে যেনাহবস্তস্য সহ ত্বয়া কুতঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয় ।—জনঃ অস্য ধ্বজে সন্তোনিকৃত্তাঞ্জনসোদরদ্যুতিং ফণামণিপ্রজ্বলদংশুমণ্ডলং নির্যদ্বিষোল্কানলগর্ভফূৎকৃতং মহাহিম্ ঐক্ষত ॥ ৩০ ॥

চণ্ডতরঃ হুতাশনঃ অকাণ্ডতঃ তস্য অতনুস্যন্দনধূর্য্যগোচরঃ রথাশ্বকেশাবলিকর্ণচামরং বাণাসনবাণবাণধীন্ দদাহ ॥ ৩১ ॥

মদান্ধঃ অসুরঃ অশুভোপদেশিভিঃ ইত্যাত্তরিষ্টৈঃ পুনঃ পুনঃ বিহন্যমানঃ অপি (সন্) যদা গতাৎ ন ন্যবর্ত্তত, তদা অম্বরাৎ মরুতাং সরস্বতী অভূৎ ॥ ৩২ ॥

হে মদান্ধ ! ভুজদণ্ডচণ্ডিমাবলেপতঃ সমন্তাৎ পুরন্দরাদিভিঃ বিজিত্বরৈঃ সুরৈঃ সনাথেন মন্মথহন্তৃসূনুনা সমং সমরং মা গাঃ ॥ ৩৩ ॥

সঙ্গরে অভিমুখঃ ষড়্দিনজাতমাত্রকঃ গুহঃ হি অসুরৈঃ নিশাতমোভরৈঃ নিদাঘধাম ইব ন বিষহ্যতে, তব অনেন সমং বিরোধিতা কুতঃ ॥ ৩৪ ॥

যেন সমন্ততো অভ্রংলিহৈঃ শৃঙ্গশতৈঃ দিক্চক্রবালৈঃ স্থগিতস্য ক্রৌঞ্চস্য ভূভৃতঃ রন্ধ্রং বিশিখেন নির্ম্মমে ত্বয়া সহ তস্য আহবঃ কুতঃ ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গার্থ ।—সকলেরই দৃষ্টিগোচর হইল, তারকাসুরের পতাকার উপরিভাগে এক মহাভুজঙ্গ বিদ্যমান রহিয়াছে। তাহার বর্ণ সদ্যঃপাতিত অঞ্জনের ন্যায়, তদীয় ফণাস্থিত মণির প্রভার কিরণসমূহ যেন প্রজ্বলিত হইতেছে এবং সে যখন ফূৎকার করিতেছে, তখন বিষরূপ উল্কানল বিনির্গত হইতেছে ॥ ৩০ ॥

ঐ সময়ে হঠাৎ অসুরপতির সুবৃহৎ রথের অগ্রদেশ হইতে প্রবলতর অনল উঠিয়া অকালে রথাশ্বদিগের রোমশ্রেণী, কর্ণচামর, ধনুঃ, বাণ, তূণীর সকলই দগ্ধীভূত করিয়া ফেলিল ॥ ৩১ ॥

এইপ্রকার অশুভসূচক উৎপাতরাজি দ্বারা মুহুর্মুহুঃ তাড্যমান হইয়াও যখন গর্ব্বান্ধ তারক রথযাত্রা হইতে ক্ষান্ত হইল না, তখন নভোমার্গ হইতে দৈববাণী উচ্চারিত হইল ॥ ৩২ ॥

রে মদান্ধ ! তুমি ভুজদণ্ডের প্রচণ্ড গর্ব্বে দৃপ্ত হইয়া জয়শীল পুরন্দরাদি সুরগণের সহিত মিলিত স্মরনিসূদনমহেশ-নন্দন ষড়াননের সহিত সংগ্রামার্থ গমন করিও না ॥ ৩৩ ॥

নৈশ তমোরাশি যেমন ভাস্করকে পরাজিত করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ অসুরগণ ষড়্দিনজাত রণাভিমুখ কুমারকে সহ্য করিতে (সংগ্রামে পরাভূত করিতে) সমর্থ হইবে না। ত্বৎসদৃশ (তুচ্ছ) ব্যক্তির সঙ্গে কার্ত্তিকেয়ের বিবাদ কি সম্ভব ? ॥ ৩৪ ॥

যাঁহার একটিমাত্র বাণাঘাতে অভ্রভেদী, শতশৃঙ্গবান্ ও দিগ্বলয় কর্তৃক চতুর্দ্দিকে আবৃত ক্রৌঞ্চ গিরির রন্ধ্র উৎপাদিত হইয়াছিল, সেই কুমারের সঙ্গে কি তোমার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব ? ॥ ৩৫ ॥

লব্ধ্বা ধনুর্ব্বেদমনঙ্গবিদ্বিষস্ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ সমরে মহীভুজাম্।
কৃত্বাভিষেকং রুধিরাম্বুভির্ঘনৈঃ স্বক্রোধবহ্নিং শময়াম্বভূব যঃ॥ ৩৬॥
ন জামদগ্ন্যঃ ক্ষয়কালরাত্রিকৃৎ ন ক্ষত্রিয়াণাং সমরায় বল্গতি।
যেন ত্রিলোকীসুভটেন তেন তে কুতোঽবকাশঃ সহ বিগ্রহগ্রহে॥ ৩৭॥
ত্যজাশু গর্ব্বং মদমূঢ়! মা স্ম গাঃ স্মরারিসূনোর্ব্বরশক্তিগোচরম্।
তমেব নূনং শরণং ব্রজাধুনা জগৎসুবীরং স চিরায় জীব ত্বং॥ ৩৮॥
শ্রুত্বেতি বাচঃ বিয়তো গরীয়সীঃ ক্রোধাদহঙ্কারপরো মহাসুরঃ।
প্রকম্পিতাশেষজগত্রয়োঽপি সন্নকম্পতোচ্চৈর্দিবমভ্যধাচ্চ সঃ॥ ৩৯॥
কিং ব্রূথ রে ব্যোমচরা মহাসুরাঃ! স্মরারিসূনুপ্রতিপক্ষবর্ত্তিনঃ।
মদীয়বাণব্রণবেদনা হি সাধুনা কথং বিস্মৃতিগোচরীকৃতা॥ ৪০॥
কটুস্বরৈঃ প্রালপথাস্বরস্থিতাঃ শিশোর্ব্বলাৎষড়্দিনজাতকস্য কিম্।
শ্বানঃ প্রমত্তা ইব কার্ত্তিকে নিশি স্বৈরং বনান্তে মৃগধূর্ত্তকা ইব॥ ৪১॥

অন্বয়।—যঃ অনঙ্গবিদ্বিষঃ ধনুর্ব্বেদং লব্ধ্বা সমরে মহীভুজাং ঘনৈঃ রুধিরাম্বুভিঃ ত্রিঃসপ্তকৃত্বঃ অভিষেকং কৃত্বা স্বক্রোধবহ্নিং শময়াম্বভূব॥ ৩৬॥

ক্ষত্রিয়াণাং ক্ষয়কালরাত্রিকৃৎ স জামদগ্ন্যঃ ত্রিলোকীসুভটেন যেন সমরায় ন বল্গতি তেন সহ তে বিগ্রহগ্রহে কুতঃ অবকাশঃ॥ ৩৭॥

হে মদমূঢ়! আশু গর্ব্বং ত্যজ, স্মরারিসূনোঃ বরশক্তিগোচরং মা স্ম গাঃ, অধুনা জগৎসুবীরং তম্ এব নূনং শরণং ব্রজ, ত্বং স চিরায় জীব॥ ৩৮॥

অহঙ্কারঃ সঃ মহাসুরঃ ইতি বিয়তঃ গরীয়সীঃ বাচং শ্রুত্বা ক্রোধাৎ প্রকম্পিতাশেষজগত্রয়ঃ অপি সন্ অকম্পত উচ্চৈঃ দিবম্ অভ্যধাৎ চ॥ ৩৯॥

রে স্মরারিসূনুপ্রতিপক্ষবর্ত্তিনঃ ব্যোমচরাঃ মহাসুরাঃ! কিং ব্রূথ, সা হি মদীয়বাণব্রণবেদনা অধুনা কথং বিস্মৃতিগোচরীকৃতা॥ ৪০॥

অম্বরস্থিতাঃ ষড়্দিনজাতকস্য শিশোঃ বলাৎ কার্ত্তিকে নিশি প্রমত্তাঃ শ্বানঃ ইব বনান্তে মৃগধূর্ত্তকা ইব স্বৈরং কটুস্বরৈঃ প্রালপথ কিম্॥ ৪১॥

বঙ্গার্থ।—কামারি শিবের নিকট ধনুর্ব্বিদ্যা শিক্ষা করিয়া একবিংশতিবার যুদ্ধে নরপতিদিগের নিবিড় শোণিতোদক দ্বারা পিতৃতর্পণ করত স্বীয় রোষাগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়কুলক্ষয়ের কালরাত্রিতুল্য সেই ভৃগুরামও যাঁহার সঙ্গে সংগ্রামে সমর্থ নহেন, সেই ত্রিলোকৈকবীর ষড়াননের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে তুমি কেন সমুদ্যত হইতেছ?॥ ৩৬-৩৭॥

রে মদমূঢ়! গর্ব্ব বিসর্জ্জন দেও, স্মরনিসূদন শিব-তনয়ের শক্ত্যাখ্য মহাস্ত্রের নিকট গমন করিও না, এখন সেই জগদেকবীর কুমারের শরণাগত হও, তাহা হইলেই দীর্ঘজীবন ভোগ করিতে সমর্থ হইবে॥ ৩৮॥

বলিশ্রেষ্ঠ মহাসুর এইরূপ গরীয়সী আকাশবাণী শ্রবণ-পূর্ব্বক ক্রোধবশে গর্ব্বোদ্ধত হইয়া, ত্রিলোককম্পনকারী হইয়াও কাঁপিতে কাঁপিতে নভোমার্গস্থ সকলকে বলিতে আরম্ভ করিল॥ ৩৯॥

হে গগনচারিন্ সুরশ্রেষ্ঠগণ! কামারিকুমার ষড়াননের পক্ষপাতী হইয়া তোমরা কি কহিতেছ? আমার বাণে তোমাদের অঙ্গক্ষত হওয়াতে যে ব্যথা পাইয়াছ, এখনই তাহা কি প্রকারে ভুলিয়া গেলে?॥ ৪০॥

হে শূন্যচারী সুরবৃন্দ! সারমেয় সকল যেরূপ কার্ত্তিক-মাসে মদমত্ত হইয়া উঠে, তোমরাও তদ্রূপ উন্মত্ত হইয়া ছয়-দিনমাত্রবয়স্ক শিশু ষড়াননের বল আশ্রয় করিয়া কর্কশস্বরে এ কি প্রলাপোক্তি করিতে আরম্ভ করিলে? যামিনীর শেষ-ভাগে জম্বুকেরা যেরূপ ইচ্ছানুসারে নিরর্থক চীৎকার করিয়া থাকে, তোমাদের ঐ প্রলাপোক্তিও তদ্রূপ অর্থহীন॥ ৪১॥

সঙ্গেন বো গর্ভতপস্বিনঃ শিশুর্বরাক এবোঽস্তমবাপ্স্যতি ধ্রুবম্।
অতস্করস্তস্করসঙ্গতো যথা ততো নিহন্মি প্রথমং ততোঽপ্যমুম্॥ ৪২॥

ইতীরয়ত্যুগ্রতরং মহাসুরে মহাকৃপাণং কলয়ত্যলং ক্রুধা।
পরস্পরোৎপীড়িতজানবো ভয়াত্তভস্চরা দূরতরং বিদুদ্রুবুঃ॥ ৪৩॥

ততোঽবলেপাদ্ বিকটং বিহস্য স ব্যধত্ত কোশাদসিমুত্তমং বহিঃ।
রথং দ্রুতং প্রাপয় বাসবান্তিকং নয়িত্যবোচন্নিজসারথিং রথী॥ ৪৪॥

মনোঽতিবেগেন রথেন সারথি-প্রণোদিতেন প্রচলন্মহাসুরঃ।
ততঃ প্রপেদে সুরসৈন্যসাগরং ভয়ঙ্করাকারমপারমগ্রতঃ॥ ৪৫॥

পুরঃ সুরাণাং পৃতনাং প্রথীয়সীং বিলোক্য বীরঃ পুলকং প্রমোদজম্।
বভার ভূয়াথ স বাহুদণ্ডয়োঃ প্রচণ্ডয়োঃ সঙ্গরকেলিকৌতুকী॥ ৪৬॥

ততো মহেন্দ্রস্য চরাশ্চমূচরা রণাঙ্গলীলারভসেন ভূয়সা।
পুরঃ প্রচেলুর্মনসোঽতিবেগিনো যুযুৎসুভিঃ কিং সমরে বিলম্ব্যতে॥ ৪৭॥

অন্বয়।—গর্ভতপস্বিনঃ এষঃ বরাকঃ শিশুঃ বঃ সঙ্গেন অতস্করঃ তস্করসঙ্গতঃ যথা (তথা) ধ্রুবম্ অস্তম্ অবাপ্স্যতি, তৎ প্রথমং বঃ নিহন্মি, ততঃ অপি অমুম্ (নিহন্মি)॥ ৪২॥

মহাসুরে ক্রুধা ইতি ঈরয়তি (তথা) উগ্রতরং মহাকৃপাণম্ অলং কলয়তি (সতি) নভশ্চরাঃ ভয়াৎ পরস্পরোৎপীড়িত জানবঃ (সন্তঃ) দূরতরং বিদুদ্রুবুঃ॥ ৪৩॥

ততঃ রথী সঃ অবলেপাৎ বিকটং বিহস্য কোশাৎ উত্তমম্ অসিং বহিঃ ব্যধত্ত। নয় রথং দ্রুতং বাসবান্তিকং প্রাপয়, নিজ-সারথিম্ ইতি অবোচৎ॥ ৪৪॥

ততঃ মহাসুরঃ মনোঽতিবেগেন সারথিপ্রণোদিতেন রথেন প্রচলন্ অগ্রতঃ ভয়ঙ্করাকারম্ অপারং সুরসৈন্যসাগরং প্রপেদে॥ ৪৫॥

অথ সঃ বীরঃ পুরঃ সুরাণাং প্রথীয়সীং পৃতনাং বিলোক্য সঙ্গর-কেলিকৌতুকী (সন্) প্রচণ্ডয়োঃ বাহুদণ্ডয়োঃ ভূয়া প্রমোদজং পুলকং বভার॥ ৪৬॥

ততঃ মহেন্দ্রস্য চমূচরাঃ মনসঃ অতিবেগিনঃ চরাঃ ভূয়সা রণাঙ্গলীলারভসেন পুরঃ প্রচেলুঃ। যুযুৎসুভিঃ কিং সমরে বিলম্ব্যতে॥ ৪৭॥

বঙ্গার্থ।—তোমাদিগের সঙ্গ হেতু গর্ভতপস্বী মহাদেবের এই পুত্রও বিনা অপরাধে বিনষ্ট হইবে সন্দেহ নাই। চোরের সঙ্গ বশতঃ অচোরও যেমন বিনাশ পায়, তদ্রূপ প্রথমে তোমাদিগের সংহার-সাধন পূর্ব্বক পরে এই শিশুকেও নিহত করিব॥ ৪২॥

বলিশ্রেষ্ঠ অসুরপতি তারক এই কথা বলিয়া মহাভীষণ মহাকৃপাণাস্ত্র গ্রহণ করিল। তখন সুরবৃন্দ ভয়-বিহ্বল হইয়া পরস্পর জানু সংঘর্ষণ করত দূরে পলায়ন করিলেন॥ ৪৩॥

তদনন্তর রথী তারকাসুর অহঙ্কারভরে বিকট হাস্য করিয়া সেই উত্তম কৃপাণাস্ত্র কোষমুক্ত করিল এবং উহা ধারণ করিয়া সারথিকে কহিল, "তুমি আশু দেবেন্দ্র-সকাশে আমার রথ লইয়া চল"॥ ৪৪॥

তৎপরে মহাসুর তারক মন অপেক্ষাও বেগশালী সারথিপরিচালিত রথে আরূঢ় হইয়া যাইতে যাইতে ক্রমে সম্মুখবর্ত্তী, দুষ্পার, ভয়ঙ্করাকার সুরসৈন্যসাগরে উপনীত হইল॥ ৪৫॥

অনন্তর সম্মুখে সুবিস্তীর্ণ দেবসৈন্য দেখিয়া মহাবীর তারক যুদ্ধামোদে কৌতূহলী হইয়া উঠিল; আনন্দভরে তাহার প্রচণ্ড ভুজদণ্ড অত্যর্থ রোমাঞ্চিত হইল॥ ৪৬॥

তখন দেবেন্দ্রের সৈন্যবিহারী চরেরা যুদ্ধাঙ্গনপ্রান্তে কেলি করিবার উদ্দেশ্যে নিরতিশয় আনন্দিত হইয়া মন অপেক্ষাও দ্রুতবেগে অরাতির অভিমুখে প্রস্থান করিল। সংগ্রামেচ্ছু ব্যক্তিরা কি যুদ্ধে বিলম্ব করিতে পারে?॥ ৪৭॥

পুরঃস্থিতং দেবরিপোশ্চমূচরাঃ বলদ্বিষঃ সৈন্যসমুদ্রমভ্যয়ুঃ।
ভুজং সমুৎক্ষিপ্য পরেভ্য আত্মনোঽভিধানমুচ্চৈরভিতো ন্যবেদয়ন্ ॥ ৪৮ ॥

পুরোগতং দৈত্যচমূমহার্ণবং দৃষ্ট্বা পরং চুক্ষুভিরে মহাসুরাঃ।
পুরারিসূনোর্নয়নৈককোণকে মমুর্ভটাস্তস্য রণেঽবহেলয়া ॥ ৪৯ ॥

দ্বিষদ্বলত্রাসবিভীষিতাশ্চমূর্দিবৌকসামন্তকশত্রুনন্দনঃ।
অপশ্যদুদ্দিশ্য মহারণোৎসবং প্রসাদপীযূষধরেণ চক্ষুষা ॥ ৫০ ॥

উৎসাহিতাঃ শক্তিধরস্য দর্শনান্মৃধে মহেন্দ্রপ্রমুখা মখাশনাঃ।
অহং রণে জেতুমরীনরীরমন্ ন কস্য বীর্য্যায় বরস্য সঙ্গতিঃ ॥ ৫১ ॥

পরস্পরং বজ্রধরস্য সৈনিকা দ্বিষোঽপি যোদ্ধুং স্বকরোদ্ধৃতায়ুধাঃ।
বৈতালিকশ্রাবিতশৌর্য্যবিক্রমাভিধানমীয়ুর্বিজয়ৈষিণো রণে ॥ ৫২ ॥

অন্বয়।—দেবরিপোঃ চমূচরাঃ পুরস্থিতং বলদ্বিষঃ সৈন্যসমুদ্রম্ অভ্যয়ুঃ। ভুজং সমুৎক্ষিপ্য পরেভ্যঃ আত্মনঃ অভিধানম্ উচ্চৈঃ অভিতঃ ন্যবেদয়ন্ ॥ ৪৮ ॥

মহাসুরাঃ পুরোগতং দৈত্যচমূমহার্ণবং দৃষ্ট্বা পরং চুক্ষুভিরে। রণে ভটাঃ তস্য পুরারিসূনোঃ নয়নৈককোণকে অবহেলয়া মমুঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্তকশত্রুনন্দনঃ মহারণোৎসবম্ উদ্দিশ্য প্রসাদপীযূষধরেণ চক্ষুষা দিবৌকসাং দ্বিষদ্বলত্রাসবিভীষিতাঃ চমূঃ অপশ্যৎ ॥ ৫০ ॥

মৃধে শক্তিধরস্য দর্শনাৎ উৎসাহিতাঃ মহেন্দ্রপ্রমুখাঃ মখাশনাঃ অহং রণে অরীন্ জেতুম্ (সমর্থঃ নান্যঃ ইতি বদন্তঃ সন্তঃ) অরীরমন্। বরস্য সঙ্গতিঃ কস্য বীর্য্যায় ন (ভবতি) ॥ ৫১ ॥

বজ্রধরস্য দ্বিষঃ অপি সৈনিকাঃ পরস্পরং যোদ্ধুং স্বকরোদ্ধৃতায়ুধাঃ রণে বিজয়ৈষিণঃ বৈতালিকশ্রাবিতশৌর্য্যবিক্রমাভিধানম্ ঈয়ুঃ ॥ ৫২ ॥

বঙ্গার্থ।—ঐ সময়ে তারকের সৈন্যস্থিত চরেরাও অগ্রবর্ত্তী দেবেন্দ্র সেনার অভিমুখে বেগভরে ধাবিত হইল এবং বাহুদণ্ড সমুদ্যত করিয়া বিপক্ষপক্ষীয়গণের নিকট আপন আপন নাম উচ্চৈঃস্বরে বলিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪৮ ॥

দেবশ্রেষ্ঠগণ পুরোভাগে বিস্তৃত সৈন্যসাগর দর্শনপূর্ব্বক যার-পর নাই ক্ষুব্ধ হইলেন। কিন্তু অসুরসৈন্যেরা সংগ্রামে শিবনন্দনের আয়ত নয়নপ্রান্তে স্থানলাভ করিল অর্থাৎ অসুরসেনারা কুমারের নিকট অত্যন্ত তুচ্ছ বলিয়া অনুমিত হইল ; তিনি চক্ষুর কোণভাগমাত্র দ্বারা অবজ্ঞার সহিত তাহাদিগকে দর্শন করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

তখন অন্তকারিতনয় ষড়ানন প্রচণ্ড-সমরজনিত আনন্দপ্রাপ্তির জন্য অরাতিসৈন্যদর্শনে ভয়বিহ্বল সুর-বৃন্দের প্রতি প্রসাদামৃতপূরিত-নয়নে দৃষ্টিপাত করিলেন ॥ ৫০ ॥

শক্তিধর কুমারের দৃষ্টিপাতমাত্র বজ্রভৃৎ দেবেন্দ্রপ্রমুখ সুরবৃন্দ সকলেই উৎসাহিত হইয়া উঠিলেন এবং মনে মনে স্থির করিলেন যে, "আমিই সংগ্রামে শত্রুকে পরাজিত করিব, অপর কেহ নহে।" বস্তুতঃ বীরশ্রেষ্ঠ ব্যক্তির সমাগম ঘটিলে কাহার বলবৃদ্ধি না হইয়া থাকে ? ॥ ৫১ ॥

জয়কামী দেবেন্দ্রসেনা ও দৈত্যসেনা দুই পক্ষই তৎকালে স্ব স্ব হস্তে অস্ত্র ধরিয়া পরস্পর সংগ্রামার্থ যুদ্ধাঙ্গনাভিমুখে যাত্রা করিল। তখন স্তুতি-পাঠকেরা সেই যুদ্ধক্ষেত্রে সেনানীদিগের মহাবিক্রমের বিষয় বর্ণনা করিয়া সকলের শ্রুতিগোচর করিতে লাগিল ॥ ৫২ ॥

সংগ্রামং প্রলয়ায় সন্নিপততো বেলামতিক্রামতো গীর্ব্বাণাসুরসৈন্যসাগরযুগস্যাশেষদিগ্ব্যাপিনঃ।
কালাতিথ্যভুজো বভূব বহলঃ কোলাহলঃ ক্রোষণঃ শৈলোত্তালতটীবিঘট্টনপটুর্ব্রহ্মাণ্ডকুক্ষিম্ভরিঃ ॥ ৫৩ ॥

ইতি পঞ্চদশঃ সর্গঃ।

অন্বয়।—প্রলয়ায় সংগ্রামং সন্নিপততঃ বেলাম্ অতিক্রামতঃ (অতএব) অশেষদিগ্ব্যাপিনঃ (তথা) কালাতিথ্যভুজঃ গীর্ব্বাণাসুরসৈন্যসাগরযুগস্য বহলঃ ক্রোষণঃ শৈলোত্তালতটীবিঘট্টনপটুঃ (তথা) ব্রহ্মাণ্ডকুক্ষিম্ভরিঃ কোলাহলঃ বভূব ॥ ৫৩ ॥

বঙ্গার্থ।—ক্রমে সংহারসম্পাদনার্থ রণাঙ্গনগত, মর্য্যাদাতিক্রমকারী, অখিলদিগ্ব্যাপী, প্রেতরাজের আতিথ্যভোজী (মরণোন্মুখ) দেবাসুর সৈন্যসমুদ্রের শব্দায়মান কোলাহলধ্বনি সমুদ্গত হইল! ঐ কোলাহলধ্বনি গিরিরাজির উচ্চ তটভূমি-বিদারণে সমর্থ; ঐ শব্দে ব্রহ্মাণ্ডোদর পরিপূরিত হইয়া উঠিল ॥ ৫৩ ॥

ইতি পঞ্চদশ সর্গ।

ষোড়শঃ সর্গঃ

অথান্যোন্যং বিমুক্তাস্ত্রশস্ত্রজালৈর্ভয়ঙ্করৈঃ। যুদ্ধমাসীৎ সুনাসীরসুরারিবলয়োর্মহৎ ॥ ১ ॥
পত্তিঃ পত্তিমভীয়ায় রণায় রথিনং রথী। তুরঙ্গস্থং তুরঙ্গস্থো দন্তিস্থং দন্তিনি স্থিতঃ ॥ ২ ॥
যুদ্ধায় ধাবতাং ধীরং বীরাণামিতরেতরম্। বৈতালিকাঃ কুলাধীশা নামাঙ্কলমুদাহরন্ ॥ ৩ ॥
পঠতাং বন্দিবৃন্দানাং প্রবীরা বিক্রমাবলীম্। ক্ষণং বিলম্ব্য চিত্তানি দধুর্যুদ্ধোৎসুকাঃ পুরঃ ॥ ৪ ॥
সংগ্রামানন্দবর্দ্ধিষ্ণৌ বিগ্রহে পুলকাঙ্কিতে। আসীৎ কবচবিচ্ছেদো বীরাণাং মিলতাং মিথঃ ॥ ৫ ॥
নির্দ্দয়ং খড়্গভিন্নেভ্যঃ কবচেভ্যঃ সমুত্থিতৈঃ। আসন্ ব্যোমদিশস্তূলৈঃ পলিতৈরিব পাণ্ডুরাঃ ॥ ৬ ॥
খড়্গা রুধিরসংলিপ্তাশ্চণ্ডাংশুকরভাস্বরাঃ। ইতস্ততোঽপি বীরাণাং বিদ্যুতাং বৈভবং দধুঃ ॥ ৭ ॥
বিসৃজন্তো মুখৈর্জ্বালা ভীমা ইব ভুজঙ্গমাঃ। বিসৃষ্টাঃ সুভটৈ রুষ্টৈর্ব্যোম ব্যানশিরে শরাঃ ॥ ৮ ॥
বাঢ়ং বপূংষি নির্ভিদ্য ধন্বিনাং নিঘ্নতাং মিথঃ। অশোণিতমুখা ভূমিং প্রাবিশন্ দূরমাশুগাঃ ॥ ৯ ॥

অন্বয়।—অথ সুনাসীরসুরারিবলয়োঃ অন্যোন্যং ভয়ঙ্করৈঃ বিমুক্তাস্ত্রশস্ত্রজালৈঃ মহৎ যুদ্ধং আসীৎ। ১ ॥

রণায় পত্তিঃ পত্তিং রথী রথিনং তুরঙ্গস্থং তুরঙ্গস্থং দন্তিনি স্থিতঃ দন্তিস্থম্ অভীয়ায়। ২ ॥

কুলাধীশাঃ বৈতালিকাঃ যুদ্ধায় ইতরেতরং ধীরং ধাবতাং বীরাণাং নামানি অলম্ উদাহরন্। ৩ ॥

যুদ্ধোৎসুকাঃ প্রবীরাঃ বিক্রমাবলীং পঠতাং বন্দি-বৃন্দানাং পুরঃ চিত্তানি ক্ষণং বিলম্ব্য দধুঃ ॥ ৪ ॥

সংগ্রামানন্দবর্দ্ধিষ্ণৌ পুলকাঙ্কিতে বিগ্রহে মিথঃ মিলতাং বীরাণাং কবচবিচ্ছেদঃ আসীৎ ॥ ৫ ।

ব্যোমদিশঃ নির্দ্দয়ং খড়্গভিন্নেভ্যঃ কবচেভ্যঃ সমুত্থিতৈঃ তূলৈঃ পলিতৈঃ ইব পাণ্ডুরাঃ আসন্ ॥ ৬ ।

অপি বীরাণাং খড়্গাঃ রুধিরসংলিপ্তাঃ (তথা) ইতস্ততঃ চণ্ডাংশুকরভাস্বরাঃ (সন্তঃ) বিদ্যুতাং বৈভবং দধুঃ ॥ ৭ ।

রুষ্টৈঃ সুভটৈঃ বিসৃষ্টাঃ শরাঃ ভীমাঃ ভুজঙ্গমাঃ ইব মুখৈঃ জ্বালাঃ বিসৃজন্তঃ ব্যোম ব্যানশিরে। ৮ ॥

আশুগাঃ মিথঃ নিঘ্নতাং ধন্বিনাং বপূংষি বাঢ়ং নির্ভিদ্য অশোণিতমুখাঃ (সন্তঃ) ভূমিং দূরং প্রাবিশন্। ৯ ॥

বঙ্গার্থ।—এই প্রকারে দেবাসুর-সৈন্য সমবেত হইলে পরস্পর প্রক্ষিপ্ত ভয়ঙ্কর অস্ত্রশস্ত্রসমূহ দ্বারা দেব-দৈত্যের মহাসংগ্রাম আরম্ভ হইল ॥ ১ ॥

সংগ্রামার্থ পদাতির সম্মুখে পদাতি, রথীর সম্মুখে রথী, অশ্বারোহীর সম্মুখে অশ্বারোহী এবং হস্ত্যারোহীর সম্মুখে হস্ত্যারোহী দণ্ডায়মান ॥ ২ ॥

তখন কুলপতি স্তুতিপাঠকেরা ঘোরযুদ্ধার্থ ধাবমান যোদ্ধাদিগের নাম উচ্চারণ করিতে আরম্ভ করিল। ৩ ॥

স্তুতিপাঠকেরা বিক্রমের বিষয় কীর্ত্তন করিতে প্রবৃত্ত হইলে সমরোৎসুক বীরেরা তাহাদিগের পুরোভাগে ক্ষণকাল বিলম্ব করিয়া তৎপরে যুদ্ধে চিত্তনিবেশ করিলেন ॥ ৪ ॥

বীরবৃন্দ পরস্পর একত্র যুদ্ধজনিত হর্ষে তাঁহাদিগের শরীর স্ফীত ও পুলকাঙ্কিত হইয়া উঠিল; ক্রমে ক্রমে তাঁহাদিগের কবচসমূহ ছিন্ন হইয়া গেল ॥ ৫ ।

বার্দ্ধক্য হেতু পলিত জন্মিলে মানুষ যেমন পাণ্ডুবর্ণ ধারণ করে, তদ্রূপ খড়্গ দ্বারা কবচসমূহ ছেদিত হওয়াতে তন্মধ্যস্থ তূলারাশি দ্বারা নভোমণ্ডল ও দিক্‌সমূহ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া উঠিল। ৬ ॥

যোদ্ধাদিগের শোণিতাক্ত ও চারিদিকে আদিত্যরশ্মিসম প্রচণ্ড কিরণে প্রজ্বলিত হইয়া খড়্গসকল তড়িল্লতার সমতা-প্রাপ্ত হইল ॥ ৭ ॥

যোদ্ধারা যে সকল বাণ পরিত্যাগ করিতে লাগিল, সেই সকল বাণ ভীষণ ভুজঙ্গের ন্যায় মুখ হইতে বহ্নিশিখা উদ্গিরণ করত আকাশমণ্ডল পরিব্যাপ্ত করিয়া ফেলিল ॥ ৮ ॥

যে সকল ধনুর্দ্ধারী পরস্পর পরস্পরকে শর প্রহার করিতেছে, ঐ সমস্ত শর ধনুর্দ্ধরদিগের শরীর দৃঢ়ভাবে ভেদ-পূর্ব্বক রুধিরশূন্যমুখে ধরাগর্ভে প্রবিষ্ট হইল ॥ ৯ ॥

নির্ভিদ্য দন্তিনঃ পূর্ব্বং পাতয়ামাসুরাশুগাঃ। পেতুঃ প্রবরযোধানাং প্রীতানামাহবোৎসবে ॥ ১০ ॥
অনলদগ্নিমুখৈর্বাণৈর্নীরন্ধ্রেরিতরেতরম্ । উচ্চৈর্বৈমানিকা ব্যোম্নি কীর্ণে দূরমপাসরন্ ॥ ১১ ॥
বিভিন্নং ধন্বিনাং বাণৈর্ব্যথার্ত্তমিব বিহ্বলম্। ররাস বিরসং ব্যোম শ্যেনপ্রতিরবচ্ছলাৎ ॥ ১২ ॥
চাপৈরাকর্ণমাকৃষ্টৈর্বিমুক্তা দূরমাশুগাঃ। অধাবন্ রুধিরাস্বাদলুব্ধা ইব রণৈষিণাম্ ॥ ১৩ ॥
গৃহীতাঃ পাণিভির্বীরৈর্ব্বিকোশাঃ খড়্গরাজয়ঃ। কান্তিজালচ্ছলাদাজৌ ব্যহসন্ সংমদাদিব ॥ ১৪ ॥
খড়্গাঃ শোণিতসন্দিগ্ধা নৃত্যন্তো বীরপাণিষু। রজোঘনে রণেঽনন্তে বিদ্যুতাং বৈভবং দধুঃ ॥ ১৫ ॥
কুন্তাশ্চকাশিরে চণ্ডমুল্লসন্তো রণার্থিনাম্। জিহ্বাভোগা যমস্যেব লেলিহানা রণাঙ্গণে ॥ ১৬ ॥
প্রজ্বলৎকান্তিচক্রাণি চক্রাণি বরচক্রিণাম্। চণ্ডাংশুমণ্ডলশ্রীণি রণব্যোমনি বভ্রমুঃ ॥ ১৭ ॥
কেচিদ্বীরৈঃ প্রপাতৈশ্চ বীরাণামভ্যুপেয়ুষাম্। নিপেতুঃ ক্ষোভতো বাহাদপরে মুমুহুর্ম্মদাৎ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়।—আহবোৎসবে প্রীতানাং প্রবরযোধানাম্ আশুগাঃ দন্তিনঃ নির্ভিদ্য পূর্ব্বং পাতয়ামাসুঃ (পশ্চাৎ স্বয়ং) পেতুঃ ॥ ১০ ॥

ইতরেতরম্ অনলদগ্নিমুখৈঃ নীরন্ধ্রৈঃ বাণৈঃ উচ্চৈঃ ব্যোম্নি কীর্ণে বৈমানিকাঃ দূরম্ অপাসরন্ ॥ ১১ ॥

ব্যোম ধন্বিনাং বাণৈঃ বিভিন্নং ব্যথার্ত্তম্ ইব বিহ্বলং (সৎ) শ্যেনপ্রতিরবচ্ছলাৎ বিরসং ররাস ॥ ১২ ॥

আকর্ণম্ আকৃষ্টৈঃ চাপৈঃ দূরং বিমুক্তাঃ আশুগাঃ রণৈষিণাং রুধিরাস্বাদলুব্ধাঃ ইব অধাবন্ ॥ ১৩ ॥

বীরৈঃ পাণিভিঃ গৃহীতাঃ বিকোশাঃ খড়্গরাজয়ঃ কান্তি-জালচ্ছলাৎ আজৌ সংমদাৎ ইব ব্যহসন্ ॥ ১৪ ॥

খড়্গাঃ শোণিতসন্দিগ্ধাঃ (তথা) বীরপাণিষু নৃত্যন্তঃ (সন্তঃ) রজোঘনে অনন্তে রণে বিদ্যুতাং বৈভবং দধুঃ ॥ ১৫ ॥

রণার্থিনাং কুন্তাঃ চণ্ডম্ উল্লসন্তঃ (সন্তঃ) রণাঙ্গণে যমস্য লেলিহানাঃ জিহ্বাভোগাঃ ইব চকাশিরে ॥ ১৬ ॥

বরচক্রিণাং প্রজ্বলৎকান্তিচক্রাণি চণ্ডাংশুমণ্ডলশ্রীণি চক্রাণি রণব্যোমনি বভ্রমুঃ ॥ ১৭ ॥

অভ্যুপেয়ুষাং বীরাণাং বীরৈঃ প্রপাতৈঃ চ কেচিৎ ক্ষোভতঃ বাহাৎ নিপেতুঃ, অপরে মদাৎ মুমুহুঃ ॥ ১৮ ॥

বঙ্গার্থ।—সংগ্রামোৎসবব্যাপারে আনন্দিত মহা-যোদ্ধগণের শররাজি প্রথমে হস্তীর শরীর বিদারণ পূর্ব্বক তাহাদিগকে পাতিত করিয়া তৎপরে নিজেরাও পতিত হইতে আরম্ভ করিল ॥ ১০ ॥

প্রজ্বলিতাগ্র শরসমূহ পরস্পর অবিচ্ছেদে গগনপথ সম্যক্ পরিব্যাপ্ত করিলে আকাশবিহারী সুরবৃন্দ দূরস্থানে পলায়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ১১ ॥

ধনুর্দ্ধরদিগের শরসমূহ দ্বারা বিদীর্ণ, প্রপীড়িত ও বিহ্বল হইয়া আকাশমণ্ডল যেন শ্যেনপক্ষীর রবচ্ছলে কঠোরস্বরে ক্রন্দন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১২ ॥

আকর্ণ আকর্ষণহেতু নিক্ষিপ্ত শরসমূহ দূরপ্রধাবিত হওয়াতে অনুমিত হইল যেন, তাহারা রণাভিলাষী বীরবৃন্দের রুধিরপানের আস্বাদপ্রাপ্তির জন্য প্রলুব্ধ হইয়া উঠিয়াছে ॥ ১৩ ॥

সংগ্রামে বীরবৃন্দ যখন হস্তে মুক্তকোষ করবাল ধারণ করিল, তখন সেই অস্ত্রসমূহের দীপ্তিচ্ছটা দর্শনে বোধ হইল যেন, উহারা আনন্দভরে ছটাচ্ছলে অরাতি-নিধনে বীরগণের সহায় হইয়া হাস্য করিতে প্রবৃত্ত হইতেছে ॥ ১৪ ॥

সেই ধূলিঘন অনন্ত সংগ্রামে করবাল সকল রুধিরলিপ্ত ও বীরবৃন্দের হস্তে স্ফুরিত হইয়া বিদ্যুল্লতার সাদৃশ্য ধারণ করিল ॥ ১৫ ॥

সংগ্রামে যুদ্ধার্থীদিগের প্রাস-নামক অস্ত্র সকল স্ফুরিত হওয়াতে বোধ হইল যেন, যমরাজের লেলিহান জিহ্বাগ্র বিরাজমান রহিয়াছে ॥ ১৬ ॥

চক্রযোদ্ধশ্রেষ্ঠগণের চক্রাস্ত্র সকল শোভনকান্তি তীক্ষ্ণাংশু ভাস্করদেবের কিরণমালার ন্যায় রণাম্বরে সমন্তাৎ পরিভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ১৭ ॥

কোন কোন যোদ্ধা অভিমুখাগত বীরদিগের যোদ্ধনাদে ক্ষুব্ধ হইয়া অশ্ব হইতে পতিত হইলে, অনেকে গর্ব্বহেতু বিচেতন হইয়া পড়িল ॥ ১৮ ॥

কশ্চিদভ্যাগতে বীরে জিঘাংসৌ মুদমাদধৌ। পরাবৃত্ত্য গতে ক্ষুব্ধে বিষাদাদাহবপ্রিয়ঃ ॥ ১৯ ॥

বহুভিঃ সহ যুদ্ধা বা পরিভ্রম্য রণোৎস্বণাঃ। উদ্দিশ্য তান্নুপেয়ুঃ কেঽপি যে পূর্ব্ববৃতা রণে ॥ ২০ ॥

অভিতোঽভ্যাগতান্ যোদ্ধুং বীরান্ রণমদোদ্ধতান্। প্রত্যনন্দন্ ভুজাদণ্ডরোমোদ্গমভৃতো ভটাঃ ॥ ২১ ॥

শস্ত্রভিন্নেভকুম্ভেভ্যো মৌক্তিকানি চ্যুতান্যধঃ। অধ্যাহবক্ষেত্রমুপ্তকীর্ত্তিবীজাঙ্কুরশ্রিয়ম্ ॥ ২২ ॥

বীরাণাং বিষমৈর্ঘোষৈর্বিক্রান্তা বারণা রণে। শাস্যমানা অপি ত্রাসাদ্ ভেজুর্ধূতাঙ্কুশা দিশঃ ॥ ২৩ ॥

রণে বাণগণৈর্ভিন্না ভ্রমন্তো ভিন্নযোধিনঃ। নিমমজ্জুর্মিলদ্রক্তনিম্নগাসু মহাগজাঃ ॥ ২৪ ॥

অপারেঽসৃক্সরিৎপূরে রথেষূচ্চৈস্তরেষ্বপি। রথিনোঽভিরিপুং ক্রুদ্ধা হুঙ্কৃতৈর্ব্যসৃজন্ শরান্ ॥ ২৫ ॥

খড়্গনির্লূনমূর্দ্ধানো ব্যাপতন্তোঽপি বাজিনঃ। প্রথমং পাতয়ামাসুরসিনা দারিতানরীন্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়।—আহবপ্রিয়ঃ কশ্চিৎ জিঘাংসৌ বীরে অভ্যাগতে (সতি) মুদং আদধৌ। (কিন্তু তস্মিন্) ক্ষুব্ধে পরাবৃত্ত্য গতে (সতি) বিষসাদ ॥ ১৯ ॥

রণোৎস্বণাঃ কে অপি বহুভিঃ সহ যুদ্ধা বা পরিভ্রম্য যে রণে পূর্ব্ববৃতাঃ তান্ উদ্দিশ্য উপেয়ুঃ ॥ ২০ ॥

ভটাঃ ভুজাদণ্ডরোমোদ্গমভৃতঃ (সন্তঃ) যোদ্ধুম্ অভিতঃ অভ্যাগতান্ রণমদোদ্ধতান্ বীরান্ প্রত্যনন্দন্ ॥ ২১ ॥

মৌক্তিকানি অধ্যাহবক্ষেত্রং শস্ত্রভিন্নেভকুম্ভেভ্যঃ অধঃ চ্যুতানি (সন্তি) উপ্তকীর্ত্তিবীজাঙ্কুরশ্রিয়ম্ (দধুঃ) ॥ ২২ ॥

বীরাণাং বিষমৈঃ ঘোষৈঃ বিক্রান্তাঃ বারণাঃ রণে শাস্যমানাঃ অপি ত্রাসাৎ ধূতাঙ্কুশাঃ (সন্তঃ) দিশঃ ভেজুঃ ॥ ২৩ ॥

রণে বাণগণৈঃ ভিন্নাঃ ভ্রমন্তঃ ভিন্নযোধিনঃ মহাগজাঃ মিলদ্-রক্তনিম্নগাসু নিমমজ্জুঃ ॥ ২৪ ॥

উচ্চৈস্তরেষু অপি রথেষু অপারে অসৃক্সরিৎপূরে (মগ্নেষু সৎসু) রথিনঃ রিপুম্ অভি ক্রুদ্ধাঃ (সন্তঃ) হুঙ্কৃতৈঃ শরান্ ব্যসৃজন্ ॥ ২৫ ॥

খড়্গনির্লূনমূর্দ্ধানঃ ব্যাপতন্তঃ অপি বাজিনঃ প্রথমম্ অসিনা দারিতান্ অরীন্ পাতয়ামাসুঃ ॥ ২৬ ॥

বঙ্গার্থ।—যথোক্ত বীর অভিমুখাগত হইলে সংগ্রামাভিরত কোন যোদ্ধা আনন্দ লাভ করিল; কিন্তু শত্রুকৃত-প্রহার জনিত ক্ষোভ প্রাপ্ত হইয়া যখন রণভূমি হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইল, তখন আবার বিষাদ প্রাপ্ত হইল ॥ ১৯ ॥

যুদ্ধদুর্দ্ধর্ষ কোন কোন বীর সংগ্রামে অনেক যোদ্ধার সহিত যুদ্ধ বা পরিভ্রমণ করিয়া, অগ্রে যাহাদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত ছিল, তাহাদিগের উদ্দেশে সংগ্রামার্থ গমন করিল ॥ ২০ ॥

কতিপয় যোদ্ধা ভুজদণ্ডে রোমাঞ্চ ধারণ করত সংগ্রামার্থ সম্মুখাগত রণদুর্দ্ধর্ষ বীরগণকে অভিনন্দন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ২১ ॥

সমরাঙ্গনে শস্ত্রপ্রহারে গজরাজির কুম্ভপ্রদেশ বিদারিত হইলে যে সমস্ত মুক্তাপংক্তি স্খলিত হইল, তাহা দেখিয়া বোধ হইল, যেন ঐ সকল মুক্তা রোপিত কীর্ত্তিবীজের অঙ্কুররূপে শোভা পাইতেছে, অর্থাৎ মুক্তাপংক্তিকে বীরগণের কীর্ত্তি-বীজের অঙ্কুর বলিয়া অনুমিত হইতে লাগিল ॥ ২২ ॥

সমরাঙ্গনে বীরবৃন্দের ভয়াবহ হুঙ্কারে ভয় পাইয়া যে সকল হস্তী পলায়ন করিতে লাগিল, তাহারা আর অঙ্কুশাঘাত গ্রাহ্য না করিয়া চারিদিকে পলায়নপরায়ণ হইয়া উঠিল ॥ ২৩ ॥

মহাবলিষ্ঠ হস্তীরা রণক্ষেত্রে শর দ্বারা ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ হইয়া যোদ্ধাদিগকে পৃষ্ঠদেশে বহন করত সমন্তাৎ পরিভ্রমণ করিতে করিতে রুধিরনদীতে মগ্ন হইতে আরম্ভ করিল ॥ ২৪ ॥

উচ্চ উচ্চ রথসমূহ অগাধ শোণিত নদীর স্রোতে মগ্ন হইয়া পড়িলে রথীরা বিপক্ষকে লক্ষ্য করিয়া হুঙ্কারশব্দে বাণ-সন্ধান করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ২৫ ॥

খড়্গ দ্বারা তুরঙ্গগণের মস্তক ছেদিত হইলেও ভূপৃষ্ঠে নিপতিত হইবার পূর্ব্বেই তাহারা করবালবিদারিত অরাতিগণকে ধরাতলে ফেলিয়া দিল ॥ ২৬ ॥

বীরাণাং শস্ত্রভিন্নানি শিরাংসি নিপতন্ত্যপি। অধাবন্ দন্তদষ্টৌষ্ঠভীমাণ্যভি রিপূন্ ক্রুধা ॥ ২৭ ॥
শিরাংসি বরযোধানামর্দ্ধচন্দ্রহৃতান্যলম্। আদধানা ভৃশং পাদৈঃ শ্যেনা ব্যানশিরে নভঃ ॥ ২৮ ॥
ক্রোধাদভ্যাপতদ্দন্তিদন্তারূঢ়াঃ পদাতয়ঃ। অশ্বারোহা গজারোহপ্রাণান্ প্রাসৈরপাহরন্ ॥ ২৯ ॥
শস্ত্রচ্ছিন্নগজারোহা বিভ্রমন্ত ইতস্ততঃ। যুগান্তবাতচলিতাঃ শৈলা ইব গজা বভুঃ ॥ ৩০ ॥
মিলিতেষু মিথো যোদ্ধুং দন্তিষু প্রসভং ভটাঃ। অগৃহ্ণন্ যুধ্যমানাশ্চ শস্ত্রৈঃ প্রাণান্ পরস্পরম্ ॥ ৩১ ॥
রুষা মিথো মিলদ্দন্তিসংঘর্ষজোঽনলঃ। যোধান্ শস্ত্রহৃতপ্রাণানদহৎ সহসারিভিঃ ॥ ৩২ ॥
আক্ষিপ্তা অপি দন্তীন্দ্রৈঃ কোপনৈঃ পত্তয়ঃ পরম্। তদন্তূনহরন্ খড়্গাঘাতৈঃ স্বস্ব পুরঃ প্রভোঃ ॥ ৩৩ ॥
উৎক্ষিপ্য করিভিদূর্রান্মুক্তানাং যোধিনাং দিবি। প্রাপি জীবাত্মভির্দিব্যা গতির্বা বিগ্রহৈর্মহী ॥ ৩৪ ॥
খড়্গৈর্ধবলধারালৈর্নিহত্য করিণাং করান্। তৈর্ভুবাপিসমং বিদ্ধান্ সন্তোষং ন ভটা যযুঃ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়।—বীরাণাং শস্ত্রভিন্নানি দন্তদষ্টৌষ্ঠভীমানি শিরাংসি নিপতন্তি অপি ক্রুধা অভি রিপূন্ অধাবন্ ॥ ২৭ ॥

শ্যেনাঃ অলম্ অর্দ্ধচন্দ্রহৃতানি বরযোধানাং শিরাংসি পাদৈঃ ভৃশং আদধানাঃ (সন্তঃ) নভঃ ব্যানশিরে ॥ ২৮ ॥

ক্রোধাৎ অভ্যাপতদ্দন্তিদন্তারূঢ়াঃ পদাতয়ঃ অশ্বারোহাঃ গজারোহপ্রাণান্ প্রাসৈঃ অপাহরন্ ॥ ২৯ ॥

গজাঃ শস্ত্রচ্ছিন্নগজারোহাঃ (অতএব) ইতস্ততঃ বিভ্রমন্তঃ (সন্তঃ) যুগান্তবাতচলিতাঃ শৈলাঃ ইব বভুঃ ॥ ৩০ ॥

দন্তিষু প্রসভং যোদ্ধুং মিথঃ মিলিতেষু ভটাঃ যুধ্যমানাঃ (সন্তঃ) চ শস্ত্রৈঃ পরস্পরং প্রাণান্ অগৃহ্ণন্ ॥ ৩১ ॥

রুষা মিথঃ মিলদ্দন্তিদন্তসঙ্ঘর্ষজঃ অনলঃ অরিভিঃ শস্ত্রহৃতপ্রাণান্ যোধান্ সহসা অদহৎ ॥ ৩২ ॥

কোপনৈঃ দন্তীন্দ্রৈঃ পরম্ আক্ষিপ্তাঃ অপি পত্তয়ঃ স্বস্ব প্রভোঃ পুরঃ খড়্গাঘাতৈঃ তদসূন্ অহরন্ ॥ ৩৩ ॥

করিভিঃ দূরাৎ উৎক্ষিপ্য দিবি মুক্তানাং যোধিনাং জীবাত্মভিঃ দিব্যা গতিঃ বা বিগ্রহৈঃ মহী প্রাপি ॥ ৩৪ ॥

ভটাঃ ধবলধারালৈঃ খড়্গৈঃ ভুবা অপি (সহ) বিদ্ধান্ করিণাং করান্ নিহত্য সন্তোষং ন যযুঃ ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গার্থ।—শস্ত্র দ্বারা যে সকল বীরের মস্তক কর্ত্তিত হইল, ভূপতিত হইয়াও তাহারা দন্ত দ্বারা ওষ্ঠ দংশন করত রোষভরে তীব্রবেগে অরাতির অভিমুখে প্রধাবিত হইল ॥ ২৭ ॥

অর্দ্ধচন্দ্রশরে মহা মহা যোদ্ধাদিগের মস্তক ছেদিত হইলে, শ্যেনপক্ষীরা চরণ দ্বারা তাহাদিগকে ধরিয়া উড্ডীন হইলে তদ্দ্বারা গগনতল ভূরিপরিমাণে পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল ॥ ২৮ ॥

পদাতি ও অশ্বারোহীরা সম্মুখস্থিত হস্তিসমূহের দশনোপরি আরোহণপূর্ব্বক ক্রোধভরে হস্ত্যারোহীদিগের প্রাণসংহারে প্রবৃত্ত হইল ॥ ২৯ ॥

গজারোহিগণ শস্ত্র দ্বারা কর্ত্তিত হইলে হস্তিসমূহ সমন্তাৎ পরিভ্রমণ করাতে বোধ হইল, যেন প্রলয়কালীন বাত্যাবিকম্পিত গিরিরাজি শোভা পাইতেছে ॥ ৩০ ॥

গজরাজি পরস্পর সংগ্রামার্থ একত্র হইলে যোদ্ধারা শস্ত্র দ্বারা মহাবলসহকারে যুদ্ধ করিতে করিতে পরস্পরের প্রাণ সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৩১ ॥

হস্তী সকল ক্রোধভরে পরস্পর সমবেত হইলে তাহাদের দশনঘর্ষণে যে বহ্নি উৎপন্ন হইল, সেই বহ্নি দ্বারা অস্ত্রপ্রহারে গতায়ু বীরবৃন্দ ভস্মীভূত হইয়া পড়িল ॥ ৩২ ॥

মহাগজবৃন্দ পদাতি বীরদিগকে আক্রমণ করিলে, হস্ত্যারোহী অসিপ্রহারে সম্মুখাগত হস্তিগণের প্রাণ সংহার করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৩৩ ॥

মাতঙ্গগণ শুণ্ডাদণ্ড দ্বারা বীরগণকে ঊর্দ্ধে উৎক্ষেপণপূর্ব্বক প্রাণ সংহার করিল, সেই বীরবৃন্দ স্বর্গগতি প্রাপ্ত হইল, তাহাদিগের দেহমাত্র ধরাতলে পতিত রহিল ॥ ৩৪ ॥

বীরবৃন্দ সুতীক্ষ্ণধার অসিপ্রহারে হস্তীদিগের শুণ্ডাদণ্ড ছেদিত করিয়া ফেলিলে ঐ সকল শুণ্ডাদণ্ড (প্রহারবেগে) ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া পড়িল, কিন্তু তাহাতেও যোদ্ধৃবৃন্দপূর্ণ পরিতৃপ্ত হইল না ॥ ৩৫ ॥

আক্ষিপ্যাভিদিবং নীতাঃ পত্তয়ঃ করিভিঃ করৈঃ। দিব্যাঙ্গনাভিরাদাতুং রক্তাভির্দ্রুতমীষিরে ॥ ৩৬ ॥
ধন্বিনস্তুরগারূঢ়া গজারোহান্ শরৈঃ ক্ষতান্। প্রত্যৈক্ষন্ মূর্ছিতান্ ভূয়ো যোদ্ধুমাশ্বসতশ্চিরম্॥৩৭॥
ক্রুদ্ধস্য দন্তিনঃ পত্তিনঃ পত্তির্জিঘৃক্ষোরসিনা করম্। নির্ভিদ্য দন্তমুসলাবারুরোহ জিঘৃক্ষয়া ॥ ৩৮ ॥
খড়্গেন মূলতো হত্বা দন্তিনো রদনদ্বয়ম্। প্রাতিপক্ষ্যে প্রবিষ্টোঽপি পদাতির্নিরগাদ্ দ্রুতম্॥৩৯॥
করেণ করিণা বীরঃ সুগৃহীতোঽপি কোপিনা। অসিনাসূন্ জহারাশু তস্যৈব স্বয়মক্ষতঃ ॥ ৪০ ॥
তুরঙ্গী তুরগারূঢ়ং প্রাসেনাহত্য বক্ষসি। পতন্তস্তস্য নাজ্ঞাসীৎ প্রাসঘাতং স্বকে হৃদি ॥ ৪১ ॥
দ্বিষা প্রাসহৃতপ্রাণো বাজিপৃষ্ঠদৃঢ়াসনঃ। হস্তোদ্ধৃতমহাপ্রাসো ভুবি জীবন্নিবাভ্রমৎ ॥ ৪২ ॥
তুরঙ্গসাদিনং শস্ত্রহৃতপ্রাণং গতং ভুবি। অবদ্ধোঽপি মহাবাজী ন সাশ্রুনয়নোঽত্যজৎ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়।—করিভিঃ করৈঃ আক্ষিপ্য অভি দিবং নীতাঃ পত্তয়ঃ আদাতুং রক্তাভিঃ দিব্যাঙ্গনাভিঃ দ্রুতম্ ঈষিরে ॥ ৩৬ ॥

তুরগারূঢ়াঃ ধন্বিনঃ শরৈঃ ক্ষতান্ মূর্ছিতান্ গজারোহান্ ভূয়ঃ যোদ্ধুং আশ্বসতঃ চিরং প্রত্যৈক্ষন্ ॥ ৩৭ ॥

পত্তিঃ ক্রুদ্ধস্য জিঘৃক্ষোঃ দন্তিনঃ করম্ অসিনা নির্ভিদ্য জিঘৃক্ষয়া দন্তমুসলৌ আরুরোহ ॥ ৩৮ ॥

প্রাতিপক্ষ্যে প্রবিষ্টঃ অপি পদাতিঃ খড়্গেন দন্তিনঃ রদনদ্বয়ং মূলতঃ হত্বা দ্রুতং নিরগাৎ ॥ ৩৯ ॥

কোপিনা করিণা সুগৃহীতঃ অপি বীর স্বয়ম্ অক্ষতঃ (সন্) অসিনা আশু তস্য জহার ॥ ৪০ ॥

তুরঙ্গী তুরগারূঢ়ং বক্ষসি প্রাসেন আহত্য স্বকে হৃদি তস্য পততঃ প্রাসঘাতং ন অজ্ঞাসীৎ ॥ ৪১ ॥

দ্বিষা প্রাসহৃতপ্রাণঃ (তথা) বাজিপৃষ্ঠদৃঢ়াসনঃ (তথা) হস্তোদ্ধৃতমহাপ্রাসঃ (সন্) ভুবি জীবন্ ইব অভ্রমৎ ॥ ৪২ ॥

মহাবাজী অবদ্ধঃ অপি সাশ্রুনয়নঃ (সন্) শস্ত্রহৃতপ্রাণং ভুবি গতং তুরঙ্গসাদিনং ন অত্যজৎ ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গার্থ।—হস্তীদিগের শুণ্ডাদণ্ড দ্বারা উৎক্ষিপ্ত হইয়া যে সকল পদাতি অমরপুরের অভিমুখে নীত হইল, অনুরাগময়ী সুরললনারা আশু আসিয়া তাহাদিগকে গ্রহণ করিতে অভিলাষিণী হইলেন। (এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে যে, যাহারা সংগ্রামে প্রাণবিসর্জ্জন করে, দিব্যাঙ্গনারা তাহাদিগকে সাদরে বরণ করিয়া লইয়া যান) ॥ ৩৬ ॥

গজারোহীরা শর দ্বারা ক্ষতবিক্ষতাঙ্গ ও মূর্চ্ছিত হইলেও ধনুর্দ্ধারী ও অশ্বারোহীরা পুনরায় তাহাদিগের সহিত সংগ্রাম-বাসনায় তাহাদের চেতনাসঞ্চারের প্রতীক্ষায় বহুক্ষণ অবস্থিতি করিতে লাগিল ॥ ৩৭ ॥

কোন পদাতি বীর খড়্গপ্রহারে মহাক্রুদ্ধ জিঘৃক্ষু হস্তীর শুণ্ডাদণ্ড কর্ত্তন করিয়া তদীয় মুষলাকৃতি দশনদ্বয় গ্রহণের জন্য তৎপৃষ্ঠে আরূঢ় হইল ॥ ৩৮ ॥

কোন পদাতি বিপক্ষের সৈন্যমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া খড়্গ-প্রহারে প্রতিপক্ষের হস্তীর দন্তযুগল আমূল উৎপাটিত করিয়া ফেলিল এবং হস্তী ভূপতিত হইতে না হইতেই আশু তথা হইতে বহির্গত হইয়া আসিল ॥ ৩৯ ॥

কোন হস্তী ক্রুদ্ধ হইয়া বিপক্ষপক্ষীয় কোন বীরকে শুণ্ডাদণ্ড দ্বারা আক্রমণ করিলে সেই বীরবর খড়্গপ্রহারে তৎক্ষণাৎ সেই হস্তীর প্রাণ সংহার করিল; কিন্তু তাহার নিজের অঙ্গ অক্ষত অবস্থাতেই সংস্থিত রহিল ॥ ৪০ ॥

এক জন অশ্বারোহী বিপক্ষ অশ্বারোহীর বক্ষোদেশে প্রাসাস্ত্র নিক্ষেপ করিলে, সেই আহত যোদ্ধা যখন ভূপতিত হয়, তাহার হৃদয়দেশে যে প্রাসাস্ত্র বিদ্ধ হইয়াছে, তৎকালে তাহা সে জানিতেও পারিল না ॥ ৪১ ॥

একজন বীর যোদ্ধা অরাতির প্রাসাস্ত্রে জীবনবিসর্জ্জন করিয়াও তুরঙ্গমের পৃষ্ঠদেশে দৃঢ়ভাবে উপবিষ্ট হইয়া হস্তে সুতীক্ষ্ণ প্রাসাস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক সমরক্ষেত্রে জীবিতের ন্যায় ভ্রমণ করিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥

কোন অশ্বারোহী শস্ত্রপ্রহারে প্রাণবিসর্জ্জন পূর্ব্বক ধরাশায়ী হইলে, তদীয় তুরঙ্গম শৃঙ্খলবদ্ধ না হইয়াও প্রভুকে পরিত্যাগ করত পলায়ন করিল না; (প্রভুর মৃত্যুজনিত শোকে অভিভূত হইয়া) অশ্রুপূর্ণলোচনে সেই স্থানেই দাঁড়াইয়া রহিল ॥ ৪৩ ॥

ভল্লেন শিতধারেণ ভিন্নোঽপি রিপুণাশ্বগঃ। নামূর্চ্ছৎ কোপতো হন্তুমিয়েষ প্রপতন্নপি ॥ ৪৪ ॥
মিথঃ প্রাসাহতৌ বাজিচ্যুতৌ ভূমিগতৌ রুষা। শক্ত্যা যুযুধতুঃ কৌচিৎ কেশাকেশি ভুজাভুজি ॥ ৪৫ ॥
রথিনো রথিভির্ব্বাণৈর্হৃতপ্রাণা দৃঢ়াসনাঃ। ক্ষতকার্ম্মুকসন্ধানাঃ সপ্রাণা ইব মেনিরে ॥ ৪৬ ॥
ন রথী রথিনং ভূয়ঃ প্রাহরচ্ছস্ত্রমূর্চ্ছিতম্। প্রত্যাশসত্ত্বমন্বিচ্ছন্নাতিষ্ঠদ্ যুধি লোভতঃ ॥ ৪৭ ॥
অন্যোন্যং রথিনৌ কৌচিদ্ গতপ্রাণৌ দিবং গতৌ। একামপ্সরসং প্রাপ্য যুযুধাতে বরায়ুধৌ ॥ ৪৮ ॥
মিথোঽর্দ্ধচন্দ্রনির্লূনমূর্দ্ধানৌ রথিনৌ রুচা। খেচরৌ ভুবি নৃত্যন্তৌ স্বকবন্ধাবপশ্যতাম্ ॥ ৪৯ ॥

রণাঙ্গণে শোণিতপঙ্কপিচ্ছিলে কথং কথঞ্চিন্ননৃতুর্দ্ধৃতায়ুধাঃ।
নদৎসু তূর্য্যেষু পরেতযোষিতাং গণেষু গায়ৎসু কবন্ধরাজয়ঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি সুররিপুবৃত্তে যুদ্ধে সুরাসুরসৈন্যয়ো রুধিরসরিতাং মজ্জদ্দন্তিব্রজেষু তটেষলম্।
অরুণনয়নঃ ক্রোধাদ্ভীমভ্রমদ্ভৃকুটীমুখঃ সপদি ককুভামীশানভ্যাগমৎ স যুযুৎসয়া ॥ ৫১ ॥

ইতি ষোড়শঃ সর্গঃ।

অন্বয়।—রিপুণা শিতধারেণ ভল্লেন ভিন্নঃ অপি অশ্বগঃ প্রপতন্ অপি ন অমূর্চ্ছৎ, কোপতঃ হন্তুম্ ইয়েষ ॥ ৪৪ ॥

রুষা মিথঃ প্রাসাহতৌ বাজিচ্যুতৌ ভূমিগতৌ কৌচিৎ শক্ত্যা কেশাকেশি ভুজাভুজি যুযুধতুঃ ॥ ৪৫ ॥

রথিভিঃ বাণৈঃ হৃতপ্রাণাঃ ক্ষতকার্ম্মুকসন্ধানাঃ দৃঢ়াসনাঃ রথিনঃ সপ্রাণা ইব মেনিরে ॥ ৪৬ ॥

রথী শস্ত্রমূর্চ্ছিতং রথিনং ভূয়ঃ ন প্রাহরৎ, প্রত্যাশসত্ত্বম্ অন্বিচ্ছন্ যুধি লোভতঃ অতিষ্ঠৎ ॥ ৪৭ ॥

বরায়ুধৌ অন্যোন্যং গতপ্রাণৌ দিবং গতৌ কৌচিৎ রথিনৌ একাম্ অপ্সরসং প্রাপ্য যুযুধাতে ॥ ৪৮ ॥

মিথঃ অর্দ্ধচন্দ্রনির্লূনমূর্দ্ধানৌ রুচা খেচরৌ রথিনৌ ভুবি নৃত্যন্তৌ স্বকবন্ধৌ অপশ্যতাম্ ॥ ৪৯ ॥

শোণিতপঙ্কপিচ্ছিলে রণাঙ্গণে তূর্য্যেষু নদৎসু (তথা) পরেতযোষিতাং গণেষু গায়ৎসু (সৎসু) কবন্ধরাজয়ঃ ধৃতায়ুধাঃ (সন্তঃ) কথংকথঞ্চিৎ ননৃতুঃ ॥ ৫০ ॥

ইতি সুরাসুরসৈন্যয়োঃ যুদ্ধে বৃত্তে (সতি) রুধিরসরিতাং তটেষু অলং মজ্জদ্দন্তিব্রজেষু (সৎসু) স সুররিপুঃ ক্রোধাৎ অরুণনয়নঃ ভীমভ্রমদ্ভৃকুটীমুখঃ (সন্) যুযুৎসয়া সপদি ককুভাং ঈশান্ অভ্যাগমৎ ॥ ৫১ ॥

বঙ্গার্থ।—কোন অশ্বারোহী বিপক্ষ কর্তৃক সুতীক্ষ্ণ ভল্লাস্ত্রাঘাতে বিদারিত ও ভূপতিত হইয়াও মূর্চ্ছাপ্রাপ্ত হইল না এবং ক্রোধবশে অরাতিকে সংহার করিতে বাসনা করিল ॥ ৪৪ ॥

দুইটি অশ্বারোহী পরস্পর (অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত) আহত হওয়ায় অশ্বপৃষ্ঠ হইতে ধরাতলে নিপতিত হইয়াও ক্রোধভরে বলসহকারে কেশাকেশি ও হাতাহাতি সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪৫ ॥

রথিবৃন্দ কর্তৃক রথিগণ নিহত হইলে তাহাদিগের করধৃত ধনুঃ খলিত হইয়া ভূতলে পতিত হইল; কিন্তু তাহারা স্থিরভাবে উপবিষ্ট থাকায় জীবিতবৎ পরিদৃষ্ট হইতে লাগিল ॥ ৪৬ ॥

কোন রথী প্রহৃত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলে বিপক্ষপক্ষীয় রথী আর তাহাকে প্রহার করিল না; কিন্তু পুনর্ব্বার তৎসহ সংগ্রাম করিবার লোভ সংবরণ করিতে অসমর্থ হইয়া তাহার জ্ঞান-সঞ্চারের অপেক্ষা করিতে লাগিল ॥ ৪৭ ॥

বরাস্ত্রধারী দুই জন রথী পরস্পর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইয়া জীবন বিসর্জ্জনপূর্ব্বক অমরধামে প্রস্থান করিল বটে, কিন্তু তথায় যাইয়াও একটি অপ্সরাকে প্রাপ্ত হইবার জন্য দুই জনে পুনরায় সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৪৮ ॥

মনোহরকান্তি দুইটি রথী অর্দ্ধচন্দ্রশরে পরস্পর ছিন্নমস্তক হইলে তাহাদিগের মস্তকদ্বয় নভোমার্গে উঠিয়া নাচিতে নাচিতে ভূতলস্থ নিজ নিজ কবন্ধমূর্ত্তি দর্শন করিতে লাগিল ॥ ৪৯ ॥

রুধিরপঙ্কে সমরাঙ্গন পিচ্ছিল হইয়া উঠিলে, তূর্য্যধ্বনি নিনাদিত হইলে এবং প্রেতরমণীরা সঙ্গীত করিতে আরম্ভ করিলে অস্ত্রধারী কবন্ধ সকল দাঁড়াইয়া অতিকষ্টে নৃত্য করিতে প্রবৃত্ত হইল ॥ ৫০ ॥

এইরূপে দেবদৈত্যযুদ্ধ আরব্ধ হইলে রণভূমে শোণিত-নদী প্রবাহিত হইল, হস্তী সকল সেই নদীতে ডুবিয়া গেল। তখন অসুরপতি তারক ক্রোধভরে লোচনযুগল লোহিতবর্ণ করিয়া ভয়াবহ ভ্রূকুটিভঙ্গিমবদনে সংগ্রামাভিলাষে ইন্দ্রপ্রমুখ দিক্‌-পালদিগের অভিমুখে ধাবিত হইল ॥ ৫১ ॥

ইতি ষোড়শ সর্গ।

সপ্তদশঃ সর্গঃ

দৃষ্ট্বাভ্যুপেতমথ দৈত্যপতিং পুরস্তাৎ সংগ্রামকেলিকুতুকেন ঘনপ্রমোদম্।
যোদ্ধুং মদেন মিমিলুঃ ককুভামধীশা বাণান্ধকারিতদিগম্বরগর্ভমেত্য ॥ ১ ॥
দেবদ্বিষাং পরিবৃঢ়ো বিকটং বিহস্য বাণাবলীভিরমরান্ বিকটান্ ববর্ষ।
শৈলানিব প্রবরবারিধরো গরিষ্ঠানদ্ভিঃ পরাভিরথ গাঢ়মনারতাভিঃ ॥ ২ ॥
জম্ভদ্বিষৎপ্রভৃতিদিক্পতিচাপমুক্তা বাণাঃ শিতা দনুজনায়কবাণসংঘান্।
অহ্নায় তার্ক্ষ্যনিবহা ইব নাগপূগান্ সদ্যো বিচিচ্ছিদুরলং কণশো রণান্তে ॥ ৩ ॥
তান্ প্রজ্বলৎফলমুখৈর্বিষমৈঃ সুরারিনামাঙ্কিতৈঃ পিহিতদিগ্গগনান্তরালৈঃ।
আচ্ছাদিতস্তৃণচয়ানিব হব্যবাহশ্চিচ্ছেদ সোঽপি সুরসৈন্যশরান্ শরৌঘৈঃ ॥ ৪ ॥
দৈত্যেশ্বরো জ্বলিতরোষবিশেষভীমঃ সদ্যো মুমোচ যুধি যান্ বিশিখান্ সহেলঃ।
তে প্রাপুরুদ্ভটভুজঙ্গমভীমভাবং গাঢ়ং ববন্ধুরপি তাংস্ত্রিদশেন্দ্রমুখ্যান্ ॥ ৫ ॥

অন্বয়।—অথ ককুভাম্ অধীশাঃ সংগ্রামকেলিকুতুকেন ঘনপ্রমোদং বাণান্ধকারিতদিগম্বরগর্ভং দৈত্যপতিং পুরস্তাৎ অভ্যুপেতং দৃষ্ট্বা এত্য মদেন যোদ্ধুং মিমিলুঃ ॥ ১ ॥

অথ দেবদ্বিষাং পরিবৃঢ়ঃ বিকটং বিহস্য প্রবরবারিধরঃ অনারতাভিঃ পরাভিঃ অদ্ভিঃ গরিষ্ঠান্ শৈলান্ ইব বাণাবলীভিঃ বিকটান্ অমরান্ গাঢ়ং ববর্ষ ॥ ২ ॥

জম্ভদ্বিষৎপ্রভৃতিদিক্পতিচাপমুক্তাঃ শিতাঃ বাণাঃ তার্ক্ষ্যনিবহাঃ নাগপূগান্ ইব অহ্নায় রণান্তে দনুজনায়কবাণসংঘান্ সদ্যঃ কণশঃ অলং বিচিচ্ছিদুঃ ॥ ৩ ॥

সঃ অপি আচ্ছাদিতঃ হব্যবাহঃ তৃণচয়ান্ ইব তান্ সুরসৈন্যশরান্ প্রজ্বলৎফলমুখৈঃ বিষমৈঃ সুরারিনামাঙ্কিতৈঃ পিহিতদিগ্গগনান্তরালৈঃ শরৌঘৈঃ চিচ্ছেদ ॥ ৪ ॥

দৈত্যেশ্বরঃ জ্বলিতরোষবিশেষভীমঃ সহেলঃ (সন্) যান্ বিশিখান্ যুধি সদ্যঃ মুমোচ তে উদ্ভটাঃ ভুজঙ্গমভীমভাবং প্রাপুঃ, অপি (চ) তান্ ত্রিদশেন্দ্রমুখ্যান্ গাঢ়ং ববন্ধুঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ।—তদনন্তর ইন্দ্রপ্রমুখ দিক্পালবৃন্দ দেখিলেন, অসুররাজ তারক পুরোভাগে আগমন করিয়াছে। সমরলীলাজনিত কৌতূহল নিবন্ধন সে মহা হর্ষে পরিপূর্ণ; সে শরসন্ধান করিয়া দিগ্বলয় ও আকাশতল অন্ধকারময় করিয়া ফেলিয়াছে। দিক্পালবৃন্দ তাহাকে দর্শনমাত্র গর্ব্বভরে সংগ্রামার্থ সমবেত হইলেন ॥ ১ ॥

মহামেঘ যেরূপ অবিচ্ছিন্ন বারিবর্ষণ দ্বারা অত্যুচ্চ গিরিরাজিকে আচ্ছন্ন করে, তদ্রূপ অসুররাজ তারক বিকট হাস্য করত শরসমূহবর্ষণ দ্বারা মহাবিক্রমশালী দেববৃন্দকে নিবিড়ভাবে আবৃত করিয়া ফেলিল ॥ ২ ॥

গরুড় যেরূপ ভুজঙ্গকুল চূর্ণ করে, তদ্রূপ দৈত্যপতি তারকের বাণরাশি সমরে ইন্দ্র মুখ দিক্পালদিগের শরাসনমুক্ত তীক্ষ্ণবাণসমূহকে ক্ষণমধ্যেই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ছেদিত করিয়া ফেলিল ॥ ৩ ॥

বহ্নি যেমন তৃণপুঞ্জ আবরিত করে, তদ্রূপ সুরবৃন্দের শররাশিতে আবৃত হইয়া তারকাসুর স্বীয় নামাঙ্কিত, দীপ্তাগ্র, ভয়ঙ্কর শররাশি দ্বারা পূর্ব্বাদি দিক্সকল ও গগনতল আচ্ছাদিত করিয়া অমরগণের বাণসমূহ ছেদন করিতে লাগিল ॥ ৪ ॥

অসুরপতি দীপ্ত-ক্রোধভরে ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণপূর্ব্বক অবজ্ঞা সহকারে সংগ্রামে যে সমস্ত শর নিক্ষেপ করিল, সেই সমস্ত বাণ ভয়ঙ্করমূর্ত্তি ভুজঙ্গের ন্যায় ভীষণ আকৃতি পরিগ্রহ করিয়া দেবেন্দ্রপ্রমুখ সুরগণকে নিবিড়রূপে বন্ধন করিয়া ফেলিল অর্থাৎ দেবগণ নাগপাশে আবদ্ধ হইলেন ॥ ৫ ॥

তে নাগপাশবিশিখৈরসুরেণ বদ্ধাঃ শ্বাসানিলাকুলমুখা বিমুখা রণস্য।
দিঙ্‌নায়কা বলরিপুপ্রমুখাঃ স্মরারিসূনোঃ সমীপমগমন্ বিপদন্তহেতোঃ ॥ ৬ ॥
দৃষ্টিপ্রপাতবশতোঽপি পুরারিসূনোস্তে নাগপাশঘনবন্ধবিপত্তিদুঃখাৎ।
ইন্দ্রাদয়ো মুমুচিরে স্বয়মস্য দেবাঃ সেবাং ব্যধুর্নিকটমেত্য মহাজিগীষোঃ ॥ ৭ ॥
উদ্দীপ্তকোপদহনোঽথ সুরেন্দ্রশত্রুরহ্নায় সারথিমবোচত চণ্ডবাহুঃ।
বদ্ধা ময়া সুরপতিপ্রমুখাঃ প্রসহ্য বালস্য ধূর্জটিসুতস্য নিরীক্ষণেন ॥ ৮ ॥
মুক্তা বভূবুরধুনা তদিমান্ বিহায় কর্তাস্ম্যমুং সমরভূমিপশূপহারম্।
তৎ স্যন্দনং সপদি বাহয় শম্ভুসূনুং দ্রষ্টাস্মি দর্পিতভুজবলমাহবায় ॥ ৯ ॥
তৎ স্যন্দনঃ সপদি সারথিসম্প্রণুন্নঃ প্রক্ষুব্ধবারিধরধীরগম্ভীরঘোষঃ।
চণ্ডশ্চচাল দলিতাখিলশক্রসৈন্য-মাংসাস্থিশোণিত-বিপঙ্কবিলুপ্তচক্রঃ ॥ ১০ ॥
দৃষ্ট্বা রথং প্রলয়বাত-চলদ্গিরীন্দ্রকল্পং দলদ্বলবিরাববিশেষরৌদ্রম্।
অভ্যাগতং সুররিপোঃ সুররাজসৈন্যং ক্ষোভং জগাম পরমং ভয়বেপমানম্ ॥ ১১ ॥

অন্বয়।—তে বলরিপুপ্রমুখাঃ দিঙ্‌নায়কাঃ অসুরেণ নাগপাশবিশিখৈঃ বদ্ধাঃ (অতএব) শ্বাসানিলাকুলমুখাঃ (তথা) রণস্য বিমুখাঃ (সন্তঃ) বিপদন্তহেতোঃ স্মরারিসূনোঃ সমীপম্ অগমন্ ॥ ৬ ॥

তে ইন্দ্রাদয়ঃ দেবাঃ পুরারিসূনোঃ দৃষ্টিপ্রপাতবশতঃ অপি নাগপাশঘনবন্ধবিপত্তিদুঃখাৎ মুমুচিরে (তথা) মহাজিগীষোঃ অস্য নিকটং স্বয়ম্ এত্য সেবাং ব্যধুঃ ॥ ৭ ॥

অথ চণ্ডবাহুঃ সুরেন্দ্রশত্রুঃ উদ্দীপ্তকোপদহনঃ অহ্নায় সারথিম্ অবোচত, ময়া প্রসহ্য বদ্ধাঃ সুরপতিপ্রমুখাঃ বালস্য ধূর্জটিসুতস্য নিরীক্ষণেন মুক্তা বভূবুঃ, অধুনা তদিমান্ বিহায় অমুং সমরভূমিপশূপহারং কর্তা অস্মি, তৎ স্যন্দনং সপদি বাহয়, দর্পিতভুজবলং শম্ভুসূনুম্ আহবায় দ্রষ্টা অস্মি ॥ ৮-৯ ॥

প্রক্ষুব্ধবারিধরধীরগম্ভীরঘোষঃ দলিতাখিলশক্রসৈন্যমাংসাস্থিশোণিতবিপঙ্কবিলুপ্তচক্রঃ চণ্ডঃ তৎস্যন্দনঃ সপদি সারথিসম্প্রণুন্নঃ (সন্) চচাল ॥১০ ॥

সুররাজসৈন্যং প্রলয়বাতচলদ্গিরীন্দ্রকল্পং দলদ্বলবিরাববিশেষরৌদ্রং সুররিপোঃ রথম্ অভ্যাগতং দৃষ্ট্বা ভয়বেপমানং (সৎ) পরমং ক্ষোভং জগাম ॥ ১১ ॥

বঙ্গার্থ।—তখন দৈত্যপতি কর্তৃক নাগপাশে আবদ্ধ হইয়া ইন্দ্রাদি দিক্‌পতিরা সংগ্রামে বিমুখ হইলেন; সুদীর্ঘ নিশ্বাসানিলে তাঁহাদিগের বদনমণ্ডল আকুল হইল; তাঁহারা এই বিপৎপ্রশমনার্থ শিবনন্দন ষড়াননের নিকট আগমন করিলেন ॥ ৬ ॥

শঙ্কর-নন্দন কার্তিকেয়ের দৃষ্টিক্ষেপমাত্র সুরবৃন্দ নাগপাশ-বন্ধনরূপ বিপদ্ ও কষ্ট হইতে মুক্তি লাভ করিলেন। তখন তাঁহারা মহাবল জিগীষু কুমারের নিকটবর্তী হইয়া তাঁহার স্তুতিবাদে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৭ ॥

অতঃপর প্রচণ্ডভুজবলসম্পন্ন, ক্রোধানলপ্রজ্বলিত, সুরশত্রু তারক তৎক্ষণাৎ সারথিকে সম্বোধন পূর্বক কহিল, 'দেবেন্দ্রপ্রমুখ অমরেরা মৎকর্তৃক সহসা নাগপাশে আবদ্ধ হইয়াও কিশোরবয়স্ক ষড়াননের কৃপাকটাক্ষপাতে মুক্তি প্রাপ্ত হইল; সুতরাং এখন তুমি আশু ভুজবলদৃপ্ত ঐ কার্তিকেয়ের নিকট সংগ্রামার্থ রথচালনা কর। আমি রণভূমে (উঁহার বধসাধন পূর্বক) শৃগালাদি পশুদিগকে বলি প্রদান করিব। (ঐ বালক কত দূর সামর্থ্য ধরে) একবার আমি উঁহাকে দেখিব ॥ ৮-৯ ॥

তখন সারথি কর্তৃক পরিচালিত হইয়া অসুররাজের প্রচণ্ড রথ তৎক্ষণাৎ প্রলয়কালীন বিক্ষুব্ধ জলদবৎ ধীরগম্ভীরধ্বনিতে (কার্তিকেয়ের অভিমুখে) প্রস্থান করিল। তখন অরাতিসৈন্য সেই রথচক্রে মর্দিত হইতে লাগিল; তাহাদিগের মাংস, অস্থি ও রুধিরকর্দমে চক্র অনুলিপ্ত হইয়া উঠিল ॥১০ ॥

প্রলয়কালীন বাত্যাচালিত গিরিরাজের ন্যায় সেই দৈত্য-রথ সৈন্যদিগকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া তাহাদের আর্তরবে ভীষণ মূর্তি ধারণপূর্বক আসিতেছে দেখিয়া সুরসৈন্যগণ ভীতি-বিকম্পিত ও বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল ॥ ১১

প্রক্ষুভ্যমাণমবলোক্য দিগীশসৈন্যং শম্ভোঃ সুতং কলহকেলিকুতূহলোৎকম্।
উদ্দামদোঃকলিতকার্ম্মুকদণ্ডচণ্ডঃ প্রোবাচ বাচমুপগম্য স কার্ত্তিকেয়ম্॥ ১২॥
রে শম্ভুতাপসশিশো। বত মুঞ্চ মুঞ্চ দোর্দ্দর্পমত্র বিরম ত্রিদিবেন্দ্রকার্য্যাৎ।
শস্ত্রৈঃ কিমত্র ভবতোঽসুচিতৈরতীব বালত্বকোমলভুজাতুলভারভূতৈঃ॥ ১৩॥
একস্ত্বমেব তনয়োঽসি গিরীশগৌর্য্যোঃ কিং যাসি কালবিষয়ং বিষমৈঃ শরৈর্মে।
সংগ্রামতোঽপসর জীব পিতুর্জ্জনন্যাস্তূর্ণং প্রবিশ্য বরমঙ্কসুখং বিধেহি॥ ১৪॥
সম্যক্ স্বয়ং কিল বিমৃষ্য গিরীশপুত্র! জম্ভদ্বিষোঽস্য জহিহি প্রতিপক্ষমাশু।
এষ স্বয়ং পয়সি মজ্জতি দুর্ব্বিগাহে পাষাণনৌরিব নিমজ্জয়তে পুরা ত্বাম্॥ ১৫॥
ইত্থং নিশম্য বচনং যুধি তারকস্য কম্প্রাধরো বিকচকোকনদারুণাক্ষঃ।
ক্ষোভাৎ ত্রিলোচনসুতো ধনুরীক্ষমাণঃ প্রোবাচ বাচমুচিতাং পরামৃশ্য শক্তিম্॥ ১৬॥

অন্বয়।—উদ্দামদোঃকলিতকার্ম্মুকদণ্ডচণ্ডঃ সঃ (তারকঃ) দিগীশসৈন্যং প্রক্ষুভ্যমাণম্ অবলোক্য কলহকেলি-কুতূহলোৎকং শম্ভোঃ সুতং কার্ত্তিকেয়ম্ উপগম্য বাচং প্রোবাচ॥ ১২॥

রে শম্ভুতাপসশিশো! বত দোর্দ্দর্পং মুঞ্চ মুঞ্চ, অত্র ত্রিদিবেন্দ্রকার্য্যাৎ বিরম, অত্র ভবতঃ অতীব অসুচিতৈঃ বালত্বকোমলভুজাতুলভারভূতৈঃ শস্ত্রৈঃ কিম্?॥ ১৩॥

ত্বং গিরীশগৌর্য্যোঃ একঃ এব তনয়ঃ অসি; মে বিষমৈঃ শরৈঃ কালবিষয়ং যাসি কিম্? সংগ্রামতঃ অপসর, জীব, পিতুঃ জনন্যাঃ তূর্ণং প্রবিশ্য বরম্ অঙ্কসুখং বিধেহি॥ ১৪॥

হে গিরীশপুত্র! কিল স্বয়ং সম্যক্ বিমৃষ্য অস্য জম্ভদ্বিষঃ প্রতিপক্ষম্ আশু জহিহি, এষঃ স্বয়ং পাষাণনৌঃ ইব দুর্ব্বিগাহে পয়সি মজ্জতি, (তথা) পুরা ত্বাং নিমজ্জয়তে॥ ১৫॥

ত্রিলোচনসুতঃ যুধি তারকস্য ইত্থং বচনং নিশম্য ক্ষোভাৎ কম্প্রাধরঃ বিকচকোকনদারুণাক্ষঃ (তথা) ধনুঃ ঈক্ষমাণঃ (সন্) শক্তিং পরামৃশ্য উচিতাং বাচং প্রোবাচ॥ ১৫॥

বঙ্গার্থ।—দিক্‌পালগণের সৈন্যকে বিক্ষুব্ধ ও যুদ্ধানন্দে রণক্রীড়াকৌতুকে সমুৎসুক দেখিয়া তারকাসুর বিশাল ভুজযুগলে কার্ম্মুকদণ্ড ধারণ করত প্রচণ্ড হইয়া শিবনন্দনের নিকট আগমনপূর্ব্বক বলিতে আরম্ভ করিল॥ ১২॥

"রে তাপসশঙ্করের পুত্র! মৎপ্রতি ভুজবলপ্রদর্শনরূপ অহঙ্কার ত্যাগ কর। ইন্দ্রের কার্য্যসম্পাদন হইতে নিবৃত্ত হও, তুমি বালক, তোমার বাহুদ্বয় অতীব কোমল; বহুভার বহন করিতে উহা সমর্থ নহে; সুতরাং মৎপ্রতি শস্ত্রপ্রয়োগে ফল কি?॥ ১৩॥

তুমি শঙ্কর-শঙ্করীর একমাত্র পুত্র; আমার ভয়াবহ বাণসমূহ দ্বারা শমনভবনে যাইতে উদ্যম করিতেছ কেন? এখন রণস্থল হইতে দূরে সরিয়া যাও; আপনার প্রাণ রক্ষা কর, আশু জনক জননী সকাশে যাইয়া তাঁহাদিগের বরণীয় অঙ্কে আশ্রয় গ্রহণ কর॥ ১৪॥

হে গিরীশনন্দন! তুমি নিজে বিশেষ বিবেচনা সহকারে জম্ভ-নিসূদন ইন্দ্রের প্রতিপক্ষ আমাকে ত্যাগ করিয়া অচিরে প্রস্থান কর। ঐ দেবেন্দ্র নিজে অগাধ জলে মগ্ন পাষাণ-তরীর ন্যায় স্বয়ং নিমগ্ন হইবার আগেই তোমাকে মগ্ন করিয়া ফেলিবে॥ ১৫॥

অসুররাজ তারকের এই কথা শুনিয়া ত্রিলোচননন্দন কার্ত্তিকেয়ের অধরোষ্ঠ ক্রোধভরে কাঁপিতে লাগিল, চক্ষুর্দ্বয় রক্তকমলবৎ লোহিতবর্ণ ধারণ করিল; তিনি কার্ম্মুকের দিকে দৃষ্টিপাত পূর্ব্বক শক্তি-অস্ত্র স্পর্শ করিয়া আত্মানুরূপ প্রত্যুত্তর দিতে আরম্ভ করিলেন॥ ১৬॥

দৈত্যাধিরাজ। ভবতা যদবাদি গর্ব্বাত্তৎ সর্ব্বমপ্যুচিতমেব তবৈব কিন্তু।
দ্রষ্টাস্মি তে প্রবরবাহুবলং বরিষ্ঠং শস্ত্রং গৃহাণ কুরু কার্ম্মুকমাততজ্যম্॥ ১৭॥
ইত্যুক্তবন্তমবদত্ত্রিপুরারিপুত্রং দৈত্যঃ ক্রুধৌষ্ঠমধরং কিল নির্ব্বিভিত্ত।
মুধার্থমুদ্ভটভুজবল-দর্পিতোঽসি বাণান্ সহস্ব মম সাদিতশত্রুপৃষ্ঠান্॥ ১৮॥
দুষ্প্রেক্ষণীয়মরিভির্ধনুরাততজ্যং সদ্যো বিধায় বিষমান্ বিশিখান্ স্রবন্ত।
স ক্রোধভীমভুজগেন্দ্রনিভং স্বচাপং চণ্ডং প্রপঞ্চয়তি জৈত্রশরৈঃ কুমারে॥ ১৯॥
কর্ণান্তমেত্য দিতিজেন বিকৃষ্যমাণং কোদণ্ডমেতদভিতঃ সুষুবে শরৌঘান্।
ব্যোমাঙ্গনে লিপিকরান্ কিরণপ্ররোহৈঃ সান্দ্রৈরশেষককুভাং পলিতং করিষ্ণুন্॥ ২০॥
বাণৈঃ সুরারিধনুষঃ প্রসৃতৈরনস্তৈর্নির্ঘোষভীষিতভটো লসদংশুজালৈঃ।
অন্ধীকৃতাখিলসুরেশ্বরসৈন্য ঈশসূনুঃ কুতোঽপি বিষয়ং ন জগাম দৃষ্টেঃ॥ ২১॥

অন্বয়।—হে দৈত্যাধিরাজ! ভবতা গর্ব্বাৎ যৎ অবাদি তৎ সর্ব্বম্ অপি তব এব উচিতম্, কিন্তু তে তে বরিষ্ঠং প্রবরবাহুবলং দ্রষ্টা অস্মি, শস্ত্রং গৃহাণ, কার্ম্মুকম্ আততজ্যং কুরু॥ ১৭॥

দৈত্যঃ ক্রুধা ওষ্ঠম্ অধরং কিল নির্ব্বিভিত্ত ইতি উক্তবন্তং ত্রিপুরারিপুত্রম্ অবদৎ: মুধার্থম্ উদ্ভটভুজবল-দর্পিতঃ অসি, মম সাদিতশত্রুপৃষ্ঠান্ বাণান্ সহস্ব। ১৮।

সঃ অরিভিঃ দুষ্প্রেক্ষণীয়ং ধনুঃ সদ্যঃ আততজ্যং বিধায় বিষমান্ বিশিখান্ ক্রোধভীমভুজগেন্দ্রনিভং চণ্ডং স্বচাপং জৈত্রশরৈঃ প্রপঞ্চয়তি কুমারে স্রবন্ত॥ ১৯॥

দিতিজেন বিকৃষ্যমাণম্ এতৎ কোদণ্ডম্ কর্ণান্তম্ এত্য অভিতঃ সান্দ্রৈঃ কিরণপ্ররোহৈঃ ব্যোমাঙ্গনে লিপিকরান্ অশেষককুভাং পলিতং করিষ্ণুন্ শরৌঘান্ সুষুবে॥ ২০॥

অন্ধীকৃতাখিলসুরেশ্বরসৈন্যঃ (তথা) নির্ঘোষভীষিতভটঃ ঈশসূনুঃ সুরারিধনুষঃ প্রসৃতৈঃ (তথা) অনন্তৈঃ (তথা) লসদংশুজালৈঃ বাণৈঃ কুতঃ অপি দৃষ্টেঃ বিষয়ং ন জগাম॥ ২১॥

বঙ্গার্থ।—"হে অসুরাধিপতে! তুমি গর্ব্বিতভাবে যে কথা কহিলে, উহা তোমার পক্ষেই সম্ভব; কিন্তু আমি তোমার প্রচণ্ড সুমহৎ ভুজবল প্রত্যক্ষ করিতে বাসনা করি; অতএব তুমি অস্ত্র ধারণ ও কার্ম্মুকে জ্যাযোজনা কর।" ১৭।

ত্রিপুরারিতনয় ষড়ানন এই কথা কহিলে, তারকাসুর ক্রোধভরে অধরোষ্ঠ দংশন করিতে করিতে কহিল, "তুমি বৃথার্থ উৎকট বাহুবলে দর্প প্রকাশ করিতেছ; এখন মদীয় যে সমস্ত বাণ অরাতিগণের পৃষ্ঠদেশ বিদীর্ণ করিয়া ফেলে, তাহা সহ্য কর"॥ ১৮॥

তখন কার্ত্তিকের ক্রোধবশে ভীষণমূর্ত্তি ভুজগরাজতুল্য প্রচণ্ড শরাসনে জয়সাধন শরসকল যোজনা করিলে, অসুরপতি তারকও তৎক্ষণাৎ প্রতিকূলপক্ষীয়দিগের দুষ্প্রেক্ষ্য ধনুতে বিশাল জ্যারোপণ করত ভয়াবহ বাণসকল যোজনা করিয়া ফেলিল॥ ১৯॥

দিতিতনয় তারক কোদণ্ড আকর্ণ আকর্ষণ করিলে উহা রাশি রাশি শর উৎপাদন করিল। উহা দেখিয়া বোধ হইল যেন, ঐ সমস্ত শর নিবিড় কিরণাঙ্কুর দ্বারা শূন্যদেশে চিত্রকর্ম্ম নিষ্পাদন করত দিগ্বধূদিগের বার্দ্ধক্যজন্য শুভ্রতা উৎপাদনে অভিলাষী হইয়াছে অর্থাৎ তারকনিক্ষিপ্ত শরসমূহের তেজে দশদিক্ শুভ্রবর্ণ ধারণ করিল॥ ২০।

বাণরাশির নিনাদে যোদ্ধারা ভয়চকিত হইয়া উঠিল, ইন্দ্রের যাবতীয় সৈন্য সেই শব্দে অন্ধীভূত হইয়া পড়িল; সুরারাতি তারকের শরাসননির্গত দীপ্যমানজ্যোতিঃসম্পন্ন বহুসংখ্য বাণ দ্বারা স্মরারিনন্দন কার্ত্তিকের কাহারই নেত্রগোচর হইলেন না অর্থাৎ তিনি শরজালে এরূপ আচ্ছন্ন হইয়া পড়িলেন যে, কেহই তাঁহাকে দেখিতে পাইল না। ২১॥

দেবেন মন্মথরিপোস্তনয়েন গাঢ়মাকর্ণকৃষ্টমভিতো ধনুরাত্তজ্যম্।
বাণানসৃত নিশিতান্ যুধি যান্ সুরৈন্দ্রাস্তৈঃ সায়কা বিভিদিরে সহসা সুরারেঃ ॥ ২২ ॥

রেজে সুরারিশরদুর্দিনকে নিরস্তে সত্তত্তরাং নিখিলখেচরখেদহেতৌ।
দেবঃ প্রভাপ্রভুরিব স্মরশত্রুসূনুঃ প্রদ্যোতনঃ সুঘনদুর্দ্ধরধামধামা ॥ ২৩ ॥

তত্রাথ দুঃসহতরং সমরে তরস্বী ধামাধিকং দধতি ঘোরতরং কুমারে।
মায়াময়ং সমরমাশু মহাসুরেন্দ্রো মায়াপ্রচারচতুরো রচয়াঞ্চকার ॥ ২৪ ॥

অহ্নায় কোপকলুষো বিকটং বিহস্য ব্যর্থাং সমর্থ্য বরশস্ত্রযুধং কুমারে।
জিষ্ণুর্জ্জগদ্বিজয়দুর্ললিতঃ সহেলং বায়ব্যমস্ত্রমসুরো ধনুষি ন্যধত্ত ॥ ২৫ ॥

সন্ধানমাত্রমপি যস্য যুগান্তকালভ্রান্তিং বহন্ পরুষভীষণঘোরঘোষঃ।
উদ্ধতধূলিপটলৈঃ পিহিতাম্বরাশঃ প্রচ্ছন্নচণ্ডকিরণো ব্যসরৎ সমীরঃ ॥ ২৬ ॥

কুন্দোজ্জ্বলানি সুমহাতপবারণানি ধূতানি তেন মরুতা সুরসৈনিকানাম্।
উড্ডীয়মানকলহংসকুলোপমানি মেঘাভধূলিমলিনে নভসি প্রসস্রুঃ ॥ ২৭ ॥

অন্বয়।—মন্মথরিপোঃ তনয়েন দেবেন গাঢ়ং আকর্ণকৃষ্টম্ আত্তজ্যং ধনুঃ অভিতঃ যুধি যান্ নিশিতান্ বাণান্ অসৃত তৈঃ সহসা সুরারেঃ সুরৈন্দ্রাঃ সায়কাঃ বিভিদিরে ॥ ২২ ॥

নিখিলখেচরখেদহেতৌ সুরারিশরদুর্দিনকে সত্তত্তরাং নিরস্তে (সতি) স্মরশত্রুসূনুঃ দেবঃ প্রদ্যোতনঃ সুঘনদুর্দ্ধরধামধামা প্রভাপ্রভুঃ ইব রেজে ॥ ২৩ ॥

অথ তত্র সমরে কুমারে দুঃসহতরম্ অধিকং ঘোরতরং ধাম দধতি (সতি) তরস্বী মায়াপ্রচারচতুরঃ মহাসুরেন্দ্রঃ আশু মায়াময়ং সমরং রচয়াঞ্চকার ॥ ২৪ ॥

জিষ্ণুঃ (তথা) জগদ্বিজয়দুর্ললিতঃ অসুরঃ অহ্নায় কোপকলুষঃ (সন্) কুমারে বরশস্ত্রযুধং ব্যর্থং সমর্থ্য (তথা) বিকটং বিহস্য সহেলং (যথাতথা) ধনুষি বায়ব্যম্ অস্ত্রং ন্যধত্ত ॥ ২৫ ॥

যস্য সন্ধানমাত্রম্ অপি পরুষভীষণঘোরঘোষঃ উদ্ধতধূলিপটলৈঃ পিহিতাম্বরাশঃ (অতএব) প্রচ্ছন্নচণ্ডকিরণঃ সমীরঃ যুগান্তকালভ্রান্তিং বহন্ ব্যসরৎ ॥ ২৬ ॥

সুরসৈনিকানাং কুন্দোজ্জ্বলানি সুমহাতপবারণানি তেন মরুতা ধূতানি (অতএব) উড্ডীয়মানকলহংসকুলোপমানি (সন্তি) মেঘাভধূলিমলিনে নভসি প্রসস্রুঃ ॥ ২৭ ॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর স্মরহর মহেশ্বরের পুত্র ষড়ানন কার্ম্মুক গাঢ়ভাবে আকর্ণ আকর্ষণ করিয়া তাহাতে জ্যাসংযোজন করিলে, সেই ধনু হইতে চারিদিকে যে সমস্ত তীক্ষ্ণ বাণরাশি উত্থিত হইল, তদ্দ্বারা দেবশত্রু তারকের করনিক্ষিপ্ত শরসকল তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ডীকৃত হইয়া গেল ॥ ২২ ॥

বিমানবিহারীদিগের কষ্টের হেতুস্বরূপ অসুরপতিকৃত শরবর্ষণ নিবারিত হইলে, তৎক্ষণাৎ কামারিনন্দন ষড়ানন ভাস্করবৎ দেদীপ্যমান ও দুর্নিবার্য্য তেজোরাশির আধারস্বরূপ হইয়া বিরাজিত হইলেন ॥ ২৩ ॥

তদনন্তর ষড়ানন সমরাঙ্গনে অতিদুঃসহ মহাগম্ভীর তেজ ধারণ করিলে মায়াবী বলিষ্ঠ তারকাসুর সত্বর মায়াযুদ্ধের অবতারণা করিল ॥ ২৪ ॥

(ষড়ানন অসুরকৃত মায়া আশু বিদূরিত করিয়া দিলেন)। জিষ্ণু দুর্বিনীত তারকাসুর দেখিল, শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ অস্ত্র দ্বারাও কুমারের সহিত যুদ্ধ করা বিফল। তখন সে কোপকলুষ হইয়া বিকট হাস্য করত অবলীলাক্রমে ধনুতে বায়ব্যাস্ত্র সংযোজনা করিল ॥ ২৫ ॥

বায়ব্যাস্ত্র সন্ধান করিবামাত্র কঠোর, গম্ভীর ও ভীষণ শব্দ সহকারে বায়ু বহিতে আরম্ভ করিল, ধূলিজাল উত্থিত হইয়া নভস্তল ও সকল দিক্ আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল, তিগ্মরশ্মি ভাস্করদেব আচ্ছাদিত হইলেন এবং প্রলয়কালীন ভ্রমের ন্যায় ভ্রান্তি সমুপস্থিত হইল ॥ ২৬ ॥

দেবসৈন্যদিগের কুন্দকুসুমবৎ সমুজ্জ্বল ছত্ররাজি সেই বাত্যাবেগে পরিচালিত ও কলহংসরাজির ন্যায় সমুড্ডীন হইয়া জলদবৎ আভাসম্পন্ন ধূলিকলুষ গগনে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িল ॥ ২৭ ॥

বিধ্বস্ত তেন সুরসৈন্যমহাপতাকা নীতা নভঃস্থলমলং নবমল্লিকাভাঃ।
স্বর্গাপগাজলমহৌঘসহস্রলীলাং ব্যাতেনিরে দিবি সিতাম্বরকৈতবেন ॥ ২৮ ॥

ধূতানি তেন সুরসৈন্যমহাগজানাং সদ্যঃ শতানি বিধুরাণি দলৎকুথানি।
পেতুঃ ক্ষিতৌ কুপিতবাসববজ্রলূনপক্ষস্য ভূধরকুলস্য তুলাং বহন্তি ॥ ২৯ ॥

তাস্তাঃ খরেণ মরুতা রথরাজয়োঽপি দোধূয়মাননিপতিষ্ণুতুরঙ্গমাশ্চ।
বিভ্রান্তসারথিকুলপ্রবরাঃ সমন্তাদ্ ব্যাবৃত্য পেতুরবনৌ সুরবাহিনীনাম্ ॥ ৩০ ॥

হিত্বায়ুধানি সুরসৈন্যতুরঙ্গবাহা বাতেন তেন বিধুরাঃ সুরসৈন্যমধ্যে।
শস্ত্রাভিঘাতমনবাপ্য নিপেতুরুর্ব্যাং বীয়েষু বাহনবরেষু পতৎসু সৎসু ॥ ৩১ ॥

তেনাহতাস্ত্রিদশসৈন্যপদাতয়োঽপি প্রস্তায়ুধাঃ সুবিধুরাং পরুষং রসন্তঃ।
বাত্যাবিবর্তদলবদ্‌ভ্রমমেত্য দূরং নিপেতুরম্বরতলাদ্বসুধাতলেঽস্মিন্ ॥ ৩২ ॥

অন্বয়।—নবমল্লিকাভাঃ সুরসৈন্যমহাপতাকাঃ তেন (বায়ুনা) অলং বিধ্বস্ত নভঃস্থলম্ নীতাঃ (সত্যঃ) দিবি সিতাম্বরকৈতবেন স্বর্গাপগাজলমহৌঘসহস্রলীলাং ব্যাতেনিরে ॥ ২৮ ॥

তেন ধূতানি (তথা) বিধুরাণি (তথা) দলৎকুথানি (অতএব) কুপিতবাসববজ্রলূনপক্ষস্য ভূধরকুলস্য তুলাং বহন্তি সুরসৈন্যমহাগজানাং শতানি সদ্যঃ ক্ষিতৌ পেতুঃ ॥২৯॥

খরেণ মরুতা সুরবাহিনীনাং তাঃ তাঃ রথরাজয়ঃ অপি দোধূয়মাননিপতিষ্ণুতুরঙ্গমাঃ চ বিভ্রান্তসারথিকুলপ্রবরাঃ সমন্তাৎ ব্যাবৃত্য অবনৌ পেতুঃ ॥ ৩০ ॥

তেন বাতেন বিধুরাঃ সুরসৈন্যতুরঙ্গবাহাঃ সুরসৈন্যমধ্যে আয়ুধানি হিত্বা শস্ত্রাভিঘাতম্ অনবাপ্য বীয়েষু বাহনবরেষু পতৎসু সৎসু উর্ব্যাং নিপেতুঃ ॥ ৩১ ॥

ত্রিদশসৈন্যপদাতয়ঃ অপি তেন আহতাঃ প্রস্তায়ুধাঃ (অতএব) সুবিধুরাঃ (তথা) পরুষং রসন্তঃ (সন্তঃ) বাত্যাবিবর্তদলবৎ দূরং ভ্রমম্ এত্য অম্বরতলাৎ অস্মিন্ বসুধাতলে নিপেতুঃ ॥ ৩২ ॥

বঙ্গার্থ।—ঐ বাত্যাবেগে দেবসৈন্যমণ্ডলীর নবমল্লিকাকুসুমবৎ মনোহরদর্শন পতাকাসমূহ খণ্ডখণ্ডীকৃত হইয়া শূন্যমার্গে নীত হইলে, অনুমিত হইল যেন, আকাশ-তরঙ্গিণী মন্দাকিনীর বারিপ্রবাহ খণ্ড খণ্ড বস্ত্রের ছলে সহস্র সহস্ররূপে লীলা প্রকাশ করিতেছে ॥ ২৮ ॥

সেই সমীরণের বলে সুরসৈন্যমধ্যগত শত শত মহা হস্তী-চালিত ও আর্ত্ত হইয়া আশু রণভূমে নিপতিত হইতে লাগিল; তাহাদিগের পৃষ্ঠদেশে যে সকল আস্তরণ ছিল, তাহা ছিন্ন-ভিন্ন হইল। সুররাজ কুপিত হইয়া বজ্রাঘাতে পক্ষচ্ছেদ করিলে পর্ব্বতের যে দশা হয়, ঐ সমস্ত মহাগজ তখন সেই সাদৃশ্য পরিগ্রহ করিল ॥ ২৯ ॥

সেই প্রচণ্ড সমীরণের বলে অশ্ব সকল মুহুর্মুহুঃ বিকম্পিত হইতে লাগিল; প্রধান প্রধান সারথিরা বিভ্রান্ত হইয়া পড়িল; এই প্রকারে সুরবাহিনীর রথরাজি চারিদিকে পর্য্যাকুল হইয়া রণাঙ্গনে পড়িতে আরম্ভ করিল ॥ ৩০ ॥

সেই বায়ুর প্রচণ্ডবেগে পীড়িত হইয়া দেবসৈন্যমধ্যগত অশ্বারোহিগণ সৈন্যসমূহের মধ্যেই অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা অস্ত্রপ্রহারে প্রহৃত হইল না সত্য, কিন্তু নিজ নিজ তুরঙ্গসকল ভূপতিত হওয়াতে আপনারাও ধরাশায়ী হইতে আরম্ভ করিল ॥ ৩১ ॥

দেবগণের যে সকল পদাতি সৈন্য ছিল, তাহারা শ্রেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বীর হইলেও সেই বাত্যাবেগে তাড়িত হইয়া নিরতিশয় কাতর হইয়া উঠিল; তাহাদিগের হস্তস্থিত অস্ত্ররাজি স্খলিত হইয়া ভূপতিত হইল; তাহারা কর্কশরবে চীৎকার করিতে করিতে বায়ুবিতাড়িত পত্রের ন্যায় একান্ত ঘূর্ণ্যমান হইয়া নভস্তল হইতে ভূপতিত হইতে আরম্ভ করিল ॥ ৩২ ॥

ইত্থং বিলোক্য সুরসৈন্যমথো অশেষং দৈত্যেশ্বরেণ বিধুরীকৃতমস্ত্রযোগাৎ।
স্বর্লোকনাথকমলাকুশলৈকহেতুর্দিব্যং প্রভাবমতনোদতনুঃ স দেবঃ ॥ ৩৩ ॥

তেনোজ্ঝিতং সকলমেব সুরেন্দ্রসৈন্যং স্বাস্থ্যং প্রপদ্য পুনরেব যুধি প্রবৃত্তম্।
দৃষ্ট্বাস্ত্রমন্দহনদৈবতমস্ত্রমিদ্ধমুদ্দীপ্তকোপদহনঃ সহসা সুরারিঃ ॥ ৩৪ ॥

বর্ষান্তিকালজলদদ্যুতয়ো নভোঽন্তে গাঢ়ান্ধকারিতদিশো ঘনধূমসঙ্ঘাঃ।
সদ্যঃ প্রসস্রুরসিতোৎপলদামভাসো দৃগ্‌গোচরত্বমখিলং ন হি সন্নয়ন্তঃ ॥ ৩৫ ॥

দিক্‌চক্রবালগিলনৈর্মলিনৈস্তমোভির্লিপ্তং নভঃস্থলমলং ঘনবৃন্দসান্দ্রৈঃ।
ধূমৈর্বিলোক্য মুদিতাঃ খলু রাজহংসা গন্তুং সরঃ সপদি মানসমীষুরুচ্চৈঃ ॥ ৩৬ ॥

জজ্বাল বহ্নিরতুলঃ সুরসৈনিকেষু কল্পান্তকালদহনপ্রতিমঃ সমন্তাৎ।
আশামুখানি বিমলান্যখিলানি কীলাজালৈরলং কপিশয়ন্ সকলং নভোঽপি ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়।—অথো দৈত্যেশ্বরেণ অস্ত্রযোগাৎ ইত্থং বিধুরীকৃতম্ অশেষং সুরসৈন্যং বিলোক্য স্বর্লোকনাথকমলাকুশলৈকহেতুঃ অতনুঃ স দেবঃ (কার্ত্তিকেয়ঃ) দিব্যং প্রভাবম্ অতনোৎ ॥ ৩৩ ॥

তেন উজ্‌ঝিতং সকলম্ এব সুরেন্দ্রসৈন্যং স্বাস্থ্যং প্রপদ্য পুনঃ এব যুধি প্রবৃত্তং দৃষ্ট্বা উদ্দীপ্তকোপদহনঃ সুরারিঃ সহসা ইদ্ধং দহনদৈবতম্ অস্ত্রম্ অসৃজৎ ॥ ৩৪ ॥

বর্ষান্তিকালজলদদ্যুতয়ঃ (তথা) গাঢ়ান্ধকারিতদিশঃ (তথা) অসিতোৎপলদামভাসঃ ঘনধূমসঙ্ঘাঃ অখিলং দৃগ্‌গোচরত্বং ন হি সন্নয়ন্তঃ (সন্তঃ) নভোঽন্তে সদ্যঃ প্রসস্রুঃ ॥ ৩৫ ॥

দিক্‌চক্রবালগিলনৈঃ (তথা) ঘনবৃন্দসান্দ্রৈঃ তমোভিঃ মলিনৈঃ ধূমৈঃ নভঃস্থলম্ অলং লিপ্তং বিলোক্য খলু রাজহংসাঃ মুদিতাঃ (সন্তঃ) মানসং সরঃ গন্তুং সপদি উচ্চৈঃ ঈষুঃ ॥ ৩৬ ॥

সুরসৈনিকেষু কল্পান্তকালদহনপ্রতিমঃ (তথা) অতুলঃ বহ্নিঃ কীলাজালৈঃ বিমলানি অখিলানি আশামুখানি (তথা) সকলং নভঃ অপি অলং কপিশয়ন্ সমন্তাৎ জজ্বাল ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গার্থ।—অসুরপতি তারক কর্তৃক প্রক্ষিপ্ত বায়ব্যাস্ত্রের বলে এইরূপে সমস্ত দেবসৈন্য প্রপীড়িত হইলে, তদ্দর্শনে শস্ত্রাদিবিচক্ষণ ষড়ানন তখন অনন্যসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিলেন। সেই প্রভাবই অমরপতির স্বর্গলক্ষ্মী-প্রত্যানয়নের একমাত্র কারণ ॥ ৩৩ ॥

কুমারের প্রভাবে বায়ব্যাস্ত্র হইতে মুক্তিলাভ পূর্ব্বক স্বাস্থ্য প্রাপ্ত হইয়া দেবরাজের সৈন্তেরা পুনর্ব্বার সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল; তাহা দেখিয়া দেবশত্রু তারক ক্রোধানলে প্রদীপ্ত হইয়া আশু প্রজ্বলিত আগ্নেয়াস্ত্র প্রক্ষেপ করিল ॥ ৩৪ ॥

বর্ষাকালে মেঘ যেমন নীলবর্ণ ধারণ করে, তদ্রূপ অসিতবর্ণ, নীলোৎপলরাজির ন্যায় দীপ্তিশালী, গাঢ় ধূমরাশি (ঐ অস্ত্র হইতে নির্গত হইয়া) পূর্ব্বাদি দিগ্‌বলয় তিমিরাবৃত করত সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড দৃষ্টির অগোচর করিয়া ফেলিল এবং ঐ ধূমপুঞ্জ আকাশপ্রান্তে প্রসারিত হইয়া পড়িল ॥ ৩৫ ॥

এই প্রকারে সেই অসিতবর্ণ নিবিড় মলিন ধূমপুঞ্জ দিক্‌চক্রবাল আবরিত করত আকাশমণ্ডল অবিচ্ছেদে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিলে, মেঘের উদয় হইয়াছে, এই ভ্রমে আনন্দিত হইয়া রাজহংসেরা মানসসরসীতে গমন করিতে ইচ্ছা করিল। (বর্ষাকালেই রাজহংসকুল মানসসরোবরে গমন করিয়া থাকে ॥ ৩৬ ॥

কল্পান্তসময়ে কালাগ্নি যেমন ভীষণমূর্ত্তি হয়, তৎসদৃশ অতুলনীয় সেই অগ্নি শিখামালা দ্বারা সমস্ত নির্ম্মল দিক্ ও আকাশতল নিবিড় কপিশবর্ণ করিয়া দেবসৈন্যগণের মধ্যে চতুর্দ্দিক প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল ॥ ৩৭ ॥

উজ্জাগরস্ত দহনস্ত নিরর্গলস্ত জ্বালাবলীভিরতুলাভিরনারতাভিঃ।
কীর্ণং পয়োদনিবহৈরিব ধূমসঙ্ঘৈর্ব্যোমাভ্যলক্ষ্যত কূলৈস্তড়িতামিবোচ্চৈঃ ॥ ৩৮ ॥
গাঢ়াস্তয়াদ্বিয়তি বিক্রুতখেচরেণ দীপ্তেন তেন দহনেন মুহুঃসহেন।
দন্দহ্যমানমখিল সুররাজসৈন্যমত্যাকুলং শিবসুতস্য সমীপমাপ ॥ ৩৯ ॥
ইত্যগ্নিনা ঘনতরেণ ততোঽভিভূতং তদ্দেবসৈন্যমখিলং বিকলং বিলোক্য।
সস্মেরবক্তু কমলোঽন্তকশত্রুসূনুর্বাণাসনেন সমধত্ত স বারুণাস্ত্রম্ ॥ ৪০ ॥
ঘোরান্ধকারনিকরপ্রতিমো যুগান্তকালানলপ্রবলধূমনিভো নভোঽন্তে।
গর্জারবৈর্বিঘটয়ন্নবনীধরাণাং শৃঙ্গাণি মেঘনিবহো ঘনমুজ্জগাম ॥ ৪১ ॥
বিদ্যুল্লতা বিয়তি বারিদবৃন্দমধ্যে গম্ভীরভীষণরবৈঃ কপিশীকৃতাশা।
ঘোরা যুগান্তচলিতস্য ভয়ঙ্করাখ কালস্য লোলরসনেব চমচ্চকার ॥ ৪২ ॥
কাদম্বিনী বিরুরুচে বিষকণ্ঠিকাভিরুত্তালকালরজনীজলদাবলীভিঃ।
ব্যোম্ন্যুচ্চকৈরচির-রুক্-পরিদীপিতাশাদৃষ্টিচ্ছদা বিষমঘোষবিভীষণা চ ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়।—ব্যোম উজ্জাগরস্য নিরর্গলস্য দহনস্য অতুলাভিঃ (তথা) অনারতাভিঃ জ্বালাবলীভিঃ (তথা) পয়োদনিবহৈঃ ইব ধূমসঙ্ঘৈঃ (ব্যাপ্তং সৎ) উচ্চৈঃ তড়িতাং কুলৈঃ কীর্ণম্ ইব অভ্যলক্ষ্যত ॥ ৩৮ ॥

গাঢ়াৎ ভয়াৎ বিয়তি বিক্রুতখেচরেণ দীপ্তেন তেন মুহুঃসহেন দহনেন দন্দহ্যমানম্ অত্যাকুলং অখিলং সুররাজসৈন্যম্ শিবসুতস্য সমীপম্ আপ ॥ ৩৯ ॥

ততঃ ইতি ঘনতরেণ অগ্নিনা অভিভূতম্ অখিলং তৎ দেবসৈন্যং বিকলং বিলোক্য স অন্তকশত্রুসূনুঃ সস্মেরবক্তুকমলঃ (সন্) বাণাসনেন বারুণাস্ত্রং সমধত্ত ॥ ৪০ ॥

ঘোরান্ধকারনিকরপ্রতিমঃ যুগান্তকালানলপ্রবলধূমনিভঃ মেঘনিবহঃ গর্জারবৈঃ অবনীধরাণাং শৃঙ্গাণি বিঘটয়ন্ নভোঽন্তে ঘনম্ (যথা তথা) উজ্জগাম ॥ ৪১ ॥

অথ বিয়তি বারিদবৃন্দমধ্যে কপিশীকৃতাশা গম্ভীরভীষণরবৈঃ ঘোরা বিদ্যুল্লতা যুগান্তচলিতস্য কালস্য ভয়ঙ্করা লোলরসনা ইব চমচ্চকার ॥ ৪২ ॥

কাদম্বিনী অচিররুক্পরিদীপিতাশা (তথা) অদৃষ্টিচ্ছদা (তথা) উচ্চকৈঃ ব্যোম্নি বিষকণ্ঠিকাভিঃ উত্তালকালরজনীজলদাবলীভিঃ চ বিরুরুচে ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গার্থ।—সেই প্রতিবন্ধবিহীন প্রদীপ্ত বহ্নির অতুলনীয় শিখাসমূহ এবং জলদসন্নিভ ধূমপুঞ্জ দ্বারা নভস্তল পরিবেষ্টিত হইলে, অনুমিত হইল, যেন আকাশমার্গ তড়িল্লতাতে আকীর্ণ হইয়া উঠিয়াছে ॥ ৩৮ ॥

তারকনিক্ষিপ্ত অস্ত্র হইতে উদ্ভূত সেই অগ্নিদর্শনে ভীত হইয়া সূর্য্যপ্রভৃতি শূন্যচারীরা তৎক্ষণাৎ পলায়নপর হইলেন। সেই দুঃসহ অগ্নি কর্তৃক দহ্যমান ও নিরতিশয় আকুল হইয়া যাবতীয় সুরসৈন্য মহেশাত্মজ কুমারের নিকট আগমন করিল ॥ ৩৯ ॥

এইরূপে ঘনীভূত বহ্নি দ্বারা দেবসৈন্যদিগকে অভিভূত ও কাতর দেখিয়া অন্ধকারিতনয় ষড়ানন মৃদু হাস্য করিয়া কার্মুকে বারুণাস্ত্র যোজনা করিলেন ॥ ৪০ ॥

বারুণাস্ত্র সন্ধান করিবামাত্র প্রলয়কালীন বহ্নির প্রচণ্ড ধূমসদৃশ, ঘোরতিমিরপুঞ্জতুল্য মেঘমালা গর্জন করিতে করিতে গিরিশৃঙ্গ বিদীর্ণ করিয়া আকাশমার্গে নিবিড়ভাবে প্রাদুর্ভূত হইল ॥ ৪১ ॥

অব্যবহিত পরেই কল্পান্তকালীন চঞ্চল প্রেতরাজের ভীমদর্শন লোলজিহ্বার ন্যায় ঘোরাকারা তড়িল্লতা আকাশমার্গে ভয়াবহ শব্দ করিতে করিতে দিগ্বলয়কে কপিশবর্ণ করিয়া সেই জলদমালাগর্ভে প্রাদুর্ভূত হইল; তদ্দর্শনে সকলেই চমকিত হইয়া উঠিল ॥ ৪২ ॥

কৃষ্ণপক্ষীয় যামিনীর ন্যায় গাঢ় অসিতবর্ণ, জলপূর্ণ, উৎকট মেঘমালা দ্বারা উপলক্ষিত হইয়া কাদম্বিনী ঘোরতর গর্জনসহকারে আকাশমার্গে বিরাজিত হইল। তখন সেই জলদমালার অন্তর্গত তড়িল্লতা দ্বারা চারিদিক্ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; কাজেই আর কাহারও দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত ঘটিল না ॥ ৪৩ ॥

ব্যোমস্থলং পিদধতাং কলুষাং মুখানি গর্জ্জারবৈরবিরতৈস্তুদতাং মনাংসি।
অম্ভোভৃতামতিভরাসনণীয়সীভির্ধারাবলীভিরভিতো ববৃষে সমূহৈঃ ॥ ৪৪ ॥
ঘোরান্ধকারপটলৈঃ পিহিতাম্বরাণাং গম্ভীরগর্জ্জনরবৈর্ব্যথিতাসুরাণাম্।
বৃষ্ট্যা তয়া জলমুচাং বরুণাস্ত্রজামাং বিশ্বোদরম্ভরিরপি প্রশশাম বহ্নিঃ ॥ ৪৫ ॥
দৈত্যোঽপি রোষকলুষো নিশিতৈঃ ক্ষুরপ্রৈরাকর্ণকৃষ্টধনুরুৎপতিতৈঃ স ভীমৈঃ।
তদ্‌ভীতিবিক্রতসমস্তসুরেন্দ্রসৈন্যো গাঢ়ং জঘান মকরধ্বজশত্রুসূনুম্ ॥ ৪৬ ॥
দেবোঽপি দৈত্যবিশিখপ্রকরং সচাপং বাণৈশ্চকর্ত্ত কণশো রণকেলিকারী।
যোগীব যোগবিধিশুদ্ধমনা যমাদ্যৈঃ সাংসারিকং বিষয়সঙ্ঘমমোঘবীর্য্যম্ ॥ ৪৭ ॥
ভ্রূভঙ্গভীষণমুখোঽসুরচক্রবর্ত্তী সন্দীপ্তকোপদহনোঽথ রথং বিহায়।
ক্রীড়ৎকরালকরবালকরোঽসুরেন্দ্রস্তং প্রত্যধাবদভিতস্ত্রিপুরারিসূনুম্ ॥ ৪৮ ॥
অভ্যাপতন্তমসুরাধিপমীশপুত্রো দুর্ব্বারবাহুবিভবং সুরসৈনিকৈস্তম্।
দৃষ্ট্বা যুগান্তদহনপ্রতিমাং মুমোচ শক্তিং প্রমোদবিকসদ্বদনারবিন্দঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়।—ব্যোমস্থলং (তথা) কলুষাং মুখানি পিদধতাম্ (তথা) অবিরতৈঃ গর্জ্জারবৈঃ মনাংসি তুদতাং অম্ভোভৃতাং সমূহৈঃ অসনীয়সীভিঃ ধারাবলীভিঃ অতিভরাং অভিতো ববৃষে ॥ ৪৪ ॥

বিশ্বোদরম্ভরিঃ অপি বহ্নিঃ ঘোরান্ধকারপটলৈঃ পিহিতাম্বরাণাং (তথা) গম্ভীরগর্জ্জনরবৈঃ ব্যথিতাসুরাণাং (তথা) বরুণাস্ত্রজানাং জলমুচাং তয়া বৃষ্ট্যা প্রশশাম ॥ ৪৫ ॥

স দৈত্যঃ অপি রোষকলুষঃ আকর্ণকৃষ্টধনুরুৎপতিতৈঃ ভীমৈঃ নিশিতৈঃ ক্ষুরপ্রৈঃ ভীতিবিক্রতসমস্তসুরেন্দ্রসৈন্যঃ (সন্) মকরধ্বজশত্রুসূনুং গাঢ়ং জঘান ॥ ৪৬ ॥

রণকেলিকারী দেবঃ অপি যোগবিধিশুদ্ধমনাঃ যোগী যমাদ্যৈঃ অমোঘবীর্য্যং সাংসারিকং বিষয়সঙ্ঘং ইব সচাপং দৈত্যবিশিখপ্রকরং বাণৈঃ কণশঃ চকর্ত্ত ॥ ৪৭ ॥

অথ অসুরচক্রবর্ত্তী সন্দীপ্তকোপদহনঃ (অতএব) ভ্রূভঙ্গভীষণমুখঃ (তথা) ক্রীড়ৎকরালকরবালকরঃ (সন্) রথং বিহায় তং ত্রিপুরারিসূনুম্ অভিতঃ প্রত্যধাবৎ ॥ ৪৮ ॥

ঈশপুত্রঃ সুরসৈনিকৈঃ দুর্ব্বারবাহুবিভবং তম্ অসুরাধিপম্ অভ্যাপতন্তং দৃষ্ট্বা প্রমোদবিকসদ্বদনারবিন্দঃ (সন্) যুগান্তদহনপ্রতিমাং শক্তিং মুমোচ ॥ ৪৯ ॥

বঙ্গার্থ।—ক্রমে আকাশতল ও যাবতীয় দিঙ্মুখ আবরণ পূর্ব্বক অনবরত গর্জনধ্বনি সহকারে সর্ব্বজনমন বিক্ষোভিত করিয়া পয়োধররাজি ভূরিপরিমাণ ধারাসম্পাতে চারিদিকে সলিলবর্ষণ করিতে লাগিল ॥ ৪৪ ॥

তখন বারুণাস্ত্র হইতে উৎপন্ন জলদরাজি গাঢ়তর অন্ধকার-রাশি দ্বারা গগনতল আচ্ছাদিত ও গম্ভীর গর্জ্জননাদে অসুর-দিগকে কাতর করিয়া বারিবর্ষণ করিতে থাকিলে তদ্দ্বারা সেই বিশ্বভাণ্ডোদরব্যাপী বহ্নি নির্ব্বাপিত হইয়া গেল ॥ ৪৫ ॥

এ দিকে অসুররাজ তারক ক্রোধকলুষিত হইয়া আকর্ণ আকৃষ্ট কার্ম্মুকে ক্ষুরপ্রাস্ত্র যোজনা করত সেই ভয়াবহ সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র দ্বারা স্মরারিনন্দন কুমারকে প্রহার করিল। তদ্দর্শনে ভীতিবিহ্বল হইয়া ইন্দ্রের সৈন্যসকল পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল ॥ ৪৬ ॥

যোগাভ্যাসকালে নীরসচেতা যোগী যেরূপ যমনিয়মাদি যোগসাধনা-প্রভাবে অমোঘবীর্য্য সাংসারিক বিষয়-সঙ্ঘ ছেদন করে, সংগ্রাম-কেলিপরায়ণ ষড়াননও তদ্রূপ শর দ্বারা অসুররাজের শর ও শরাসন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ছেদিত করিলেন ॥ ৪৭ ॥

অসুর-চক্রবর্ত্তী দৈত্যপতি তারক তখন রোষানলে প্রজ্বলিত হইয়া বিভীষণ ভ্রূকুটিকুটিলবদনে দক্ষিণ-করে ভয়াবহ করবাল ধরিয়া রথ ত্যাগ করত মহেশ-তনয়ের দিকে ধাবমান হইল ॥ ৪৮ ॥

সুর-সৈন্যেরা যাহার ভুজবল নিবারণ করিতে অসমর্থ সেই দৈত্যনাথ তারককে নিকটে উপস্থিত দেখিয়া শিবসুত কুমারের বদনপদ্ম হর্ষভরে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। তিনি প্রলয়কালীন বহ্নিসদৃশ শক্তি-অস্ত্র প্রক্ষেপ করিলেন ॥ ৪৯ ॥

উদ্দ্যোতিতাম্বরদিগন্তরমংশুজালৈঃ শক্তিঃ পপাত হৃদি তস্য মহাসুরস্য।
হর্ষাশ্রুভিঃ সহ সমস্তদিগীশ্বরাণাং শোকোত্থবাষ্পসলিলৈরথ দানবানাম্॥ ৫০॥

শক্ত্যা হৃতাসুমসুরেশ্বরমাপতন্তং কল্পান্তবাতহতভিন্নমিবাদ্রিশৃঙ্গম্।
দৃষ্ট্বা প্ররূঢ়পুলকাঙ্কিতচারুদেহা দেবাঃ প্রমোদমগমংস্ত্রিদশেন্দ্রমুখ্যাঃ॥ ৫১॥

যত্রাপতৎ স দনুজাধিপতিঃ পরাসুঃ সংবর্তকালনিপতচ্ছিখরীন্দ্রতুল্যঃ।
তত্রাদধাৎ ফণিপতির্ধরণীং ফণাভিস্তদ্ভূরিভারবিধুরাভিরধোব্রজন্তীম্॥ ৫২॥

স্বর্গাপগাসলিলশীকরিণী সমন্তাৎ সৌরভ্যলুব্ধমধুপাবলিসেব্যমানা।
কল্পদ্রুমপ্রসববৃষ্টিরভূন্নভস্তঃ শম্ভোঃ সুতস্য শিরসি ত্রিদশারিশত্রোঃ॥ ৫৩॥

পুলকভরবিভিন্নবারবাণা ভুজবিভবং বহু তারকস্য শত্রোঃ।
সকলসুরগণ মহেন্দ্রমুখ্যাঃ প্রমদমুখচ্ছবিসম্পদোঽভ্যনন্দন্॥ ৫৪॥

অন্বয়।—অথ শক্তিঃ অংশুজালৈঃ উদ্দ্যোতিতাম্বর-দিগন্তরং (যথা তথা) তস্য মহাসুরস্য হৃদি সমস্তদিগীশ্বরাণাং হর্ষাশ্রুভিঃ (সহ তথা) দানবানাং শোকোত্থবাষ্পসলিলৈঃ সহ পপাত॥ ৫০॥

শক্ত্যা হৃতাসুম্ আপতন্তম্ অসুরেশ্বরং কল্পান্তবাত-হতভিন্নম্ অদ্রিশৃঙ্গম্ ইব দৃষ্ট্বা ত্রিদশেন্দ্রমুখ্যাঃ দেবাঃ প্ররূঢ়পুলকাঙ্কিতচারুদেহাঃ (সন্তঃ) প্রমোদম্ অগমন্॥ ৫১॥

পরাসুঃ সংবর্তকালনিপতচ্ছিখরীন্দ্রতুল্যঃ সঃ দনুজাধি-পতিঃ যত্র অপতৎ ফণিপতিঃ তত্র অধোব্রজন্তীং ধরণীং তদ্ভূরিভারবিধুরাভিঃ ফণাভিঃ অদধাৎ॥ ৫২॥

স্বর্গাপগাসলিলশীকরিণী সমন্তাৎ সৌরভ্যলুব্ধমধুপাবলি-সেব্যমানা কল্পদ্রুমপ্রসববৃষ্টিঃ ত্রিদশারিশত্রোঃ শম্ভোঃ সুতস্য শিরসি নভস্তঃ অভূৎ॥ ৫৩॥

মহেন্দ্রমুখ্যাঃ সকলসুরগণাঃ পুলকভরবিভিন্নবারবাণাঃ (তথা) প্রমদমুখচ্ছবিসম্পদঃ (সন্তঃ) তারকস্য শত্রোঃ ভুজ-বিভবং বহু অভ্যনন্দন্॥ ৫৪॥

বঙ্গার্থ।——কার্তিকেয়ের সেই শক্তি-নামক অস্ত্র প্রভারাশি দ্বারা আকাশতল ও দিঙ্মণ্ডল সমুদ্ভাসিত করিয়া দিক্‌পতিদিগের হর্ষাশ্রু ও অসুরদিগের শোকাভিভূত বাষ্পজলের সহিত অসুররাজ তারকের বক্ষঃপ্রদেশে নিপতিত হইল॥ ৫০॥

গিরিশৃঙ্গ যেরূপ প্রলয়বায়ু দ্বারা আহত হইয়া বিদীর্ণ হয় তদ্রূপ শক্তি-অস্ত্রের প্রহারে সমীপাগত অসুর-রাজ গতায়ু হইয়া পড়িল; তদ্দর্শনে দেবেন্দ্রপ্রমুখ সুরবৃন্দ পরম আনন্দ লাভ করিলেন; হর্ষজনিত পুলকে তাঁহাদিগের শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিল॥ ৫১॥

প্রলয়সময়ে যেরূপ ভূধররাজ পতিত হয়, তদ্রূপ অসুর-রাজ তারক গতপ্রাণ হইয়া ধরাশায়ী হইল। সে যে স্থানে নিপতিত হইল, তাহার শরীরের গুরুতার তজ্জন্য ভূমিভাগ পাতালগর্তে প্রবেশের সূচনা করিল; অনন্তদেব অতি ক্লেশে ফণামালা দ্বারা সেই স্থান ধরিয়া রাখিলেন॥ ৫২॥

তখন আকাশমার্গ হইতে চারিদিকে কল্পতরুকুসুমবৃষ্টি বর্ষিত হইয়া অসুরনিসূদন স্মরারিনন্দনের মস্তকোপরি পতিত হইতে লাগিল। সেই কুসুমবৃষ্টি স্বর্গীয় মন্দাকিনীর জলশীকরস্পর্শে সুস্নিগ্ধ এবং উহার চতুর্দিকে সৌরভলুব্ধ মধুপসমূহ আশ্রয় করিয়া বিদ্যমান আছে॥ ৫৩॥

সেই সময়ে ইন্দ্রাদি দেবকুলের শরীরে হর্ষনিবন্ধন রোমাঞ্চ উৎপন্ন হইয়া বর্ম ভেদ করত প্রকাশিত হইল; তাঁহাদিগের মুখশ্রী সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তাঁহারা তারক-নিসূদন ষড়াননের ভুজবলের অজস্র প্রশংসা করিতে লাগিলেন॥ ৫৪॥

ইতি বিষমশরারেঃ সূনুনা জিষ্ণুনাজৌ ত্রিভুবনবরশল্যে প্রোচ্ছৃতে দানবেন্দ্রে।
বলরিপুরথ নাকস্যাধিপত্যং প্রপদ্য ব্যজয়ত সুরচূড়ারত্নঘৃষ্টাগ্রপাদঃ ॥ ৫৫ ॥

ইতি সপ্তদশঃ সর্গঃ।

অন্বয়।—ইতি জিষ্ণুনা বিষমশরারেঃ সূনুনা আজৌ ত্রিভুবনবরশল্যে দানবেন্দ্রে প্রোদ্ধৃতে (সতি) অথ বলরিপুঃ নাকস্য আধিপত্যং প্রপদ্য সুরচূড়ারত্নঘৃষ্টাগ্রপাদঃ (সন্) ব্যজয়ত ॥ ৫৫ ॥

বঙ্গার্থ।—এইরূপে স্মরারিনন্দন জিষ্ণু কার্ত্তিকেয় ত্রিলোকশল্যস্বরূপ অসুরপতি তারককে যুদ্ধে নিহত করিলে বলবিমর্দ্দন দেবেন্দ্র অমরধামের আধিপত্য লাভ করিয়া জয়-শ্রীসম্পন্ন হইলেন; অখিল সুরবৃন্দ তৎকালে নিজ নিজ চূড়ামণি-স্পর্শ দ্বারা তদীয় পাদমূলে প্রণতি করিতে আরম্ভ করিলেন ॥ ৫৫ ॥

ইতি সপ্তদশ সর্গ

কুমারসম্ভব সম্পূর্ণ

মেঘদূত

(খণ্ডকাব্য)

(মূল, অন্বয় ও তাৎপর্য্যার্থ-সংবলিত অনুবাদ)

মহাকবি-কালিদাস-বিরচিত

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত

মেঘদূতম্

পূর্ব্বমেঘঃ

কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু॥ ১॥

অন্বয়।—স্বাধিকার-প্রমত্তঃ (অতঃ) কান্তা-বিরহ-গুরুণা বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ শাপেন অস্তংগমিত-মহিমা কশ্চিৎ যক্ষঃ জনকতনয়া-স্নানপুণ্যোদকেষু স্নিগ্ধচ্ছায়াতরুষু রাম-গির্য্যাশ্রমেষু বসতিং চক্রে॥ ১।

বঙ্গার্থ। অলকাপতি কুবেরের ভৃত্য এক যক্ষ অত্যন্ত স্ত্রৈণতাবশতঃ স্বীয় কর্ত্তব্য কর্ম্মে অবহেলা করায়, কুবের তাহাকে শাপ দেন যে,—তোমাকে এক বৎসর, যক্ষসুলভ—সমস্ত ক্ষমতা হারাইয়া, রামগিরি-নামক পর্ব্বতে মানুষের মত বাস করিতে হইবে। রামগিরি তীর্থস্থানও বটে; এক সময়ে রাম-সীতা ঐ পর্ব্বতে কিছুদিন এখানে কুটীরনির্ম্মাণ-পূর্ব্বক বাস করিয়াছিলেন এবং সেখানকার প্রায় সমস্ত জলাধারই জনক-তনয়ার স্নানের দ্বারা পবিত্র ও তথায় প্রায় সকল স্থানই ছায়াতরুর সুশীতল ছায়ায় সতত স্নিগ্ধ। সুতরাং কোনপ্রকারেই তাহা বাসের অযোগ্য নহে॥ ১॥

বিবরণ—রাম-গিরি।—"রামগিরি" সম্বন্ধে অনেক মতভেদ দৃষ্ট হয়। মল্লিনাথের মতে "চিত্রকূট"—পর্ব্বতেরই অন্য নাম "রামগিরি।" কিন্তু পরবর্ত্তী কালের গবেষণায় একপ্রকার স্থিরই হইয়াছে যে, কালিদাসের মেঘদূতের "রাম-গিরি" "সরগুজা" নামক করদরাজ্যের অন্তঃপাতী রামগড় বা "অমরকণ্টক" পর্ব্বতেরই নামান্তর। এই পর্ব্বতে বনবাসী রাম-সীতা বহুদিন বাস করিয়াছিলেন; অদ্যাপি, তথায় রাম-সীতার নামে বার্ষিক উৎসব, মেলা এবং বহু যাত্রীর সমাগম হইয়া থাকে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ N. L. D. এবং পণ্ডিত হৃষীকেশ শাস্ত্রীর সম্পাদিত মেঘদূতের ব্যাখ্যায় দ্রষ্টব্য। উইলসন সাহেবের মতে বর্ত্তমান "রামটেক্" পর্ব্বতই "রামগিরি"র নামান্তর। কিন্তু এই মত এখন খণ্ডিত হইয়াছে॥ ১।

তাৎপর্য্য।—উন্মাদই জীবের জীবন। যে হৃদয়ে উন্মাদ নাই, ভাবের তরঙ্গ নাই, তাহা স্রোতোহীন, শৈবালপূর্ণ আবিল জলরাশির তুল্য। ঐ জল যেমন অপেয়, অগ্রাহ্য ও অস্পৃশ্য, তদ্রূপ, উন্মাদ-হীন তরঙ্গ-হীন হৃদয়ও সংসারের অযোগ্য, অরম্য ও অভোগ্য। তপস্বীর তপস্যায়, বিষয়ীর বিষয়-বাসনায় ভোগীর ভোগ-লালসায় সমান উন্মাদ বিদ্যমান। হৃদয়ের উন্মাদ বশতই দেবর্ষি নারদ বিরক্ত-চিত্তে নিশিদিন ভগবৎসঙ্গীতে আত্মবিস্মৃত। হৃদয়ের উন্মাদ-প্রযুক্তই রাবণ-শিশুপাল, বৃত্র-তারক প্রভৃতি তাদৃশ বিমূঢ় ছিলেন। হৃদয়ের উন্মাদে আত্মহারা হইয়াই, প্রেমিক বিল্বমঙ্গল গলিত পূতিগন্ধময় শবকে রজ্জুভ্রমে জড়াইয়া ধরিয়া নদী পার হইয়াছিলেন এবং কাল বিষধরকে রজ্জুভ্রমে আকর্ষণ করিয়া চিন্তামণির প্রাসাদ-শীর্ষে উঠিয়াছিলেন। এই অদম্য, অপ্রতিবিধেয়, চিরনবীন উন্মাদ-নিবন্ধনই যক্ষ ও যক্ষবধূ অহর্নিশ ভোগের আবেশে তন্দ্রালস ও অবশচিত্ত। হৃদয়োন্মাদের প্রেরণাতেই একদা অগ্নি উপাসক পারসীকগণ মুসলমান-দলের নিকট পরাভূত হইয়া, সাধের ইরাণ ছাড়িয়া ভারতবর্ষে চলিয়া আসিয়াছিলেন। হৃদয়োন্মাদ-নিবন্ধনই শক্তিশালী পিউরিটান-গণ, প্রিয় জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক, আমেরিকার গহন-কাননে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাই বলিতেছিলাম, কি যোগী কি ভোগী; সকলের হৃদয়েই উন্মাদ আছে। সেই উন্মাদের পরিমাণানুসারে, তাঁহাদিগকে স্ব স্ব অভীপ্সিত ফলভোগ করিতে হয়।

মেঘদূতের নায়ক যক্ষের হৃদয়ে ভোগের উন্মাদ ছিল, অথবা ভোগোন্মাদ ব্যতীত সে হৃদয়ের বুঝি পৃথক্সত্তাই ছিল না, তাই তাহাকে অতিমাত্রায় ফলভোগও করিতে হইল। যক্ষ ভোগের মোহে কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়াছিল, উন্মত্ত হৃদয়ে স্বকর্ত্তব্যে অবহেলা করিয়াছিল, অনুরূপ ফলও পাইল। নিবৃত্তির উন্মাদে সুখ আছে, দুঃখ নাই। প্রবৃত্তির উন্মাদে সুখ আছে বটে, কিন্তু দুঃখই অধিক। যক্ষ প্রবৃত্তির দাস, উপযুক্ত শাস্তি পাইল। অসহ্য দুঃখ ভোগ করিল। সে দুঃসহ দুঃখ ভারে ক্লান্ত অবসন্ন হইয়া, নয়নজলে রাম-গিরির পাষাণময় দেহও যেন ভাসিয়া লইয়া গিয়াছে। আর কবির কবি কালিদাস সেই বিরহাতুর যক্ষের অবসন্ন হৃদয়ের করুণ ক্রন্দনে বিহ্বল হইয়া নিজেও কাঁদিয়াছেন, চরাচর পৃথিবীকে কাঁদাইয়াছেন।

তস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলা-বিপ্রযুক্তঃ স কামী নীত্বা মাসান্ কনকবলয়-ভ্রংশরিক্তপ্রকোষ্ঠঃ।
আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে মেঘমাশ্লিষ্ট-সানুং বপ্রক্রীড়া-পরিণতগজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ ॥ ২ ॥

অন্বয়।—তস্মিন্ অদ্রৌ অবলাবিপ্রযুক্তঃ কনকবলয়-ভ্রংশ-রিক্ত-প্রকোষ্ঠঃ কামী সঃ (যক্ষঃ) কতিচিৎ (অষ্টৌ) মাসান্ নীত্বা আষাঢ়স্য প্রথমদিবসে আশ্লিষ্ট-সানুং বপ্রক্রীড়া-পরিণত-গজ-প্রেক্ষণীয়ং মেঘং দদর্শ। ২।

বঙ্গার্থ।—অনন্তর কামার্ত যক্ষ তথায় আট মাস বাস করিয়া স্বীয় প্রিয়তমার বিরহ-দুঃখে উন্মত্তপ্রায় হইয়া উঠে, তাহার হৃষ্টপুষ্ট দেহ এতই কৃশ হয় যে, এক হাতের সোনার বালা খুলিয়া পড়িলেও, সে তাহার বিন্দুবিসর্গ জানিতে পারে নাই। পরিশেষে আষাঢ়মাসের প্রথমদিবসে, পর্ব্বতের সানুদেশে, উৎখাত-কেলিতে প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায়, নূতন মেঘের ক্রীড়া দর্শন করিয়া একপ্রকার বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া যক্ষ সেই দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। ২ ॥

যক্ষ বিলাস তরঙ্গিণী অলকায় মনের সুখে সুখে দিনপাত করিত; সুখে, মোহে, তন্দ্রায় অবশ হইয়া ভোগের কুহক-স্বপ্ন দেখিত। আবার কুবেরের রাজ-সরকারে একটু চাকরীও করিত। তাহার ধনদৌলতও বড় কম ছিল না। এর পরে, নিজের বাড়ীর তোরণদ্বারের পরিচয় প্রদান-কালে, সেই নিজেই বলিয়া দিবে যে, সে কত প্রচুর সম্পদের মালিক। এত অর্থ সত্ত্বেও যখন চাকরী করিত, তখন মনে হয়, নেহাৎ ছোট চাকরী নহে, একেবারে লাট্‌বেলাট না হইলেও, একটু মোটাসোটাগোছের চাকরীই ছিল। অলকাপতির নজরে পড়ার মত পদে অধিষ্ঠিত ছিল। নতুবা, কখন্ সে কেমন কাজ করে, কখন্ আসে, কখন্ যায়, এ সব খুটিনাটিতে রাজ-রাজ কুবেরের দৃষ্টি পড়িবে কেন? কুবের অলকার রাজা, যক্ষ বিদ্যাধরী প্রভৃতি পরীর দল তাঁহার প্রজা, সুতরাং তিনি ওসব বিষয়ে যে ওস্তাদের শিরোমণি ছিলেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তিনি দেখিলেন—এই নবীন কর্ম্মচারীটি, দিবরাত্রি, তাহার পত্নী চিন্তা ছাড়া আর কিছুই করিতে জানে না, বা পারেও না। অফিসে বসিয়া দিনরাত কেবল তারই কথা ভাবে, একধ্যানে কেবল তারই চিন্তা করে। নবাব নন্দিন প্রথমবারেই একেবারে ডিস্‌মিস্ করিলেন না। কিছুদিনের জন্য "সস্পেণ্ড" করিয়া, বিরহীর পক্ষে "সেন্টহেলেনা"র মত মর্ত্ত্যে রাম-গিরিতে পাঠাইয়া দিলেন। যে জন্য কাজে অবহেলা, দিনরাত আপনা-ভোলা হইয়া থাকা, রাজ-সরকারের এতবড় চাকরীতে, রাজ-রাজের "পার্সন্যাল ষ্টাফে"র অন্যতম মন না বসা, সর্ব্বদা উড়ু উড়ু করা, সেই নবীনা স্থিরযৌবনা, বিদ্যুৎবরণী প্রেয়সীকে ছাড়িয়া দীর্ঘ, দীর্ঘতর, একটি বৎসর একাকী মর্ত্ত্যের রাম-গিরিতে ঠায় বসিয়া কাটাইতে হইবে। রাজাধিরাজচক্রবর্ত্তীর হুকুম বজ্রপাতবৎ যক্ষ বেচারার মস্তকে পড়িল! সে চারিদিক্ অন্ধকার দেখিল। যক্ষবিদ্যাধরদের অনেক অলৌকিক ক্ষমতা থাকে, ইচ্ছামত যখন যেমন দরকার, নানা রূপ ধরিতে পারে। রাম-শ্যামের রূপ, শ্যাম-বন্ধুর রূপ ধরিয়া অপরের চোখে ধূলি দিয়া মতলব হাঁসিল করিতে পারে। অণু-পরমাণু হইতে স্থূল, স্থূলতর, স্থূলতম যাহা ইচ্ছা, হইতে পারে। যেখানে সাধ যায়, তিরস্করিণী বিদ্যার প্রভাবে অন্যের অগোচরে গতাগতি করিতে পারে। এক জনে দশ, দশে এক হইতে পারে। সুতরাং রাম-গিরিতে নির্ব্বাসিত হইলেও, জন্ম-গত-অধিকার-প্রভাবে, হয় ত বা, কামী যুবা, কোন্ দিন্ কি রূপ ধরিয়া সকলের অলক্ষিতে বিভার গৃহে স্বপ্নের মত আসিয়া উপস্থিত হইবে। রাজার হুকুমের তীব্রতাটুকু অমৃতে পরিণত করিয়া লইবে। তাই কুবের ঐ নির্ব্বাসনের এক বছরের জন্য, যক্ষের সমস্ত অলৌকিক শক্তি "বাজেয়াপ্ত" করিয়া লইবেন। মর্ত্ত্যে গিয়া যক্ষকে মর্ত্ত্য-বাসীরই মত থাকিতে হইবে। সুতরাং যক্ষ-যোনি-সুলভ কোনরূপ জারিজুরি আর বাছার খাটিবে না। যেমন বেয়াড়া তরুণ যুবক, তাকে তেমনই একটু ভালো করিয়া শিক্ষা দিতে হইবে। আর কখনো পরের ধ্যানে না যায়, এমন করিয়া ছাড়িতে হইবে;—তাই চতুর-চূড়ামণি কুবের তাহাকে এতবড় ভারতবর্ষের অন্য কোনো স্থানে না পাঠাইয়া, পাঠাইলেন রাম-গিরিতে। ভারতীর বর-পুত্রের বীণার ঝঙ্কারে মুখরিত উজ্জয়িনীতে বা কাশী-মথুরা-প্রয়াগ-হরিদ্বার, বা অমরনাথ, কেদার-বদরী, জগন্নাথ কাঞ্চী-সেতুবন্ধ প্রভৃতি কোনো স্থানের কোনো তীর্থে তাহাকে পাঠাইলেন না; কি জানি, যদি উজ্জয়িনীতে গিয়া শিপ্রাতরঙ্গের ন্যায় কালিদাসের মনোহর কবিতার তরঙ্গে ডুবিয়া যায়, অথবা প্রাগুক্ত তীর্থধাম-সমূহে গিয়া জপতপে মন দেয়, ধার্ম্মিক হইয়া বসে, তবে ত রাজদণ্ডটাই মাটী হইবে। লোকালয়ে গিয়া নানা প্রকারে অন্যমনস্ক হইতেও পারে, তা হ'লেও ত বিরহের বিষ-দাহ নিবিয়া যাইবে। তাই কুবের তাহাকে পাঠাইলেন রামগিরিতে। বনবাসকালে রাম-সীতা বহুদিন ঐখানে ছিলেন। এখানে সেখানে কুটীর বাঁধিয়া, এ ঝরণায়, ও গিরিনদীতে স্নান করিয়া, আমোদ-আহ্লাদ করিয়া রাম-সীতা বনবাসকে স্বর্গবাসের চেয়েও মধুর করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহাদের পতি-পত্নীর মিলনের সেই সকল ক্ষেত্র অদ্যাপি পরমতীর্থরূপে পূজিত হইতেছে। যক্ষকে সেই স্থানে একাকী থাকিতে হইবে। বাস্তবঃ

তস্য স্থিত্বা কথমপি পুরঃ কৌতুকাধানহেতোরন্তর্বাষ্পশ্চিরমনুচরো রাজ-রাজস্য দধ্যৌ।
মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথা-বৃত্তি চেতঃ কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে কিং পুনর্দূরসংস্থে ॥ ৩ ॥

অন্বয়।—রাজ রাজস্য অনুচরঃ অন্তর্বাষ্পঃ (সন্) কৌতুকাধান-হেতোঃ তস্য (মেঘস্য) পুরঃ কথমপি স্থিত্বা চিরং দধ্যৌ। (তথাহি)—মেঘালোকে (সতি) সুখিনঃ অপি চেতঃ অন্যথাবৃত্তি ভবতি, কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনি জনে দূর-সংস্থে (সতি) কিং পুনঃ? ॥ ৩ ॥

বঙ্গার্থ।—রাজ রাজের অনুচর বিরহীযক্ষ অনেকক্ষণ যাবৎ সেই হৃদয়োন্মাদক নব-জলধরের দিকে চাহিয়া চাহিয়া চিত্তের উচ্ছলিত বাষ্পাবেগ চিত্তেই কোনোমতে চাপিয়া রাখিল এবং কত কি ভাবিতে লাগিল। তাহার প্রাণ হু হু করিতে করিতে কাঁদিয়া উঠিল। যাহার হৃদয়ে কোনো অভাব নাই, প্রিয়বিচ্ছেদের দুঃসহ তাপে যাহার চিত্ত দগ্ধীভূত নহে,—"মনের মানুষ" তিলার্দ্ধের জন্যও যাহার নয়নের অন্তরালে যায় না,—তাদৃশ চিরসুখী ব্যক্তিও নবমেঘদর্শনে কেমন যেন আকুল হইয়া উঠে, সকল থাকিতেও কি যেন নাই বলিয়া তাহার প্রাণ ছট্ ফট্ করে, · আর যে হতভাগ্যের "গলায় গলায়" প্রণয়ের বস্তু দূরে —অতি দূরে,—তার অবস্থা যে কত শোচনীয় ও ভয়ঙ্কর তাহা কি আর বলিবার? ॥ ৩ ॥

দেখিতে মন্দ নহে। রামসীতার পদরেণু-পূত স্থানে বাস পরম ভাগ্যের কথা। কিন্তু ভিতরটা বড়ই ভয়ঙ্কর। প্রতিদিন, প্রতিক্ষণে, প্রতিপলে বিরহী যক্ষকে সেই মিলনের ছবি, মিলনের স্মৃতি দেখিতে হইবে। মিলনের সেই সব দৃশ্যে বিরহী আপন মনের আগুনে আপনিই কেবল ধিকি-ধিকি পুড়িবে, অথচ ভস্ম হইবে না। এ কি কম শাস্তি!

কুবেরের শাসনে, যক্ষের অন্যান্য সমস্ত ক্ষমতা লোপ পাইল বটে, কিন্তু সে যে রাজ্যের অধিবাসী, সেই রাজ্যের প্রজাগণের হৃদয়ে যে অপার্থিব সম্পদ্ ও অলৌকিক বস্তু আছে, তাহা কুবের কাড়িয়া লইলেন না। যক্ষের হৃদয়েই রাখিয়া দিলেন। যে অসাধারণ প্রেমের বন্যায় তাহার হৃদয় কানায় কানায় ভরপুর, তাহা ঠিকই রহিল। কাঁটা দিয়া কাঁটা তুলিতে হইবে। তাই সেটুকু অবিকৃতই রহিল, বরঞ্চ এই রাজ শাসনের ফলে মিলনকালের সেই শতমুখ প্রেম এই বিচ্ছেদকালে সহস্রমুখ হইয়া উঠিল। প্রেমিক যক্ষ তাহার হৃদয়ের সেই কূলপ্লাবী বন্যায় নিজে ত ভাসিলই, পরন্তু যে স্থানে তাহার অধিষ্ঠান, সেই কঠিন পাষাণস্তূপকেও সে গলাইয়া লইয়া চলিল। আকাশ-পাতাল, স্বর্গ-মর্ত্ত, স্থাবর-জঙ্গম, সমস্ত তাহার সে ভাব-সমুদ্রে ডুবিয়া গেল। বিরহী হতভাগ্য যেখানে যায়, যে দিকে চায়, রাম-সীতার মিলনের ছবি, মিলনের চিহ্ন দেখে। রাম-সীতার উদ্যান, রাম-সীতার পর্ণশালা, রাম সীতার লতামণ্ডপ তাহার চারিদিকে বিদ্যমান। স্থলের কোনো দিকেই চাহিতে পারে না, বুকের মধ্যে হাউহাউ করিয়া বিরহানল জ্বলিয়া উঠে। ছুটিয়া তাড়াতাড়ি হয় ত জলের ধারে যায়। গিয়া দেখে, সেখানেও তাই। রাম-সীতার স্নানের ঘাট, রাম-সীতার জলকেলির নির্ঝর। তখন কত কি তাহার মনে পড়ে। ছায়াতরুর স্নিগ্ধনীলতলে যায়, গিয়া দেখে, কত পুরাতন, ত্রিকালের সাক্ষীর মতন বড় বড় গাছগুলি দাঁড়াইয়া। তাহারা রাম-সীতার কত আমোদ-প্রমোদ, কত বিশ্রম্ভালাপ দেখিয়াছে, সীতার হাতের জল-সেচনে তাহারা হয় ত সংবর্দ্ধিত, ভাবিয়া যক্ষের প্রাণ জ্বলিয়া উঠে। "জলে যাইতে পারে না, স্থলে যাইতে পারে না, বনে যাইতে পারে না, গাছতলায় থাকিতে পারে না, এ অবস্থায় মানুষের কি দশা হয়? মানুষ পাগল হয়। যক্ষ অনেক কষ্টে আট মাস কাটাইল। তাহার শরীর কৃশ হইল। হাতের সোনার বালা খসিয়া পড়িল, টেরও পাইল না। ক্রমে বুদ্ধি-শুদ্ধিরও বিকৃতি ঘটিল। উত্তর দিক্ হইতে বাতাস আসিতেছে দেখিয়া দৌড়িয়া গিয়া তাহাকে আলিঙ্গন করিত, ভাবিত, এ যখন উত্তুরে বাতাস, অলকার দিকের বাতাস, তখন নিশ্চয়ই প্রিয়ার অঙ্গস্পর্শ করিয়া আসিতেছে। বেচারী প্রস্তরফলকে প্রিয়ার ছবি আঁকিয়া আপনাকে তাহার পায়ের তলে পাতিত করিত। রাত্রিতে গাছতলায় শয়ন করিয়া, স্বপ্নে প্রিয়াকে পাইয়াছে ভাবিয়া, প্রগাঢ় ভুজবন্ধনে যেন আবদ্ধ করিয়া রাখিত! কিন্তু কোথায় তাহার প্রিয়া? এইভাবে খানিকক্ষণ থাকার পর ঘুম ভাঙিয়া যাইত। দেখিত টপ্ টপ্ করিয়া শিশির পড়িতেছে। মনে করিত, যেন বনদেবীরা তাহার দুঃখে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন। এ দশার পাগলামী ছাড়া আর কি?" কালিদাস-ব্যাখ্যা।

এইভাবে, "ন যযৌ ন তস্থৌ" অবস্থায় তাহার অতিকষ্টে আটটা মাস কাটিল বটে, কিন্তু আর বুঝি কাটে না। আষাঢ়ের প্রথম মেঘ দেখা দিয়াছে। ছোট্ট একখানি কালো মেঘ পর্ব্বতের নিতম্বদেশে বাতাসে আসিতেছে, যাইতেছে, খেলিতেছে, ছুটিতেছে, সে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য! যেন একটা স্বাধীন পর্ব্বতবিহারী হাতী পাহাড়ের গায়ে দন্তাঘাত করিয়া খেলিতেছে। একদৃষ্টে চাহিয়া চাহিয়া যক্ষ সে অপরূপ মেঘের খেলা দেখিল, ও দেখিতে দেখিতে একেবারে পাগল

প্রত্যাসন্নে নভসি দয়িতাজীবিতালম্বনার্থী জীমূতেন স্বকুশলময়ীং হারয়িষ্যন্ প্রবৃত্তিম্।
স প্রত্যগ্রৈঃ কুটজ-কুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘ্যায় তস্মৈ প্রীতঃ প্রীতি প্রমুখ-বচনং স্বাগতং ব্যাজহার ॥ ৪ ॥

অন্বয়।—নভসি (শ্রাবণে) প্রত্যাসন্নে (সতি) দয়িতা-জীবিতালম্বনার্থী সঃ (যক্ষঃ) জীমূতেন স্বকুশলময়ীং প্রবৃত্তিং হারয়িষ্যন্ প্রত্যগ্রৈঃ কুটজকুসুমৈঃ কল্পিতার্ঘ্যায় তস্মৈ প্রীতঃ (সন্) প্রীতিপ্রমুখবচনং স্বাগতং ব্যাজহার ॥ ৪ ॥

বঙ্গার্থ।—ক্রমে শ্রাবণ মাস ঘনাইয়া আসিল, বিরহী যক্ষও নিজের দশার তুলনায় বুঝিল যে,—এ যাত্রায় তার বিরহিণী দয়িতার আর রক্ষা নাই, নব-বর্ষাগমের এই অসহ্য বিরহে সেই দুঃখিনী হয় তো মারাই যাইবে। আমি মরি নাই,—আবার মিলন হইবে,—এই খবরটাও অগত্যা কোনোমতে তাহার নিকট পাঠাইতে পারিলে, হয় ত সে বাঁচিত, তাই পাগল যক্ষ জীমূত (জীবনদায়ী) অর্থাৎ মেঘের দ্বারা নিজের কুশল-সংবাদ প্রিয়ার নিকটে পাঠাইতে মনস্থ করিয়া বর্ষার কুরচি ফুলে অর্ঘ্য সাজাইয়া প্রসন্ন বদনে ও গদগদবচনে নবীন জলদকে অভ্যর্থনা-পূর্ব্বক স্বাগত জিজ্ঞাসা করিল। (সীতা-বিরহে কাতর, রামচন্দ্র হনুমানের দ্বারা সীতার নিকট সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন, এই কথা রামগিরিতে রামের ও সীতার স্মৃতির সহিত যক্ষের মনে হওয়ায় মেঘকে দূত করিয়া পাঠাইবার কল্পনাটা তার জাগিয়াছিল ;—এই কথা কোন কোন টীকাকার ইঙ্গিত করিয়াছেন) ॥ ৪ ॥

হইয়া উঠিল। প্রেমিক কবি এখানে যক্ষের হইয়া একটু গাহিয়াছেন। বলিয়াছেন যে, যার অতি-বড় প্রিয়বস্তুও হাতের কাছে, চোখের সামনে রহিয়াছে, মেঘ দেখিলে তাহার মনও হুহু করে, কি যেন হারাইয়াছি, ভাবিয়া আকুল হয়, আর সেই প্রিয়বস্তু যার দূরে—অতিদূরে, তার দুর্দ্দশার কি আর শেষ আছে ? সে পাগল না হইবে কেন ? ॥ ১-৩ ॥

তাৎপর্য্য।—কোনোমতে আষাঢ়মাসটা যক্ষ কাটাইয়া দিল বটে, কিন্তু আর পারিল না। শ্রাবণের মেঘ-মেদুর অম্বরের দিকে চাহিয়া যক্ষ একেবারে পাগল হইয়া উঠিল। চারিদিক্ অন্ধকার দেখিল। তবে অন্যান্য পাগলের ন্যায় অনর্গল বকাবকি, দৌড়ঝাপ, ভাঙ্গাচুরা, এ সব তাহার কিছুই ছিল না। বরঞ্চ তার এই পাগলামীতে বেশ একটু শৃঙ্খলা, একটু হিসাব মাফিক কাজকর্ম্ম, কথাবার্ত্তাই দেখিতে পাওয়া যায়। মেঘকে দূত করিয়া পাঠাইতে হইবে, কোথায় রাম-গিরি, আর কোথায় সেই অলকা—অতদূরে পাঠাইতে হইবে, তাই প্রথম হইতেই মেঘের, বেশ তোয়াজ আরম্ভ করিয়া দিল। "শ্রাবণ আগত, এ সময়ে, তোদের এমন মাহেন্দ্রক্ষণে সেই বিরহিণী যক্ষপত্নী বোধ হয় বাঁচিবে না। কোনো দিন ত এতবড় আঘাত, এমন ভীষণ ধাক্কা সে জীবনেও খায় নাই। আমার সেই সাজানো বাগান, সেই ঘরবাড়ী, সেই ক্রীড়া-পর্ব্বত, ময়ূর-ময়ূরী, শুক-শারী, সেই উপভোগের অনন্ত সামগ্রী তেমনই ভাবে রহিয়াছে, আর তার মধ্যে, অগ্নিকুণ্ডে কমলিনীর মত আমার সেই জীবনাধিক একাকিনী পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে। আমি বিদেশে অপরের মিলনের স্মৃতিচিহ্ন দেখিয়াই এত দূর অধীর হইয়াছি, পাগল-পারা হইয়াছি, আর আমার স্বদেশে, নিজেরই বাড়ীতে, তার ও আমার উভয়ের নানা সুখের, নানা উপভোগের দেদীপ্যমান স্মৃতি-বহ্নির লকলক্ জিহ্বার মুখে পড়িয়া না জানি প্রিয়তমা আমার কি-ই করিতেছে। হয়ত, আমার সর্ব্বনাশ হইয়া গিয়াছে। না হয়, হইল বলিয়া। এখনও যদি কোনোমতে,—'আমি মরি নাই, বৎসরের আটমাস গত, আর চারিটা মাস কোনোমতে কাটাইতে পারিলেই, আগামী শরৎকালে আবার দুই জনে আমরা মিলিতে পারিব,' এই খবরটুকু তাহার কাছে পাঠাইতে পারিতাম, হয় ত বা বাঁচিত। আমার মরা গাঙে আবার চাঁদের আলো হাসিত। কাকে ধরি, কে আমার এ উপকারটুকু করিবে ? আচ্ছা ঐ যে মেঘ, ও তো উত্তরদিকে, আমাদের অলকার দিকেই যাইতেছে, উহাকে একবার বলিয়া দেখি না। ওর ভিতরটা ত জলভরা, নরম, ও কি আমার এই উপকারটুকু করিবে না ? ও পৃথিবীকে শস্য-শালিনী করে, প্রবাসীকে বাড়ী পাঠাইয়া তাহার বিরহিণী প্রিয়ার প্রাণ ঠাণ্ডা করে, দাবানলে দহ্যমান হরিণী চমরীর পুচ্ছকেশের আগুন নিবাইয়া তাহাদিগকে বাঁচায়, যা'র যেখানে যেমন তাপই থাকুক না কেন, ও সব শীতল করিয়া দেয়, আর আমার আসন্ন বিপৎ প্রিয়াকে বাঁচাইবে না, তাও কি হয় ! ও যে পরের হিতে নিজের সবটুকু জল বর্ষণ করিয়া, নিজে হাল্‌কা হইয়া, পাতলা হইয়া, দীনহীনের মত আকাশের সর্ব্বত্র ভাসিয়া বেড়ায়, এবং তাতেই উহার আনন্দ ; এমন মেঘ ও, এত উঁচু প্রাণ ওর, আর আমার কান্নায়, আমার প্রিয়ার কান্নায় উহার প্রাণ গলিবে না ! অসম্ভব, একবার চেষ্টা করায় ক্ষতি কি ?"—ভাবিয়াই যক্ষ কোমর বাঁধিল। এ-দিক্ ওদিক্ হইতে কতকগুলি কুর্চি-ফুল তুলিয়া, সস্মিত-বদনে ও গদগদবচনে মেঘের দিকে অঞ্জলিপূর্ণ ফুলের অর্ঘ্য তুলিয়া ধরিয়া "ভাই ! এস এস, কেমন আছ ?" বলিয়া নিজের কাজ শুরু করিয়া দিল। ঠিক

ধূম-জ্যোতিঃ-সলিল-মরুতাং সন্নিপাতঃ ক মেঘঃ সন্দেশার্থাঃ ক পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ।
ইত্যৌৎসুক্যাদপরিগণয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচে কামার্ত্তা হি প্রকৃতিকৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু ॥ ৫ ॥
জাতং বংশে ভুবনবিদিতে পুষ্করাবর্ত্তকানাং জানামি ত্বাং প্রকৃতিপুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।
তেনার্থিত্বং ত্বয়ি বিধিবশাৎ দূরবন্ধুর্গতোঽহং যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধ-কামা ॥ ৬ ॥

অন্বয়।—ধূম-জ্যোতিঃসলিল মরুতাং সন্নিপাতঃ মেঘঃ ক, পটুকরণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ সন্দেশার্থাঃ ক,—ইতি ঔৎসুক্যাৎ অপরিগণয়ন্ গুহ্যকঃ তং যযাচে। হি (তথাহি) কামার্ত্তাঃ চেতনাচেতনেষু প্রকৃতিকৃপণাঃ (ভবন্তি) ॥ ৫ ॥

(অয়ি জলদ!) ত্বাং পুষ্করাবর্ত্তকানাং ভুবন-বিদিতে বংশে জাতং, মঘোনঃ কামরূপং প্রকৃতিপুরুষং জানামি, তেন বিধিবশাৎ দূরবন্ধুঃ অহং ত্বয়ি অর্থিত্বং গতঃ। অধিগুণে যাচ্ঞা মোঘা (অপি) বরম্, অধমে লব্ধকামা (অপি) ন (বরম্) ॥ ৬ ॥

বঙ্গার্থ।—ধূম, জ্যোতিঃ, সলিল ও সমীরণ এই পদার্থ-চতুষ্টয়ের সংমিশ্রণে সমুৎপন্ন অচেতন মেঘই বা কোথায়, আর সবলেন্দ্রিয় প্রাণীর দ্বারা দেশদেশান্তরে প্রেরণযোগ্য সংবাদই বা কোথায়?—মেঘের দ্বারা সেই দূর অলকায় সংবাদ প্রেরণ যে কত দূর সম্ভব, বিরহোন্মত্ত যক্ষ সে কথা একবার ভাবিতেও পারিল না অথবা যাহারা কামশরে জর্জ্জরিত, তাহারা চেতন অচেতন প্রভেদ করিবার শক্তিশূন্য হইয়া পড়ে। তাহারা তখন যথার্থই—

"থাকে না দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান, মানে না মান অপমান,
তত্ত্বজ্ঞান যায় ভুলে মদোন্মত্ত হ'লে" ॥ ৫ ॥

হে মেঘ! আমি জানি, জগদ্‌বিখ্যাত পুষ্কর এবং আবর্ত্তক প্রভৃতি জলদের তুমি বংশাবতংস, তার উপর আবার স্বর্গাধিপতি ইন্দ্রের তুমি প্রধান পুরুষ, দক্ষিণহস্ত। তোমার ক্ষমতাও অসীম, যখন যেমন ইচ্ছা রূপ ধরিতে পার। এই সব ভাবিয়াই, আজ তোমার নিকট আমি ভিক্ষার্থী হইয়া উপস্থিত। কপালদোষে আমি আজ এখানে, আর আমার হৃদয়ের—সংসারের প্রধান বন্ধন বন্ধু দূরে একাকিনী পড়িয়া, মেঘ! তোমার মত বড় দরের ব্যক্তির নিকট যদি ভিক্ষা বিফলও হয়, সে-ও বরং ভালো, তবুও যারা ছোট ক্ষুদ্র, অধম, তাদের নিকট ভিক্ষা সফল হইলেও, তাহা প্রার্থনীয় নহে। তাতে মনটা ছোট হইয়া যায় ॥ ৬ ॥

জ্ঞানবানের মত চিন্তা করিয়া, কর্ত্তব্যের সকল দিক্ ভাবিয়া পাগলের মত অচেতন মেঘের সঙ্গে কথা আরম্ভ করিয়া দিল। পাগল যতই পাগলামী করুক, কিন্তু তাহাতে কি সুন্দর শৃঙ্খলা! ॥ ৪-৫ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিরহোন্মত্ত যক্ষের উন্মাদে বেশ একটু শৃঙ্খলা ছিল। প্রিয়াবিরহে সে পাগল হইয়াছে বটে, কিন্তু নিজের কাজ হাসিল করিবার বুদ্ধি তার আঠারো আনা ছিল। কখন্ কোন তারে ঘা মারিতে হইবে, কোন্ সময়ে কোন্ রাগ আদায় করিতে হইবে, কোন রাগিণীতে আলাপ করিতে হইবে, এ সব তত্ত্ব সে খুব ভালো রকমেই জানিত। সবদিকে সকল বিষয়েই বিলক্ষণ জ্ঞান তার ছিল, শুধু ছিল না—প্রিয়ার কথায়। তাহার প্রসঙ্গ উঠিলে একেবারে ক্ষেপিয়া যাইত। দিগবিদিগ্ জ্ঞান হারাইত। মেঘকে খোসামোদ করিতে হইবে;—দূত করিয়া পাঠাইতে হইবে তাই মেঘের খোসামোদের সুরু করিয়া দিল। চলনসই খোসামোদ নহে, 'তুমি খুব ভালো, তোমার সবই ভালো, তুমি যা কর, তাই-ই ভালো'—ইত্যাদি একঘেয়ে বস্তাপচা খোসামোদের ধারেও না গিয়া সে একেবারে মেঘের পূর্ব্বপুরুষ হইতে স্তুতি জুড়িয়া দিল। ওরে বাপ রে! কত বড় তোমার পিতৃপিতামহরা ছিলেন, যেন এক একটা দিক্‌পাল! তাঁহাদের বংশে তোমার জন্ম, আর কিছু গুণ না থাকলেও এক "বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাতি"—এইটুকুতে যেমন সব বলা হয়, তেমনই অত বড় বংশের সন্তান তুমি,—তোমার কি আর জোড়া আছে? তার পর আবার, ঐ বংশমর্য্যাদাটা বাদ দিলেও তোমার নিজের যোগ্যতাই কি কম? একে অত বড় কুলের সন্তান, তাতে আবার নিজেও তুমি এক জন নাম জাদা, কৃষ্ণ বিষ্ণুর অন্যতম, ইন্দ্রের ডান হাত। তোমার দয়াতেই দেবরাজ স্বর্গে বসিয়া স্ফূর্ত্তিতে কাল কাটান। তোমার জলে পৃথিবী শস্যশালিনী হয়, লোকে যাগযজ্ঞ করে, আর তাহারই ফলে সুরপতি স্বর্গে বসিয়া যজ্ঞভাগ ভোগ করেন। যেন ব্যাঙ্কে গচ্ছিত পৈতৃক টাকার সুদে, মোটা মোটা বাবুদের বাবুগিরি চলানো। এত বড় মেঘ তুমি, অত বড় বংশে ভগবান্ তোমায় জন্ম যেন সোনায় সোহাগা হইয়াছে। তার উপর আবার আর এক যে ক্ষমতা, তার ত কথাই নাই। জগতে আর কা'রো কি আছে? তুমি "কামরূপ"—ইচ্ছামত রূপ ধরিতে পার। তুমি আকারে ছোট হইতে পার, বড় হইতে পার; বর্ণে মিস্‌মিসে কালো, ফিকে কালো, লাল, সাদা, সবুজ, যা ইচ্ছা হইতে পার। ভারি হইতে পার, হাল্‌কা

সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎ পয়োদ! প্রিয়ায়াঃ সন্দেশং মে হর ধনপতি-ক্রোধ-বিশ্লেষিতস্য।
গন্তব্যা তে বসতিরলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং বাহ্যোদ্যানস্থিত-হরশিরশ্চন্দ্রিকাধৌতহর্ম্ম্যা ॥ ৭ ॥
ত্বামারূঢ়ং পবন-পদবীমুদগৃহীতালকান্তাঃ প্রেক্ষিষ্যন্তে পথিকবনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ।
কঃ সন্নদ্ধে বিরহবিধুরাং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়াং ন স্যাদন্যোঽপ্যহমিব জনো যঃ পরাধীনবৃত্তিঃ ॥ ৮ ॥

অন্বয়।—অয়ি পয়োদ! ত্বং সন্তপ্তানাং শরণম্ অসি, তৎ ধনপতিক্রোধ-বিশ্লেষিতস্য মে সন্দেশং প্রিয়ায়াঃ হর। বাহ্যোদ্যানস্থিত-হরশিরশ্চন্দ্রিকা-ধৌতহর্ম্ম্যা অলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং বসতিঃ তে গন্তব্যা ॥ ৭ ॥

পবনপদবীম্ আরূঢ়ং ত্বাং প্রত্যয়াৎ আশ্বসত্যঃ পথিক-বনিতাঃ উদ্‌গৃহীতালকান্তাঃ (সত্যঃ) প্রেক্ষিষ্যন্তে। ত্বয়ি সন্নদ্ধে (সতি) বিরহবিধুরাং জায়াং কঃ উপেক্ষেত, অন্যঃ অপি যঃ জনঃ অহমিব পরাধীনবৃত্তিঃ ন স্যাৎ ॥ ৮ ॥

বঙ্গার্থ।—মেঘ! তোমার প্রধান গুণ,—যারাই তাপিত, তুমি তাদের তাপ দূর কর। তা'দিগে ঠাণ্ডা করিয়া দাও। আমি আমার প্রিয়ার বিরহানলে পুড়িতেছি, আমার বিরহে সেও পুড়িতেছে। ধনপতির ক্রোধে, অভিশাপে আমাদের এই দুর্দ্দশা, ইহার প্রতিবিধানের কোনই উপায় নাই, মিলনের সম্ভাবনা নাই! তুমি দয়া করিয়া প্রিয়ার কাছে যদি একটু খবর লইয়া যাও, সেও বাঁচে, আমিও বাঁচি। একটিবার তুমি অলকায় যাও। আর সে যাওয়ার মত জায়গা। প্রথমত. মস্ত তীর্থস্থান, তার পর আবার বড় বড় বড় যক্ষপতি, তাঁদের আবাসভূমি। দেখিলে নয়ন সার্থক হয়, প্রাণ জুড়াইয়া যায়। তার উপর আবার সেই অলকাপুরীর বাহিরে মনোহর উদ্যানে সর্ব্বদা দেবাদিদেব মহাদেব অধিষ্ঠিত আর সেই বিরাটবপু চন্দ্রশেখরের ললাট-চন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্নায় সে নগরের বড় সুধাধবল অট্টালিকা, বাড়িঘরদোর, সব একেবারে সাদা—বরফের মত সাদা হইয়া শোভা পাইতেছে। পুণ্য এবং পরিতৃপ্তির এমন স্থান আর নাই ॥ ৭ ॥

(পয়োদ!) তুমি যে কত লোকের—কত ব্যথিতের ব্যথা দূর কর, আশার স্থল, তা' কি তুমি জানো? যাহাদের পতি প্রবাসে—বহুদিন দূরদেশে, তোমাকে আকাশে উঠিতে দেখিলে সেই সকল বিরহ-দগ্ধা কামিনীদের প্রাণে কত আশার সঞ্চার হইবে। তাদের স্বামী বাড়ী ফিরিবে ভাবিয়া তা'রা আহ্লাদে আটখানা হইয়া, দলে দলে ছুটিয়া আসিয়া তোমায় দেখিবে। আর কত জল্পনা-কল্পনা করিবে। তাহারা প্রোষিত-পতিকা, চুল বাঁধে না, তেল মাখে না। মুখ তুলিয়া তোমার দিকে চাহিবার সময়ে সেই এলোমেলো চুলের ঝাপটাগুলি আসিয়া মুখে পড়ে, ভালো করিয়া তোমায় দেখিতে পায় না, দেখিয়া দেখিয়া সাধ মিটাইতে পারে না, তাই হাত দিয়া সেই চুলগুলিকে মাথার উপর চাপিয়া ধরিয়া তোমার দিকে চাহিবে, তুমি উপর হইতে সেই মৃণাল কণ্ঠীদের চাঁদের মত মুখের বাঁক দেখিতে পাইবে। যোল আনা ফোটা পদ্মের মত মুখখানি দেখিয়া তোমার চোখ সার্থক হইবে। তারা জানে, তুমিই তাদের স্বামীদিগকে এ সময়ে বাড়ীতে আনিয়া দাও, তাই কৃতজ্ঞতায় সে মুখ কত সুন্দর দেখাইবে! মেঘ! আমার মত পরাধীন ছাড়া এমন আর কেহই নাই, যে তোমার উদয়ে বিদেশে পড়িয়া থাকে ॥ ৮ ॥

হইতে পার, তুলোর মত হইয়া উড়িতে পার, এ কি কম কথা! এই দেখে শুনেই তা যা'র তা'র কাছে না গিয়া তোমার দুয়ারে ধন্না দিতেছি। এই ভাবের খোসামোদ জুড়িয়া বস্ কাজ আদায় করিয়া লইতেছে এ কি পাগলের কথা? ॥ ৬ ॥

তার পর লোভও কম দেখাচ্ছে না। ধন কুবেরদিগের, স্বর্গের "জগৎশেঠদিগের" গাঁয়ে তোমাকে যাইতে হইবে। সেটা ভোগের ক্ষেত্র, বিলাসের ভূমি। ন্যাংটা আদের বাগান দিয়া হাঁটিয়া গেলেও দু'চারটা পায়ে ঠেকে, চোখে পড়ে। আর যদি প্রাণ ধর্ম্মোন্মাদ থাকে, তবে ত কথাই নাই। একেবারে হাতে হাতে মুক্তি। দেবাদিদেব স্বয়ং নগরের বাহিরে বসিয়া নগর আলোকিত করিতেছেন। এক তাঁহার ললাটচন্দ্রের জ্যোৎস্নাতেই গোটা নগরটা হাসিতেছে। তোমার তীর্থগমন, দেবদর্শন, উপভোগ সমস্তই হইবে, আর সেই সাথে, বোঝার উপর শাকের আঁটীর মত এই গরীবের কাজটুকুও গৌণভাবে হইয়া যাইবে। এ কি কম কথা? ॥ ৭ ॥

অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি লইয়াও যক্ষ চাকরী করিতে গিয়াছিল দাসত্ব করিতে গিয়াছিল, ফলও হাতে হাতে পাইল। আজ বুঝিতেছে যে, সে কি বকুমারিই করিয়াছে কুবের রাজ-সরকারে চাকরী লইয়া। নিজের যা' ছিল, তাতেই যদি সে সন্তুষ্ট থাকিয়া স্বাধীনতা বিসর্জ্জন না দিত, কোথায় লাগে তার কাছে দ্বিতীয় বাদ্‌সা! তাই বড় খেদে তা'র মনের নিগূঢ় কথাটা বাহির হইয়া পড়িল ॥ ৮ ॥

মন্দং মন্দং নুদতি পবনশ্চানুকূলো যথা ত্বাং বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকস্তে সগন্ধঃ।
গর্ভাধান-ক্ষণ-পরিচয়ান্নূনমাবদ্ধমালাঃ সেবিষ্যন্তে নয়ন-সুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ ॥ ৯॥

তাঞ্চাবশ্যং দিবস-গণনাতৎপরামেকপত্নীমব্যাপন্নামবিহতগতির্দ্রক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াম্।
আশাবন্ধঃ কুসুম সদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং সদ্যঃপাতি প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রয়োগে রুণদ্ধি ॥ ১০ ॥

অন্বয়।—অনুকূলঃ পবনঃ চ ত্বাং মন্দং মন্দং যথা নুদতি, অয়ং সগন্ধঃ তে বামঃ চাতকঃ মধুরং নদতি, গর্ভাধানক্ষণপরিচয়াৎ খে আবদ্ধ-মালাঃ বলাকাঃ নয়ন-সুভগং ভবন্তং নূনং সেবিষ্যন্তে ॥ ৯ ॥

ত্বম্ অবিহত-গতিঃ সন্ দিবস-গণনাতৎপরাং অব্যাপন্নাম্ একপত্নীং তাং ভ্রাতৃজায়াম্ অবশ্যং চ দ্রক্ষ্যসি। হি (যতঃ) আশাবন্ধঃ—প্রণয়ি, কুসুম-সদৃশং, বিপ্রয়োগে সদ্যঃপাতি অঙ্গনানাং হৃদয়ং প্রায়শঃ রুণদ্ধি। ১০ ॥

বঙ্গার্থ।—ভাই! আজ বড় সুদিন। যাত্রার পক্ষে মাহেন্দ্রক্ষণ। ঐ দেখ, আষাঢ়ের "বাদ্‌লা হাওয়া" কেমন দক্ষিণ দিক্ হইতে উত্তরে, তুমি যে দিকে যাইবে, সেই দিকে বাইতেছে, সুতরাং পবন তোমার অনুকূল; আবার ঐ তোমার বামদিকে, দেখ, আনন্দে বিভোর হইয়া চাতক পাখীরা কি সুন্দর গান ধরিয়াছে, এও বড় কম শুভচিহ্ন নহে। আবার, তুমি এই সময়ে যখন আকাশে উড়িয়া বেড়াও, তখন অন্যান্যবারের ন্যায় এবারেও বক-মিথুনের ঝাঁক মালার মত গিয়া উড়িতে উড়িতে তোমার গায়ে পড়িবে, তোমার সেবা করিবে, কেন না—তাহা তোমার আড়ালে ছাড়া অন্য কোথাও মিলিবার সুযোগ পায় না; পাইলেও মেলে না। তাই বলিতে-ছিলাম, যাত্রার শুভ-লগ্ন উপস্থিত, বৃথা কালহরণ করিও না। রওনা হও। ৯ ।

মেঘ! সাড়া দিচ্ছ না কেন? কি ভাবিতেছ? অত দূরে—অলকায় গিয়া তাকে দেখিতে পাইবে কি না,—ভাবিতেছ? আমি বলিতেছি, খুব পাইবে। সে তার স্বামীর একমাত্র পত্নী,—আর তার স্বামীও তার একমাত্র পতি, দু'জনেই দু'জনের অনন্য-পরতন্ত্র অবলম্বন। যদি আমার আর পাঁচটা পত্নী থাকিত, তবে আমার বিরহটা তার তত লাগিত না। আমি যে কেবল তারই,—এ কথা সে বেশ জানে। সে কি আমার আশা ছাড়িতে পারে? তুমি গিয়া দেখিবে—সে কোনো বিপদে পড়ে নাই, মরে নাই। সে কি মরিতে পারে? আমার আশা ছাড়িয়া মরাও যে তার পক্ষে অসম্ভব। গিয়া দেখিবে যে, বসিয়া বসিয়া সে দিন গণিতেছে। অভিশাপের এক বছরের আর কত বাকি,—সেই হিসাব করিতেছে। ভাই মেঘ! তোমার সে ভ্রাতৃজায়াকে—তোমার বউদিদিকে, এখনও যদি তাড়াতাড়ি যাও, দেখিতে পাইবেই। কিন্তু সম্মুখে দুরন্ত বর্ষা, বিরহীর কালস্বরূপ বর্ষা, পথে যদি দেরি কর,—এটা সেটায় বিলম্ব কর, তবে হয় ত,—সে তত দিনে মরিয়া যাইবে।—এখনও সে আশায় বুক বাঁধিয়া আছে। মিলনের আশা বড় আশা। সে আশায় ফুলের মতন কোমল নারী-হৃদয়—বৃন্তে যেমন ফুলটিকে টানিয়া রাখে, সেইরূপ টানিয়া রাখে। যতক্ষণ আশ, ততক্ষণ তাদের শ্বাস,—আশা ফুরাইলেই, বিচ্যুতবৃন্ত কুসুমের মত সেই নারীর জীবন শুকাইয়া যায়,—উড়িয়া যায়। সুতরাং দেরী করিও না ॥ ১০ ॥

তাৎপর্য্য।—অলকায়, ভোগের অগন্নাথক্ষেত্রে বিরহিণী যক্ষবধূ একাকিনী বিরহবেদনায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে। ভোগের সময়ে, মিলনের সময়ে যে যে বস্তু দম্পতির হৃদয় উন্মত্ত করিয়া দিত, ভোগের সে সব উপকরণ তেমনই ভাবে তথায় রহিয়াছে, নাই শুধু ভোক্তা ব্যক্তি। সেই নির্বান্ধব পুরীর ভিতর দুঃখিনী চিরযুবতী একা পড়িয়া দিন-রাত্রি কাটাইতেছে! কি কষ্ট! সেখানে মেঘকে পাঠাইতেছি। একে মেঘ, তাতে আবার যাইতেছে গোপনীয় খবর লইয়া, বিরহী পতির প্রণয়সঙ্গীত লইয়া সেই বিরহিণীকে গাহিয়া শুনাইতে। না পাঠাইয়া উপায় নাই। বর্ষায় মেঘকে বড় বিশ্বাস করা চলে না। বৃষ্টি হোক্ না হোক্, ছাতাটা হাতে করিয়া সবাই বাহির হয়। তাই হিসাব-দুরস্ত যক্ষ পাগল

কর্ত্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রামবন্ধ্যাং তচ্ছ্রুত্বা তে শ্রবণ-সুভগং গর্জ্জিতং মানসোৎকাঃ।
আ কৈলাসাদ্ বিস-কিসলয়চ্ছেদপাথেয়বন্তঃ সম্পৎস্যন্তে নভসি ভবতো রাজ-হংসাঃ সহায়াঃ ॥ ১১ ॥

আপৃচ্ছস্ব প্রিয়সখমমুং তুঙ্গমালিঙ্গ্য শৈলং বন্দ্যৈঃ পুংসাং রঘুপতিপদৈরঙ্কিতং মেখলাসু।
কালে কালে ভবতি ভবতো যস্য সংযোগমেত্য স্নেহব্যক্তিশ্চিরবিরহজং মুঞ্চতো বাষ্পমুষ্ণম্ ॥ ১২ ॥

অন্বয়।—যৎ গর্জ্জিতং মহীম্ উচ্ছিলীন্ধ্রাম্ অবন্ধ্যাং কর্ত্তুং প্রভবতি, শ্রবণসুভগং তে তৎ গর্জ্জিতং শ্রুত্বা মানসোৎকাঃ বিস-কিসলয়চ্ছেদ পাথেয়বন্তঃ রাজহংসাঃ নভসি আ কৈলাসাৎ ভবতঃ সহায়াঃ সম্পৎস্যন্তে চ ॥ ১১ ॥

প্রিয়সখং তুঙ্গং, পুংসাং বন্দ্যৈঃ রঘু-পতি-পদৈঃ মেখলাসু অঙ্কিতম্ অমুং শৈলম্ আলিঙ্গ্য আপৃচ্ছস্ব, কালে কালে ভবতঃ সংযোগম্ এত্য চিরবিরহজম্ উষ্ণম্ বাষ্পং মুঞ্চতঃ যস্য স্নেহ-ব্যক্তিঃ ভবতি ॥ ১২ ॥

বঙ্গার্থ।—ভাই! তবুও চুপ করিয়া রহিলে যে! একা যাইতে হইবে—তাই দ্বিধা করিতেছ? না? পথে তোমার সঙ্গীর অভাব হইবে না। যে যে দিক্ দিয়া যাবে, তোমার সেবা করিবে, তোয়াজ করিবে। তুমি ত জানো, বর্ষাকালে—রাজহাঁসগুলি এ দেশে থাকে না, সে আমাদের পাড়ার ধারে মানস-সরোবরে উড়িয়া যায়। তারা পাখীর মধ্যে, হাঁসের মধ্যে রূপে, গুণে, চলনে, কথনে রাজা, তাই তাদের নাম রাজহাঁস। তারা মুখে এক এক খণ্ড সাদা মৃণাল লইয়া তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে, গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ তুমি, তোমার নীচে সাদা রাজহাঁসের ঝাঁক, আর তাদের লাল চঞ্চুপুটে অমল-ধবল মৃণালের টুকুরো, আ মরি মরি। কি শোভা! তারাই ত কৈলাস পর্য্যন্ত তোমার সাথী হইবে। তবে আর তোমার ভাবনা কি? তোমার যে গর্জ্জনে মন-প্রাণ কান সব জুড়াইয়া যায়, তোমার যে গর্জ্জনে পৃথিবী ফাটিয়া ভুঁইফোড় ফুল কাঁপিতে কাঁপিতে মাথা তুলিয়া দেখা দেয় এবং দেখা দিয়া—ঘোষণা করে যে, এবার পৃথিবী শস্য-শালিনী হইবে, কেন না, ওরূপ ফুল ফুটিলে খুব শস্য হয়; তোমার সেই গর্জ্জন শোনামাত্রেই রাজহাঁসগুলির প্রাণ মানসে যাইবার জন্য উড়ু উড়ু করে, আর থাকিতে পারে না, তারাই ত তোমার পথে সহায় হইবে, অতএব আর ভাবনা কিসের? এইবার রওনা দাও ভাই! ॥ ১১ ॥

ভাই! আর দেরি কেন? এইবার যাত্রা কর! তোমার বহুকালের বন্ধু, যে সে বন্ধু নয়, বন্ধুর মত বন্ধু, ঐ সর্ব্বাংশে সর্ব্বোত্তম মিত্র—পর্ব্বতের সঙ্গে কোলাকুলি করিয়া বিদায় লও। যাত্রাকালে উহাকে আলিঙ্গন করিলে মনস্কামনা সিদ্ধ হইবে। কেন না—উহার মেখলা-সমূহের প্রতি উপলখণ্ড ত্রিলোকপূজ্য রামচন্দ্রের পদরেণুপূত ও পদচিহ্নে অঙ্কিত। আর কোন্ পর্ব্বত উহার ন্যায় সৌভাগ্য-শালী? নিদাঘের দীর্ঘ সন্তাপ ভোগের পর ঐ গিরি যখন তোমাকে পায়, তোমার প্রথম জলবিন্দু উহার উপর পড়ে, তখন, তুমি কি দেখ নাই,—দীর্ঘবিরহের সন্তাপ বাষ্পাকারে উহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে বাহির হয়? আর সারা গায়ে হিমবিন্দুবৎ কেমন বিন্দু বিন্দু জল দেখা দেয়। ভাই রে। ও ত জল নয়, তোমাকে পাইয়া উহার আনন্দ বিগলিত হৃদয়ের স্নেহবিন্দু। এমন যে প্রেমিক মিত্র, তাকে বিদায়কালে একবার কোলাকুলি করিয়া যাও ॥ ১২ ॥

মেঘকে ভাই-এর স্থানে ফেলাইয়া সম্পর্ক পাতাইল। বলিল, এইভাবে গিয়া তোমার ভ্রাতৃজায়াকে দেখিতে পাইবে। ছোট ভাই হও, খুব ভালো কথা, তোমার বউদিদি তোমার পূজনীয়া। আর যদি বড় ভাই হইতে চাও—রাজি আছি। সে তোমার "ভাদ্রবউ",—দূরে থেকে যত পার বলিও কহিও, কাছে ঘেঁসিও না। পাপ, পাপ, মহাপাপ! কি সুন্দর পাগল! ॥ ১০ ॥

মার্গং তাবচ্ছৃণু কথয়তস্ত্বৎপ্রয়াণানুরূপং সন্দেশং মে তদনু জলদ ! শ্রোষ্যসি শ্রোত্র-পেয়ম্ ।
খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরিষু পদং ন্যস্য গন্তাসি যত্র ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ পরিলঘু পয়ঃ স্রোতসাঞ্চোপযুজ্য ॥ ১৩ ॥

অন্বয়।—অয়ি জলদ ! ত্বৎপ্রয়াণানুরূপং মার্গং কথয়তঃ (মত্তঃ) তাবৎ শৃণু, তদনু শ্রোত্র-পেয়ং মে সন্দেশং শ্রোষ্যসি, যত্র (মার্গে) খিন্নঃ খিন্নঃ (সন্) শিখরিষু পদং ন্যস্য ক্ষীণঃ ক্ষীণঃ (সন্) স্রোতসাং পরিলঘু পয়ঃ উপযুজ্য চ গন্তাসি ॥ ১৩ ॥

বঙ্গার্থ।—মেঘ ! কি ভাবিতেছ ? কোন্ পথে যাইতে হইবে ? আমি বলিয়া দিচ্ছি। তোমার যাবার মত পথের পরিচয়, ঠিকানা—সমস্ত খুলিয়া বলিতেছি, একটু প্রণিধান করিয়া শোন, আর হৃদয়ে গাঁথিয়া লও। "তোমার যাবার মত" বলিলাম কেন, জান ? তুমি এখন নববর্ষার নবীন জলদ, জলরাশিতে পরিপূর্ণ। অতএব তোমাকে অনেক হিসাব করিয়া চলিতে হইবে। পাৎলা—হাল্কা জলশূন্য মেঘের মত তুমি ত আর অতি ঊর্দ্ধে উঠিতে পারিবে না ; আর এ স্থান হইতে সোজাসুজিও অলকায় যাইতে পারিবে না। অনেক এঁকে বেঁকে যাইতে হইবে, কত পাহাড়-পর্ব্বত পথে পড়িবে, কোথাও এড়াইয়া, ডাইনে বামে সরিয়া চলিতে হইবে। আমি সে সকল মুলুক-সন্ধান জানি, তাই বলিতেছি,—তোমার যাবার মত পথের বিবরণ শোন ! ভাই ! তার পর আমার প্রিয়ার নিকটে যে সংবাদ দিতে হইবে, তাহা শুনিও। নিশ্চয় বলিতেছি, তোমার "কানের ভিতর দিয়া মরমে পশিবে।" ভাই ! যখন দেখিবে ক্লান্ত হইয়াছ,—আর চলিতে পারো না, তখনই সে পথে, তুমি পাহাড়ে পাহাড়ে একটু আধটু বিশ্রাম করিয়া যাইতে পারিবে, না হয়—সেখানে একটু জলই কমাইয়া লইও। আবার যদি বোঝ যে, একটু হাল্কা হইয়াছে, বাতাসে অন্যত্র উড়াইয়া লইতেও পারে, অমনি সে পথের পার্ব্বত্য নির্ঝরিণীর অতি স্বাদু অতি হাল্কা স্রোতের জল, না হয়, খানিকটা পান করিয়া গায়ে বল করিয়া লইতে পারিবে ॥ ১৩ ॥

তাৎপর্য্য।—প্রাকৃতিক নিয়মে যাহা যেমন ঘটে, কবি, ঠিক তাহা তেমনি ভাবে লইয়া যক্ষের অনুকূলে বর্ণনা করিয়াছেন। কোথাও যক্ষের মুখ দিয়াই বলাইয়াছেন। জলভরা মেঘ যখন আকাশে উড়িতে থাকে, তখন গিয়া গিয়া পাহাড়ে ধাক্কা খায়। পাহাড়ের গায়ে আট্‌কাইয়া যায়। শেষে সেই স্থানেই প্রচুর বর্ষণ করে। জলহীন হাল্কা মেঘ যত উঁচুতে উঠিতে পারে, জল-ভরা মেঘ ততটা পারে না। জল ঝরিয়া যায়। তাই পাহাড় অঞ্চলে বৃষ্টিও অত বেশী হয়। জলপূর্ণ গতিশীল মেঘকে পাহাড়ে প্রতিহত হইতেই হয়। যক্ষ প্রকৃতির এই ঘটনাকে কেমন নিজের অনুকূল করিয়া লইল। চলিতে চলিতে যেমন তুমি ক্লান্তি বোধ করিবে, অমনি আমার প্রদর্শিত পথের মধ্যবর্ত্তী পাহাড়গুলিতে তোমার দেহটা হেলাইয়া লাগাইয়া বিশ্রাম করিয়া লইবে। পরে খানিক জল না হয় কমাইয়া একটু জিরাইয়া উঠিয়া আবার রওনা দিবে। রওনা হইবার পূর্ব্বে আবার কিছু লঘু ও কষায় পার্ব্বতীয় জল পান করিয়া লইও। পাহাড়ের ঐ সকল জল বড়ই অগ্নিবর্দ্ধক, স্বাস্থ্যকর। তুমি একেবারে তাজিয়া খুঁজিয়া refresehd হইতে পারিবে। শরীরে স্ফূর্ত্তি হইবে। সুতরাং নির্ঝর-জল-পান করিতে ভুলিও না ভাই ! আহা, তোমার কত কষ্ট হইবে ! তাই সমস্ত সুবিধা-অসুবিধা খুলিয়া বলিয়া দিচ্ছি। এই হইল মেঘের প্রতি যক্ষের হিতোপদেশ। কিন্তু আসল মতলবটা আরও গভীর। পাহাড়ে ধাক্কা খাইলেই মেঘের জল ঝরিয়া যাইবে। মেঘ অত্যন্ত পাৎলা, হাল্কা হইয়া পড়িবে। পাহাড়ে' বাতাসে তখন মেঘকে হয় ত সাঁ করিয়া উড়াইয়া অন্যদিকে লইয়া যাইবে। অলকায় আর তা' হ'লে মেঘের যাওয়াই ঘটিবে না। তবেই দেখিতেছি সর্ব্বনাশ ! সুতরাং মেঘকে জল লওয়াইতেই হইবে। জলভরা হইলে আর ওসব ভয় নাই। ঠিক নির্দ্দেশমত গিয়া অলকায় পৌছিতে পারিবে। এই আসল কথাটা গোপন রাখিয়া পাগল যক্ষ কেমন হিতোপদেশ প্রদান করিল। এইরূপ সর্ব্বত্র। পাগলামীতে কি চমৎকার শৃঙ্খলা ! ॥ ১৩ ॥

অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি পবনঃ কিং স্বিদিত্যুন্মুখীভির্দৃষ্টোৎসাহশ্চকিতচকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।
স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলাদুৎপতোদঙ্মুখঃ খং দিঙ্নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্ ॥ ১৪ ॥

রত্নচ্ছায়া-ব্যতিকর ইব প্রেক্ষ্যমেতৎ পুরস্তাৎ বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃখণ্ডমাখণ্ডলস্য।
যেন শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমাপৎস্যতে তে বর্হেণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়।—পবনঃ অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতি কিং স্বিৎ?—ইতি উন্মুখীভিঃ মুগ্ধ-সিদ্ধাঙ্গনাভিঃ চকিত-চকিতং দৃষ্টোৎসাহঃ (সন্) সরসনিচুলাৎ অস্মাৎ স্থানাৎ পথি দিঙ্নাগানাং স্থূলহস্তাবলেপান্ পরিহরন্ উদঙ্মুখঃ (সন্) খম্ উৎপত ॥ ১৪ ॥

(জলদ!) রত্নচ্ছায়াব্যতিকরঃ ইব প্রেক্ষ্যম্ এতৎ আখণ্ডলস্য ধনুঃখণ্ডং পুরস্তাৎ বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি, যেন তে শ্যামং বপুঃ স্ফুরিতরুচিনা বর্হেণ গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ (শ্যামং বপুঃ) ইব অতিতরাং কান্তিম্ আপৎস্যতে ॥ ১৫ ॥

বঙ্গার্থ।—শোন মেঘ! এই সকল পার্ব্বত্য অঞ্চলে অনেক সিদ্ধ (দেবযোনিবিশেষ) সপরিবারে বাস করেন। তুমি এই স্থান হইতে ঠিক সোজা উত্তরদিকে মুখ করিয়া আকাশে উড়িবে। দেখ দেখি নীচের দিকে চেয়ে—কি সুন্দর বেতস-কুঞ্জ সারি সারি সাজান, যেন কেহ চিত্র করিয়া রাখিয়াছে! এই বেতস-কুঞ্জ-শ্রেণী হইতে হঠাৎ আকাশে তোমাকে উড়িতে দেখিয়া, সরলা সিদ্ধাঙ্গনারা, ঐ সিদ্ধগণের সহধর্ম্মিণীরা অবাক্ হইয়া বিস্ময়পূর্ণ নেত্রে তোমার দিকে চাহিয়া তোমার কাণ্ডকারখানাটা দেখিবে ও ভাবিবে যে, হঠাৎ কোন ঝঞ্ঝা বায়ু পাহাড়ের শৃঙ্গ উড়াইয়া নিচ্ছে না কি? তারা এতই ভালো মানুষ পাথর উড়িতে যে, পারে না—এ সামান্য জ্ঞানটাও তাদের নাই। তারা শঙ্কায় হয় ত একটু কাঁপিয়া উঠিবে।—দিকে দিকে যে সকল দিঙ্নাগ আছে, তারা আবার তোমার সাথে লাগিতে আসিবে। তোমার গায়ে হয় ত শুঁড়টা বুলাইতে আসিবে, তুমি ভাই! ওসব দিকে লক্ষ্য করিও না। পথে ঘাটে বিবাদ বাধাইতে নাই। তুমি তাহাদের এড়াইয়া চলিয়া যাইবে। নতুবা এই সব ছোটখাটো ব্যাপারে থাকিলে তোমার পথে বহু বিলম্ব ঘটিবে। তা' ক'রো না ভাই! লক্ষ্মীটি আমার! ॥ ১৪ ॥

মেঘ! ঐ দেখ সম্মুখের দিকে চেয়ে,—নানা প্রকার রত্নের লাল নীল সবুজ-পীত নানাবিধ রং একত্র মিশিলে যেমন সুন্দর দেখায়, তেমনই সুন্দর ইন্দ্রধনুঃ ঐ পর্ব্বতের উপরিস্থিত উইএর মাটির স্তূপ হইতে কেমন ধীরে ধীরে উঠিতেছে। দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। তুমি উত্তর দিকে রওনা হইলে ঐ ইন্দ্রধনুর অন্ততঃ খানিকটা তোমার মাথায় দক্ষিণ দিকে লাগিবে। আ-মরি! তখন তোমার কি অপূর্ব্ব শোভাই জন্মিবে। গোপাল-বেশে নবঘন-শ্যাম শ্যাম যখন মনোহরকান্তি ময়ূরের পুচ্ছ তাঁহার মোহন চূড়ায় হেলাইয়া শোভা পান, ভাই, তোমার শ্যাম কলেবরও তেমনি অপূর্ব্ব শোভা প্রাপ্ত হইবে ॥ ১৫ ॥

এই কবিতায় প্রসিদ্ধ টীকাকার মল্লিনাথ একটি অন্য অর্থের "ধ্বনি" করিয়াছেন। তিনি বলেন, কবি কালিদাস কৌশলে, এই শ্লোকে, স্বীয় উপাদেয় মেঘদূত প্রবন্ধকে লক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন যে, এই স্থানে আমার সহপাঠী নিচুলনামা এক অতি রসিক মহাকবি আছেন, তিনি, যে সকল লোকে কেবল আমার লেখায় দোষানুসন্ধান করিয়াই বেড়ায়, তাহাদের অলীক দোষ খণ্ডন করিয়া থাকেন, অতএব, কেহ যদি. যে মদীয় মেঘদূত! তোমার অযথা দোষ প্রদর্শন করে, নিচুলই তাহার যথোচিত ব্যবস্থা করিবেন, দোষ খণ্ডন করিবেন। সুতরাং দোষহীন তুমি, মুখ উঁচু করিয়া সর্ব্বত্র বিচরণ করিবে। আমার প্রতিপক্ষ দিঙ্নাগাচার্য্য, তাঁহার স্থূল হাত নাড়িয়া যতই আমার বিরুদ্ধে তর্কবিতর্ক করুন না কেন, তুমি তাহাতে দৃক্পাত না করিয়া চলিয়া যাইও। তোমাকে দেখিয়া সিদ্ধগণ অর্থাৎ মহাকবিগণ ও তাঁহাদের পত্নীগণ মনে করিবেন যে, এতদিনে দিঙ্নাগাচার্য্যের গর্ব্ব খর্ব্ব হইল, কালিদাসের সর্ব্বোত্তম প্রবন্ধের সমক্ষে দিঙ্নাগ মাটী হইলেন, তাই তাঁহারা সবিস্ময়ে তোমাকে দেখিবেন। প্রত্নতাত্ত্বিকগণের অনেকে মল্লিনাথের এই লেখার উপর অতিশয় নির্ভর করিয়া কালিদাসের সময় লইয়া বহু টানাটানি করিয়াছেন। কেহ কালিদাসকে ষষ্ঠ শতাব্দীতে, কেহ বা আরও ২।৩ শত বৎসর পূর্ব্বে লইয়া গিয়াছেন, কেহ আবার দুই-চারিটা চুটকি বোল ঝাড়িয়া, মল্লিনাথকেও টিট্‌কারি দিয়াছেন। কালিদাসের কাল-নির্ণয় প্রসঙ্গে এ বিষয় আলোচিত হইবে ॥ ১৪ ॥

ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ প্রীতি-স্নিগ্ধৈর্জনপদবধূ-লোচনৈঃ পীয়মানঃ।
সদ্যঃ সীরোৎকষণ-সুরভি ক্ষেত্রমারুহ্য মালং কিঞ্চিৎ পশ্চাদ্ ব্রজ লঘুগতির্ভূয় এবোত্তরেণ ॥ ১৬ ॥

অন্বয়।—কৃষিফলং ত্বয়ি আয়ত্তম্ (স্বধীনম্ ইতি প্রীতিস্নিগ্ধৈঃ ভ্রূবিলাসানভিজ্ঞৈঃ জনপদবধূলোচনৈঃ পীয়মানঃ (সন্) (ত্বং) সদ্যঃ সীরোৎকষণসুরভি মালং ক্ষেত্রম্ আরুহ্য কিঞ্চিৎ পশ্চাৎ লঘুগতিঃ (সন্) ভূয় এব উত্তরেণ ব্রজ ॥ ১৬ ॥

বঙ্গার্থ।—ভাই। কৃষিকর্ম্মের ফল, সারা বছর ধরিয়া প্রাণ-পাতী পরিশ্রমে চাষবাস করার ফল একমাত্র যে তোমারই হাতে, তুমি কালে বর্ষণ না করিলে সমস্তই পণ্ড হয়, এ কথা কে না জানে? তাই আজ তুমি যখন দেখা দিবে, তখন সরলা কৃষক-পত্নীরা আশায় বুক ভরিয়া তোমার দিকে চাহিয়া থাকিবে, তাহাদের প্রাণেশ্বরদিগের সকল শ্রম যার কৃপায় সার্থক হয়, সেই তোমাকে প্রীতিপূর্ণ উজ্জল-নয়নে ঐ পল্লীবধূরা দেখিবে, দেখিবে, দেখিবে। আশা আর মিটিবে না। ভাই রে, সে চাহনিতে কপটতা নাই। বিলাস নাই। ভঙ্গি নাই। কুটিল কটাক্ষ নাই। সে চাহনিতে পুরুষের মন ভুলানো ভ্রূ লতার নৃত্য নাই বা কোন রকম হাব-ভাব নাই। সে চাহনিতে পাইবে তুমি কেবল সরলতা, শুধু ভালোবাসা, আর অপার্থিব প্রেম, ছলনা-শূন্য প্রীতি, জ্যোৎস্নার মত নির্ম্মল অমৃত আর কুসুমের মত পবিত্র কান্তি। তাদের নয়নের আকর্ষণ দেখিলে তোমার মনে হইবে, যেন সেই পল্লী-সুন্দরীরা তোমাকে চোখে চোখেই পান করিয়া ফেলিল। কি অদৃষ্ট তোমার। এইরূপে তুমি গিয়া উচ্চ ও কর্ষিত ভূমিখণ্ডের উপর উঠিবে। গিরিগাত্রের ঐ কর্ষিত ভূমি একেই ত গ্রীষ্মের প্রখর তাপে তাপিত আছে, তার পর তোমার এক পসলা পাতলা বৃষ্টি যেমন উহাতে পড়িবে, তখনি ঐ প্রতপ্ত ক্ষেত্র হইতে কি সুন্দর এক সোঁদা গন্ধ উঠিবে, চারি দিক্ সে গন্ধে ভর হইয়া যাইবে। তুমি ঐ মনোহর সৌরভ আঘ্রাণ করিতে করিতে একটু অগ্রসর হইয়াই কিছুদূর পশ্চিমে সরিয়া গিয়া পরে আবার উত্তর-দিকে ত্বরিতগমনে চলিয়া যাইও ॥ ১৬ ॥

তাৎপর্য্য।—কালিদাস বাল্মীকির বর্ণিত বিষয়ের পুনর্বর্ণন করিতে কখনও প্রয়াস পান নাই, রঘুবংশের ব্যাখ্যা-বসরে বিশদরূপে এ তথ্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। এই কবিতাও তাঁহার সেই প্রতিজ্ঞার প্রমাণ পাইতেছি। কেন না, মানচিত্রের সহিত মিলাইয়া দেখুন, মেঘ যদি রামগিরি হইতে একেবারে তীরের মত সোজা উত্তরদিকে অলকায় যায়, তবে তাহাকে রামায়ণ-বর্ণিত লঙ্কা হইতে প্রতিনিবৃত্ত রামসীতার পুষ্পকরথ যে যে পথে অযোধ্যায় ফিরিয়াছিল, সেই পথের অনেকটা দিয়া যাইতে ইহবে। সেই ভরদ্বাজাশ্রম, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম, অযোধ্যা প্রভৃতির উপর দিয়া যাইতে হইবে। মেঘদূতের নবীন কবি সে পথে যান নাই। বাল্মীকির সহিত স্বীয় রচনার তুলনায় অবসর আদৌ দেন নাই। অবশ্য পরিণত বয়সের লেখা রঘুবংশে এ নিয়মের কিঞ্চিৎ ব্যত্যয়, কবি, ইচ্ছা করিয়াই করিয়াছেন। বাল্মীকি ৫।৭টি শ্লোকে আকাশপথচারী রামসীতার পথের যে বর্ণন করিয়াছেন. কালিদাস, সেই পথেরই বর্ণনে রঘুবংশের সর্ব্বোত্তম অংশ ত্রয়োদশ সর্গটা লিখিয়া ফেলিয়াছেন। আত্মসত্তায় তখন অসীম বিশ্বাস, আত্মশক্তিতে তখন অপরিমিত নির্ভর। তাই বাল্মীকি যাহা এক-এক শ্লোকে বলিয়াছেন.—

"এষা সা যমুনা দূরাৎ দৃশ্যতে চিত্র-কাননা। ভরদ্বাজাশ্রমঃ শ্রীমান্ দৃশ্যতে চৈষ মৈথিলি ॥ ৫০ ॥
ইয়ঞ্চ দৃশ্যতে গঙ্গা পুণ্যা ত্রিপথগামিনী। শৃঙ্গবেরপুরঞ্চৈতৎ গুহো যত্র সখা মম। ৫১।
এষা সা দৃশ্যতে সীতে। রাজধানী পিতুর্মম। অযোধ্যা, কুরু বৈদেহি। প্রণামং, পুনরাগতা। ৫২।

লঙ্কাকাণ্ড, রামায়ণ।

এই সব স্থলে কালিদাসের কল্পনা-সুন্দরী যেন স্বতন্ত্রার মূর্ত্তি পরিগ্রহপূর্ব্বক দশহাতে সৌন্দর্য্য-সুধা-বৃষ্টি করিতে করিতে ছুটিয়াছেন। সুতরাং বাল্মীকির বর্ণিত বিষয়ের সবিস্তর বর্ণনে সুন্দর ছাড়া অসুন্দর হয় নাই। আবার তুলনারও তেমন সুযোগ ঘটে নাই। কালিদাসের অমন যে—

"বৈদেহি। পশ্য মলয়াদ্ বিভক্তং মৎ-সেতুনা ফেনিলমম্বুরাশিম্।"

বলিয়া সমুদ্র ত্রয়োদশে সেতুবন্ধ সাগরের বর্ণন, তাহার বীজ বাল্মীকির রামায়ণে শুধু—

এষ সেতুর্ময়া বদ্ধঃ সাগরে লবণার্ণবে। তব হেতোর্বিশালাক্ষি। নলসেতুঃ সুদুষ্করঃ ॥

(১৭, ১৭, লঙ্কা, রামায়ণ)।

ত্বামাসারপ্রশমিতবনোপপ্লবং সাধু মূর্দ্ধ্না বক্ষ্যত্যধ্বশ্রমপরিগতং সানুমানাম্রকূটঃ।
ন ক্ষুদ্রোঽপি প্রথম-সুকৃতাপেক্ষয়া সংশ্রয়ায় প্রাপ্তে মিত্রে ভবতি বিমুখঃ কিং পুনর্যস্তথোচ্চৈঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়। আম্রকূটঃ (নাম) সানুমান্ আসারপ্রশমিত-বনোপপ্লবম্ অধ্বশ্রম-পরিগতং ত্বাং মূর্দ্ধ্না সাধু বক্ষ্যতি। ক্ষুদ্রঃ অপি প্রথমসুকৃতাপেক্ষয়া সংশ্রয়ায় প্রাপ্তে মিত্রে বিমুখঃ ন ভবতি যঃ তথা উচ্চৈঃ (উন্নতঃ) (সঃ) কিং পুনঃ ? ॥ ১৭ ॥

ভাবার্থ।—ভাই! এই মালভূমির উপর দিয়া হামাগুড়ি দেওয়ার মত চলিয়া উপরে উঠিতে তোমার খুব শ্রম হইবে, সন্দেহ নাই; কিন্তু সে জন্য তুমি ভাবিও না। উপরে উঠিলেই প্রথমে তোমার সম্মুখে ঐ আম্রকূট নামক পর্ব্বত পড়িবে। ঐ দেখ, ঐ পর্ব্বত; তোমার যাওয়ার পূর্ব্ব হইতেই কেমন মাথা উঁচু করিয়া আছে, যেন দেখিতেছে যে, তুমি কতদূরে আছ। তোমার কাছে ও বড়ই ঋণী। উহার পূর্ব্ববর্ত্তী বনরাজি যখন দাবানলে পুড়িতে সুরু করে, দাউ দাউ করিয়া জ্বলে, তখন এক তুমিই গিয়া জল-ধারা-বর্ষণে সেই নিদাঘের দাবদাহ নিবাইয়া থাক। আর কেহ যায় না। ও কি তোমাকে ভুলিতে পারে? আজ তুমি পথের শ্রমে যখন ক্লান্ত হইবে, ঐ আম্রকূটই মাথার উপর তোমাকে বসাইয়া তোমার শ্রম দূর করিবে। অতিবড় যে নীচ, সে-ও কখনো, উপকারী বন্ধুকে আশ্রয়-দানে বিমুখ হয় না, আর ও ত অত উঁচু। ও যে তোমাকে আশ্রয় দিয়া কৃতার্থ হইবে, তাতে কি আর সন্দেহ আছে? ১৭ ॥

এই দুইটি শ্লোকাংশে নিহিত রহিয়াছে। রঘুবংশে বাল্মীকির স্বল্প-বর্ণিত বিষয়ের সবিস্তর বর্ণনে কবি যে ক্ষমতার উৎকর্ষ দেখাইয়াছেন, মেঘদূতে তাহা দেখাইতে যান নাই। তাই মেঘকে যক্ষের মুখ দিয়া একটু পশ্চিমে সরিয়া গিয়া উত্তরদিকে যাইতে বলিয়াছেন। আর, তার পর, শৃঙ্গবেরপুরী, প্রয়াগ, ভরদ্বাজাশ্রমপ্রভৃতি স্থানে ভোগী যক্ষের ভোগাসক্ত হৃদয়ের উপযুক্ত তেমন কোন ললিত-মধুর বিলাসের উপকরণ নাই, যাহাতে মেঘের মন ভিজাইতে পারে। মেঘকে ত সাধু সন্ন্যাসীদের মত, পরমহংস-পরিব্রাজকদের মত কেবল তীর্থ-পরিক্রমা ও অক্ষয় পুণ্য-সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে পাঠাইতেছে না, সুতরাং কোথায় কোন্ মুনির আশ্রম, কোথায় কোন্ ত্রিবেণী, তা' শুনাইবার দরকারই বা কি? বাসর-ঘরে বধূর মুখে অন্ততঃ "সকল দুয়ার হইতে ফিরিয়া তোমার দুয়ারে এসেছি"—গানও জমে, কিন্তু "শেষেরো সে দিন ভয়ঙ্কর, কর রে স্মরণ, ভবধাম যবে ছাড়িবে"—গান কি খাপ্ খায়?

এই কবিতার প্রসঙ্গে মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়-কৃত এবং তদানীন্তন রাজাদেশে প্রত্যাহৃত একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বলা হইয়াছিল যে,—"কারণ, মেঘ যদি বরাবর রামগিরি হইতে উত্তরমুখে যায়, সে, আবার সেই গঙ্গাযমুনা-সঙ্গম দিয়া অযোধ্যা দিয়া যাইবে, সুতরাং রঘুবংশের ত্রয়োদশে যে পথে পুষ্পকরথ গিয়াছিল, মেঘকেও সেই পথ দিয়া যাইতে হইবে।"—এই স্থলে দেখিতেছি, লেখকের মতে, রঘুবংশ, মেঘদূতের পূর্ব্বে কালিদাস রচনা করিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই "আবার সেই গঙ্গাযমুনা-সঙ্গমের" পথে অর্থাৎ একবার বর্ণিত বিষয়ের পুনর্বর্ণনে কালিদাস প্রবৃত্ত হন নাই। আমরা এই উক্তির সমীচীনতা বুঝিতে পারিলাম না। রঘুবংশ যে কালিদাসের পরিণত বয়সের এবং অন্যান্য অনেক পুস্তক লিখিবার পরে বিরচিত, ইহা একপ্রকার সর্ব্ববাদি-সম্মত। বিশেষতঃ, একটু সপ্রণিধানে নয়ন সংযোগ করিলেই রঘুবংশে ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। আর মেঘদূত যে কবির কোন্ বয়সের লেখা, তাহাও মেঘদূতেই দেখিতে পাওয়া যায় ও যে কোনো বর্ষীয়ান্ চিন্তাশীল ব্যক্তি পড়িলেই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন। মেঘকে এই পশ্চিম-দিকে হটাইয়া লইয়া উত্তর-দিকে পাঠাইবার আর একটি কারণ অতি সুসঙ্গত বলিয়া মনে হয়। রাম-গিরি হইতে মেঘ যদি সোজা উত্তর-দিকে যায়, তাহা হইলে কালিদাসের চিরপ্রিয় প্রদেশগুলি দেখানো হইবে না, সেই বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণা রেবা, সেই ভুবনবিদিত বিদিশা, সেই বেত্রবতীর ভ্রূবিলাস মধুর মুখ, এবং "নীচৈঃ" পর্ব্বতের মনোরম গুহা-মন্দিরগুলি দেখানো হইবে না, সেই দশার্ণ দেশের সৌন্দর্য্য প্রদর্শিত হইবে না, আর সেই শিপ্রা-তরঙ্গ-শীকর-শীতল মধুর উজ্জয়িনী দেখানো হইবে না, অনেক দ্রষ্টব্য বাদ পড়িয়া যাইবে, ক্লান্ত জলধর উজ্জয়িনীর "সৌধোৎসঙ্গতলে"—একটু বিশ্রাম করিতে পাইবে না, তাই কবি, মেঘকে একটু ঘুরাইয়া দিলেন। বাঁকা পথে লইয়া চলিলেন। এর পর, যেমন যেমন দরকার পড়িবে, মেঘকে আরও ঘুরাইয়া লইবেন। পথ আরও বাঁকা করিয়া দিবেন ॥ ১৬ ॥

বিবরণ—আম্রকূট।—বর্ত্তমান নাম অমরকণ্টক। রামগিরি হইতে মালবদেশে প্রবেশ করিতে গেলেই সর্ব্বপ্রথম এই পর্ব্বত সম্মুখে পড়ে। ইহার একটি মাত্র শিখর। ঠিক মোচার মত ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। তাই ইহার উপর মেঘ বসিলে ইহার সহিত পৃথিবীর স্তনের তুলনা করা হইয়াছে। নাগপুরের সীমান্ত-মধ্যে গোণ্ডানায় (Gondwana)

ছন্নোপান্তঃ পরিণতফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈস্ত্বয্যারূঢ়ে শিখরমচলঃ স্নিগ্ধ-বেণী সবর্ণে।
নূনং যাস্যত্যমরমিথুনপ্রেক্ষণীয়ামবস্থাং মধ্যে শ্যামঃ স্তন ইব ভুবঃ শেষবিস্তারপাণ্ডুঃ ॥ ১৮ ॥
স্থিত্বা তস্মিন্ বনচরবধূ-ভুক্তকুঞ্জে মুহূর্ত্তং তোয়োৎসর্গ-দ্রুততরগতিস্তৎপরং বর্ত্ম তীর্ণঃ।
রেবাং দ্রক্ষ্যস্যুপল-বিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য ॥ ১৯ ॥

অন্বয়।—পরিণত-ফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈঃ (ছন্নোপান্তঃ) অচলঃ স্নিগ্ধ বেণী সবর্ণে ত্বয়ি শিখরং আরূঢ় (সতি), মধ্যে শ্যামঃ শেষবিস্তার-পাণ্ডুঃ ভুবঃ স্তনঃ ইব অমরমিথুনানাং প্রেক্ষণীয়াম্ অবস্থাং নূনং যাস্যতি ॥ ১৮ ॥

বনচরবধূ-ভুক্তকুঞ্জে তস্মিন্ মুহূর্ত্তং স্থিত্বা তোয়োৎসর্গ-দ্রুততরগতিঃ তৎপরং বর্ত্ম তীর্ণঃ (চ সন্) উপলবিষমে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং রেবাং, গজস্য অঙ্গে ভক্তিচ্ছেদৈঃ বিরচিতাং ভূতিং ইব দ্রক্ষ্যসি ॥ ১৯ ॥

বঙ্গার্থ।—ভাই! ঐ যে আম্রকূট পর্ব্বতের কথা কহিলাম, ও শুধু নামে নহে, সত্যিই ওর শিখরদেশটা আমগাছে ভরা। তাই ওর নাম আম্রকূট। খুব বড় একটা নৈবেদ্যের মত বা চিনির মঠের মত কিংবা একটা মোচার মত উহার শিখরটা আকাশে উঠিয়াছে। ও পর্ব্বতের আর তেমন অত উঁচু শৃঙ্গ নাই। ঐ ই যা' একটা। আকাশ ভেদ করিয়া উহার শৃঙ্গটা উঠিয়াছে, আর তাহার সমস্ত গায়ে চারিদিকে বেড়িয়া আমগাছ ও তাহাতে অজস্র পাকা পাকা আম ধরিয়া রহিয়াছে। আমের পাণ্ডু বর্ণে ঐ নৈবেদ্যের মত শিখরটার সমগ্র দেহ একেবারে পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। মেঘ! তেল-কুচকুচে মিশমিশে কালো চুলের বেণীর মত তোমার রং। তুমি গিয়া যখন ঐ পাণ্ডুবর্ণ নৈবেদ্যাকার শৃঙ্গের উপর বসিবে, তখন আকাশ হইতে দেব দম্পতিরা নীচের দিকে চাহিলেই দেখিবেন, যেন ধরণী-সুন্দরীর পীন পয়োধর শোভা পাইতেছে। চারিদিকে পাণ্ডুবর্ণ এবং বৃন্তদেশে শ্যামবর্ণ, উপর হইতে তাঁহারা কত আগ্রহে সে সৌন্দর্য্য দর্শন করিবেন ॥ ১৮ ॥

ভাই। ঐ আম্রকূট পাহাড়ে অনেক কুঞ্জবন আছে, কুঞ্জের মত সাজানো তরুলতার মণ্ডপ আছে। প্রকৃতিদেবীর স্বহস্তে রচিত ঐ সকল কুঞ্জে অরণ্যবাসী, কোল ভিল সাঁওতালদের মত সরল পাহাড়িয়া'রা আসিয়া পরিবার লইয়া কত আমোদ-আহ্লাদ করে, স্ফূর্ত্তি করে। বড়ই রমণীয় স্থান ঐ সকল। নিদাঘের তাপে ঐ কুঞ্জগুলির দুর্দ্দশার চরম হইবার কথা। তুমি একটু বিশ্রামের পর ওখানে খানিক জল বর্ষণ করিয়া কতকটা হাল্কা হইয়া লইয়া পরে কিছুপথ সাঁ করিয়া চলিয়া যাইও। গিয়া দেখিবে, বিন্ধ্য-পর্ব্বতের পাদদেশে গ্রীষ্মের অল্পজলা নর্ম্মদা ধীরে ধীরে বহিয়া যাইতেছে। সেই বিশীর্ণকায়া বহুনির্ঝর-সমষ্টিরূপা নর্ম্মদাকে দেখিলে তোমার প্রাণে ব্যথা লাগিবে। হয় ত তুমি কাঁদিয়াই ফেলিবে। খানিকটা জল তোমার তথায় ঝরিয়া যাইবে। বিশাল বিন্ধ্যের পাদদেশ ছোটবড় পাথরের নুড়িতে, উঁচু-নীচু পাথরে ভরা, কোথাও মোটা মোটা, কোথাও বা সরু সরু পাথরে পরিপূর্ণ স্থান, আর তার মধ্য দিয়া পর্ব্বতের ঝরণা শত সহস্র ধারে এঁকেবেঁকে বহিয়া নীচু সমতলে আসিয়া সব এক হইয়া নর্ম্মদায় মিশিয়াছে। দেখিলে মনে হয় যেন কোনো একগুঁয়ে অরসিক, হৃদয়হীন স্বামীর কাঁকর পায়ের উপর পড়িয়া তার সতীলক্ষ্মী পত্নী ছটফট করিতেছে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া সারা হইতেছে। দুঃখিনীর গায়ের রং পাণ্ডুর হইয়া গিয়াছে, "রেবা" হইয়াছে! বনরাজি শ্যাম বিন্ধ্যপর্ব্বতের দেহ হইতে শত শত ঝরণা আসিয়া নর্ম্মদায় পড়িতেছে, অতি ঊর্দ্ধ আকাশ হইতে নিম্নে সেই নির্ঝরের লাল, গৈরিক, লালচে কোথাও বা সাদা ডোরাগুলি দেখিলে মনে হইবে যেন একটা বড় হাতীর শিঙার করা হইয়াছে; হিঙ্গুল, চন্দন, অঞ্জন, প্রভৃতি গুলিয়া তাদের রাঙা দিয়া হাতীকে সাজাইলে যেমন দেখায়, ঠিক তেমনি দেখিতে পাইবে ॥ ১৯ ॥

বিন্ধ্য নামক যে পর্ব্বতপুঞ্জ আছে, আম্রকূট তাহারই অংশ। তাই ইহার প্রাচীন নাম মেখল, এবং এই আম্রকূট, অমরকণ্টক বা মেখলা হইতে নর্ম্মদা নির্গত হইয়াছে বলিয়াই নর্ম্মদার আর এক নাম মেখলকন্যকা। ("রেবা তু নর্ম্মদা সোমোদ্ভবা মেখল-কন্যকা।" অমর) শোণ নদেরও উৎপত্তিস্থল এই পর্ব্বত। স্কন্দপুরাণে রেবাখণ্ডে এই পর্ব্বতের যথেষ্ট পুণ্যজনকতার কথা আছে। এই আম্রকূট বা অমরকণ্টক হইতে নর্ম্মদার যে প্রথম ধারা সমতলে নামিয়াছে, তাহা "কপিলধারা" নামে স্কন্দপুরাণে

তস্যাস্তিক্তৈর্বনগজমদৈর্বাসিতং বান্তবৃষ্টির্জম্বুকুঞ্জপ্রতিহতরয়ং তোয়মা[redacted]চ্ছেঃ।
অন্তঃসারং ঘন! তুলয়িতুং নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাং রিক্তঃ সর্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায় ॥ ২০ ॥
নীপং দৃষ্ট্বা হরিতকপিশং কেশরৈরর্দ্ধরূঢ়ৈরাবির্ভূত-প্রথম-মুকুলাঃ কন্দলীশ্চানুকচ্ছম্।
জগ্ধ্বারণ্যেষধিকসুরভিং গন্ধমাঘ্রায় চোর্ব্ব্যাঃ সারঙ্গাস্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গম্ ॥ ২১ ॥

অন্বয়।—(অয়ি মেঘ!) বান্ত-বৃষ্টিঃ (সন) তিক্তৈঃ বন-গজমদৈঃ বাসিতং জম্বুকুঞ্জ-প্রতিহতরয়ং তস্যাঃ রেবায়াঃ তোয়ম্ আদায় গচ্ছেঃ। ঘন! অনিলঃ অন্তঃসারং ত্বাং তুলয়িতুং ন শক্ষ্যতি। হি—(যতঃ) রিক্তঃ সর্ব্বঃ লঘুঃ ভবতি, পূর্ণতা গৌরবায় (ভবতি) ॥ ২০ ॥

সারঙ্গাঃ অর্দ্ধরূঢ়ৈঃ কেশরৈঃ হরিতকপিশং নীপং দৃষ্ট্বা অনুকচ্ছম্ আবির্ভূত প্রথম-মুকুলাঃ কন্দলীঃ চ জগ্ধ্বা, অরণ্যেষু অধিক-সুরভিম্ উর্ব্ব্যাঃ গন্ধম্ আঘ্রায় চ জললবমুচঃ তে মার্গং সূচয়িষ্যন্তি ॥ ২১ ॥

বঙ্গার্থ।—আহা! সে স্থানের কি চমৎকার শ্রী। জামগাছের কুঞ্জে কুঞ্জে ঝর্ণার স্রোতগুলি বাধিয়া কল-কল রবে লাফাইয়া লাফাইয়া ছুটিতেছে। জলের যতকিছু আবর্জনা, জামের শিকড়ে, ডালে আটকাইয়া যাইতেছে, আর নির্মল টল্‌টলে জলের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে। জলের যত কিছু দোষ, সব কাটিয়া যাইয়া অতি লঘু, হালকা হইতেছে। আবার বিন্ধ্যপর্ব্বতের বনমাতঙ্গগণের মদবারি সম্পর্কে সে জল কত সুরভি, কোথায় লাগে তার কাছে কর্পূরবাসিত জল। মেঘ! তুমি ত সেখানে বর্ষণ করিবেই, কিন্তু বর্ষণের পর, ঐ স্বাদু, সুরভি, কষায় বারি কতকটা পান করিয়া লইও। বৈদ্যশাস্ত্রমতে ঐরূপ জলই প্রশস্ত, শরীরে বলাধান করে। রামগড় পাহাড় হইতে অতটা পথ যাওয়ায় তোমার দেহ কতকটা অসুস্থ হওয়ার কথা। অতএব "বান্তবৃষ্টি" অর্থাৎ বমন করিয়া ভিতরটা পাতলা করিবার পর ঐ শাস্ত্রানুমোদিত পথ্য বারি কতকটা পান করিও, তাহা হইলে তোমাকে আর ভিতরের কুপিতবায়ুতে কাঁপাইতে পারিবে না। নতুবা বাতের কাঁপুনি ধরিবে। আর তা' ছাড়া যদি তুমি বর্ষণ করার পর খানিক জল ভরিয়া না লও, তা' হলে বাতাসে তোমাকে যে দিকে ইচ্ছা, লইয়া যাইবে। ভিতরে কিছু সার না থাকিলে, ভিতরটা ভারি না হইলে তোমাকে তুলার মত উড়াইয়া লইবে। শুধু তুমি নও, যারই ভিতরটা শূন্য, একেবারে খালি, সে বড়ই লঘু হয়। তাহার অশেষ দুর্দশা ঘটে, আর যার ভিতরটা ভারি, পরিপূর্ণ, রিক্ত নহে, তার গুরুত্ব সর্ব্বত্র। তাহাকে পরের হাতে উঠিতে বসিতে বা নড়িতে চড়িতে হয়। ॥২০॥

মেঘ! তুমি যে পথ দিয়া যাইবে, তাহার কি জাঁকই হইবে! যেন রাজাধিরাজ চক্রবর্ত্তী চলিয়া গিয়াছেন, আর তাঁর ব্যবহৃত রাজবর্ত্ম সাজানো পড়িয়া আছে। তোমার নবজলবর্ষণে কদমগাছগুলিতে কত কদম ফুল ফুটিবে। কতক বা ফোটো ফোটো হইবে, এই ফুটিল আর কি। নূতন জলের ছিট্ লাগিলে ফুটিতে আর ক'দিন লাগে? সেই ফোটা, কতক ফোটা, কতক অফোটা কদমের বৈদূর্য্যগত কেশরগুলিতে সবুজ ও পাংশুবর্ণের মিশ্রণে এক অপূর্ব্ব শোভা জন্মিবে। আবার কচ্ছদেশে অর্থাৎ ভিজে স্যাঁত-সেঁতে জায়গায় একেবারে কুঁড়ি মুখে করিয়া কত ভূঁইচাঁপা (ভুঁইচাপা) উঠিবে। জল পড়িলেই তারা দেখা দেয় ও তাদের ফুল ফোটে। আবার গ্রীষ্মের প্রখর তাপে বনস্থলীগুলি পুড়িয়া একেবারে খাক হইয়াছিল। "ফুটিফাট।" হইয়াছিল। তোমার জলপাতে তাহা হইতে কেমন মধুর সোঁদা গন্ধ উঠিয়া চারিদিক ভর্ করিয়া দিবে। নিদাঘতাপক্লান্ত হরিণ-হরিণীগুলি তোমার জলবিন্দুপাতে শীতল হইয়া একবার উপরে ঐ কদম্বনের শোভা দেখিবে, আবার মুখ নীচু করিয়া ঐ ভুঁইচাপার কুঁড়িগুলি চিবাইয়া চিবাইয়া খাইবে, আর মাটীর ঐ সোঁদা গন্ধ শুঁকিতে শুঁকিতে পাগল-পারা হইয়া তোমার বর্ষণ-চিহ্ন পথে ছুটিবে। যেন জগৎকে দেখাইবে যে; এই পথে জগদানন্দ জলধর গিয়াছেন। কি সৌভাগ্য তোমার! ॥ ২১ ॥

উক্ত হইয়াছে। বিষ্ণুসংহিতায় পঁচাশী অধ্যায়ে "পুষ্করে স্নানমাত্রতঃ সর্ব্বপাপেভ্যঃ পূতো ভবতি। এবমেব গয়াশীর্ষে। অক্ষয়বটে। অমরকণ্টকপর্ব্বতে।" বলিয়া, এই পর্ব্বতের প্রশস্তি কীর্ত্তিত হইয়াছে। (N. L. D. M. H. P. Sastri,) বিষ্ণুসংহিতা। ১৭।

রেবা।—নর্ম্মদার নামান্তর। রঘুবংশের ষষ্ঠবর্গের ৪৭ শ্লোকের বিবরণ দ্রষ্টব্য ॥ ১০ ॥

বিন্ধ্য।—বিন্ধ্যপর্ব্বত ঐ ঐ ৬১ শ্লোকের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎপ্রিয়ার্থং যিযাসোঃ কালক্ষেপং ককুভ-সুরভৌ পর্ব্বতে পর্ব্বতে তে।
শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজল-নয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ প্রত্যুদ্যাতঃ কথমপি ভবান্ গন্তুমাশু ব্যবস্যেৎ ॥২২॥

পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈর্নীড়ারম্ভৈর্গৃহবলিভুজামাকুল-গ্রাম-চৈত্যাঃ।
ত্বয্যাসন্নে পরিণতফল-শ্যাম-জম্বুবনান্তাঃ সম্পৎস্যন্তে কতিপয়দিনস্থায়িহংসা দশার্ণাঃ ॥২৩॥

অন্বয়।—সখে! মৎপ্রিয়ার্থং দ্রুতং যিযাসোঃ অপি তে ককুভ-সুরভৌ পর্ব্বতে পর্ব্বতে কালক্ষেপম্ উৎপশ্যামি; সজল-নয়নৈঃ শুক্লাপাঙ্গৈঃ কেকাঃ স্বাগতীকৃত্য প্রত্যুদ্যাতঃ ভবান্ কথম্ অপি আশু গন্তুং ব্যবস্যেৎ। ২২॥

ত্বয়ি আসন্নে (সতি) দশার্ণাঃ সূচি-ভিন্নৈঃ কেতকৈঃ পাণ্ডুচ্ছায়োপবনবৃতয়ঃ, গৃহবলিভুজাং নীড়ারম্ভৈঃ আকুল-গ্রাম-চৈত্যাঃ, পরিণতফল-শ্যাম-জম্বু-বনান্তাঃ, কতিপয়দিন-স্থায়িহংসাঃ চ সম্পৎস্যন্তে॥ ২৩।

বঙ্গার্থ।—ভাই। আমার প্রিয়ার জন্য তুমি যে তাড়াতাড়ি যাইবে, তাতে আমার সন্দেহ নাই। কিন্তু তবুও দেখিতেছি, পথে প্রতিপর্ব্বতেই তোমার বিলক্ষণ দেরী হইবে। কেন না, জানি ত, তুমি কুরচি ফুল বড়ই ভালোবাস, আর ঐ পর্ব্বতগুলি নববর্ষায় সাদা সাদা অসংখ্য কুরচি-ফুলে একেবারে সাদা হইয়া রহিয়াছে এবং তাদের সৌরভে দশদিক্ আমোদিত হইতেছে। তুমি সেখানে একটু দেরী না করিয়া কি যাইতে পারিবে? তারপর আবার আকাশে তোমার নবজলসম্ভৃত নয়ন-মনোহর কান্তি দর্শনে, তোমাকে যারা প্রাণ দিয়া ভালোবাসে, সেই ময়ূরগণ পেখম তুলিয়া নাচিবে ও তাদের সাদা সাদা জলভরা চোখে, আনন্দ-বাষ্পসিক্ত নয়নে তোমাকে নীল কণ্ঠ উঁচু করিয়া দেখিবে ও মধুর কেকারবে যখন তোমাকে সংবর্দ্ধনা করিবে, তখন তুমি তাহাদের সেই প্রাণের ডাক উপেক্ষা করিয়া কি তাড়াতাড়ি যাইতে পারিবে? কখনই নয়। তুমি ত সহৃদয়, অতিবড় যে পাষাণ, সে-ও অমন আদরের ডাক এড়াইয়া যাইতে পারে না॥ ২২॥

মেঘ! দশার্ণদেশে তুমি গিয়া দেখা দিলে, তা'র যে অপূর্ব্ব শ্রী জন্মিবে, তা একবার ভাবিয়াছ কি? তোমার সঙ্গে সঙ্গে সেই প্রথম হইতে মৃণালকবল মুখে লইয়া যে রাজহাঁসগুলি মানস-সরোবরে যাইতেছিল, তুমি দশার্ণদেশে গেলে, তারাও সেখানে দিনকতক থাকিয়া যাইবে, পরে আবার তোমার সাথে উড়িবে। জামগাছের সারি দিয়া দশার্ণদেশটা আগাগোড়া ঘেরা, আর তার বাহিরে আবার কেতকী-গাছের বেড়া, তার মধ্যে মধ্যে মনোহর উদ্যান। অমন সুন্দর উদ্যানপূর্ণ দেশ ভারতে আর নাই। তোমার আগমনে কেতকীগাছগুলিতে ফুলের কুঁড়ি ছাড়িবে, ফুলের সাদা সাদা কাঁটাগুলি কতক কতক বাহির হইবে। যেন তোমার দর্শনে উদ্যানরাণীর সর্ব্ব-কলেবর কাঁটা দিয়া উঠিয়াছে। ঐ সাদা কেতকীফুলের বেড়ার ভিতরেই শ্রেণিবদ্ধভাবে জাম-গাছ, আর তাতে নীলমণির মত অজস্র পাকা পাকা জাম ফলিয়া। সাদা অতি সাদার পাশে কালো অতি কালো জামগাছ আবার মিশমিশে কালো জামে ভরিয়া, উপর হইতে দেখিতে কেমন, একবার ঠাহর করিয়া দেখ না! ভাবিতেও প্রাণ জুড়াইয়া যায়। তার পর আবার গ্রামের মধ্যে রাস্তার ধারে বড় বড় বড় গাছ, সম্মুখে বর্ষা ভাবিয়া বত গ্রাম্য পক্ষী কাক প্রভৃতি তাহাতে বাসা বাঁধিতে লাগিয়া গিয়াছে। আর তাদের কলরবে সারা গ্রামটা কল-কল করিতেছে। কি সুন্দর চিত্র!॥ ২৩॥

বিবরণ।—দশার্ণ।—দশ+ঋণ=(দুর্গ)=দশদুর্গ-সমন্বিত প্রদেশ। (N. L. D.) মহাভারতের সভাপর্ব্বে "দশার্ণ" নামে দুইটি দেশের উল্লেখ, এবং একটি পশ্চিম দিকের দশার্ণ নকুল কর্ত্তৃক ও পূর্ব্বদিকের দশার্ণ ভীম কর্ত্তৃক বিজিত ও অধিকৃত হয় বলিয়া নির্দ্দেশ আছে। এই দুই দশার্ণের পশ্চিমটি, পূর্ব্ব-মালব এবং ভূপাল-রাজ্য লইয়া গঠিত এবং যা বর্ত্তমান "ভিল্সা" উহার প্রাচীন রাজধানী ছিল (History of Dekkan of Dr Bhandarkar.)। ২৩।

তেষাং দিক্ষু প্রথিত-বিদিশা-লক্ষণাং রাজধানীং গত্বা সদ্যঃ ফলমবিকলং কামুকত্বস্য লব্ধা।
তীরোপান্তস্তনিত-সুভগং পাস্যসি স্বাদু যস্মাৎ সভ্রূভঙ্গং মুখমিব পয়ো .বেত্রবত্যাশ্চলোর্ম্মি ॥ ২৪ ॥
নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসেস্তত্র বিশ্রামহেতোস্ত্বৎসম্পর্কাৎ পুলকিতমিব প্রৌঢ়-পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ।
যঃ পণ্য-স্ত্রী-রতিপরিমলোদ্গারিভির্নাগরাণামুদ্দামানি প্রথয়তি শিলাবেশ্মভির্যৌবনানি ॥ ২৫ ॥

অন্বয়।—দিক্ষু প্রথিতবিদিশা-লক্ষণাং তেষাং (দশার্ণানাং) রাজধানীং গত্বা (ত্বং) সদ্যঃ কামুকত্বস্য অবিকলং ফলং লব্ধা (লপ্স্যসে)। যস্মাৎ (ত্বং) স্বাদু চলোর্ম্মি বেত্রবত্যাঃ পয়ঃ সভ্রূভঙ্গং মুখম্ ইব তীরোপান্ত-স্তনিত-সুভগং (যথা তথা) পাস্যসি ॥

তত্র (বিদিশা-সমীপে) বিশ্রাম হেতোঃ প্রৌঢ়-পুষ্পৈঃ কদম্বৈঃ ত্বৎ সম্পর্কাৎ পুলকিতম্ ইব নীচৈরাখ্যং গিরিং অধিবসেঃ, যঃ (গিরিঃ) পণ্য-স্ত্রী-রতি-পরিমলোদগারিভিঃ শিলা-বেশ্মভিঃ নাগরাণাম্ উদ্দামানি যৌবনানি প্রথয়তি ॥ ২৫ ॥

বঙ্গার্থ।—ভাই মেঘ। সেই দশার্ণদেশের জগদ্‌বিখ্যাত রাজধানী বিদিশায় গিয়া তোমার সকল সাধই মিটাইতে পারিবে, তোমার বিলাসী হৃদয়ের বিলাসবাসনা পরিপূর্ণ হইবে। কেন না, তেমন বিলাসিনী নগরী ত আর একটিও নাই। সেই বিদিশার পাদ-বাহিনী বেত্রবতী নামে যে গিরিনদী উপলে প্রহত হইয়া গৈরিকদেহে ও দ্রুতগমনে ছুটিয়া চলিয়াছে, ও তীরশায়ী প্রস্তরে বাধিয়া কল-কল শব্দ করিতেছে, তুমি গিয়া তাহার সেই তরঙ্গিত ও সুপেয় জল খানিক পান করিয়া লইবে। তোমার মনে হইবে যে, অধীর নিদয় দশনাঘাতের পীড়া সহ্য করিতে না পারিয়া ঐ নদীরূপিণী নাগরিকা ভ্রূ কাঁপাইয়া নিষেধ করিতেছে, তাই তার ঐ অব্যক্ত মধুর কণ্ঠস্বর কলকল রবে বাহির হইতেছে। তোমাকে পাইয়া বিলাসিনীর সর্ব্বাঙ্গ অনুরাগে লাল হইয়া উঠিয়াছে, তাই ওর দেহ অত রক্তাভ গিরিমাটীর রং ; ভাই, তুমি কি ভাগ্যবান্! ॥ ২৪ ॥

সেখানে তোমার থাকার জায়গার ভাবনা নাই। ঐ নগরের উপকণ্ঠেই "নীচৈঃ" নামে এক মনোজ্ঞ পাহাড় আছে, সেই পাহাড়ে বসিয়া খানিক জিরাইয়া লইও। তাহাতে অসংখ্য কদম্বফুল ফুটিয়া আছে, দেখিয়া মনে হইবে, অনেক দিন পরে সুহৃদ্ তোমাকে পাইয়া যেন তা'র সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছে। সেই পাহাড়ের গায়ে (যেমন খণ্ডগিরি উদয়গিরিতে আছে, তেমনি) অনেক গুহা আছে, ছেনি দিয়া কাটা—হাতে তৈরী করা অনেক পাথরের ঘর আছে। একসময়ে হয় ত তাহাতে কত সাধু-সন্ন্যাসী বাস করিতেন। এখন কিন্তু সেগুলি খালি পড়িয়া। তবে তাহারা যে একেবারে খালিই পড়িয়া থাকে, এ কথা বলা চলে না। নগরের যত সৌখীন নাগর, তারা ঐ সকল জনহীন গুহায় জোড়ায় জোড়ায় আমোদ-আহ্লাদ করিতে যায়, বিলাসিনী নগরাঙ্গনারা কত সাজগোজ করিয়া যায়। নির্জ্জন পার্ব্বত্য-গৃহে মনের সুখে আমোদ-আহ্লাদ করিয়া ফিরিয়া আসে, আর তাহাদের সুবাসিত অঙ্গের এবং বিমর্দ্দিত ও বিকাশিত কুসুম মাল্যের ভুরভুরে গন্ধে ঐ গুহা-গৃহগুলি ভরিয়া থাকে, এক একবার দমকা বাতাসে সে সৌরভ বাহিরে আসিয়া জগৎকে যেন জানাইয়া দেয় যে, ঐ বিদিশানগরীর নাগর-পুরুষদিগের যৌবনের বেগ কি উৎকট, কিছুতেই তাহা বাঁধিয়া রাখা যায় না ॥ ২৫ ॥

বিবরণ।—বিদিশা।—মালবদেশে ভূপাল রাজ্যের অন্তর্বাহিনী "বেতোয়া" বা "বেত্রবতী" নদীর তটস্থিত বর্ত্তমান "ভিল্‌সা" নগর। রামচন্দ্র রাজ্যবিভাগকালে, শত্রুঘ্নের পুত্র শত্রুঘাতী'কে "বিদিশা" নগরের নামে পরিচিত বিদিশা রাজ্য দান করিয়াছিলেন (রামা-উত্তর ১২১ অঃ)। দেবীপুরাণে ইহাকে "বিদিশাদেশ" নামে বলা হইয়াছে। মালবিকাগ্নিমিত্রের অগ্নিমিত্র, শুঙ্গবংশের প্রথম রাজারূপে যিনি খৃঃ পূঃ ২য় শতকে মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন, তিনি, এই বিদিশা রাজ্যে কিছু দিন রাজপ্রতিনিধির কার্য্য করিয়াছিলেন। ভূপালের ২৬ মাইল উত্তর-পূর্ব্বাংশে ইহা অবস্থিত। "ভিল্‌সা স্তূপ" (Bhilsa Topes) নামে "সাঁচি", "সোনারি", "সাতধারা", "ভোজপুর" ও "অন্ধর" এই পাঁচটি স্তূপপুঞ্জ এই বিদিশায় সন্নিকটে এক অনুচ্চ বেলেপাথরের পাহাড়ে ৫।৭ মাইল অন্তর অন্তর স্থিত। খৃঃ পূঃ ২৫০ শতক হইতে খৃষ্টীয় ১৮ শতকের মধ্যে ঐ সকল স্তূপ প্রস্তুত হইয়াছিল। (Cuningham's Bhilsa Topes)। বিদিশা নামে প্রাচীন নদী বর্ত্তমানে "বেস্" বা "বেনালি" আখ্যায় পরিচিত এবং ভিল্‌সার সমীপে বেতোয়া বা বেত্রবতী নদীতে মিলিত হইয়াছে। (Wilson's Vishnu purana. Vide N. L. D.) ॥ ২৪ ॥

"নীচৈঃ"।—ভূপাল রাজ্যের অন্তর্গত, বিদিশা বা ভিল্‌সার দক্ষিণ হইতে ভোজপুর পর্য্যন্ত, দীর্ঘভাবে বিস্তৃত নাত্যুচ্চ পর্ব্বতমালা। ইহা ভোজপুর পাহাড় নামে পরিচিত। (Cunnigham's Bhilsa Topes. Vide N.L.D.) ॥২৫॥

বিশ্রান্তঃ সন্ ব্রজ বন-নদী-তীরজাতানি সিঞ্চন্নুদ্যানানাং নবজল-কণৈর্যূথিকাজালকানি।
গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজাক্লান্তকর্ণোৎপলানাং ছায়াদানাৎ ক্ষণপরিচিতঃ পুষ্পলাবীমুখানাম্ ॥ ২৬ ॥
বক্রঃ পন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাশাং সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখো মা স্ম ভূরুজ্জয়িন্যাঃ।
বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরিতচকিতৈস্তত্র পৌরাঙ্গনানাং লোলাপাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈর্বঞ্চিতোঽসি ॥ ২৭ ॥

অন্বয়।—(অত্র) বিশ্রান্তঃ সন্ বন-নদী-তীর জাতানি উদ্যানানাং যূথিকাজালকানি নবজলকণৈঃ সিঞ্চন্ ছায়াদানাৎ গণ্ডস্বেদাপনয়ন-রুজাক্লান্ত-কর্ণোৎপলানাং পুষ্পলাবীমুখানাং ক্ষণ-পরিচিতঃ (সন্) ব্রজ ॥ ২৬ ॥

উত্তরাশাং প্রস্থিতস্য ভবতঃ পন্থাঃ যদপি বক্রঃ (স্যাৎ), (তথাপি) উজ্জয়িন্যাঃ সৌধোৎসঙ্গপ্রণয়বিমুখঃ মা স্ম ভূঃ। তত্র পৌরাঙ্গনানাং বিদ্যুদ্দাম-স্ফুরিতচকিতৈঃ লোলাপাঙ্গৈঃ লোচনৈঃ যদি ন রমসে, (তর্হি) বঞ্চিতঃ অসি ॥ ২৭ ॥

বঙ্গার্থ।—ঐ পাহাড়টার নাম "নীচৈঃ" কেন জান? সত্যই উহা খুব বেশী উঁচু নহে। তাই-ত যেমন প্রাণে সখ হয়, অমনি নগরকার্ত্তিকেরা ছুটিয়া এখানে যান। তুমি তাই ঐ পাহাড়ে বসিয়া যতটা পার, ক্লান্তি দূর করিয়া লইবে, পরে আবার ছুটিবে। নীচে নদী বেত্রবতী ছুটিতেছে, আর তারই উপর আকাশে তুমি ছুটিতেছ, কি সুন্দর দৃশ্য! নদীর দুই তীরে ফুলের বাগান, শুধু উদ্যান, উদ্যান। সে সব উদ্যানে কোটি কোটি যূঁই-ফুলের ঝাড়ে যূঁই ফুটিয়া আছে, দুই পাড় যেন সাদা সৌরভময় সুচিক্কণ বসনের কাপড়ে মণ্ডিত, আর তার মধ্য দিয়া বন-নদী বেত্রবতী তর্-তর্ বেগে লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতেছে। আবার ঐ যূঁইফুলের বাগানে সাজি হাতে করিয়া দলে দলে সমবয়সীরা ফুল তুলিতে আসিয়াছে। তুলিতেছে, ঘুরিতেছে, ফিরিতেছে, সেই পুরুষ-গন্ধবর্জ্জিত উদ্যান-বাটিকায় প্রাণ খুলিয়া মনের কথা বলাবলি করিতেছে। রৌদ্রে তাদের গণ্ডদেশে ঘাম ঝরিতেছে, বার বার হাত দিয়া সেই ঘাম কাঁধিয়া ফেলিতেছে ও অন্যমনস্কতায় হঠাৎ হাত দিয়া কানে-পরা পদ্মফুলে লাগিতেছে; পদ্মগুলি থেঁতো-থেতো হইয়া যাইতেছে। ভাই, তুমি ঐ যূঁই-বাগানের যূঁইগাছগুলিতে এক পশলা বৃষ্টি করিলেই দেখিতে পাইবে, হঠাৎ তোমার ছায়াপাতে রৌদ্রতাপ হ্রাস হওয়ায়, ঐ সকল কুসুম-চয়ন-রতারা হাজারে হাজারে মুখ উঁচু করিয়া তোমার দিকে চাহিতেছে, কিছু কালের জন্য, কত পরিচিত পুরাণো বন্ধুর মত তোমাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিতেছে। ॥ ২৬ ॥

মেঘ! তুমি বিদিশার সম্ভোগ শেষ করিয়া উত্তর-দিকে যাইতেছ। কিন্তু ওভাবে খাড়া উত্তরদিকে গেলে চলিবে না। একটু দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের দিকে বাঁকিয়া তোমাকে উজ্জয়িনী দেখিয়া যাইতে হইবে। উহার আকাশচুম্বী সৌধ-শিখর দেখিলে মনে হয়, নগরী যেন উৎসঙ্গ এলাইয়া কাহার অপেক্ষা করিতেছে। ভাই, সেই সব উৎসঙ্গতলে একটু বসিয়া যাইও, যে আদর করিয়া ডাকে, তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিতে নাই। উজ্জয়িনী-বাসিনী আয়তাক্ষীদের কি চোখ, কি চঞ্চল অপাঙ্গ! বিদ্যুদ্বিলাসের মত সতত নর্ত্তন-শীল ও দীপ্তিময় সেই সব চোখই যদি না দেখিলে, তবে তোমার জীবনটাই বৃথা। আমার মাথার দিব্য,—একটু ঘুরিয়া যাও, নতুবা ঘোর আত্মবঞ্চনার পাপে পড়িবে। ॥ ২৭ ॥

বিবরণ।—**উজ্জয়িনী।**—শিপ্রা নদীর তীরে, প্রাচীন-মালব-দেশের বা অবন্তী-রাজ্যের রাজধানী। খৃঃ পূঃ ২৬৩ শতকে পিতা বিন্দুসারের রাজপ্রতিনিধিরূপে অশোক এই স্থানে বাস করিয়াছিলেন। (মহাবংশ ৫ম অঃ)। "কালিকাচার্য্য-কথা" নামক জৈনগ্রন্থে দৃষ্ট হয়—প্রাচীন গর্দ্দভিল্ল রাজ-বংশ এই স্থানে রাজত্ব করিতেন, সেই বংশের রাজা গর্দ্দভিল্ল কালিকাচার্য্যের ভগিনী সরস্বতীকে উত্যক্ত করায়, প্রতিশোধস্বরূপ আচার্য্য, ঐ রাজকুল প্রায় নির্ম্মূল করিয়া উজ্জয়িনীতে শক-রাজত্বের প্রতিষ্ঠা করেন। পরে, গর্দ্দভিল্ল-পুত্র বিক্রমাদিত্য আবার শকপ্রাধান্য ধ্বংস করিয়া উজ্জয়িনীর সিংহাসন-লাভপূর্ব্বক "সম্বৎ" নামক বর্ষগণনার প্রবর্ত্তন করেন। তবে এ বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের এখনও মতভেদ চলিতেছে। ডাক্তার ভাণ্ডারকর, ফার্গুসন, ভিন্সেণ্ট স্মিথ, হরিনাথ দে প্রভৃতির মতে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তই বিক্রমাদিত্য নামে আখ্যাত হইতেন। তিনি রাণী দত্তা দেবীর গর্ভে সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক উৎপন্ন হন। সমুদ্রগুপ্ত পাটলীপুত্র হইতে অযোধ্যায় রাজধানী তুলিয়া লইয়া যান। খৃষ্টীয় ৩৭৫ শতকে তদীয় পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত অযোধ্যায় সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং কিছু পরে শকরাজ সত্যসিংহের পুত্র রাজা রুদ্রসিংহকে পরাজিত করিয়া উজ্জয়িনীতে রাজধানী স্থাপন করেন। ঐ সময়ে উজ্জয়িনী শক-সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল। মালব, সুরাষ্ট্র, কচ্ছ, সিন্ধু এবং কঙ্কণ দেশ লইয়া তদানীন্তন মালব-সাম্রাজ্য গঠিত ছিল। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ M, L, D,তে দ্রষ্টব্য। ॥ ২৭ ॥

বীচিক্ষোভ-স্তনিতবিহগশ্রেণিকাঞ্চীগুণায়াঃ সংসর্পন্ত্যাঃ স্খলিতসুভগং দর্শিতাবর্ত্তনাভেঃ।
নির্ব্বিন্ধ্যায়াঃ পথি ভব রসাভ্যন্তরঃ সন্নিপত্য স্ত্রীণামাদ্যং প্রণয়বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু ॥ ২৮ ॥
বেণীভূতপ্রতনুসলিলাঽসাবতীতস্য সিন্ধুঃ পাণ্ডুচ্ছায়া তটরুহ-তরু-ভ্রংশিভির্জীর্ণপর্ণৈঃ।
সৌভাগ্যং তে সুভগ! বিরহাবস্থয়া ব্যঞ্জয়ন্তী কার্শ্যং যেন ত্যজতি বিধিনা স ত্বয়ৈবোপপাদ্যঃ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়।—পথি বীচিক্ষোভস্তনিতবিহগ-শ্রেণিকাঞ্চী-গুণায়াঃ স্খলিত-সুভগং সংসর্পন্ত্যাঃ দর্শিতাবর্ত্ত-নাভেঃ নির্ব্বিন্ধ্যায়াঃ সন্নিপত্য রসাভ্যন্তরঃ ভব। হি—(যতঃ), স্ত্রীণাং প্রিয়েষু বিভ্রমঃ আদ্যং প্রণয়বচনম্ ॥ ২৮ ॥

অয়ি সুভগ! বেণীভূত-প্রতনু-সলিলা তটরুহতরুভ্রংশিভিঃ জীর্ণপর্ণৈঃ পাণ্ডুচ্ছায়া, (অতঃ) বিরহাবস্থয়া অতীতস্য তে সৌভাগ্যং ব্যঞ্জয়ন্তী (সতী স্থিতা) অসৌ সিন্ধুঃ যেন বিধিনা কার্শ্যং ত্যজতি, সঃ (বিধিঃ) ত্বয়া এব উপপাদ্যঃ ॥২৯॥

বঙ্গার্থ।—ভাই! বিদিশার দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে স্থিত উজ্জয়িনীতে যাইবার জন্য যেমন তুমি একটু বাঁকাপথে ঘুরিয়া অগ্রসর হইতে সুরু করিবে, অমনি পশ্চিমদিকে তোমার সম্মুখে নির্ব্বিন্ধ্যা নদী পড়িবে। বিন্ধ্য হইতে উৎপন্ন হইয়া ঐ গিরিনদী পাহাড়ে'-পথে উত্তরে ছুটিয়াছে। মাঝে মাঝে পাথরের ঢিবি, পাথরের বড় বড় নুড়িতে নদীর খাত পরিপূর্ণ, আবার মাঝে মাঝে বেশ পরিষ্কার খাত। তাই নদী কোথাও পাথরে বাধিয়া কলকল স্রোতে চলিয়াছে, কোথাও আবার বেশ নিঝুমভাবে বহিতেছে। যেখানে কোন বাধা নাই, তেমন স্থানে, বড় বড় আবর্ত্ত বা ঘোল হইতেছে। ক্ষণিক চাঞ্চল্যময়ী, প্রস্তর-প্রতিবন্ধে স্খলিত-গতি, আবার ক্ষণিক গম্ভীরাকৃতি, শান্তকলেবরা নির্ব্বিন্ধ্যার ঐরূপ পাথরে পাথরে বাধিয়া লাফাইয়া লাফাইয়া চলা, ও পরক্ষণেই স্থিরভাবে বহিয়া যাওয়া ও বড় বড় জলের ঘোল দেখিয়া মনে হয়, বিলাসিনী তটিনীসুন্দরী যেন উপরে তোমায় দেখিতে পাইয়া প্রাণপণে তোমার সাথে ছুটিতেছে, উপরে আকাশে তুমি ছুটিতেছ, আর নীচে ভূপৃষ্ঠে ঐ অপত্রপা তটিনী ছুটিতেছে; আর পাথরে পা বাধিয়া দুম্‌দাম্ পড়িয়া যাইতেছে! উঠিতেছে, আবার ছুটিতেছে। কোথাও বা পড়িয়া যাইয়া আর উঠিতেছে না। তোমার দিকে চাহিয়া পড়িয়াই আছে। ব্যস্ততার ও মনের আবেগে লজ্জা-সম্ভ্রম দূর হইয়াছে। আর ঐ আবর্ত্ত বা ঘোলের মত উহার গভীর নাভি-কূপ দেখা যাইতেছে। আর ঐ যে পাথরে পাথরে বাধিয়া কলকলরবে জল ছুটিতেছে এবং তাহাতে পাতিহাঁস উজানদিকে সাঁতার কাটিয়া আসিতে চেষ্টা করিতেছে, স্রোতের বেগে তাহাদের সারিকে হেলাইয়া তেড়াবাঁকা করিয়া ফেলাইতেছে ও হাঁসগুলি ডাকিতেছে, ঐ জলের শব্দ ও হাঁসের ডাক মিশিয়া কেমন সুমধুর শব্দ হইতেছে, ও যেন ঐ নির্ব্বিন্ধ্যার চন্দ্রহারের ঝুমুঝুমু ধ্বনি। ভাই! একটুখানি না হয় নামিয়া, ইহার রসাস্বাদ করিয়া যাইও! উহার অধিক উহারা আর প্রকাশ করিয়া বলিতে পারে না। উহাকে বঞ্চিত করিও না। দীর্ঘতাপে বিশীর্ণ-কায়া ঐ নির্ব্বিন্ধ্যাকে না হয়, একটু বর্ষণ করিয়া যাইও। কাজ কি পরের অভিশাপ কুড়াইয়া? ॥ ২৮ ॥

মেঘ! তোমার ন্যায় সৌভাগ্যশালী আর কেহ নাই। তুমি আকাশে দেখা দিবে, তোমাকে দেখিতে পাইবে, এই আশা-পথ চাহিয়া কত নদী পড়িয়া আছে, তা কি ভাবিয়া থাক? দারুণ নিদাঘ-তাপেই বল, আর তোমার বিরহেই বল, তাহারা কত রোগা, ক্যাঁকাশে হইয়া গিয়াছে, শুকাইয়া একগাছি বেণীর মত হইয়াছে, তোমার আশায় এখনও তির-তির করিয়া বহিতেছে, মরে নাই। তুমি গিয়া বর্ষণ করিবে, আর অমনি তাদের সব দুঃখ-কষ্ট কাটিয়া যাইবে, তারা তাজা হইয়া উঠিবে। ভাব ত কয়জনের ভাগ্যে এমন ঘটে? ঐ সম্মুখে চাহিয়া দেখ, বিন্ধ্যপর্ব্বত হইতে বাহির হইয়া সিন্ধুনদী সোজা উত্তরদিকে চলিয়াছে। দুঃখিনী তোমার বিরহে এতই শুকাইয়া গিয়াছে যে, দেখিলে মনে হয়, যেন একগাছি লম্বা বেণী পড়িয়া আছে। বেণী যেমন ক্রমেই সূক্ষ্ম, সূক্ষ্মতর, সূক্ষ্মতম হয়, ঐ বিশীর্ণকায়া সিন্ধুও তেমনি সূক্ষ্ম হইতে হইতে ক্রমে মিলাইয়া গিয়াছে। উভয় তটের তরুরাজি হইতে যত রাজ্যের পাকা পাকা জীর্ণ পাতা পড়িয়া জলধারাটাকে একেবারে পাণ্ডুবর্ণ করিয়া ফেলিয়াছে। যেন বিরহে দেহের রক্ত শুকাইয়া ঐরূপ পাণ্ডুবর্ণ হইয়া গিয়াছে। এ কি তোমার কম সৌভাগ্যের কথা! কয়-জনে এমন তীব্রমধুর বিরহাবস্থায় দিন কাটায় বল ত? ভাই, যাহাতে সিন্ধুর ঐ শোচনীয় দুঃখের অবস্থা ঘুচে, তাহা করিও। তুমি ছাড়া উহার আর কে দরদী আছে? ॥ ২৯ ॥

বিবরণ।—নির্ব্বিন্ধ্যা।—বেত্রবতী এবং সিন্ধুনদীর মধ্যবর্ত্তী। বিন্ধ্যগিরি হইতে নির্গত হইয়া চর্ম্মণ্বতী সু চম্বলে পতিত হইয়াছে। ক।

প্রাপ্যাবন্তীনুদয়নকথাকোবিদগ্রামবৃদ্ধান্ পূর্ব্বোদ্দিষ্টামনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাম্।
স্বল্পীভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং শেষৈঃ পুণ্যৈর্হৃতমিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকম্॥ ৩০॥
দীর্ঘীকুর্ব্বন্ পটু মদকলং কূজিতং সারসানাং প্রত্যূষেষু স্ফুটিতকমলামোদমৈত্রীকষায়ঃ।
যত্র স্ত্রীণাং হরতি সুরতগ্লানিমঙ্গানুকূলঃ শিপ্রাবাতঃ প্রিয়তম ইব প্রার্থনা-চাটুকারঃ। ৩১॥

অন্বয়।—উদয়ন-কথা-কোবিদ-গ্রাম-বৃদ্ধান্ অবন্তীন্ (দেশান্) প্রাপ্য পূর্ব্বোদ্দিষ্টাং শ্রী-বিশালাং বিশালাং পুরীম্ অনুসর। সুচরিত-ফলে স্বল্পীভূতে (সতি), গাং (ভুবং) গতানাং স্বর্গিণাং শেষৈঃ পুণ্যৈঃ হৃতং দিবঃ কান্তিমৎ একং খণ্ডম্ ইব স্থিতং (সা পুরী ইত্যুৎপ্রেক্ষা)॥ ৩০॥

যত্র (বিশালায়াং) প্রত্যূষেষু পটু মদকলং সারসানাং কূজিতঃ দীর্ঘীকুর্ব্বন্ স্ফুটিত-কমলামোদমৈত্রীকষায়ং অঙ্গানুকূলঃ শিপ্রাবাতঃ প্রার্থনাচাটুকারঃ প্রিয়তমঃ ইব স্ত্রীণাং সুরতগ্লানিং হরতি॥ ৩১॥

বঙ্গার্থ।—ভাই! তার পরই তুমি গিয়া অবন্তীতে পড়িবে। সে স্থানে "অক্ষুতার্থা বৃহৎকথা"র বড় প্রচার। সেই প্রদ্যোতের প্রিয়দুহিতার বৎসরাজ উদয়নকর্ত্তৃক হরণের গল্প লইয়া গ্রামের বৃদ্ধগণ দিনরাত্রি ব্যস্ত। এখানে দশজন, ওখানে পাঁচজন বসিয়া গ্রাম্য গোষ্ঠীবন্ধনে এ গল্পগাথায় লইয়া সর্ব্বদাই কত গল্পগুজব হয়। তোমাকে ত পূর্ব্বেই বলিয়াছি—উজ্জয়িনীর উৎসঙ্গতলে একটু বসিয়া যাইও। মেঘ ঐ অবন্তীদেশের রাজধানীরই নাম উজ্জয়িনী বা বিশালা। সে নগরী যেমন নামে বিশালা, তেমনিই সম্পদে, সৌন্দর্য্যে, সর্ব্বপ্রকারেই সে যথার্থ, বিশালা উজ্জয়িনী। নিজের গৌরবে সে যেমন সকলের শিরোমণি, তেমনই সকলের বিজয়িনী। তাহাকে দেখিলে মনে হয়, মর্ত্তে, ধরাতলে এমন সুন্দরী নগরী অসম্ভব। তৈরিই হইতে পারে না। বহু পুণ্যফলে যে সকল মাহাত্মারা স্বর্গে গিয়াছেন, তাঁহাদের সবটুকু পুণ্য ক্ষয় হইবার পূর্ব্বেই, তাঁহারা আবার মর্ত্তে ফিরিয়া আসিয়াছেন এবং আসিবার কালে, তাঁহাদের ক্ষয়াবশিষ্ট পুণ্যের বলে স্বর্গের খানিকটা সঙ্গে লইয়া আসিয়াছেন। আর সেই স্বর্গের পুণ্যক্ষেত্র খণ্ডটুকু ঐ বিশালা বা উজ্জয়িনী নামে শোভা পাইতেছে। নইলে কি অত কান্তি, অমন শোভা, আর অমন চিরনবীন আকৃতি মাটীর পৃথিবীতে হয় রে ভাই? ॥ ৩০॥

ভাই রে! সে বিশালার কথা আর কি বলিব? তথায় সবই চমৎকার। তথায় ভোরের বেলায় শিপ্রার তরঙ্গ-শীকরবাহী সুশীতল বায়ু মন্দ-মন্দভাবে বহিয়া আসিয়া নিশাশ্রম-ক্লান্ত অলস-গাত্রী রমণীদিগের গায়ে লাগে এবং তাহাদের অঙ্গের সকল শ্রান্তি জুড়াইয়া দেয়। শিথিল অঙ্গ সেই সমীরস্পর্শে আবার শিহরিয়া উঠে। সে প্রভাত-বায়ুর কি জোড়া আছে? শিপ্রানদীতে লাখে লাখে পদ্মফুল ফুটিয়া আছে, ফুটিতেছে, কোটি-কোটি হইতেছে, বাতাস গিয়া সেই পদ্মবনে লুটোপুটি খাইয়া কমল-গন্ধে ভুরভুর করিতেছে। শীতল এবং সৌরভময় সেই প্রভাত-বায়ুতে শিপ্রা-বক্ষো-বিহারিণী সারসপঙ্‌ক্তির মদকল মধুর ধ্বনি ভাসিয়া ভাসিয়া, না নিদ্রিত না জাগ্রত কামিনীগণের কর্ণে গিয়া পশিতেছে। নিদ্রার জড়তা ভাঙিয়া তাহারা অন্য এক অপূর্ব্ব জড়তায় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িতেছে। তাহাদের দেহমন সব যেন কেমন একটা স্বপ্নময় ভাবে, বিভোর হইতেছে। যেন বশংবদ প্রিয়তম ক্লান্তকায় প্রেয়সীর গাত্রে ধীরে ধীরে কর সঞ্চালন-পূর্ব্বক কত মধুর ও মন-ভুলানো কথায় তাহাকে হাতে রাখিতেছেন। খোসামোদ করিতেছেন। অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছেন। ॥ ৩১॥

বিবরণ।—সিন্ধু।—মালবদেশে, বিন্ধ্য হইতে উৎপন্ন হইয়া চম্বলে গিয়া পড়িয়াছে। মল্লিনাথ এই সিন্ধু শব্দের আভিধানিক অর্থ ধরিয়া ইহাকে নির্ব্বিন্ধ্যাই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাহা তত প্রমাণ-হীন বলিয়া মনে হয় না। ২৯।

অবন্তী।—মালবদেশের প্রাচীন নাম। (কথাসরিৎসাগর, ১৯শ অধ্যায়)। খৃষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতক হইতে অবন্তী দেশে মালব নামে অভিহিত হইতেছে (R. D.—Buddhist India)। মালবদেশের রাজধানীর নাম; (ব্রহ্মপুরাণ ৪০ অধ্যায়)। বিক্রমাদিত্যের রাজধানী। কিন্তু অনবরাবরাকুলাতে অবন্তীরাজ্যের রাজধানীর নাম উজ্জয়িনী। (N. L. D.)। ২৯।

বিশালা।—অবন্তীর রাজধানী উজ্জয়িনীর নামান্তর। ৩০।

শিপ্রা।—অবন্তীর রাজধানী উজ্জয়িনীর পাদবাহিনী নদী। ৩১।

জালোদ্গীর্ণৈরুপচিতবপুঃ কেশ-সংস্কারধূপৈর্বন্ধুপ্রীত্যা ভবনশিখিভির্দত্তনৃত্যোপহারঃ।
হর্ম্যেষ্বস্যাঃ কুসুম-সুরভিষ্বধ্বখেদং নয়েথা লক্ষ্মীং পশ্যন্ ললিত-বনিতা-পাদ-রাগাঙ্কিতেষু ॥ ৩২ ॥

ভর্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিরিতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ পুণ্যং যায়াস্ত্রিভুবনগুরোর্ধাম চণ্ডীশ্বরস্য।
ধূতোদ্যানং কুবলয়রজো-গন্ধিভির্গন্ধবত্যাস্তোয়ক্রীড়ানিরতযুবতি-স্নান-তিক্তৈর্মরুদ্ভিঃ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয় ।—জালোদ্গীর্ণৈঃ কেশ-সংস্কারধূপৈঃ উপচিতবপুঃ বন্ধুপ্রীত্যা ভবন-শিখিভিঃ দত্ত নৃত্যোপহারঃ (চ সন্) ললিত-বনিতা-পাদরাগাঙ্কিতেষু লক্ষ্মীং পশ্যন্ অস্যাঃ (বিশালায়াঃ) কুসুম-সুরভিষু হর্ম্যেষু অধ্বখেদং নয়েথাঃ ॥ ৩২ ॥

ভর্তুঃ কণ্ঠচ্ছবিঃ ইতি গণৈঃ সাদরং বীক্ষ্যমাণঃ (সন্ ত্বং) গন্ধবত্যাঃ কুবলয়রজোগন্ধিভিঃ তোয়ক্রীড়া-নিরত যুবতি-স্নান-তিক্তৈঃ মরুদ্ভিঃ ধূতোদ্যানং ত্রিভুবন-গুরোঃ চণ্ডীশ্বরস্য পুণ্যং ধাম যায়াঃ ॥ ৩৩ ॥

বঙ্গার্থ ।—বন্ধু ! বিরহিণী সিন্ধুর বিরহ-দৈন্য দূর করিতে গিয়া তোমার কতকটা হাল্‌কা হওয়ার কথা। সে জন্য ভয় নাই। যেটুকু কাহিল হইয়াছ, তাহা বিশালার বিশালাক্ষীদের কৃপায় সাম্‌লাইয়া লইতে পারিবে। সেখানে সুকেশী রমণীরা ঘরের ভিতর ধূপ জ্বালাইয়া চুলে ধূপের ধোঁয়া লাগায়। চুল সুবাসিত করে। আর তাহাদের চুলের গন্ধে মিশিয়া সেই ধূপ-গন্ধি ধূম গবাক্ষপথে বাহির হয়। তুমি তথায় যাওয়া মাত্র সেই মনোহর ধূপপুঞ্জ আসিয়া তোমার গায়ে লাগিবে, তাহার স্পর্শে সত্য বল্‌ছি, তোমার গাত্র ফুলিয়া উঠিবে। তুমি যেন নবকলেবর ধারণ করিবে। তোমার অঙ্গপুষ্টি হইবে। দেহের সমস্ত কাহিল ভাব কাটিয়া যাইবে। সেখানে বাড়ীবাড়ী পোষা ময়ূর আছে, তোমাকে দেখিয়া তাহারা পেখম তুলিয়া নাচিয়া নাচিয়া তোমার অভ্যর্থনা করিবে। তুমি যে তাদের পুরাতন বন্ধু, বড় প্রাণের সুহৃদ্। তথায় উঁচু উঁচু অনেক সুরম্য হর্ম্য আছে, তাহাতে ফুলের সাজে সাজিয়া সুন্দরীরা সতত পায়চারি করিয়া বেড়ায়। ফুলের মালা, ফুলের বালা, ফুলের কেয়ূর, ফুলের চন্দ্রহার পরিয়া রমণীরা বেড়ায়। প্রাসাদ-কুট্টিমে ফুলের গন্ধ ভুর্‌ভুর্ করিতেছে, আর ঐ কুসুম-সুকুমারীদের আল্‌তাপরা পায়ের দাগে যে হর্ম্যতল একেবারে যেন খচিত হইয়া রহিয়াছে ! তাই, সেই অপরূপ সৌন্দর্য দেখিতে দেখিতে, খানিকক্ষণ ঐ সকল হর্ম্যশীর্ষে বসিয়া পথের কষ্ট কতকটা দূর করিও। তোমার শুধু শ্রম দূর হইবে না, চোখও জুড়াইয়া যাইবে ॥ ৩২ ॥

মেঘ ! উজ্জয়িনীতে গিয়া গন্ধবতী নদীর তীরে ত্রিজগদ্‌গুরু চণ্ডিকা-পতি মহাকালের মন্দিরে একবার যাইও। তোমার রং ঠিক নীলকণ্ঠের কণ্ঠের রঙের মত, তাই তাঁহার অনুচরবৃন্দ—প্রমথগণ অনিমেষনেত্রে এবং পরম আদরে তোমাকে দেখিবে তোমার দিকে চাহিয়া থাকিবে। এ কি কম ভাগ্যের কথা ? তাই, শুধু পুণ্যসঞ্চয়ের জন্য বলিতেছি না ; সেখানে গেলে তোমার প্রাণও জুড়াইয়া যাইবে। সেই মহাকাল-মহাদেবের মন্দিরের পাশে এক অতি মনোহর উদ্যান আছে, গন্ধবতী নদীর সুশীতল বায়ু আসিয়া নিয়ত সেই ফুলের বাগান কাঁপাইতেছে। ফুলের গন্ধে চারিদিক ভর হইয়া যাইতেছে। আর সে বাতাসেরও কি তুলনা আছে ? তেমন হাওয়া তুমি কোথাও পাইবে না। গন্ধবতীর জলে অসংখ্য পদ্মফুল ফুটিয়া থাকে ও নানাবিধ সুগন্ধ তৈলাদি মাখিয়া যুবতীরা গিয়া কত জলকেলি করে, তাই তাহাদের গায়ের গন্ধে নদীর জল সর্ব্বদা সুবাসিত হয়। বায়ু আবার ঐ পদ্মগন্ধ এবং ঐ পদ্মিনীদের গায়ের গন্ধ গায় মাখিয়া আসিয়া উপবনের ফুলভরা তরুলতা কাঁপায়। ভাব ত একবার সেই স্থানটা কত মনোহর, কত উপভোগ্য ! সুতরাং সেখানে—সেই মন্দিরে একবার দেখা দিয়া যেও ॥ ৩৩ ॥

বিবরণ ।—গন্ধবতী ।—শিপ্রানদীর নাতিবৃহৎ শাখানদী। ইহারই তীরে উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ মহাকালশিবের মন্দির অবস্থিত। ৩৩ ॥

অপ্যন্যস্মিন্ জলধর ! মহাকালমাসাদ্য কালে স্থাতব্যং তে নয়নবিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ।
কুর্বন্ সন্ধ্যাবলিপটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়ামামন্দ্রাণাং ফলমবিকলং লপ্স্যসে গর্জ্জিতানাম্ ॥ ৩৪ ॥
পাদন্যাসৈঃ ক্বণিতরশনাস্তত্র লীলাবধূতৈঃ রত্নচ্ছায়াখচিতবলিভিশ্চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ।
বেশ্যাস্বত্তো নখ-পদ-সুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দূনামোক্ষ্যন্তে ত্বয়ি মধুকরশ্রেণিদীর্ঘান্ কটাক্ষান্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়।—অয়ি জলধর ! মহাকালম্ অন্যস্মিন্ অপি কালে আসাদ্য তে (ত্বয়া), যাবৎ ভানুঃ নয়ন-বিষয়ম্ অত্যেতি, (তাবৎ) স্থাতব্যং (ততঃ) শ্লাঘনীয়াং শূলিনঃ সন্ধ্যা-বলিপটহতাং কুর্ব্বন্ আমন্দ্রাণাং গর্জ্জিতানাং অবিকলং ফলং লপ্স্যসে ॥ ৩৪ ॥

তত্র (সন্ধ্যাকালে) পাদন্যাসৈঃ ক্বণিত-রশনাঃ লীলাবধূতৈঃ রত্নচ্ছায়া-খচিত-বলিভিঃ চামরৈঃ ক্লান্তহস্তাঃ বেশ্যাঃ ত্বত্তঃ নখপদসুখান্ বর্ষাগ্রবিন্দূন্ প্রাপ্য ত্বয়ি মধুকরশ্রেণি-দীর্ঘান্ কটাক্ষান্ আমোক্ষ্যন্তে ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গার্থ।—বন্ধু ! আরতির সময় ছাড়া যদি অন্য কোন সময় সেই মন্দিরে উপস্থিত হও, তাহা হইলে সূর্যদেব যতক্ষণ অস্তগমন না করেন, ততক্ষণ একটু অপেক্ষা করিও। কেন না, যখন সায়ংকালে মহাকালের আরতি হইবে, সেই সময়ে তুমি যদি ভাই, একবার তোমার মন্দ্রধ্বনি কর, গুড়-গুড় করিয়া গর্জ্জন কর, তবে আর আরতির ঢাক বাজাই-বার দরকার হইবে না। তোমার গর্জ্জনেই ঢাকের কার্য্য সুসম্পন্ন হইবে। সঙ্গে সঙ্গে, তোমারও গর্জ্জনটা সার্থক হইয়া যাইবে। তুমি হাতে হাতে দেবসেবার অতুল ফল লাভ করিতে পারিবে। মেঘ ! মহাকালকে প্রসন্ন করিয়া যাইও। তিনি চটিলে আর রক্ষা নাই। মনে থাকে যেন, তিনি যতই ভোলানাথ হ'ন না কেন, সেই ত্রিপুরান্তকারীর হাতে সর্ব্বদাই একটা ভয়ঙ্কর শূল থাকে। অমন দেবতাকে কি রাগাইতে আছে ? ॥ ৩৪ ॥

জলধর ! সেই মন্দিরে, সন্ধ্যাকালে আরতির সময়ে "দেবদাসীরা", বেশ্যারা সাজিয়া গুজিয়া আসিয়া নাচিয়া নাচিয়া মহাকালকে চামর ব্যজন করে। আরতির বাজনায় তালে তালে পা পড়ার সাথে তাহাদের নিতম্বের চন্দ্রহার নড়িতে থাকে ও কি মধুর রুণু-রুণু ধ্বনি হয়। সারা হাতে জড়োয়ার গহনা। আহা ! নানা মণি-রত্নখচিত চামরের দণ্ডে গিয়া যখন সেই সব জড়োয়ার আলো লাগে, তখন কি অপরূপ শোভাই হয়। বিলাসিনী-দের মৃণালের মত কোমল ভুজলতা, চামর ঢুলাইতে ঢুলাইতে ক্রমে অলস-শিথিল হইয়া আসে। সে হাত কি আর আছে ? নির্দ্দয় প্রিয়তমগণের নখাঘাতে তাহা ক্ষতবিক্ষত হইয়া গিয়াছে। সারা দিনের তাতে সেই সব ক্ষতগুলিতে কেমন একটা টান্ ধরিয়াছে, চিড়্‌বিড়্ চিড়্‌বিড় করি-তেছে। ভাই রে ! সেই সময় তুমি যদি তাহাদের ঐ সকল ক্ষতস্থানে দু'চার ফোঁটা নবজল বর্ষণ করিতে পার, তাহাদের জ্বালা অনেকটা কমিয়া যাইবে ও তাহারাও অমনি "কে রে এমন সুহৃদ্" ভাবিয়া কুটিল নয়নে বার বার তোমার দিকে চাহিবে। সেই অঞ্জন-রঞ্জনয়নের কৃষ্ণতম তারা বার বার নয়নের কোণে আসিবে, তোমাকে কটাক্ষপাতে দেখিবে, আবার চামর ঢুলাইবে। স্থির নেত্রে তোমার দিকে চাহিয়া থাকিতে সাহসে কুলাইবে না। একেই ত তারা, তাতে আবার দেবমন্দির, পাছে কোনো নিন্দা হয় তাই মুহুর্মুহুঃ বঙ্কিমনয়নে তোমায় দেখিবে। তাহাদের সেই বঙ্কিমদৃষ্টিতে প্রতিবারে সেই কালো চোখের কালোতারা চোখের কোণে আসিয়া তোমাকে দেখায়, মনে হইবে যেন, এক একটি ভ্রমর তোমার দিকে তাহাদের নয়ন-কমল হইতে উড়িয়া যাইতেছে। এইভাবে ক্ষণকালমধ্যেই তাহাদের চোখ হইতে অসংখ্য ভ্রমর, শ্রেণি বাঁধিয়া যেন তোমার দিকে ছুটিবে ভাবিয়া দেখ ত একবার সে সৌভাগ্যটা তোমার ! ॥ ৩৫ ॥

বিবরণ।—মহাকাল।—উজ্জয়িনী নগরীর মধ্যস্থিত। শিবপুরাণোক্ত দ্বাদশ-শিবলিঙ্গের অন্যতম। সংস্কৃত নাটকাদিতে এই মহাকালকেই কালপ্রিয়নাথ নামে অভিহিত করা হইয়াছে। এই মহাকালের নামানুসারেই উজ্জয়িনীর অন্য নাম মহাকালবন। ৩৭ ॥

পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ সান্ধ্যং তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং দধানঃ।
নৃত্যারম্ভে হর পশুপতেরার্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং শান্তোদ্বেগস্তিমিতনয়নং দৃষ্টভক্তির্ভবান্যা ॥ ৩৬ ॥
গচ্ছন্তীনাং রমণবসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং রুদ্ধালোকে নরপতিপথে সূচিভেদ্যৈস্তমোভিঃ।
সৌদামিন্যা কনকনিকষ-স্নিগ্ধয়া দর্শয়োর্বীং তোয়োৎসর্গস্তনিতমুখরো মা স্ম ভূর্বিক্লবাস্তাঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয়।—পশ্চাৎ (পশুপতেঃ) নৃত্যারম্ভে মণ্ডলেন উচ্চৈঃ ভুজ-তরুবনং অভিলীনঃ, প্রতিনব-জবা-পুষ্প-রক্তং সান্ধ্যং তেজঃ দধানঃ (সন্), ভবান্যা (কর্ত্র্যা) শান্তোদ্বেগ-স্তিমিতনয়নং (যথা তথা) দৃষ্টভক্তিঃ (সন্ চ) পশুপতেঃ আর্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং হর ॥ ৩৬ ॥

তত্র (উজ্জয়িন্যাং) নক্তং রমণ-বসতিং গচ্ছন্তীনাং যোষিতাং সূচিভেদ্যৈঃ তমোভিঃ রুদ্ধালোকে নরপতিপথে কনকনিকষ-স্নিগ্ধয়া সৌদামিন্যা উর্বীং (মার্গং) দর্শয়, তোয়োৎসর্গস্তনিত মুখরঃ মা স্ম ভূঃ, তাঃ বিক্লবাঃ ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গার্থ।—ভাই! এই মন্দিরে তোমার আর একটু কাজ করিতে হইবে। কাজটা তেমন কিছুই নয়, কিন্তু তার ফল বড়ই বৃহৎ। নারদের শাপে, পুরাকালে মহেশ নামে এক ত্রিলোকবিখ্যাত রাজা গজের মুখ প্রাপ্ত হইয়া গজাসুর নামে খ্যাত হন। পরে রুদ্রদেব তাঁহাকে নিধন করিয়া তাঁহার রক্তবিন্দুবর্ষী চর্মখানি গ্রহণ করেন। ভোলানাথ ঐ রক্তসিক্ত চর্মখানাকে বড়ই ভালবাসেন। যখন শিবের তাণ্ডব নৃত্য আরম্ভ হয়, তখন সেই বিরাট্‌বপুঃ, রজত-গিরি নিভ মহাদেব স্বীয় অসংখ্য বাহু উত্তোলনপূর্ব্বকঐ গজাসুরের শোণিতাক্ত চর্ম যেমন অভিলাষ করেন, অমনি সহচরের প্রমথগণ ঐ চর্ম আনিয়া তাঁহার হাতগুলির উপর ফেলিয়া দেয়, আর ঠাকুরও অমনি সেই চর্ম লইয়া নাচিয়া নাচিয়া জগৎ কাঁপাইয়া তোলেন ও শেষে ক্রমে শান্ত হন। সে নাচ একবার পুরামাত্রায় আরম্ভ হইলে ঠাকুরের নিজের ইচ্ছা ছাড়া আর কেহ তাহা থামাইতে পারে না। সে ত নৃত্য না রে ভাই, যেন প্রলয়। গিরিরাজপুত্রী উমা তাঁহার বহু তপস্যার ধন ত্রিলোচনকে ঐরূপে নৃত্য ক্লান্ত মনে করিয়া বড়ই ব্যথা পান। সতীর সতী তিনি, তাঁহার প্রাণে বড়ই লাগে। সন্ধ্যাকালে আরতি হইয়া যাওয়ার পর, যখন চন্দ্রশেখর ঐ ভাবে নাচ শুরু করিবেন, তুমি তখনই, অচির-বিকসিত জবাকুসুমের মত তোমার সায়ংকালোচিত লাল রং ধরিয়া যদি শিবঠাকুরের হাতগুলির উপর গিয়া একটু পড়িতে পার ও সেই সঙ্গে দু'এক ফোঁটা জলও বর্ষণ কর, তাহা হইলে, তোমাকে শোণিতবিন্দুবর্ষী নাগচর্ম মনে করিয়া থামিয়া যাইবেন, নৃত্যটা আর তত বাড়িতে পাইবে না। গিরিজাপতির হঠাৎ নৃত্যাবসান হওয়ায় গিরিনন্দিনীর হৃদয় শান্ত হইবে, তিনি প্রশান্ত নয়নে তোমার শিবভক্তি দর্শন করিয়া কত পরিতুষ্ট হইবেন ও আশীর্ব্বাদ করিবেন। তাই, এ সুযোগ ছাড়িও না। ৩৬ ॥

বন্ধু! উজ্জয়িনীতে তোমার আর একটু কাজ করিতে হইবে। রাত্রিতে, যখন রাজপথ গাঢ়-অন্ধকারে আবৃত, এমন গাঢ় যে, একটা ছুঁচ তার গায়ে ফুটান যায়,—কিছু চোখে দেখা ত দূরে। তখন ভাই, সেখানে অভিসারিকারা নীলাম্বরে দেহ ঢাকিয়া সঙ্কেত-স্থানে নিঃশব্দ-চরণ-সঞ্চারে প্রিয়তমদের নিকট গুটিগুটি করিয়া যায়। প্রাণের টানে তাহারা ছুটিয়াছে। তাতে আঁধার, কত হোঁচট খাইতেছে, পড়িয়া যাইতেছে, কষ্টের চরম হইতেছে। তুমি সে সময় মাঝে মাঝে, কোনো শব্দ না করিয়া কোনো সোর গোল না করিয়া, তোমার সৌদামিনীকে একটু দেখা দিতে বলিও। সে যেন খানিকক্ষণ, তোমার গাঢ় কৃষ্ণ কলেবরে, কষ্টিপাথরে সোনার রেখার মত ঝিক্‌মিক্ করিয়া জ্বলিয়া থাকে, তা' হ'লেই, সেই আলোতে বেচারীরা পথটা দেখিয়া লইতে পারিবে। একেই ত অন্ধকারে অপথে যাইতেছে, আলো দেখিলে, তবুও কতকটা পথ দেখিতে পাইবে। সে সময়ে আবার যেন বৃষ্টি করিয়া বসিও না—বা তর্জ্জন-গর্জ্জন করিও না। তাদের প্রাণ সর্ব্বদাই সশঙ্ক, ভয়ের অন্ত নাই। তাতে আবার তুমি যদি ডাকো, তারা মারা যাইবে। দোহাই তোমার, মড়ার উপর খাঁড়ার প্রহার করিও না ॥ ৩৭ ॥

তাং কস্যাঞ্চিদ্ভবনবলভৌ সুপ্তপারাবতায়াং নীত্বা রাত্রিং চিরবিলসনাৎ খিন্নবিদ্যুৎকলত্রঃ।
দৃষ্টে সূর্য্যে পুনরপি ভবান্ বাহয়েদধ্বশেষং মন্দায়ন্তে ন খলু সুহৃদামভ্যুপেতার্থকৃত্যাঃ ॥ ৩৮ ॥
তস্মিন্ কালে নয়ন সলিলং যোষিতাংখণ্ডিতানাং শান্তিং নেয়ং প্রণয়িভিরতো বর্ত্ম ভানোস্ত্যজাশু।
প্রালেয়াস্রং কমলবদনাৎ সোহপি হর্ত্তুং নলিন্যাঃ প্রত্যাবৃত্তস্ত্বয়ি করুরুধি স্যাদনল্পাভ্যসূয়ঃ ॥ ৩৯ ॥
গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিতশ্চেতসীব প্রসন্নে ছায়াত্মাপি প্রকৃতিসুভগো লপ্স্যতে তে প্রবেশম্।
তস্মাদস্যাঃ কুমুদবিশদান্যর্হসি ত্বং ন ধৈর্য্যান্মোঘীকর্ত্তুং চটুল-শফরোদ্বর্ত্তনপ্রেক্ষিতানি ॥ ৪০ ॥

অন্বয়।—চিরবিলসনাৎ খিন্নবিদ্যুৎকলত্রঃ সুপ্তপারাবতায়াং কস্যাংচিৎ ভবনবলভৌ তাং রাত্রিং নীত্বা সূর্য্যে দৃষ্টে পুনঃ অপি ভবান্ অধ্বশেষং বাহয়েৎ। (তথাহি)—সুহৃদাম্ অভ্যুপেতার্থকৃত্যাঃ ন মন্দায়ন্তে খলু ॥ ৩৮ ॥

তস্মিন্ কালে খণ্ডিতানাং যোষিতাং নয়ন-সলিলং প্রণয়িভিঃ শান্তিং নেয়ম্, অতঃ ভানোঃ বর্ত্ম আশু ত্যজ। নলিন্যাঃ কমল-বদনাৎ প্রালেয়াস্রং হর্ত্তুং প্রত্যাবৃত্তঃ সঃ অপি ত্বয়ি কররুধি (সতি) অনল্পাভ্যসূয়ঃ স্যাৎ ॥ ৩৯ ॥

গম্ভীরায়াঃ সরিতঃ চেতসি ইব প্রসন্নে পয়সি প্রকৃতিসুভগঃ তে ছায়াত্মা অপি প্রবেশং লপ্স্যতে। তস্মাৎ অস্যাঃ কুমুদ-বিশদানি চটুল-শফরোদ্বর্ত্তন-প্রেক্ষিতানি ধৈর্য্যাৎ মোঘীকর্ত্তুং ত্বং ন অর্হসি ॥ ৪০ ॥

বঙ্গার্থ।—ভাই! এইরূপে বার বার ভিতর-বাহির করায়, আলো দেখানোতে তোমার গৃহিণী চপলাসুন্দরী বড়ই পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িবেন,—সন্দেহ নাই। সুতরাং কোনো সু-উচ্চ অট্টালিকার ছাদে সে রাত্রিটা কাটাইও। তা' হ'লেই সৌদামিনী কতকটা বিশ্রাম করিয়া লইতে পারিবেন। ও সব ছাদে—অত উঁচুতে জন-মানবের গন্ধও পাইবে না। সুতরাং অবাধে তোমার ক্লান্ত প্রেয়সীকে সুস্থ করিয়া লইতে পারিবে; সেখানে যে মানুষের সাড়া-শব্দ নাই, তার প্রমাণ সেখানেই পাইবে। দেখিবে ঝাঁকে ঝাঁকে পায়রার দল তথায় অসাড়ে ঘুমাইতেছে। লোক-জনের সাড়া-শব্দ পেলে কি অমন অঘোরে ঘুমাইতে পারে? রাত্রিটুকু জিরাইয়াই যেমন দেখিবে,—সূর্য্যদেব ওঠো ওঠো, অমনি ভাই! বাকি পথটুকু শেষ করিবে! এক স্থানে বেশী বিলম্ব করিও না। মেঘ! কোনো সাধু ব্যক্তিই বন্ধুর কার্য্যভার গ্রহণ করিয়া "গড়িমিসি" করে না। চট্‌পট্ সারিয়া ফেলে ॥ ৩৮ ॥

মেঘ! সেই অতিভোরে—ভালো করিয়া আলো ফুটিবার আগে—সারা রাত্রি অন্যস্থানে কাটাইয়া লম্পট পুরুষগুলা ঘরে ফিরিয়া আসে, ও তাহাদের "অলস অঙ্গ শিথিলকবরী" সতীলক্ষ্মী পত্নীদের কাছে গিয়া, কত সাত পাঁচ বানাই-পানাই বলিয়া তাহাদিগকে ভুলায়,—দুঃখিনীদের দুঃখের নয়ন-জল মুছাইয়া দেয়, সুতরাং ঐ ভোরের বেলায় তুমি আবার সূর্য্যের পথ আটকাইয়া থাকিও না। তুমি যদি ও সময়ে সূর্য্যদেবকে ঢাকিয়া থাকো, তা' হ'লে—ঐ পুরুষগুলি, "এখনো রজনী আছে" ভাবিয়া বাড়ী ফিরিতে আরও দেরী করিবে। উহাদের ত দয়া-মায়া নাই। আর তা' ছাড়া, ওরূপ করিলে, সূর্য্যদেবও তোমার উপর হাড়ে হাড়ে চটিয়া যাইবেন। কেন না, তিনিও বড় কম ওস্তাদ নন। সারা রাত্রি কোথায় পড়িয়াছিলেন, তার ঠিকানা নাই, নলিনী কাঁদিয়া কাঁদিয়া লাল হইয়াছে, শিশির-বিন্দুবৎ অশ্রুবিন্দুতে তাহার সর্বাঙ্গ ভরিয়া গিয়াছে,—সূর্য্য-ঠাকুর ভোর ভোর চলিয়াছেন—তাকে ঠাণ্ডা করিতে, কর-সঞ্চালনে নলিনীর চোখের শিশির-জল মুছাইতে; এ সময়ে যদি তুমি তাঁর কর চাপিয়া ধর, তিনি বেজায় চটিয়া যাইবেন। ভাই—রে!—হাজার হোক্ দেবতা, ক্ষিপ্ত হইয়া দাঁড়াইতে পারে। ও কাজ করিও না। দেখ না, আবার দুর্দ্দশা! দেবতা নয়, অনেক নীচের সিঁড়ির লোকের অভিশাপের কি পরিণাম। আর সূর্য্য ত সাক্ষাৎ সবিতৃদেব ॥ ৩৯ ॥

আর ভাই, তাড়াতাড়ি গেলে তোমার লাভ বৈ লোকসান্ হইবে না। খানিকটা গেলেই তুমি গম্ভীরা নদী দেখিতে পাইবে। কি নির্ম্মল তার জল। সজ্জনের হৃদয়ের মত স্বচ্ছ প্রসন্ন। মেঘ! তুমি ভাগ্যবান্। স্বভাব-সুন্দর তোমাকে কোন্ সুন্দরী না কামনা করে। প্রসন্ন-সলিলা গম্ভীরার স্বচ্ছ হৃদয়ের মত সেই জলে তোমার ছায়া পড়িবে। তুমি ছায়াময় দেহে সে হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিবে। তোমার কালো ছায়া যখন তার বক্ষে পড়িবে, আর তার উপর চঞ্চল—অতি অস্থির পুঁটিমাছগুলি লাফাইতে থাকিবে, একেই ত তারা সাদা, অতি সাদা, তাতে আবার কালো ছায়ায় তাদের আরও সাদা দেখাইবে, তখন মনে হইবে,—ঠিক যেন গম্ভীরা অনেক দিনের পর, তোমাকে পাইয়া তার সকল গাম্ভীর্য্যের মাথায় লাথি মারিয়া নিয়ত। তোমার দিকে কুমুদ-ফুলের মত সাদা সাদা কটাক্ষ-বাণ নিক্ষেপ করিতেছে। জলদ! এ সময়ে সেখানে একটু জল ছিটাইয়া যাইও। তুমি আবার উল্টা গম্ভীর সাজিয়া তার অমন চাহনিগুলি মাটী করিও না ॥ ৪০ ॥

বিবরণ।—গম্ভীরা।—শিপ্রার অন্যতম শাখানদী ॥ ৪০ ॥

তস্যাঃ কিঞ্চিৎ করধৃতমিব প্রাপ্তবানীরশাখং হৃত্বা নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধোনিতম্বম্।
প্রস্থানং তে কথমপি সখে! লম্বমানস্য ভাবি জ্ঞাতাস্বাদো বিবৃতজঘনাং কো বিহাতুং সমর্থঃ॥ ৪১॥

ত্বন্নিষ্যন্দোচ্ছ্বসিতবসুধা-গন্ধসম্পর্করম্যঃ স্রোতোরন্ধ্রধ্বনিত-সুভগং দন্তিভিঃ পীয়মানঃ।
নীচৈর্বাস্যত্যুপজিগমিষোর্দেবপূর্ব্বং গিরিং তে শীতো বায়ুঃ পরিণময়িতা কাননোদুম্বরাণাম্॥ ৪২॥

অন্বয়।—সখে! প্রাপ্ত-বানীর-শাখং কিঞ্চিৎ কর-ধৃতম্ ইব নীলং মুক্তরোধোনিতম্বং তস্যাঃ (গম্ভীরায়াঃ) সলিল-বসনং হৃত্বা লম্বমানস্য তে প্রস্থানং কথমপি ভাবি। জ্ঞাতা-স্বাদঃ কঃ বিবৃত-জঘনাং বিহাতুং সমর্থঃ? ॥ ৪১॥

ত্বন্নিষ্যন্দোচ্ছ্বসিত-বসুধা গন্ধ-সম্পর্করম্যঃ দন্তিভিঃ স্রোতোরন্ধ্রধ্বনিতসুভগং পীয়মানঃ কাননোদুম্বরাণাং পরিণময়িতা শীতঃ বায়ুঃ দেবপূর্ব্বং গিরিম্ উপজিগমিষোঃ তে নীচৈঃ বাস্যতি॥ ৪২॥

বঙ্গার্থ।—মেঘ! গ্রীষ্মের প্রখরতাপে অন্যান্য নদীর ন্যায় ঐ গম্ভীরারও জল অনেকটা কমিয়া যাওয়ায়—তট হইতে অনেক নীচুতে, খাদের ভিতর স্রোতটা পড়িয়া গিয়াছে, আর দুই পাড়ের নীচে স্রোতের দুই ধারে বালির চড়া জাগিয়া উঠিয়াছে এবং পাহাড়ের উপর হইতে সুনীল বেতস-লতাগুলি আসিয়া ঐ স্রোতের উপর ঝুলিয়া হেলিয়া পড়িয়াছে, স্রোতের টানে নড়িতেছে চড়িতেছে। তুমি উপর হইতে দেখিলে, তোমার মনে হইবে যেন, গম্ভীরা-রূপিণী কোন নায়িকা তাহার নিতম্ব হইতে একেবারে স্খলিত সলিলরূপ সুনীল বসনখানি দুই হাতে টানিয়া ধরিয়া, যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। তুমি লম্বিত-কলেবরে যত তাড়াতাড়িই যাইতে চাও না কেন, ঐ প্রকার অনাবৃত জঘনাকে ফেলিয়া চলিয়া যাওয়া তোমার পক্ষে বড় সহজ হইবে না। কেন না, কোনো রসজ্ঞ ব্যক্তিই ঐরূপ "বিবৃত জঘনাকে" সহসা উপেক্ষা করিয়া যাইতে পারে না॥ ৪১॥

ভাই! গম্ভীরাকে ছাড়িয়া তোমাকে দেবগিরিতে যাইতে হইবে। ওপথে একটু গেলেই তোমার সকল শ্রান্তি কাটিয়া যাইবে, গম্ভীরাকে ছাড়িবার সময়ের সকল অবসাদ দূর হইবে। তোমার প্রথম বর্ষণ পাইয়া গ্রীষ্মের প্রখরতাপে উত্তপ্ত ধরণী হইতে কোন একটা উচ্ছ্বাস উঠিবে ও বড় মধুর সোন্ধা গন্ধ উঠিয়া চারিদিক্ ভরিয়া ফেলিবে। পাহাড়ে ঠাণ্ডা বাতাস সন্ সন্ করিয়া বহিতেছে, আর ঐ গন্ধে ভুর্-ভুর্ করিতেছে। বড় বড় দাঁতালো হাতীগুলি এতদিন তাতিয়াছিল, আজ ঠাণ্ডা বাতাসের গন্ধ পাইয়া শুঁড় উঁচু করিয়া বাতাস টানিয়া লইতেছে, শুধু দেহের উপরটা নয়, ভিতরটাও তাদের শীতল হইয়া যাইতেছে। শুঁড়ের ছিদ্র-পথে ঘড় ঘড় করিয়া বাতাস ঢুকিতেছে। চারিদিকে যজ্ঞ-ডুমুরের বনের সমস্ত ডুমুর সেই নববর্ষার শীতল সমীরে পাকিয়া উঠিবে, তাহা হইতে এক মন্দমধুর সৌরভ চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িবে, আর সেই শীতল বাতাস ঐ সব গন্ধ গায়ে মাখিয়া আসিয়া ধীরে ধীরে তোমার সেবা করিবে। তোমার গম্ভীরা-ভোগ-ক্লান্ত দেহে এবং ততোধিক তোমার অবসন্ন মনে নূতন বলের সঞ্চার করিয়া দিবে। ৪২॥

বিবরণ।—দেবগিরি।—চর্ম্মণ্বতী বা চম্বলের উপকূলে উজ্জয়িনী এবং দশপুর বা মান্দাসোরের মধ্যবর্ত্তী পর্ব্বত। উইলসনের মতে "দেবগড়" নামক পর্ব্বতের প্রাচীন নাম—দেবগিরি। মালবদেশের মধ্যস্থলে চম্বলের দক্ষিণভাগে অবস্থিত। (N. L. D.) ৪২॥

অত্র স্কন্দং নিয়ত-বসতিং পুষ্পমেঘী-কৃতাত্মা পুষ্পাসারৈঃ স্নপয়তু ভবান্ ব্যোম-গঙ্গা-জলার্দ্রৈঃ।
রক্ষা-হেতোর্নবশশিভৃতা বাসবীনাং চমূনামত্যাদিত্যং হুতবহমুখে সম্ভৃতং তদ্ধি তেজঃ ॥ ৪৩ ॥

জ্যোতির্লেখাবলয়ি গলিতং যস্য বর্হং ভবানী পুত্র-প্রেম্‌ণা কুবলয়-দল-প্রাপি কর্ণে করোতি।
ধৌতাপাঙ্গং হর-শশি-রুচা পাবকেস্তং ময়ূরং পশ্চাদদ্রিগ্রহণ-গুরুভির্গর্জিতৈর্নর্তয়েথাঃ ॥ ৪৪॥

অন্বয়।—অত্র নিয়ত-বসতিং স্কন্দং পুষ্পমেঘীকৃতাত্মা ভবান্ ব্যোমগঙ্গাজলার্দ্রৈঃ পুষ্পাসারৈঃ স্নপয়তু। নব-শশিভৃতা বাসবীনাং চমূনাং রক্ষাহেতোঃ হুতবহমুখে অত্যাদিত্যং তৎ তেজঃ সম্ভৃতং হি ॥ ৪৩ ॥

জ্যোতি-র্লেখা-বলয়ি-গলিতং যস্য বর্হং ভবানী পুত্র-প্রেম্‌ণা কুবলয়-দল প্রাপি কর্ণে করোতি, হর শশি-রুচা ধৌতাপাঙ্গং পাবকেঃ তং ময়ূরং পশ্চাৎ অদ্রিগ্রহণগুরুভিঃ গর্জিতৈঃ নর্তয়েথাঃ ॥ ৪৪ ॥

বঙ্গার্থ।—মেঘ! সেই দেবগিরিতে দেবসেনাপতি কার্ত্তিক চিরদিনের মত অধিষ্ঠিত আছেন। তাঁহার যেমন রূপ, তেমনই তেজঃ। কেহই তাঁহাকে আঁটিয়া উঠিতে পারে না। অসুরনিপীড়িত দেবেন্দ্রের সৈন্য-সামন্তের রক্ষার জন্য বালেন্দু-শেখর পার্ব্বতীপতি যে অপ্রতিম তেজঃ হুতাশনে ক্ষেপণ করিয়াছিলেন, শেষে তাহাই কার্ত্তিকেয়রূপে দেবরাজের সৈনাপত্য গ্রহণ করেন; কোথায় লাগে সূর্য্যের তেজ তাঁর কাছে? সুতরাং ভাই, ওখানে তোমার একটু কাজ করিতে হইবে। তুমি ত "কামরূপ"—ইচ্ছামত রূপ ধারণ করিতে পার। ঐ স্থানে গিয়া তুমি একেবারে ফুলের মেঘ হইয়া যাইও। এখন তুমি জলের মেঘ, বর্ষণ কর জল, তখন হইবে ফুলের মেঘ, বর্ষণ করিবে ফুল। তার পর আকাশ-গঙ্গার জলে ভিজাইয়া লইয়া, মেঘ, একবার প্রাণ ভরিয়া ফুলের অজস্র ধারা বর্ষণে সেই দেবসেনাপতি পার্ব্বতী-পুত্রকে স্নান করাইয়া দিবে। অশেষ পুণ্য হইবে ॥ ৪৩ ॥

এই সঙ্গে আর একটু ছোট্ট কাজও করিতে হইবে। ঐ দেবগিরিতে প্রথমতঃ কার্ত্তিকদেবের সেবা করিয়া পরে তোমার স্বভাব-সুলভ গোটাকত মন্দ্রধ্বনি,—গুড়-গুড় করিয়া গর্জ্জন করিবে। সেই গর্জ্জন যেমন গিয়া পর্ব্বতের গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত, সুতরাং দ্বিগুণতর হইয়া উঠিবে, অমনি দেখিবে, শিখিবাহন কার্ত্তিকদেবের ময়ূরটি পেখম তুলিয়া নাচিতে সুরু করিয়া দিবে। তাই, বাহনের নৃত্য দেখিলে কোন্ প্রভু না আনন্দিত হন? স্কন্দদেবেরও মহা-আনন্দ জন্মিবে। ঐ ময়ূরও বড় কম নন। ছেলে কার্ত্তিক উহাকে ভালোবাসেন, উহার উপর চড়িয়া বেড়ান, তাই মা ভবানী গিরিরাজ-পুত্রী উমাও ঐ ময়ূরকে বড় স্নেহের চক্ষে দেখেন, আদর করেন। যদি কখনো উহার একখানা পালক খসিয়া পড়ে, মা অমনি ছুটিয়া গিয়া সেই চন্দ্রক আঁকা পালকখানি তুলিয়া লইয়া পদ্মফুলের অবতংস ফেলিয়া উহা কানে পরেন। হাত দিয়া কখনো কোনো পালক খসান না, যা' আপনিই পড়ে, তাই নেন এ কি কম আদরের কথা? কার্ত্তিকের পিতা চন্দ্রশেখর আবার দিন-রাত পুত্রের ঐ ময়ূরটিকে চোখের আড়াল হইতে দেন না, ও যেখানেই থাক্, তিনি সর্ব্বদা উহার দিকে চাহিয়া থাকেন, তাই তাঁর ললাট-চন্দ্রের বিমল ধবল জ্যোৎস্না গিয়া উহার মুখের উপর পড়ায় চোখ দুটিও একেবারে সাদা হইয়া যায় ও জল্ জল্ করে। হর-পার্ব্বতীর এত আদরের ময়ূরকে উপেক্ষা করিতে নাই। তাহাকে একটু নাচাইয়া যাইও ভাই। ॥ ৪৪ ॥

আরাধ্যৈনং শরবণভবং দেবমুল্লঙ্ঘিতাধ্বা সিদ্ধ-দ্বন্দ্বৈর্জলকণভয়াদ্ বীণিভির্মুক্তমার্গঃ।
ব্যালম্বেথাঃ সুরভিতনয়ালম্ভজাং মানয়িষ্যন্ স্রোতোমূর্ত্যা ভুবি পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্ত্তিম্॥ ৪৫॥

ত্বয্যাদাতুং জলমবনতে শার্ঙ্গিণো বর্ণচৌরে তস্যাঃ সিন্ধোঃ পৃথুমপি তনুং দূরভাবাৎ প্রবাহম্।
প্রেক্ষিষ্যন্তে গগন-গতয়ো নূনমাবর্জ্য দৃষ্টীরেকং মুক্তাগুণমিব ভুবঃ স্থূলমধ্যেন্দ্রনীলম্॥ ৪৬॥

অন্বয়।—এনং শরবণভবং দেবম্ আরাধ্য বীণিভিঃ সিদ্ধ-দ্বন্দ্বৈঃ জল-কণভয়াৎ মুক্তমার্গঃ উল্লঙ্ঘিতাধ্বা (চ সন্) (ত্বং) সুরভিতনয়ালম্ভজাং ভুবি স্রোতোমূর্ত্ত্যা পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্ত্তিং মানয়িষ্যন্ ব্যালম্বেথাঃ॥ ৪৫॥

শার্ঙ্গিণঃ বর্ণচৌরে ত্বয়ি জলম্ আদাতুম্ অবনতে (সতি) তস্যাঃ সিন্ধোঃ (চর্ম্মণ্বত্যাঃ) পৃথুম্ অপি দূরভাবাৎ তনুং (তনুত্বেন প্রতীয়মানং) প্রবাহং গগন-গতয়ঃ দৃষ্টীঃ আবর্জ্য ভুবঃ একং স্থূলমধ্যেন্দ্রনীলং মুক্তাগুণম্ ইব নূনং প্রেক্ষিষ্যন্তে॥ ৪৬॥

বঙ্গার্থ।—মেঘ! এই শরবণজাত কার্ত্তিকদেবকে পূর্ব্বোক্ত প্রথায় অর্চনা করিয়া তুমি যতই অগ্রসর হইতে থাকিবে, ততই এক আশ্চর্য্য ব্যাপার তোমার চোখে পড়িবে। দেখিবে,—আকাশ পথে সিদ্ধ ও তাঁহাদের গৃহিণীরা জোড়ায় জোড়ায় বীণাবাদন-পূর্ব্বক গান গাহিয়া বেড়াইতেছেন। তুমি ছুটিয়া চলিয়াছ,—দেখিয়া তাঁহারা তাড়াতাড়ি তোমার পথ ছাড়িয়া দূরে সরিয়া যাইবেন, ভয়—যদি তোমার জলের ছিটা লাগিয়া তাঁদের এত সখের বীণাগুলির সুর খ্যাংখ্যাতে হইয়া যায়। তার পরই দেখিবে—ভূপৃষ্ঠে চর্ম্মণ্বতী (চম্বল) নদী তর্-তর্ করিয়া বহিয়া চলিয়াছে। ভাই রে, ও নদী নয়, নদীর রূপ ধরিয়া উহা রাজা রন্তিদেবের কীর্ত্তিপ্রবাহ অবিচ্ছিন্ন গতিতে বহিয়া যাইতেছে। রন্তিদেব গোমেধ-যজ্ঞ করিয়া কামধেনু সুরভির তনয়াদিগকে (গাভীদিগকে) নিহনন করিয়াছিলেন,—সেই নিহত ধেনুদিগের চর্ম্ম হইতে যে রক্ত ধারা ছুটিয়াছিল, তাহাই স্রোতোরূপে ঐ প্রবাহিত হইতেছে। তুমি উহার সম্মান রাখিতে ভুলিও না। তার একটু পবিত্র জল স্পর্শ করিবার জন্য খানিকটা নীচুতে নামিও॥ ৪৫॥

ভাই! দূর অতিদূর হইতে--অতি ঊর্দ্ধ হইতে সেই চর্ম্মণ্বতীকে দেখিতে একগাছি সাদা সূতোর মত—সূক্ষ্ম, কিন্তু তাই বলিয়া সত্যি সে নদীর জলধারা সূক্ষ্ম নহে, বেশ মোটা; খুব বিস্তৃত। তবে উপর হইতে ঐরূপ দেখায় বটে। পাথরে পাথরে বাধিয়া কল্-কল্ করিয়া সে ছুটিয়াছে, আর তুলোর রাশির মত ফেন-পুঞ্জ পাথরের পাশে-পাশে জমিয়া জমিয়া সারা প্রবাহটাকে ছাইয়া ফেলিয়াছে। উপর হইতে দেখিলে মনে হয়, যেন এক ছড়া মুক্তার মালা পড়িয়া রহিয়াছে। ওহে নব-জলধর! একেই ত নবঘন-শ্যাম গোপীমোহনের মত তোমার কান্তি, তাতে আবার তুমি যখন সেই নদীর জল লইতে তাহার উপর পড়িবে, তখন আকাশ বিহারী সিদ্ধগণ নিম্নে চাহিয়া দেখিবেন, যেন ধরণী-দেবীর গলায় সুন্দর এক ছড়া মুক্তোর হার দুলিতেছে, আর তার মাঝখানে অতি সুন্দরতম একটি খুব বড় নীল-কান্ত-মণি শোভা পাইতেছে। গগনচারিগণ আর কোনো দিক্ না চাহিয়া কেবল তোমাকেই দেখিবেন। এ কি কম সৌভাগ্যের কথা॥ ৪৬॥

বিবরণ—চর্ম্মণ্বতী।—বিন্ধ্যগিরির উচ্চতম পৃষ্ঠভাগ হইতে নির্গতা ও রাজপুতনার মধ্যবাহিনী নদী। চম্বল ইহার নামান্তর। বিন্ধ্য হইতে তিনটি পৃথক্ ধারা—চম্বল, চম্বেলা ও গম্ভীরা নামে আসিয়া ইহাকে পরিপুষ্ট করিতেছে। মহাভারতের দ্রোণপর্ব্বের ৬৭ অধ্যায়ে এই নদীর বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য॥ ৪৫॥

তামুত্তীর্য্য ব্রজ পরিচিতভ্রূলতা-বিভ্রমাণাম্ পক্ষ্মোৎক্ষেপাদুপরিবিলসৎকৃষ্ণ-সার-প্রভাণাম্।
কুন্দক্ষেপানুগমধুকর-শ্রীমুষামাত্মবিম্বং পাত্রীকুর্ব্বন্ দশপুরবধূ-নেত্র-কৌতূহলানাম্ ॥ ৪৬ ॥

ব্রহ্মাবর্ত্তং জনপদমথ চ্ছায়য়া গাহমানঃ ক্ষেত্রং ক্ষত্র-প্রধন-পিশুনং কৌরবং তদ্ ভজেথাঃ।
রাজন্যানাং শিত-শর-শতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা ধারাপাতৈস্ত্বমিব কমলান্যভ্যবর্ষন্মুখানি ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়।—তাং (চর্ম্মণ্বতীং) উত্তীর্য্য পরিচিতভ্রূলতা-বিভ্রমাণাং পক্ষ্মোৎক্ষেপাৎ উপরিবিলসৎকৃষ্ণসারপ্রভাণাং কুন্দক্ষেপানুগ-মধুকরশ্রীমুষাং দশপুরবধূনেত্রকৌতূহলানাম্ আত্মবিম্বং (স্বমূর্ত্তিং) পাত্রীকুর্ব্বন্ ব্রজ ॥ ৪৭ ॥

অথ ব্রহ্মাবর্ত্তং জনপদং ছায়য়া গাহমানঃ (সন্ ত্বং) ক্ষত্র-প্রধন-পিশুনং তৎ কৌরবং ক্ষেত্রং ভজেথাঃ। যত্র গাণ্ডীবধন্বা শিত-শর শতৈঃ রাজন্যানাং মুখানি, ত্বং ধারা পাতৈঃ কমলানি ইব অভ্যবর্ষৎ ॥ ৪৮ ॥

বঙ্গার্থ।—জলদ! সেই চর্ম্মণ্বতী পার হইয়া সোজা উত্তরদিকে চলিয়া যাইও। তোমার পথে দশপুর নগর পড়িবে। সেই নগরের বধূগণ কত আকাঙ্ক্ষায়, কত আগ্রহে তোমার নয়নমনোহর কান্তি হাঁ করিয়া দেখিবে। তাহাদের চোখের কি তুলনা আছে? সে চোখ যত সুন্দর, তার চাহনি আবার তার চেয়েও সুন্দর, ভাব-ভঙ্গিতে ভরা। তারা যখন ঊর্দ্ধনেত্রে তোমাকে দেখিবে, তখন তাদের চোখের পাতাগুলি ভুরু-ভুরু করিয়া নাচিবে, আর তার মধ্য হইতে প্রথমতঃ নয়নের সাদা সাদা বর্ণ যেন বাহির হইয়া আসিতেছে—এবং তার পিছন পিছন কালো কালো তারাগুলির কালো রংএর ঝাঁক যেন ছুটিতেছে—বলিয়া মনে হইবে। তুমি ঠিক ভাবিবে যেন, কতকগুলি সাদা কুন্দকুসুম উপর দিকে কেহ ছুড়িয়া দিয়াছে, আর তার পিছু পিছু কালো ভ্রমরের ঝাঁক ছুটিয়া চলিয়াছে। ভাই! অমন বধূদের অমন চোখের সামনে একবার তোমার অমন সুন্দর মূর্ত্তিখানা একটু ধরিও একটু দেখিতে দিও। তাই যে। "পাত্রীকুর্ব্বন্" তাদের দেখিতে দিও, তারাই যেন দেখে। তুমি আবার দেখিতে গিয়া দেরী করিয়া বসিও না ॥ ৪৭ ॥

ভাই! এর পর যাইতে যাইতে তোমার পথে "ব্রহ্মাবর্ত্ত" দেশ পড়িবে। তুমি ত জান—"সরস্বতী-দৃষদ্বত্যোর্দেবনদ্যোর্যদন্তরম্। তং দেবনির্ম্মিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে।" সরস্বতী এবং দৃষদ্বতী নামক দেব-নদীদ্বয়ের মধ্যে দেবনির্ম্মিত যে দেশ, তারই নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। আর্য্যগণের ভারতবর্ষের আদি বাসস্থান। তুমি সটান্ তার উপর দিয়া চলিয়া যাইবে। তোমার স্নিগ্ধ ছায়াপাতে সেই গ্রীষ্মদগ্ধ আর্য্য-ভূমি কিছুকালের জন্য জুড়াইয়া শীতল হইবে। তোমার পুণ্য হইবে। তার পরই কুরুক্ষেত্র - কুরুপাণ্ডবের সেই ভয়ঙ্কর যুদ্ধক্ষেত্র, এখনও সেই ক্ষত্রিয়কুলান্তক যুদ্ধের কত চিহ্ন, কত নরকঙ্কালাদি তোমার চোখে পড়িবে। ভাই, তুমি যেমন ফুটন্ত পদ্মসমূহের উপর অজস্রধারা-বর্ষণ করিয়া সেগুলিকে ছিন্ন-ভিন্ন কর, তদ্রূপ গাণ্ডীবধারী ধনঞ্জয় ঐ স্থানে ক্ষত্রিয়রাজাদের মুখের উপর শতসহস্র সুতীক্ষ্ণ শরবর্ষণ করিয়াছিলেন ॥ ৪৮ ॥

বিবরণ।—**দশপুর।**—মালবের অন্তঃপাতী নগর। বর্ত্তমানে ইহার নাম মান্দাশোর। দশপুর শব্দ কি করিয়া মাণ্ডাশোরে পরিণত হইল, তজ্জন্য Dr. Fleetএর Corp, Ins. Ind. Vol III, p 79 দ্রষ্টব্য। ইহার পার্শ্ববর্ত্তী জনপদবাসীরা ইহাকে "দশোর" বলিয়া থাকে। সংস্কৃত দশপুর, ক্রমে পশ্চিমে হাওয়ায় বদল হইতে হইতে গিয়া একেবারে মান্দাশোরে দাঁড়াইয়াছে। যেমন বারাণসী—বেণারস্,—অযোধ্যা—আউধ, দুর্জ্জয়লিঙ্গ—দারজিলিং, যশোহর—জেসোর,—ইত্যাদি ইত্যাদি ॥ ৪৭ ॥

কুরুক্ষেত্র।—বর্ত্তমান থানেশ্বর। পূর্ব্বে সোন্‌পথ (শোনপ্রস্থ), আমিন্ (অভিমন্যু ক্ষেত্র), করনাল্ এবং পানিপথ (পাণিপ্রস্থ), এই চারিটি জিলা লইয়া থানেশ্বর গঠিত ছিল। থানেশ্বর বোধ হয় "স্থাণুতীর্থ" নাম হইতেই, পূর্ব্বোক্ত মান্দাশোরের ন্যায় অপভ্রষ্টরূপে উৎপন্ন। কেন না, থানেশ্বরের অর্দ্ধমাইল উত্তরে "স্থাণু" নামে মহাদেব-মন্দির অদ্যাবধিও দৃষ্ট হয়। উত্তরে সরস্বতী এবং দক্ষিণে দৃষদ্বতী, মধ্যে কুরুক্ষেত্র অবস্থিত। কুরুক্ষেত্র-সময় শুধু থানেশ্বরে

হিত্বা হালামভিমতরসাং রেবতী-লোচনাঙ্কাং বন্ধুপ্রীত্যা সমর-বিমুখো লাঙ্গলী যাঃ সিষেবে।
কৃত্বা তাসামভিগমমপাং সৌম্য সারস্বতীনামন্তঃশুদ্ধস্ত্বমপি ভবিতা বর্ণমাত্রেণ কৃষ্ণঃ ॥ ৪৯ ॥

অন্বয়।—বন্ধুপ্রীত্যা সমরবিমুখঃ লাঙ্গলী রেবতী-লোচনাঙ্কাং অভিমতরসাং হালাং হিত্বা যাঃ সিষেবে, সৌম্য! তাসাং সারস্বতীনাং অপাম্ অভিগমম্ কৃত্বা ত্বম্ অপি অন্তঃশুদ্ধঃ ভবিতা, বর্ণমাত্রেণ (ন তু পাপেন) কৃষ্ণঃ ॥ ৪৯ ॥

বঙ্গার্থ।—মেঘ! ভারতের সর্ব্বনাশকর ঐ কুরু-পাণ্ডবের যুদ্ধে উদার-প্রাণ হলধারী বলদেব স্নেহবশতঃ কোনো পক্ষভুক্ত না হইয়া মনের বিরাগে যে নদীর তীরে গিয়া সমাধি অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহার পত্নী রেবতী পতিদেবতাকে যদি ফিরাইতে পারেন—ভাবিয়া, বলদেবের বড় প্রিয় সুরা আনিয়া স্বহস্তে তাঁহার মুখের সমক্ষে ধরিয়া-ছিলেন, ভামিনীর-ঢলঢলে চোখ দু'টি সেই সুরাপাত্রে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল, ভাব ত তাই, কেমন সে সুরা! বলদেব সে দিকে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, যে নদীর তীরে চলিয়া গিয়াছিলেন, তোমার সম্মুখে সেই সরস্বতী নদী পড়িবে। তুমি বন্ধু অমন যে পুণ্যতোয়া নদী, তার যদি কতকটা জল পান কর, তবে আমি নিশ্চয় বলিতেছি, তোমার ভিতরটা একেবারে শুদ্ধ নির্ম্মল হইয়া যাইবে, শুধু তোমার বাহিরের রংটা কালো থাকিবে ॥ ৪৯ ॥

হইয়াছিল না, আশে-পাশের বহুস্থান ব্যাপিয়া ঐ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। থানেশ্বরের পাঁচ মাইল দক্ষিণে আমিন বা অভিমন্যুক্ষেত্রেই অভিমন্যু নিহত এবং অর্জ্জুন কর্ত্তৃক অশ্বত্থামা ছিন্নমস্তক হন। সোনপ্রস্থ এবং পাণিপ্রস্থ (সোনপথ ও পাণিপথ) নামক দুইটি পল্লী যুধিষ্ঠিরের প্রার্থিত পঞ্চগ্রামের অন্যতম। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ N. L. D, তে দ্রষ্টব্য ॥ ৪৮ ॥

বিবরণ।—সরস্বতী।—হিমালয় পর্ব্বতের "শিবলিক্" (Sewalik) নামক গিরিব্রজ হইতে উৎপন্ন হইয়া পঞ্চনদের আম্বালা জেলায় "আদ্‌বদ্‌রি"—নামক সমতলে প্রবাহিত পুণ্য-সলিলা নদীর নাম। পর্ব্বতপৃষ্ঠস্থিত একটি প্লক্ষতরুর মূলদেশ হইতে সমুত্থিত উৎস এই নদীর প্রথম উৎপত্তিস্থল বলিয়া ঐ উৎস স্থানকে "প্লক্ষাবতরণ" বা "প্লক্ষপ্রস্রবণ" বলা হয় এবং বহু তীর্থযাত্রী এখানে ধর্ম্মার্থে আগমন করিয়া থাকেন। পৌরাণিক যুগেও এই স্থান পবিত্র তীর্থরূপে গণ্য হইত। সরস্বতীর একটা প্রধান ধর্ম্ম এই যে, ইহা কোথাও প্রকাশিত, কোথাও বা অপ্রকাশিত—অর্থাৎ ভূভাগের তলদেশ দিয়া প্রবাহিত। এ সম্বন্ধে কতপ্রকার পৌরাণিক আখ্যান পরিদৃষ্ট হয়, তাহার উল্লেখ অনাবশ্যক। পুলস্ত্য মুনি পিতামহ ভীষ্মকে তীর্থ-ফল-খ্যাপন প্রসঙ্গে বলিতেছেন,—

"ততো বিনশনং গচ্ছেন্নিয়তো নিয়তাশনঃ। গচ্ছত্যন্তর্হিতা যত্র মেরুপৃষ্ঠে সরস্বতী ॥ ১১১ ॥
চমসেঽথ শিবোদ্ভেদে নাগোদ্ভেদে চ দৃশ্যতে। স্নাত্বা তু চমসোদ্ভেদে,— ॥ ১১২ ॥
শিবোদ্ভেদে নরঃ স্নাত্বা—। নাগোদ্ভেদে স্নাত্বা— ॥ ১১৩ ॥" মহাভারত, বন, ৮২অঃ।

বিনশন—অর্থাৎ যেখানে সরস্বতী বিনষ্ট হইয়াছে, হারাইয়া গিয়াছে অন্তর্হিত হইয়াছে তাহারই নাম বিনশন, কুরুক্ষেত্র, বর্ত্তমান থানেশ্বর। তার পর চমসোদ্ভেদ, শিবোদ্ভেদ ও নাগোদ্ভেদ নামক স্থানে আবার সরস্বতী দেখা দিয়াছে। ঋগ্বেদে কিন্তু সরস্বতীকে অপ্রতিহত-প্রবাহা বলা হইয়াছে। পরে মহাভারত ও মনুর যুগ হইতে সরস্বতীর ঐ লোপালোপ-ভাব দেখা যায়। বৈদিক সময়ে সরস্বতী খুব বড় নদী এবং সমুদ্রে গিয়া পতিত হইয়াছে—বলিয়া দেখা যায়। ঋগ্বেদে যুক্ত-বেণী বা ত্রিবেণীর নামও নাই। সরস্বতী নামে গুজরাটে সোমনাথের মন্দিরের সান্নিধ্যে কান্দাহারে বা পূর্ব্ব-আফগানিস্থানে এবং "হেলমন্দ" নামে আফগানিস্থানে আরও তিনটি নদীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহা ছাড়া প্রাচীন-সরস্বতী, প্রভাস-সরস্বতী, কুরুক্ষেত্র-সরস্বতী নামে নানাস্থানে সরস্বতীকে নানা উপনামযুক্তও দেখা যায়। অথর্ব্ববেদে যে ত্রি-সরস্বতীর উল্লেখ আছে, তাহা আফগান রাজ্যের হেলমন্দ, ও ভারতবর্ষের সিন্ধু এবং কুরুক্ষেত্র-সরস্বতীকেই বলা হইয়াছে। সিন্ধুর অতি প্রাচীন নাম সরস্বতী ছিল। প্রধানতঃ পূর্ব্বোক্ত চারিটি সরস্বতী ছাড়া,—গড়োয়াল রাজ্যে অলকানন্দার শাখানদী এক সরস্বতী ও আর একটি সরস্বতীরও উল্লেখ দেখা যায়। তাহা হইলে মোট ছয়টি সরস্বতীর নাম পাওয়া যাইতেছে। (N, L, D, P, 180, 181) ॥ ৪৯ ॥

তস্মাদ্ গচ্ছেরনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং জহ্নোঃ কন্যাং সগর-তনয়-স্বর্গ-সোপান-পঙ্‌ক্তিম্।
গৌরীবক্ত্র-ভ্রূকুটি-রচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ শম্ভোঃ কেশগ্রহণমকরোদিন্দু-লগ্নোর্ম্মি-হস্তা ॥ ৫০ ॥

অন্বয়।—তস্মাৎ (কুরুক্ষেত্রাৎ) অনুকনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং সগরতনয়স্বর্গ সোপান-পঙ্‌ক্তিং জহ্নোঃ কন্যাং গচ্ছেঃ। যা (জাহ্নবী) গৌরীবক্ত্রভ্রূকুটিরচনাং ফেনৈঃ বিহস্য ইব ইন্দুলগ্নোর্ম্মিহস্তা (সতী) শম্ভোঃ কেশগ্রহণম্ অকরোৎ ॥ ৫০ ॥

বঙ্গার্থ।—মেঘ! কুরুক্ষেত্র হইতে তোমাকে কনখলে যাইতে হইবে। "প্রজাপতিমন্দির" "দক্ষিণস্থান" "সতীকুণ্ড" নামে বিরাজিত কত তীর্থ এই স্থানে দেখিতে পাইবে। দক্ষ দুহিতা সতী পিতৃমুখে পতিনিন্দা শ্রবণে যে স্থলে প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন—তাহারই নাম "সতীকুণ্ড," দক্ষ রাজার যজ্ঞস্থলের নাম "দক্ষস্থান।" এই কনখলের দুই মাইল পশ্চিমে হরিদ্বারে আসিয়া গঙ্গা পাহাড় হইতে নামিয়াছেন। গঙ্গা এবং নীলধারার সঙ্গমস্থলে এই কনখল বিরাজিত। প্রায় বাইশ-তেইশ হাজার ফুট উচ্চ হইতে ধাপে ধাপে গঙ্গা হিমালয়ের গাত্র বাহিয়া আসিয়া হরিদ্বারে সমতলে পড়িয়াছেন। সে গঙ্গাপ্রপাত দেখিতে বড়ই সুন্দর। উচ্চস্থান হইতে প্রপাত-গুলি পড়িতেছে, আর পুঞ্জীকৃত ফেন-রাশি প্রতি প্রপাতের মুখে আশে-পাশে জমিতেছে। মেঘ! উপর হইতে,—দূর আকাশ হইতে নীচের দিকে চাহিলে তোমার মনে হইবে যেন, সগরপুত্রগণ এই ভাগীরথীর পবিত্র জলময় সিঁড়ি বাহিয়া স্বর্গে উঠিয়াছিলেন। কবে তাঁহারা স্বর্গে চলিয়া গিয়াছেন, আর তাঁহাদের সে সোপানাবলী হিমাদ্রি-গাত্রে ঐ এখনও পড়িয়া রহিয়া ভগীরথের কীর্ত্তিখ্যাপন করিতেছে। ভাই জলদ! তুমি ত জানো যে, "ব্রহ্মকমণ্ডলু উছল ধূর্জ্জটি জটিল জটা'পর বহিয়া"—ক্রমে গঙ্গা আসিয়া ভূপৃষ্ঠে সমুদ্রজল হইতে পাঁচ শত ফুট উচ্চ হরিদ্বারে পড়িতেছেন। তুমি আরও জানো যে, ফেনের রং সাদা, হাসির রংও সাদা। পর্ব্বতগাত্রে পাথরের খাদে খাদে গঙ্গার প্রপাত মুখগুলিতে ঐ পুঞ্জীভূত অনন্ত ফেনরাশি দর্শনে তোমার ঠিক বোধ হইবে, যেন ঐ খাদগুলির দুই ধার—যে পথ দিয়া জলধারা উপর হইতে নামিতেছে,—তাহা মা গঙ্গার মুখের অধর এবং ওষ্ঠ, আর সেই মুখের হাসি হইল ঐ ফেনরাশি, যেন তাঁহার তরঙ্গরূপ হাত উপরের দিকে বাড়াইয়া "ভাগের পতি"—শিবঠাকুরের মাথার জটা ধরিয়া টানিতেছেন, সতীন গৌরীদেবী পাছের ঝাকে কটমট করিয়া চাহিতেছে, আর গঙ্গা খিল্-খিল্ করিয়া হাসিতেছে। কেন না, আর চোখ রাঙাইয়া লাভ কি? চুল ত ধরিয়াই ফেলিয়াছি, শুধু ত তোমার একার নয়। উপর হইতে দেখিলে ঠিক তোমার এইরূপ মনে লইবে। আসল কথা, ব্রহ্মার কমণ্ডলু হইতে মহাদেবের জটায় এবং তথা হইতে পর্ব্বতগাত্র দিয়া ধাপে ধাপে নামিয়া গঙ্গা সমতলে আসিয়াছেন। মনে হয় যেন, হরিদ্বারে গঙ্গাদেবী ঠিক্‌ঠাক্ হইয়া লইয়া, পরে হাত বাড়াইয়া মহাদেবকে জটাকর্ষণে টানিতেছেন, দেবীর তরঙ্গরূপ কর গিয়া চন্দ্রশেখরের কপালের চাঁদ ধরিয়া নাড়া দিচ্ছে, আর চাঁদের বিমল জ্যোৎস্নার ধারা গিয়া গঙ্গার ঐ তরঙ্গ-লহরে মিশিতেছে। কি সুন্দর দৃশ্য। মেঘ! একবার দূর আকাশ হইতে এই ছবিখানি তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিও, জীবন সার্থক হইবে ॥ ৫০ ॥

বিবরণ।—**কনখল।**—বর্ত্তমান কালে, হরিদ্বারের দুই মাইল পূর্ব্বে, গঙ্গা এবং নীলধারার সংযোগস্থলে একটি ক্ষুদ্র জনপদ। এক সময়ে ইহার যেমনই পরিসর ছিল, তেমনই গৌরব ছিল। পৌরাণিক দক্ষ যজ্ঞের এই স্থান। লিঙ্গপুরাণের মতে কনখল গঙ্গাধারার সমীপে, ঠিক এই স্থানে নহে (N. L. D.)। ॥ ৫০ ॥

তস্যাঃ পাতুং সুরগজ ইব ব্যোম্নি পশ্চার্দ্ধলম্বী ত্বঞ্চেদচ্ছস্ফটিক-বিশদং তর্কয়েস্তির্য্যগম্ভঃ
সংসর্পন্ত্যা সপদি ভবতঃ স্রোতসি চ্ছায়য়াহসৌ স্যাদস্থানোপগত-যমুনা সঙ্গমেবাভিরামা ॥ ৫১ ॥

আসীনানাং সুরভিত-শিলং নাভি-গন্ধৈর্মৃগাণাং তস্যা এব প্রভবমচলং প্রাপ্য গৌরং তুষারৈঃ।
বক্ষ্যস্যধ্বশ্রম-বিনয়নে তস্য শৃঙ্গে নিষণ্ণঃ শোভাং শুভ্র-ত্রিনয়ন-বৃষোৎ-খাত-পঙ্কোপমেয়াম্ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়।—সুরগজঃ ইব ব্যোম্নি পশ্চার্দ্ধ-লম্বী (সন্) অচ্ছ-স্ফটিক-বিশদং তস্যাঃ অম্ভঃ তির্য্যক্ পাতুং ত্বং চেৎ তর্কয়েঃ, সপদি স্রোতসি সংসর্পন্ত্যা ভবতঃ ছায়য়া অসৌ অস্থানোপগত-যমুনা-সঙ্গমা ইব অভিরামা স্যাৎ ॥ ৫১ ॥

আসীনানাং মৃগাণাং নাভি-গন্ধৈঃ সুরভিত-শিলং তস্যাঃ (গঙ্গায়াঃ) এব প্রভবং তুষারৈঃ গৌরম্ অচলং প্রাপ্য অধ্ব-শ্রম-বিনয়নে তস্য শৃঙ্গে নিষণ্ণঃ (সন্) শুভ্র ত্রিনয়ন-বৃষোৎখাতপঙ্কোপমেয়াং শোভাং বক্ষ্যসি ॥ ২৫ ॥

বঙ্গার্থ।—মেঘ! আকাশে দিকে দিকে অনেক গজ আছে; তাহাদিগকে দিগ্‌গজ কহে। দেবতারা ঐ সকল গজে কখনো কখনো আকাশ-ভ্রমণ করিয়া বেড়ান। সেই গজগুলি লম্বা লম্বা শুঁড় বাড়াইয়া ঐ ঊর্দ্ধ বিহারিণী হিমাদ্রি-গাত্র বাহিনী ত্রিপথগার জল মাঝে মাঝে টানিয়া লয়—পান করে। ভাই! তোমাকেও দেখিতে অনেকটা হাতীর মতন। সেই রকম তেলকুচ্‌কুচে কালো তোমার রং, সেই রকম কতকটা তোমার দেহের গঠন। তুমি যখন উপর হইতে তোমার খানিক দেহ, লম্বা বড় বড় চট্‌কলের চিম্‌নি হইতে উদ্গত ধূমের স্তম্ভের মত করিয়া নীচের নদ নদী হইতে জল তুলিয়া লও, তখন ঠিক তোমাকেও ঐ সুরহস্তিগণের একটার মত দেখায়। তাই, আকাশে দেহটার কতক অংশ ঝুলাইয়া লম্বা হইয়া তুমি ঐ ভাগীরথীর পবিত্র স্ফটিকের মত সাদা, শীতল পাহাড় ফাটা জল পান করিতে প্রবৃত্ত হও, তখন তোমার কালো ছায়া ঐ সাদা গঙ্গাজলের উপর পড়িবে। জলের রং কতক সাদা, কতক কালো দেখাইবে। আ মরি মরি! কি সুন্দর দেখিতে! মনে হইবে, বুঝি অন্য কোনো স্থানে—ত্রিবেণী ছাড়া কোন জায়গায় গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম হইয়াছে। গঙ্গার অমল-ধবল প্রবাহ তাই যমুনার নীল-জল-খচিত হইয়া শোভা পাইতেছে। ॥ ৫১ ॥

মেঘ! দেখিতে দেখিতে তুমি গিয়া হিমাচলে উঠিবে। পর্ব্বতের মধ্যে উনি রাজা, "নগাধিরাজ," ঐ পতিত-পাবনী গঙ্গার উনি উৎপত্তিস্থল। উহারই উপরিতম স্থানে, বিষ্ণুর চরণ হইতে ব্রহ্মার কমণ্ডলুতে, আবার ব্রহ্ম কমণ্ডলু হইতে ধূর্জ্জটির জটায় এবং তথা হইতে হিমাদ্রি-শিখরে মা গঙ্গা পড়িয়াছেন ও গিরিগাত্র বহিয়া ধাপে ধাপে নীচে নামিয়াছেন। সুতরাং ঐ হিমাচলই লৌকিক দৃষ্টিতে গঙ্গার জনক। উঁহার কি তুলনা আছে রে ভাই? ঐ পর্ব্বতের এখানে সেখানে তুষার-শীতল শিলাখণ্ডের উপরে কস্তুরী মৃগের দল আসিয়া বসে, শোয়, গড়াগড়ি দেয়, আর তাহাদের নাভিস্থিত কস্তুরীর গন্ধে সারা পর্ব্বতটা ভুর্‌-ভুর্ করে। চিরতুষারাবৃত, গৌরতনু ঐ পর্ব্বতরাজের শৃঙ্গের উপর তুমি যখন বসিবে, মেঘ! তখন তোমাকে দেখিতে কেমন হইবে, জানো? ঠিক মনে হইবে, যেন ত্রিলোচন বৃষভ-ধ্বজের সেই বিরাট সাদা ষাঁড়টা কোথায় কাঁচা নরম মাটির ঢিপিতে শিং বসাইয়া খেলা করিয়াছে, আর সেই ঢিপির খানিক নরম, ভিজে কালো মাটির একটা প্রকাণ্ড "দলা" তাহার শিংএর ডগায় লাগিয়া রহিয়াছে ॥ ৫২ ॥

তঞ্চেদ্ বায়ৌ সরতি সরল-স্কন্ধ-সঙ্ঘট্ট-জন্মা বাধেতোল্কা-ক্ষপিত-চমরী-বাল-ভারো দবাগ্নিঃ।
অর্হস্যেনং শময়িতুমলং বারিধারা-সহস্রৈরাপন্নার্ত্তি-প্রশমন ফলাঃ সম্পদো হ্যুত্তমানাম্॥ ৫৩॥

যে সংরম্ভোৎপতন-রভসাঃ স্বাঙ্গভঙ্গায় তস্মিন্ মুক্তাধ্বানং সপদি শরভা লঙ্ঘয়েয়ুর্ভবন্তম্।
তান্ কুর্ব্বীথাস্তুমূলকরকাবৃষ্টিপাতাবকীর্ণান্ কে বা ন স্যুঃ পরিভব-পদং নিষ্ফলারম্ভযত্নাঃ॥ ৫৪॥

তত্র ব্যক্তং দৃষদি চরণ-ন্যাসমর্দ্ধেন্দুমৌলেঃ শশ্বৎ সিদ্ধৈরুপচিতবলিং ভক্তিনম্রঃ পরীয়াঃ।
যস্মিন্ দৃষ্টে করণ-বিগমাদূর্দ্ধমুদ্ধূতপাপাঃ সঙ্কল্পন্তে স্থির গণ-পদ-প্রাপ্তয়ে শ্রদ্দধানাঃ॥ ৫৫॥

অন্বয়।—বায়ৌ সরতি (সতি) সরল-স্কন্ধ সংঘট্ট জন্মা উল্কাক্ষপিত-চমরীবালভারঃ দবাগ্নিঃ তং বাধেত চেৎ, এনং (হিমাদ্রিং) বারিধারা-সহস্রৈঃ অলং শময়িতুং অর্হসি। হি—(যতঃ), উত্তমানাং সম্পদঃ আপন্নার্ত্তি প্রশমন-ফলাঃ (ভবন্তি)॥ ৫৩॥

তস্মিন্ (হিমাদ্রৌ) সংরম্ভোৎপতনরভসাঃ যে শরভাঃ মুক্তাধ্বানং ভবন্তং সপদি স্বাঙ্গভঙ্গায় লঙ্ঘয়েয়ুঃ, তান্ তুমুল-করকাবৃষ্টিপাতাবকীর্ণান্ কুর্ব্বীথাঃ, নিষ্ফলারম্ভ-যত্নাঃ কে বা পরিভবপদং ন স্যুঃ॥ ৫৪॥

তত্র (হিমাদ্রৌ) দৃষদি ব্যক্তং শশ্বৎ সিদ্ধৈঃ উপচিত-বলিং অর্দ্ধেন্দুমৌলেঃ চরণন্যাসং ভক্তি-নম্র (সন্) পরীয়াঃ। যস্মিন্ (চরণচিহ্নে) দৃষ্টে (সতি) শ্রদ্দধানাঃ উদ্ধূত-পাপাঃ (সন্তঃ) করণবিগমাৎ ঊর্দ্ধং স্থির-গণ-পদ-প্রাপ্তয়ে সঙ্কল্পন্তে॥ ৫৫॥

বঙ্গার্থ।— ভাই! ঐ হিমালয়ে অনেক দেবদারু-বন আছে। সোজাভাবে উঁচুদিকে, অতি উঁচুতে গাছগুলি উঠিতেছে, যেন আকাশ ভেদ করিয়া কেবল উঠিতেছেই। কোন জায়গায় ওদের বাঁক নাই, তাই ওদের নাম "সরলদ্রুম।" বরফে ঢাকা পর্ব্বতের উপর সন্ সন্ করিয়া বাতাস বহিতেছে, আর ঐ গায়ে গায়ে ঘেঁসা দেবদারু-গাছগুলি মোটা মোটা ডালে ডালে ঘেঁস্ লাগিতেছে। ঘসায় ঘসায় ক্রমে আগুন জলিয়া উঠিতেছে, আর দাউ দাউ করিয়া বনগুলি পুড়িতেছে। ঐ দাবানলের স্ফুলিঙ্গগুলি আবার হাওয়ায় উড়িয়া গিয়া চমরী মৃগদের লেজের চামরে পড়িতেছে, আর চামরগুলিও পুড়িয়া যাইতেছে। মেঘ! তুমি তখন কালবিলম্ব না করিয়া সহস্রধারে খুব এক পস্‌লা বৃষ্টি করিলেই ঐ দাবাগ্নি নিবিয়া যাইবে, ঐ চমরীগুলি বাঁচিয়া যাইবে, আর ঐ পর্ব্বতপৃষ্ঠও জুড়াইবে ভাই রে! কখন আর গড়িমসি করিও না। খুব বর্ষণ করিবে। যারা সত্যিই বড়, তাদের ধনদৌলত যা' কিছু, সমস্তই আপন্নের আপৎত্রাণ করিতে সর্ব্বদা প্রস্তুত; তাতেই তা'দের সার্থকতা॥ ৫৩॥

মেঘ! ঐ হিমাচলে এক প্রকার মৃগ আছে, তাদের আটখানা পা। দিনরাত তারা খুব লাফা-লাফি করিয়া বেড়ায়। তুমি ত তাদের পথ ছাড়িয়া দিয়া যাইবেই, তবুও সেই বেকুবগুলো যদি তোমাকে উল্লঙ্ঘন করিবার নিমিত্ত ক্রোধের বশে লাফাইয়া তোমাকে ডিঙ্গাইতে চেষ্টা করে, করুক, তোমাকে ত তারা ডিঙ্গাইতে পারিবে না মাঝের মধ্যে তাদের নিজেদেরই হাত-পা পাথরে আছাড় খাইয়া চুরমার হইবে। তবে তুমি একটা কাজ করিও, তারা যেমন বেয়াদব, তেমনি একটু শিক্ষা দিও, খুব করিয়া শিলাবৃষ্টি করিয়া তাদের নাস্তানাবুদ করিয়া তুলিও। ভাই, তা'রা ত তা'রা, বৃথা কাজে লাফাইতে গেলে কে না জব্দ হয়, লাঞ্ছিত হয়?॥ ৫৪॥

ভাই! সেই হিমাচলে বড় বড় পাথরের উপর চন্দ্র-শেখরের পদ-চিহ্ন দেখিতে পাইবে। শিবের অমন স্পষ্ট চরণ-চিহ্ন আর কোথাও নাই। দেখিবে, কত সিদ্ধ দেব-যোনিরা সেই পদ-চিহ্নকে নানা উপহারে ও নানা উপচারে সতত পূজা করিতেছে। মেঘ! তুমি ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে, তথায় অবতরণপূর্ব্বক ঐ পদচিহ্ন প্রদক্ষিণ করিও। উহাতে অনন্ত ফল। যাঁহারা শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয়ে ঐ পদ চিহ্ন দর্শন করেন, তাঁহাদের যত কিছু পাপ—সমস্ত ক্ষয় হয় এবং দেহাবসানের পর গিয়া তাঁহারা চিরকালের মত, মহাদেবের সহচর প্রথমগণের পদপ্রাপ্ত হন। সাবধান! এত বড় সুযোগ ছাড়িও না॥ ৫৫॥

শব্দায়ন্তে মধুরমনিলৈঃ কীচকাঃ পূর্য্যমাণাঃ সংসক্তাভিস্ত্রিপুরবিজয়ো গীয়তে কিন্নরীভিঃ।
নির্হ্রাদস্তে মুরজ ইব চেৎ কন্দরেষু ধ্বনিঃ স্যাৎ সঙ্গীতার্থো ননু পশুপতেস্তত্র ভাবী সমগ্রঃ ॥ ৫৬ ॥

প্রালেয়াদ্রেরুপতটমতিক্রম্য তাংস্তান্ বিশেষান্ হংসদ্বারং ভৃগুপতিযশোবর্ত্ম যৎ ক্রৌঞ্চরন্ধ্রম্।
তেনোদীচীং দিশমনুসরেস্তির্য্যগায়ামশোভী শ্যামঃ পাদো বলিনিয়মনাভ্যুদ্যতস্যেব বিষ্ণোঃ ॥ ৫৭ ॥

অন্বয়।—(মেঘ!) তত্র (হিমালয়ে) অনিলৈঃ পূর্য্যমাণাঃ কীচকাঃ মধুরং শব্দায়ন্তে, সংসক্তাভিঃ কিন্নরীভিঃ ত্রিপুর-বিজয়োঃ গীয়তে, কন্দরেষু তে নির্হ্রাদঃ মুরজধ্বনিঃ ইব স্যাৎ চেৎ তত্র পশুপতেঃ সঙ্গীতার্থঃ ননু সমগ্রঃ ভাবী ॥ ৫৬ ॥

প্রালেয়াদ্রেঃ উপতটং তান্ তান্ বিশেষান্ অতিক্রম্য (ত্বং) অনুসরেঃ, হংসদ্বারং ভৃগুপতি যশোবর্ত্ম যৎ ক্রৌঞ্চরন্ধ্র, তেন বলি নিয়মনাভ্যুদ্যতস্য বিষ্ণোঃ শ্যামঃ পাদঃ ইব তির্য্য-গায়ামশোভী (সন্) উদীচীং দিশং (অনুসরেঃ) ॥ ৫৭ ॥

বঙ্গার্থ।—ভাই মেঘ! মহাদেবের ঐ পাদ-পদ্মের কাছে—আমোদ আহ্লাদ লাগিয়াই আছে। পাহাড়ের বড় বড় মোটা বাঁশগুলির গায়ে পোকায় কাটিয়া "আড় বাঁশীর" ছিদ্রের মত কত অসংখ্য ছিদ্র করিয়াছে, আর তাহার মধ্যে বাতাস ঢুকিতেছে, ও একই সময়ে যেন কত হাজার হাজার বাঁশী বাজিয়া উঠিতেছে। আর সুকণ্ঠী কিন্নরীরা স্বর্গের গায়িকারা, ত্রিপুরারি শিবের ত্রিপুরবিজয়ের অদ্ভুত কাহিনী-কণ্ঠ কাঁপাইয়া গাহিতেছে। মেঘ! এই সময়ে যদি তুমি একবার গুড়-গুড় করিয়া তোমার মন্দ্রধ্বনি কর, ডাক দাও, আর সেই গর্জ্জন গিয়া হিমাদ্রির গুহায় গুহায় প্রতিধ্বনিত হইয়া শত-সহস্র মৃদঙ্গের ধ্বনির মত শোনায়, তবে আর শিবার্চ্চনা-সঙ্গীতের বাকি রহিল কি? কিন্নরী-দের গান, কীচকের বাঁশীর তান এবং তোমার মৃদঙ্গ-ধ্বনি, তিনের মিলনে শিব-সঙ্গীত ষোল আনা পূর্ণ হইবে সন্দেহ নাই। ৫৬ ॥

মেঘ! হিমালয়ের সানুদেশে ঐ সকল বিশেষ বিশেষ দ্রষ্টব্যগুলি দেখিয়া তোমাকে একেবারে সোজা গেলে চলিবে না। সম্মুখে "গবুলামান্ধাতা" নামে এক অত্যুচ্চ পাহাড়, হিমাদ্রিরই উহা অংশ, তোমার পথে বাধিবে। তাহাকে অতিক্রম করিতে জলভরা তুমি, তোমায় বিলক্ষণ বেগ পাইতে হইবে সুতরাং তুমি ঐ "গবুলামান্ধাতা" ডিঙ্গাইতে চেষ্টা না করিয়া, একটা "টনেলের" মত যে সুড়ঙ্গ দেখিতে পাইবে, সেটার মধ্যে দিয়া গিয়া পর্ব্বতের ওপিঠে পড়িবে। ঐ সুড়ঙ্গটা কিসের জান? বীর পরশুরাম একটি বাণের চোটে পর্ব্বতের মধ্য দিয়া ঐ সুড়ঙ্গ তৈরি করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে তিব্বতে যাতায়াতের ঐ সুড়ঙ্গটা হইল "গ্রাণ্ড রুট," উহার মধ্য দিয়া তোমাকে যাইতে হইবে। কিন্তু ভাই, অমন জলভরা—নাদুস্-নুদুস্ দেহ লইয়া ত ঐ সুড়ঙ্গপথে যাওয়া চলিবে না। সুড়ঙ্গটা যেমন ক্রমে উপরের দিকে উঠিয়া গিয়া ও পাশে বাহির হইয়াছে, তোমাকেও অমনি উহার বশে বশে যাইতে হইবে। দেহটা একটু লম্বা করিতে হইবে। তা'লেই ভাব, তোমাকে কেমন দেখাইবে! পুঞ্জীকৃত কালো মেঘ হইতে ক্রমে ক্রমে লম্বা হইয়া একটা মেঘের স্তম্ভ গিয়া উপরের দিকে ধীরে ধীরে উঠিতেছে, ক্রৌঞ্চরন্ধ্রের বশে বশে বাঁকা হইয়া উঠিতেছে, মনে হইতেছে, যেন ভগবান্ বিষ্ণু বামনরূপে বলিকে ছলনা করি-বার কালে যে তাঁহার একখানা ছোট্ট পা উপরের দিকে বাঁকা করিয়া তুলিয়াছিলেন, আর সেই ছোট্ট নবঘন-শ্যাম পা খানি ক্রমে বৃহৎ, বৃহত্তর, বৃহত্তম হইতে হইতে বলির স্বর্গরোধ করিয়াছিল, তোমাকেও অনেকটা সেইরূপ দেখাইবে। মেঘ! উহাকে শুধু সুড়ঙ্গ ভাবিও না। ভৃগু-নন্দন পরশুরামের অসীম কীর্ত্তি স্মৃতিস্তম্ভ প্রাবিত করিয়া স্বর্গে উঠিবার সময়ে ঐ পর্ব্বতে বাধা পায় এবং উহা ভেদ করিয়া স্বর্গরাজ্যে গমন করে, তাই উহা এক হিসাবে ভার্গবের কীর্ত্তির পথ। বড় কম কথা নহে। ৫৭ ॥

বিবরণ।—ক্রৌঞ্চরন্ধ্র।—কুমায়ুন জিলার অন্তর্গত, হিমালয়ের মধ্যবর্ত্তী নীতিপাশ। ভারতবর্ষ হইতে তিব্বতে যাইবার একটিই পথ। ৫৭।

গত্বা চোর্দ্ধং দশমুখভুজোচ্ছ্বাসিত-প্রস্থ সন্ধেঃ কৈলাসস্য ত্রিদশ-বনিতা-দর্পণস্যাতিথিঃ স্যাঃ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদ-বিশদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং রাশীভূতঃ প্রতিদিনমিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ ॥৫৮॥
উৎপশ্যামি ত্বয়ি তটগতে স্নিগ্ধ-ভিন্নাঞ্জনাভে সদ্যঃ কৃত্ত-দ্বিরদ-দশন-চ্ছেদ-গৌরস্য তস্য।
শোভামদ্রেঃ স্তিমিত-নয়নপ্রেক্ষণীয়াং ভবিত্রীমংসন্যস্তে সতি হলভৃতো মেচকে বাসসীব ॥ ৫৯ ॥
হিত্বা তস্মিন্ ভুজগ-বলয়ং শম্ভুনা দত্তহস্তা ক্রীড়াশৈলে যদি চ বিহরেৎ পাদচারেণ গৌরী।
ভঙ্গীভক্ত্যা বিরচিতবপুঃ স্তম্ভিতান্তর্জলৌঘঃ সোপানত্বং কুরু মণিতটারোহণায়াগ্রযায়ী ॥ ৬০ ॥

অন্বয়।—ঊর্দ্ধং চ গত্বা দশ মুখ ভুজোচ্ছ্বাসিত-প্রস্থ-সন্ধেঃ ত্রিদশ-বনিতা-দর্পণস্য কৈলাসস্য অতিথিঃ স্যাঃ, যঃ কুমুদ-বিশদৈঃ শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ খং বিতত্য ত্র্যম্বকস্য প্রতিদিনং রাশীভূতঃ অট্টহাস, ইব স্থিতঃ ॥ ৫৮ ॥

স্নিগ্ধ-ভিন্নাঞ্জনাভে ত্বয়ি তটগতে (সানু-গতে) (সতি) সদ্যঃ কৃত্ত-দ্বিরদদশনচ্ছেদ-গৌরস্য তস্য অদ্রেঃ (কৈলাসস্য) মেচকে বাসসি অংস-ন্যস্তে সতি হলভৃতঃ ইব শোভাং স্তিমিত-নয়নপ্রেক্ষণীয়াং ভবিত্রীং উৎপশ্যামি ॥ ৫৯ ॥

অন্বয়।—তস্মিন্ ক্রীড়াশৈলে (কৈলাসে) শম্ভুনা ভুজগ-বলয়ং হিত্বা দত্ত-হস্তা গৌরী পাদচারেণ যদি চ বিহরেৎ, (তর্হি) অগ্রযায়ী (তথা) ভঙ্গীভক্ত্যা বিরচিত-বপুঃ (চ সন্) মণিতটারোহণায় সোপানত্বং কুরু ॥ ৬০ ॥

বঙ্গার্থ।—ভাই মেঘ! ঐ গিরিবর্ত্ম দিয়া যেমন তুমি ঊর্দ্ধদিকে বাহির হইবে, অমনি তোমার সম্মুখে যে সাদা অতি সাদা বরফের স্তূপে ঢাকা, আশীর্ব মণ্ডিত, অতি স্বচ্ছ নির্মল কাচ দিয়া যেন মোড়া এক পর্ব্বত পড়িবে, উহাই কৈলাস। আকাশচুম্বী শতসহস্র শৃঙ্গ চিরতুষারাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। যেন অতি সাদা খড়িমাটির গুঁড়া দিয়া উহাদিগকে একেবারে মুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। জলদ! ঐ বরফে ঢাকা কৈলাস-পর্ব্বতে আসিয়া সুর-সুন্দরীগণ মুখ দেখেন, সাজগোজের ত্রুটি সারিয়া লন। উঁহাদের আর দর্পণের প্রয়োজন হয় না। কৈলাসের রাজা কুবেরের ভ্রাতা দুরন্ত রাবণ একবার ঐ পথে যাবার বেলা তার বিশখানা হাত দিয়া উহাকে এক ঝাঁকি দিয়াছিল, তদবধি উহার সানুর সন্ধিস্থলগুলি,—গাঁটগুলি নড়্‌বড়ে হইয়া গিয়াছে, তাই উহার উপরে, কটিতে, সানুদেশে কত প্রশস্ত প্রশস্ত ফাঁকা জায়গা। ঐ সব জায়গায় দেবদেবীরা কত লীলা করেন, আমোদ-প্রমোদে মত্ত হন। ভাই! কুমুদের মত সাদা সাদা তুষারাবৃত অজস্র শৃঙ্গের দ্বারা আকাশ জুড়িয়া ঐ পর্ব্বত দাঁড়াইয়া, দেখিলে মনে হয়, কৈলাস-নাথ নটরাজ শিব প্রতিদিন যে অট্টহাস্য করেন, তাহাই যেন জমিয়া ঐ সাদা সাদা শৃঙ্গের আকারে আকাশে রহিয়াছে। তোমার চোখ, জুড়াইয়া যাইবে ॥৫৮॥

ভাই! অতি কৃষ্ণবর্ণ কজ্জলের গুটি ভাঙ্গিলে তার মধ্যের যে অতিশয় ঘোর কৃষ্ণতম বর্ণ, তোমার রং ঠিক সেই-রূপ, আর ও দিকে তুষারাবৃত কৈলাসের রং কেমন জান? এইমাত্র যে হাতীর দাঁত কাটা হইয়াছে, তার এক টুকরাকে আবার চিরিয়া ফেলিলে, তার ভিতরের রংটা যেমন অতি সাদা হয়, তেমনি সাদা। মিশ্‌মিশে কালো তুমি গিয়া যখন সেই চক্‌চকে সাদা কৈলাসের সানুদেশে,—চূড়ায় নহে, তা'র অনেক নীচে—নিতম্বের খানিক উপরে অধিত্যকায় বসিবে, তখন মনে হইবে, বিশালবপুঃ বলরামের সমুন্নত ও বিপুল কাঁধের উপর যেন একখানা শ্যামল বসন, উত্তরীয়-বস্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। ভাই মেঘ! তখনকার তোমাদের সে শোভার কি তুলনা আছে? সুর-দেবরা সবাই একদৃষ্টে তোমাদের সেই অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য দর্শন করিবে, হাঁ করিয়া তোমাদের দিকে চাহিয়া থাকিবে ॥ ৫৯ ॥

মেঘ! ঐ কৈলাস পর্ব্বত হরগৌরীর "ক্রীড়া-শৈল," খেলিবার, বেড়াইবার, বিহার করিবার রঙ্গ-ভূমি। তুমি হয় ত গিয়া দেখিবে, ভোলানাথ, পাছে গৌরী ভয় পান, তাই হাতের সাপের বালা ফেলিয়া দিয়া, গৌরীর সহিত হাত ধরাধরি করিয়া পাইচারী করিতেছেন, ক্রীড়া-পর্ব্বতের উপর যে নানা মণিমাণিক্যময় তট—বসিবার স্থান আছে, তথায় পার্ব্বতীকে উঠাইয়া লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিয়াছেন। যদি এমন দেখিতে পাও, তবে আর তিলার্দ্ধ বিলম্ব না করিয়া, তোমার জলভরা তুলতুলে দেহখানি ঠিক সিঁড়ির মত করিয়া সেই জগৎপিতা ও জগন্মাতার পায়ের সম্মুখে স্থাপন করিও, আর তাঁহারা ঐ মেঘময় সোপানের ধাপে ধাপে পা দিয়া দিয়া অনায়াসে উপরে উঠিবেন। ভাই, তোমার জীবন সার্থক হইবে, দেহ পবিত্র হইবে ॥ ৬০ ॥

বিবরণ।—কৈলাস।—মানস-সরোবরের কমবেশী পচিশ মাইল উত্তরে এবং নীতিপাশের পূর্ব্বাংশে স্থিত পর্ব্বতের নাম। (I. A. S. 1838, N. L. D. p 82) ॥ ৫৮ ॥

তত্রাবশ্যং বলয়কুলিশোদ্ঘট্টনোদ্গীর্ণতোয়ং নেষ্যন্তি ত্বাং সুরযুবতয়ো যন্ত্রধারাগৃহত্বম্।
তাভ্যো মোক্ষস্তব যদি সখে ! ঘর্ম্ম-লব্ধস্য ন স্যাৎ ক্রীড়া-লোলাঃ শ্রবণ-পরুষৈর্গর্জ্জিতৈর্ভায়য়েস্তাঃ ॥৬১॥
হেমাম্ভোজপ্রসবি সলিলং মানসস্যাদদানঃ কুর্ব্বন্ কামং ক্ষণমুখ-পট-প্রীতিমৈরাবতস্য।
ধুন্বন্ কল্পদ্রুম-কিশলয়ান্যংশুকানীব বাতৈর্নানাচেষ্টৈর্জ্জলদ। ললিতৈর্নির্বিশেস্তং নগেন্দ্রম্ ॥ ৬২ ॥

অন্বয়।—সখে ! তত্র অবশ্যং সুরযুবতয়ঃ বলয়-কুলিশোদ্ঘট্টনোদ্-গীর্ণতোয়ং ত্বাং যন্ত্রধারাগৃহত্বং নেষ্যন্তি। ঘর্ম্ম-লব্ধস্য তব যদি তাভ্যঃ মোক্ষঃ ন স্যাৎ (তর্হি) ক্রীড়ালোলাঃ তাঃ শ্রবণপরুষৈঃ গর্জ্জিতৈঃ ভায়য়েঃ ॥ ৬১ ॥

অয়ি জলদ হেমাম্ভোজ-প্রসবি মানসস্য সলিলম্ আদদানঃ ঐরাবতস্য ক্ষণমুখ-পট-প্রীতিং কুর্ব্বন্, কল্পদ্রুম-কিশলয়ানি অংশুকানি ইব বাতৈঃ ধুন্বন্—(এবং নানা চেষ্টৈঃ ললিতৈঃ (ক্রীড়িতৈঃ,—"ললিতং ত্রিষু সুন্দরে। অস্ত্রিয়াং প্রমদাগারে ক্রীড়িতে জাত-পল্লবে"—ইতি শব্দার্ণবঃ,) তং নগেন্দ্রং (কৈলাসং) কামং নির্ব্বিশেঃ ॥ ৬২ ॥

বঙ্গার্থ।—ভাই ! সেখানে একটা তোমার মুস্কিল দেখিতেছি। সুরযুবতীরা তথায় ছুটোছুটি হুটোপুটি করিয়া খেলিয়া বেড়ায়; তোমাকে মাথার উপর দেখিলেই তারা দলে দলে ছুটিয়া গিয়া নরম তুলতুলে তোমাকে হাত উঁচু করিয়া ধরিতে চেষ্টা করিবে। আর তাদের হাতের জড়োয়ার বালার হীরের খোঁচায় তোমার দেহ ছেঁদায় ছেঁদায় ঝর্‌ঝরে হইয়া যাইবে এবং তোমা হইতে শত-ধারায় জল পড়িবে, মনে হইবে যেন ধারাযন্ত্রময় গৃহ হইতে (শাওয়ার বাথ বসানো) ঝর্-ঝর্ করিয়া জল পড়িতেছে। অনেক দিন তাপভোগের পর তারা তোমাকে পাইয়াছে, সহজে কি ছাড়িবে? আমার যে বরাত, হয় ত সেইখানেই তোমার কত দেরী হইবে। বন্ধু, যদি বোঝ, কিছুতেই তাদের হাতে নিস্তার নাই, তবে তুমি খুব মোটাকণ্ঠে গর্জ্জন করিবে, কানে তালা লাগাইয়া দিবে, তখন তাদের খেলার আক্কেল হইবে। খেলায় মাতিয়া তারা তোমাকে বিরক্ত করিতেছে মাত্র, নতুবা তাদের কোন কুমৎলব নাই, ঐ গম্ভীর গর্জ্জনেই তাদের চমক ভাঙিবে, ভয়ে হাজার হাত সরিয়া যাইবে। তাই বলিতেছিলাম, ঐ গর্জ্জনই যথেষ্ট, ওর বেশী আর করিতে যাইও না ॥ ৬১ ॥

ভাই রে ! ঐ কৈলাসেই সেই ত্রিলোক-খ্যাত মানস সরোবর। দেখিবে, তার স্বচ্ছশীতল জলে কত লাখে লাখে সোনার পদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে। দেবরাজ ইন্দ্রের ঐরাবত ঐ সরোবরে স্বর্ণকমলের পরাগ-সুরভি জল পান করিতে আসিয়া থাকে। তুমি সর্ব্বাগ্রে ঐ দেব-সরসীর খানিকটা হাল্কা জল পান করিয়া তোমার ভিতরটা ভরপুর করিয়া লইবে, পরে ঐ ঐরাবতকে যদি দেখ, তবে তোমার জল-ভরা দেহের কতক অংশ খুব পাৎলা ও চওড়া করিয়া (যেমন বালাপোষ) ঐ গজরাজের মুখের উপর লাগাইয়া দিবে। ঠাণ্ডা জলে ভিজাইয়া একখণ্ড মোটা কাপড় মুখে দিলে যেমন ভালো লাগে, সুখ হয়, ঐ ঐরাবতেরও তেমনি হইবে! তার পর রেশমি কাপড়ের মত কল্পতরুর তরুণ পল্লবগুলির পাতা একটু কাঁপাইও, যেমন বাতাসে সেগুলিকে কাঁপায়। জলদ ! এই ভাবে—প্রাণে যত চায়, তেমনি নানা ভাবে, নানা রকমে তুমি সেই রমণীয় গিরিরাজকে উপভোগ করিও। ভাই, সে যে শুধু—উপভোগেরই স্থান ॥ ৬২ ॥

মানস-সরোবর।—পশ্চিম-তিব্বতে, হুণদেশের মধ্যবর্ত্তী কৈলাস পর্ব্বতে স্থিত তুষারদ্রুত জল-রাশিপূর্ণ হ্রদের নাম। (I. A, S. B. XVII. P. 166, রামায়ণ বালকাণ্ড, অধ্যায় ২৪—"কৈলাস-পর্ব্বতে রাম মনসা নির্ম্মিতং পরম্। ব্রহ্মণা নরশার্দ্দূল ! তেনেদং মানসং সরঃ") মুর ক্রফ্ট্ এবং ভেন হেডিন এই সরোবরের যে উপাদেয় বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা সকলেরই দ্রষ্টব্য। প্রথমোক্ত পর্য্যটকের বর্ণনানুসারে মানসহ্রদ পূর্ব্ব-পশ্চিমে পনর মাইল দীর্ঘ এবং উত্তরে-দক্ষিণে এগার মাইল প্রস্থ। এই সরোবরেরই দক্ষিণে অভ্রভেদী গর্‌লা-মান্ধাতা পর্ব্বতপুঞ্জ। গর্‌লা-মান্ধাতার কথা, কিছু পূর্ব্বেই ৫৭ শ্লোকের "বিবরণে" প্রদত্ত হইয়াছে। মানস-সরোবরে এবং কৈলাস-পর্ব্বতে সোজাসুজি যাইবার তিনটি পথই বর্ত্তমান যুক্তপ্রদেশের সীমায় বিদ্যমান, Lipu Lekh Pass Untadhura, Pass, and Tse Niti Pass, ইহার মধ্যে নীতিপাশই সর্ব্বাপেক্ষা সোজা এবং সহজগম্য। (Sherrings Western Tibet, N. L. D. p 123)।

সুপ্রসিদ্ধ পর্য্যটক, শিবাজী, মহারাজ নন্দকুমার, জালিয়াৎ ক্লাইব প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা পণ্ডিত সত্যচরণ শাস্ত্রীর "কৈলাস" নামক পুস্তকে মানস সরোবর ভ্রমণের যে উৎকৃষ্ট বর্ণন আছে, তাহাতে অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায় ॥ ৫৮ ॥

তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িন ইব স্রস্ত-গঙ্গা-দুকূলাং ন ত্বং দৃষ্ট্বা ন পুনরলকাং জ্ঞাস্যসে কামচারিন্।
যা বঃ কালে বহতি সলিলোদ্গারমুচ্চৈ-র্বিমানা মুক্তাজালগ্রথিতমলকং কামিনীবাভ্রবৃন্দম্ ॥ ৬৩ ॥

ইতি পূর্ব্বমেঘঃ।

অন্বয়।—অয়ি কামচারিন্! প্রণয়িনঃ ইব তস্য কৈলাসস্য উৎসঙ্গে স্রস্ত-গঙ্গা-দুকূলাং অলকাং দৃষ্ট্বা ত্বং পুনঃ ন জ্ঞাস্যসে—ইতি ন; উচ্চৈর্বিমানা (উন্নত-সপ্ত ভূমিকাভবনা) যা বঃ (যুষ্মাকং) কালে (বর্ষাকালে) সলিলোদ্গারং অভ্রবৃন্দং কামিনী—মুক্তাজাল-গ্রথিতম্ অলকম্ ইব বহতি ॥ ৬৩ ॥

বঙ্গার্থ।—ভাই! ঐ বিরাট্—তুষারধবল কৈলাসের কোলেই,—তোমাকে যেখানে পাঠাইতেছি, এই হত-ভাগ্যের সেই অলকা-নগরী। তুমি ত কামচারী,—যখন যেখানে সাধ যায়, যাও, প্রাণে যা' চায়, তাই কর, সুতরাং তোমার অজানা কি আছে? তুমি দেখিয়াই বুঝিবে যে, —অলকা ছাড়া অত সুন্দর আর কোন্ নগরী হইতে পারে? গিরিবক্ষে শোভমানা ঐ নগরীর পার্শ্বদেশ দিয়া ধাপে ধাপে গঙ্গা কল্-কল্ করিয়া বহিয়া নামিতেছে, আর পর্ব্বতের উন্নত-আনত গাত্রে, এখানে সেখানে, যেখানে যেখানে সুবিধা হইয়াছে, বাড়ী-ঘর তৈরী করা হইয়াছে। (যথা দার্জ্জিলিং, মসৌরি):—এলোমেলো ভাবে প্রস্তুত বাড়ী, ঘর লইয়া বিদ্যমান ঐ পর্ব্বতকে তুমি যখন—উপর হইতে, অনেক উর্দ্ধ হইতে দেখিবে, তখন তোমার মনে হইবে, যেন কোনো নায়িকা শিথিল-অঙ্গ এলাইয়া তার প্রণয়ীর কোলে পড়িয়া আছে। কিংবা অসাড়ে ঘুমাইতেছে, আর তার সূচিক্কণ বসনখানি খসিয়া গিয়া ঐ বাতাসে ফর্ ফর্ করিয়া কাঁপিতেছে, উড়িতেছে, কিন্তু একেবারে উড়িয়া যাইতেছে না। কেন না ঐ বিস্রস্ত বসনের খানিকটা বিলাসিনীর দেহের চাপে আট্‌কিয়া গিয়াছে। ও ত গঙ্গা নহে, ও তার সেই কাপড়। আর ঐ যে উঁচু উঁচু বাড়ীগুলির চালু ছাদে গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ মেঘ জমিয়া লাগিয়া আছে ও তাহা হইতে লক্ষ লক্ষ বুদ্বুদ্ লইয়া বারিধারা গড়াইয়া পড়িতেছে, তোমার মনে হইবে, উহা যেন সেই আলুলায়িতকুন্তলা অলসাঙ্গীর অলকদাম,—চূর্ণকুন্তলগুলি, আর তার উপরে ঐ মাঝে মাঝে মুক্তা দিয়া বোনা জালের দ্বারা চুলের ঝাপটা সাম্‌লাইয়া রাখা হইয়াছে। কামিনীরা ঐরূপ মুক্তা-খচিত জাল চুলে পরিতে বড়ই ভালোবাসে ॥ ৬৩ ॥

ইতি পূর্ব্বমেঘ।

উত্তরমেঘঃ

বিদ্যুত্বন্তং ললিত-বনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ সঙ্গীতায় প্রহত-মুরজাঃ স্নিগ্ধ-গম্ভীর-ঘোষম্।
অন্তস্তোয়ং মণিময়ভুবস্তুঙ্গমভ্রংলিহাগ্রাঃ প্রাসাদাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈস্তৈর্বিশেষৈঃ॥ ১॥
হস্তে লীলাকমলমলকে বাল-কুন্দানুবিদ্ধং নীতা লোধ্র-প্রসব-রজসা পাণ্ডুতামাননে শ্রীঃ।
চূড়াপাশে নবকুরুবকং চারু কর্ণে শিরীষং সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাম্॥ ২॥

অন্বয়।—যত্র ললিতবনিতাঃ সচিত্রাঃ সঙ্গীতায় প্রহত-মুরজাঃ মণিময়ভুবঃ অভ্রংলিহাগ্রাঃ প্রাসাদাঃ তৈঃ তৈঃ বিশেষৈঃ সেন্দ্র-চাপং বিদ্যুত্বন্তং স্নিগ্ধ-গম্ভীর-ঘোষং অন্তস্তোয়ং তুঙ্গং ত্বাং তুলয়িতুং অলম্॥ ১॥

যত্র (অলকায়াং) বধূনাং হস্তে লীলাকমলম্, অলকে বাল-কুন্দানুবিদ্ধং (বাল-কুন্দানুবেধঃ), আননে শ্রীঃ লোধ্র-প্রসব-রজসা পাণ্ডুতাং নীতা, চূড়া-পাশে নবকুরুবকং, কর্ণে চারু শিরীষং, সীমন্তে চ ত্বদুপগমজং নীপং (ভবতি)॥ ২॥

বঙ্গার্থ।—মেঘ! অলকায় গিয়া দেখিবে, সেখানকার বড় বড় অট্টালিকাগুলি প্রায় সর্ব্বাংশেই তোমার সমান। তোমাতে বিদ্যুৎ আছে, তাদের মধ্যেও কত সুন্দরী ললনারা বিদ্যুতের মত প্রাসাদ-বক্ষ আলোকিত করিয়া চপল-গমনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে। তোমাতে যেমন নানা রঙ-বেরঙের ইন্দ্রধনু আছে, সেই অট্টালিকাগুলিতেও তেমনি কত নানা রঙে চিত্রিত আলেখ্য ঝুলানো আছে। তোমার মধ্যে যেমন জল আছে, সেই প্রাসাদগুলির কুট্টিম নানা অপরূপ স্বচ্ছ মণিজালে বিরচিত বলিয়া, তেমনই মনে হয়, যেন জল থৈ থৈ করিতেছে। তুমি অতি উচ্চ, অলকার প্রাসাদসমূহও একেবারে আকাশ-চুম্বী, এত উঁচু যে, মনে হয়, তোমাকেই যেন তাহারা স্পর্শ করিতেছে, তুমি উপর দিয়া উড়িয়া যাইতেছ, আর তাহারা যেন তোমার তলভাগ লেহন করিতেছে॥ ১

মেঘ! আমার সে অলকার কত গুণের কথা কহিব? সেখানে ছয় ঋতু সমভাবে একই সময়ে বিরাজমান। একই সময়ে ছয় ঋতুর ফুল তথায় ফোটে। অলকাবাসিনী বধূদিগের ফুলের সাজ-সজ্জা দেখিলে তোমার চোখ জুড়াইয়া যাইবে। দেখিবে, তাহাদের হাতে সদাসর্ব্বদাই পদ্মফুল। সে হাত নড়িলে চড়িলে মনে হয়, যেন পদ্মফুলই নড়িতেছে। চুলের ঝাপটায় কুন্দ-কুসুমের লহর ঝুলিতেছে, আর অমল-ধবল লোধ্র-কুসুমের পরাগে তাহাদের মুখ একেবারে সাদা হইয়া গিয়াছে। ঐরূপ ফুলের পরাগ মাখায় সে মুখ আর শীতের দাপটে ফাটিতে পাইতেছে না আর তাহাদের কবরীর দুই পাশে, দুইটি সদ্যঃ প্রস্ফুটিত কুরুবক-ফুল,—, তাদের অতি পাৎলা সাদা সাদা পাপড়িগুলি ভ্রমরকৃষ্ণ কবরীর পাশে ফুর্ ফুর্ করিয়া উড়িতেছে, দেখিতে কি সুন্দর! আবার দুই কাণে তাহাদের দুইটি শিরীষ-ফুল। কোথায় লাগে তার কাছে জড়োয়ার অবতংস। শিরীষের মৃদু-মন্দ সৌরভে তাহারা যেন কত আকুল। আর তাহাদের সীঁথির মুখে কপালের উপরে একটা ফুটন্ত কদম-ফুল দুপাশের দুগোছা সরু চুলের রশি দিয়া বাঁধিয়া দিয়াছে। দেখিতে কত সুন্দর! মেঘ, ছয় ঋতুর ষড়বিধ কুসুমে সজ্জিত সেই বধূদিগের সাক্ষাৎকারে তোমার সকল কষ্ট দূর হইবে—প্রাণ জুড়াইয়া যাইবে। একই সময়ে, শরতের পদ্ম, হেমন্তের কুন্দ, শীতের লোধ্র, বসন্তের কুরুবক, গ্রীষ্মের শিরীষ ও বর্ষার কদম্ব-কুসুম দর্শনে তোমার নয়নও সার্থক হইবে॥ ২॥

যক্ষোন্মত্তভ্রমরমুখরাঃ পাদপাঃ নিত্যপুষ্পাঃ হংস-শ্রেণী-রচিত-রশনাঃ নিত্য-পদ্মাঃ নলিন্যঃ।
কেকোৎকণ্ঠা ভবনশিখিনো নিত্য-ভাস্বৎ-কলাপাঃ নিত্যজ্যোৎস্নাঃ প্রতিহততমো-বৃত্তি-রম্যাঃ প্রদোষাঃ॥৩॥

আনন্দোত্থং নয়ন-সলিলং যত্র নান্যৈর্নিমিত্তৈর্নান্যস্তাপঃ কুসুমশরজাদিষ্টসংযোগ-সাধ্যাৎ।
নাপ্যন্যস্মাৎ প্রণয়কলহাদ্বিপ্রয়োগোপপত্তিবিত্তেশানাং ন চ খলু বয়ো যৌবনাদন্যদস্তি॥ ৪॥

যস্যাং যক্ষাঃ সিতমণিময়ান্যেত্য হর্ম্ম্যস্থলানি জ্যোতিশ্ছায়াকুসুমরচিতান্যুত্তমস্ত্রী-সহায়াঃ।
আসেবন্তে মধু রতিফলং কল্পবৃক্ষপ্রসূতং ত্বদ্‌গম্ভীর-ধ্বনিষু শনকৈঃ পুষ্করেষ্বাহতেষু॥ ৫॥

অন্বয়।—যত্র (অলকায়াং) পাদপাঃ নিত্যপুষ্পাঃ (অতএব) উন্মত্ত-ভ্রমর-মুখরাঃ (ভবন্তি), নলিন্যঃ নিত্যপদ্মাঃ (অতঃ) হংস-শ্রেণী-রচিত-রশনাঃ (ভবন্তি) ভবন-শিখিনঃ নিত্যভাস্বৎকলাপাঃ (অতঃ) কেকোৎকণ্ঠাঃ (ভবন্তি), প্রদোষাঃ নিত্য-জ্যোৎস্নাঃ (অতঃ) প্রতিহততমো-বৃত্তিরম্যাঃ (ভবন্তি)॥ ৩॥

যত্র (অলকায়াং) বিত্তেশানাং নয়ন-সলিলং আনন্দোত্থং (ভবতি), অন্যৈঃ নিমিত্তৈঃ ন (ভবতি); ইষ্টসংযোগ-সাধ্যাৎ কুসুম-শরজাৎ অন্যঃ তাপঃ ন (ভবতি); প্রণয় কলহাৎ অন্যস্মাৎ (কারণাৎ) বিপ্রয়োগোপপত্তিঃ অপি ন অস্তি, যৌবনাৎ অন্যৎ বয়ঃ চ নাস্তি॥ ৪॥

যস্যাং (অলকায়াং) যক্ষাঃ উত্তমস্ত্রীসহায়াঃ (সন্তঃ) সিতমণিময়ানি জ্যোতিশ্ছায়া-কুসুম রচিতানি হর্ম্ম্যস্থলানি এত্য ত্বদ্‌-গম্ভীরধ্বনিষু পুষ্করেষু শনকৈঃ আহতেষু (সৎসু) কল্পবৃক্ষ-প্রসূতং রতি ফলং মধু আসেবন্তে॥ ৫॥

বঙ্গার্থ।—তাই, সে অলকায় কি আর জোড়া আছে। সেখানে ফুলের গাছ কখনও ফুলশূন্য হয় না। সব সময়ে ফুল ফুটিয়া থাকে আর মধুলোভী ভ্রমর সর্ব্বদা গুন্‌গুন্ করিতে করিতে সেই সকল গাছে পাগলের মত ঘিরিয়া ঘিরিয়া উড়িয়া বেড়ায়। সেখানে মৃণালিনীতে সর্ব্বদা পদ্ম ফুটিয়া রহে ও হংসমালা কলধ্বনি করিতে করিতে তাহাদিগকে বেষ্টন করে, মনে হয়, যেন নলিনী সুন্দরীরা সুন্দর চন্দ্রকান্তমণির চন্দ্রহার পরিয়াছে, আর তাহারই ঐ অব্যক্ত-মধুর শিঞ্জা শোনা যাইতেছে। সেখানকার গৃহময়ূরগুলির কলাপ সর্ব্বদাই সহস্র চন্দ্রক পরিয়া দীপ্তি পায়, বর্ষায় মেঘের আর অপেক্ষা রাখে না এবং সকল সময়েই কেকাধ্বনিতে দিগন্ত মুখর করিয়া তোলে। আহা, সেখানকার সায়ংকাল কি সুন্দর, অন্ধকারের নামগন্ধও নাই, সর্ব্বদাই জ্যোৎস্নায় ভরপুর॥ ৩॥

মেঘ, আমার জন্মভূমি সে অলকার সমস্তই অনুপম! সেখানে এক আনন্দের সময়ে নয়নে হয় ত জলবিন্দু দেখা যায়, তা' ছাড়া দুঃখতাপের লেশও তথায় নাই, সুতরাং ও সব জন্য কাহাকেও চোখের জল ফেলিতে হয় না। ফুলধনু মদনের ফুলবাণের আঘাতেই প্রণয়ীদের যা' কিছু কষ্ট, নতুবা অন্য কোন কারণে কাহাকেও কোনপ্রকার দুঃখ-কষ্ট ভুগিতে হয় না। সেখানে সবাই অমর, সুতরাং এক শুধু প্রণয়-কলহ ছাড়া, যে যাকে চায়, তাহার সহিত তা'র ছাড়াছাড়ি হয় না। তাই যে, অধিক কি, সেখানে যক্ষদিগের যৌবন ছাড়া অন্য কোন রকম বয়স নাই, সবাই স্থিরযৌবন; এমনই সে স্থান।॥ ৪॥

তাই মেঘ, তুমি তথায় গিয়া দেখিবে,—বড় বড় প্রাসাদের অমল-ধবল—চন্দ্রকান্ত-মণি-নির্মিত কুট্টিমে কত রং-বেরং এর ফুল ছড়ানো রহিয়াছে, মনে হইতেছে যেন রাশি রাশি তারা মেঝেয় লুটাইতেছে, আর সেই নয়ন-মনোহর হর্ম্ম্য-কুট্টিমে, অনন্ত রূপ-যৌবনশালিনী কামিনীকে লইয়া বিলাসী যক্ষগণ মধুপান করিতেছেন। তাই যে, সে মধু শুধু ফুলের মধু নহে, কল্প-তরু হইতে সে মধু পাওয়া যায়, তার চেয়ে উত্তম মদ আর নাই। সে মদপানের ফল—অনন্ত আমোদ। একবার যে সে মদ পান করে, তার আর ভোগে বিতৃষ্ণা জন্মে না। তোমার স্নিগ্ধগম্ভীর নির্ঘোষের ন্যায়, মৃদঙ্গের গম্ভীর ধ্বনিতে সেই পানভূমির আনন্দের মাত্রা ক্রমেই বাড়িয়া যাইতেছে॥ ৫॥

মন্দাকিন্যাঃ সলিল-শিশিরৈঃ সেব্যমানা মরুদ্ভির্মন্দারাণামনুতটরুহাং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ।
অন্বেষ্টব্যৈঃ কনকসিকতামুষ্টি-নিক্ষেপ-গূঢ়ৈঃ সংক্রীড়ন্তে মণিভিরমরপ্রার্থিতা যত্র কন্যাঃ॥ ৬॥
নীবীবন্ধোচ্ছ্বসিতশিথিলং যত্র বিম্বাধরাণাং ক্ষৌমং রাগাদনিভৃতকরেষ্বাক্ষিপৎসু প্রিয়েষু।
অর্চিস্তুঙ্গানভিমুখমপি প্রাপ্য রত্ন-প্রদীপান্ হ্রীমূঢ়ানাং ভবতি বিফল-প্রেরণা চূর্ণমুষ্টিঃ॥ ৭॥
নেত্রা নীতাঃ সতত-গতিনা যদ্বিমানাগ্রভূমীরালেখ্যানাং নবজলকণৈর্দোষমুৎপাদ্য সদ্যঃ।
শঙ্কা-স্পৃষ্টা ইব জলমুচস্ত্বাদৃশা যত্র জালৈর্ধূমোদ্গারানুকৃতিনিপুণা জর্জরা নিষ্পতন্তি॥ ৮॥

অন্বয়।—যত্র অমর-প্রার্থিতাঃ কন্যাঃ মন্দাকিন্যাঃ সলিল-শিশিরৈঃ মরুদ্ভিঃ সেব্যমানাঃ অনুতটরুহাং মন্দারাণং ছায়য়া বারিতোষ্ণাঃ (চ সত্যঃ) কনকসিকতা-মুষ্টি-নিক্ষেপ-গূঢ়ৈঃ (অতএব) অন্বেষ্টব্যৈঃ মণিভিঃ সংক্রীড়ন্তে॥ ৬॥

যত্র (অলকায়াম্) অনিভৃতকরেষু প্রিয়েষু নীবী-বন্ধোচ্ছ্বসিত-শিথিলং ক্ষৌমং রাগাৎ আক্ষিপৎসু (সৎসু) হ্রী-মূঢ়ানাং চূর্ণমুষ্টিঃ অর্চিস্তুঙ্গান্ রত্নপ্রদীপান্ অভিমুখং প্রাপ্য অপি বিফল-প্রেরণা ভবতি॥ ৭॥

(অয়ি মেঘ!) নেত্রা (প্রেরকেণ) সতত-গতিনা যদ্বিমানাগ্র-ভূমীঃ নীতাঃ ত্বাদৃশাঃ জলমুচঃ আলেখ্যানাং নবজলকণৈঃ দোষঃ উৎপাদ্য সদ্যঃ শঙ্কাস্পৃষ্টাঃ ইব ধূমোদ্গারানুকৃতি-নিপুণাঃ জর্জরাঃ (চ সন্তঃ) জালৈঃ নিষ্পতন্তি॥ ৮॥

মর্মার্থ।—মেঘ, সেই অলকার প্রান্তবাহিনী মন্দাকিনীর সিকতাময় তটের দিকে চাহিলে—তোমার চোখ জুড়াইয়া যাইবে। দেখিবে, দেবতারা পর্য্যন্ত যাহাদের লাভ করিবার জন্য আকুল, সেই সকল যক্ষকন্যারা মন্দাকিনীর ঐ স্বর্ণরেণুবৎ বালুবর্ণ চড়ায় "খুঁজি খুঁজি নারি, যে পাবে তারি"—বলিতে বলিতে বালুরাশির মধ্যে মণি লইয়া খেলিতেছে, ছুটাছুটি করিতেছে। অত ছুটাছুটি দৌড়াদৌড়িতেও কিন্তু সেই কিশোরীদের কোনরূপ ক্লান্তি জন্মিতেছে না, কেন না, মন্দাকিনীর সলিল-শীকর-সিক্ত সুশীতল সমীরণ তাহাদিগকে সেবা করিতেছে, আর তটস্থিত মন্দারতরুরাজির ছায়ায় তাহাদের রৌদ্রতাপ নিবারিত হইতেছে। তাই, এমন স্বপ্নের রাজ্যে তুমি যাইতেছ, ইহা ভাবিতেও সুখ।॥ ৬॥

অধিকাংশ স্থানেই কোমরে গেরো দিয়া কাপড় পরিবার রীতি দেখা যায়। অলকার সুন্দরীরাও ঐ ভাবে গেরো দিয়া কাপড় পরিতেন। তাঁহাদের পাকা তেলাকুচার মত অধর—টল্‌টল্ করিত, আর প্রিয়তমগণ অধীর-হৃদয়ে তাঁহাদিগের পরিহিত ক্ষৌম-বসনের গেরো খুলিয়া বস্ত্রহরণের পালা আরম্ভ করিতেন, বসন লইয়া টানাটানি করিতেন। সম্মুখে উজ্জ্বল শিখায় প্রদীপ জ্বলিতেছে, হাজার হউক, স্ত্রীলোক ত, লজ্জায় যক্ষ-সুন্দরীরা মরিয়া যাইতেন—নাছোড় রাগান্ধ প্রণয়ীদের হাতে নিস্তার নাই—ভাবিয়া, লজ্জায় একেবারে দিশেহারা হইয়া, কামিনীরা, সম্মুখে যে কোনো চূর্ণ পদার্থ পাইতেন, তাহাই তাড়াতাড়ি, একমুঠা লইয়া প্রদীপের উপর ছুড়িয়া মারিতেন, আশা—ঐ চূর্ণ মুষ্টিতে প্রদীপ নিবিয়া যাইবে, তবুও লজ্জার হাত কতকটা এড়াইতে পারিবেন। কিন্তু তাহাতেও সে-প্রদীপ নিবিত না। সে ত তেলের প্রদীপ নয়। সে যে স্থিরজ্যোতি রত্নের প্রদীপ। কাজেই রূপসীদের পরাজয় ঘটিত॥ ৭॥

অলকায় অনেক সমুচ্চ অট্টালিকা আছে এবং তাহাদের উপরের তলার ঘরে অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি টাঙানো আছে। ঘরের জানালাগুলি খোলা থাকে। আর, বাতাসে উড়িতে উড়িতে ছোট ছোট মেঘগুলি গিয়া এক দিকের জানালা দিয়া ঘরে ঢুকিয়া আর এক দিক্ দিয়া বাহির হইয়া যায়। শীতপ্রধান স্থানে ঘরের ভিতর আগুন জ্বালিলে যেমন ধূমরাশি জানালা দিয়া বাহির হয়, দেখিতে ঠিক তেমনই হইয়া থাকে। ঘরের ভিতর জল-ভরা মেঘ ঢুকিয়া ঐ ছবিগুলিতে লাগায় তাহারা ফুটিয়া উঠে, অর্থাৎ জলকণা স্পর্শে—তাহাদের গায় বিন্দু বিন্দু দাগ পড়ে। মেঘ, উহা দেখিলে তোমার মনে হইবে যেন, গৃহপ্রবিষ্ট ঐ মেঘখণ্ডগুলি, "ছি ছি, করিলাম কি, পরের ছবি মাটী করিলাম, ধরা পড়িলে ত রক্ষা নাই" এই ভাবিয়া সশঙ্ক-হৃদয়ে জানালা দিয়া, ঘুলঘুলি দিয়া, যে দিক্ দিয়া পারিতেছে, পলাইতেছে। ঐ মেঘগুলিও দেখিতে তোমার মত। সাবধান ভাই, তুমি গিয়া আবার ঐ সব অপকর্ম্ম করিয়া বসিও না। পরের ঘরের ছবির ত্রিসীমাতেও যাইতে নাই। গেলে, শেষে,—ঐরূপ ছুটাছুটিতে প্রাণান্ত হইবে। আমার কাজ আর হইবে না॥ ৮॥

যত্র স্ত্রীণাং প্রিয়তম-ভুজালিঙ্গনোচ্ছ্বাসিতানামঙ্গগ্লানিং সুরত-জনিতাং তন্তুজালাবলম্বাঃ।
ত্বৎসংরোধপগম-বিশদৈশ্চন্দ্রপাদৈর্নিশীথে ব্যালুম্পন্তি স্ফুট-জল-লব-স্যন্দিনশ্চন্দ্রকান্তাঃ ॥ ৯ ॥

অক্ষয্যান্তর্ভবননিধয়ঃ প্রত্যহং রক্ত-কণ্ঠৈরুদ্গায়দ্ভির্ধনপতি-যশঃ কিন্নরৈর্যত্র সার্দ্ধম্।
বৈভ্রাজাখ্যং বিবুধবনিতাবারমুখ্যা-সহায়া বদ্ধালাপা বহিরুপবনং কামিনো নির্ব্বিশন্তি ॥ ১০ ॥

অন্বয়।—যত্র (অলকায়াং) নিশীথে ত্বৎ-সংরোধাপগমবিশদৈঃ চন্দ্রপাদৈঃ স্ফুটজল-লবস্যন্দিনঃ তন্তু-জালাবলম্বাঃ চন্দ্রকান্তাঃ প্রিয়তম-ভুজালিঙ্গনোচ্ছ্বাসিতানাং স্ত্রীণাং সুরত-জনিতাং অঙ্গগ্লানিং ব্যালুম্পন্তি ॥ ৯ ॥

যত্র (অলকায়াং) অক্ষয্যান্তর্ভবন-নিধয়ঃ বিবুধ-বনিতা-বার-মুখ্যা-সহায়াঃ বদ্ধালাপাঃ কামিনঃ প্রত্যহং রক্ত-কণ্ঠৈঃ ধনপতি-যশঃ উদ্গায়দ্ভিঃ কিন্নরৈঃ সার্দ্ধং বৈভ্রাজাখ্যং বহিরুপবনং নির্ব্বিশন্তি ॥ ১০ ॥

বঙ্গার্থ।—মেঘ! অলকার সুখ সম্পদের কথা আর অধিক কি কহিব? বলিয়াছি ত, সেখানে সবটাই নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ। ত্রিজগতে তেমনটি আর নাই।—সেখানকার ঘরগুলির মধ্যে রতিমন্দিরের মধ্যে, শয়নের পর্য্যঙ্কের উপরে সুন্দর সুন্দর চন্দ্রাতপ খাটানো আছে এবং তাহাতে চন্দ্রকান্ত-মণির ঝালর দেওয়া আছে। প্রত্যেক ঝালরটিতে এক একটি চন্দ্রকান্তমণি ঝুলিতেছে। এখন একবার ভাবিয়া দেখ, সেই ঝালর এবং তাহাতে সেই চাঁদোয়ার কি অপূর্ব্ব শোভা! রাত্রিতে আবার যখন তুমি চাঁদের উপর হইতে সরিয়া যাও, তখন সেই মেঘমুক্ত চাঁদের বিমল জ্যোৎস্না জানালা দিয়া আসিয়া ঐ ঝালরের মণিগুলিতে লাগে, আর অমনি তাহা হইতে ঘামিয়া টুপ টুপ করিয়া ঠাণ্ডা জল বিন্দু বিন্দু পড়িতে থাকে। ঐ চাঁদোয়ার তলে, খাটের উপরে রতিশ্রমালসা কামিনীরা প্রিয়তমগণের সুদৃঢ় ভুজবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ক্লান্তকায়ে ও অবশভাবে ঘুমাইয়া আছে, অথবা না সুপ্ত না জাগ্রত অবস্থায় চোখ বুজিয়া পড়িয়া আছে। ক্রমে প্রিয়তমদের ভুজবন্ধনও শিথিল হইয়া আসিতেছে, আর তাহার উপর আবার ঐ উপরের ঝালরের মণিগুলি হইতে, তাহাদের গায়ে বিন্দু বিন্দু শীতল জল পড়িতেছে এবং তাহাতে কামিনীগণের দেহের অনেক গ্লানি, দৈশ শ্রমের ঘোর অনেকটা কাটিয়া যাইতেছে। শরীর জুড়াইয়া যাইতেছে ॥ ৯ ॥

মেঘ! এই অলকার অধিবাসীদের আমোদ-প্রমোদ ছাড়া অন্য কোনো কাজই যেন নাই। তাহাদের ত আর পেটের দায়ে অর্থোপার্জ্জনের জন্য ছুটাছুটি করিতে হয় না। কেন না, তাহাদের নিজের নিজেই ঘরের এত রত্ন, এত নিধি আছে যে, তাহার কোনো দিন ক্ষয়ের সম্ভাবনা নাই। দিনটা ত কোনমতে কাটাইতে হইবে। তাই তাহারা, অলকা-নগরীর বড় বড় নামজাদা অপ্সরাদিগকে সঙ্গে লইয়া কুবের-ভবনের বাহিরের দিকের বাগানে, (যেমন কলিকাতায় "ইডেনগার্ডেন", বোম্বাইএ "মালাবার হিলের পার্ক" ইত্যাদি) বেড়াইতে যান। ঐ মনোহর উদ্যানের এক নাম "বৈভ্রাজ" চৈত্ররথ। সুকণ্ঠ কিন্নরগণও ঐ উদ্যানে মধুর-কণ্ঠে অলকাপতির কীর্ত্তি-গাথা গাহিতে গাহিতে বেড়াইয়া বেড়ায়। তাহাদের সাথে অলকাবাসী ঐ সকল কামী বিলাসীরা অপ্সরার দল লইয়া গিয়া যেখেন ও কত কি গল্প করিতে করিতে বেড়াইয়া বেড়ান। একবার ভাব ত সেই ছবি, উদ্যানের সেই শোভা! ॥ ১০ ॥

গত্যুৎকম্পাদলকপতিতৈর্যত্র মন্দার-পুষ্পৈঃ পত্রচ্ছেদৈঃ কনককমলৈঃ কর্ণভ্রংশিভিশ্চ।
মুক্তাজালৈঃ স্তনপরিসরচ্ছিন্ন-সূত্রৈশ্চ হারৈঃ নৈশো মার্গঃ সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাম্॥ ১২॥

মত্বা দেবং ধনপতিসখং যত্র সাক্ষাদ্ বসন্তং প্রায়শ্চাপং ন বহতি ভয়ান্মন্মথঃ ষট্‌-পদজ্যম্।
সভ্রূভঙ্গ-প্রহিত-নয়নৈঃ কামি-লক্ষ্যেষ্বমোঘৈস্তস্যারম্ভশ্চতুরবনিতাবিভ্রমৈরেব সিদ্ধঃ॥ ১২॥

অন্বয়।—(অলকায়াং) কামিনীনাং নৈশঃ মার্গঃ সবিতুঃ উদয়ে গত্যুৎকম্পাৎ (হেতোঃ) অলকপতিতৈঃ মন্দার-পুষ্পৈঃ, পত্রচ্ছেদৈঃ, কর্ণবিভ্রংশিভিঃ কনককমলৈশ্চ, (তথা) মুক্তাজালৈঃ, স্তনপরিসরচ্ছিন্নসূত্রৈঃ হারৈঃ চ সূচ্যতে॥ ১১॥

যত্র (অলকায়াং) মন্মথঃ ধনপতি-সখং দেবং (ত্র্যম্বকং) সাক্ষাৎ বসন্তং মত্বা ভয়াৎ ষট্‌-পদজ্যং চাপং প্রায়ঃ (প্রাচুর্য্যেণ) ন বহতি। (কথং তর্হি কার্য্যসিদ্ধিঃ? অত আহ) তস্য (মন্মথস্য) আরম্ভঃ সভ্রূভঙ্গ-প্রহিত-নয়নৈঃ কামিলক্ষ্যেষু অমোঘৈঃ চতুর-বনিতা-বিভ্রমৈঃ এব সিদ্ধঃ (ভবতি)॥ ১২॥

বঙ্গার্থ।—ভাই, সেই ভোগের নগরী অলকার পথ-ঘাটের কথা শুনিলে তোমার তাক্ লাগিয়া যাইবে। ভোর বেলায়, সূর্য্যদেব যেমন যেমন হাসিয়া উঠেন, অমনি তথাকার পথগুলিও যেন হাসিয়া উঠে ও কতজনের কত-কি গুপ্ত কাহিনী জাহির করিয়া দেয়! রাত্রির অন্ধকারে, কামিনীরা সাজিয়া গুজিয়া ক্ষিপ্রচরণে যখন অভিসারে যান, তখন, দ্রুত-গতিনিবন্ধন, চুলের ঝাপ্‌টা হইতে মন্দার ফুল খসিয়া পড়ে, সুরভি চন্দনাদির দ্বারা গাত্রে অঙ্কিত পাতালতার ছাপ (যেমন গঙ্গার ঘাটে পাণ্ডারা পরাইয়া দেয়) শুকাইয়া ঝরিয়া পড়ে, কোথাও বা কানের দুল, কানে পরা সোনার কমল ধূলায় লুটায়। দ্রুত-গমনের ঝাঁকিতে ঝাঁকিতে, কোথাও বা পীবরস্তনের উপর শুভ্র মুক্তার জাল পড়িয়া যায়, কোথাও আবার ঐ পীনপয়োধরের দোলনে দোলনে, তাহার পাশে টান খাইয়া হার ছিঁড়িয়া পথে গড়াগড়ি যেয়।—ভাই, অভিসারিকারা, যতই গোপনে কাজ সারিতেছেন, ভাবুন না কেন, সূর্য্যোদয়ে কিন্তু সকলেই বুঝিতে পারে যে, গত রজনীতে সুন্দরীগণ এই পথে "যাত্রায়" বাহির হইয়াছিলেন॥ ১১॥

অলকাপতি কুবেরের সহিত মহাদেবের বড় প্রণয়। ভক্তের টানে,—চন্দ্রশেখর অলকা ছাড়িয়া যাইতে পারেন না, বহিরুপবনে সশরীরে অধিষ্ঠান করিয়া আছেন। তাই মদনের সেখানে আর তত জারিজুরি খাটে না। তবে যার যা' স্বভাব, তা কি যায়? সেই একবার হর-সমাধিভঙ্গ করিতে গিয়া কন্দর্প কি নাস্তানাবুদই না হইয়াছিলেন। তাই মদন, ভয়ে ভয়ে সর্ব্বদা সন্ত্রস্তভাবে অলকায় বেড়ান। ত্রিনয়ন যে দিকে আছেন, সে দিকে আর বড় বেশী ঘেঁসেন না। একবার ধনুক ওঁছানোর ফলে ভস্মীভূত হইয়াছিলেন। শেষে কত কাণ্ডের পর, কত কালের পর, যা হোক কোনমতে প্রাণটা পাইয়াছেন। দেহ ত গিয়াছেই। তাই অতনু একটু সাবেস্তা হইয়াছেন। কিন্তু তাঁর কাজ করে কে? অলকাবাসীদের প্রাণে উন্মাদনা জাগায় কে? কার প্রভাবে, অলকার বিলাসিনীরা সঙ্কেতস্থানে ছোটে, প্রণয়ীরা পাগল পাগল হইয়া বেড়ায়? মদনের সেই ভ্রমরপঙ্‌ক্তির ছিলা, সেই ফুলের ধনু, আর সেই অরবিন্দ, অশোক, শিরীষ প্রভৃতির বাণ অলকায় যদিও কোন কাজে লাগে না সত্য, কিন্তু সেই সকলের কাজটা ত বেশ জোরেই চলিতেছে, দেখিতেছি। এ সব চালায় কে? চালান যাঁরা, তাঁদের তুলনা নাই: সেখানকার রূপবতী কামিনীরা যখন মদমন্থর-গমনে চলিতে চলিতে কামীদিগের দিকে, ভ্রূকম্পনপূর্ব্বক চঞ্চল কটাক্ষ নিক্ষেপ করেন, নানারূপ হাবভাবের দ্বারা, আকার-ইঙ্গিতের দ্বারা পুরুষগুলিকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলেন, তখন মদনের বাণের শতগুণ অধিক কাজ হয়। সুন্দরীগণের এক একটা কটাক্ষে অসংখ্য কামবাণের কাজ করে। কামের বাণ যদিও বা কুত্রাপি ব্যর্থ হইত, এ একেবারে অব্যর্থ॥ ১২॥

বাসশ্চিত্রং মধু নয়নয়োর্বিভ্রমাদেশদক্ষং পুষ্পোদ্ভেদং সহ কিসলয়ৈর্ভূষণানাং বিকল্পান্।
লাক্ষারাগং চরণকমলন্যাসযোগ্যঞ্চ যস্যামেকঃ সূতে সকলমবলামণ্ডনং কল্পবৃক্ষঃ ॥ ১৩ ॥
তত্রাগারং ধনপতিগৃহানুত্তরেণাস্মদীয়ং দূরাল্লক্ষ্যং সুরপতিধনুশ্চারুণা তোরণেন।
যস্যোপান্তে কৃতকতনয়ঃ কান্তয়া বর্দ্ধিতো মে হস্তপ্রাপ্যস্তবকনমিতো বালমন্দারবৃক্ষঃ ॥ ১৪ ॥
বাপী চাস্মিন্ মরকতশিলাবদ্ধ-সোপানমার্গা হৈমৈশ্ছন্না বিকচকমলৈঃ স্নিগ্ধ-বৈদূর্য্য-নালৈঃ।
যস্যাস্তোয়ে কৃত-বসতয়ো মানসং সন্নিকৃষ্টং নাধ্যাস্যন্তি ব্যপগতশুচস্ত্বামপি প্রেক্ষ্য হংসাঃ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়।—যস্যাং (অলকায়াং) একঃ কল্পবৃক্ষঃ চিত্রং বাসঃ, নয়নয়োঃ বিভ্রমাদেশদক্ষং মধু (মদ্যং), কিসলয়ৈঃ সহ পুষ্পোদ্ভেদং, ভূষণানাং বিকল্পান্, চরণকমলন্যাসযোগ্যং লাক্ষারাগং চ (ইতি) সকলং অবলামণ্ডনং সূতে ॥১৩॥

তত্র (অলকায়াং) ধনপতিগৃহান্ উত্তরেণ (উত্তরস্যাং দিশি অদূরদেশে ইত্যর্থঃ) অস্মদীয়ং আগারং সুরপতিধনুশ্চারুণা তোরণেন দূরাৎ লক্ষ্যম্। যস্য (আগারস্য) উপান্তে মে কান্তয়া বর্দ্ধিতঃ কৃতকতনয়ঃ হস্তপ্রাপ্যস্তবকনমিতঃ বালমন্দারবৃক্ষঃ (বিদ্যতে)। ১৪ ॥

অস্মিন্ (মদীয়ে আগারে) মরকত-শিলাবদ্ধ-সোপানমার্গা স্নিগ্ধ বৈদূর্য্য-নালৈঃ হৈমৈঃ বিকচকমলৈঃ ছন্না বাপী চ (অস্তি)। যস্যাঃ তোয়ে কৃতবসতয়ঃ হংসাঃ ত্বাং প্রেক্ষ্য অপি ব্যপগতশুচঃ সন্নিকৃষ্টং মানসং (সরোবরং) ন অধ্যাস্যন্তি (উৎকণ্ঠয়া ন স্মরন্তি)॥ ১৫ ॥

বঙ্গার্থ।—ভাই, আমার সেই অলকায়, সেই কল্পতরুর রাজ্যে কারুরই কোনো বাসনা অপূর্ণ থাকে না। শুধু বাসনা জাগিতে যতটা বিলম্ব। রসরঙ্গিণী ললনাদের সাজসজ্জার সমস্ত উপকরণ, সেখানে এক কল্পবৃক্ষই যোগাইয়া থাকে। তাঁহারা যেমন কল্পপাদপের তলে গিয়া দাঁড়াইয়া বিলাসের উপকরণ চান, অমনি সব পাইয়া থাকেন। কলহংস-চিত্রিত নয়নরঞ্জন বসন, শাড়ী, কাঁচলী, সুধের মত, যাহার একটু পান করিলে নয়নে কত কি ভাবভঙ্গি আসিয়া দেখা দেয়, কতরকম সুন্দর সুন্দর টাট্‌কা কোটা ফুল ও তার সঙ্গে কচি কচি পল্লব, নানা প্রকার অলঙ্কার, পাদপদ্মে, যক্ষবিলাসিনীদের সেই অনুপমচরণ-কমলে যা' মানায়, তেমন আল্‌তা—প্রভৃতি কামিনীকুলের যতকিছু বেশভূষা, সে সমস্ত এক কল্পতরুই তথায় যোগাইয়া থাকে। ভাব ত একবার আমার সেই অলকার কথা। ॥ ১৩ ॥

সেই অলকায়, কুবেরের রাজবাড়ীর একটু উত্তরদিকে আমার, এই হতভাগ্যের বাড়ী। তোমাকে খুঁজিতে হইবে না, কোন বেগ পাইতে হইবে না, দূর হইতেই তুমি, ইন্দ্রধনুর মত সুন্দর, দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়, আমার বাড়ীর তোরণ দেখিতে পাইবে। তোমাকে আর একটা চিহ্ন বলিয়া দিতেছি, শোন। তুমি উপর হইতে দেখিতে পাইবে, ঐ বাড়ীর প্রাচীরের ভিতরগায়ে, আঙ্গিনার একধারে একটি ছোট্ট মন্দার-তরু রহিয়াছে। আমার প্রিয়তমা স্বহস্তে কত যত্নে তাহাকে "মানুষ" করিয়াছেন, কচি কচি পল্লবের ভারে গাছটি একেবারে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে' এত নীচু হইয়াছে, যে, মাটীতে দাঁড়াইয়া, হাত দিয়া তার পল্লব ছোঁয়া যায়। আহা! প্রেয়সী আমার সে গাছটিকে পুত্রের মত যত্ন করেন। কত স্নেহের চক্ষে দেখেন ॥ ১৪ ॥

ভাই রে, তুমি আরও দেখিতে পাইবে—আমার ঐ বাড়ীর ভিতর একটি বড় দীঘি। মরকত-শিলা দিয়া তার ঘাট বাঁধানো। তার টল্‌টলে নীল জলে আবার রাশি রাশি সোনার পদ্ম ফুটিয়া আছে। সেই স্বর্ণকমলগুলির মৃণাল আবার সুনীল বৈদূর্য্য-মণির দ্বারা তৈরী। এখন একবার ভাবিয়া দেখ—তাহার শ্রী। মস্ত বড় দীঘি, সবুজ পাথরে তার ঘাট বাঁধানো, আর তার নীল-সলিলে প্রগাঢ় নীলমণিময় মৃণালের উপর শত সহস্র সোনার পদ্ম বিকসিত; সে দীর্ঘিকার এমনই মোহ যে,—আমার বাড়ী হইতে মানস-সরোবর ত বেশী দূর নহে, তবুও কিন্তু হাঁসগুলি হাজার বর্ষাকাল আসুক না কেন, ঐ দীঘি ছাড়িয়া মানস-সরোবরে যায় না। বর্ষাকালে, মানস সরোবরে চলিয়া যাওয়া তাহাদের একটা প্রধান ধর্ম্ম হইলেও, আমার দীঘির গুণে তাহারা সে ধর্ম ত্যাগ করিয়াছে ॥ ১৫ ॥

তস্যাস্তীরে রচিত-শিখরঃ পেশলৈরিন্দ্রনীলৈঃ ক্রীড়া-শৈলঃ কনককদলীবেষ্টন-প্রেক্ষণীয়ঃ।
মদ্‌গেহিন্যাঃ প্রিয় ইতি সখে। চেতসা কাতরেণ প্রেক্ষ্যোপান্তস্ফুরিত-তড়িতং ত্বাং তমেব স্মরামি ॥১৬॥

রক্তাশোকশ্চলকিশলয়ঃ কেসরশ্চাত্র কান্তঃ প্রত্যাসন্নৌ কুরুবকবৃতের্মাধবীমণ্ডপস্য।
একঃ সখ্যাস্তব সহ ময়া বামপাদাভিলাষী কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদন-মদিরাং দোহদচ্ছদ্মনাস্যাঃ ॥ ১৭ ॥

অন্বয়।—তস্যাঃ (বাপ্যাঃ) তীরে পেশলৈঃ ইন্দ্রনীলৈঃ (মণিভিঃ) রচিত-শিখরঃ কনককদলী-বেষ্টন-প্রেক্ষণীয়ঃ ক্রীড়া-শৈলঃ (অস্তি)। হে সখে! উপান্ত-স্ফুরিত-তড়িতং ত্বাং প্রেক্ষ্য (সাদৃশ্যাৎ) মদ্‌গেহিন্যাঃ প্রিয়ঃ ইতি (হেতোঃ) কাতরেণ চেতসা তম্‌ এব স্মরামি ॥ ১৬ ॥

অত্র (ক্রীড়াশৈলে) কুরুবকবৃতেঃ মাধবীমণ্ডপস্য প্রত্যাসন্নৌ চলকিসলয়ঃ রক্তাশোকঃ, কান্তঃ কেসরঃ চ (স্তঃ)। একঃ (তয়োঃ একঃ অশোকঃ) ময়া সহ তব সখ্যাঃ (মৎপ্রিয়ায়াঃ) বামপাদাভিলাষী। অন্যঃ (কেসরঃ) দোহদ ছদ্মনা অস্যাঃ বদনমদিরাং কাঙ্ক্ষতি ॥ ১৭ ॥

বঙ্গার্থ।—সেই দীঘির পাড়ে তুমি একটি ছোট্ট ক্রীড়া-পর্ব্বত দেখিতে পাইবে। এক সময়ে ঐ পর্ব্বতে আমরা পতিপত্নীতে কত খেলা খেলিয়াছি! অতিমসৃণ ইন্দ্রনীলমণি দ্বারা তাহার শিখরদেশ নির্ম্মিত, আর সোনার কদলী-তরুতে তাহার চারিদিক্‌ বেষ্টিত। মেঘ! একবার ভাবিয়া দেখ ত সে পর্ব্বতের শ্রী! সেই পর্ব্বতটী আমার গৃহ-লক্ষ্মীর বড়ই আদরের, বড়ই যত্নের, তাই, তোমার ঘন-নীল দেহের ধারে ধারে সোনার লতার মত, বিজলী ঝল্‌কাইয়া ওঠে, তখন আমার মনে সেই ক্রীড়া-পর্ব্বতের ছবি জাগে, আমি কাতরহৃদয়ে একবার তোমার দিকে চাই, আর একবার তাহার কথা ভাবি। তখন, কত কি মনে পড়ে। ভাই! উপভুক্ত বস্তুর, অনুভূত পদার্থের অনুরূপ কোনো কিছু দেখিলে প্রাণে আনন্দ জন্মে সত্য, কিন্তু তাহার সঙ্গে যে কেমন একটা ঔদাসীন্য কেমন একটা ফাঁকা ফাঁকা ভাব ও একটা ভয়ের সঞ্চার হয়, তাহা আর কি বলিব? ॥ ১৬ ॥

ভাই! ঐ ক্রীড়াপর্ব্বতের নিকটেই মাধবীলতার একটি সুন্দর কুঞ্জ দেখিতে পাইবে, তার চারিদিকে কুরুবক-গাছে বেড়া। সেই কুঞ্জের নিকটে আবার দুইটি গাছ আছে;—একটি অশোক, আর একটি বকুল। সেই রক্তবর্ণ ফুলে ভরা অশোকের পল্লবগুলি মৃদুমন্দ বায়ুভরে সর্ব্বদা কাঁপিতেছে, আর বকুলের ত কথাই নাই, তাহাকে দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। সমীরণবশে যখন ঐ তরুদ্বয়ের কচি কচি পল্লবগুলি নিরন্তর কাঁপিতে থাকে, তখন মনে হয়, উহারা যেন, কত কাকুতি-মিনতি করিয়া, করযোড়ে কাহার নিকট কি চাহিতেছে, ভাষায় তাহার প্রকাশ হয় না, প্রকাশ করা যায় না, আকারে-ইঙ্গিতে হৃদয়ের প্রার্থনা জানাইতেছে। ভাই রে, আমার কিন্তু মনে হয়, উহার ভিতর একটি অশোক, আমি যেমন সর্ব্বদা চাই, সেইরূপ তোমার সখীর—আমার প্রিয়তমার বাম-চরণের তাড়না ভিক্ষা করিতেছে এবং অন্যটি বকুল, আমারই ন্যায়, তোমার সখীর মুখোচ্ছিষ্ট মদিরাপানের প্রার্থনা জানাইতেছে। তুমি ত জানো, সুলক্ষণা ললনারা অকালে ফুল ফুটাইবার জন্য, অশোকে বাম-পাদের আঘাত এবং বকুলে মধু-গণ্ডূষের সিঞ্চন করিয়া থাকেন। উহাতে শুধু কি ঐ ঐ তরুরাই ফুল ফুটিয়া থাকে? ঐরূপ চরণাঘাতে ও মুখ-মদিরার পানে অতি বড় নীরস নায়কের হৃদয়ও অসময়ে রসময় হইয়া উঠে না কি? অতি বড় শুষ্ক হৃদয়েও বাসনার নানা ফুল ফোটে না কি? ॥ ১৭ ॥

তন্মধ্যে চ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাসযষ্টির্মূলে বদ্ধা মণিভিরনতিপ্রৌঢ়বংশ-প্রকাশৈঃ।
তালৈঃ শিঞ্জাবলয়-সুভগৈর্নর্ত্তিতঃ কান্তয়া মে যামধ্যাস্তে দিবসবিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্বঃ ॥ ১৮ ॥

এভিঃ সাধো ! হৃদয়-নিহিতৈর্লক্ষয়েথাঃ দ্বারোপান্তে লিখিতবপুষৌ শঙ্খ-পদ্মৌ চ দৃষ্ট্বা।
ক্ষামচ্ছায়ং ভবনমধুনা মদ্বিয়োগেন নূনং সূর্য্যাপায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বামভিখ্যাম্ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়।——তন্মধ্যে (তয়োঃ বৃক্ষয়োঃ মধ্যে) অনতিপ্রৌঢ়বংশ-প্রকাশৈঃ-মণিভিঃ মূলে বদ্ধা, স্ফটিকফলকা কাঞ্চনী বাস-যষ্টিঃ চ (অস্তি)। শিঞ্জাবলয়-সুভগৈঃ তালৈঃ মে কান্তয়া নর্ত্তিতঃ বঃ সুহৃৎ নীলকণ্ঠঃ দিবসবিগমে যাং অধ্যাস্তে ॥ ১৮ ॥

হে সাধো ! হৃদয়-নিহিতৈঃ (অবিস্মৃতৈঃ) এভিঃ লক্ষণৈঃ, দ্বারোপান্তে লিখিত-বপুষৌ শঙ্খপদ্মৌ দৃষ্ট্বা চ, নূনম্ অধুনা মদ্‌বিয়োগেন ক্ষামচ্ছায়ং ভবনং লক্ষয়েথাঃ (নিশ্চিনুয়াঃ)। (তথাহি) সূর্য্যাপায়ে (সতি) কমলং স্বাং অভিখ্যাং ন পুষ্যতি। (সূর্য্যবিরহিতং পদ্মং ইব পতিবিরহিতং গৃহং ন শোভতে ইত্যর্থঃ) ॥ ১৯ ॥

বঙ্গার্থ।—ভাই ! ঐ তরুদ্বয়ের মধ্যে আবার একটি সোনার যষ্টি মাটিতে পোতা আছে, দেখিতে পাইবে। ঐ যষ্টিগাছটার মূলদেশ,—গোড়াটা আবার তরুণ বাঁশের রঙের মত সবুজ চক্‌চকে মণির দ্বারা বাঁধানো আর উপরে স্বচ্ছ স্ফটিকের দ্বারা নির্ম্মিত একটি সুন্দর দাঁড় বসানো। ভাবো দেখি একবার এখন উহার শ্রী ! তার কি তুলনা আছে ? সবুজ মণির স্তূপ হইতে একগাছা সোনার যষ্টি উঠিয়াছে, আর তার উপরে নির্ম্মল স্ফটিকের একখানা "দাঁড়" বসানো রহিয়াছে। দেখিতে কেমন ? দিনের আলো যখন ক্রমে নিবিয়া আসে, অপরাহ্ণের ছায়া ক্রমে ঘনাইয়া আসে, তখন তোমার প্রাণের বন্ধু নীলকণ্ঠ ময়ূর আসিয়া ঐ দাঁড়ের উপরে বসে, আর আমার প্রিয়তমা করতালি দিয়া ঘুরিয়া ফিরিয়া তাহাকে নাচাইতে থাকেন, ময়ূরও তখন তার সুনীল কণ্ঠ উন্নত করিয়া তালে তালে নাচিতে থাকে। প্রেয়সীর হাতের অকোবার চুড়ি-বালা প্রভৃতি ঝুন্ ঝুন্ করিয়া বাজিয়া উঠে, চারিদিক্ যেন কেমন একটা স্বপ্নে ভরিয়া যায়। ভাই রে, আজ একে একে সে সব আবার মনে পড়িতেছে। আমাকে পাগল করিয়া তুলিতেছে। ১৮।

ভাই, তুমি অতি সাধু-প্রকৃতির ব্যক্তি, সুতরাং আমার কথাগুলি তুমি যে ভুলিবে না, ইহা নিশ্চয়। যাহা যাহা বলিলাম ঐ সব চিহ্ন দেখিলেই তুমি আমার বাড়ী চিনিতে পারিবে, আরও একটা বিশেষ অভিজ্ঞান বলিতেছি, শোন। দেখিবে, আমার বাড়ীর সিংহদ্বারের দুই পাশে একটি শঙ্খ ও একটি পদ্ম আঁকা আছে। কেন আঁকা, জানো ? আমাদের অলকায় নির্ধন নিঃস্ব দরিদ্র নাই। যে যত ধনের মালিক, তাহা তাদের গেটের গায়ে লেখা থাকে। ধনপতি কুবেরের শাপে আমি আজ এই দুর্দ্দশায় পতিত, নইলে, আমিও তাই অত ধনের মালিক, আমার ধনাগারে এক শঙ্খ ও এক পদ্ম ধন মজুত। অর্থাৎ কোটি অর্ব্বুদ খর্ব্ব নিখর্ব্ব শঙ্খ পদ্ম এই সংখ্যার শঙ্খপদ্ম ধনের আমি অধিকারী। তাই রে, এই চিহ্ন দেখিলেই আমার বাড়ী চিনিতে পারিবে ! তবে যতটা বলিলাম, এখন হয় ত, আমার বাড়ী তার ততটা শ্রী না-ও থাকিতে পারে। আমার অভাবে শুধু আমার গৃহলক্ষ্মী নহে, আমার এত সাধের সাজানো বাড়ীর না জানি, কত মলিন—শ্রীহীন হইয়া গিয়াছে। দেখ। সূর্য্য অস্তমিত হইলে পদ্মের কি আর আগের মত শোভা থাকে ? ॥ ১৯ ॥

গত্বা সদ্যঃ কলভতনুতাং শীঘ্রসম্পাতহেতোঃ ক্রীড়াশৈলে প্রথমকথিতে রম্য-সানৌ নিষণ্ণঃ।
অর্হস্যন্তর্ভবন-পতিতাং কর্ত্তুং মল্পাল্পভাসং খদ্যোতালীবিলসিত-নিভাং বিদ্যুদুন্মেষদৃষ্টিম্ ॥ ২০ ॥
তন্বী শ্যামা শিখরি-দশনা পক্কবিম্বাধরোষ্ঠী মধ্যে ক্ষামা চকিত-হরিণী প্রেক্ষণা নিম্ন-নাভিঃ।
শ্রোণীভারাদলস-গমনা স্তোক-নম্রা স্তনাভ্যাং যা তত্র স্যাদ্‌যুবতি-বিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ ॥ ২১ ॥
তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকীমিবৈকাম্।
গাঢ়োৎকণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষেষু গচ্ছৎসু বালাং জাতাং মন্যে শিশির-মথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাম্ ॥ ২২ ॥

অন্বয়।—(অয়ি মেঘ!) শীঘ্র-সম্পাত-হেতোঃ সদ্যঃ কলভ-তনুতাঃ গত্বা প্রথমকথিতে রম্য-সানৌ ক্রীড়াশৈলে নিষণ্ণঃ (সন্) ত্বম্, অল্পাল্পভাসং (অতএব) খদ্যোতালী-বিলসিতং-নিভাং বিদ্যুদুন্মেদৃষ্টিম্ অন্তর্ভবন-পতিতাং কর্ত্তুং অর্হসি ॥ ২০ ॥

তন্বী, শ্যামা, শিখরি দশনা, পক্ক বিম্বাধরোষ্ঠী, মধ্যে ক্ষামা, চকিত হরিণী-প্রেক্ষণা, নিম্ন-নাভিঃ, শ্রোণীভারাৎ অলস গমনা, স্তনাভ্যাং স্তোক-নম্রা, যুবতি-বিষয়ে ধাতুঃ আদ্যা সৃষ্টিঃ ইব যা তত্র (অন্তর্ভবনে) স্যাৎ, (তাং—জানীথাঃ ইতি পরেণ সম্বন্ধঃ) ॥ ২১ ॥

সহচরে ময়ি দূরীভূতে (সতি) চক্রবাকীং ইব একাং পরিমিতকথাং তাং মে দ্বিতীয়ং জীবিতং জানীথাঃ। গাঢ়োৎকণ্ঠাং তাং বালাং গুরুষু (বিরহমহৎসু) এষু দিবসেষু গচ্ছৎসু শিশির-মথিতাং পদ্মিনীং বা (ইব) অন্যরূপাং জাতাং মন্যে ॥ ২২ ॥

বঙ্গার্থ।—মেঘ!—কিছু পূর্ব্বেই তোমাকে আমার বাড়ীর মনোরম ক্রীড়াশৈলের কথা বলিয়াছি, মনে আছে ত? সেই শৈলের নানামণিমাণিক্যখচিত রমণীয় নিতম্বদেশে গিয়া তোমাকে বসিতে হইবে। কোনো কষ্ট হইবে না। তবে, তাড়াতাড়ি ছোট্ট পর্ব্বতের নিতম্বে নামিবার জন্য তোমাকেও ছোট্ট হইতে হইবে। একটি ছোট হাতীর ছানার মত হইবে। তার পর, ঐ ক্রীড়াপর্ব্বতের সানুদেশে বসিয়া, অতি ধীরে, আস্তে আস্তে, তোমার ভিতরকার বিদ্যুৎ একটু একটু করিয়া ছাড়িবে, ও সেই আলো ধীরে ধীরে, জানালা দিয়া আমার ঘরের ভিতরে ফেলাইবে। দেখো, যেন সে আলোর তীব্রতায়, ঘরের মধ্যে যে আছে, সে চমকাইয়া না ওঠে, এমনই মৃদু রশ্মিতে গৃহমধ্য খুঁজিতে হইবে। তাই, ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি যখন গাছের উপর পড়িয়া মিট্‌ মিট্‌ করিয়া জ্বলে, তখনকার মতন তুমিও তোমার ঈষদ্বিকসিত বিদ্যুৎ-নয়নে মিটি মিটি করিয়া দেখিবে। তখন, ভাই, বড় দুঃখের কথা, বড় খেদের কথা, কহিতেও আমার বুক ভাঙিয়া যায়, কিছু ভাবিও না, আমাকে বাচাল মনে করিও না, তখন তুমি ক্রমে দেখিতে পাইবে ॥ ২০ ॥

কৃশাঙ্গে যৌবন-শোভা,
দন্তপাতি মনোলোভা,
পক্ক-বিম্ব-ফল সম সুচারু অধর।
ক্ষীণ কটি, সমায়ত—
চকিত হরিণীমত
নয়ন, গভীর অতি নাভি-সরোবর ॥
নিতম্বের গুরুভারে
দ্রুত না চলিতে পারে,
স্তন-ভারে তনু যেন ঈষৎ আনত।
নিরখিলে রূপ যা'র
আদ্য সৃষ্টি বিধাতার
যুবতী-সমাজে,—হেন মনে লয় কত ॥ ২১ ॥
(৺হৃষীকেশ শাস্ত্রিকৃত পদ্যানুবাদ)

ঐ ভাবে ঘরের ভিতর যাহাকে পড়িয়া থাকিতে দেখিবে, মেঘ! সেই অনিন্দ্যসুন্দরীই এই হতভাগ্যের প্রিয়তমা, আমার দ্বিতীয় জীবনসঙ্গিনী। সে কোনো দিনই বাচালতা জানে না, বেশী কথা কয় না, তাহাতে আবার এখন, তার একমাত্র সহচর আমি এই দূরে রামগিরিতে পড়িয়া, আর সে চক্রবাককে হারাইয়া চক্রবাকী যেমন একাকিনী পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করে, সেইরূপ করিতেছে, এখন হয় ত, একেবারে নীরব হইয়া পড়িয়া আছে। বালা সে, বয়সই বা তার আর কত, ষোল বছর, তাতে আবার এই দীর্ঘ অসহ্য বিরহ, এত দিনে হয় ত তার উৎকণ্ঠা,—আমাকে হারাইয়া হৃদয়ের বেদনা শতগুণ বৃদ্ধি পাইয়াছে। তাই মনে হয়, সেই অনুপম-যৌবনায় সে অপূর্ব্ব যৌবন-কান্তি আর নাই, প্রবলবিরহের দারুণ তাপে সে কান্তি না জানি, কত মলিন হইয়া গিয়াছে। আমার মনে লয়,—তুষারপীড়িত কমলের মত তার সে সৌন্দর্য্য এখন, আর একরকম হইয়া থাকিবে। সে আগেকার আর তেমন কিছুই নাই ॥ ২২ ॥

নূনং তস্যাঃ প্রবল-রুদিতোচ্ছূন-নেত্রং প্রিয়ায়াঃ নিশ্বাসানামশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠম্।
হস্তন্যস্তং মুখমসকলব্যক্তি লম্বালকত্বাদিন্দোর্দৈন্যং ত্বদনুসরণ-ক্লিষ্ট-কান্তের্বিভর্ত্তি ॥ ২৩ ॥
আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলি-ব্যাকুলা বা মৎসাদৃশ্যং বিরহতনু বা ভাবগম্যং লিখন্তী।
পৃচ্ছন্তী বা মধুর-বচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং কচ্চিদ্ভর্ত্তুঃ স্মরসি রসিকে! ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি ॥ ২৪ ॥
উৎসঙ্গে বা মলিন-বসনে সৌম্য! নিক্ষিপ্য বীণাং মদ্‌গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয়মুদ্‌গাতুকামা।
তন্ত্রীমার্দ্রাং নয়ন-সলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিদ্ ভূয়োভূয়ঃ স্বয়মপি কৃতাং মূর্চ্ছানাং বিস্মরন্তী ॥ ২৫ ॥

অন্বয়।—প্রবলরুদিতোচ্ছূন-নেত্রং, নিশ্বাসানাম্ অশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠম্, লম্বালকত্বাৎ অসকলব্যক্তি, হস্তন্যস্তং তস্যাঃ প্রিয়ায়াঃ মুখং, ত্বদনুসরণক্লিষ্ট কান্তেঃ (মেঘানুসরণ-মলিন-কান্তেঃ) ইন্দোঃ দৈন্যং বিভর্ত্তি নূনম্ ॥ ২৩ ॥

(হে মেঘ!) (এবম্ভূতা) সা (মৎ প্রিয়তমা) তে আলোকে পুরা নিপততি (সদ্যঃ নিপতিষ্যতি)। (কিম্ভূতা?) বলি-ব্যাকুলা বা, বিরহ-তনু ভাবগম্যং মৎসাদৃশ্যং লিখন্তী বা 'হে রসিকে! ত্বং হি তস্য প্রিয়া, (অতঃ) ভর্ত্তুঃ স্মরসি কচ্চিৎ?' ইতি পঞ্জরস্থাং মধুরবচনাং সারিকাং পৃচ্ছন্তী বা সা তে আলোকে (নয়ন পথে) পুরা নিপততি ॥ ২৪ ॥

হে সৌম্য! মলিন-বসনে উৎসঙ্গে বীণাং নিক্ষিপ্য মদ্‌গোত্রাঙ্কং (যথা তথা) বিরচিতপদং গেয়ম্ (গান-যোগ্যাং পদাবলীম্) উদ্‌গাতুকামা সা নয়নসলিলৈঃ আর্দ্রাং তন্ত্রীং কথঞ্চিৎ সারয়িত্বা ভূয়োভূয়ঃ স্বয়ংকৃতাম্ অপি মূর্চ্ছানাং বিস্মরন্তী (বা সা মৎপ্রিয়া) তে আলোকে পুরা নিপততি ॥ ২৫ ॥

বঙ্গার্থ।—ভাই! তুমি হয় ত দেখিবে, আমার প্রিয়তমার—

নিরন্তর ঝরে জল,
নয়ন করে ছল ছল,
কেঁদে কেঁদে ফুলিয়াছে—আঁখি জ্যোতি হীন।
দীর্ঘশ্বাস ঘন ঘন
বহিতেছে অনুক্ষণ
সুরক্ত অধর-ওষ্ঠ তাহাতে মলিন।
লম্বিত কুন্তলে ঢাকা
বাম করতলে রাখা
অস্ফুট কাতর অতি আনন তাহার।
ঠিক, তুমি জলধর!
ঢাকিলে অম্বর পর
হায়! যথা মলিনতা ঘটে চন্দ্রমার ॥ ২৩ ॥

(৺হৃষীকেশ শাস্ত্রিকৃত পদ্যানুবাদ)

অথবা মেঘ! হয় ত দেখিবে, সে আমার মঙ্গল কামনায়, নির্বাসিত আমি, আমার কল্যাণে পূজাপার্ব্বণ লইয়া ব্যস্ত রহিয়াছে। কিংবা, এই দীর্ঘ-বিরহে আমি যে কতটা রোগা কাহিল হইয়া গিয়াছি, তাহা মনে মনে আঁচিয়া আমার ছবি আঁকিতেছে। অথবা পঞ্জরে আবদ্ধ আমার যে সাধের সারিকাটি আছে, তাকে হয় ত জিজ্ঞাসা করিতেছে যে, সারি, তুই কত রসের কথা জানিস, তাঁর সাথে কত আমোদ আহ্লাদ করিতিস, তিনি ত তোকেও কত ভালোবাসিতেন, তাঁর কথা কি মনে পড়ে? আমার মত, তাঁহার বিরহে তোরও কি বুকের ভিতরটা জলিয়া যায়? সত্যি বল্ ত! এইভাবে সেই জনহীন বিরাট প্রাসাদে একাকিনী পড়িয়া কত কষ্টেই প্রেয়সী তার বিরহ-দীর্ঘ দিনগুলি কাটাইতেছি ॥ ২৪ ॥

হে প্রশান্তমূর্ত্তি মেঘ! তোমার আকারেই বুঝিতেছি, যেরূপ অবস্থাতেই আমার প্রিয়তমাকে তুমি গিয়া দেখ না কেন, তাহাতে কোনো আশঙ্কার কারণ নাই। তাই আমি অকপটে সব খুলিয়া বলিতেছি—অথবা হয় ত গিয়া তুমি দেখিবে, সে কোলের উপর বীণাটি রাখিয়া গান গাহিবার চেষ্টা করিতেছে। ভাই! ভাবিতেও বুক ফাটিয়া যায়, সেই কবে আমি ছাড়িয়া আসিয়াছি, সে-ও সেই সাথে সাথে তার সমস্ত সাজ-সজ্জা বিলাস-বিভব ছাড়িয়াছে। একখানা মলিন কাপড় পরিয়া কোনমতে দিন কাটাইতেছে। সেই মলিন কাপড়ে ঢাকা মলিন উৎসঙ্গে বীণা রাখিয়া সুরে সুর মিলাইয়া গানের চেষ্টা করিতেছে, কিন্তু গান গাওয়া আর হইতেছে না। বড় সাধ করিয়া সে নিজেই আমার নামে ভরা, আমার কথায় ভরা গান তৈরী করিয়াছিল, আশা—নির্জ্জনে বসিয়া গলা ছাড়িয়া বীণার তারে স্বরের তার মিলাইয়া সেই গান গাহিবে। যেমন সুর তুলিতে যাইতেছে, অমনি চোখের জলে বীণার তার ভিজিয়া "বেসুরা" হইয়া গেল, তাড়াতাড়ি কোনমতে বসিও বা তারের জল মুছিল, কিন্তু ঐ পূর্ব্বরচিত গান আরও মনে পড়িল না। সব ভুলিয়া গেল! যতবার চেষ্টা করিল, ঐ এক দশা! এখন ভাবো ত একবার তার অবস্থাটা! ॥ ২৫ ॥

শেষান্ মাসান্ বিরহ-দিবস-স্থাপিতস্যাবধের্বা বিন্যস্যন্তী ভুবি গণনয়া দেহলীদত্ত-পুষ্পৈঃ।
মৎ-সঙ্গং বা হৃদয়নিহিতারম্ভমাস্বাদয়ন্তী প্রায়েণৈতে রমণ-বিরহেষ্বঙ্গনানাং বিনোদাঃ॥ ২৬॥

স ব্যাপারামহনি ন তথা পীড়য়েন্মদ্বিয়োগঃ শঙ্কে রাত্রৌ গুরুতরশুচং নির্বিনোদাং সখীং তে।
মৎ-সন্দেশৈঃ সুখয়িতুমলং পশ্য সাধ্বীং নিশীথে তামুন্নিদ্রামবনিশয়নাং সৌধবাতায়নস্থঃ॥ ২৭॥

অন্বয়।—বিরহদিবসস্থাপিতস্য অবধেঃ শেষান্ মাসান্ দেহলী-দত্ত-পুষ্পৈঃ ভুবি গণনয়া—বিন্যস্যন্তী বা, হৃদয়-নিহিতারম্ভং মৎসঙ্গম্ আস্বাদয়ন্তী বা সা (তে আলোকে পুরা নিপততি)। (তথাহি)—রমণবিরহেষু অঙ্গনানাং প্রায়েণ এতে বিনোদাঃ (ভবন্তি)॥ ২৬॥

(হে সখে,) অহনি সব্যাপারাং (পূর্বোক্ত-বলি চিত্রলেখনাদি-ব্যাপারবতীং) তে সখীং তথা ন পীড়য়েৎ (যথা রাত্রৌ)। (কিন্তু) রাত্রৌ নির্বিনোদাং তাং গুরুতরশুচং শঙ্কে। (অতঃ) (ত্বং) নিশীথে উন্নিদ্রাং অবনি শয়নাং সাধ্বীং তাং মৎ-সন্দেশৈঃ অলং সুখয়িতুং সৌধবাতায়নস্থঃ (সন্) পশ্য॥ ২৭॥

মর্মার্থ।—অথবা হয় ত গিয়া দেখিবে—দরজার চৌকাঠের এক পাশে এক কোণে, এক বছরের জন্য বিদায় লইয়া আমি যে দিন চলিয়া আসি সেই দিন হইতে রোজ একটি করিয়া ফুল রাখিতে রাখিতে, আজ এই আট মাসে প্রায় দুই শত চল্লিশটা ফুল জমিয়াছে, তাহা মাটিতে পাতাইয়া, একটি একটি করিয়া গণিয়া দেখিতেছে। দেখিতেছে যে, বিরহের কত দিন গিয়াছে, আর কত দিনই বা বাকী, আর কত দিনে আর এ যাতনার শেষ হইবে। কিংবা দেখিবে,—কোনো স্থানে গৃহের প্রাচীর-গাত্রে দেহ হেলাইয়া বসিয়া চোখ বুজিয়া মনে মনে—প্রাণের মধ্যে যে প্রাণ, সেই প্রাণে প্রাণে আমার সহিত কল্পিত সংসর্গ উপভোগ করিয়া নিজের মধ্যে নিজেই ডুবিয়া রহিয়াছে। একেবারে বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইয়া আছে। তাই দেখ। আমার এইসব কথায় তুমি হয় ত ভাবিতেছ যে, আমি বাড়াবাড়ি করিতেছি। পাগলের মত যা ইচ্ছা বকিয়া যাইতেছি। কিন্তু বন্ধু, তা নয়। হৃদয়ের সখার সহিত যখন ছাড়াছাড়ি ঘটে, বিরহ জন্মে, তখন ললনারা এই সব উপায়েই কোন-মতে চিত্তবিনোদন করে; প্রাণ কতকটা ঠাণ্ডা রাখিতে চেষ্টা পায়। তুমি গেলেই দেখিতে পাইবে যে, আমার অনুমান ঠিক কি না॥ ২৬॥

ভাই! সেই নির্বান্ধব পুরীর মধ্যে যদিও আমার সে একাকী পড়িয়া আছে, তবুও দিনের বেলায় এটা ওটা একটা না একটা কাজে, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, তাহাকে লিপ্ত থাকিতে হয় বলিয়া, আমার বিরহব্যথায় ততটা কষ্ট পায় না। কিন্তু রাত্রিকালের কথা ভাবিলে, আমার প্রাণ শিহরিয়া উঠে। তখন ত আর আনমনা থাকিবার তাহার কিছুই নাই। না জানি, সে সময়ে তোমার সখীর কত কষ্টই হয়! সারা রাত্রি জাগিয়া কাটায়। মাটীতে ধূলিশয্যায় পড়িয়া থাকে। কেহই দেখিবার নাই। সতী সাধ্বী সে, আমার বিরহকালে সুখের শয্যায় শয়ন বা প্রগাঢ় নিদ্রায় মগন—তার মত সাধ্বীর পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং তুমি গিয়া তাহাকে দিনের বেলায় আমার সংবাদ দিও না। দিনটা যা হোক কোনমতে ত কাটিতেছে। রাত্রিতে, তাও প্রথমবার নয়, তখন হয় ত বা একটু নিদ্রার আবিল্য, সামান্য একটু তন্দ্রা এলেও আসিতে পারে, গভীর রাত্রিতে—নিশীথ রজনীতে, যখন চারিদিক একেবারে "নিশুতি" হইয়াছে, সব চুপচাপ, জগৎ নিস্তব্ধ, শুধু আমার প্রিয়া বাণবিদ্ধ কপোতীর মত ধূলায় পড়িয়া ছটফট করিতেছে, সেই সময়ে, ভাই, আমার প্রাসাদের বাতায়নে বসিয়া, আমার সংবাদদানে কথঞ্চিৎ সুখী করিবার জন্য, তাহাকে দেখিও॥ ২৭॥

আধিক্ষামাং বিরহশয়নে সন্নিষণ্ণৈক-পার্শ্বাং প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্র-শেষাং হিমাংশোঃ।
নীতা রাত্রিঃ ক্ষণ ইব ময়া সার্দ্ধমিচ্ছারতৈর্যা তামেবোষ্ণৈর্বিরহমহতীশ্রুভির্যাপয়ন্তীম্॥ ২৮॥

পাদানিন্দোরমৃত-শিশিরান্ জালমার্গ প্রবিষ্টান্ পূর্ব্বপ্রীত্যা গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব।
চক্ষুঃ খেদাৎ সলিলগুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীং সাভ্রেহ্নীব স্থল-কমলীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাম্॥ ২৯॥

অন্বয়।—(কীদৃশীং তাং পশ্য ইতি আহ) আধিক্ষামাং বিরহ-শয়নে সন্নিষণ্ণৈকপার্শ্বাং প্রাচীমূলে কলামাত্র-শেষাং হিমাংশোঃ তনুম্ ইব (স্থিতাং) (তাং পশ্য)। ময়া সার্দ্ধং ইচ্ছারতৈঃ যা রাত্রিঃ ক্ষণ ইব নীতা, বিরহমহতীং তাং এব (রাত্রিং) উষ্ণৈঃ অশ্রুভিঃ যাপয়ন্তীং (স্থিতাং তাং পশ্য)॥ ২৮॥

(পুনঃ কিম্ভূতাম্ ?) জালমার্গ-প্রবিষ্টান্ অমৃত শিশিরান্ ইন্দোঃ পাদান্ পূর্ব্বপ্রীত্যা অভিমুখং (যথা তথা) গতং (সৎ) তথৈব সন্নিবৃত্তং চক্ষুঃ খেদাৎ সলিল-গুরুভিঃ পক্ষ্মভিঃ ছাদয়ন্তীং (অতঃ) সাভ্রে অহ্নি ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাং স্থল-কমলিনীং ইব (স্থিতাং পশ্য)॥ ২৯॥

বঙ্গার্থ।—দেখিবে, বিরহকালের মলিন শয্যায়, এলোমেলো ধুলোমাটীভরা বিছানায় একপাশে ফিরিয়া সে শুইয়া আছে। সে কি আর সে আছে রে ভাই? মনের ব্যথায় বিরহের আগুনে পুড়িয়া সে একেবারে শুকাইয়া গিয়াছে। দেখিলে ভয় হয়, মনে আতঙ্ক জন্মে; বুঝি দীপ নিবিবার আর দেরী নাই। কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীর রাত্রিশেষে পূবদিকের একেবারে শেষভাগে আকাশে যেমন অতি সামান্য একটু রেখার মত চাঁদের ক্ষীণ রশ্মি দেখা যায়,—তেমনই ক্ষীণদেহে সে বিছানায় পড়িয়া আছে দেখিতে পাইবে। মেঘ! ঐ চতুর্দ্দশীর নিশি পোহাইলেই ঘোর অমাবস্যা, ভাবিতেও বুক ভাঙ্গিয়া যায়, এই হতভাগ্যের জীবনসঙ্গিনীর জীবনের অমাবস্যার সঙ্গে আমারও জীবনের অমাবস্যা বুঝি ঐ এলো বলিয়া। সুতরাং তুমি আর দেরী করিও না। তাড়াতাড়ি গিয়া আমার সংবাদ শুনাইয়া আগে তাহাকে বাঁচাও। জলদ! যখন সুদিন ছিল, আমরা দুই জনে মনের সুখে একত্র কাল কাটাইতাম। তখন, সেই মিলনের দিনে আমার প্রেয়সী, প্রাণে যেমন ইচ্ছা লইত, তেমনই ভাবে আমার সঙ্গে কত আমোদ-প্রমোদে যে রাত্রি নিমেষের মত কাটাইয়া দিত, কোন্ পথে রাতটা যে চলিয়া যাইত, আমরা ঠিক পাইতাম না, আজ এই বিচ্ছেদের দিনে, আমি এখানে এই পাহাড়ে পড়িয়া আর সে সেই জনমানবশূন্য প্রাসাদে, এই ঘোর বিচ্ছেদের দিনে সেই রাত্রি,—বর্ষার দিনই বড়, রাত খুব ছোট, তবুও সেই ছোট্ট রাত্রি আজ তার কিছুতেই কাটিতে চাহে না, যেন ফুরায় না, পোহাইয়াও পোহায় না. এমনই সেই বিরহদীর্ঘরজনী কাঁদিতে কাঁদিতে কাটাইতেছে। দুই গণ্ড বাহিয়া নয়নের উষ্ণ অশ্রু গড়াইতেছে, আর আমার সেই প্রেয়সী একগাছি তৃণের ন্যায় বিছানার একপাশে পড়িয়া আছে॥ ২৮॥

কিছুতেই হৃদয়ের জ্বালা যায় না, মন স্থির হয় না! দুঃখিনী বাঁচে কি করিয়া বল ত! জানালা দিয়া জ্যোৎস্না আসিয়া পড়িয়াছে, ঘরের ভিতর বিছানার উপর চাঁদের আলোয় ছাইয়া গিয়াছে। হায়, এক দিন এই আলো আমাদের কত সুখের—কত আনন্দের ছিল। আমাদের কত ক্লান্তি, শরীরের কত গ্লানি এই আলোতে ধুইয়া মুছিয়া যাইত। রতিশ্রান্ত নয়নে এই আলোর দিকে চাহিতে চাহিতে প্রেয়সী আমার ঘুমাইয়া পড়িত, তার দেহ-মন জুড়াইয়া যাইত। আজ এই দুর্দ্দিনে—বিরহের এই দুঃসহ মুহূর্ত্তেও বুঝি মিলনকালের সেই চাঁদ তেমনই ভাবে, অথবা ততটা না হোক, অন্ততঃ কতকটাও মনপ্রাণ ঠাণ্ডা করিবে, চোখ জুড়াইবে—ভাবিয়া আমার বিচ্ছেদবিধুরা প্রিয়া যেমন বড় আশায় ঐ জানালা দিয়া আসা জ্যোৎস্নার দিকে চাহিতে গেল, অমনি, সে আলোয় তাহার চোখ জ্বলিয়া উঠিল, বুকের ভিতর হহু করিতে লাগিল। তাই তাড়াতাড়ি চোখ বুজিয়া এই নূতন যাতনা হইতে দুঃখিনী নিষ্কৃতি পাইতে গেল, কিন্তু সে চোখ আর বুজিতে পারিল না। জলভরা চোখ কি বোজা যায়? তখন তার সেই আকর্ণবিশ্রান্ত নয়নপদ্ম, না-বোজা—না-খোলা অবস্থায় রহিল। দেখিলে তোমার মনে হইবে, মেঘাচ্ছন্ন দিবসে স্থলপদ্ম যেমন না-ফোটা—না-বোজা অবস্থায় থাকে, তারও চোখ ঠিক তেমন হইয়া রহিয়াছে॥ ২৯॥

নিশ্বাসেনাধরকিশলয়ক্লেশিনা বিক্ষিপন্তীং শুদ্ধস্নানাৎ পরুষমলকং নূনমাগণ্ড-লম্বম্।
মৎসম্ভোগঃ কথমুপনয়েৎ স্বপ্নজোঽপীতি নিদ্রামাকাঙ্ক্ষন্তীং নয়ন-সলিলোৎপীড়-রুদ্ধাবকাশাম্॥ ৩০॥

আদ্যে বদ্ধা বিরহ-দিবসে যা শিখা দাম হিত্বা শাপস্যান্তে বিগলিতশুচা তাং ময়োদ্বেষ্টনীয়াম্।
স্পর্শ-ক্লিষ্টামযমিতনখেনাসকৃৎ সারয়ন্তীং গণ্ডাভোগাৎ কঠিন-বিষমামেকবেণীং করেণ॥ ৩১॥

অন্বয়।—(পুনঃ কিম্ভূতাম্ ?) শুদ্ধ-স্নানাৎ (তৈলাদি-রহিতস্নানাৎ) পরুষং নূনং আগণ্ড-লম্বং অলকম্ (চূর্ণকুন্তলম্) অধর-কিসলয়ক্লেশিনা নিশ্বাসেন বিক্ষিপন্তীং, (তথা) স্বপ্নজঃ অপি মৎ-সম্ভোগঃ কথং উপনয়েৎ ইতি নয়ন-সলিলোৎপীড়-রুদ্ধাবকাশাং নিদ্রাং আকাঙ্ক্ষন্তীং (স্থিতাং তাং পশ্য) ॥ ৩০ ॥

আদ্যে বিরহদিবসে দাম হিত্বা যা শিখা বদ্ধা, শাপস্য অন্তে বিগলিতশুচা ময়া উদ্বেষ্টনীয়াং স্পর্শ-ক্লিষ্টাং (স্পর্শে সতি সব্যথাং ইব) কঠিন-বিষমাং তাম্ একবেণীং অযমিতনখেন করেণ গণ্ডাভোগাৎ সারয়ন্তীং (তাং পশ্য) ॥ ৩১ ॥

বঙ্গার্থ।—অথবা হয় ত তুমি দেখিবে, প্রেয়সী আমার প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে,—কিসে একটু ঘুম আসে। জাগ্রত অবস্থায় ত আমার সন্দর্শনের আশা নাই, ঘুমাইলে যদি অন্ততঃ স্বপ্নেও একবার আমার সঙ্গ-লাভ ঘটে, তাই তার যত আশা, একটু ঘুমায়। কিন্তু চোখ ত জলে ভরিয়া আছে, বুজিবার যো নাই, চোখ মেলিয়া ত আর ঘুম হয় না,—তাই কোনমতে জলভরা চোখে বিছানায় পড়িয়া মনে মনে কত কি ভাবিতেছে, মিলনকালের কত ছবি স্মরণ করিতেছে, আর দুই গণ্ড বাহিয়া জল গড়াইতেছে। সেই প্রথম ছাড়াছাড়ির দিন হইতে সে শুধুমাথায় স্নান করে, তেল মাখে না। বিরহিণীদের মাখিতে নাই। কিসের জন্য সাজসজ্জা ? কার জন্য চুলের পারিপাট্য ? তাই! রুক্ষমাথায় স্নান করিতে তা'র চুলগুলি সরু সরু তামার তারের মত হইয়া গিয়াছে। সীঁথির দুই পাশের চুল—চূর্ণকুন্তলগুলি বর্ষারজনীর জলো বাতাসে ফুর্ ফুর্ করিয়া উড়িয়া আসিয়া দুই গালের উপর পড়িতেছে, আর ঐ গণ্ডবাহী অশ্রুধারার সহিত জড়াইয়া যাইতেছে, এ দিকে আবার ঘন ঘন উষ্ণদীর্ঘনিশ্বাসে কোমল অধরপল্লব একেবারে চুপসাইয়া যাইতেছে, আর তারের মত চুলও তাহাতে কাঁপিতেছে, এদিক্ ওদিক্ উড়িয়া গালের উপরই আবার আসিয়া পড়িতেছে। দেখিবে, সেই অবস্থায় সে শূন্য ও মলিন শয্যায় একান্ত নিঃসহ দশায় পড়িয়া রহিয়াছে ॥ ৩০ ॥

ভাই! অনবরত ফুর্ ফুর্ করিয়া গণ্ডদেশে আসিয়া চূর্ণকুন্তলগুলি পড়িতেছে, নিশ্বাসে উড়িয়া আসিতেছে, কি অস্বস্তিই না বোধ হইতেছে, একবার ভাবো ত ? তার উপর আবার সেই আমি যে দিন ছাড়িয়া আসি, বিরহের সেই প্রথম দিন—একটি বেণী বটিয়া চুল বাঁধা হইয়াছে। বিরহিণীদের একটার বেশী বিননি করিতে নাই। যে কবরীতে কত সুন্দর সুন্দর ফুলের মালা পরানো হইত, তাহা ফেলিয়া দেওয়া হইয়াছে। কোনমতে মাথায় একটা চুলের ঢিপির মত খোঁপাটা ঝুলিতেছে। এই আট মাসে তাহাতে না পড়িয়াছে তেল, না পড়িয়াছে চিরুণি,—চুল বাড়িয়া খোঁপাটা নড় নড় করিতেছে, ঢিলা হইয়া এলো-মেলো হইয়াছে। সে খোঁপা ত খুলিবার যো নাই, বিরহশেষে আমি যখন ফিরিয়া যাইব, তখন গিয়া নিজ হাতে সেই খোঁপা খুলিব, বেণী ভাঙ্গিয়া দিব,—এই আশায় সে আমার চুল খোলে না। খোপার ভিতর হইতে চুল বাড়িয়া বাহিরে আসিয়াছে, জট পাকাইয়াছে, কখনো বা ঝুলিয়া আসিয়া ঐ লতবতে খোঁপাটা গালের উপর পড়িতেছে, রুক্ষ উস্ক খুস্কো চুলগুলি তামার তারের মত বিঁধিতেছে। রুক্ষ কেশের ভারে মাথায় একটা অসহ্য যাতনা হইতেছে, চুলকাইতেছে। অথচ আপন হাতে প্রিয়া চুলকাইতেও পারিতেছে না। নখ কাটিতে নাই তাই হাতের নখগুলি লম্বা হইয়াছে, যেমন চুলকাইতে বা ঐ শক্ত মাটীর ঢেলার মত খোঁপাটা গালের উপর হইতে সরাইতে যাইতেছে, অমনি লম্বা নখের ডগায় চুল আটকাইয়া যাইতেছে, টান লাগিতেছে, আর অমনি কত কষ্ট হইতেছে। গোটা মাথাটা চুলকাইয়া উঠিতেছে! অথচ চুলকাইতে পারিতেছে না, ভাবো ত তবে কষ্টটা। যাহার অনুভবেও আমাদের এত কষ্ট; তাহা সে ভোগ করিতেছে!॥ ৩১ ॥

সা সন্ন্যস্তাভরণমবলা পেশলং ধারয়ন্তী
শয্যোৎসঙ্গে নিহিতমসকৃদ্ দুঃখদুঃখেন গাত্রম্।
ত্বামপ্যস্রং নবজলময়ং মোচয়িষ্যত্যবশ্যম্
প্রায়ঃ সর্ব্বো ভবতি করুণাবৃত্তিরার্দ্রান্তরাত্মা ॥ ৩২ ॥

জানে সখ্যাস্তব ময়ি মনঃ সম্ভৃতস্নেহমস্মা-
দিত্থম্ভূতাং প্রথমবিরহে তামহং তর্কয়ামি।
বাচালং মাং ন খলু সুভগম্মন্যভাবঃ করোতি
প্রত্যক্ষন্তে নিখিলমচিরাৎ ভ্রাতরুক্তং ময়া যৎ ॥ ৩৩ ॥

অন্বয়।—অবলা সা সন্ন্যস্তাভরণং দুঃখদুঃখেন শয্যোৎসঙ্গে অসকৃৎ নিহিতং পেশলং গাত্রং ধারয়ন্তী (সতী) ত্বাং অপি নবজলময়ং অস্রঃ অবশ্যং মোচয়িষ্যতি। (তথাহি)—আর্দ্রান্তরাত্মা সর্ব্বঃ প্রায়ঃ করুণাবৃত্তিঃ ভবতি ॥ ৩২ ॥

(হে মেঘ!) তব সখ্যাঃ মনঃ ময়ি সম্ভৃত-স্নেহং জানে, অস্মাৎ প্রথমবিরহে অহং তাম্ ইত্থম্ভূতাং তর্কয়ামি। সুভগম্মন্যভাবঃ মাং বাচালং ন করোতি খলু, অয়ি ভ্রাতঃ! ময়া যৎ উক্তং (তৎ) নিখিলং অচিরাৎ তে প্রত্যক্ষং (ভবিষ্যতি)। ৩৩ ॥

বঙ্গার্থ।—মেঘ! দেখিবে, তার গায়ে একখানিও গহনা নাই, সে সোনার অঙ্গ কালি হইয়া গিয়াছে। কোনমতে, অতি কষ্টে যেন যেন বিশীর্ণ অঙ্গলতিকা—বিছানায় ফেলিয়া রাখিয়াছে। কিছুতেই তিষ্ঠিতে পারিতেছে না,—অথচ সে এতই শুকাইয়া গিয়াছে যে, সে দেহভার যেন সে আর বহিতে পারিতেছে না, তাই কোনমতে পড়িয়া আছে। আমার ভাবিতেও এত কষ্ট হইতেছে, আর দেখিলে তোমার না জানি, কত দুঃখই জন্মিবে, তুমি কত ব্যথা পাইবে। হে নব জলধর! তাহাকে দেখিলে তোমারও নিশ্চয় নবজল-বিন্দুরূপ অশ্রুবর্ষণ হইবে। স্থির থাকিতে পারিবে না, তুমিও কাঁদিয়া ফেলিবে। কেন না, যাহাদের আত্মাটা,—হৃদয়টা নরম, তারা সবাই পরের দুঃখে গলিয়া যায়; আর তোমার ত কথাই নাই, তোমার ভিতরটা সমস্তই জলময়। ৩২।

ভাই! তোমার সখীর মন যে আমাতে কতটা অনুরক্ত, আমার উপর তার যে কি অগাধ স্নেহ, তা' আমি জানি বলিয়াই, এই প্রথমবারের বিরহে, জীবনের এই নূতন বিচ্ছেদে, তা'র ঐ সকল শোচনীয় অবস্থা নিশ্চয় জন্মিয়াছে বলিয়া আমার বিশ্বাস। নতুবা আর দশ জনে যেমন, জানুক না জানুক, নিজের প্রতি পত্নীর অপরিমিত প্রেম, অসাধারণ আকর্ষণ লোক-সমাজে খ্যাপন করিয়া নিজের সৌভাগ্য কীর্ত্তন করে, আমি তেমন করিতেছি না, তোমার নিকটে বৃথা বাচালতা করিতেছি না। অথবা এখন আর বেশী কথার দরকার কি? তুমি ত তা'র কাছেই যাইতেছ, গেলেই দেখিতে পাইবে যে, আমি যেমন যেমন বলিলাম, তাহা সত্য কি না। সব মিলাইয়া দেখিলেই বুঝিবে, আমার কথা ঠিক কি না ॥ ৩৩ ॥

তাৎপর্য্য।—আসল কথাটা চলন্ত মেঘ প্রায়শই কোনো স্থানে, বিশেষতঃ পর্ব্বতের সানুদেশে আটকাইলে এক পসলা বৃষ্টি করিয়া ফেলে। ক্রীড়াপর্ব্বতের সানুদেশেও মেঘের ঈষদ্ বর্ষণ হইবার কথা। আর, একটু বর্ষণ হওয়ার দরকারও আছে। বর্ষার রাত্রিতে টুপ্ টুপ্ করিয়া একটু আধটু বৃষ্টি হইলে প্রকৃতিটা ঠাণ্ডা হয়, চারিদিক স্নিগ্ধ হইয়া উঠে। কত কষ্টে তার সময় কাটিতেছে, তবুও যেটুকু হউক, একটু শান্তি ও স্নিগ্ধতার মধ্যে তুমি তাহাকে দেখা দিও ॥ ৩২ ॥

রুদ্ধাপাঙ্গপ্রসরমলকৈরঞ্জনস্নেহ-শূন্যং প্রত্যাদেশাদপি চ মধুনো বিস্মৃতভ্রূবিলাসম্।
ত্বয্যাসন্নে নয়নমুপরি-স্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যা মীনক্ষোভাচ্চল-কুবলয়শ্রীতুলামেষ্যতীতি ॥ ৩৪ ॥

বামশ্চাস্যাঃ কর-রুহ-পদৈর্মুচ্যমানো মদীয়ৈর্মুক্তাজালং চির-পরিচিতং ত্যাজিতো দৈবগত্যা।
সম্ভোগান্তে মম সমুচিতো হস্ত-সংবাহনানাং যাস্যত্যূরুঃ সরসকদলীস্তম্ভগৌরশ্চলত্বম্ ॥ ৩৫ ॥

অন্বয়।—অলকৈঃ রুদ্ধাপাঙ্গ-প্রসরম্ অঞ্জন-স্নেহ-শূন্যং (অপি চ) মধুনঃ (মদ্যস্য) প্রত্যাদেশাৎ (পরিত্যাগাৎ) বিস্মৃতভ্রূ-বিলাসং, ত্বয়ি আসন্নে (সতি) উপরিস্পন্দি মৃগাক্ষ্যাঃ নয়নং মীনক্ষোভাৎ চলকুবলয়শ্রীতুলাং এষ্যতি ইতি শঙ্কে ॥ ৩৪ ॥

মদীয়ৈঃ কররুহপদৈঃ (নখপদৈঃ, নখ-ক্ষতৈঃ) মুচ্যমানঃ, দৈবগত্যা (বিধিবশাৎ) চিরপরিচিতং মুক্তাজালং ত্যাজিতঃ, সম্ভোগান্তে মম হস্ত-সংবাহনানাং (হস্তেন মর্দ্দনানাং) সমুচিতঃ, সরস-কদলী স্তম্ভ গৌরঃ অস্যাঃ বামঃ উরুঃ চলত্বং যাস্যতি ॥ ৩৫ ॥

বঙ্গার্থ।—মেঘ! তুমি তাহার কাছে গেলে, সে তোমার দিকে যে ভাবে চাহিবে, তাহার চোখ যে ভাবে নাচিবে, সেই রুক্ষ চূর্ণকুন্তলগুলি চোখের কোণে আসিয়া পড়ায় তাহার যেমন যেমন অবস্থা, যেমন যেমন শ্রী ঘটিবে, সে সব যেন আমি এখান থেকেই দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি। তুমি নিকটে গেলেই সেই বিছানায় প্রায়-মিশিয়া-যাওয়া আমার বিরহ-কৃশা প্রিয়া তোমার দিকে চাহিবার নিমিত্ত তাহার চোখ ফিরাইবে, আর অমনি সেই চোখের উপর পাতা তুর্‌তুর্ করিয়া নাচিতে সুরু করিবে। ভাই রে! এক দিন ঐ চোখের কি শোভাই না ছিল! ঐ চাহনিতে কি মদিরাই না ছিল! আজ তার কিছুই নাই! সে চোখে কত কাল কাজল পড়ে না, উস্কু-খুস্কু চুলের ঝাপ্‌টাগুলি আসিয়া চোখের কোণে অপাঙ্গে পড়িয়াছে, সে এখন মদের "ম" ও ছোঁয় না, তাই সে চোখের আর আগেকার শ্রী নাই, সেই সতত-বিহ্বল-ভাব, ঢুলুঢুলু-ভাব নাই, এক আমার বিচ্ছেদে সে দুঃখিনীর সব গিয়াছে। সেই চোখ হেলাইয়া চাওয়া, সেই কটাক্ষবাণে বিদ্ধ করা, সেই মদা ঢুলুঢুলু নিরীক্ষণ,—সব ছাড়িয়াছে! ভাই! সেই মৃগ-নয়নার সেই সতত সভ্রাস নয়নের উপরের পাতা, তোমায় দেখিয়া যখন কাঁপিতে থাকিবে, পদ্মের পাপ্‌ড়ির মত ঈষৎ চঞ্চল হইবে, তার তার মধ্যে তারা নড়িবে, তখন তোমার মনে হইবে যেন, নীল জলের মধ্যে মাছ নড়িয়া চড়িয়া বেড়াইতেছে, আর সেই মাছের গায়ের নাড়া লাগিয়া, ঐ জলে ফোটা পদ্মফুলের পাপ্‌ড়িগুলিও নড়িতেছে ॥ ৩৪ ॥

মেঘ! তোমাকে দেখিলে তাহার বাম উরু থর্ থর্ করিয়া কাঁপিয়া উঠিবে। রমণীদের বাম উরু কাঁপিলে—অচিরাৎ প্রিয়তমের সহিত মিলন হয়। সুতরাং আমার বিদুষী প্রিয়া বুঝিবে যে, তাহার পতি-সন্দর্শন সত্বরই ঘটিতে পারে। ভাই রে! সে উরু আজ—এই দীর্ঘবিরহে আর এক রকম হইয়া গিয়াছে। তাহাতে আর আমার হাতের নখের চিহ্ন নাই, "নখক্ষত" অনেক দিন বন্ধ হইয়াছে। আগে—মিলন-কালে কোমরে, কাপড়ের নীচে মুক্তার ঝালর পরিত, শীতল মুক্তার ঝালর নড়াচড়ার সময়ে উরুদেশে লাগিত, নড়িত চড়িত, আর কত ঠাণ্ডা বোধ হইত, সুড়্ সুড়্ করিত কত সুখ জন্মিত। আজ ভাবিতেও বুক ভাঙ্গিয়া যায়,—সেই উরু,—প্রিয়ার সেই, ধোয়া-মেলিয়া দেওয়া, ঠাণ্ডা, চক্‌চকে তাজা কলাগাছের মত সাদা ধব্‌ধবে উরু,—আমোদ-আহ্লাদের পর, যখন ক্লান্তিভরে শিথিল হইত, এলাইয়া পড়িত, যেন কতই অবশ হইয়া গিয়াছে,—তখন আমি নিজহাতে আস্তে আস্তে কত টিপিয়া দিতাম। শেষে এমনই দাঁড়াইয়াছিল যে, আমি না টিপিয়া দিলে, তার সে জড়তা, সে অবশতা আর ভাঙ্গিত না। জলধর! তাহার প্রিয়-সমাগমের অগ্রদূত তোমাকে দেখিয়া সেই উরু নিয়মিত কাঁপিতে থাকিবে ॥ ৩৫ ॥

তস্মিন্ কালে জলদ ! যদি সা লব্ধনিদ্রা-সুখা স্যাদন্বাস্যৈনাং স্তনিতবিমুখো যামমাত্রং সহস্ব ।
মা ভূদস্যাঃ প্রণয়িনি ময়ি স্বপ্ন-লব্ধে কথঞ্চিৎ সদ্যঃ কণ্ঠচ্যুত-ভুজ-লতা-গ্রন্থি গাঢ়োপগূঢ়ম্ ॥ ৩৬ ॥

তামুত্থাপ্য স্বজল-কণিকা-শীতলেনানিলেন প্রত্যাশ্বস্তাং সমমভিনবৈর্জালকৈর্মালতীনাম্ ।
বিদ্যুদ্গর্ভঃ স্তিমিত-নয়নাং ত্বৎসনাথে গবাক্ষে বক্তুং ধীরঃ স্তনিতবচনৈর্মানিনীং প্রক্রমেথাঃ ॥ ৩৭ ॥

অন্বয় ।—অয়ি জলদ ! তস্মিন্ কালে (তব উপসর্পণ-কালে) সা যদি লব্ধ-নিদ্রা-সুখা স্যাৎ, এনাম্ অন্বাস্য (অস্যাঃ পশ্চাৎ আসিত্বা) স্তনিত বিমুখঃ (সন্ ত্বং) যামমাত্রং (প্রহর-মাত্রং) সহস্ব (প্রতীক্ষস্ব)। প্রণয়িনি ময়ি কথঞ্চিৎ স্বপ্ন-লব্ধে (সতি) অস্যাঃ গাঢ়োপগূঢ়ং (প্রগাঢ়মালিঙ্গনং) সদ্যঃ কণ্ঠচ্যুত-ভুজলতা-গ্রন্থি মা ভূৎ ॥ ৩৬ ॥

(হে মেঘ !) তাং (প্রিয়াং) স্বজল কণিকা-শীতলেন অনিলেন উত্থাপ্য, অভিনবৈঃ মালতীনাং জালকৈঃ সমং (সহ) প্রত্যাশ্বস্তাং, ত্বৎ-সনাথে গবাক্ষে স্তিমিত-নয়নাং মানিনীং (তাং), বিদ্যুদ্গর্ভঃ ধীরঃ (ত্বং) স্তনিত-বচনৈঃ বক্তুং প্রক্রমেথাঃ ॥ ৩৭ ॥

বঙ্গার্থ ।—ভাই জলদ ! সে সময়ে, তুমি যদি দেখ যে, সে অসাড়ে পড়িয়া ঘুমাইতেছে, তাহা হইলে, কোনো শব্দ-টব্দ না করিয়া, সাবধানে, চুপ করিয়া তাহার ধারে বসিয়া দেরি করিও। চঞ্চল হইও না। অন্ততঃ এক প্রহর কাল অপেক্ষা করিয়া বসিয়া থাকিও। জাগ্রদবস্থায় ত তার দুঃখের অন্ত নাই,—যদিই বা একটু ঘুমাইয়া থাকে, ভাই রে, তার সে ঘুমটুকু ভাঙিও না। হয় ত, সেই ঘুমের মধ্যে—সে আমায় স্বপ্নে দেখিতেছে ও আমার কণ্ঠ প্রগাঢ় আলিঙ্গনে ভুজপাশে বাঁধিয়া, যা হোক্—কোনমতে অজ্ঞানের মত পড়িয়া আছে। এ সময়ে যদি তুমি গোলমাল কর, তাহার ঘুম ছুটিয়া যাইবে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে ঘুমের মধ্যে পাওয়া আমার কণ্ঠদেশ হইতে তাহার ভুজলতার বন্ধন তাড়াতাড়ি খুলিয়া যাইবে, স্বপ্নের সেই প্রগাঢ় আলিঙ্গন নিমেষের মধ্যে ভগ্ন হইয়া কেবল দীর্ঘ-নিশ্বাসে পরিণত হইবে। ভাই ! তুচ্ছ—একপ্রহর কাল—তাহাকে ঐরূপ অলীক আলিঙ্গনটাও অন্ততঃ উপভোগ করিতে দিও। উহার বেশী দরকার নাই ॥ ৩৬ ॥

ভাই ! বলিয়াছি ত, গিয়া দেখিবে, হয় ত সে ঘুমাইতেছে। তুমি ধীরে ধীরে, অতি সন্তর্পণে তাহার ঘুম ভাঙ্গিবে। সাবধান, তোমার সেই দিগন্ত-প্রকম্পী মন্দ্রধ্বনি করিয়া তাহাকে জাগাইতে যেও না ! ভোরবেলা তোমার জল-ভরা ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে, মালতী ফুলের কুঁড়িগুলি যেমন আপনিই ফুটিয়া উঠে, সেইরূপ তোমার জলকণা-ভরা—শীতল মন্দ-মন্দ প্রাতঃ-সমীরণ যেমন গিয়া—তাহার গায়ে লাগিবে, অমনিই ধীরে-ধীরে তাহার চোখের পাতা আপনিই খুলিয়া যাইবে, আর সে, যে জানালায় তুমি গিয়া বসিয়াছ, সেই জানালার দিকে অনিমেষ-নয়নে চাহিয়া থাকিবে। ভাই, হঠাৎ একটা কালো—তেলকুচকুচে স্তূপাকার বস্তু—একাকিনী সে, জানালায় দেখিয়া চমকাইতে পারে,—ঘুম-ভাঙা চোখে—ঐরূপ একটা কিম্ভূত-কিমাকার পদার্থ দর্শনে, প্রথম প্রথম হয়ত ঠাহর করিতেও না পারে যে, তুমি কে ?—তাই অনুরোধ, খুব আস্তে আস্তে তুমি—তাহার সহিত কথা কহিতে সুরু করিবে, কোনরূপ চাঞ্চল্য, কোনরূপ বেয়াড়াপণা প্রকাশ পাইলেই কিন্তু সে অভিমানে দুঃখে মুখ ফিরাইবে। তুমি ত জানো না যে, সে কত বড় অভিমানিনী। তোমার বিদ্যুৎকে একেবারে নিজের মধ্যে লুকাইয়া ফেলিও। নতুবা, তখন যদি দু'একবার তোমার বিদ্যুৎ চমকায়, তবে সে ত আর তোমার দিকে চাহিতে পারিবে না। সেই মীন-নয়না আপনিই মুখ ফিরাইয়া লইবে। তুমি স্থির ধীর সুপণ্ডিত, অপরিচিতা, তাতে আবার ঐ প্রকার দুর্দ্দশাপন্না দুঃখিনীকে "নির্ব্বান্ধব" পুরীতে একাকিনী পাইয়া,—যে ভাবে যা বলিতে হয়, বন্ধু, সে সবই তুমি জানো। ক্রমে ধীরে ধীরে একটু একটু শব্দ করিয়া গুড়্ গুড়্ ধ্বনি করিয়া তাহার সহিত আলাপ আরম্ভ করিবে ॥ ৩৭ ॥

তাৎপর্য্য ।—এই স্থানে পাঠকবর্গকে মল্লিনাথধৃত "রতিসর্বেশ্বর"-লিখিত বচনটি স্মরণ করিতে অনুরোধ করি।

"একবারাবধির্বাধো রতস্য পরমো মতঃ ।
চণ্ডশক্তিমতোর্যূনোরুৎকট-ক্রমবর্ত্তিনোঃ ॥"

এই পুস্তক পড়িবার সময়ে মনে রাখিতে হইবে, ইহা "মেঘদূত", বিরহী যক্ষের বিরহ-বিধুর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস-গীতিকা, ইহা "গীতা" বা "মার্কণ্ডেয় চণ্ডী" নহে ॥ ৩৬ ॥

ভর্ত্তুর্মিত্রং প্রিয়মবিধবে! বিদ্ধি মামম্বুবাহং তৎসন্দেশৈর্হৃদয়নিহিতৈরাগতং ত্বৎ-সমীপম্।
যো বৃন্দানি ত্বরয়তি পথি শ্রাম্যতাং প্রোষিতানাং মন্দ্রস্নিগ্ধৈর্ধ্বনিভিরবলাবেণিমোক্ষোৎসুকানি ॥ ৩৮ ॥

ইত্যাখ্যাতে পবনতনয়ং মৈথিলীবোন্মুখী সা ত্বামুৎকণ্ঠোচ্ছ্বসিতহৃদয়া বীক্ষ্য সম্ভাব্য চৈবম্।
শ্রোষ্যত্যস্মাৎ পরমবহিতা সৌম্য! সীমন্তিনীনাং কান্তোদন্তঃ সুহৃদুপনতঃ সঙ্গমাৎ কিঞ্চিদূনঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়।—(কিং বক্তব্যং?)—অয়ি অবিধবে! মাং (তব) ভর্ত্তুঃ প্রিয়ং মিত্রং, হৃদয়-নিহিতৈঃ তৎ-সন্দেশৈঃ ত্বৎ-সমীপং আগতং অম্বুবাহং বিদ্ধি। যঃ (অম্বুবাহঃ) মন্দ্র-স্নিগ্ধৈঃ ধ্বনিভিঃ (করণৈঃ) অবলাবেণিমোক্ষোৎসুকানি পথি শ্রাম্যতাং প্রোষিতানাং বৃন্দানি ত্বরয়তি ॥ ৩৮ ॥

ইতি (এবম্) আখ্যাতে (সতি) পবনতনয়ং মৈথিলী ইব সা (মৎপ্রিয়া) উন্মুখী (তথা) উৎকণ্ঠোচ্ছ্বসিত-হৃদয়া চ (সতী) ত্বাং বীক্ষ্য সম্ভাব্য চ অস্মাৎ পরং সর্ব্বম্ অবহিতা চ (সতী) শ্রোষ্যতি। হে সৌম্য! সীমন্তিনীনাং সুহৃদুপনতঃ কান্তোদন্তঃ সঙ্গমাৎ কিঞ্চিৎ ঊনঃ (ভবতি) ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গার্থ।—তুমি প্রথমেই—"আমি তোমার পতির মিত্র, অভিন্নপ্রাণ বন্ধু"—এই কথাটা বলিবে এবং তাহাকে "অবিধবে" বলিয়া ডাক দিবে। তা' হ'লেই সে অন্ততঃ এটা বুঝিবে যে, তার সীঁথির সিন্দুর এখনও বজায় আছে, আর তুমি তার অভিন্ন পতির এক জন সুহৃদ্।—ইহাতেই তার প্রাণে জল আসিবে। সে অনেকটা আশ্বস্ত হইয়া তোমার দিকে চাহিবে, তোমার কথাগুলি কান পাতিয়া শুনিবে। তুমি থামিও না, গড়্‌গড়্, করিয়া বলিয়া যাইও। প্রথম কথাতেই তার হৃদয়ে একটা আশার রেখা টানিয়া দিও,—কহিও,—"আমি মেঘ, আমাকে দেখিয়া চম্‌কাইও না। জগতের তাপ দূর করাই আমার ধর্ম্ম। তোমার তাপও আমি দূর করিব। তোমার পতির কতগুলি সুখের খবর লইয়া তোমার কাছে আসিয়াছি। তিনি অনেক গোপন কথা আমার দ্বারা তোমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি মনে-মনে সেগুলি গাঁথিয়া আনিয়া তোমাকে উপহার দিতে আসিয়াছি। যার যে ব্যথা, তাপ, তাহা আমি জুড়াইয়া থাকি। যারা বিরহ-কাতরা,—তোমার মত বিরহানলে ধিকি-ধিকি পুড়িতেছে, আমি তাহাদিগকে বাঁচাই। যখন প্রবাসী পতিরা, আমার উদয়ে,—বাড়ী আসিবার জন্য ছোটে এবং তাড়াতাড়ি পথ চলার দরুণ ক্লান্ত হইয়া, কোন স্থানে একটু দম লইবার জন্য, একটু বিশ্রামের জন্য আস্তানা গাড়ে, তখন আমি যেমন আকাশে মন্দ্র-ধ্বনি করি, আর অমনি তাহারাও—'ঐ সুখের বর্ষাকাল বহিয়া যায় রে'—ভাবিয়া আকুল-প্রাণে, স্ব স্ব বিরহিণীদের বিরহের প্রথম-দিনের বাঁধা বেণী মোচনে করিতে পাগলের মত ছোটে" ॥ ৩৮ ॥

মেঘ! তুমি ঐ কথা—"আমি তোমার স্বামীর মিত্র"—এই সংবাদ বলামাত্রই সে মুখ তুলিয়া তোমার দিকে চাহিবে। পবনাত্মজ হনুমান্ রামের সংবাদ লইয়া অশোকবনে সীতার নিকট গেলে, তিনি যেমন সাগ্রহহৃদয়ে তাহার দিকে চাহিয়াছিলেন, তেমনিভাবে তোমার দিকে চাহিবে,—উৎকণ্ঠায় তাহার হৃদয় কাণায় কাণায় ছাপাইয়া উঠিবে। তুমি তাহার পতির মিত্র, তাহার পতির সংবাদ লইয়া গিয়াছ—জানিয়া সে পরম সমাদরে তোমার আতিথ্য করিবে ও কায়মনঃপ্রাণে—তোমার কথাগুলি শুনিবে। ভাই রে! তুমি ত জানো—বন্ধুর মুখে দূরস্থিত প্রিয়তমের সংবাদ পাওয়া, আর প্রিয়তমের সহিত মিলন—এই দুইএ বড় বেশী তফাৎ নেই। প্রায় সমান ॥ ৩৯ ॥

তাৎপর্য্য।—পূর্ব্বমেঘের প্রথম শ্লোকে "রামগির্য্যাশ্রম" এবং এই ৩৯ শ্লোকে "পবনতনয়ং মৈথিলীব"—এই কতিপয় পদের সামর্থ্যে,—সীতাবিরহকাতর রামচন্দ্র এই রামগিরি হইতেই হনুমানের মুখে লঙ্কায় সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন,—এইটা মনে করিয়া যক্ষ তাহার প্রিয়ার নিকটে মেঘের মুখে সংবাদ পাঠাইতেছে,—এই প্রকার মত অনেকে প্রকাশ করিয়াছেন।

তামায়ুষ্মন্! মম চ বচনাদাত্মনশ্চোপকর্ত্তুং ব্রূয়া এবং তব সহচরো রামগির্য্যাশ্রমস্থঃ।
অব্যাপন্নঃ কুশলমবলে। পৃচ্ছতি ত্বাং বিযুক্তঃ পূর্ব্বাভাষ্যং সুলভ-বিপদাং প্রাণিনামেতদেব ॥ ৪০ ॥

অঙ্গেনাঙ্গং প্রতনু তনুনা গাঢ়-তপ্তেন তপ্তং সাস্রেণাশ্রুদ্রুতমবিরতোৎকণ্ঠমুৎকণ্ঠিতেন।
উষ্ণোচ্ছ্বাসং সমধিকতরোচ্ছ্বাসিনা দূরবর্ত্তী সঙ্কল্পৈস্তৈর্বিশতি বিধিনা বৈরিণা রুদ্ধমার্গঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়।—হে আয়ুষ্মন্! (পরোপকারশ্লাঘ্যজীবিত!) মম বচনাৎ চ আত্মনঃ উপকর্ত্তুং চ তাম্ এবং ব্রূয়াঃ (ইতি শেষঃ)—হে অবলে! তব সহচরঃ রামগির্য্যাশ্রমস্থঃ অব্যাপন্নঃ (চ),—(কিন্তু) বিযুক্তঃ (সন্) (শাপবশাৎ) ত্বাং কুশলং পৃচ্ছতি। (তথাহি)—সুলভ-বিপদাং প্রাণিনাং এতৎ এব (কুশলম্ এব) পূর্ব্বাভাষ্যম্ (প্রথমং জিজ্ঞাস্যম্) ॥ ৪০ ॥

দূরবর্ত্তী বৈরিণা বিধিনা রুদ্ধমার্গঃ (চ সঃ তে সহচরঃ তনুনা গাঢ়তপ্তেন সাস্রেণ উৎকণ্ঠিতেন সমধিকতরোচ্ছ্বাসিনা অঙ্গেন—প্রতনু তপ্তং অশ্রুদ্রুতম্ অবিরতোৎকণ্ঠম্ উষ্ণোচ্ছ্বাসম্ (তে) অঙ্গং তৈঃ সঙ্কল্পৈঃ বিশতি ॥ ৪১ ॥

বঙ্গার্থ।—ভাই! তুমি শত বৎসর বাঁচিয়া থাকো। তোমার মত যারা পরোপকারী, মাথার যত চুল, তাদের তত পরমায়ু হউক। তুমি আমার প্রার্থনা পূরণ করিবার জন্য, আমারই অনুরোধে আমার বিরহিণী প্রিয়তমার নিকট সংবাদ লইয়া যাইতেছ বটে, কিন্তু ইহাতে তোমারও কম লাভ হইতেছ না, দুই দুটো প্রাণীর প্রাণরক্ষা করিতে তুমি ব্রতী হইয়াছ, এ কি কম সৌভাগ্যের কথা, কয় জনে এটা পারে? সুতরাং আমার প্রার্থনা পূরণ করিতে যাইয়া, পরোপকারের দ্বারা তোমার শ্লাঘাভাজন জীবনেরও পরম সার্থকতা ঘটিতেছে!—মেঘ! তুমি এই সব মনে করিয়া তাহাকে বলিও,—অবলে!—এই দারুণ বিরহ সহিবার মত বল তোমার কুসুমকোমল-হৃদয়ে নাই, ভাবিয়া, তোমার চিরসঙ্গী—যে তোমাকে এক নিমেষের জন্য চোখের আড়াল করিলে পলকে প্রলয় গণিত,—সেই তোমার প্রিয়তম কত দুঃখে দিনপাত করিতেছে। সে বাঁচিয়া আছে এবং দূরে—রামগিরি পাহাড়ে রহিয়াছে, তোমাকে অনেক দিন ছাড়িয়া গিয়াছে, কোনো খবর পায় না, তাই আমার মুখে তোমার কুশল জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইয়াছে। জলদ! তুমি ত জানো—জীবের পায় পায় বিপদ, বাঁচিয়া থাকাটাই আশ্চর্য্য, মরার কোনই আশ্চর্য্য নাই, সুতরাং দেখা হইলেই "কেমন আছ"—সকলের আগে জিজ্ঞাসা করিতে হয় ॥ ৪০ ॥

বলিও—"সখি! অসহ্য বিরহ যাতনায় আজ তোমার যেমন শোচনীয় দশা ঘটিয়াছে, তারও ঠিক সেইরূপ। তোমার ন্যায় তার দিকেও চাওয়া যায় না। অথচ সে দূরে পড়িয়া। বিধির বিড়ম্বনায় তোমার কাছে আসার তার পথ বন্ধ। তোমার ন্যায় তারও শরীর কৃশ হইয়া গিয়াছে। দারুণ বিরহতাপে তোমার দেহ যেমন নিশিদিন অষ্টপ্রহর পুড়িতেছে,—তারও ঠিক তাই, দিন-রাত্রির সে মনের আগুনে পুড়িয়া খাক্ হইল। চোখের জলে তোমার বুক ভাসিতেছে,—তারও নয়ন-জলের বিরাম নাই। তোমার যেমন দিন-রাত উৎকণ্ঠা, তার জন্য কত কি দুশ্চিন্তা, তাহাকে একবার দেখিবার জন্য কত কি আকুলি-বিকুলি, তারও অবিকল এই দশা, দিন-রাত—সর্ব্বক্ষণ তোমার জন্য কত কি ভাবিতেছে;—ভাবিয়া ভাবিয়া সে সারা হইতেছে। তুমি যেমন নিমেষে নিমেষে প্রতপ্ত দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িতেছ, সেও সেইপ্রকার, অথবা বুঝি তোমার চেয়েও বেশী উষ্ণ দীর্ঘশ্বাসে পুড়িয়া মরিতেছে। তুমি তার জন্য যেমন যেমন করিতেছ, যেমন যেমন হইতেছ, সে-ও তোমাকে ভাবিয়া ভাবিয়া, ঠিক তেমন তেমন করিতেছে, তেমন তেমন হইতেছে। সে নিজের দশা ভাবিয়া, তোমারও যে ঠিক তেমনই দশা ঘটিয়াছে,—তাহা অনেকটা, অথবা সম্পূর্ণরূপেই বুঝিতেছে ও মনে মনে তোমার সহিত আপনাকে মিশাইতে প্রয়াস পাইতেছে। এক হইয়া যাইতে চাহিতেছে ॥ ৪১ ॥

শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তে যঃ সখীনাং পুরস্তাৎ কর্ণে লোলঃ কথয়িতুমভূদানন-স্পর্শলোভাৎ।
সোঽতিক্রান্তঃ শ্রবণবিষয়ং লোচনাভ্যামদৃষ্টস্ত্বামুৎকণ্ঠাবিরচিতপদং মন্মুখেনেদমাহ ॥ ৪২ ॥
শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণী-প্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং বক্ত্রচ্ছায়াং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান্।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদী-বীচিষু ভ্রূবিলাসান্ হন্তৈকস্মিন্ ক্বচিদপি ন তে চণ্ডি। সাদৃশ্যমস্তি ॥ ৪৩ ॥

অন্বয়।—(হে অবলে !) যঃ (তে প্রিয়ঃ) তে সখীনাং পুরস্তাৎ যৎ শব্দাখ্যেয়ম্, আননস্পর্শলোভাৎ তৎ অপি কর্ণে কথয়িতুং লোলঃ অভূৎ কিল, (অধুনা) শ্রবণবিষয়ম্ অতিক্রান্তঃ লোচনাভ্যাং অদৃষ্টঃ সঃ উৎকণ্ঠাবিরচিতপদম্ ইদং (বক্ষ্যমাণঃ) মন্মুখেন ত্বাং আহ ॥ ৪২ ॥

শ্যামাসু অঙ্গং, চকিত হরিণী-প্রেক্ষণে দৃষ্টিপাতং শশিনি বক্ত্রচ্ছায়াং, শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান, প্রতনুষু নদী-বীচিষু ভ্রূ বিলাসান্ উৎপশ্যামি, হন্ত (খেদে) হে চণ্ডি! ক্বচিৎ অপি (কস্মিন্ অপি একস্মিন্ বস্তুনি) তে সাদৃশ্যং ন অস্তি। (অনেন অস্যাঃ সৌন্দর্য্যং অনুপমং ইতি ধ্বন্যতে) ॥ ৪৩ ॥

বঙ্গার্থ।—বলিও—"তোমার সখীদের সামনে অবাধে যে কথা প্রকাশ্যে বলা যায়, সেইরূপ অগুহ্য কথাও এক দিন যে কানে কানে বলিবার নিমিত্ত তোমার কানের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িত,—বাসনা, যদি একবার মুখখানা স্পর্শ করিতে পায়, এমনই ভাবে যে,—সতত একেবারে "তোমাগত" ছিল এক নিমেষও দূরে,—একটু তফাতে থাকিতে বা থাকিতে পারিত না, আজ বিধির বিপাকে তোমার সেই অনুগত ব্যক্তি এত দূরে পড়িয়া যে, সেখানে কথাও যায় না, চোখের দৃষ্টিও পৌঁছায় না। ঐভাবে রাত-দিন কাছে রাখিয়া ও কাছে থাকিয়াও যার আশা মিটিত না, তোমার সেই বিরহ-বিধুর পতি, আজ দূরদেশে পড়িয়া, আমি এক জন অচেনা ব্যক্তি, বাধ্য হইয়া, আমার মুখে তোমাকে তার উৎকণ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ের এই আবেগ-লহরী পাঠাইয়াছে, এই কথাগুলি বলিয়াছে, তুমি শোন।" ॥ ৪২ ॥

শোন চণ্ডি! আমার বলিতে ভয় হইতেছে, পাছে তুমি চটিয়া যাও, তোমার অনুপম সৌন্দর্য্যের, অতুল লাবণ্যের সামান্য একটুও যদি দেখিতে পাই, অন্ত কোনো বস্তুতে দেখিয়া প্রাণ জুড়াইতে পাই, এই দুরাশায় আমি কত স্থানে কাঙালের মত, ভিখারীর মত ঘুরিয়াছি, কিন্তু তোমার কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গের এক চুল সাদৃশ্যও কোথা খুঁজিয়া পাই নাই। তুমি কি আমার উপর এতই চটিয়াছ, মানভরে এমনই লুকাইয়াছ যে, ত্রিজগতে তোমার এমন কোনো চিহ্ন রাখো নাই যদ্দ্বারা তিলমাত্র তৃপ্তিও আমার ঘটিতে পারে? তোমার দোহারা চেহারার, সতত রসোচ্ছ্বাস অঙ্গলতিকার শোভা দেখিবার মানসে আমি মন্দসমীরে আন্দোলিত প্রিয়ঙ্গুলতিকার কাছে দৌড়িয়া যাই, তোমার ঢলঢলে চঞ্চল নয়নের চাহনি দেখিবার জন্য হরিণীর চকিত নয়নের দিকে চাহিয়া থাকি, তোমার মুখের অতুল শোভার অন্ততঃ এক তিলও দেখিয়া যদি চোখ জুড়াইতে পাই, ভাবিয়া পূর্ণিমার চাঁদের দিকে তাকাই, তোমার আগুল্ফ বিলম্বিত কুঞ্চিত কেশপাশের সৌন্দর্য্য দেখিবার আশায় আমি ময়ূরের কলাপগুচ্ছের পানে চাহিয়া থাকি, আর যদি তোমার সেই চঞ্চল ভ্রূ-লতিকার নর্ত্তন, সেই কটাক্ষকালীন ভ্রূ যুগলের ইঙ্গিত দেখিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি—আশায় মন্দগামিনী তটিনীর ছোট ছোট ঢেউগুলির দিকে অনিমেষ-নেত্রে চাহিয়া থাকি; কিন্তু বলিতে বুক ফাটিয়া যায়,—হায়, কোথাও তোমার জোড়া খুঁজিয়া পাই না। কোন বস্তুতেই তোমার কোন অঙ্গের সাদৃশ্য দেখি না; তুমি এমনই অনুপম, এতই সুন্দর ॥ ৪৩ ॥

তাৎপর্য্য।—"উৎকণ্ঠা" শব্দ সচরাচর বাঙ্গালাভাষায় যেরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়, এই সকল স্থলে সেইরূপ অর্থ নহে। যাহা পাইবার জন্য আমি সতত আকুল, অথচ পাইতেছি না এবং সেই না পাওয়ার দরুণ যে অসহ্য বেদনায় আমার বুক ভাঙ্গিয়া যাইতেছে, শরীর শুকাইতেছে,—তাহারই নাম "উৎকণ্ঠা।"

"রাগে ত্বলব্ধ-বিষয়ে বেদনা মহতী তু যা।
সংশোষণী তু গাত্রাণাং তামুৎকণ্ঠাং বিদুর্বুধাঃ" ॥ ৪২ ॥

ত্বামালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়ামাত্মানং তে চরণ-পতিতং যাবদিচ্ছামি কর্ত্তুম্।
অস্রৈস্তাবন্মুহুরুপচিতৈর্দৃষ্টিরালুপ্যতে মে ক্রূরস্তস্মিন্নপি ন সহতে সঙ্গমং নৌ কৃতান্তঃ॥ ৪৪॥
মামাকাশপ্রণিহিত-ভুজং নির্দ্দয়াশ্লেষহেতোর্লব্ধায়াস্তে কথমপি ময়া স্বপ্ন-সন্দর্শনেষু।
পশ্যন্তীনাং ন খলু বহুশো ন স্থলী-দেবতানাং মুক্তাস্থূলাস্তরু-কিসলয়েষ্বশ্রুলেশাঃ পতন্তি॥ ৪৫॥
ভিত্ত্বা সদ্যঃ কিসলয়পুটান্ দেবদারুদ্রুমাণাং যে তৎক্ষীরস্রুতি-সুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ।
আলিঙ্গ্যন্তে গুণবতি। ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ পূর্ব্বং স্পৃষ্টং যদি কিল ভবেদঙ্গমেভিস্তবেতি॥ ৪৬॥

অন্বয়।—প্রণয়-কুপিতাং ত্বাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়াম্ আলিখ্য যাবৎ আত্মানং তে চরণপতিতং কর্ত্তুম্ ইচ্ছামি, তাবৎ মুহুঃউপচিতৈঃ অস্রৈঃ মে দৃষ্টিঃ আলুপ্যতে। ক্রূরঃ কৃতান্তঃ তস্মিন্ অপি নৌ সঙ্গমং ন সহতে॥ ৪৪॥

স্বপ্ন-সন্দর্শনেষু ময়া কথমপি লব্ধায়াঃ তে নির্দ্দয়াশ্লেষ-হেতোঃ আকাশ-প্রণিহিতভুজং মাং বহুশঃ পশ্যন্তীনাং স্থলী-দেবতানাং মুক্তাস্থূলাঃ অশ্রুলেশাঃ তরুকিসলয়েষু ন পতন্তি ইতি ন, পতন্তি এব॥ ৪৫॥

সদ্যঃ দেবদারুদ্রুমাণাং কিসলয়-পুটান্ ভিত্ত্বা, তৎক্ষীর-স্রুতিসুরভয়ঃ যে তুষারাদ্রি বাতাঃ দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ, হে গুণবতি! এভিঃ যদি তব অঙ্গং পূর্ব্বং স্পৃষ্টং ভবেৎ কিল,—ইতি ময়া তে (বাতাঃ) আলিঙ্গ্যন্তে॥ ৪৬॥

বঙ্গার্থ।—প্রণয়-কলহে—সামান্য খুটিনাটিতে তুমি যখন রাগিয়া লাল হইতে, তোমার লাল মুখখানি, লাল গণ্ডস্থল, লাল চোখ দুটি আরো লাল দেখিবার আশায় আমি তোমায় ছল করিয়া কত চটাইতাম, আর মনে মনে কত সুখ পাইতাম; শেষকালে তোমার সেই ক্রোধ মিটাইতে, তোমাকে ঠাণ্ডা করিতে আর কোনো উপায় না দেখিয়া আমি গিয়া তোমার পায়ে পড়িতাম,—আহা! কি সুখের দিনই আমার ছিল! এখন এই বিরহকালে তোমার সেই মোহন ছবি দেখিবার জন্য, আর তেমন করিয়া তোমার পায়ের উপর পড়িবার জন্য, আমি পাথরের উপর, লাল গিরিমাটী দিয়া তোমার চেহারা আঁকি, এবং তোমার সেই লোহিত চিত্রের চরণতলে—আমার প্রতিকৃতি আঁকিতে যাই, ভাবি,—সত্যিকার মিলন ত এখন অসম্ভব, এইভাবেও যদি অন্ততঃ ছবিতে-ছবিতে আমাদের একটু মিলন হয়; কিন্তু পোড়া বিধি, দারুণ বিধি তাও সহিতে পারে না, ওভাবেও আমাদের মিলিতে দেয় না। চোখের জলে আমার দৃষ্টিলোপ হয়, কিছুই দেখিতে পাই না, তোমার পায়ের তলে আমার মূর্ত্তি আর আঁকা হয় না, শেষে একা একা বসিয়া হাউ হাউ করিয়া কাঁদি॥ ৪৪॥

পোড়া ঘুম ত কিছুতেই আসে না। আমি কিন্তু একটু ঘুমাইবার আশায় কত কি করি,—ভাবি—ঘুমাইলে যদি তোমার দেখা পাই, স্বপ্নেও অন্ততঃ একটিবার তুমি আসিয়া দেখা দাও। কখনও একটু ঘুম আসিলে যদিই বা স্বপ্নে তোমাকে দেখি,—অমনি প্রগাঢ়-রূপে আলিঙ্গন করিবার বাসনায়, ঘুমের মধ্যে, হাত দুইখানি শূন্যে উঁচু করিয়া তোমাকে ধরিতে যাই,—কতক্ষণ হয় ত হাত উঁচু করিয়াই থাকি,—সেই জনমানব-হীন বনের মধ্যে, ঘুমন্ত অবস্থায় তোমাকে ধরিবার জন্য আমার ঐরূপ আকুলি-বিকুলি দেখিয়া, ঐরূপ শোচনীয় দশা দেখিয়া বন-দেবতারা সমবেদনায় কাঁদিয়া ফেলেন, আর তরুপল্লবে তাঁহাদের মুক্তার মত স্থূল অশ্রুবিন্দুরাজি টপ টপ করিয়া পড়িতে থাকে। চোখের জল, পূজনীয়দের অশ্রুবিন্দু মাটীতে পড়িলে অকল্যাণ হয়,—তাই, মেয়েরা যেমন আঁচলে নয়নের জল মুছিয়া থাকেন, তাঁহারাও সেইপ্রকার তরু-পল্লবে নয়ন-জল ফেলেন। তাঁহাদের ঐ অশ্রু—

"না বুঝে লোকে বলে শিশির-পড়া জল॥" ৪৫।

বর্ষার বাদ্‌লা হাওয়া, জলো-উত্তুরে বাতাস বহিতেছে,—কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বহিতেছে,—আর তাহার স্পর্শে—দেবদারু-তরু গুলির ছোট ছোট কচি কচি কুঁড়িগুলি, পাতার মোড়কগুলি খুলিয়া যাইতেছে,—মুড় মুড় করিয়া দু'চারিটা ভাঙিয়া যাইতেছে আর অমনি পাতার বোঁটা হইতে সাদা আঠা, ক্ষীরের মত আঠা,—আহা, কি সুন্দর তার গন্ধ!—পড়িতেছে, এবং সেই সুগন্ধে ঐ বাদ্‌লা হাওয়া ভুর্ ভুর্ করিতেছে। সারা রামগিরিটা একেবারে "ভর" হইয়া গিয়াছে। ওগো! তোমার কত গুণের কথা কহিব? তুমি যখন আমার নিকটে আসিতে বা নিকট দিয়া চলিয়া যাইতে, তখনও তোমার গায়ের ঐরূপ কত সৌরভ আমাকে পাগল করিয়া তুলিত। ঐ বাতাসও উত্তরদিক্ হইতে আসিতেছে। তুমি,—আমার সারা-জগৎ জোড়া তুমি যে দিকে আছ, বাতাসও ত সেই দিক হইতে আসিতেছে, সেইরূপ সৌরভে ভর্ হইয়া আসিতেছি, সুতরাং হয় ত ঐ বাতাস—আগে তোমার সুরভি দেহ স্পর্শ করিয়া থাকিবে, তাই ঐ ঠাণ্ডা বাতাসকে আমি জড়াইয়া ধরিতে ছুটিয়া যাই,—ভাবি—এইভাবে যদি অন্ততঃ তোমাকে পাই, তোমার সঙ্গে মিলিতে পারি॥ ৪৬॥

সংক্ষিপ্যেত ক্ষণ ইব কথং দীর্ঘ-যামা ত্রিযামা সর্ব্বাবস্থাস্বহরপি কথং মন্দমন্দাতপং স্যাৎ।
ইত্থং চেতশ্চটুলনয়নে। দুর্লভ-প্রার্থনং মে গাঢ়োষ্মাভিঃ কৃতমশরণং ত্বদ্বিয়োগ-ব্যথাভিঃ ॥ ৪৭ ॥

নন্বাত্মানং বহু বিগণয়ন্নাত্মনৈবাবলম্বে তৎ কল্যাণি! ত্বমপি নিতরাং মা গমঃ কাতরত্বম্।
কস্যাত্যন্তং সুখমুপনতং দুঃখমেকান্ততো বা নীচৈর্গচ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ ॥ ৪৮ ॥

অন্বয়।—দীর্ঘযামা ত্রিযামা কথং ক্ষণঃ ইব সংক্ষিপ্যেত, সর্ব্বাবস্থাসু কথং অহঃ অপি মন্দমন্দাতপং স্যাৎ,—ইত্থং দুর্লভপ্রার্থনং মে চেতঃ, অয়ি চটুল-নয়নে! গাঢ়োষ্মাভিঃ ত্বদ্বিয়োগব্যথাভিঃ অশরণং কৃতম্ ॥ ৪৭ ॥

নন্ন (অহং) বহুবিগণয়ন্ আত্মানম্ আত্মনা এব অবলম্বে, তৎ (তস্মাৎ) অয়ি কল্যাণি! ত্বম্ অপি নিতরাং কাতরত্বং মা গমঃ। (ইহ) কস্য অত্যন্তং (চিরন্তনং) সুখম্ উপনতং (ভবতি), একান্ততঃ (নিরবিচ্ছিন্নং) দুঃখং বা (ভবতি); দশা চক্রনেমিক্রমেণ নীচৈঃ উপরি চ গচ্ছতি ॥ ৪৮ ॥

বঙ্গার্থ।—ওগো! দিনরাত—সমানভাবে এত জালা, এত যন্ত্রণা আমি ত আর সহ্য করিতে পারি না! আজ মনে পড়িতেছে তোমার সেই চটুল নয়ন আর তার সেই কুটিল কটাক্ষ। তোমাকে পাইবার জন্য আমি যখন আকুল প্রাণে তোমার দিকে চাহিতাম, তখন তুমি হাসিভরা চঞ্চল কটাক্ষে আমার দিকে দৃষ্টি বাণ নিক্ষেপ করিতে, এই প্রবাসে এই দৃষ্টি মনে পড়িয়া আমাকে পাগল করিয়া তুলিতেছে। কি দিন, কি রাত্রি—যখন যেটা আসে, কিছুতেই যেন সেটা আর কাটিতে চাহে না। সবে ত রাত্রিতে তিনটি প্রহর, সাড়ে সাত দণ্ডে এক একটা প্রহর,—সে আর কতটুকু কাল, তার উপর আবার গ্রীষ্ম বর্ষার রাত্রি, অতি ছোট, তবুও কিন্তু আমার কাছে ঐ তিন প্রহরের এক একটা প্রহর—এক শত বৎসরের মত মনে হয়। ভাবি,—কি করিলে, কোন্ উপায়ে রাত্রিটা নিমেষের মত ছোট্ট হয়। আর দিন—তার যন্ত্রণা আর কি বলিব? একে পাহাড়ে, রৌদ্র, তাতে আবার আমার বিশুষ্ক বক্ষ, বিশুষ্ক প্রাণ, বিশুষ্ক দেহ, বিরহের আগুনে আমার ভিতরটা পুড়িয়া খাঁক্ হইয়া যাইতেছে,—আবার বাহিরের আগুনে আমার দেহটা পুড়িতেছে! আমি ভিতরে বাহিরে,—বেড়া আগুনে জলিয়া-পুড়িয়া মরিতেছি। সর্ব্বদাই ভাবি—দিনটার তাপ কি করিলে কমে। কিন্তু আমার এই অদ্ভুত প্রার্থনায় কে কর্ণপাত করে। কার এত দায়? আমি তোমার বিরহ-বেদনার প্রগাঢ় তাপে জলিয়া পুড়িয়া ছটফট করিতেছি, যেখানে যাই' বা করি, কিছুতেই স্বস্তি পাই না। হায়! আমার কে এমন আছে যে, এ জালা জুড়াইবে, এই অসময়ে আমাকে একটু আশ্রয় দিবে? ওগো! আমি যে কত বড় নিরাশ্রয়, তাহা আর কি বলিব? ॥ ৪৭ ॥

অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া,—আমি কোনমতে নিজেই নিজের মনকে প্রবোধ দিচ্ছি, যেভাবে হউক, এই কয়টা মাস কাটাইতে পারিলেই আবার তোমার কাছে যাইতে পারিব,—ভাবিয়া প্রাণধারণ করিয়া আছি। আশীর্ব্বাদ করি, তোমারও মনে বল আসুক, তুমিও যেন একটু মনটাকে দৃঢ় করিতে পার। লক্ষ্মি! আমার, চিরকল্যাণময়ি! একেবারে এলাইয়া পড়িও না। একটু ধৈর্য্য ধরিয়া থাক! তুমি যদি অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়, তবে কে তোমাকে শান্ত করিবে? কে তোমাকে আশ্বাস দিবে?—হে মঙ্গলময়ি! দুঃখ চিরদিন থাকে না। এ সংসারে, একটু ভাবিয়া দেখ, কে এমন আছে,—যা'র কপালে চিরদিন সুখ বা চিরদিন দুঃখ ঘটে,—মানুষের অবস্থা সুখ-দুঃখ চাকার ধারের মত, কখনো উপরে কখনো নীচুতে ওঠা-পড়া করে। আজ যেটা উপরে—কাল সেটা নীচে পড়ে। আজ যার দুঃখ, কাল তার সুখ, আবার আজ যার সুখ, কাল তার দুঃখ। এই কথাগুলি মনে করিয়া মনকে প্রবোধ দিও॥ ৪৮ ॥

শাপান্তো মে ভুজগ-শয়নাদুত্থিতে শার্ঙ্গপাণৌ শেষান্ মাসান্ গময় চতুরো লোচনে মীলয়িত্বা।
পশ্চাদাবাং বিরহ-গণিতং তং তমাত্মাভিলাষং নির্বেক্ষ্যাবঃ পরিণত-শরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু ॥ ৪৯ ॥

ভূয়শ্চাহ ত্বমপি শয়নে কণ্ঠলগ্না পুরা মে নিদ্রাং গত্বা কিমপি রুদতী সস্বরং বিপ্রবুদ্ধা।
সান্তর্হাসং কথিতমসকৃৎ পৃচ্ছতশ্চ ত্বয়া মে দৃষ্টঃ স্বপ্নে কিতব! রময়ন্ কামপি ত্বং ময়েতি ॥ ৫০ ॥

এতস্মান্মাং কুশলিনমভিজ্ঞানদানাদ্ বিদিত্বা মা কৌলীনাদসিত-নয়নে! ময্যবিশ্বাসিনী ভূঃ।
স্নেহানাহুঃ কিমপি বিরহে ধ্বংসিনস্তে ত্বভোগাদিষ্টে বস্তুন্যুপচিত-রসাঃ প্রেম-রাশীভবন্তি ॥ ৫১ ॥

অন্বয়।—শার্ঙ্গপাণৌ (বিষ্ণৌ) ভুজগ-শয়নাৎ উত্থিতে (সতি) মে শাপান্তঃ (ভবিষ্যতি)। অতঃ লোচনে মীলয়িত্বা শেষান্ চতুরঃ মাসান্ গময় (অতিবাহয়)। পশ্চাৎ পরিণত-শরচ্চন্দ্রিকাসু ক্ষপাসু আবাং বিরহ-গণিতং তং তম্ আত্মাভিলাষং নির্বেক্ষ্যাবঃ ॥ ৪৯ ॥

সঃ (রামগির্য্যাশ্রমস্থঃ তে প্রিয়ঃ) ভূয়ঃ চ আহ—পুরা শয়নে মে কণ্ঠলগ্না অপি ত্বং নিদ্রাং গত্বা স-স্বরং রুদতী (সতী) বিপ্রবুদ্ধা (আসীঃ)। অসকৃৎ পৃচ্ছতঃ চ মে (মম সকাশে) ত্বয়া,—অয়ি কিতব! (শঠ!) ময়া স্বপ্নে ত্বং কাম্ অপি রময়ন্ দৃষ্টঃ ইতি সান্তর্হাসং কথিতম্ ॥ ৫০ ॥

অয়ি অসিত-নয়নে! এতস্মাৎ অভিজ্ঞান-দানাৎ মাং কুশলিনং বিদিত্বা কৌলীনাৎ (অপবাদাৎ) ময়ি অবিশ্বাসিনী মা ভূঃ। (লোকাঃ) স্নেহান্ বিরহে কিম্ অপি (কুতঃ অপি কারণাৎ) ধ্বংসিনঃ আহুঃ, তু (কিন্তু) তে (স্নেহাঃ) অভোগাৎ ইষ্টে বস্তুনি উপচিত-রসাঃ (সন্তঃ) প্রেমরাশীভবন্তি ॥ ৫১ ॥

বঙ্গার্থ।—"আর কত কাল মনকে প্রবোধ দিব, আর ত পারি না,"—ভাবিয়া কাতর হইও না। আর বেশী দেরী নাই। এইটা হইল আষাঢ় মাস, এখন হইতে আর চারি মাস পরে কার্ত্তিকের শুক্ল একাদশীতে নারায়ণ শেষ-শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠিবেন, সেই দিন আমারও অভিশাপের মোচন হইবে। তখন শরৎকাল, তাতে আবার শরতের প্রথম ভাগটা নহে, শরতের শেষ ভাগটা, বড়ই মনোরম, বড়ই উপভোগ্য। সুতরাং প্রিয়ে! চোখ-কান বুজিয়া কোনমতে এই বাকি চারটা মাস কাটাইয়া দাও, সহিয়া থাকো। তার পর,—আহা! ভাবিতেও সুখ,—সেই পরিণত শরতের—মেঘমুক্ত সুধাকরের বিমল জ্যোৎস্নায় বিধৌত রজনীতে,—এখন, এই বিরহকালে, উভয়ে মনে মনে যত অভিলাষ করিতেছি, মিলন-কালের যত সুখস্বপ্ন দেখিতেছি, যদি দিন পাই, তবে উভয়ে উভয়কে যে ভাবে, যত রকমে ভোগ করিব ভাবিতেছি, সে সমস্ত মিটাইব। কোন বাসনাই অপূর্ণ রাখিব না। তাই ভিক্ষা,—এই ক'টা মাস কোনমতে কাটাইয়া দাও। ৪৯ ॥

তাই মেঘ! তোমার হয় ত মনে হইতে পারে যে,—তোমাকে যে আমি তাহার কাছে পাঠাইতেছি, এটা সে বিশ্বাস না-ও করিতে পারে, নানারকম বাজে আত্মীয়তা করিয়া তুমি তাহাকে ভুলাইতে গিয়াছ,—ইহা যদি সে ভাবে, তখন কি উপায়?—তাই তোমাকে এমন দু'একটা কথা বলিয়া দিচ্ছি, যাহা সে আর আমি ছাড়া এ দুনিয়ায় আর কেহই জানে না। এই কথাটা শুনিলেই সে বুঝিবে যে, সত্যসত্যই তুমি আমার "আপনার জন,"—বড় অন্তরঙ্গ। তাহাকে কহিও যে, তোমার পতি আরও একটা অতি নিগূঢ় কথা তোমাকে বলিয়াছে। বলিয়াছে "মনে পড়ে একদিনের ঘটনা? আমার কণ্ঠলগ্না হইয়া এক রজনীতে তুমি যখন অসাড়ে ঘুমাইতেছিলে, একেবারে অচৈতন্য অবস্থায় শয্যায় পড়িয়াছিলে, তখন, কিছুর মধ্যে কিছু নাই, অথচ তুমি হঠাৎ চেঁচাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে জাগিয়া উঠিলে। তোমার ঘুমন্ত অবস্থায় ঐ কান্না ও চমকানো দেখিয়া আমি যখন জিজ্ঞাসা করিলাম—'কি হইয়াছে, কাঁদিয়া উঠিলে কেন?' তখন তুমি মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিয়া জবাব দিলে—"লম্পট! আমি এইমাত্র স্বপ্নে দেখিতেছিলাম যে, তুমি যেন অন্য কোন একটা পোড়ারমুখীর সাথে আমোদ-আহ্লাদ করিতেছ।" মেঘ! এই গুহ্য কথাটা শুনিলে তোমার সম্বন্ধে আর তার প্রতারক বলিয়া কোন শঙ্কাই জন্মিবে না। ৫০ ॥

আশ্বাস্যৈবং প্রথমবিরহোদগ্রশোকাং সখীং তে শৈলাদাশু ত্রিনয়নবৃষোৎখাত-কূটান্নিবৃত্তঃ।
সাভিজ্ঞানপ্রহিত-কুশলৈস্তদ্বচোভির্মমাপি প্রাতঃ-কুন্দ-প্রসব-শিথিলং জীবিতং ধারয়েথাঃ ॥ ৫২ ॥

অন্বয়।—প্রথমবিরহোদগ্রশোকাং তে সখীম্ এবং আশ্বাস্য ত্রিনয়নবৃষোৎখাতকূটাৎ শৈলাৎ নিবৃত্তঃ (সন্) ত্বং সাভিজ্ঞান-প্রহিত-কুশলৈঃ তদ্-বচোভিঃ প্রাতঃ-কুন্দ-প্রসব-শিথিলং মম অপি জীবিতং ধারয়েথাঃ ॥ ৫২ ॥

ব্যাখ্যা।—"অয়ি অসিতাক্ষি!—আজ তোমার কাছে মেঘের মুখে খবর পাঠাইবার সময়ে, শুধু তোমার সেই ভ্রমর-কৃষ্ণনয়ন মনে পড়িতেছে। তোমার ত সবই সুন্দর,—সবই নির্মল, শুধু চোখ দুটি তোমার কালো,—তোমার চাঁদপানা মুখ সেই কালো চোখে কি অপূর্ব্ব শোভাই না ধারণ করে! আমি তোমাকে এই যে সকল সংবাদ পাঠাইলাম,—গুহ্যাতিগুহ্য কথা বলিলাম, ইহা ত আমি ছাড়া আর কেহই জানে না, সুতরাং ইহা দ্বারাই বুঝিবে—যে, আমি মরি নাই। দীর্ঘকাল বিদেশে পড়িয়া আছি—বলিয়া পাড়ার "আটে আভাগীরা"—মন্দলোকরা কত অ-কথা, কু-কথা, কত কলঙ্ক হয় ত রটাইবে, হয় ত বলিবে,—"এত দিন ছাড়াছাড়িতে কি আর আগেকার সে বাঁধন, সে টান—থাকে, তা' কোন্ চুলোয় গিয়াছে,"—ইত্যাদি কত মনগড়া অপবাদ সৃষ্টি করিবে, তুমি কিন্তু সে সকলে কান দিও না। আদৌ বিশ্বাস করিও না। আমি তোমারই, আমি বিগ্‌ড়াইবার পাত্র নই। যারা নেহাৎ অপ্রেমিক, নগদ বেচা-কেনা ছাড়া যারা আর কিছুই জানে না, তারাই—সেই সকল আহাম্মকরাই বলে যে, বিরহতাপে স্নেহ শুকাইয়া যায়, কর্পূরের মত উপিয়া যায়,—আর শুধু ভাণ্ডটা পড়িয়া থাকে; কিন্তু বাস্তবিক ঘটে তার বিপরীত।—বিরহকালে—যে যাকে চায়, ভালোবাসে, তাকে মনে মনে কত রকম করিয়া ভাবে, হৃদয়-কাননের কত রকম ফুলের মালা গাঁথিয়া তাহাকে সাজায়,—সেই হৃদয়-দেবতার মানস-পূজা করে,—ভোগের সময়ে যে স্নেহ শত-মুখ থাকে,—বিচ্ছেদকালে—তাহা বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে সহস্রমুখ—সহস্র ধারায় পরিণত হয়, ক্রমে নানা সঙ্কল্পের বন্যায়, মিলনকালের সেই স্নেহ বিচ্ছেদকালে অগাধ অপরিমেয় প্রেম-রাশিতে পরিণত হয়। ভোগে যাহার বরং কম হইবার কথা, বিরহে—ভোগের অভাবে—তাহার যে বৃদ্ধি হইবে, ইহা ত সোজা কথা, তোমার মত রসিকাকে কি ইহা আর বুঝাইতে হইবে! সুতরাং আমার হৃদয়ের টান্ কমিয়া গিয়াছে, আমি বিগড়িয়া গিয়াছি, সে আমি আর নাই,—ইত্যাদি যে যাহাই বলুক না কেন, তুমি তাহা কানে তুলিও না॥ ৫১ ॥

ভাই মেঘ! তার নবীন জীবনে এই আমার সাথে প্রথম ছাড়াছাড়ি, প্রথম আঘাত—বিরহের প্রথম ধাক্কা বড়ই বিষম, বড়ই অসহ্য; মনে লয়, যে—আমার সেই মানস-প্রতিমা না জানি, কত কাতরই হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং, কোথাও তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া, তাড়াতাড়ি গিয়া—আমার এই সকল সংবাদ-দানে তাহাকে আগে বাঁচাও,—আমাকে রক্ষা কর।—খবরগুলি তার কাছে বলিয়াই ঐ বেয়াড়া কৈলাস-পর্ব্বত হইতে তুমিও তাড়াতাড়ি নামিয়া পড়িও। সেখানে আবার দেরি করিয়া বসিও না। ভাই রে, সে বড় বিশ্রী পাহাড়। ত্রিলোচন-শূলীর সেই ভয়ঙ্কর ষাঁড়টা ঐ পর্ব্বতের ছোট ছোট শিখরগুলিতে উৎখাত-কেলি করে, শিং দিয়া এত জোরে ঘা মারে যে, তার চোটে অত যে কঠিন পাথরের চূড়া, তাহাও চুরমার হইয়া যায়। তুমিও ত গিয়া উহারই একটা শিখর জুড়িয়া বসিবে, জল ভরা তোমার তুলতুলে নধর দেহ দেখিলে যার শিং আছে, সে কি খোঁচা না মারিয়া থাকিতে পারে? দেরি করিলে,—দিনের বেলায় তোমাকে যদি ঐ ষাঁড়টা একবার দেখিতে পায়, তবে আর তোমার নিস্তার নাই। তার উপর আবার সেই ষাঁড়ের যিনি মালিক,—তিনিও বিচিত্র দেবতা, যদি চটেন, রক্ষা নাই। সেখানে ষাঁড়ের নামে কোন নালিশ-সেকায়েৎ চলিবে না। তার তিন তিনটা চোখ, এক-বার মদন-দেব একটু চালাকি করিতে গিয়া—ঐ ত্রিনয়নের কপালের উপর যে চোখ, তার আগুনের ফিন্‌কিতে ভস্ম হইয়াছিলেন। কাজ কি অত হাঙ্গামায়, তুমি তাড়াতাড়ি ফিরিয়া আসিও এবং আসার সময়ে আমার প্রিয়ার কোন-রূপ একটা চিহ্ন—কোন জিনিষ,—যা হোক একটা লইয়া আসিয়া আমার কথাগুলির সে কি জবাব দিল, কি বলিল,—আমাকে বলিয়া যাইও। মেঘ! প্রভাতকালে—কুন্দ-কুসুমগুলি যেমন তাদের বৃন্ত হইতে আল্‌গা হইয়া পড়-পড় হয়,—সামান্য একটু প্রাতঃ-সমীরণেই তারা ঝুর-ঝুর করিয়া পড়িয়া যায়, আমারও প্রায় সেই দশা। প্রাণ আমার পড়-পড় হইয়াছে, যায়-যায় হইয়াছে, এ দারুণ বিরহে আমি বুঝি আর টিকি না রে ভাই! এখন তুমি যদি তার খবরটা আনিয়া আমাকে বাঁচাইতে পার। সে এখনও আছে,—জানিলে—মিলনের আশায় হয় ত বা বাঁচিলেও বাঁচিতে পারি। আমি তোমার পথের দিকে চাহিয়া রহিলাম। ভুলিও না, আমার জীবন-মরণ এখন তোমার হাতে॥ ৫২ ॥

কচ্চিৎ সৌম্য ! ব্যবসিতমিদং বন্ধু-কৃত্যং ত্বয়া মে প্রত্যাদেশান্ ন খলু ভবতো ধীরতাং তর্কয়ামি।
নিঃশব্দোঽপি প্রদিশসি জলং যাচিতশ্চাতকেভ্যঃ প্রত্যুক্তং হি প্রণয়িষু সতামীপ্সিতার্থক্রিয়ৈব ॥ ৫৩ ॥
এতৎ কৃত্বা প্রিয়মনুচিতপ্রার্থনাবর্ত্তিনো মে সৌহার্দ্দাদ্ বা বিধুর ইতি বা ময্যনুক্রোশ-বুদ্ধ্যা।
ইষ্টান্ দেশান্ জলদ। বিচর প্রাবৃষা সম্ভৃত-শ্রীর্মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্রয়োগঃ ॥ ৫৪ ॥

মেঘদূতং সমাপ্তম্।

অন্বয়।—অয়ি সৌম্য ! ইদং মে বন্ধুকৃত্যং ত্বয়া ব্যবসিতং কচ্চিৎ ? প্রত্যাদেশাৎ (করিষ্যামি-ইতি প্রতিবচনাৎ) ভবতঃ ধীরতাং ন তর্কয়ামি। (যতঃ ত্বং) যাচিতঃ (সন্) নিঃশব্দঃ অপি (নির্গর্জ্জিতঃ অপি) চাতকেভ্যঃ জলং প্রদিশসি। হি (যস্মাৎ) সতাং প্রণয়িষু (যাচকেষু বিষয়ে) ঈপ্সিতার্থক্রিয়া এব প্রত্যুক্তম্ (ভবতি) ॥ ৫৩ ॥

হে জলদ ! সৌহার্দ্দাৎ বা, (অয়ং বন্ধুঃ) বিধুরঃ ইতি বা, ময়ি অনুক্রোশবুদ্ধ্যা অনুচিত-প্রার্থনাবর্ত্তিনঃ মে এতৎ (সন্দেশ-হরণরূপং) প্রিয়ং কৃত্বা প্রাবৃষা (বর্ষাভিঃ) সম্ভৃতশ্রী (বর্দ্ধিত-সৌন্দর্য্যঃ সন্) ইষ্টান্ দেশান্ বিচর। এবং (যদ্বৎ) ক্ষণম্ অপি তে বিদ্যুতা (সহ) বিপ্রয়োগঃ মা চ ভূৎ ॥ ৫৪ ॥

মর্ম্মার্থ।—ওগো নবজলধর ! ওগো চিরসুন্দর ! স্থির ধীর গম্ভীরভাবে তুমি ত আমার প্রার্থনা শুনিলে ! কিন্তু তোমার এই হীনহীন বন্ধুর কাজটা স্বীকার করিলে ত ? দূত হইয়া আমার প্রিয়ার নিকটে যাইতে রাজী হইলে ত ? প্রশান্তভাবে সব শুনিলে, অথচ কোন জবাব দিলে না, ইহাতে কিন্তু আমার কোন চিন্তা হইতেছে না ; তুমি হয় ত রাজী নও—এ কথা আমি ভাবিতেছি না। বরঞ্চ যদি কোনো জবাব দিতে, "আচ্ছা, তোমার কাজটা করিয়া দিব" বলিতে, তাহা হইলে তোমার পক্ষে সেটা ঘোর চাপল্যই মনে করিতাম। কেন না, জানি, তোমার নিকটে পিপাসাকাতর কণ্ঠে চাতকেরা যখন জল চায়, তখন নীরবে তুমি তাহাদিগকে জল দিয়া থাক, একটি কথাও বল না। যাহারা মহৎ, তাঁহাদের ধর্ম্মই ত এই। তাঁহারা বন্ধু-বান্ধবের বাঞ্ছিত কাজ, প্রার্থিত বিষয় সুসম্পন্ন করিয়া—ঐ প্রার্থনার জবাব দেন। কথায় জবাব দেন না। সুতরাং তোমার নীরবতায় আমার আনন্দ হইতেছে ; বুঝিতেছি যে, কথায় জবাব না দিলেও কাজের দ্বারা জবাব তুমি নিশ্চয়ই দিবে ॥ ৫৩ ॥

ভাই ! আমি তোমায় বড়ই অন্যায় অনুরোধ করিয়াছি। কত পাহাড়-পর্ব্বত, নদ-নদী, বন-জঙ্গল, কত দুর্গম দেশ অতিক্রম করিয়া সেই কোথায় কত দূরে অলকায় তোমাকে যাইতে হইবে। সে কি সহজ কথা ? কিন্তু মেঘ ! যত কষ্টই হউক না কেন, আমাকে ভালবাসো বলিয়া, অথবা আমি বিপন্ন, মরিতে বসিয়াছি,—ভাবিয়া, কিংবা নিরাশ্রয় অভিশপ্ত আমি—আমার উপর দয়া করিয়া,—যে, কোন প্রকারে হউক আমার এই কাজটুকু করিও। আমাকে পায়ে ঠেলিও না। তার পর নববর্ষার নবীন শ্রীতে ভরপূর হইয়া তোমার যেখানে সাধ যায়—যাইও,—যথা ইচ্ছা বিচরণ করিও, কিন্তু সর্ব্বাগ্রে আমার এই কাজটুকু করিও। জলদ ! তোমাকে কি বলিয়া কৃতজ্ঞতা জানাইব, কি বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিব ?—কায়মনোবাক্যে আমি এই প্রার্থনা করিতেছি, যেন আমার মত, তোমার কখনও জীবনে এক দিনের জন্যও তোমার বিদ্যুতের সহিত বিচ্ছেদ না ঘটে। আজ আমার বিদ্যুৎ, আমার জীবনের স্থির-সৌদামিনীকে হারাইয়া, আমি যে দুর্দ্দশায় পড়িয়াছি, এক নিমেষের জন্যও কখনো যেন তুমি এরূপ বিপদে না পড়, তোমার বিদ্যুতের সহিত তোমার ছাড়াছাড়ি না হয় ॥ ৫৪ ॥

সমাপ্ত

উপসংহার

এতক্ষণে কবিকুলোত্তম কালিদাসের অমর কাব্য মেঘদূতের "বঙ্গার্থ"-মুখে কথঞ্চিৎ ব্যাখ্যা করা গেল। কালিদাসের মধুময়ী কবিতার প্রকৃত ভাব বঙ্গভাষায় প্রকাশ করিতে যে শক্তির এবং যতটা নৈপুণ্যের প্রয়োজন, এ দীনের তাহা নাই।

যক্ষের কথা ভাবিলে, অতি বড় পাষাণও স্থির থাকিতে পারে না। দুঃখে, কষ্টে, সমবেদনায় গলিয়া যায়। এক দিন যে যক্ষের অত সুখ, অত সম্পদ্ ছিল, যেমন অভিলাষই হউক না কেন, কখনো অপূর্ণ থাকিত না, সুখের সম্মোহন অঙ্কে এক দিন যে নিদ্রায় অভিভূত ছিল, আজ তাহার এই দশা! সে আজ তরুলতা, পশুপক্ষী সকলেরই কৃপাপ্রার্থী। তাহার শোচনীয় দশাদর্শনে সকলেই মর্ম্মাহত। জড়জগৎ আজ জড়ত্ব পরিহারপূর্ব্বক দুর্গত যক্ষের সমবেদনায় আকুল। কি করিলে বেচারি একটু সান্ত্বনা পাইবে, কোন্ উপায়ে হতভাগ্যের একটু স্বস্তি হইবে—ভাবিয়া সকলেই ব্যস্ত। নদ-নদী গিরি-অরণ্য, গ্রাম-নগর রাজধানী, তরুলতা পত্রপুষ্প, সকলেই বিরহী যক্ষের বিরহ প্রতপ্ত হৃদয় শীতল করিতে সমুৎসুক। তাই মেঘ যখন রাম-গিরি হইতে অলকায় ছুটিয়াছে, তখন উহারা সকলেই প্রাণ দিয়া, যক্ষের সেই মেঘদূতের সেবা করিতেছে। চেতনাচেতন, স্থাবর-জঙ্গম সমস্ত পদার্থ যক্ষের দুঃখে দুঃখিত হইয়া তাহারই ন্যায় প্রায় উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছে। উন্মত্ত যক্ষ, বিরহক্লিষ্ট যক্ষ একাকী শ্মশানে রাম-গিরিতে পড়িয়া আছে, আর তাহার প্রাণ যেন ঐ মেঘের সহিত উধাও হইয়া অলকায় বিরহিণী যক্ষিণীর নিকট ছুটিয়াছে। কিংবা অচেতন মেঘ, চেতন যক্ষের প্রাণটি লইয়া, যেন, নিজে চেতন হইয়া ছুটিয়াছে, আর এ দিকে, প্রাণহীন যক্ষ মৃতের ন্যায়, রাম-গিরির বিরহ-তিমিরাবৃত মহাশ্মশানে একাকী পড়িয়া আছে। যক্ষের প্রাণময় মেঘ দিগ্বিদিগ্‌জ্ঞানশূন্য হইয়া, অলকার দিকে ছুটিতেছে, বাধাবিঘ্ন সমস্ত উপেক্ষাপূর্ব্বক গন্তব্য স্থানে দৌড়িতেছে। মেঘ যখন যেখানে উপস্থিত হয়, তখন তথায় সমস্তই তাহার আবেশময়ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাহারই মত উন্মত্ত হইয়া উঠে। পর্ব্বত তাহাকে দেখিয়া অশ্রুপাত করে, পৃথিবী দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ে, নদীবক্ষ উচ্ছ্বসিত হয়। চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থের এ প্রকার ব্যাকুলতা আমরা আর কোথাও দেখি নাই। কবিকুলপতি কালিদাস তাঁহার ভাবময়ী, উচ্ছ্বাসময়ী, আবেগময়ী কল্পনার বলে, যক্ষের যে মূর্ত্তি সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা দেখিয়া চেতনাচেতন সমস্ত জগৎও যেন ভাবময়, উচ্ছ্বাসময় ও আবেগময় হইয়া উঠিয়াছে। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন যে, মেঘদূত ব্যতিরিক্ত অন্য কোন কাব্য রচনা না করিলেও কালিদাস ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় কবি বলিয়া সর্ব্বত্র অঙ্গীকৃত হইতেন।

কালিদাস, মেঘদূত কাব্যের পূর্ব্বমেঘে, রাম-গিরি হইতে অলকা পর্য্যন্ত সুদীর্ঘ পথের যে সুন্দর বর্ণনা করিয়াছেন, পথি-পার্শ্ববর্ত্তী নদ-নদী-গিরি-বন-উপবন পথ-রাজধানী প্রভৃতির যে অনুপম চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহার বিষয় ভাবিলেও বিস্মিত হইতে হয়। অতিক্ষুদ্র পদার্থের—একটা সামান্য পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশেও যদি কোনো সৌন্দর্য্য থাকে, তবে, দর্শনপটু কালিদাসের তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে পড়িবেই পড়িবে। ময়ূরের শুভ্র অপাঙ্গদেশে জলবিন্দুর উদ্ভবে কেমন সুন্দর দেখায়, তাহা তিনি জানিতেন। রৌদ্রতপ্ত কর্ষিত ভূমিখণ্ডে নববারিসম্পাতে কিরূপ মনোহর সৌরভ উত্থিত হয়, তাহা তিনি বিদিত ছিলেন। এই প্রকার কত দেখাইব? মেঘদূতের প্রত্যেক চিত্রই স্ব-প্রধান। একের সাহায্যে অন্যের মাধুর্য্য উপলব্ধি করিতে হয় না।

পূর্ব্বমেঘে, কালিদাস তাঁহার প্রিয় উজ্জয়িনীর যে বর্ণন করিয়াছেন, তাহার পাঠকালে মনে হয়, বুঝি সেই কালিদাসের সময়ের উজ্জয়িনীতে উপস্থিত হইয়াছি এবং তত্রত্য সমস্তই যেন দেখিতে পাইতেছি, শিপ্রানদীর স্নিগ্ধসমীরণে দেহমন জুড়াইয়া যাইতেছে। ভাবের কবি ভবভূতি ছাড়া অন্য কোন বর্ণনায় এ ভাব জন্মে না। অন্য কোন কবি, পাঠককে, স্বীয় বর্ণিত সময়ে বা বর্ণিত দেশে ভুলাইয়া লইয়া যাইতে পারেন না। কালিদাস, ইচ্ছামত তাঁহার পাঠককে, কখনো আকাশে, কখনো পাতালে, কখনো স্বর্গে, কখনো মর্ত্তে, কখনো সমুদ্র-শয়ন-সুপ্ত বিষ্ণুর পদপ্রান্তে, কখনো আবার পরক্ষণেই হিমালয়ের তুষার-শুভ্র উত্তুঙ্গশিখরে—যখন যেখানে ইচ্ছা, লইয়া যাইতেছেন। পাঠক মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায়, হতচৈতন্যের ন্যায়,

ভূতাবিষ্টের ন্যায় তাঁহার কল্পনাসুন্দরীর অনুবর্ত্তন করিতেছেন। অন্যান্য কবিগণের বর্ণিত বিষয় কোন না কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের বা নির্দ্দিষ্ট সমাজের উপযোগী, পরবর্ত্তী বা তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কাল বা সমাজের পক্ষে তাহার আর তেমন উপযোগিতা থাকে না। কিন্তু কালিদাসের বর্ণনা তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁহার রচনা সকল সময়ের, সকল দেশের ও সকল সহৃদয় পাঠকেরই সমান উপযোগী সমান তৃপ্তিপ্রদ। যেরূপ পাঠকই হউন না কেন, তাঁহার যাহা আবশ্যক, তিনি যাহা ভালোবাসেন, সে সব কালিদাসের বর্ণনায় আছে। ইহা চিরদিন সমান নূতন। তাই কালিদাসের কাব্য চিরন্তন, কালজয়ী, অক্ষয়।

কবির সৃষ্টি যে কত সুন্দর হইতে পারে, তাহা আমরা মেঘদূতে বেশ দেখিতে পাই। ইহার প্রথম শ্লোক হইতে শেষ পর্য্যন্ত—সমগ্র-গ্রন্থে মহাকবির কল্পনা এক ভাবে চলিয়া গিয়াছে, কোথাও প্রতিহত হয় নাই। ভাগীরথীর পূত-প্রবাহের ন্যায় সে কল্পনার স্রোত অবাধিত গতিতে ও তর্‌তর্ বেগে চলিয়া গিয়াছে। কোকিলের কুহুস্বর বা ভ্রমরের গুঞ্জন, তটিনীর কুলুকুলু সঙ্গীত বা কুসুমের সৌরভ,—এই সমস্ত যেমন হৃদয়ে একটা স্বপ্নময় ভাব আনিয়া দেয়, তন্দ্রার আবির্ভাব করিয়া দেয়, তদ্রূপ, মেঘদূতের অনুপম চিত্রাবলী পাঠকের হৃদয়ে কেমন একটা স্বপ্নময়, আবেশময়, তন্দ্রাময় ভাবের উদয় করে। সে ভাবের বর্ণনা ভাষায় করা দুঃসাধ্য। তাহা শুধু সহৃদয়গণের অনুভববেদ্য।

ভারতবর্ষের মানচিত্রে আমরা যে সকল স্থানের কেবল নাম-নির্দ্দেশ দেখিতে পাই, কালিদাসের এই বিচিত্র মানচিত্রে, সেই সকল স্থানের আমরা প্রকৃত স্বরূপ উপলব্ধি করিতে পারি। অথবা মেঘদূত যেন, রামগিরি হইতে অলকা পর্য্যন্ত বিশাল ভূভাগের একখানি বিরাট্ প্রতিকৃতি। ঐ বিশাল ভূভাগের যেখানে যাহা যেমন ভাবে আছে, তাহা ঠিক তেমনি ভাবে এই প্রতিকৃতিতে প্রতিফলিত হইয়াছে। কোথাও ময়ূর কণ্ঠ উন্নত করিয়াছে, কোথায় নদীর সুনীল বক্ষে শ্বেত শফরী লাফাইতেছে, কোথায় কোন্ রাজপথে ত্রাস-চকিতা অভিসারিকাদিগের কবরী হইতে ফুলের মালা স্খলিত হইয়া পড়িয়া আছে, কোথায় কোন্ সুন্দরী করতালিকাসহকারে ময়ূর নাচাইতেছে, আর তাহার কর-কিসলয়-ধৃত সোনার বলয় রুণুঝুণু করিয়া বাজিতেছে,—সে সমস্ত এই প্রতিকৃতিতে চিত্রিত। কবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এই বিস্তৃত ভূখণ্ডের সমস্ত বস্তুর উপর, সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম নির্ব্বিশেষে পতিত। তাই বলিতেছিলাম,—সৌন্দর্য্য সৃষ্টি বিষয়ে কালিদাসের যে কীদৃশ নৈপুণ্য—এবং সে নৈপুণ্য আবার যে কীদৃশ অনুপম ও অলৌকিক, মেঘদূত তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

কিন্তু মেঘদূতে তিনি কোন আদর্শ গঠন করেন নাই, বা করিবার বাসনাও বোধ হয় তাঁহার মনে উদিত হয় নাই। মেঘদূতের নায়ক-নায়িকা ভোগভূমির অধিবাসী, সুতরাং তাহাদের সমস্তই ভোগময়। তাহাদের প্রতি নিশ্বাসে, প্রতি নয়ন স্পন্দনে ভোগ-বাসনা ফুটিয়া বাহির হইতেছে। তাহাদের চলা-ফেরা, হাব-ভাব, ওঠা-বসা—সমস্তই লালসার আবরণে আবৃত। ভোগভূমির ভোগী দম্পতির প্রণয় এবং বিচ্ছেদের সম্পূর্ণ চিত্র যে কতদূর সুন্দর, তাহাই মাত্র তিনি দেখাইয়াছেন। নতুবা সমাজ-শিক্ষা বা লোক-শিক্ষার উপযোগী কোন আদর্শ চরিত্র মেঘদূতে নাই।

কালিদাসের প্রতি বাগ্‌দেবতার অশেষ কৃপা ছিল। বিধাতা তাঁহাকে অলৌকিক প্রতিভা দিয়াছিলেন। আর রসিক-সহৃদয় সামাজিকবৃন্দ তাঁহার কবিতা-পাঠে বিমুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার সাহায্যে জগতের প্রায় তাবৎ সুন্দর, সুচারু এবং সুপবিত্র পদার্থের বর্ণন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার আবির্ভাবে ভারতবর্ষ গৌরবিত, তাঁহার নির্ম্মল কবিতালোকে সংস্কৃত-ভাষা আলোকিত ও সর্ব্বদেশ-পূজিত এবং তাঁহার ন্যায় মহাকবির দেশবাসী বলিয়া ভারতবাসী পরম শ্লাঘান্বিত হইয়াছে। তাঁহার কাব্যে যখনই নয়ন-পাত করি, তখনই আত্মবিস্মৃত হই। শ্রদ্ধা এবং ভক্তিতে, তাঁহার উদ্দেশে মস্তক আপনিই নত হইয়া আসে। তাঁহার কাব্য—

"হেরিলে জুড়ায় আঁখি,
ভাবিলে অন্তর সুখী,—
নিখিল জগৎ করে সুখময় ধাম।
সুধাধারা ঢালে কানে,
প্রাণে প্রাণ দিয়া টানে,
কি যেন মাধুরী-মাখা অনুপম ঠাম॥"

মেঘদূত সমাপ্ত

নলোদয়ঃ

(মূল, অন্বয় ও তাৎপর্য্যার্থ-সংবলিত অনুবাদ)

মহাকবি-কালিদাস-বিরচিত

কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক

শ্রীযুত রাজেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত

ন লো দ য়ঃ

প্রথমঃ সর্গঃ

হৃদয়! সদা যাদবতঃ পাপাটব্যা দুরাসদায়া দবতঃ।
অরিসমুদায়াদবতস্ত্রিজগন্মা গাঃ স্মরেণ দায়াদবতঃ ॥ ১ ॥
যোঽজনি না গোপীতশ্চচার যো বল্লবাঙ্গনাগোপীতঃ।
ভূর্যেনাগোপীতঃ কংসাদ্‌দ্বেষমেব নাগোঽপীত ॥ ২ ॥
যদরিষু সন্নামানস্থিতয়ো যন্ন রমুদলসন্নামানঃ।
যত্র সসন্নামানঃ স্যুর্ভবভাজশ্চ পঠিতসন্নামানঃ ॥ ৩ ॥
সমনিন্দানবনা শং জনতালিকুলং যথৈব দানবনাশম্।
দ্বিরদাদ্দানবনাশং জগচ্চ লভতে যতঃ সদানবনাশম্ ॥ ৪ ॥

অন্বয়—হৃদয়! দুরাসদায়াঃ পাপাটব্যাঃ দবতঃ স্মরেণ দায়াদবতঃ অরিসমুদায়াৎ সদা ত্রিজগৎ অবতঃ যাদবতঃ মা গাঃ ॥ ১ ॥

যঃ না গোপীতঃ অজনি, যঃ বল্লবাঙ্গনাগোপীতঃ চচার, যেন ভূঃ অগোপি, যঃ কংসাৎ দ্বেষম্ এব ইত, নাগঃ অপি ইতঃ ॥ ২ ॥

যদরিষু মানস্থিতয়ঃ সন্নাঃ নায়, অনঃ যন্ন রম্ উদলসৎ, যত্র সসন্নামা পঠিতসন্নামানঃ চ ভবভাজঃ ন স্যুঃ ॥ ৩ ॥

যথা অলিকুলং দ্বিরদাৎ দানবনাশং তথা সমনিন্দানবনা জনতা যত এব শং, (তথা) অনবনাশং জগৎ সদা দৈত্যনাশং চ লভতে ॥ ৪ ॥

বঙ্গার্থ।—হে হৃদয়! (এই সংসাররূপ গহন কাননের, অথবা) পাপরূপ অতি-গহন এবং অতিক্রমণের অযোগ্য ভীষণ কান্তারের দাবাগ্নি সদৃশ, কন্দর্পদেবের পিতা, ও নানাবিধ অন্তঃশত্রু এবং বহিঃশত্রুর উচ্ছেদপূর্ব্বক জগতের রক্ষাকর্ত্তা, যদুবংশতিলক শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া অন্য বিষয়ে মনঃসংযোগ করিও না ॥ ১ ॥

(তিনি কেমন?) যে ভগবান্ নররূপে, গোপীর গর্ভে অর্থাৎ দেবকীর গর্ভে জন্মপরিগ্রহ করিয়াছিলেন, গোপকামিনীগণ সস্পৃহ-নয়নে যাঁহাকে পান করিত, হৃদয়ে ধারণ করিত, এই জগৎ যাঁহার কর্ত্তৃক সতত সুরক্ষিত, যিনি কংসের দ্বেষের ভাজন হইয়াছিলেন এবং কালিয় নাগ যাঁহার হিংসা করিত, তাদৃশ যদুনন্দনকে ভুলিও না ॥ ২ ॥

(তিনি আর কেমন?) যাঁহার শত্রুগণ (কৃষ্ণ-বিদ্বেষিগণ) এই সংসারে কদাচ সম্মান-মর্য্যাদা প্রভৃতি অভ্যুদয়ের ভাগী হয় না, যিনি চরণস্পর্শে শকটকে বিচলিত করিয়াছিলেন, যাঁহার নিকট অবনত হইলে, সেই অবনত পরম ভাগবত ব্যক্তিকে মহাপুরুষজ্ঞানে লোকে চিরদিন স্মরণ করিয়া থাকে এবং যাঁহার নিকট অবনত হইলে এই দুঃখকষ্টময় সংসারে আর বার বার গতাগতি করিতে হয় না, তাদৃশ যদুনন্দনকে ভুলিও না ॥ ৩ ॥

ভ্রমররাজি যেমন মদস্রাবী মাতঙ্গের নিকটে সর্ব্বদা মদবারিরূপ পরম উপাদেয় আহার্য্য প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ, সতত ভজপ্রবণ ও নানা অত্যাচার-দলিত এই জগৎ যাঁহার কৃপায় দৈত্যকুলের সংহাররূপ পরম হিতকর কার্য্য লাভ করিয়াছিল এবং স্তুতিনিন্দায় সমভাবে থাকিয়া এই মানবকুল যাঁহার ধ্যানে সর্ব্ববিধ কল্যাণ-প্রাপ্ত হইয়া থাকে, সেই যদুনন্দনকে ভুলিও না ॥ ৪ ॥

অস্তি স রাজা নীতে রামাখ্যো যে গতীঃ পরা জানীতে ।
যস্য ধরাজানীতে রত্নানি জনঃ স্ফুলে ধরাজানীতে ॥ ৫ ॥

যঃ সেনানাবারিপ্রকরনদীঃ শরময়ং ধুনানা বারি ।
অতরন্না নাবারি ব্যসনৈর্যদ্ভুবি বনঞ্চ নানাবারি ॥ ৬ ॥

অপি যো দায়াদায় ক্ষয়প্রদোঽংহসি সতাং যদায়া দায়ঃ ।
করমাদায়াদায়শ্রিয়োঽ ক্তিরধিরাজমসিগদায়াদা যঃ ॥ ৭ ॥

অবিদূরাজাদিত্যা কৃতান্নভেদৈব ভূঃ সরাজাদিত্যা ।
যেন সরাজাদিত্যাৎ ত্রিদিবাৎ সংযুক্তশক্ররাজাদিত্যা ॥ ৮ ॥

অন্বয়। সঃ রামাখ্যঃ রাজা অস্তি, যঃ নীতেঃ পরাঃ গতীঃ জানীতে, অনীতেঃ যস্য ধরাজানি রত্নানি ইতে স্ফুলে জনঃ বরাজ ॥ ৫ ॥

যঃ সেনানাবা শরময়ং বারি ধুনানাঃ অরিপ্রকর-নদীঃ অতরৎ, যদ্ভুবি না ব্যসনৈঃ ন অবারি, বনং চ নানাবারি ॥ ৬ ॥

যঃ অংহসি দায়াদায় অপি ক্ষয়প্রদঃ, যদায়াঃ সতাং দায়ঃ, যঃ অধিরাজং করং আদায়াদায়শ্রিয়ঃ অসিগদায়াদাঃ অক্তিঃ (আসীদিতি শেষঃ) ॥ ৭ ॥

যেন অবিদূরাজা সরাজাদিত্যা ভূঃ অদিত্যা সরাজাদিত্যাৎ ত্রিদিবাৎ অন্নভেদা কৃতা এব সংযুক্তশক্ররাজাদিত্যা ॥ ৮ ॥

বঙ্গার্থ।—("রাম" সুন্দর "আখ্যা" হইয়াছে যাঁহার, তিনি রামাখ্য) এখন প্রকৃত গ্রন্থ আরম্ভ হইল।

এক অতি প্রসিদ্ধ রাজা ছিলেন। তাঁহার নামটি বড়ই মনোহর—নল। কোথায় কোন্ নীতির প্রয়োগ আবশ্যক, কীদৃশ রাজনীতির কীদৃশী উপকারিতা, ইহা তিনি অতি নিপুণভাবে বিদিত ছিলেন। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, পঙ্গপালের উপদ্রব, মূষিকের অত্যাচার প্রভৃতি ছয় প্রকার উপদ্রব তাঁহার রাজত্বকালে আদৌ ছিল না। তাঁহার শাসন-সময়ে রাজ্যের সকলেই পরম সুখে কালাতিপাত করিতেন। পৃথিবীর যা'কিছু উত্তম, যা'কিছু সার বস্তু, সে সমূহই তিনি অধিকার করিয়াছিলেন ॥ ৫ ॥

সেই রাজা নল শরময় জল সেনারূপ নৌকা সহযোগে আলোড়িত করিয়া শত্রুরূপ নদীসমূহ উত্তীর্ণ হইতেন। তদীয় রাজত্বসময়ে কোন ব্যক্তিই কামাদি কোনরূপ ব্যসনের বশীভূত হইত না। তাঁহার বনভূমির প্রায় প্রতি বনস্পতিই মাতঙ্গগণের বন্ধনস্তম্ভরূপে ব্যবহৃত হইত। এতই হস্তী তাঁহার ছিল ॥ ৬ ॥

অপরাধ করিলে, যাঁহার নিকট পুত্রেরও নিস্তার ছিল না, যাঁহার সমস্ত ধনাগম সাধুসজ্জনের সেবায় ব্যয়িত হইত এবং সাধুসজ্জনেরই যেন তাহাতে অধিকার ছিল, যিনি অন্যান্য নৃপতিদের নিকট- হইতে কর গ্রহণপূর্ব্বক স্বয়ং ধনলক্ষ্মীর মহাসাগররূপে পরিণত হইয়াছিলেন এবং যাঁহার সুতীক্ষ্ণ অসি, ভীষণ গদা-প্রভৃতি আয়ুধনিকর ঐ ধনসাগরে অন্য কোন প্রবল শক্তির প্রবেশের প্রধান অন্তরায়স্বরূপ ভীষণ জলজন্তুর মত ছিল। অর্থাৎ নিজের অস্ত্রের প্রভাবে তিনি সমস্ত রক্ষা করিতেন। অপরের তিনি দুরধিগম্য ছিলেন ॥ ৭ ॥

সেই গুণাভিরাম নলের গুণে আকৃষ্ট হইয়া স্বয়ং বিষ্ণু এবং মহাদেব তাঁহার রাজ্যে—অতি নিকটে সর্ব্বদা বিরাজ করিতেন এবং তাঁহার রাজ্যে—সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠ অনেক ক্ষত্রিয় বিদ্যমান ছিলেন—এই সব কারণে দেবমাতা অদিতি, চন্দ্র এবং আদিত্য (সূর্য্য) প্রভৃতির সহিত সর্ব্বদা শোভমান স্বর্গের সহিত, তাঁহার রাজ্য সমকক্ষ ছিল। তাঁহার অখণ্ড প্রভাববলে অরাতি সমস্ত শত্রুরই প্রাধান্য খণ্ডিত বিলুপ্ত হইয়াছিল ॥ ৮ ॥

খলসেনা নাবেদ্যঃ ক্ষাংহোক্তৌ ভুবি চ যস্য নানাবেদ্যঃ ।
স্নিগ্ধজনানাবেদ্য প্রবতেহস্মি সুকাব্যবিরচনানাবেহদ্য ॥ ৯ ॥
অথ নিজরাজ্যস্তেন প্রাশাসি নলেন শত্রুরাজ্যস্তেন ।
যেনারাজ্যস্তেনশ্রিয়া দিশো যস্য বিহতিরাজ্যস্তে ন ॥ ১০ ॥
মূর্ত্তিং মারসমানাং যোঽধদায়ুঃ সহস্রমার সমানাম্ ।
ক্রুঞ্চকুমারসমানামজয়দ্ বিবতাম্পংক্তিমারসমানাম্ ॥ ১১ ॥
সাশ্বনিয়ামা ন যতঃ শ্রেষ্ঠা বিদ্যাস্তদাশ্রয়া মানয়তঃ ।
অধিকারা মা নয়তঃ শত্রাবপি যস্য ধীর্দয়ামানয়তঃ ॥ ১২ ॥
অহিতানামায়স্য ত্রাতা যঃ শরণগামিনামায়স্য ।
গতনানামায়স্য শ্রুতঃ পিতা বীরসেননামা যস্য ॥ ১৩ ॥

অন্বয়।—স্নিগ্ধজনান্ আবেদ্য ক্ষাংহোক্তৌ সুকাব্য বিরচনানাবে অস্মি অদ্য প্রবতে যঃ খলসেনাঃ ন অবেৎ, যস্য চ ভুবি নানাবেদঃ) । ৯ ।

অথ ইনশ্রিয়া যেন দিশঃ অরাজ্যন্ত, যস্য আজ্যস্তে বিহতিঃ ন (অভূৎ)। শত্রুরাজ্যস্তেন (তেন) নলেন নিজরাজ্যং প্রাশাসি । ১০ ।

যঃ মারসমানাং মূর্ত্তিম্ অদধৎ সমানাং সহস্রং আয়ুঃ আর, বিবতাং ক্রুঞ্চকুমারসমানাম্ আরসমানাম্ পংক্তিম্ অজয়ৎ (চ) । ১১ ।

শাশ্বনিয়ামাঃ বিদ্যাঃ মানয়তঃ যতঃ তদাশ্রয়াঃ শ্রেষ্ঠাঃ ন (অভবন্)। শত্রৌ অপি দয়াম্ আনয়তঃ যস্য ধীঃ (অভূৎ, তথা যস্য) মা নয়তঃ অধিকা মা (আসীৎ) । ১২ ।

আয়স্য শরণগামিনাং অহিতানাম্ আয়স্য (চ) যঃ ত্রাতা (অভূৎ)। গতনানামায়স্য যস্য বীরসেননামা শ্রুতঃ পিতা (আসীৎ) । ১৩ ।

বঙ্গার্থ।—যাঁহারা স্নেহপ্রবণ-হৃদয়, অর্থাৎ পরকীয় কাব্যের কেবল দোষ না দেখিয়া কাব্য-রচয়িতার রচনাকে স্নেহের চক্ষে দেখেন, তাদৃশ মহানুভাব ব্যক্তিদিগের নিকট সর্ব্বপ্রথম আবেদন করিয়া, অর্থাৎ নিজের ত্রুটি, বিচ্যুতি প্রভৃতি নিবেদন করিয়া, আমার নানা দুষ্কৃত রূপ সমুদ্র লঙ্ঘন করিবার নৌকার মত, সর্ব্বজনসেব্য সৎকাব্য প্রণয়নমানসে আমি নলরাজার চরিত্রবর্ণনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি। মহারাজ নল, অবিশ্বাসী, অনুরাগহীন বা অল্পানুরাগ সৈন্য কদাচ রাখিতেন না। তাঁহার রাজত্বকালে, তদীয় যাগযজ্ঞের বাহুল্য ধরণীর সর্ব্বত্রই প্রায় যজ্ঞবেদিতে, যজ্ঞমণ্ডপে সুশোভিত হইয়াছিল । ৯ ।

সূর্য্যের ন্যায় তেজঃপুঞ্জময় যে নলের শাসন-গুণে দিঙ্মণ্ডল সুশোভিত হইত এবং যুদ্ধাবসানে দেখা যাইত, যিনি সর্ব্বত্রই জয়যুক্ত, কখনো কোন যুদ্ধেই যাঁহার পরাজয় ঘটে নাই! শত্রু-সমূহের সাক্ষাৎ কৃতান্তকল্প তাদৃশ অলোক-সামান্য প্রভাব-শালী রাজা নল অমিতশক্তিবলে অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্য শাসন করিতেন । ১০ ।

যে নল কন্দর্পতুল্য মনোহর মূর্ত্তি ধারণ করিতেন এবং সহস্র বৎসর যিনি পরমায়ু পাইয়া জীবিত ছিলেন, ক্রৌঞ্চ-কুমার অর্থাৎ মহাদেবের পুত্র দেবসেনাপতি কার্ত্তিকেয়ের তুল্য দুর্জ্জয় শত্রু-শ্রেণীও প্রাণ-ভয়ে বিকট শব্দ করিতে করিতে, যে নলের নিকট পরাজিত হইত । ১১ ।

অশ্বনিয়মন, অশ্ব-শিক্ষা প্রভৃতি বিদ্যায় তিনি যে কিরূপ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন, তাহার প্রমাণ ইহাই যথেষ্ট যে, তত্তৎ বিদ্যায় পারদর্শী ঋতুপর্ণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ নৃপতিরাও তাঁহার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার চিত্তবৃত্তি পরম-শত্রুর প্রতিও কৃপাপরবশ ছিল। সর্ব্বদা নীতিপথ ধরিয়া চলিতেন বলিয়া তাঁহার রাজ্য-লক্ষ্মী যেন অধিকতর শ্রীসম্পন্ন হইয়াছিলেন । ১২ ।

বহু আয়াস স্বীকারপূর্ব্বক, কোনক্রমে একবার আসিয়া যাহারা তাঁহার আশ্রয়-প্রার্থী হইত, তিনি তাহাদিগকে যে ভাবে পারেন, রক্ষা করিতেন। অপব্যয় তাঁহার ছিল না, সৎকার্য্যের জন্য তিনি ধনসঞ্চয় করিতেন। কোনরূপ ছল, চাতুরী প্রভৃতি মায়া তিনি জানিতেন না। সুপ্রসিদ্ধ বীরসেন তাঁহার (নলের) পিতা ছিলেন । ১৩ ।

ভুব্যভনোদন্তেন বিষতাং স যশাংসি শোভনোদন্তেন।
নীতা নোদন্তেন ক্ষিতিমভজন্নহিতদন্তিনো দন্তেন ॥ ১৪ ॥
সচিবগিরাগোপায়ন্নলঃ স পৃথিবীং নিরন্তরাগোপায়ম্।
শত্রোরাগোপায়ং নীত্বা নেমুর্মহত্তরাগোপায়ম্ ॥ ১৫ ॥
যোহদন্তী মান্তায়াদধিকোহথ রিপুর্ব্যমেত্য ভীমান্তায়াৎ।
বৈদর্ভী মান্তা যা ত্রিজগতি কন্তা বভূব ভীমান্তায়াৎ ॥ ১৬ ॥
মহিতত্তমারম্ভাভির্দময়ন্তী সদৃশমারমারম্ভাভিঃ ।
দধতী মারম্ভাভির্ববৃধে সোরুদ্বয়ে সমা রম্ভাভিঃ ॥ ১৭ ॥
সা রত্নমারীণাং নলঃ শ্রিয়ামজনি নিলয়নম্নারীণাম্।
যস্তানম্নারীণাং মরুভুবমাপদ্ঘটাবনম্নারীণাম্ ॥ ১৮ ॥

অন্বয়।—সঃ ভুবি বিষতাং অন্তেন যশাংসি অতনোৎ শোভনোদন্তেন তেন নোদং নীতাঃ অহিতদন্তিনঃ দন্তেন ক্ষিতিং অভজন্ ॥ ১৪ ॥

সঃ নলঃ সচিবগিরা পৃথিবীং নিরন্তরাগোপায়ং (যথা তথা) অগোপায়ৎ শত্রোঃ মহত্তরাঃ গোপাঃ আগোপায়ং নীত্বা বং নেমুঃ ॥ ১৫ ॥

ভীমান্তায়াৎ বৈদর্ভী কন্তা বভূব, যা ত্রিজগতি মান্তা, যঃ অদন্তী, আয়াৎ মানী, অথ অধিকঃ রিপুঃ যম্ এত্য ভীমান্ যায়াৎ ॥ ১৬ ॥

মহিতত্তমারম্ভাভিঃ উমারমারম্ভাভিঃ সদৃক্ তাভিঃ মারং দধতী উরুদ্বয়ে রম্ভাভিঃ সমা সা দময়ন্তী ববৃধে ॥ ১৭ ॥

সা নারীণাং রত্নং নলং নারীণাং শ্রিয়ং নিলয়নম্ অজনি যস্ত অনয়া অরীণাং ঘটা আরীণাং মরুভুবম্ আপৎ অবনং ন ॥ ১৮ ॥

বঙ্গার্থ।—শত্রুকুল সমূলে ধ্বংস করিয়া যিনি পৃথিবীতে বিপুল যশঃ বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহার উদন্ত অর্থাৎ চরিতকথা বড়ই শুভকরী ; যে শ্রবণ করে, তার অনন্ত পুণ্য জন্মে। প্রতিপক্ষদিগের রণমাতঙ্গ-সমূহকে তিনি এমনই আঘাত করিতেন যে, সেগুলি উপুড় হইয়া পড়িয়া মাটিতে দাঁত গুঁজিয়া ছট্ফট্ করিত ॥ ১৪ ॥

যে নল রাজ্যের সর্ব্ববিধ ব্যসন নিবারণ-পূর্ব্বক, মন্ত্রি-বৃন্দগণের পরামর্শানুসারে পৃথিবী-শাসন করিতেন। তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুদিগের মধ্যে যাঁহারা অতি প্রবল, সেই সমস্ত নৃপতিরা, আত্মাপরাধ যে ভাবে হউক্ দূর করিয়া, (অথবা নলের ক্রোধের কারণ পরিহার করিয়া) যে নলকে আসিয় আনতমস্তকে প্রণাম করিতেন, অর্থাৎ নলের বশ্যতা-স্বীকার করিতেন ॥ ১৫ ॥

বিদর্ভদেশে ভীম নামক নৃপতির বংশে এক কন্যা জন্মিয়া-ছিলেন, ত্রিজগতে ঐ বৈদর্ভী-কন্যা, রূপে গুণে পরম মাননীয়া ছিলেন। প্রচুর ধনাগম হেতু ঐ ভীম-নৃপতির অখণ্ড সম্মান ছিল সত্য, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার নিজের কোনরূপ দম্ভ ছিল না। অত্যন্ত প্রবল শত্রুও ঐ ভীম-নৃপতির সান্নিধ্যে আসিয়া, প্রাণভয়ে ছুটিয়া পলায়ন করিত ॥ ১৬ ॥

যাঁহাদের "আরম্ভ" অর্থাৎ সংসারে আবির্ভাব পরম পূজাযোগ্য, কিংবা যাঁহাদের সমস্ত কার্য্যই পূজার্হ,—সেই উমা, রমা ও অপ্সরকুল-শ্রেষ্ঠা রম্ভার মত সৌন্দর্য্য-শালিনী এবং সেই অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে দর্শকের হৃদয়ে কন্দর্পের আবির্ভাব-কারিণী ভীম নন্দিনী দময়ন্তী ক্রমে যৌবনে উপনীত হইলেন। তাঁর উরুদ্বয় রামরম্ভা-তরুর সদৃশ, সুতরাং একান্ত মনোরম ছিল ॥ ১৭ ॥

সেই দময়ন্তী যেমন রমণীকুলের রত্ন অর্থাৎ সর্ব্বাংশে সর্ব্বোত্তমা ছিলেন, নরনাথ নলও তেমনি মানুষের যত সম্পদ্ হইতে পারে, যতটা সম্ভব, তাহার আলয় ছিলেন। এক কথায় তিনিও ধনবান্দিগের শিরোমণি ছিলেন। যে নল-রাজার হৃত-সর্ব্বস্ব শত্রুসমূহ ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কাতর হইয়া প্রাণভয়ে অতিশয় কষ্টদায়িকা মরুস্থলীতে পলাইয়া গিয়াছিল। কিছুতেই লোকালয়ে থাকিয়া আত্ম-রক্ষা, করিতে পারিল না ॥ ১৮ ॥

চকমে সা রাজাস্তাশ্রেষ্ঠস্তস্যাং স তেজসা রাজন্তঃ।
আত্তবিসারা জস্তশ্রিয়োহধিত যয়া জিতাঃ সসারা জস্তু ॥ ১৯ ॥

নার্ত্তির্নোত্তানেনপ্রভাবিহীনেন শোভনোত্তানেন।
স্মরজানোদ্যানেন স্ফুটমিতি গতিমিহ নলোহতনোদ্যানেন ॥ ২০ ॥

সোহহিতহস্তাপততঃ কাংশ্চিপশুল্কিতায় হস্তাপততঃ।
সস্নেহস্তাপততস্তাশুদমী তোষমাবহস্তাপততঃ ॥ ২১ ॥

ভস্তরসারসমানঃ সবিহঙ্গগণোহব্রবীৎ সসারসমানঃ।
গতহিংসারসমানস্তদ লভ্যা নিক্রয়ঃ স্বসারসমানঃ ॥ ২২ ॥

ত্বং মকরকেতনঙ্গাদধিকো ভৈম্যাঃ ত্তমোহস্তিকেত্বঙ্গত্বা।
সা তেহকেত্বঙ্গত্বাসক্তা নল তৎসকাশকেত্বঙ্গত্বা ॥ ২৩ ॥

অন্বয়।—সা তং রাজন্তশ্রেষ্ঠং চকমে তেজসা রাজন্ ষঃ তাং (চ চকমে)। যেন আত্তবিসারাঃ জন্তশ্রিঃ অধিত, যয়া সসরাঃ জন্তঃ জিতাঃ। ১৯ ॥

ইন প্রভাবিহীনেন অনেন শোভনোত্তানেন নঃ স্মরজা আর্ত্তিঃ অন্ত নোত্তা ন ন ইতি নলঃ ইহ যানেন স্ফুটং গতিম্ অতনোৎ। ২০ ॥

হস্ত অহিতহস্তা তাপততঃ সঃ কান্চিৎ হিতায় আপ-ততঃ পততঃ অপশ্যৎ যৎ অমী তোষং আবহন্ত ততঃ তান্ স্নেহম্ আপ। ২১ ॥

স্বসমানঃ সসারসমানঃ সঃ বিহঙ্গগণঃ তং ভয়সা অব্রবীৎ, হে গতহিংসারস! মা নঃ তুদ, স্বসারমানঃ নিক্রয়ঃ লভ্যঃ (স্যা ইতি শেষঃ)। ২২ ॥

অন্ত তু ত্বং মকরকেতনাৎ অধিকঃ, ভৈম্যাঃ অন্তিকে ত্বা ভূয়ঃ, সা তে অঙ্গে তু আসক্তা অস্তু, ত্বং তৎসকাশকে গত্বা নল। ২৩ ॥

বঙ্গার্থ।—সেই সুন্দরী দময়ন্তী ঐ রাজন্য কুলের শ্রেষ্ঠ নলকে যেমন অভিলাষ করিলেন, শৌর্য্য-বীর্য্যে দেদীপ্যমান্ নলও তেমনি দময়ন্তীকে কামনা করিলেন। বীরশ্রেষ্ঠ নল যেমন জগদ্ব্যাপিনী সমরবিজয়লক্ষ্মীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সুন্দরীকুল-ললামভূতা দময়ন্তীও তেমনি সৌন্দর্য্যে জগদ্বিখ্যাত বধূদিগকে আত্ম-সৌকুমার্য্যে পরাজিত করিয়াছিলেন। ১৯ ॥

সৌন্দর্য্যবিহীন ছায়াময় মনোহর উত্তানে গমন করিলে হয়ত আমার অন্তরের এই মনের বিকার—কন্দর্পের জ্বালা প্রশমিত হইবে, এই ভাবিয়া মহারাজ নল যথা-রোহণে তথায় গমন করিলেন। ২০ ॥

কি আশ্চর্য্য! উত্তানে গমনের পরই, স্মরতাপ-তপ্ত পরন্তপ নল দেখিলেন, যেন কোন অজ্ঞের সৌভাগ্য-খ্যাপ-নের নিমিত্তই কতগুলি পক্ষী আসিয়া তাঁহার অদূরে পতিত হইল। তাহারা নলের বড়ই বিস্ময় এবং পরিতোষ উৎপাদন করিল, তাই নৃপতি সস্নেহ হৃদয়ে তাহাদের সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন। ২১ ॥

সারসতুল্য হৃষ্টপুষ্ট অথবা সারসগণেরও সম্মানাস্পদ সেই বিহঙ্গ সমূহ তখন, কলরব করিতে করিতে ভয়ভরে নলকে কহিল, হে হিংসা-রহিত নরপতে! তুমি আমা-দিগকে পীড়া দিও না, তুমি যে প্রকার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি আমরাও তোমাকে তদনুরূপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রতিদান করিব। ২২ ॥

হে নল! তুমি মকর-কেতন কন্দর্প অপেক্ষাও সুন্দরতর, তোমার এই সর্ব্বোত্তম সৌন্দর্য্যের কথা আমরা গিয়া ভৈমী দময়ন্তীর নিকটে শতমুখে খ্যাপন করিব, সেই রাজকুমারী তোমাতে অত্যন্ত আসক্তিমতী হইয়া তোমার অঙ্গে বিরাজ করুন, আর তুমিও তাঁহার সকাশে গমনপূর্ব্বক অভিলাষানুরূপ ক্রীড়া করিও। ২৩ ॥

ইতি হংসা রামায়া নিকটং যাময়ন্তুতেব সারামায়া।
জগ্মুঃ সারামায়া জগদুশ্চালীভিসদারামায়া ॥ ২৪ ॥
শ্রীসঙ্কাশান্তস্য বস্তৈমি নলস্য শশিনিকাশান্তস্য।
অরিলোকাশান্তস্য যদি ভার্য্যা স্যাঃ কুমারিকাশান্তস্য ॥ ২৫ ॥
ইতি হাংসেনোদিতয়া গণেন ভৈম্যা মুদা রসে নোদিতয়া।
ন বভাসে নোদিতয়া স্মরেণ স পুনর্নলোকসেঽনোদি তয়া ॥ ২৬ ॥
তা বহুধাবাযস্তশ্রেণ্যঃ পুনরস্য সন্নিধাবা যস্য।
তাঞ্চ নিধাবায়স্য ব্যস্তুবংস্তুলনায় ন বিবুধাবাযস্য ॥ ২৭ ॥
ইতি স বিনা মানিতয়া জক্ষে ভৈম্যা নলোঽপি নামানিতয়া।
স্বাস্থ্যং নামাতিয়া শিশ্যে চ বিচিন্ত্য তস্য নামানিতয়া ॥ ২৮ ॥
তথ সসমুদ্রাগস্য স্মাস্তস্যালংকৃতেঃ সমুদ্রাগস্য।
যৌবনমুদ্রাগস্য স্বসুতারম্ভস্য সাদমুদ্রাগস্য ॥ ২৯ ॥

অন্বয়।—যা মহকৃতা সারামায়া ইব, যা আলীভিঃ সহ অভিসসার, হংসাঃ দারামায়াঃ (তস্যাঃ) রামায়াঃ নিকটং জগ্মুঃ, ইতি জগদুঃ চ। ২৪।

ভৈমি। ত্বং যদি (যতঃ) শ্রী-সঙ্কাশা অসি, (অতঃ) শশিনিকাশান্তস্য অস্য অরিলোকাশান্তস্য কুমারিকাশান্তস্য নলস্য ভার্য্যা স্যাঃ। ২৫।

ইতি হাংসেন গণেন উদিতয়া মুদা রসে নোদিতয়া স্মরেণ উদিতয়া ভৈম্যা ন বভাসে ন, তু পুনঃ তয়া স নলোকসে অনোদি। ২৬।

তাঃ বাযস্তশ্রেণ্যঃ, যস্য তুলনায় বিবুধাঃ বা ন, আয়স্য নিধৌ অস্য সন্নিধৌ পুনঃ আযস্ত, তাং চ বহুধা ব্যস্তুবন্। ২৭।

ইতি বিনা মানিতয়া নাম স্বাস্থ্যং অনিতয়া তয়া ভৈম্যা অমানিতয়া ন (উপলক্ষিতঃ) সঃ নলঃ অপি জক্ষে, তস্য নামানি বিচিন্ত্য শিশ্যে চ। ২৮।

অথ সসমুদ্রগস্য স্মাস্তস্য অলংকৃতেঃ সমুদ্রাগস্য উদ্রাগস্য যৌবনমুদ্রাগস্য স্বসুতারম্ভস্য সাদং (দৃষ্ট্বা—ইতি পরেণ-অন্বয়ঃ)। ২৯।

ভাবার্থ—নির্জ্জনক মর-দানবের চরম-সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি-রূপিণী সেই দময়ন্তী সখীদিগের সহিত যখন বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, সেই সময়ে হংসগণ উদ্যানচারিণী সেই রাজনন্দিনীর নিকট গিয়া উপস্থিত হইল এবং বলিতে লাগিল। ২৪।

হে ভৈমি! তুমি যেরূপ রূপে গুণে লক্ষ্মীর সমকক্ষা, তাহাতে বলি, সেই চন্দ্রবদন পরম শত্রুগণ শত্রুকুলের আশাচ্ছেদকারী এবং সর্ব্বতোভাবে, কুমারী কন্যাগণের একমাত্র কমনার পাত্র নলের প্রণয়িনী হও। ২৫।

হংসগণ কর্ত্তৃক এইভাবে বিজ্ঞাপিতা হইয়া দময়ন্তী অতীব আনন্দিতা ও উজ্জ্বল প্রেমরসে নিমজ্জিতা হইলেন। তদীয় হৃদয়ে কন্দর্পের অতিপ্রভাব উপস্থিত হইল এবং প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন ও সেই হংসদিগকে নলের আলয়ে পাঠাইয়া দিলেন। ২৬।

সেই পক্ষি শ্রেণী, যাঁহার তুলনায় দেবগণও অকিঞ্চিৎকর সেই নলের ধনরত্নের সাগরসদৃশ সন্নিধানে পুনরায় আগমন-পূর্ব্বক নানাপ্রকারে, ত্রিলোকসুন্দরী দময়ন্তীর অলোক-সামান্য সৌন্দর্য্যের প্রশংসা কীর্ত্তন করিল। ২৭।

নল-সমীপে পক্ষিকর্ত্তৃক উক্তরূপে প্রশংসিতা দময়ন্তীর মনেও বিষম চাঞ্চল্য জন্মিল, হৃদয়ের সমস্ত বৃত্তিই তিরোহিত হইল। তাঁহার অনুপম রূপ লাবণ্যে পরমসম্মান-সম্পন্ন নলও আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। এ দিকে দময়ন্তীও দিন রাত্রি, নল-নৈষধ প্রভৃতি নলের নামাবলী চিন্তা করিতে করিতে বিরহ-শয্যায় আশ্রয় লইলেন। ২৮।

অনন্তর সশৈল-সাগরা পৃথিবীর অলঙ্কাররূপিণী, যৌবন-সুলভ আনন্দ এবং অনুরাগে উৎফুল্ল-হৃদয়া ও যৌবন-সমাগমের স্তনোদ্গমাদি চিহ্নে পরিপুষ্ট-কলেবরা, অনুরাগ-দৃষ্টা স্বকীয় কন্যারত্নের মানসিক সন্তাপ (দর্শনপূর্ব্বক),—। ২৯।

দৃষ্টা রাজাতনূজ স্বয়ম্বরং বিধিবদিন্দ্রিরাজাতনূজঃ।
যস্ত জরাজাতমুতঃ পৃথগ্ ব্যথাসৌ জনাত্ররাজাতমুতঃ॥ ৩০॥

তং হাসেনাপালিঃ স্বয়ম্বরং ক্ষিতিভুজাং সসেনাপালিঃ।
ন বভাবে নাপালিঃ স্রগেষু যৈঃ শিরসি যা রসেনাপালি॥ ৩১॥

তাঃ গাং সেনারাজিঃ স্বর্গসদাং যৈঃ সদা রসেনারাজি।
আয়াসেনারাজিক্ষয়িতরিপৌ চলতি বিবুধসেনারাজি॥ ৩২॥

সোঽথ পরমহস্তেন প্রাপি নলেনোৎসবঃ পরমহস্তেনঃ।
স্ফুরতিপমহস্তেন প্রবভৌ রবিণেব তৎপুরং পরমহস্তেন॥ ৩৩॥

ক্ষিপ্তলসন্নালীকান্ অহিতেষু মুখেন্দুতুলিতসন্নালকান্।
রাজ্ঞঃ সন্নালীকান্ কান্তির্বিবুধাংশ্চ নাহসন্নালী কান্॥ ৩৪॥

অন্বয়।—দৃষ্ট্বা ইন্দিরাজাতমুতঃ অসৌ রাজা স্বয়ম্বরং বিধিবৎ আতনুত (অসৌ) অতনুতঃ জনাৎ ররাজ, যস্ত তনুতঃ জরাজা ব্যথা পৃথক্ (দূরীভূতা আসীৎ)॥ ৩০॥

ক্ষিতিভুজাং সসেনাপালিঃ আলিঃ হাসেন তং স্বয়ম্বরম্ আপ, নাপালিঃ স্রক্ এষু বভাবে—ইতি ন, যা রসেন যৈঃ শিরসি অপালি॥ ৩১॥

আজিক্ষয়িতরিপৌ বিবুধসেনারাজি চলতি স্বর্গসদাং সেনারাজিঃ আয়াসেন তাং গাং আর যৈঃ সদা রসেন অরাজি॥ ৩২॥

অথ পরমহস্তেন নলেন পরমহস্তেনঃ সঃ উৎসবঃ প্রাপি, তেন তৎপুরং স্ফুরিতপরমহস্তেন রবিণা অহঃ ইব পরং প্রবভৌ॥ ৩৩॥

নালী কান্তিঃ অহিতেষু ক্ষিপ্তলসন্নালীকান্ মুখেন্দুতুলিতসরালীকান্ সন্নালীকান্ কান্ রাজ্ঞঃ বিবুধান্ চ ন অহসৎ? (অপিতু সর্বান্ এব)॥ ৩৪॥

ভাবার্থ।—দর্শন করিয়া পিতা ভীম নৃপতি যথাবিধি স্বয়ম্বর-সভায় অনুষ্ঠান করিলেন। মহারাজ ভীমও পরম রূপশালী পুরুষ ছিলেন। লক্ষ্মীর তনয় কন্দর্প স্বয়ং তাঁহার সৌন্দর্য্যদর্শনে তাঁহার স্তব করিতেন। যিনি যত বড়ই হউক না কেন, ভীম তদপেক্ষাও বড় ছিলেন। তাঁহার দেহে বয়োবৃদ্ধি-সহ-কৃত জরার লেশও ছিল না॥ ৩০॥

সৈন্য-সামন্ত-সমভিব্যাহারে দলে দলে নৃপতিরা মহানন্দ-বদনে সেই স্বয়ম্বর সভায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। অনপগত-ভ্রমরা অর্থাৎ—ভ্রমর-পরিশোভিত-মালা—ঐ নৃপতিগণ কর্তৃক শিরোদেশে ধৃত এবং অত্যন্ত শোভাযুক্ত হইয়াছিল॥ ৩১॥

সমরস্থলে শত্রুকুল-ক্ষয়কারী দেবরাজ ইন্দ্র ঐ স্বয়ম্বর-ক্ষেত্রে দেবসৈন্যসহ যাত্রা করিলে, স্বর্গবাসী সুরবৃন্দের স্ব স্ব সৈন্যগণও আয়াসের সহিত সেই স্বয়ম্বর-সভা প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহাদের আনন্দের আর সীমা রহিল না। আহ্লাদে যেন তাঁহারা ডগমগ করিয়া ফুটিতে লাগিলেন॥ ৩২॥

তার পর আজানু-লম্বিত-বাহু রাজা নল সেই অন্ত-তেজঃখর্ব্বকারী—মহোৎসবে উপস্থিত হইলেন, তেজঃপুঞ্জ প্রদীপ্ত সহস্রকিরণের দ্বারা যেমন দিবাভাগ শোভা পায়, তদ্রূপ নলের সমাগমে সেই স্বয়ম্বরপুরী শোভা পাইল॥ ৩৩॥

যে সমুদায় নৃপতিরা শত্রুকুলের উপর অনন্ত বাণ-ক্ষেপ করিতেন, এবং যাঁহাদের মুখ-শশী ফুটন্ত পদ্মের তুল্য ছিল ও জীবনে যাঁহারা অযাচ অসত্যভাষণ করিতেন না, তাদৃশ সমস্ত রাজাদিগকে এবং স্বর্গবাসী দেববৃন্দকে নলের কান্তি উপহাস করিত। অর্থাৎ তাঁহারা নলের সহিত উপমিত হইবার যোগ্য ছিলেন না॥ ৩৪॥

অজনি কলাপান্তস্তং স্বযশোঽনিজকমহঃ কলাপান্তস্তম্ ।
শক্রকলাপাস্তস্তং প্রেক্ষ্য নলং সুরততিঃ কলাপাস্তস্তম্ ॥ ৩৫ ॥

স্বনিলয়ানামনলঙ্ক তমপি জেতুস্ততিঃ শ্রিয়ানামলম্ ।
যমজেয়ানামনলম্প্রোচে শক্রস্তমরিচয়ানামনলম্ ॥ ৩৬ ॥

বদ কমায়াসমস্তস্তৈমৈ্য যদ্‌গুণাঃ প্রমায়াসন্নঃ ।
শ্রেষ্ঠতমা যাসন্নস্তদ্রষ্টা নতু জনঃ স্বমায়াসন্নঃ ॥ ৩৭ ॥

ইতি সরবে কে হাস্তন্যস্ত স মুকুলং সুরপ্রবেকেঽহাস্ত ।
তামাবিবেকে হাস্তঃ প্রয়তি স্ত্রী তত্র পার্থিবে কেহাস্ত ॥ ৩৮ ॥

হরিপবমানযামানাম্ভুতোঽস্মি নলো মহারমানয়মানান্ ।
ভবতীং মানয়মানান্ ভৈমি! সুরান্বিদ্ধি মহমিমানয়মানান্ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়।—সুরততিঃ স্বযশঃ পান্তস্তং অনিজকমহঃ কলাপান্তস্তং শক্রকলাপাস্তান্তং কলাপাস্তং তং নলং প্রেক্ষ্য কলা অজনি ॥ ৩৫ ॥

স্বর্নিলয়ানাং ততিঃ অনলঙ্কৃতম্ অপি যং শ্রিয়া জেতুম্ অনলম্, শক্রঃ তম্ অজেয়ানাম্ অরিচয়ানাম্ অনলং নলং নাম প্রোচে ॥ ৩৬ ॥

ত্বং ভৈমৈ্য নঃ কামায়াসং বদ, যদ্‌গুণাঃ নঃ প্রমায় আসন্, যা শ্রেষ্ঠতমা, আসন্নঃ জনঃ ত্বাং ন তু দ্রষ্টা, (যতস্ত্বং) স্বমায়াসন্নঃ ॥ ৩৭ ॥

সুরপ্রবেকে ইতি সরবে কে হাস্তং মুকুলং ন্যস্ত অবিবেকে হাস্তঃ নঃ তাম্ অহাস্ত, পার্থিবে প্রয়তি তত্র কা স্ত্রী ইহ আস্ত? (ন কাপি) ॥ ৩৮ ॥

ভৈমি! হরিপবমানযমানাং দূতঃ নলঃ অস্মি মহারমানয়মানান্ ভবতীং মানয়মানান্ ইমান্ সুরান্ মহম্ আয়মানান্ বিদ্ধি ॥ ৩৯ ॥

বঙ্গার্থ।—নল বাহুবলে স্বীয় অখণ্ড যশঃ সর্ব্বদা পালন করিতেন,—এবং পরকীয় তেজঃপুঞ্জ খর্ব্ব করিতেন। শত্রুসমূহের তিনি উচ্ছেদ-কর্ত্তা ছিলেন। তাদৃশ চন্দ্রবদন নলকে দেখিয়া দেবগণ লজ্জায় যেন অসাড় হইয়া পড়িতেন ॥ ৩৫ ॥

অপরের অজেয় পরমপরাক্রান্ত শত্রুগণের সাক্ষাৎ অনলস্বরূপ এবং কোনরূপ বেশভূষা না করিলেও যাহাকে দেহকান্তিতে দেবতারাও জয় করিতে পারিতেন না; তাদৃশ সর্ব্বোত্তম নলকে দেবরাজ ইন্দ্র কহিলেন :—॥ ৩৬ ॥

হে নল! যে রমণীর গুণাবলী আমাদের পরম সন্তাপের কারণ হইয়াছে, যাহার সমকক্ষ আর কেহ নাই, তুমি গিয়া সেই ভীম-সুতা দময়ন্তীর নিকট, তাহার জন্য আমাদের হৃদয়ের তাপের কথা বল। দ্বারপালাদি কেহই তোমাকে দেখিতে পাইবে না; কেন না, তুমি, আমাদেরই মায়ায় অন্যের অদৃশ্য হইবে ॥ ৩৭ ॥

সুরপতি ইন্দ্র এই কথা বলিলে পরম বিবেকসম্পন্ন মহারাজ সেই দময়ন্তীর সকাশে গমন করিলেন। নরনাথ নল তথায় উপস্থিত হইলে, তত্রত্য কোনো স্ত্রীই আর ধৈর্য্যধারণ করিতে পারিল না। অর্থাৎ অধৈর্য্য হইয়া পড়িল ॥ ৩৮ ॥

হে ভৈমি! আমার নাম নল। ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, বায়ু এবং যমের দূতরূপে আমি তোমার নিকটে আগমন করিয়াছি। ঐ দেবগণ সম্পদ্, নীতি এবং সম্মান—এই ত্রিতয়ের আশ্রয়স্বরূপ। তোমাকে অভিলাষ করিয়া, ইহারা তোমার স্বয়ম্বর-মহোৎসবে উপস্থিত হইয়াছেন—জানিবে ॥ ৩৯ ॥

তুল্যোঽপ্সরসা দেহিপ্রভবো মগ্নাঃ স্মরপ্রসরসাদে হি।
তানভিসর সা দেহি স্রজঞ্চ নাকাৎ সুখঞ্চ সরসাদেহি॥ ৪০ ॥

ইতি কৃতসামারবতঃ সুরলোকাত্তমুখেন সা মারবতঃ।
ন রিরংসামার বত স্থলাদিব নলোৎকমানসা মারবতঃ॥ ৪১ ॥

সা বিররাজায়তয়া বীক্ষ্য দৃশা তং স্মরাতুরাজায়ত যা।
স্থিতিরত্রাজায়তয়া হ্যাসদাক্ষাভাবি নিষধরাজায় তয়া॥ ৪২ ॥

তস্মা দেবাস্তস্ত প্রণম্য চ নলেন ধীঃ পদেঽবাস্তস্ত।
সতি নিনদে বাস্তস্ত স্বয়ং প্রিয়ায়াঃ পদং মুদেঽবাস্তস্ত॥ ৪৩ ॥

অথ তরসা সারঙ্গেঽয়ং নৃপতিগণোঽস্থিত পদেষু সারঙ্গেয়ম্।
চঞ্চলসারঙ্গেঽয়ন্ দময়ন্তী চাক্ষিতুলিতসারঙ্গেয়ম্॥ ৪৪ ॥

অন্বয়।—হে অপ্সরসা-তুল্যে! দেহিপ্রভবঃ স্মর-প্রসরসাদে মগ্নাঃ হি, সা (ত্বং) তান্ অভিসর, স্রজং চ দেহি, সরসাৎ নাকাৎ সুখম্ এহি চ॥ ৪০ ॥

(নলোৎকমানসা) সা ইতি তন্মুখেন কৃতসামারবতঃ মারবতঃ সুরলোকাৎ মারবতঃ স্থলাৎ নলোৎকমানসা (হংসী) ইব রিরংসাং ন আর বত॥ ৪১ ॥

যা আয়তয়া দৃশা অত্র তং বীক্ষ্য স্মরাতুরা অজায়ত, সা বিররাজ, তয়া নিষধরাজায় হ্যাসদাং চ স্থিতিঃ অজায়তয়া অভাবি॥ ৪২ ॥

(সঃ) স্বয়ং যস্ত মুদে প্রিয়ায়াঃ পদম্ অবাৎ, নলেন অত্র দেবাস্তস্ত পদে প্রণম্য বাস্তস্ত নিনদে সতি তস্মাঃ ধীঃ অবাদি॥ ৪৩ ॥

অথ অয়ং নৃপতিগণঃ সারং গেয়ম্ অয়ন্ তরসা চঞ্চল-সারঙ্গে রঙ্গে পদেষু অস্থিত, সা ইয়ং অক্ষিতুলিত-সারঙ্গা দময়ন্তী চ পদেষু অস্থিত॥ ৪৪ ॥

বঙ্গার্থ।—হে অপ্সরঃ-সদৃশি! দেহ-ধারীদিগের প্রভু সেই দেবগণ মদন-তাপ-জনিত প্রবল দুঃখে নিমগ্ন হইয়াছেন, অতএব তুমি ঐ দেববৃন্দের নিকট অভিসার কর অর্থাৎ যাও এবং স্বয়ম্বরমাল্য অর্পণ কর। তাহা হইলে সতত রসোজ্জ্বল স্বর্গে কত রকম সুখ-সম্ভোগ করিতে পারিবে॥ ৪০ ॥

নলোৎসুকহৃদয়া দময়ন্তী, নলের মুখে নানাপ্রকার স্তুতি-বাক্যাদি-প্রেরণকারী, কন্দর্পের একান্ত অধীন দেবগণের সম্বন্ধে তিলমাত্র অভিলাষ বা অনুরাগেরও চিহ্ন প্রকাশ করিলেন না। নল অর্থাৎ মৃণাল-লোলুপ হংসী যেমন মরুস্থলী-জাত পদার্থে আকৃষ্ট হয় না, তিনিও তদ্রূপ দেববৃন্দে আকৃষ্ট হইলেন না। আহা! দেবতাদের কি অভাগ্য!॥ ৪১ ॥

আয়তনয়না দময়ন্তী স্বীয়ভবনে নলকে দেখিয়া কন্দর্পের অত্যন্ত বশবর্তিনী হইয়া পড়িলেন। তদবস্থায় তাঁহার সৌন্দর্য্য যেন আরও বৃদ্ধি পাইল। দেবগণকে যে তিনি কদাচ বরণ করিবেন না,—ইহাও নিষধরাজ নলকে বলিয়া দিলেন॥ ৪২ ॥

নল স্বয়ং, যে ইন্দ্রের আনন্দবর্দ্ধনের নিমিত্ত দময়ন্তীর সকাশে গিয়াছিলেন, সেই দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের পদে প্রণাম-পূর্ব্বক দময়ন্তীর প্রত্যাখ্যানের বিষয় তাঁহাকে বিদিত করিলেন। ঐ সময়ে সেই স্থান তৌর্য্যত্রিক বাদ্যে মুখর ছিল॥ ৪৩ ॥

অনন্তর নৃপতিবৃন্দ অতি মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিতে করিতে ভ্রমর মুখর স্বয়ম্বর-সভায় গিয়া স্ব স্ব স্থানে উপবিষ্ট হইলেন। হরিণাক্ষী দময়ন্তীও তথায় স্বস্থানে উপবেশন করিলেন॥ ৩৪ ॥

ব্যধুরবনামাস্তেষু প্রজা নৃপেষেথ নিবেশ্ত নামাস্তেষু।
সূতৈর্নামাস্তেষু প্রকীর্ত্যমানেষু শোভনা মাস্তেষু॥ ৪৫॥
সাজেন নলসমানাননলসমানানমুত্র কতিচিৎ পুরুষান্।
ঠৈপ্রেক্ষত ন লসমানাননলসমানানত্বত্র তেষাস্তেদঃ॥ ৪৬॥
রুচিকৃতনাসত্যাগাঃ স্ফুরতু নলো যদি চ বচ্মি নাসত্যা গাঃ।
অপি দীনাসত্যাগাস্ত্যায়যুক্তেনৈব বর্ত্মনা সত্যাগা॥ ৪৭॥
যদি বা ভাবয়ন্ত স্থিতাস্মি নল এব নরবিভাবকস্ত।
দেবসভাবকস্থ দ্বিপস্ত বপুষো ভবেদ্‌বিভাবকস্ত॥ ৪৮॥
কৃতভাবাসাবনিতানিক্তি ভুবমৈক্ষৎ সুরান্ সুবাসা বনিতা।
স্বপতিং বা সাবনিতাচিহ্নং ধার্ম্মিকজনে ক্রবাসাবনিতা॥ ৪৯॥

অন্বয়।—অথ যেষু প্রজাঃ অবনামান্ বাধুঃ এষু নৃপেষু নাম অন্তেষু মাস্তেষু নামানি নিবেশ্ত সূতৈঃ প্রকীর্ত্যমানেষু শোভনা (সা ভৈমী ইতি পরেণ অন্বয়ঃ)॥ ৪৫॥

সা অমুত্র অনলসমানাম্ লসমানান্ অনলসমানাম্ অজেন নলসমানান্ কতিচিৎ পুরুষান্ ন ঠৈপ্রেক্ষত (কি ? ঠৈপ্রেক্ষত এব)। তেষাং ভেদঃ ন অভূৎ॥ ৪৬॥

যদি চ সতী (অহং) অসত্যাঃ গাঃ ন বচ্মি, (যদি চ) দীনা অপি ন্যায়যুক্তেন বর্ত্মনা এব অগাং (যদি চ অহং) সত্যাগা (অস্মি, তর্হি) রুচিকৃতনাসত্যাগাঃ—নলঃ স্ফুরতু॥ ৪৭॥

বা যদি অন্যস্ত ভাবং ত্যক্ত নরবিভৌ নলে এব স্থিতা অস্মি, (তর্হি) অস্ত দেবসভাবকস্ত দ্বিপস্ত বপুষঃ বিভা অবনী ভবেৎ॥ ৪৮॥

ইতি কৃতভাবা সুবাসা অসৌ বনিতা ভুবম্ অনিতান্ সুরান্ ঐক্ষৎ, সাবনিতাচিহ্নং স্বপতিং বা ঐক্ষৎ, ধার্ম্মিকজনে যস্ত অবনিতা ক্রবা আস॥ ৪৯॥

বঙ্গার্থ।—তথায় সমাগত নৃপতিদিগকে প্রজাবর্গ নতমস্তকে প্রণাম করার পর যখন, স্তুতিপাঠকগণ ঐ ঐ রাজাদিগের এবং উপস্থিত দেববৃন্দের নামগ্রহণপূর্ব্বক পরিচয় প্রদান করিতে লাগিল, তখন—সেই সৌন্দর্য্যশালিনী,—॥ ৪৫॥

দময়ন্তী সেই সভাস্থলে কতিপয় পুরুষকে দর্শন করিলেন। তাঁহারা সকলেই অনলবৎ দীপ্তি-সম্পন্ন। তাঁহাদের আনন্দের যেন পরিসীমা নাই, কলেবর স্ফূর্ত্তিযুক্ত এবং পাছে ভৈমী নলকে বরণ করিয়া বসেন,—এই আশঙ্কায় সকলেই নলের রূপ ধারণ করিয়া আছেন। সেই সকল নকল নলদের মধ্যে কোন্‌টি যে আসল নল, তাহা বোঝা বড়ই কঠিন; কেন না, ভেদ-নিরূপণের কোনোই উপায় ছিল না॥ ৪৬॥

সকলকেই নলরূপে বিদ্যমান দেখিয়া—দময়ন্তী কহিলেন,—আমি যদি সতী হই এবং কখনও মিথ্যা বলিয়া না থাকি, সহস্র কষ্টে পড়িয়াও আমি যদি জীবনে কখনও অন্যায় পথে পদার্পণ করিয়া না থাকি, যদি জীবনে কখনও দান ধ্যান করিয়া থাকি, তবে—স্বর্গের অশ্বিনী-কুমারদের সদৃশ রূপবান্ প্রকৃত নল—এই নকল নল-সমূহের মধ্য হইতে প্রকটিত হউন॥ ৪৭॥

অথবা, অন্য কোন পুরুষে আসক্তিমতী না হইয়া, আমি যদি সেই নরকুলের নিগ্রহানুগ্রহে সমর্থ নলেই একমাত্র অনুরাগিণী হই, তাহা হইলে—এই দেব-সভারূপ বনের মাতঙ্গ-স্বরূপ সেই নলদেহ-কান্তি আমাকে রক্ষা করুক্। অর্থাৎ মাতঙ্গ যেমন বনরাজিকে বিদলিত করে, তদ্রূপ এই কপট-নলরূপী দেবগণের মধ্যে প্রকৃত নলের কান্তি আবির্ভূত হইয়া ইহাদিগকে বিড়ম্বিত করিয়া, নলানুরাগিণী আমাকে এই ঘোর সমস্যা ও প্রতারণা হইতে রক্ষা করুন॥ ৪৮॥

এই ভাবে দৃঢ়সঙ্কল্প-সহকারে, স্বপবিচ্ছেদ-ধারিণী দময়ন্তী দেবতাদিগের দিকে চাহিয়া দেখিলেন—তাঁহারা দেবত্ব-নিবন্ধন, মর্ত্ত্যে আসিয়াও মৃত্তিকাস্পর্শ করেন নাই, মাটী হইতে ঊর্দ্ধে অবস্থিত রহিয়াছেন, আর যখন তাঁহার হৃদয়েশ্বর নলের দিকে চাহিলেন,—দেখিলেন—তিনি মর্ত্ত্য-ধর্ম্ম অনুসারে,—মৃত্তিকাস্পর্শপূর্ব্বক বিরাজ করিতেছেন। অবস্থান-গত এই তারতম্যে তিনি সহজেই দেবগণ ও সজ্জনসমাদৃত নলের মধ্যে ভেদনির্ণয় করিয়া লইলেন॥ ৪৯॥

ঘরিরংসাদেবাল্যাকুলয়া বৃষ্ট্যার্থিতাপি সা দেবাল্যা।
(বপুষি সনাদে বাল্যাদবৃত নলমুপস্থিতং রসাদেবাল্যা॥ ৫০॥
সৎসদসো মাননয়া ক্রতুসমো যঃ স্বতেজসোমা ন ন যা।
প্রবৃত্তঃ সোমাননয়া নলো বভৌ ভুবি গুণেন সোমাননয়া॥ ৫১॥
মদদম্ভাবরমভজজ্জ্ঞাত্বাথ মনো গুরুপ্রভাবরমস্য।
সুরবৃষভা বরমস্য প্রদিশ্য জগ্মুর্গতপ্রভাবরমস্য॥ ৫২॥
গুরুমহিমা পরমায়াস্তন্তী নল এব বসতিমাপ রমায়াঃ।
প্রিয়য়ামা পরমায়াঃ স্বপুরমগুর্যত্র তং ক্ষমাপরমায়াঃ॥ ৫৩॥
শশিনা সমহাসমহা নগরে জনতা সমহা সমহাস্ত মুদম্।
অতিভাসুরয়া সুরয়া ব্যহরদ্ ব্যতনোৎ সুরয়া সুরযাগমপি॥ ৫৪॥

ইতি শ্রীকালিদাসকৃতে নলোদয়ে সৎকাব্যে
প্রথমঃ সর্গঃ॥ ১॥

অন্বয়।—দেবাল্যা অর্থিতা অপি অল্যাকুলয়া বৃষ্ট্যা ঘরিরংসায়া ইব সা বাল্যাৎ বপুষি সনাদে আল্যা রসাৎ এব উপস্থিতং নলম্ অবৃত। ৫০॥

যা স্বতেজসা উমা ন (ইতি) ন (কিন্তু উমা এব)। অনয়া সোমাননয়া প্রবৃত্তঃ সঃ নলঃ বভৌ যঃ সৎসদসঃ মাননয়া (উপলক্ষিতঃ) ক্রতুসমঃ ভুবি গুণেন অমান্ (অধিকগুণঃ ভবতি)। ৫১।

অথ সুরবৃষভাঃ গুরুপ্রভাবরমস্য গতপ্রভাবরমস্য অস্য মনঃ মদদম্ভৌ অবরম্ অভজৎ জ্ঞাত্বা বরং প্রদিশ্য জগ্মুঃ। ৫২।

এবং গুরুমহিমা পরমায়াস্তন্তী নলঃ প্রিয়য়া অমা পরমায়াঃ রমায়াঃ বসতিং স্বপুরম্ আপ, যত্র আয়াঃ ক্ষমাপরং তম্ অগুঃ। ৫৩।

শশিনা সমহাসমহা সমহা সুরয়া জনতা নগরে মুদং সমহাস্ত, অতিভাসুরয়া সুরয়া ব্যহরৎ, সুরযাগম্ অপি ব্যতনোৎ। ৫৪।

বঙ্গার্থ।—দেবগণকর্তৃক বার বার প্রার্থিত হইয়াও দময়ন্তী সেই প্রার্থনায় কর্ণপাত না করিয়া, সখীগণের সহিত প্রীতিবিমলোজ্জ্বল-হৃদয়ে সমীপবর্তী নলকেই বরণ করিলেন। যৌবনাগমে তাঁহার দেহে প্রিয়সমাগম-বাসনা-নিবন্ধন কেমন একটা যেন অবসাদ আসিয়াছিল। তদীয় ভ্রমরচঞ্চল নয়নে, তাঁহার হৃদয়ের সমাগম-বাসনা যেন ফুটিয়া বাহির হইতেছিল। ৫০।

যিনি নিজের সতীত্বতেজে সাক্ষাৎ উমা-সদৃশী ছিলেন, সেই সুধাংশু-বদনা দময়ন্তী কর্তৃক পতিত্বে বৃত হইয়া নল যেন অধিকতর কান্তিমান্ হইয়া শোভা পাইতে লাগিলেন। সাধু-সজ্জনগুলীতে নলের অখণ্ড সম্মান ছিল। ক্রতুর ন্যায় তেজস্বী নল ধরাতলে সর্বাপেক্ষা অধিক গুণশালী পুরুষ ছিলেন। ৫১।

অনন্তর ইন্দ্রাদি দেবশ্রেষ্ঠগণ, নলের চিত্তবৃত্তি দম্ভহীন এবং মদশূন্য জ্ঞাত হইয়া, তৎক্ষণাৎ বরপ্রদানপূর্বক অমর-লোকে চলিয়া গেলেন। নল যেমন প্রভাব ও সমৃদ্ধি-গৌরবে অতিমাত্র সম্পন্ন ছিলেন, তাঁহার কান্তিও তদ্রূপ অলোকসামান্য ছিল। ৫২।

মহামহিম-গৌরবে সমলঙ্কৃত, শত্রুগণের কাপট্য-বিনাশ-কারী মহারাজ নল প্রিয়তমা দময়ন্তীর সহিত, নানা সমৃদ্ধির আকরস্বরূপ স্বীয় রাজপুরীতে উপস্থিত হইলেন। নানারূপ ধনাগম আসিয়া তাঁহাকে তথায় আশ্রয় করিল। অর্থাৎ রাজবাড়ীতে দময়ন্তীরূপিণী লক্ষ্মীর সমাগমে চারিদিকেই নানা শ্রীবৃদ্ধি উদিত হইল। ৫৩।

নিজ রাজধানীতে দময়ন্তীকে লইয়া নল উপস্থিত হইলে, তত্রত্য জন-সঙ্ঘ যৎপরোনাস্তি আনন্দিত ও চন্দ্রের ন্যায় বিমল হাস্য-প্রভায় প্রফুল্লিত হইয়া, আনন্দ-কোলাহল-সহকারে উজ্জ্বলবর্ণ সুরাপানপূর্বক নানাবিধ ক্রীড়া ও মহোৎসব করিতে লাগিল এবং রাজদম্পতির মঙ্গলকামনায় দেবতাদিগের অর্চনায় প্রবৃত্ত হইল। ৫৪।

প্রথম সর্গ সমাপ্ত।

দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ

অথ রতিরেকান্তেন প্রাপি নলেনাত্র মন্দিরে কান্তেন।
তাং পুনরেকান্তেন প্রাপ্তবতা রিপুমদাতিরেকান্তেন ॥ ১ ॥
বভৌ স সারসাগরশ্চকাস সা রসার্দ্রধীঃ ।
মধুঃ সসারসারবস্তদা সসার সার্ত্তবঃ ॥ ২ ॥
সমুদথিতাশালীনাং করেণ কণিশাগ্ররুচিজিতা শালীনাম্।
দিনভর্ত্তা শালীনামিব নলিনীমথ সমুত্থিতাশালীনাম্ ॥ ৩ ॥
কুরবাপ চ সারসকাকুরবান্ কুরবাখ্যনগোঽপি তদাঙ্কুরবান্ ।
কমলং কৃতবদ্গতপঙ্কমলং কমলং ন বিলোভয়িতুঙ্কমলম্ ॥ ৪ ॥
অগুরতিমহিমানীতস্ততো রবিমহাংসি গুরুতমহিমানীতঃ ।
ভবনং মহি মানীতঃ স্মরণে পরিতঃ শরাখ্যমহিমানীতঃ ॥ ৫ ॥

অন্বয়।—অথ কান্তেন তাং পুনঃ একাং প্রাপ্তবতা রিপুমদাতিরেকান্তেন তেন নলেন অত্র মন্দিরে একান্তেন রতিঃ প্রাপি ॥ ১ ॥

সারসাগরঃ স বভৌ, সা রসার্দ্রধীঃ চকাস, তদা সসারসারবঃ সার্ত্তবঃ মধুঃ সসার ॥ ২ ॥

দিনভর্ত্তা শালীনাং কণিশাগ্ররুচিজিতা করেণ আশালীনাং শালীনাম্ ইব নলিনীং সমুদথিত অথ অলীনাম্ আশা সমুত্থিতা ॥ ৩ ॥

তদা কুঃ সারসকাকুরবান্ অবাপ চ কুরবাখ্যনগঃ অপি অঙ্কুরবান্ (আভূৎ) কমলং গতপঙ্কমলং কম্ অলঙ্কৃতবৎ (সৎ) কং বিলোভয়িতুম্ অলং ন ? (সর্ব্বম্ এব) ॥ ৪ ॥

অতিমহিমানি রবিমহাংসি গুরুতমহিমানীতঃ ইতস্ততঃ অগুঃ মানী স্মরেণ পরিতঃ শরাখ্যম্ অহিম্ আনীতঃ মহি ভবনম্ ইতঃ ॥ ৫ ॥

বঙ্গার্থ।—অনন্তর সেই সর্ব্বলোকসুন্দরী দময়ন্তীকে লইয়া, শত্রুকুলের গর্ব্বখর্ব্বতাকারী নল নিজ রাজধানীর রতিমন্দিরে নানারসময়ী ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইলেন। ১।

রসবত্তায় পারাবারতুল্য নল অনিন্দ্যসুন্দরী দময়ন্তীর সহিত মিলিত হইয়া যে প্রকার শ্রী-সম্পন্ন হইলেন, দময়ন্তীও তাঁহার সম্পর্কে প্রেমরসে সতত আর্দ্রীভূত-হৃদয়া হইয়া তদ্রূপ শোভা পাইতে লাগিলেন। তখন বসন্ত-সমাগমে মধুমুখর সারসগণের কলরবে দিঙ্মণ্ডল মুখরিত ও বসন্তকালোচিত প্রফুল্ল কুসুম-সৌরভে আমোদিত হইয়া উঠিল ॥ ২ ॥

পর-পুরুষ-স্পৃষ্টা কামিনীর ন্যায় চন্দ্র-কর স্পর্শে যেন একান্ত লজ্জিত হইয়াই নলিনী এত দিন কোথায় লুকাইয়া ছিল। আজ নলিনীকান্ত দিনপতি শালী-ধান্যমঞ্জরীর অগ্রভাগে কান্তি জয় করিয়া করপ্রসারপূর্ব্বক সেই লজ্জা-সঙ্কুচিতা নলিনীকে প্রস্ফুটিত করিলেন। তাহার সহিত ভ্রমরবাজির আশাও আবার নবীভূত হইল। ৩।

বসন্ত-সমাগমে উন্মত্ত সারসকুলের মনোহর কূজনে পৃথিবী পরিপূরিত হইল। কুরবকতরুসমূহে নবপল্লবের অঙ্কুর দেখা দিল। জলের পঙ্কিলতা দূর হইল এবং তাহাতে কমল-সমূহ এমনই অলঙ্কৃত হইয়া উঠিল যে, তদ্দর্শনে সকলের মনই বিমোহিত হইয়া পড়িল। ৪।

অতিপ্রচণ্ড সৌরকররাশি প্রবল হিমের হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়া চারিদিকে প্রভাব বিস্তার করিল। বসন্ত-সমাগমে মদনদেব তাঁহার বাণরূপ কালসর্পের দ্বারা নলকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন,—একে রবির প্রতাপ, তদুপরি আবার মদনের জ্বালা, সমানী নল বাধ্য হইয়া স্বীয় উৎসব-পূর্ণ ভবনে প্রবেশ করিলেন। ৫।

স্মরসূচিতয়া জগতঃ ক্ষিতিসূচিতয়াভবদ্ধি চম্পকমুকুলম্।
তদসূচিতয়া ব্যথয়া নিরসূ চিতয়া যয়া বিযুগ্দম্পতিকৌ ॥ ৬ ॥

বিরলোচ্চপলাশস্য প্রচুরম্পুষ্পং বভূব চপলাশস্য।
স্মর-নীচ-পলাশস্য প্রান্তাধ্বগপিশিতচারু চপলাশস্য ॥ ৭ ॥

ঋতৌ বভুর্নিশাহ্বয়া বিভাবিভাবিভাবিভাঃ।
কলাশ্চ তেষু সৎপতেরদারদারদা রদাঃ ॥ ৮ ॥

ইহ ললনাশোকালিপ্রদেন যেনাত্মমদবিনাশোঽকালি।
কামেনাশোকালি স্বনহুংকৃতিভিঃ স দিক্ষ্বনাশোঽকালি ॥ ৯ ॥

স্মরস্য যুদ্ধরঙ্গতাং রসার সারসারসা।
জিতা বিয়োগিনঃ সমূহতেন তেন তেন তে ॥ ১০ ॥

অন্বয়—তৎ হি চম্পকমুকুলং স্মরসূচিতয়া অভবৎ, জগতঃ ক্ষিতিসূচিতয়া তয়া ব্যথয়া অসূচি, যয়া চিতয়া বিযুগ্দম্পতিকৌ নিরসূ (কৃতৌ)। ৬।

বিরলোচ্চপলাশস্য চপলাশস্য চপলাশস্য স্মরনীচ-পলাশস্য প্রান্তাধ্বগপিশিতচারু প্রচুরং পুষ্পং বভূব। ৭।

বিভাবিভাবিভৌ ঋতৌ নিশাহ্বয়াঃ ইভাঃ বভুঃ তেষু সৎপতেঃ কলাঃ চ অদারদারদাঃ রদাঃ (ইব বভুঃ)। ৮।

ইহ ললনাশোকালিপ্রদেন যেন আত্মমদবিনাশঃ অকালি নঃ কিন্তু কামেন অশোকালি স্বনহুংকৃতিভিঃ অনাশঃ অকালি। ৯।

সারসারসা রসা স্মরস্য যুদ্ধরঙ্গতাম্ আর, সমূহতেন তেন তেন তে বিয়োগিনঃ জিতাঃ। ১০।

বঙ্গার্থ। সুপ্রসিদ্ধ চম্পককুট্মলসমূহ (বিরহিগণের পক্ষে) কন্দর্পের সূচিরূপে প্রাদুর্ভূত হইল। তাহাতে জগতের এতই বেদনাদায়িকা শক্তি নিহিত ছিল যে, সেই বেদনায় কত বিরহী দম্পতির প্রাণ-বিয়োগ ঘটিল। ৬॥

বিরল এবং নাতিবৃহৎ পত্রবিশিষ্ট পলাশতরুতে প্রচুর পুষ্প প্রাদুর্ভূত হইল। ঐ পুষ্পনিচয়, দেখিতে কন্দর্পরূপ মুনিত রাক্ষসের ভক্ষণ-যোগ্য প্রবাসী বিরহীদিগের রুধিরাক্ত মাংসবৎ। কন্দর্প যে কত বড় নীচাশয়, কত বড় চঞ্চল-হৃদয়, তাহা ইহার দ্বারাই সুপ্রমাণ হয়। ৭।

ঋতুরাজ বসন্তের হৃদয়োন্মাদিকা কান্তি দর্শনে প্রণয়ীদের মনে আদিরসোদ্দীপক বিভাবাদির আবির্ভাব হইল। বসন্তের রাত্রি প্রমত্ত মাতঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতে লাগিল এবং সুধাংশুর কলা অর্থাৎ অংশ ঐ বিরহি-হৃদয়-মর্দনকারী রাত্রি-রূপ গজরাজের দন্তবৎ বিরাজ করিল। ঐ দন্তের দ্বারা ঐ মাতঙ্গ পত্নী-বিযুক্তদিগের হৃদয়ে অশেষ বেদনা দিতে প্রবৃত্ত হইল। একে বসন্তকাল, তাহাতে আবার চন্দ্রের বিমল জ্যোৎস্না, বিরহিগণের যাতনার আর অবধি রহিল না। ৮॥

এই দুরন্ত বসন্তকালে যে পুরুষ কামিনীদিগের সহিত মিলিত না হইয়া—তাহাদের শোক-তরঙ্গ সমুত্থাপিত করিতেছে এবং নিজের নিজের হৃদয়োত্থিত মত্ততা সম্ভোগের অভাবে বৃথা নষ্ট করিতেছে, সেই হতভাগ্য পুরুষগণের সকল আশা চারিদিকের অশোকমঞ্জরীতে পতিত ভ্রমরাবলীর গুঞ্জনরূপী হুংকার-শব্দের দ্বারা কন্দর্প কর্তৃক বিধ্বস্ত হইতেছে। ৯॥

বসন্তাগমে পৃথিবী যেন কামদেবের যুদ্ধের রঙ্গভূমিতে পরিণত হইল। চারিদিক্ মদোন্মত্ত সারসকুলে ছাইয়া গেল। ত্রিভুবন-প্রভাবশালী কন্দর্প বিরহীদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিলেন। ১০॥

স্থমনা মধুনা নাশ্রয়ন্তি ধৃতিকো বিনাঙ্গনামধুনা না।
ইতি ললনা মধু নানাবিধমধয়ৎ কিল তদর্থনামধুনানা ॥ ১১ ॥

পিকোহপি কোপি কোপিকো বিয়োগিনীরভৎর্সয়ৎ।
বচাংসি তজ্জমালপন্নিতানি তানি তানি তাঃ ॥ ১২ ॥

শ্রীরাপি কলাপেন প্রবৃদ্ধমাম্রাবলিষু পিকলাপেন।
ন কলাপিকলাপেন প্রণর্ত্তনমকারি বাগপি কলাপে ন ॥ ১৩ ॥

সহকারবৃতে সময়ে সহকা রহণস্থ কে ন সম্মার পদম্।
সহকারমুপরি কান্তৈঃ সহ কা রমণী পুরঃ সকলবর্ণমপি ॥ ১৪ ॥

অধিগতকামধুরাগাদগমেত্য ভ্রমরপটলিকা মধু রাগাৎ।
পীত্বোৎকা মধুরা গা ক্রুতমকৃত ততঃ প্রিয়োহধিকা মধুরাগাৎ ॥ ১৫ ॥

অন্বয়। অধুনা কঃ না মধুনা স্থমনা অঙ্গনাং বিনা ধৃতিং ন আশ্রয়তি কিল? ইতি ললনা তদর্থনাম্ অধুনানা নানাবিধং মধু অধয়ৎ ॥ ১১ ॥

কোপিকঃ কোপি পিকঃ অপি তজ্জম্ ইতানি তানি তানি বচাংসি আলপন্ তাঃ বিয়োগিনঃ অভৎর্সয়ৎ ॥ ১২ ॥

কলাপেন শ্রীঃ অপি, আম্রাবলিষু পিকলাপেন প্রবৃদ্ধং কলাপিকলাপেন প্রণর্ত্তনং ন অকারি? কলা বাগ্ অপি ন আপে? ॥ ১৩ ॥

সহকারবৃতে সময়ে কে রহণস্থ সহকাঃ? কা রমণী কান্তৈঃ সহ উপরি সহকারং পুরঃ সকলবর্ণম্ অপি পদং ন সম্মার ॥ ১৪ ॥

অধিগতকামধুরা ভ্রমরপটলিকা রাগাৎ মধু পীত্বা দ্রুতম্ উৎকা (সতী) আগাৎ অগম্ এত্য মধুরা গাঃ অকৃত, ততঃ মধুঃ অধিকঃ প্রিয়ঃ আগাৎ ॥ ১৫ ॥

বঙ্গার্থ।—এই হৃদয়োন্মাদী বসন্তকালে এমন কোন্ পুরুষ আছে, যে হৃদয়ের চাঞ্চল্যবশতঃ সুন্দরী-সম্পর্ক-ব্যতিরেকে মৃতপ্রায় না হইতেছে?—তাই দয়াবতী কামিনীরা ঐ কাতর-হৃদয় পুরুষদিগের প্রার্থনায় অমত না করিয়া—মদবর্দ্ধক নানাপ্রকার মধু পান করিতেছে ॥ ১১ ॥

যে যে কথায় কামিনীদিগের হৃদয় আরও মদমত্ত করিয়া তোলা যায়,—সুমধুর কুহু-রবে সেই সেই কথা বলিয়া কোকিল যেন ক্রোধভরেই বিরহিণীদিগকে তিরস্কার করিতেছে। অর্থাৎ—বসন্ত আগত জানিয়াও যেমন তোমরা ছাড়াছাড়ি হইয়াছ, তেমন তোমাদিগকে উপযুক্ত শাস্তি দিচ্ছি,—বলিয়াই যেন কোকিল ক্রোধভরে ও কুহু স্বরে উহাদিগকে তর্জ্জন-গর্জ্জন করিতেছে ॥ ১২ ॥

শশধর বসন্ত-সমাগমে সমধিক শোভা প্রাপ্ত হইলেন। সহকার-তরুতে পিককুলের মধুর গীত বাড়িয়া উঠিল। ময়ূরবৃন্দ নাচিতে এবং সুমধুর কেকাধ্বনি করিতে আরম্ভ করিল ॥ ১৩ ॥

রসাল-মঞ্জরী-সমুন্নমিত এই মধুর বসন্তকালে এমন কোন পুরুষই নাই, যিনি দুঃসহ বিরহ সহ্য করিতে পারেন। আবার এমন কোন কামিনীও দেখা যায় না, যিনি প্রিয়তমের সহিত হ-কার যুক্ত ক-ল-বর্ণপূর্ব্বক পদ—অর্থাৎ কলহ বিরত না হন? এ সময়ে, সময়ের প্রভাবে ভাবিনীদের আর পতির সহিত ঝগড়াঝাঁটি করিবার প্রবৃত্তিই থাকে না ॥ ১৪ ॥

মদনের দৌত্যকার্য্যের ভার লইয়াই যেন, অর্থাৎ মদনের লোকোন্মাদনারূপ কার্য্যে দূতী হইয়াই যেন ভ্রমরপঙ্‌ক্তি অনুরাগভরে ফুলের মধু পান করিয়া একেবারে মাতিয়া উঠিল এবং বৃক্ষ হইতে বৃক্ষান্তরে ছুটাছুটি করিতে করিতে সুমধুর গান আরম্ভ করিয়া দিল। তাহাদের সেই গুণ্‌গুণ্ গীতিকায় ঋতুরাজের শোভা আরও বর্দ্ধিত হইল ॥ ১৫ ॥

ন সমানসমানসমানসমাগমমাপ সমীক্ষ্য বসন্তনভঃ।
ভ্রমদভ্রমদভ্রমদভ্রমদভ্রমরচ্ছলতঃ খলু কামিজনঃ ॥ ১৬ ॥
গতমত্র চ যেন গৃহাদসমুত্তরতান্তরতান্তরতাম্।
পর এব বিকার ইয়ায় বৃহত্তমসত্তমসত্তমসত্তমসন্ ॥ ১৭ ॥
ক্কুথি কান্তবশম্বদামসমাগনয়াপ ন যাপনয়া।
তমৃতেঽনুশয়েন চ তামশনৈররতারবতার বতারবতা ॥ ১৮ ॥
নভসো বিবরং কুসুমেক্ষণভাগতরো গতরো গতরোঽগতরো।
বদ কান্তমবেক্ষ্য যথান্ত যথাবরমেব রমেব রমে বর মে ॥ ১৯ ॥
শ্রিতেতি গামনাগতস্ববন্ধুকা মনাগতঃ।
পরাপ নাম নাগতস্ততাম কামনাগতঃ ॥ ২০ ॥

অন্বয়—খলু কামিজনঃ অমদ্ভ্রমদ্ভ্রমদ্ভ্রমরচ্ছলতঃ ভ্রমদভ্রং বসন্তনভঃ সমীক্ষ্য সমানসমানসমানসমাগমং ন আপ (কিন্তু আপ এব ইত্যর্থঃ) ॥ ১৬ ॥

অন্তরতান্তরতান্তরতাম্ অসমুত্তরতা যেন অত্র চ গৃহাৎ গতং, বৃহত্তমসত্তমসন্ অসত্তং তম্ অসন্ পরঃ বিকারঃ এব ইয়ায় ॥ ১৭ ॥

অপনয়া যা ক্কুথি নবদাম-সমাপন-যাপনয়া কান্তবশং ন আপ, অরবতা অশনৈঃ অবতারবতা অনুশয়েন চ তাং তম্ ঋতে আর বত ! ॥ ১৮ ॥

বর অগতরো কুসুমেক্ষণভাক্ গতরোগতরঃ নভসঃ বিবরম্ অতরঃ, (অতঃ) কান্তং মে অবেক্ষ্য বদ, যথা অত্র মধ্যৌ অরম্ এব রমা (অহং) রমে ॥ ১৯ ॥

অনাগতস্ববন্ধুকা পরা ইতি শ্রিতা অতঃ অগতঃ মনাক্ গাং ন আপ নাম কামনাগতঃ ততাম ॥ ২০ ॥

বঙ্গার্থ।—বসন্তের নির্মল আকাশে ভ্রমরসমূহ মত্ত-ভরে বিচরণ করিতে থাকায় দর্শকের মনে বিষম ভ্রম উৎপন্ন হইল, তাহারা মনে করিল, বুঝি কৃষ্ণবর্ণ মেঘমালা নভস্তলে উড়িয়া বেড়াইতেছে। আকাশের ঐ ভ্রমর-মালাকে নবমেঘমালা মনে করিয়া কামিগণ বিরহার্তহৃদয়ে অবিলম্বে নিজ নিজ "মনের মানুষের" সহিত মিলিত হইল।

এই উপভোগক্ষম বসন্তকালে যে নির্বোধ ব্যক্তি, নানাপ্রকার,—অর্থাৎ নানা-বর্ণ-মধুর-সুরভোৎসব হৃদয়ে বিস্তার-লাভ করিবার পূর্বেই গৃহ ছাড়িয়া বিদেশে যায়, তার মত অজ্ঞান ও বিবেকবিহীন অতি কমই আছে। যেহেতু, হৃদয়ের বসন্ত-ঋতু-জনিত মত্ততাকে রোধ করিয়া রোধ করিলে, ফল বিপরীতই হইয়া থাকে; নানাবিধ দৈহিক অস্বাস্থ্য ও মনোবিকারে সে আক্রান্ত হইয়া পড়ে। অর্থাৎ যে সময়ের যাহা, তাহা শরীর ও মনের উপকারী ॥ ১৭ ॥

যে অবোধ ললনা, ক্রোধভরে, নূতন মালা গাঁথার ছল করিয়া নিকটবর্তী প্রিয়তমের সমীপে না যায়, তাহার দুর্দশার সীমা থাকে না। অল্পকালমধ্যেই সেই প্রিয়তমের অভাবে ঐ কামিনী অনুতাপ প্রাপ্ত হয় এবং ক্রমে শেষে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে ও আত্মকৃত অকার্যের ফলভোগ করে; কি আক্ষেপ ! ॥ ১৮ ॥

"হে পর্বত-জাত তরুবর ! তুমি কত বড়, কত উচ্চ—আকাশে উঠিয়া কুসুমরূপ নেত্র উন্মীলন-পূর্বক চাহিয়া আছ। কি সুন্দর ও স্নিগ্ধ তোমার দেহ ! তোমাকে দেখিলে চোখ জুড়াইয়া যায়। তুমি যদি আমার পতিকে দেখিতে পাও, তবে তাঁহাকে বলিও, যাহাতে আমি এই বসন্ত-ঋতুতে সত্বর তাঁহার সহিত যথার্থ স্ত্রীর,—অর্থাৎ পতির সহিত সতত ক্রীড়ারতা লক্ষ্মীর ন্যায় ক্রীড়া করিতে পারি, তিনি যেন তাহা করেন। আমাকে আসিয়া সত্বর দেখা দেন" ॥ ১৯ ॥

এই কথা বলিয়া, পতি-সমাগম-রহিতা কোন সর্ব-সুন্দরী বর-কামিনী ঐ নাগতরুকে আশ্রয় করিল। কিন্তু ঐ বৃক্ষের নিকট হইতে কোনরূপ উত্তর-প্রত্যুত্তর পাইল না, ইহাতে কন্দর্পরূপ কালসর্প তাহার হৃদয়ে আরও অধিক জ্বালা উৎপাদন করিল ॥ ২০ ॥

কা ললনা দ্বিবলন্তং কুসুমশরমসোঢ় হৃত্তনাদিবলন্তম্।
অলিভিরনাদি বসন্তং দৃষ্ট্বা যত্রাত্মনোঽর্দনাদিব সন্তম্ ॥ ২১ ॥

স্বয়মথ মন্দারিতয়া যুক্তো যুক্তমলঃ স মন্দারিতয়া।
আরামন্দারিতয়া মদনেন ধিয়াপদুত্তমন্দারিতয়া ॥ ২২ ॥

অনুব্রতা সমাননং সমা ননন্দ ভীমজা।
তমিন্দুনা সমাননং সমাননন্দনে বনে ॥ ২৩ ॥

ইহ রুচিরামাবলয়স্ব দৃশমিতি পৃথক্ প্রিয়স্ত রামাবলয়ঃ।
প্রাপ্তারামাবলয়স্ফুরো গিরা যদুদরেঽভিরামা বলয়ঃ ॥ ২৪ ॥

নবকুসুমানমনাগা গন্তুং নৈচ্ছৎ পরা সমানমনা গাঃ।
অজনি পুমানমনাগাশ্রিত্য স সৎকুসুমদানমানমনাগাঃ ॥ ২৫ ॥

অন্বয়।—কা ললনা তং দ্বিবলং হৃদি অনাদ্বিবলন্তং কুসুমশরম্ অসোঢ়? (ন কা অপি) যত্র সন্তং বসন্তং দৃষ্ট্বা অলিভিঃ আত্মনঃ অর্দনাৎ ইব অনাদি ॥ ২১ ॥

অথ স্বয়ং মন্দারিতয়া (যুক্তঃ, তথা) মদনেন দারিতয়া ধিয়া দারিতয়া (চ) যুক্তঃ সঃ নলঃ মন্দারিতয়া যুক্তম্ উত্তমম্ আরামম্ আপৎ ॥ ২২ ॥

সমা ভীমজা ইন্দুনা সমাননং সমাননং তম্ অনুব্রতা সমাননন্দনে বনে ননন্দ ॥ ২৩ ॥

ইহ রুচিরাং দৃশম্ আবলয়স্ব ইতি প্রিয়স্য গিরা বলয়স্ফুরঃ রামাবলয়ঃ পৃথক্ প্রাপ্তারামাঃ (অভবন্) যদুদরে অভিরামাঃ বলয়ঃ (সন্তি) ॥ ২৪ ॥

পরা সমানমনা নবকুসুমানমনাগা গাঃ গন্তুং নৈচ্ছৎ, সঃ পুমান্ অমনাক্ সৎকুসুমদানমানম্ আশ্রিত্য (উপহারস্বরূপেণ প্রদায় তৎ-সকাশে) অনাগাঃ অজনি ॥ ২৫ ॥

বঙ্গার্থ।—যে বসন্তকালে ঋতুরাজকে আগত দেখিয়া, অতি তুচ্ছ ভ্রমররাজিও হৃদয়ের লালসায় গুন্ গুন্ করিয়া কত কি ব্যথা জানায়, সেই দুরন্ত সময়ে, এমন কোন্ কামিনী আছে যে, হৃদয়ে বিরাজমান ফুলবাণ মদনকে সহ্য করিতে পারে? কেহই পারে না ॥ ২১ ॥

একে মদনের ন্যায় বিশ্রী, নাছোড় শত্রু কর্তৃক নল আক্রান্ত, তাহাতে আবার ঐ শত্রুরই অতিপ্রভাবে তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তিও জড়তাপ্রাপ্ত ও কিংকর্তব্য-বিমূঢ় হওয়ায়, তিনি আর কালবিলম্ব না করিয়া পত্নীর সহিত মন্দারতরু-শোভিত মনোহর উদ্যানবাটিকায় গমন করিলেন। ২২ ।

সর্বাংশে পতির অনুরূপা ভীম-নন্দিনী দময়ন্তী চন্দ্র-বদন ও পরম মাননীয় সেই নলের অনুগামিনী হইয়া নন্দন-কাননতুল্য পূর্বোক্ত উদ্যান-বাটিকায় গিয়া পরম আনন্দিত হইলেন। ২৩।

অন্যান্য আরও অনেক সুন্দরী ঐ উদ্যানে গিয়াছিলেন। "এই দিকে একবার তাকাও, এই দিকে একবার ঐ সুন্দর চক্ষে কটাক্ষ নিক্ষেপ কর"—প্রিয়তমের এইপ্রকার সাদর বাক্যে সেই কামিনীগণের অঙ্গলতিকায় আনন্দ বেপথুর আবির্ভাবে তাঁহাদের করধৃত বলয় কাঁপিতে লাগিল এবং তাঁহারা প্রত্যেকেই পৃথক্‌ভাবে নানা আরাম উপভোগ করিলেন। উক্ত ললনাগণের উদরে নয়ন-মনোহর ত্রিবলি শোভা পাইতেছিল। ২৪ ।

উক্ত রমণীদের মধ্যে কেহ অভিমানিনী হইয়া, নব-কুসুমভরে আনত বৃক্ষশোভিত ঐ উদ্যানের কোন স্থানে গিয়া লুকাইতে ইচ্ছা করিতেন না; কেন না, তৎক্ষণাৎ নায়কশ্রেষ্ঠ নল বার বার নানা চাটুবাক্যে ও সুন্দর সুন্দর ফুলের মালার উপহারদানে, আত্মাপরাধ ক্ষালনপূর্বক ঐ মানিনীর মানভঞ্জ করিতেন। ২৫ ।

ক্ষপিতং সখি! সাদমমুষ্য লসত্তনুতে তনুতে তনু তে তনুতে।
ন ন বাননবাননবাননবাগিহ তে চরণে মৃতিমেষ্যতি সঃ॥ ২৬॥
অপি চৈত্য নগানবতানবতা নবতা ন বতান্ততয়া মধুনা।
ইহ সৌখ্যমগোচরমাচর যা চ রমা চরমাস্তু ন রম্যতরা॥ ২৭॥
ইতি লালিকয়ালিকয়াতকচৈরতিকালিকয়ালিকা কথিতা।
দয়িতং সময়া সময়াদপরা ব্যহরৎ স ময়া সময়া চ তয়া॥ ২৮॥
অতিরুচিমানস্তবকঃ সরস্তটোঽয়ং বিচীয়মানস্তবকঃ।
ইহ খলু মানস্তবকঃ প্রিয়ামিতি পরোঽনয়ৎ সমানস্তবকঃ॥ ২৯॥
অরুণতরপরাগস্ত প্রসবৈষ্প্রেক্ষিষ্ট ন পুনরপরাগস্ত।
হসিতৈরপরাগস্ত বৈস্তিষ্ঠন্ত্যপি লবেপ্স্যু রপরাগস্ত॥ ৩০॥

অন্বয়।—লসত্তনুতে তনুতে সখি! তে তনু ক্ষপিতম্ অমুষ্য সাদং তনুতে, বাননবাননবান্ সঃ ইহ অনবাক্ তে চরণে মৃতিম্ এষ্যতি ন (ইতি) ন, (অপিতু এষ্যতি এব)। ২৬।

অপি চ অবতানবতা মধুনা নগান্ এত্য নবতা অন্ততয়া ন বত, ইহ অগোচরং সৌখ্যম্ আচর, অস্ত চরমা রমা যা চ রম্যতরা ন (ভবতি)। ২৭॥

ইতি লালিকয়া আলিকয়া কথিতা অপরা দয়িতং সময়া সময়াৎ সঃ চ ময়া সময়া অলিকযাতকচৈঃ অতিকয়ালিকয়া তয়া (সহ) ব্যহরৎ। ২৮॥

বিচীয়মানস্তবকঃ অস্তবকঃ অয়ং সরস্তটঃ অতিরুচিমান্, ইহ খলু তব কঃ মানঃ ইতি সমানস্তবকঃ পরঃ প্রিয়াম্ অনয়ৎ। ২৯।

অপরা অরুণতরপরাগস্ত বৈঃ হসিতৈঃ অপরাগস্ত অস্ত অগস্ত অপরাক্ লবেপ্সুঃ তিষ্ঠন্তী অপি প্রসবং ন পুনঃ প্রৈক্ষিষ্ট। ৩০।

বঙ্গার্থ—কোন মানিনীকে দূতী কহিতেছে:—সখি! এখনই দেখিতে পাইবে, তোমার উল্লসিত নবযৌবন-সুন্দর কলেবর দর্শন-পূর্ব্বক এই দুরন্ত বসন্তকালে তোমার দারুণ ক্রোধেও ঐ পুরুষের কত কষ্ট, কত বিষাদ জন্মিবে। উঁহার ঐ যৌবন-মধুর মুখ শুকাইয়া যাইবে এবং তোমার পদপ্রান্তে পড়িয়া কত স্তবস্তুতি করিতে করিতে মৃত্যু-যন্ত্রণা ভোগ করিবে। ২৬।

সখি! কালহরণ করিও না। ঐ দেখ, অতি প্রবৃদ্ধ বসন্ত তরুলতাদিগকে কুসুমস্তবে পরিপূর্ণ করিয়াছে। হায়! মধুমাসের সেই নবীন সৌন্দর্য্য অস্তমিত হইতে বসিয়াছে। লোকসমক্ষে যাহা পুরাইতে পারিবে না, তাড়াতাড়ি অন্তরালে সেই সব বাসনা পুরাইয়া লও। অস্তগমনোন্মুখ এই বসন্তের সেই লক্ষ্মীশ্রী বা সৌন্দর্য্য এবার আর পূর্ব্ববৎ রমণীয় রূপে ফিরিয়া আসিবে না। ২৭।

এই ভাবে অতি আদরপূর্ব্বক (দূতী) বা সখী কর্ত্তৃক বার বার অনুরুদ্ধা হইয়া সেই নায়িকা প্রিয়-সন্নিধানে গিয়া যেমন উপস্থিত হইলেন, অমনি সেই চিরপ্রিয় প্রিয়তমও, ললাট-পতিত কৃষ্ণ কুন্তলদামে শোভায়মানা সেই ইন্দিবরাক্ষী কামিনীর সহিত নানা আমোদ-প্রমোদ আরম্ভ করিলেন। ২৮।

কোন রসিক নায়ক কহিলেন—প্রিয়ে, দেখ দেখ—এই সরোবরতীর কি সুন্দর এবং কেমন নির্জ্জন, তীরতরুগুলির পল্লবাবলী কেমন স্তবকে স্তবকে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া শোভা পাইতেছে, একটি বকও কোনস্থানে দেখা যাইতেছে না এমনই নির্জ্জন ও মনোহর এই স্থান। এমন উপভোগস্থানে কি তোমার মান করিয়া থাকা শোভা পায়? এই বলিয়াই ঐ নায়ক নায়িকাকে কুঞ্জমধ্যে লইয়া গেলেন। ২৯।

এক সুন্দরী গিয়া লোহিত-পরাগ-জালে লালে-লাল এক প্রফুল্ল বৃক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। তাঁহার অমল-ধবল হাস্যচ্ছটায় পুরোবর্ত্তী ঐ রেণু-লোহিত বৃক্ষও একেবারে শাদা হইয়া গেল, সুতরাং উক্ত কামিনী কুসুমচয়নের বাসনায় গিয়া দাঁড়াইলেও—কুসুম আর দেখিতে পাইলেন না। দেখিলেন বৃক্ষটার আগাগোড়াই শ্বেত। ৩০।

অবেক্ষ্য পল্লবালয়ানগান্ শ্রিতালবালয়া।
লতাতয়েব বালয়া বভেঽহ্নয়া ববাল যা॥ ৩১॥

ব্রততীনামালীনাং মধ্যেঽহস্তো ব্যচিহ্নুতাঙ্গনামালীনাম্।
অপ্যেনামালীনাং স্মিতাচ্চ জানন্ মদাচ্চ নামালীনাম্॥ ৩২॥

কমিতুঃ কলুষাক্ষিসুখার্থনভাগপরাগপরাগপরাগপরা।
স্থিতিমাপ তথৈব হৃতঃ স পুমাননয়াননয়াননয়া ন ন যা॥ ৩৩॥

স্বমনেন সমায়তয়া ব্যধিভাগঃস্বেব কশ্চন সমায়তয়া।
ঋজুমানসমায়তয়া তয়া তস্মৈ নাক্রোধি জীবনসমায় তয়া॥ ৩৪॥

অভবদনেনা না বিস্ময়দোঽহস্তো মানিনীজনে নানাবি।
অতিসুজনেনানাবিস্খলনং যদুপবনমনেনানাবি॥ ৩৫॥

অন্বয়।—শ্রিতালবালয়া অন্যয়া বালয়া লতাতয়া এব বভে, যা পল্লবালয়ান্ অগান্ অবেক্ষ্য ববাল। ৩১।

অন্যঃ আলীনাং স্মিতাৎ চ অলীনাং মদাৎ চ নাম জানন্ অপি ব্রততীনাং আলীনাং চ মধ্যে আলীনাম্ এনাম্ অঙ্গনাং ব্যচিহ্নুত। ৩২।

অগপরাগপরা কলুষাক্ষি সুখার্থনভাগ্ অপরা কমিতুঃ অপরাক্ স্থিতিম্ আপ, অনয়া তথা এব ন পুমনে্ হৃতঃ ন (ইতি) ন, যা আননয়াননয়া (আসীৎ)। ৩৩।

কশ্চন আয়তয়া তয়া সমায়তয়া আগঃসু এব স্বম্ অনেন ব্যধিত, ঋজুমানসম্ আয়তয়া তয়া জীবনসমায় তস্মৈ ন অক্রোধি। ৩৪।

মানিনীজনে বিস্ময়দঃ অন্যঃ না (পুরুষঃ) অনেনাঃ অভবৎ (ইতি) যৎ অনেন অতিসুজনেন নানাবি উপবনম্ অনাবিস্খলনম্ অনাবি। ৩৫।

বঙ্গার্থ।—আর একটি ষোড়শী কুসুম-তরুর আলবালে গিয়া দাঁড়াইল এবং নবপল্লব-বিমণ্ডিত ঐ বৃক্ষের শোভাদর্শনে আনন্দে ভগমগ করিতে লাগিল। বৃক্ষমূলে দণ্ডায়মান ঐ তন্বী ঠিক একটি লতার ন্যায় শোভা পাইতেছিল। ৩১।

কোন পরিহাস-প্রিয়া কৃশাঙ্গী গিয়া লতাবলয়মধ্যবর্তিনী সখীদিগের মধ্যে যখন লুকাইল, তখন তাহার বল্লভ ঐ সখীগণের কলহাস্যে এবং ভ্রমরের গুঞ্জনে সখী ও লতা হইতে প্রণয়িনীকে চিনিয়া বাহির করিল। ৩২।

কোন কামিনীর নয়নে কুসুমিত বৃক্ষের পরাগ পড়ায় তাহা কলুষিত হইল, তখন সে চক্ষের পরাগ বাহির করাইবার সুখের লালসায় তাড়াতাড়ি গিয়া স্বীয় কান্তের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং এই এক কৌশলেই সেই নায়কের হৃদয় বশীভূত করিয়া লইল। কি করিয়া, কেমন ভঙ্গীতে নিজের মুখ পতির সম্মুখে ধরিতে হয়, সে বিষয়ে ঐ ললনার পরম নৈপুণ্য জন্মিয়াছিল। ২৩।

কোন কামী (দক্ষিণ-নায়ক) নিজের প্রণয়িনীর সমক্ষে নানা প্রকার ছল ও কপট চাটুবাক্যে, অপরাধ সত্ত্বেও নিজকে সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলিয়া প্রমাণ করিল। প্রিয়মুখের ঐ সকল স্তোক-বাক্যে ভুলিয়া সেই সরল-হৃদয়া ঐ অপরাধী প্রাণাধিকের উপর আর ক্রোধ প্রকাশ করিল না। ৩৩।

অন্য কোন অপরাধী পতি অভিমানিনী প্রিয়ার নিকটে নানাপক্ষিসমাকুল উপবনের এমনই প্রশংসা উচ্চকণ্ঠে জুড়িয়া দিল যে, তাহাতেই ঐ মানিনীর বিস্ময়ের অবধি রহিল না, সে অবাক্ হইয়া ঐ উপবনস্তুতি শুনিতে লাগিল, আর সেই অবসরে ক্রমে চতুর নায়কও আত্মাপরাধ ক্ষালন করিয়া লইল। ক্রমে মান ভাঙিয়া গেল। ৩৫।

জনাদসোঃ সমানতঃ পদাহতিং সমানতঃ।
পয়ো দধৌ সমানতঃ স্বমূর্দ্ধ্নি ভাসমানতঃ ॥ ৩৬ ॥
তমুচ্ছটোত্তমালয়া তয়া ভুবোত্তমালয়া।
অহারি শীতমালয়ানিলাবধূতমালয়া ॥ ৩৭ ॥
শ্রিতঙ্গসদারামাভিঃ প্রাপ্যেতি জনো বিহৃতিমুদারামাভিঃ।
আরাদারামাভিস্ফুরিতসরোজং সরস্তদারামাভিঃ ॥ ৩৮ ॥
কিমপঃ সরসীমা যা ধাম গুণামৃতপ্রসরসীমায়াঃ।
ক্রতমিতি সরসী মায়াতাক্তোভৈম্যা নলশ্চ সরসীমায়াৎ ॥ ৩৯ ॥
গতপঙ্কাঃ সারস্যঃ শ্রিয়োঽস্য জহ্রুর্মনোঽধিকাঃ সারস্যঃ।
অপি কোকাঃ সারস্থিতাঃ কুরর্য্যশ্চ হংসিকাঃ সারস্যঃ ॥ ৪০ ॥
কা ক্ষতিরস্তিমিতাভিঃ স্ফুটমস্তির্বিহৃতিরস্তিমিতাভিঃ।
অনতিতরস্তিমিতাভিঃ কমেত্য যদশঙ্কি ধৃতিভিরস্তিমিতাভিঃ ॥ ৪১ ॥

অন্বয়।—পয়ঃ অসোঃ সমানতঃ সমানতঃ সমানতঃ ভাসমানতঃ জনাৎ পদাহতিং সমানতঃ স্বমূর্দ্ধ্নি দধৌ ॥ ৩৬ ॥

তয়া উত্তমালয়া শীতমালয়ানিলাবধূতমালয়া ভুবা উত্তমালয়া তমুচ্ছটা অহারি ॥ ৩৭ ॥

জনঃ শ্রিতঙ্গসদারামাভিঃ রামাভিঃ সমা উদারাং বিহৃতিম্ ইতি প্রাপ্য তদা আরাৎ অভিস্ফুরিতসরোজং সরঃ আর ॥ ৩৮ ॥

ইমাঃ অপঃ কিং সরসি যা গুণামৃতপ্রসরসীমায়াঃ ধাম ইতি রমী মায়াত্যক্তঃ সঃ নলঃ ভৈম্যা চ ক্রতং সরসীম্ আয়াৎ ॥ ৩৯ ॥

গতপঙ্কাঃ অধিকাঃ সারস্যঃ শ্রিয়ঃ অপি সারস্থিতাঃ কোকাঃ কুরর্য্যঃ চ হংসিকাঃ সারস্যঃ সারস্য অস্য মনঃ জহ্রুঃ ॥ ৪০ ॥

অনতিতরস্তিমি কম্ এত্য ধৃতিভিঃ অস্তিমিতাভিঃ তাভিঃ অশঙ্কি যৎ অস্তিমিতাভিঃ মিতাভিঃ অদ্ভিঃ স্ফুটং বিহৃতিঃ কা ক্ষতিঃ অস্তি ॥ ৪১ ॥

বঙ্গার্থ।—কোন কামুক আবার প্রাণ-সমা, অভিমানিনী ও সৌন্দর্য্যগর্ব্বিতা প্রিয়ার স্পৃহণীয় পদাঘাত আনত-দেহে মাথা পাতিয়া ধারণ করিল ॥ ৩৬ ॥

কুসুম-সৌরভ-বাহী এবং সুশীতল মন্দ সমীরণের সংস্পর্শে একান্ত মনোহর উদ্যানবাটিকায় স্ব স্ব প্রিয়তমকে লইয়া বিলাসিনীগণ, স্বীয় সুরম্য ভবন পরিত্যাগপূর্ব্বক আমোদ-প্রমোদের জন্য গমন করিল ॥ ৩৭ ॥

কামিগণ এইরূপে স্থলপরিত্যাগপূর্ব্বক জলবিহারে প্রমত্ত হইল। কামীজন সেই মনোহর উদ্যানমধ্যবর্ত্তিনী রমণীদের সহিত পূর্ব্বোক্তরূপে অভিলাষানুরূপ বিহার করিয়া, নিকট-স্থিত প্রফুল্ল কমলদলশোভিত সরোবরে গিয়া উপস্থিত হইল ॥ ৩৮ ॥

তখন,—"অয়ি অনন্ত-গুণামৃতের প্রস্রবিণি! তুমি কি জলবিহারে যাইবে না"—বলিয়া, সরল, রসময় ও প্রিয়ংবদ নল সত্বর চরণে দময়ন্তীকে লইয়া সেই সরোবরে অবতীর্ণ হইলেন ॥ ৩৯ ॥

অপঙ্কিল এবং অতিপ্রবৃদ্ধ সেই সরোবরের নয়নরঞ্জিনী কান্তি ও সরসীমধ্যবর্ত্তিনী চক্রবাক্-কুররী-হংসী প্রভৃতি সেই মনোজ্ঞমূর্ত্তি নলের মন হরণ করিল ॥ ৪০ ॥

অতি প্রবল তিমি-মৎস্যাদি সেই সরোবরজলে থাকিলেও এবং স্বভাবভীরু কামিনীরা তথায় সমাগত হইয়া বিহার-বাসনায় একান্ত চঞ্চল হইলেও ঐ সকল জলজন্তুর ভয়ে নানা প্রকার আশঙ্কা করিতে লাগিল যে, যদি বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গভরে ঈষদান্দোলিত এই সরসীর জলে একটু বিহার করা যায়, তাহাতে এমন কি ক্ষতি? দেখা যাক্ না! ॥ ৪১ ॥

অলিমিলৎ পরাগতঃ সরোরুহাৎ পরাগতঃ।
মুখং মুদাপরাগতস্তদীয়মাপ রাগতঃ ॥ ৪২ ॥

অথ কামানলিনীনাং স্ত্রীণাং সংঘৈর্মনোরমা নলিনীনাম্।
বিধুততমা নলিনীনাম্পংক্তির্বিততান সংভ্রমানলিনীনাম্ ॥ ৪৩ ॥

সরঃ শ্রিয়োন্তরঙ্গতঃ সরোজনৃত্তরঙ্গতঃ।
ভয়ং মহত্তরঙ্গতস্তনূজনস্তরঙ্গতঃ ॥ ৪৪ ॥

অথ নীরাৎ সারসতঃ ফেনপরীতাদ্‌যথাম্বরাৎ সারসতঃ।
অতিমুখরাৎ সারসতস্তীরমিতা স্ত্রীততিশ্চিরাৎ সা রসতঃ ॥ ৪৫ ॥

স চোদয়াবলীনতঃ সমুৎপ্রভাবলীনতঃ।
নয়ন্ যযাবলীনত পদং জনো বলীনতঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়।—অলিঃ মিলৎপরাগতঃ অতঃ সরোরুহাৎ পরাগতঃ অপরাক্ তদীয়ং মুখং মুদা রাগতঃ আপ ॥ ৪২ ॥

অথ কামানলিনীনাং নলিনীনাং স্ত্রীণাং সংঘৈঃ বিধুততমা মনোরমা নলিনীনাং পংক্তিঃ অলিনীনাং সংভ্রমান্ বিততান ॥ ৪৩ ॥

সরঃ শ্রিয়ঃ অন্তরং গতঃ তনূজনঃ সরোজনৃত্তরঙ্গতঃ তরঙ্গতঃ মহত্তরং ভয়ং গতঃ ॥ ৪৪ ॥

অথ সা স্ত্রীততিঃ চিরাৎ সারসতঃ সারসতঃ, অতিমুখরাৎ সারসতঃ রসতঃ, ফেনপরীতাৎ নীরাৎ যথা অম্বরাৎ তীরং ইতাঃ ॥ ৪৫ ॥

স চ জনঃ বলীনতঃ অলীন্ নয়ন্ অতঃ উদয়াবলীগতঃ ইনতঃ সমুৎপ্রভাবলি পদং যযৌ ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গার্থ।—সুন্দরীবৃন্দ জলে নামিয়া যেমন ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন, অমনি রেণু-রঞ্জিত কমলদল পরিহারপূর্ব্বক ভ্রমরগণ উড়িয়া আসিয়া পুরোবর্ত্তী কামিনীকুলের মদরাগরঞ্জিত বদনে অনুরাগভরে বসিতে লাগিল ॥ ৪২ ॥

তার পর ঐ সকল কামার্ত্ত-হৃদয়া রমণী নলের সহিত যখন জলবিহার আরম্ভ করিলেন, তখন সরসী-স্থিত মনোরম কমলিনী-সমূহ আন্দোলিত হওয়ায় তদুপরিস্থিত ভ্রমরপঙ্‌ক্তি গুঞ্জন করিতে করিতে তাড়াতাড়ি চারিদিকে ছুটাছুটি আরম্ভ করিল ॥ ৪৩ ”

ঐ প্রকার বিহার-কালে সরোবরের শোভার আর শেষ রহিল না। আন্দোলিত সরসীবক্ষে তরঙ্গ-ভরে কমলদল যখন ঘন ঘন কাঁপিতে লাগিল, তখন কৃশাঙ্গীরা, জলে বুঝি কুম্ভীর আসিয়াছে—ভাবিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া পড়িলেন। কমলিনীদিগের নৃত্যরঙ্গভূমিস্বরূপ ঐ সরোবরের তদানীন্তন শোভা কি অপূর্ব্বই হইয়াছিল ॥ ৪৪ ॥

দীর্ঘকাল-ব্যাপী বিহারের পর ঐ রমণীরা জল হইতে তীরে উঠিলেন। সরসীর সেই সুনির্ম্মল জলে কলমুখর সারসগণ নিরন্তর সশব্দে খেলা করিতেছিল বলিয়া তাহার সুনীল বক্ষঃ ফেনপুঞ্জে ভরিয়া যাওয়ায়, মনে হইল, যেন আকাশে রাশি রাশি নক্ষত্র শোভা পাইতেছে ॥ ৪৫ ॥

ক্রমে সূর্য্যদেব উদয় হইতে অবলীন হইলে—অর্থাৎ অস্তগমনে উদ্যত হইলে জলবিহারিণী রমণীরাও আলোকপ্রভায় সমুদ্ভাসিত আপন আপন আবাসে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন। সুন্দরীগণ উদরের ত্রিবলী-ভারে ঈষৎ আনত হইয়া মন্থরপদে যেমন যেমন অগ্রসর হইতেছিলেন, তাঁহাদের দেহের অপূর্ব্ব সৌরভে আকৃষ্ট হইয়া ভ্রমরাবলীও অমনি আসিয়া তাঁহাদের উপর বসিতেছিল ॥ ৪৬ ॥

দিশ কামানঙ্গেহংমঙ্গো মদনেষুবিকৃতিমানঙ্গেহহম্।
ইতি পরমানঙ্গেহং নলঃ প্রিয়ামনয়দতিবিমানঙ্গেহম্॥ ৪৭॥
অরুণমহস্তেনেন প্রাপি চ সোঽহর্জৈর্গুণগ্রহস্তেনে ন।
ভাব্যমিহস্তেনেন স্ফুটমস্ত হি তদগতেঽংশুহস্তেনেন॥ ৪৮॥
যতোযতোযতোযতো রবের্মরীচিসঞ্চয়ঃ।
মহান্ধকারসঞ্চয়স্ততস্ততস্ততস্ততঃ ॥ ৪৯॥
ছাদিতরবিতানেন প্রাপি চ কালেন সম্বরবিতানেন।
জিতরুধিরবিতানেন ব্যোম্না চ স্ফুরিতমুড়ুভিরবিতানেন॥ ৫০॥
অথোদ্যতোম্বুরাজতঃ শ্রিয়ঃ খমাপ রাজতং।
যথা ঘটো ব্যরাজত স্মরাগ্রগঃ স রাজতঃ॥ ৫১॥
দধতং কালং কালং কালং কালং বিয়োগিনী শশিনন্তম্।
অধ্বগকালং কালং কালং কালং প্রসমীক্ষিতুম্প্রোদ্যন্তম্॥ ৫২॥

অন্বয়।—অঙ্গ! ইহংময়ঃ অহম্ অঙ্গে মদনেষু বিকৃতিমান্ (অস্মি)। কামান্ দিশ ইতি নলঃ প্রিয়াং পরমানঙ্গেহম্ অতিবিমানং গেহম্ অনয়ৎ॥ ৪৭॥

ইনেন অরুণমহস্তা প্রাপ্তি, সঃ চ গুণগ্রহম্ অস্তৈঃ ন তেনে, ইহ অস্ত হি অংশুহস্তে তদগতে অনেন স্তেনেন স্ফুটং ভাব্যম্॥ ৪৮।

যতঃ রবেঃ মরীচিসঞ্চয়ঃ যতঃ যতঃ যতঃ, ততঃ ততঃ ততঃ মহান্ধকারসঞ্চয়ঃ ততঃ॥ ৪৯॥

অনেন সম্বরবিতানেন জিতরুধিরবিতানেন অবিতানেন কালেন প্রচ্ছাদিতরবিতা প্রাপি, ব্যোম্না চ উড়ুভিঃ স্ফুরিতম্॥ ৫০।

অথ অম্বুরাজতঃ উদ্যতঃ সঃ (রাজা চন্দ্রঃ) স্মরাগ্রগঃ রাজতঃ ঘটঃ যথা (ইব) ব্যরাজত, খং রাজতঃ শ্রিয়ম্ আপ। ৫১।

কা বিয়োগিনী কালং কালং কালং কালং দধতম্ অধ্বগকালং কালং কালং প্রোদ্যন্তং তং শশিনং প্রসমীক্ষিতুম্ অলম্? (ন কাপি)॥ ৫২।

বঙ্গার্থ।—অয়ি প্রিয়ে দময়ন্তি! মদন-বিকারে আমার শরীর জর্জরিত। আমি এক্ষণে এই মনোভাবকে বিনাশ করিতে চাই, সুতরাং তুমি আমার সাহায্য কর, আমার অভিলাষ পূরণ কর, এই কথা বলিতে বলিতে নল তাঁহাকে আকাশ-চুম্বী সমুচ্চ প্রাসাদে লইয়া গেলেন। ঐ অট্টালিকার গাত্রভিত্তি হৃদয়ের উন্মাদ-বর্দ্ধক, মদনের নানাবিধ ক্রিয়াকলাপ-পূর্ণ চিত্রে শোভিত ছিল। ৪৭॥

সূর্য্যদেব গোধূলির অরুণরাগে সুরঞ্জিত হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সেই গুণ অর্থাৎ অরুণিমা কমলদলে আর সংক্রান্ত হইল না। (প্রাতঃসূর্য্যের অরুণ কিরণেই কমল প্রস্ফুটিত হয়)। এখন যদি সহস্রকিরণ তাঁহার কিরণ-রূপ কর কমলের দিকে প্রসারিত করেন, তবে তিনি পরস্বাপহারী তস্কর বলিয়াই প্রতিপন্ন হইবেন। ৪৮॥

সূর্য্যের কিরণ রাশি যে যে স্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইল, সেই সেই স্থানে প্রগাঢ় তিমিরজাল ছড়াইয়া পড়িল॥ ৪৯॥

দেখিতে দেখিতে সায়ংকাল সূর্য্যকে আবৃত করিয়া ফেলিল। বিহগকুল চারিদিকে কূজন আরম্ভ করিল ও সর্ব্বত্র কেমন একটা সারক্ত আভায় ছাইয়া গেল। মেঘগণ পালে পালে ঘরে ফিরিতে লাগিল এবং আকাশে অসংখ্য তারকা হাসিয়া উঠিল। ৫০॥

অনন্তর জলনিধি হইতে ধীরে ধীরে চন্দ্র উদিত হইলেন। মনে হইল যেন, জগজ্জয়ী কন্দর্পের রজতকুম্ভ শোভা পাইতেছে। আকাশ দ্বিজরাজের অভ্যুদয়ে অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিল। ৫১॥

কৃষ্ণবর্ণ কলঙ্করূপ অলঙ্কারধারী, বিরহী পথিকদিগের সাক্ষাৎ যমতুল্য, প্রতিরাত্রিতে সমুদিত সুধাকরকে কোন বিরহিণীই দেখিতে পারিল না। বসন্তের চন্দ্র এতই হৃদয়োন্মাদক। ("কালং কালং কালং কালং"—কালং—কৃষ্ণবর্ণং, "কালংকালংকালং"—কলঙ্ক এব কালঙ্কঃ, অলঙ্কারঃ—অলঙ্কার ইত্যর্থঃ র লয়োরভেদঃ। কালঙ্কশ্চাসৌ অলঙ্কারশ্চেতি কালঙ্কালঙ্কারঃ কলঙ্করূপালঙ্কারঃ,—"কালং" কৃষ্ণবর্ণং, "কালঙ্কালঙ্কালং" "দধতং" ধারয়ন্তং "শশিনম্"—ইত্যর্থঃ)। ৫২।

ক্ষরত্তুষারশীকরাঃ প্রবুদ্ধকৈরবাকরাঃ ।
ততো জজৃম্ভিরে করা জগৎসু শার্ব্বরীকরাঃ ॥ ৬৩ ॥
বধূস্তদানুনিন্থিরে নয়েন যেন যেন যে।
বশং নরোঽনয়ন্ সমুন্নতেন তেন তেন তে ॥ ৫৪ ॥
সহাসহাবমাদরৈঃ সহাসহাঃ স্মরস্ত তে।
সুরাসুরা যথামৃতে সুরাসু রাগমাদধুঃ ॥ ৫৫ ॥
মধু প্রপীয় চাভবন্নতানতা ন তা ন তাঃ।
রমারমার মারমাকুলে জনেঽত্র হালয়া ॥ ৫৬ ॥
ভ্রমরৈর্ব্রাগতান্তানি প্রপীয় চ মধূনি সানুরাগস্তানি।
দত্তনিরাগন্তানি প্রাপচ্ছয়নঞ্জনস্তরাগন্তানি ॥ ৫৭ ॥
সসম্ভ্রমহেলাভিঃ স্ফুরিতগুণাভিস্ততঃ পরমহেলাভিঃ।
শ্রীঃ প্রবরমহেলাভিস্তথৈব যুবপঙ্ক্তিভিঃ পরমহেহলাভি ॥ ৫৮ ॥

অন্বয়।—ততঃ ক্ষরত্তুষার-শীকরাঃ প্রবুদ্ধ-কৈরবাকরাঃ শার্ব্বরীকরাঃ করাঃ জগৎসু জজৃম্ভিরে ॥ ৫৩ ॥

তদা যে নরাঃ (নৃ-বহু) যেন যেন নয়নে বধূঃ অনুনিন্থিরে তে তেন তেন সমুন্নতেন বশম্ অনয়ন্ ॥ ৫৪ ॥

স্মরস্ত অসহাঃ তে সহাসহাবম্ আদরৈঃ সহ সুরাসু সুরাসুরাঃ অমৃতে যথা রাগম্ আদধুঃ ॥ ৫৫ ॥

তাং তাঃ মধু প্রপীয় চ নতানতাঃ অভবন্, মারমাকুলে অত্র জনে হালয়া রমা অরম্ আর ন, ইতি (আর এব) ॥ ৫৬ ॥

সানুরাগঃ অরাগঃ জনঃ দত্তনিরাগন্তানি ভ্রমরৈঃ প্রাক্ অস্তানি তানি মধূনি প্রপীয় চ তানি শয়নং প্রাপৎ ॥ ৫৭ ॥

ততঃ সসম্ভ্রমহেলাভিঃ স্ফুরিতগুণাভিঃ পরমহেলাভিঃ প্রবরমহেলাভিঃ তথা এব যুবপংক্তিভিঃ পরমহে শ্রীঃ অলাভি ॥ ৫৮ ॥

বঙ্গার্থ—তার পর, হিমশীকরবাহী ও কুমুদাকরের প্রবোধনকারী নিশাপতির কিরণজাল জগতের সর্ব্বত্র হাসিয়া উঠিল ॥ ৫৩ ॥

চন্দ্র মরীচিজালে জগৎ হাসিয়া উঠার পর, বিকল-হৃদয় নায়কগণ যেভাবে অনুনয়-বিনয় করা দরকার, ঠিক সেইভাবে বধূদিগের নিকট অনুনয় করিতে লাগিলেন, এবং ক্রমে সেই অনুনয়চাতুর্য্যের দ্বারা অবশ কামিনীদিগকে বশীভূত করিয়া লইলেন ॥ ৫৪ ॥

দুঃসহ কন্দর্প-শরে একান্ত অসহিষ্ণু হইয়া নায়কগণ, সহাস্যবদনে ও নানাপ্রকার হাবভাবের সহিত, সুরাসুর-গণ যেমন অমৃত পানে উন্মত্ত হন, তদ্রূপ একান্ত আদর-সহকারে সুরাপানে প্রবৃত্ত হইলেন ॥ ৫৫ ॥

সেই মদ্যপানের ফল অতি চমৎকার হইল! যে সকল ভামিনী অভিমানভরে নায়কের অবাধ্য হইয়াছিলেন, তাঁহারা একান্ত বাধ্য হইয়া পড়িলেন; আবার যাঁহারা নায়কের বশংবদ ছিলেন, মদ্যপানের ফলে, তাঁহারা যার-পর-নাই উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিলেন। হৃদয়ে উদ্রিক্ত কন্দর্পের, সৌন্দর্য্যে রমণীসমূহের এতই শ্রী জন্মিল যে, তদ্দর্শনে, মদ্যপানের ফলে শোভাদেবী যেন নিমিষের মধ্যে শতগুণ বাড়িয়া উঠিলেন বলিয়া মনে হইল ॥ ৫৬ ॥

মদ্যপূর্ণ চষকগুলির উপর অনেক ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল। কামিনীদের সহিত কামিগণ, অনুরাগভরে তাড়াতাড়ি যেমন সেই মদ্য পান করিতে গেলেন, অমনি ঐ ভ্রমরগুলিও উড়িয়া পলাইল। সুরার প্রভাবে, সকলেই সকলের সব অপরাধ ভুলিয়া গিয়া বিস্তৃত শয্যার আশ্রয় লইলেন ॥ ৫৭ ॥

তার পর, স-সাগরা ধরণীর মধ্যে উপভোগকর গুণ-গরিমায় সর্ব্বাতিশায়িনী, নানাপ্রকার লীলাবিলাসাদিতে পারদর্শিনী ঐ সকল বরকামিনীরা এবং তাঁহাদের সহচর যুবকবৃন্দ মদন-মহোৎসবে প্রমত্ত হইয়া অপূর্ব্ব শ্রীলাভ করিলেন ॥ ৫৮ ॥

তয়ার্দ্রধীরমায়য়া মুদামনারমায়য়া
নলো বিহারমাযযাবধঃকৃতা রমা যয়া ॥ ৫৯ ॥
সাশঙ্কামায়াসীৎ কৃতিনী ভৈমী নলস্য কামায়াসীৎ।
কামনিকামায়াসী হ্যুতিস্তদিষ্টাং স চাধিকামায়াসীৎ ॥ ৬০ ॥
ইতি সা নামায়ানাং নলঃ কলিভুবাং বলেন নানামায়ানাম্।
ব্যসনানামায়ানামিধিররমত্রাজ্যজন্মনামায়ানাম্ ॥ ৬১ ॥
স্বয়ংবরাদনন্তরং মহী মহীমহীনধীঃ।
ররক্ষ নৈষধস্তদাররাজ রাজরাজরাঃ ॥ ৬২ ॥

ইতি শ্রীকালিদাসকৃতে নলোদয়ে সৎকাব্যে দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ।

অন্বয়।—যয়া রমা অধঃকৃতা, অমায়য়া মুদাম্ অনায়মায়য়া তয়া আর্দ্রধীঃ নলঃ বিহারম্ আযযৌ। ৫৯।

সা ভৈমী অশঙ্কা অমায়া কৃতিনী আসীৎ, নলস্য কামায় আসীৎ, কামনিকামায়াসী স চ তদিষ্টাম্ অধিকাং হ্যুতিম্ আয়াসীৎ। ৬০।

ইতি বলেন রাজ্যজন্মনাম্ আয়ানাম্ অয়ানাং নিধিঃ সা নলঃ নানামায়ানাং কলিভুবাং ব্যসনানাম্ আয়ানাম্ অরমৎ নাম ॥ ৬১ ॥

রাজরাজরাঃ অহীনধীঃ মহী নৈষধঃ তদা স্বয়ংবরাদনন্তরং মহীং ররক্ষ ররাজ। ৬২ ॥

বঙ্গার্থ।—রূপ এবং গুণের দ্বারা যিনি লক্ষ্মীকেও পরাজিত করিয়াছেন, সেই সরলা ও চিরানন্দময়ী দময়ন্তীর সহিত, স্নিগ্ধহৃদয় নল বিহার আরম্ভ করিলেন। ৫৯।

নিঃশঙ্ক-হৃদয়া সরলা দময়ন্তী তদীয় প্রিয়কর প্রিয়তম নলের সমভিব্যাহারে সর্ব্বাংশে কৃত-কৃতার্থ হইয়াছিলেন। দময়ন্তীকে পাইয়া নলেরও অন্তরের সকল সাধ পরিপূর্ণ হইয়াছিল। মদনের উৎপীড়নে ব্যতিব্যস্ত হইয়া নল দময়ন্তীর সহিত নানারূপ ক্রীড়ারস অনুভব করিতে লাগিলেন। পরস্পরের সংসর্গে তাঁহাদের পরস্পরের শোভা যেন শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। ৬০।

এইভাবে মহারাজ নল নানাপ্রকার আনন্দরস অনুভব করিতে লাগিলেন। কিন্তু বেশী দিন তাঁহার ভাগ্যে এ সুখ টিকিল না। নানা কাপট্যের আধার কলির আক্রমণ-জনিত বহুবিধ দুর্ব্বিপাক আসিয়া তাঁহার সব সুখ ধ্বংস করিল। বাহুবলে রাজ্যের নানারূপে ধনাগম তাঁহার দ্বারা সংসাধিত হইয়াছিল। নীতি ও মঙ্গলকর কার্য্যের অনুষ্ঠানের দ্বারা তিনি পরম সৌভাগ্য-সম্পন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু এক কলির আক্রমণে তাঁহার ঘোর বিড়ম্বনা ঘটিয়াছিল। ৬১।

সতত উৎসব-সম্পন্ন, বিশালবুদ্ধি ও ধনসম্পদে কুবের তুল্য নল স্বয়ম্বরের পর পৃথিবীপালনে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার শোভা শতগুণ বর্দ্ধিত হইল। ৬২।

দ্বিতীয় সর্গ সমাপ্ত।

তৃতীয়ঃ সর্গঃ

অথ সুরবৃষভাঃ স্বরতঃ প্রেক্ষ্য কলিং প্রস্থিতা মহাস্তাম্বরতঃ।
যঃ কৃতিষু শুভাম্বরতঃ পপ্রচ্ছুস্তদগতিঙ্ঘননিভাঃ স্বরতঃ ॥ ১ ॥
যশসামায়ামিতয়া স্তুতঃ প্রিয়া ভীমদুহিতৃমায়ামিতয়া।
তদধিগমায়ামিতয়া স্পৃহয়াত্র মনুষ্যমাযামি তয়া ॥ ২ ॥
ইতি বিকলোমায়ায়াস্তদুক্ত উচে জনোঽমলো মা যায়াঃ।
শুভশীলোঽমায়ায়াঃ স্থিতো নলোঽস্যা বরোঽনুলোমায়ায়াঃ ॥ ৩ ॥
বচ ইতি বস্বাদিভ্যঃ শ্রুত্বা কলিরুৎসবাসবস্বাদিভ্যঃ।
মখসর্ব্বস্বাদিভ্যশ্চুকোপ দোষাৎ স মদভুবঃ স্বাদিভ্যঃ ॥ ৪ ॥
প্রবলতমানবলত যা সংযোজ্য নলে সুরোত্তমানবলতয়া।
তেনামা নবলতয়া তরুণেব তয়াস্ততাং ন মানবলতয়া ॥ ৫ ॥

অন্বয়।—অথ অতঃ হাম্বরতঃ মহাৎ স্বর প্রস্থিতাঃ স্বরতঃ ঘননিভাঃ সুরবৃষভাঃ কলিং প্রেক্ষ্য তদ্গতিং পপ্রচ্ছুঃ যঃ শুভায় কৃতিষু অরতঃ (আসীৎ)। ১ ॥

যশসাম্ আয়ামিতয়া ভীমদুহিতৃমায়াম্ ইতয়া তয়া প্রিয়া স্তুতঃ তদধিগমায় অমিতয়া স্পৃহয়া অত্র মনুষ্যম্ আযামি। ২ ।

ইতি তদুক্তঃ অমলঃ জনঃ উচে মা যায়াঃ, শুভশীলঃ নলঃ বিকলোমায়ায়াঃ অমায়ায়াঃ অনুলোমায়ায়াঃ অস্যাঃ বরঃ স্থিতঃ ॥ ৩ ॥

সঃ ইভ্যঃ কলিঃ উৎসবাসবাদিভ্যঃ মখসর্ব্বস্বাদিভ্যঃ বস্বাদিভ্যঃ ইতি বচঃ শ্রুত্বা মদভুবঃ স্বাৎ দোষাৎ চুকোপ ॥ ৪ ॥

যা প্রবলতমান্ সুরোত্তমান্ অবলতয়া সংযোজ্য নলে অবলত তয়া মানবলতয়া নবলতয়া তরুণা ইব তেন অমা ন আস্তাম্। ৫ ।

বঙ্গার্থ।—স্বয়ংবরের পর, কণ্ঠস্বরে জলদসদৃশ দেবগণ সেই নানাপ্রকার আমোদ-প্রমোদে দেদীপ্যমান মহোৎসব হইতে স্বর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন এবং পথিমধ্যে, সর্ব্ববিধ সৎকার্য্যের পরিপন্থী কলিকে দেখিতে পাইয়া "কোথায় যাইতেছ" বলিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। ১।

প্রত্যুত্তরে কলি বলিল, "রূপগুণে পরমযশস্বিনী ভীমনন্দিনী দময়ন্তীর দেহ আশ্রয় করিয়া অর্থাৎ দময়ন্তীরূপে স্বয়ং লক্ষ্মী ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তাঁহার জন্য আমি অত্যন্ত উন্মনা হইয়াছি এবং তাঁহাকেই লাভ করিবার আশায় আজ মর্ত্যলোকে চলিয়াছি" ॥ ২ ।

কলি এই কথা বলিলে সেই অমল (অমর, র-ল তুল্য) লোক, অর্থাৎ অমরগণ কহিলেন—আর বৃথা ওথায় যাইও না। সেই পরম-সৌভাগ্য-শালিনী এবং উমা অপেক্ষাও সর্ব্বাংশে বরেণ্যা সরলা দময়ন্তী নলকেই পতিত্বে গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং তোমার যাওয়া বৃথা ॥ ৩ ॥

স্বয়ংবরোৎসবের নানাবিধ আনন্দরস-পানে প্রহৃষ্ট-হৃদয়, যজ্ঞাংশভাক্ দেবতাদিগের মুখে, নলদময়ন্তীর এই স্বয়ংবর-সংবাদ শ্রবণপূর্ব্বক, মদান্ধ কলি, স্বীয় স্বভাব-সুলভ পরাপকার-প্রবৃত্তির বশে অত্যন্ত ক্রোধান্বিত হইয়া উঠিল ॥ ৪ ।

এবং কলি কহিল, প্রবল-শক্তি দেবশ্রেষ্ঠদিগকে দুর্ব্বল জ্ঞান করিয়া যে দময়ন্তী দুর্বুদ্ধি-বশে মানবে অনুরাগিণী হইয়াছে, অচিরোৎফুল্লা লতা যেমন তরুণ-তরুর সহিত মিলিয়া থাকে, সেইরূপ নলের সহিত মিশিয়া থাকিতে আমি কখনই তাহাকে সুযোগ দিব না। সে কদাচ নলের সহিত সুখে ঘর সংসার করিতে পারিবে না ॥ ৫ ।

ইতি বলবানন্তরতঃ কলিঃ কিলৈতজ্জগাদ বানন্তরতঃ।
অবহিতবানন্তরতঃ সমৃদ্ধিষু নলস্য বিবিশিবানন্তরতঃ॥ ৬॥
সোঽথ সদারোদরতঃ পুষ্করবিজিতো নলঃ সদা রোদরতঃ।
ব্যাজাদ্দারোদরতঃ স্বপুরান্নির্যাতবানুদারোদরতঃ॥ ৭॥
অসমানানাহারিঃ শৈনং শঙ্কাংশ্চ কিমমুনা নাহারি।
অপি তেনানাহারি ভ্রান্তভূষণমপাস্য নানাহারি॥ ৮॥
শুচমকরোদস্তস্য ভ্রমন্নলঃ পথি পদং সরোদন্নস্য।
ন চ পুনরোদস্তস্য ত্রাণায়াভূৎ পরস্পরোদস্তস্য॥ ৯॥
নাস্য রমা রমা নাবাসস্তচ্চ খগা জহ্রুরর্থ্যমানা বাসঃ।
অপি মদমানাবাস স্বরোষজলধিস্তরম্ ক্ষমানাবা সঃ॥ ১০॥

অন্বয়।—ইতি বলবান্ কলিঃ কিল এতৎ জগাদ অতঃ অন্তরতঃ সমৃদ্ধিষু অবহিতবান্ বানং-তরতঃ নলস্য অন্তরতঃ অন্তঃ বিবিশিবান্। ৬।

অথ সঃ নলঃ দারোদরতঃ ব্যাজাৎ পুষ্করবিজিতঃ সদা রোদরতঃ সদারঃ দরতঃ উদারোদরতঃ স্বপুরাৎ নির্যাতবান্। ৭।

অরিঃ এনম্ অসমানান্ শঙ্কান্ আহ স্ম চ, অমুনা কিং ন অহারি অপি তেন হারি নানা ভূষণম্ অপাস্য অনাহারি ভ্রান্তম্। ৮।

পথি নলঃ সরোদং পদং ন্যস্য ভ্রমন্ অস্তস্য শুচম্ অকরোৎ, পুনঃ পরোদস্তস্য ওদন্তস্য অস্য পরং ত্রাণায় ন চ অভূৎ। ৯।

অস্য ন রমা রমা ন আবাসঃ অপি খগাঃ অর্থ্যমানাঃ তৎ চ বাসঃ জহ্রুঃ ক্ষমানাবা স্বরোষজলধিং তরন্ মদমানৌ আস। ১০।

বঙ্গার্থ।—প্রবল-শক্তি কলি উক্তরূপ অভিশাপ প্রদানপূর্ব্বক, নলের দেহে প্রবেশ করিবার জন্য, তাঁহার গতিবিধি ও ক্রিয়া-কলাপের ছিদ্র অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইল এবং বনবিহাররত নলের হৃদয়ে প্রবেশ করিয়া তাঁহার সর্ব্বনাশসাধনে বদ্ধ-পরিকর হইল। ৬।

স্বদেহে কলির প্রবেশের পর, নল স্বীয়-ভ্রাতা পুষ্কর কর্ত্তৃক কপট-পাশায় পরাজিত হইয়া, মনঃপীড়ায় অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে ভার্য্যা দময়ন্তীকে লইয়া, স্বকীয় সমৃদ্ধি-শালিনী রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। ৭।

পরম শত্রু পুষ্কর নলকে নানাপ্রকার কটূকাটব্য প্রয়োগে ভৎর্সনা করিল এবং নলের যথাসর্ব্বস্ব কাড়িয়া লইল। হতভাগ্য নল বহুমূল্য মনোহর রাজ-ভূষণ পরিত্যাগ-পূর্ব্বক, অনাহারে বনে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ৮।

কণ্টকাকীর্ণ বন-পথে সজল-নয়নে পদক্ষেপপূর্ব্বক নল যখন ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন, তখন তাঁহাকে দেখিয়া অন্যেও অশ্রু-সংবরণ করিতে পারে নাই। ক্ষুৎ পিপাসায় একান্ত কাতর নলের কেহই কোনরূপ সাহায্য করে নাই। সারা দিন নিরাহারেই তিনি কাটাইতেন। ৯।

দময়ন্তীর পরিহিত বস্ত্রের কিয়দংশ পরিধান-পূর্ব্বক, স্ববস্ত্র, হংস ধরিবার বাসনায় যখন তাহার উপর নল নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তখন সেই নল-বসনখানি লইয়া ঐ হাঁসটি উড়িয়া গিয়াছিল।—এই প্রসিদ্ধি উপজীব্য করিয়া, নলোদয়ের কবি বর্ত্তমান কবিতাটি লিখিয়াছেন।—

নলের সেই মনোহারিণী রাজ-লক্ষ্মী বা রাজোচিত আবাস-ভবন—কিছুই ছিল না। যে সামান্য একখণ্ড পরিধেয় বসনমাত্র ছিল, তাহাও কলিমায়া-জাত হংসগণ দময়ন্তী কর্ত্তৃক, ক্রীড়ার নিমিত্ত আনয়ন করিবার জন্য বার বার প্রার্থিত হইয়া হরণ করিয়া লইয়াছিল। কিন্তু এতত্তেও মনস্বী নলের ক্রোধ জন্মিল না। তিনি ক্ষমারূপ জল-যানের দ্বারা স্বকীয় ক্রোধরূপ সিন্ধু উত্তীর্ণ হইলেন এবং সর্ব্বপ্রকার ঐশ্বর্য্যমদ ও আত্মাভিমান দূরে ছুঁড়িয়া ফেলিলেন। ১০।

তাপশতেন বসা নৌ ভ্রবেদিতীমৌ নগাবৃতে নবসানৌ।
চেলান্তেন বসানৌ চেরতুরেকেন পর্ব্বতেঽনবসানৌ॥ ১১॥
তদ্বাসঃ স্বাপায়াস্নীতিরিয়ং চেতি বিপদি সস্বাপায়াম্।
নিজবাসঃ স্বাপায়াস্নিকৃত্য তামমুঞ্চদিহ স স্বাপায়াম্॥ ১২॥
বভ্রামানন্তেন শ্রমেণ কলিনা বিধূয়মানন্তেন।
স হি রিপুমানন্তেনঃ স্বভাগ্যদোষাঃ ক সমহিমানন্তেন॥ ১৩॥
মৃগকুলমারসদাবিশ্রমমভিতাপাতুরো মমার সদা বিঃ।
স্ফুরিততমা রদসা বিস্তৃতা নগা যত্র বিপিনমার স দাবি॥ ১৪॥
শোকভরোদন্তেন শ্রুতঃ স চ নলাভ্রবেতি রোদন্তেন।
কৃত্রিমকরোদন্তেন স্বয়মিত্যুচে ভয়ং পুরোঽদন্তেন॥ ১৫॥

অন্বয়।—তাপশতেন নৌ বসা শ্রবৎ ইতি একেন চেলান্তেন বসানৌ অনবসানৌ ইমৌ নগাবৃতে নবসানৌ পর্ব্বতে চেরতুঃ। ১১।

সঃ বিপদি ইয়ং চ নীতিঃ ইতি স্বাপায়াং সস্বাপায়াং স্বাপায়াং তাং নিজবাসঃ স্বাপায়াৎ তদ্বাসঃ নিকৃত্য ইহ অমুঞ্চৎ। ১২।

রিপুমানন্তেনঃ সঃ তেন কলিনা শ্রমেণ অনন্তেন বিধূয়মানঃ বভ্রাম, হি তে স্বভাগ্যদোষাঃ ক সমহিমানঃ ন॥ ১৩।

স দাবি বিপিনম্ আর, যত্র মৃগকুলম্ অবিশ্রমম্ আরসৎ, বিঃ সদা অভিতাপাতুরঃ মমার, নগাঃ বিস্তৃতাঃ স্ফুরিততমাঃ রদসাঃ (অভবন্)। ১৪।

তেন শোকভরোদন্তেন চ নল আভ্রব ইতি রোদঃ শ্রুতঃ সঃ চ কৃত্রিম্ অকরোৎ অন্তেন তে ন অদঃ ভয়ম্ ইতি স্বয়ং পুরঃ উচে। ১৫।

বঙ্গার্থ।—তাপের প্রাবল্যে আমাদের মেদ-মাংস প্রভৃতি গলিয়া যাইতে পারে, এই আশঙ্কায়, একখানি বস্ত্রে পতিপত্নী উভয়ের দেহ আবৃত করিয়া, তাঁহারা উভয়েই অতিকষ্টে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পাইলেন এবং নানাবৃক্ষ-বেষ্টিত ও অভিনব সানুদেশ-বিরাজিত পর্ব্বতে বিচরণ করিতে লাগিলেন। ১১।

কলির আক্রমণে নলের এমনই মতিভ্রংশ ঘটিয়াছিল যে "বর্ত্তমান ঘোর বিপদে এইরূপ নীতিই সর্ব্বথা অবলম্বনীয়"—মনে করিয়া তিনি এই বনমধ্যে নিদ্রিতা দময়ন্তীর দেহাবরক বস্ত্রের কিয়দংশ ছিঁড়িয়া রাখিয়া, সুপ্তা সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। দময়ন্তী তথায় একা পড়িয়া রহিলেন। ১২।

শত্রুকুলের গর্ব্বাপহারী নল সেই দুর্দ্ধর্ষ কলি-কর্তৃক সংঘটিত নানারূপ দুঃখ-বিড়ম্বনায় একান্ত বিধুর হইয়া ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। হায়! পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্মের ফলাফল সকলকেই ভোগ করিতে হয়। যিনি যত বড়ই হউন না কেন, স্বকর্মের ফলভোগ এড়াইতে পারেন না। নতুবা সসাগরা-ধরণীর অধীশ্বর রাজ্যচ্যুত হইয়া আর এ দশায় পড়িবেন কেন? । ১৩।

নল সেই দাবানলময় বিপিনে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, মৃগসমূহ একান্ত পরিশ্রম-নিবন্ধন আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতেছে; বিহঙ্গকুল তাপাতিশয়ে কাতর হইয়া ছটফট করিতেছে, বিশাল বনরাজি অগ্নিদাহে পুড়িতে পুড়িতে এক অতি ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। ১৪;

নানা দৈবদুর্ব্বিপাকে নলের জীবন তদীয় শরীর হইতে উদ্‌ভ্রান্ত হইয়াছিল। সেই অবস্থায় তিনি শুনিলেন—"নল, এই দিকে এস" বলিয়া কে যেন রোদন করিতেছে। শুষ্ক বনে সূর্য্য-সম প্রভাব নল "হে অনাথ! তোমার ভয় নাই"—বলিতে বলিতে তাড়াতাড়ি সেই দিকে ছুটিয়া গেলেন। (ঐ রোদন কর্কোটক নাগ করিতেছিল)।। ১৫।

ক ভবান্ শংসতস্ত্বাপদমিত্যাশ্রয়োঽনুশংসতস্থ।
তদ্দেশং সত্বস্ত প্রাপ নলঃ সত্বরো ভূশং সত্বস্ত॥ ১৬॥
অথ পবনাশময়স্তং কাপি দবাগ্নৌ দদর্শ নাশময়ন্তম্।
স্ববলেনাশময়ন্তং রুজমজিঘৃক্ষচ্চ পুনরনাশময়ন্তম্॥ ১৭॥
স চ ধৃতনাগস্তেন স্ববিষেণ বিরূপিতো মনাগস্তেন।
সহিতোঽনাগস্তেন প্রোক্তশ্চাত্মাস্তু বেদনাগস্তে ন॥ ১৮॥
স্যাত্তরসা কল্যাস্তে বপুরমুনাস্তেন বাসসা কল্যাস্তে।
যে যশসা কল্যন্তে গুণোদয়ৈর্দ্দধতি ভূতিসাকল্যন্তে॥ ১৯॥
অপি চ বিনামানেন শ্রয়ণীয়ঃ সর্ত্তুপর্ণনামানেনঃ।
স্বাঙ্গেনামানেন স্যুর্ব্বিপদো ন হি নৃপাং ক নামানেন॥ ২০॥

অন্বয়।—অনুশং সত্বস্থ আশ্রয়ঃ সঃ তু নলঃ ভূশং সত্বরঃ অস্ত সত্বস্ত তং দেশং প্রাপ ক ভবান্ শংসতু আপদম্ অস্ত তু ইতি উবাচ। ১৬।

অথ অয়ং কাপি দবাগ্নৌ নাশম্ অয়ন্তং স্ববলেন রুজম্ অশময়ন্তম্ অনাশং তং পবনাশং দদর্শ চ পুনঃ অজিঘৃক্ষৎ॥ ১৭।

ধৃতনাগঃ সহিতঃ স চ মনাক্ অস্তেন অনাগস্তেন তেন স্ববিষেণ বিরূপিতঃ প্রোক্তঃ তে চ আত্মা বেদনাগঃ অস্তু ন॥ ১৮।

অমুনা আস্তেন বাসসা তে বপুঃ কল্যাস্তে তরসা কল্যং স্যাৎ, যে যশসা কল্যন্তে, তে গুণোদয়ৈঃ ভূতিসাকল্যং দধতি। ১৯।

অনেনঃ অনেন মানেন বিনা অপি চ সঃ ঋতুপর্ণনামা অনেন স্বাঙ্গেন অমা শ্রয়ণীয়ঃ হি নৃপাং ক নাম বিপদঃ ন স্যুঃ। ২০।

বঙ্গার্থ।—পরম করুণাময় নল, ঐ আর্ত্তধ্বনিশ্রবণে অতি সত্বর গিয়া উহার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং "কে তুমি, বল, তোমার কি হইয়াছে, ভয় নাই, স্থির হও" বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিতে লাগিলেন। ১৩।

নিকটে গমন করিয়া নল দেখিলেন, কর্কোটক নাগ কোথায় যেন দাবানলে দগ্ধ হইয়া দাহ যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে পারিতেছে না। সে প্রায় মুমূর্ষু, বাঁচিবার আশা খুবই কম। দয়ালু নল তাহাকে ধারণ করিতে ইচ্ছা করিলেন। ১৭।

জীবহিতৈষী নল সেই দাহকাতর সর্পকে ধরিয়া যেমন সামান্য একটু ঝাড়া দিয়া দূরে সরাইয়া দিতে গেলেন অমনি ঐ বিষধর তাঁহাকে দংশন করিল। আশীবিষের বিষের জ্বালায় নল যেন কেমন কালো এবং ছোট্ট হইয়া গেলেন। নল বলিয়া তাঁহাকে আর চিনিবার উপায় রহিল না। দংশনকারী সর্প কহিল—তোমাকে দংশন করিয়াছি বটে, কিন্তু ইহার জন্য তোমার কোনরূপ জ্বালা-যন্ত্রণা হইবে না। (নলের হৃদয়গত এই জাপ্য বিষেই জর্জ্জরিত হইয়া কলি নলের দেহ ছাড়িয়াছিল)। ১৮।

কর্কোটক আরও কহিল,—নল! আমি তোমাকে এ বস্ত্রখণ্ড দিচ্ছি, ইহার মাহাত্ম্যে, এই বসন গ্রহণের পর, তোমার দেহ কলির প্রভাববিমুক্ত হইবে। তোমার সকল আপদ কাটিয়া যাইবে। যাঁহারা যশের আশ্রয় হন,—ক্রমে সকল প্রকার গুণ একে একে আসিয়া তাঁহাদিগকে বরণ করে এবং তদ্দ্বারা ক্রমে তাঁহারা সর্ব্ববিধ অভ্যুদয়ের ভাজন হইয়া থাকেন। তুমিও হইবে। ১৯।

কর্কোটক কহিল,—রাজন্! তোমার কোন পাপ নাই। তুমি বিষদাহে অতি ছোট হইয়া গিয়াছ, তা' হও। সর্ব্ববিধ অভিমান পরিত্যাগপূর্ব্বক এই ক্ষুদ্র দেহেই তুমি ঋতুপর্ণের আশ্রয় গ্রহণ কর গিয়া। নল! মানুষের বিপদের কি শেষ আছে? সে জন্য দুঃখ করিও না। ২০।

ব্রজ সুখমায়াহীনশ্রীরিত্যন্তর্হিতঃ শমায়াহীনঃ
স্নিগ্ধো মায়াহীনঃ স্যাজ্জনতায়াঃ ক নোত্তমায়াহীনঃ ॥ ২১ ॥
প্রীতিবশাদনবনতঃ কৃত্বা তদ্বসনমাত্মসাদনবনতঃ।
বহুমাংসাদনবনতঃ সোঽস্মাদৃতুপর্ণমাসসাদ ন বনতঃ ॥ ২২ ॥
অকৃত মুদা যন্তারন্তমমনুত সোঽধ্বনো যদা যন্তারম্।
ধ্বনিসমুদায়ন্তারন্দধতোঽস্য হয়াশ্চ তন্তদায়ন্তারম্ ॥ ২৩ ॥
অথ সহসা দময়ন্ত্যা সাদময়ন্ত্যাত্মশর্ম্ম নিদ্রা মুমুচে।
জীবিতসাদময়ন্ত্যা সাদময়ন্ত্যাগমকৃত স চ যদা তস্যাঃ ॥ ২৪ ॥
সাত্র সসাদা রামা সীতেব ত্রাসমাসসাদারামা।
যা প্রাসাদারামাণ্যুপেতা ভর্ত্রা রতিং রসাদারামা ॥ ২৫ ॥
তত্র পদে ব্যালীনামথ বিভ্রান্তং বনে চ দেব্যালীনাম্।
তরুবৃন্দে ব্যালীনাস্ততিন্দধানে তয়াস্পদে ব্যালীনাম্ ॥ ২৬ ॥

অন্বয়।—শমায় ব্রজ, সুখম্ আয়াহি, ইতি (উক্ত্বা) ইন-শ্রীঃ অহীনঃ অন্তর্হিতঃ, হি উত্তমায়াঃ জনতায়াঃ মায়াহীনঃ ইনঃ স্নিগ্ধঃ ক ন স্যাৎ। ২১ ॥

সঃ প্রীতিবশাৎ অনবনতঃ তদ্বসনম্ আত্মসাৎ কৃত্বা অস্মাৎ অনবনতঃ বহুমাংসাদনবনতঃ বনতঃ ঋতুপর্ণম্ আসসাদ ন ? (অপি তু আসসাদ এব)। ২২ ॥

সঃ তং মুদা যন্তারম্ অকৃত, অয়ং যদা অধ্বনঃ তারম্ অমনুত, তদা তারং তং ধ্বনিসমুদায়ং দধতঃ অস্য হয়াঃ চ অয়ং আয়ন্ত। ২৩ ॥

অথ আত্মশর্ম্ম দময়ন্ত্যা জীবিতসাদম্ অয়ন্ত্যা সহসা সা নিদ্রা মুমুচে, সঃ চ যদা তস্যাঃ সাদময়ং ত্যাগম্ অকৃত ॥ ২৪ ॥

অত্র সা রামা অরামা সীতা ইব সসাদা ত্রাসম্ আসাদ যা, ভর্ত্রা অমা প্রাসাদারামান্ উপেত্য রসাৎ রতিম্ আর ॥ ২৫ ॥

অথ তত্র ব্যালীনাং পদে তরুবৃন্দে ব্যালীনাম্ অলীনাং ততিং দধানে ব্যালীনাম্ আস্পদে বনে চ তয়া দেব্যা বিভ্রান্তম্ ॥ ২৬ ॥

বঙ্গার্থ।—শান্তি লাভের জন্য ঋতুপর্ণের নিকটে গমন কর, তাহাতেই সুখ পাইবে—নলকে এই কথা বলিয়া মার্ত্তণ্ডবৎ তেজস্বী সর্পরাজ কর্কোটক অন্তর্হিত হইলেন। সজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে সরল ও কর্ম্মকুশল মিত্র কোথায় না থাকে ? সর্ব্বত্রই থাকিয়া থাকে ॥ ২১ ॥

নল বিন্দুমাত্র বিচলিত না হইয়া, প্রণয়বশতঃ কর্কোটকপ্রদত্ত সেই বসনগ্রহণ-পূর্ব্বক, মাংসাশী নানা হিংস্রজন্তুতে পরিপূর্ণ ও আত্মরক্ষার সর্ব্ববিধ উপায়-শূন্য সেই মহা অরণ্য হইতে ঋতুপর্ণের সমীপে গমন করিলেন ॥ ২২ ॥

ঋতুপর্ণও পরম আহ্লাদ-সহকারে নলকে সারথি-কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। সারথি নল যখন রথযোগে পথ অতিক্রম করিতেন, তখন তদীয় রথাশ্বসমূহও তারস্বরে শব্দ করিতে করিতে অতিদ্রুত গমন করিত ॥ ২৩ ॥

নল যখন দময়ন্তীকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন, দময়ন্তীও তখন সহসা নিদ্রাত্যাগপূর্ব্বক ইতস্ততঃ দেখিলেন—কোথাও নল নাই। তদবস্থায় তাঁহার জীবনের সুখ-শান্তি তিরোহিত হইল। জীবন নিরবচ্ছিন্ন বিষাদের আধার বলিয়া মনে হইতে লাগিল ॥ ২৪ ॥

একদিন যে রমণী পতির সহিত, কত প্রাসাদ-উপবনাদিতে কত আনন্দরস পান করিয়াছিলেন, কত সুখসম্ভোগে কাল কাটাইয়াছিলেন, আজ তিনি—সেই দময়ন্তী, রাম-বিরহিতা সীতার ন্যায় এই গহনবনে একাকিনী নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িলেন। ত্রাস, চিন্তা, ভয় তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল ॥ ২৫ ॥

নল-পরিত্যক্তা দময়ন্তী সেই বনের নানাস্থানে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। বনের কোন স্থান বিষধর কাল সর্পে পরিপূর্ণ, কোথাও বা তরুরাজি ভ্রমর-জালে আবৃত এবং বিহঙ্গমকুলে আচ্ছন্ন।—জনমানবের গন্ধও তথায় নাই ॥ ২৬ ॥

বেগবলাপাসিতয়া বেণ্যা ভৈমী বৃতা ললাপাসিতয়া।
নৃপ! সকলাপাসিতয়া হত্বারীন্ বান্ধবান্ কিলাপাসি তয়া ॥ ২৭ ॥

স কথং মানবনানাস্থায়বিদাচরসি সেব্যমানবানানাম্।
ধৃতসীমানবনানান্দারাণাস্ত্যাগমনুপম। মানবনানাম্ ॥ ২৮ ॥

পরকৃতমেতত্ত্বেনঃ স্মরামি যন্ন স্মৃতোঽসি মে তত্ত্বেন।
দোষসমেতত্ত্বেন প্রদূষয়ে নাত্র সংভ্রমেতত্ত্বেন ॥ ২৯ ॥

হৃদয়ৌকায়স্তেন স্থীয়েত যথৈব পাবকায়স্তেন।
যাবৎ কায়স্তেন ত্যজ্যেত স্বহৃদি চাধিকায়স্তেন ॥ ৩০ ॥

যস্য পদে শঙ্কমিতঃ স্বজনোঽয়ং প্রাপ্য জনপদেশঙ্কিমিত!।
অরিবৃন্দেঽশঙ্ক! মিতস্মিত! স ত্বমুপাগতোঽসি দেশঙ্কমিতঃ ॥ ৩১ ॥

অন্বয়।—বেগবলাপাসিতয়া অসিতয়া তয়া বেণ্যা যুতা ভৈমী ললাপ, নৃপ! সকলাপাসিতয়া অরীন্ হত্বা বান্ধবান্ আপাসি কিল। ২৭।

হে মানবনানাস্ত্রয়বিদ্ অনুপম! সঃ কথং সেব্যমানবনানাম্ অনবনানাং ধৃতসীমানবনানাং দারাণাং ত্যাগম্ আচরসি। ২৮।

(হে ঈশ!) যৎ এতৎ এনঃ পরকৃতং স্মরামি, তু মে ত্বেন স্মৃতঃ অসি; ন ইতি ন। অত্র সংভ্রমে দোষ-সমেতঃ ত্বেন ত্বা ন প্রদূষয়ে। ২৯।

(হে স্ব!) যাবৎ তে কায়ঃ ন ত্যজ্যেত যঃ তে হৃদয়ৌকাঃ তেন হৃদি চ অধিকায়স্তেন পাবকায়ঃ যথা এব স্থীয়েত ন? (অপি তু স্থীয়তে এব)। ৩০।

অয়ং স্বজনঃ যস্য (তব) পদে জনপদেশং (স্থাং) প্রাপ্য শং কম্ ইতঃ, হে কমিত! হে অরিবৃন্দে অশঙ্ক! হে মিতস্মিত! সঃ ত্বং ইতঃ কং দেশম্ উপাগতঃ অসি ॥ ৩১ ॥

বঙ্গার্থ।—হে রাজন্! তুমি অসি তূণীর প্রভৃতির সহায়ে অরিকুলের বিনাশপূর্ব্বক বন্ধুবান্ধবদিগকে কত বিপদ হইতে রক্ষা করিতে, আর আজ সেই তুমি, বনমধ্যে আমাকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইলে, এই বলিয়া দময়ন্তী সেই নির্জ্জন বনে বিলাপ করিতে লাগিলেন। তাঁহার আর্ত্তনাদ-সহকৃত অঙ্গবিক্ষেপে শিরঃস্থিত কৃষ্ণবর্ণা বেণী ইতস্ততঃ দুলিতে লাগিল। ২৭।

হে অনুপম! তুমি ত মানবধর্ম্মশাস্ত্রানুগত সমস্ত রীতিনীতিতেই পরম-পণ্ডিত, এতাদৃশ সুপণ্ডিত তুমি, কি করিয়া গহনবনচারিণী নিরাশ্রয়া ও চিরদিন কুলমর্য্যাদারক্ষাব্রতে দীক্ষিতা সহধর্ম্মিণীকে পরিত্যাগ করিলে? । ২৮।

হে স্বামিন্। আমি বেশ বুঝিতেছি যে, তোমার এই পত্নীত্যাগরূপ পাপ কলির প্রভাবেই অনুষ্ঠিত হইয়াছে। নতুবা, তোমাকে কি আমি জানি না? এই ঘোর বিপদে তোমার আমি কোন দোষই দেখিতেছি না। সকলই কলির কার্য্য। ২৯।

দময়ন্তী নিজেকে কহিতেছেন—হে আমার আত্মা, যতক্ষণ তুমি দেহত্যাগ না করিতেছ,—(অর্থাৎ) না মরিতেছ, ততক্ষণ তোমার মধ্যগত,—(অর্থাৎ) বিরহানল-দগ্ধ আমার হৃদয়-গত পতিদেবতা নল জলন্ত অগ্নিমধ্যবর্ত্তি লৌহখণ্ডবৎ কত অসহ্য কষ্টই পাইতেছেন,—অতএব সত্বর তুমি, হে আমার আত্মা,—আমাকে ত্যাগ কর, অন্তর্হিত হও। ৩০।

হে কমনীয়! হে শত্রুকুলে নিঃশঙ্ক-হৃদয়! হে স্মিত-বদন! তোমার আত্মীয়-স্বজনবৃন্দ স্বদীয় রাজ্যে তোমাকে অধীশ্বররূপে পাইয়া সর্ব্ববিধ সুখ সৌভাগ্যই প্রাপ্ত হইয়াছিল। এতাদৃশ সর্ব্বজনপ্রিয় তুমি আজ কোন্ অজ্ঞের দেশে অন্তর্হিত হইয়াছ? । ৩১।

যদ্‌যশসাম্বুরুরোদঃ কুহরং যো ভেত্তুরস্তসাম্বুরুরোদঃ।
অদ্রেঃ সাম্বু করোঽদঃ কিমাপ দয়িতো মমেতি সাম্বুরুরোদ ॥ ৩২ ॥

শ্রয় কলনামানস্তেভ্যয়ঞ্জনো দদাতি চাঙ্গনা মানস্তে।
হার্দ্দে নামানস্তে জনমেনমশোক! কুরু সনামানস্তে ॥ ৩৩ ॥

উচ্চশিরোদারাবালপ্যেতি বনে সুবন্ধুরোদারাবা।
ক্রন্তিমকরোদারাবা রুক্ষং মরুস্তলমথো সরোদারাবা ॥ ৩৪ ॥

মৃগকুলমারব্যাধিপ্রচুরং বিভ্রদ্বনং সমারব্যাধি।
বীথ্যা মারব্যাধিষ্ঠিতভুজগস্তীমজেয়মারব্যাধি ॥ ৩৫ ॥

সাস্রবনাসারা সাবেগমনা ভীমনন্দনা সারা সা।
সুনয়ননাসারাসাবজগরমগ্রাসি চামুনাসারাসা ॥ ৩৬ ॥

অন্বয়।—হে করো! যদ্‌যশসা রোদঃ কুহরম্ অছক, যঃ অস্তসা ভেত্তুঃ স্তুঃ উরোদঃ, মম (সঃ) দয়িতঃ অদঃ অদ্রেঃ সাম্বু কিম্ আপ ইতি সা অনুরুরোদ ॥ ৩২ ॥

হে অশোক! জনঃ আনস্ত ইতি কলনাং শ্রয়, অঙ্গনাঃ তে মানং দদতি চ নাম, অনস্তে হার্দ্দে এনং জনং তে সনামানং কুরু ॥ ৩৩ ॥

সুবন্ধুরা উদারাবা উচ্চশিরোদারেৌ বনে ইতি আলপ্য ক্রন্তিম্ অকরোৎ, অথো সরোদারাবা রুক্ষম্ আরাঃ মরুস্তলম্ আর ॥ ৩৪ ॥

ইয়ং ভীমজা মারব্যা বীথ্যা অধিষ্ঠিতভুজগং সাধি সমারব্যাধি আরবি আধিপ্রচুরং মৃগকুলং বিভ্রৎ বনম্ আর ॥ ৩৫ ॥

সাস্রবনাসারা সাবেগমনাঃ সারাসা সু-নয়ন-নাসা সারা সা ভীমনন্দনা অজগরম্ আর, অসৌ অমুনা অগ্রাসি ॥ ৩৬ ॥

বঙ্গার্থ।—বন মধ্যচারী মৃগকে বিলাপরতা দময়ন্তী, কাঁদিতে কাঁদিতে জিজ্ঞাসা করিতেছেন:—"হে মৃগ! যাঁহার অনন্ত কীর্ত্তি স্বর্গ এবং মর্ত্ত্যের অন্তরালেও ধরে না, এত বিপুল যাঁহার যশঃ, যে বীরশ্রেষ্ঠ নিমেষমধ্যে বিদ্বেষ-পরায়ণ শত্রুর বক্ষঃস্থল-বিদীর্ণ করেন, বল কুরঙ্গ! আমার সেই হৃদয়েশ্বর এই পর্ব্বতের কোন্ সানুদেশে বিরাজ করিতেছেন?" ॥ ৩২ ॥

"হে অশোক! এই দুর্ভাগ্য ব্যক্তি তোমাকে প্রণাম করিতেছে; তুমি ইহার অর্চ্চনা গ্রহণ কর। নারী তোমাকে এই যে সম্মান করিতেছে,—ইহার ফল তোমার অকালে কুসুমোৎপত্তি। সুতরাং ইহার (আমার) সহিত চিরকালের জন্য যে প্রণয় জন্মিল, তাহার স্মরণপূর্ব্বক, তোমার প্রণয়াস্পদ এই রমণীকে তোমারই নামের সমান করিয়া দাও, অর্থাৎ তুমি যেমন অশোক, তেমনি ইহারও সকল শোক দূর কর" ॥ ৩৩ ॥

সেই অনিন্দ্যসুন্দরী ও উদারপ্রকৃতিক দময়ন্তী পূর্ব্বোক্ত প্রকারে, উত্তুঙ্গ দেবদারু-পরিপূর্ণ অরণ্যে বিলাপ করিতে করিতে ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতে লাগিলেন। এবং আর্ত্তনাদ সহকারে ছুটিতে ছুটিতে গিয়া নির্জ্জল ও তৃণাদি পরিশূন্য বিশুষ্ক মরুভূমিতে উপস্থিত হইলেন। ॥ ৩৪ ॥

ভীমাত্মজা দময়ন্তী সেই মরুপথে ভ্রমণ করিতে করিতে এক বনে গিয়া উপনীত হইলেন। তথায় মদনাতুর (সুতরাং) খিন্নহৃদয় মৃগকুল সশব্দে ইতস্ততঃ ছুটিয়া বেড়াইতেছে ও ব্যাধগণ চারিদিকে বিচরণ করিতেছে। বনের মধ্যে বিশালকায় অজগরসমূহ এখানে সেখানে পড়িয়া আছে ॥ ৩৫ ॥

সজল নয়না ও উৎকণ্ঠিত-হৃদয়া, শোভনাঙ্গী ও সুন্দর নাসিকা-বিশিষ্ট, রমণীকুলোত্তমা ভীম-নন্দিনী আর্ত্তস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে গিয়া এক ভীষণ অজগরের সম্মুখে যেমন পড়িলেন, অমনি সেই কালভুজঙ্গ তাঁহাকে গ্রাস করিল ॥ ৩৬ ॥

অথ শবরো হাস্তস্তং স্বাসূংশ্চ রিপুতরোহাস্তন্তম্।
সমধিকরোহাস্তন্তং তস্য তদাস্তেঽকরোৎ খরোহাস্তন্তম্ ॥ ৩৭ ॥
তাং পুনরেকাময়তঃ কৃশাং কিরাতঃ স্মরাতিরেকাময়তঃ।
কান্তারেঽকাময়ত স্ত্রিয়ং ন কাঙ্ক্ষেদুপহ্বরে কাময়তঃ ॥ ৩৮ ॥
ধৃতবনমহৃস্তেন ত্রাতাসি ময়া নন্বু ত্বমহৃস্তেন।
মানিনি! মহ্যন্তেন প্রসীদ শরণাগতাঃ ক মহ্যন্তে ন ॥ ৩৯ ॥
সুমুখনিশাপে তে নঃ স্মর দাসানিতি প্রোচ্য বশাপেতেন।
দগ্ধে শাপে তেন স্থিতয়াসাস্তেন চলদৃশাপেতেন ॥ ৪০ ॥
দগ্ধসরাগাহিতয়া দময়ন্ত্যা বিপিনভূঃ পরাগাহিতয়া।
উচ্চতরাগাহিতয়া দৃষ্ট্যা ঘোরা চ কন্দরাগাহিতয়া ॥ ৪১ ॥

অন্বয়।—অথ রিপুতরোহা খরঃ শবরঃ স্বাসূন্ হাস্তস্তং তদসূন্ চ অস্তস্তং তদাস্তে তস্য সমধিকরোহ হাস্তম্ অকরোৎ ॥ ৩৭ ॥

কিরাতঃ স্মরাতিরেকাময়তঃ (সন্) একাং পুনঃ অয়তঃ কৃশাং তাং কান্তারে অকাময়ত। কাময়তঃ উপহ্বরে স্ত্রিয়ং ন কাঙ্ক্ষেৎ (কিম্?—কাঙ্ক্ষেদেব) ॥ ৩৮ ॥

নন্বু মানিনি! ধৃতবনমহৃস্তেন অহস্তেন ময়া ত্রাতা অসি, তেন ত্বং মহ্যং প্রসীদ, শরণাগতাঃ ক মহ্যন্তে ন? ॥ ৩৯ ॥

সুমুখনিশাপে তে দাসান্ নঃ স্মর ইতি প্রোচ্য অসাস্তেন স্থিতয়া চলদৃশা শাপে দত্তে তেন বশাপেতেন পেতে ন? (অপিতু পেতে এব) ॥ ৪০ ॥

দগ্ধসরাগাহিতয়া দময়ন্ত্যা তয়া উচ্চতরাগাহিতয়া চ কন্দরাগাহিতয়া দৃষ্ট্যা পরা ঘোরা বিপিনভূঃ অগাহি ॥ ৪১ ॥

বঙ্গার্থ—(অজগর কর্তৃক দময়ন্তী উদরসাৎকৃত হইলে, এক মহাবল, শত্রুবিমর্দ্দনকারী শবর, স্বীয় সুতীক্ষ্ণ অসির অগ্রভাগ অজগরের মুখে প্রবেশ করাইয়া—তাহার ভবলীলা সাঙ্গ করিয়া দিল ; এই কথা কবি বর্ণনা করিতেছেন)।—তারপর রিপুতেজোহারী অতি প্রবল এক শবর, দময়ন্তীর গ্রাসকারী ও অচিরেই প্রাণপরিত্যাগী সেই অজগরের মুখবিবরে অসিধার প্রবেশ করাইয়া তাহাকে আক্রমণ করিল। অজগরের সেই অবস্থাদর্শনে সকলেই তাহাকে উপহাস করিয়াছিল। "এটা দেখতে অজগরের মত হ'লে কি হয়, ফলে কিন্তু এটা জলঢোঁড়া"—এই সব শ্লেষোক্তি করিয়াছিল ॥ ৩৭ ॥

দুর্দৈব বশে একান্ত দুর্ব্বল-দেহা কৃশাঙ্গী দময়ন্তীকে সেই জনহীন কান্তারে একাকিনী, পাইয়া কামাতিশয়-বিমূঢ় কিরাত তাঁহাকে কামনা করিল। নির্জ্জনে বরবর্ণিনীকে পাইলে, কোন্ কামান্ধই বা কামনা না করে? ৩৮ ॥

"দেখ মানিনি! এই দুর্গম-বন মধ্যে উপস্থিত হইয়া আমি তোমার প্রাণাপহারী অজগরের মুখ হইতে তোমাকে রক্ষা করিয়াছি। অতএব আমার উপর প্রসন্ন হও। আমি তোমার শরণাগত হইলাম। শরণাগত অধীনকে কে না যত্ন করে?"—॥ ৩৯ ॥

"অয়ি শোভন-মুখ-শশাঙ্ক সুন্দরি! আমাকে তোমার দাস বলিয়া মনে কর"—কিরাতের এই ঘৃণিত উক্তি শুনিয়া ক্রোধে দময়ন্তীর চোখ যেন ফুটিয়া পড়িতেছিল। সতী ভীম-দুহিতা ক্রোধারুণনেত্রে যেমন ঐ পাষণ্ড নিষাদের দিকে চাহিয়া শাপ দিলেন, অমনি সে যেন পুড়িতে পুড়িতে মেদোমাংস হীন দেহে ভূতলে পতিত হইল। ॥ ৪০ ॥

কামান্ধ শত্রুকে এইভাবে ক্রোধানলে দগ্ধ করিয়া সতী দময়ন্তী একবার আকাশ-চুম্বী সমুচ্চ বনস্পতিসমূহের দিকে, একবার পার্শ্ববর্ত্তী পর্ব্বতের গুহার দিকে চাহিতে চাহিতে অন্য এক ভয়ঙ্কর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন ॥ ৪১ ॥

পদবাপদবাপদবাপদবারয়তোত্রিবনং বিললাপ চ সা।
তরসান্তরসান্তরসান্তরসান্বয়দুঃখ বৃণীষ সখে মরণম্ ॥ ৪২ ॥

বৃক। কোপপুরঃসরমাসর মা সর মা সরমা ভবতা নন্থ সা।
কিমৃতে দয়িতাদয়তোদয়তোদয়তোঽদয়তোঽস্তি মমেহ সুখম্ ॥ ৪৩ ॥

অয়ি রাক্ষস! ভক্ষয় মাং ক্ষুধিতো ন বসানবসান। বসান বসাঃ।
রুজমুদ্ধর জনেঽত্র চ হে করুণান্তর! দান্তরদান্তরদান্তরদাম্ ॥ ৪৪ ॥

ক রমাকর! মাকরমাকরমাকলয় ব্যসনং মম পাহি হরে!।
দরতোদরতোঽদরতোদরতোবিরুতৈর্মরুতাং সুকর ত্বমপি ॥ ৪৫ ॥

ত্বদরির্নিষধেশ! সমৃদ্ধিমনারময়া রময়ার ময়ারময়াঃ।
ব্যসনত্বমুপৈমি কদা নু সভীশমনাশমনাশমনাশমনাঃ ॥ ৪৬ ॥

অন্বয়।—অয়তঃ পদবা সা অপদবাপৎ অবার অত্রিবনম্ অবাপৎ, বিললাপ চ, হে সান্তরসান্তর! সান্বয়-দুঃখ! সখে অন্তর! ত্বয়া মরণং বৃণীষ ॥ ৪২ ॥

হে বৃক! কোপপুরঃসরং মা আসর, মা সর, নহু সা ভবতা সরমা (ভবতু)। অয়তোঽয়তো দয়তঃ অদয়তঃ দয়িতাৎ ঋতে ইহ মম কিং সুখং অস্তি? (নাস্তীত্যর্থঃ) ॥ ৪৩ ॥

অয়ি রাক্ষস! বসাঃ বসান, অনবসান! ক্ষুধিতঃ ন বস, মাং ভক্ষয়, অত্র চ জনে রুজম্ উদ্ধর, হে করুণান্তর! দান্তর দান্তরদ! অন্তর্ অদাম্ ॥ ৪৪ ॥

হে রমাকর! ক মম ব্যসনং মাকরম্ আকরম্ আকলয়, হে মরুতাং সুকর হরে! ত্বম্ অপি অদরতো দরতো দরতঃ বিরুতৈঃ পাহি ॥ ৪৫ ॥

নিষধেশ! ত্বদরিঃ সভীশমনা অনারময়া রময়া সমৃদ্ধিম্ আর, ত্বম্ অনাশমনাঃ ময়াঃ অরং ব্যসনং অয়াঃ, কদা নু অনাশং শম্ উপৈমি ॥ ৪৬ ॥

বঙ্গার্থ।—দুর্ভাগ্যক্রমে পাদচারিণী রাজমহিষী দময়ন্তী সেই জলবিন্দুশূন্য ও দাবানল-বিপদ্-বিমুক্ত পর্ব্বতসঙ্কুল অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে বিলাপ করিতে লাগিলেন— "হে অনন্তদুঃখ-পূর্ণ, হে ক্লেশবহুল বন্ধু অন্তঃকরণ! আর কেন? সত্বর মরণকে বরণ করিয়া সকল জ্বালা জুড়াও" ॥ ৪২ ॥

"হে বৃক! তুমি ক্রোধের সহিত ভীম-বিক্রমে আসিয়া আমাকে আক্রমণ কর। দূরে যাইও না; আশীর্ব্বাদ করি—তোমার পত্নী লক্ষ্মীর মত হইয়া তোমার সহিত ঘর-সংসার করুক! নানা-দুর্ভাগ্যবশে একান্ত দুর্গত, আমার সেই নিষ্করুণ প্রিয়তমের বিহনে আমার আর কি সুখ?" ॥ ৪৩ ॥

"হে রাক্ষস! আমার মেদ, মাংস প্রভৃতি আস্বাদন কর, হে চির-জীবিন্! ক্ষুধায় কষ্ট পাইও না, আমাকে ভক্ষণ কর। আমি স্বেচ্ছায় তোমাকে আত্মদান করিতেছি,—হে দয়ার্দ্র হৃদয়! দুঃখিনীকে দয়া কর। হে উদারদর্শন-দায়িন্! মাদৃশ হতভাগিনীর জীবন নাশ করিতে দুঃখ বা ইতস্ততঃ করিওনা" ॥ ৪৪ ॥

"হে সুখ-সৌভাগ্যদায়িন্-ব্রহ্মন্! আমার এই বিপদ্কে অনন্ত সমুদ্রবৎ জানিও। হে দেবতাদিগের মঙ্গলকারিন্ হরে! আমাকে অভয়-দান কর, ঘোর দুঃখের নিলয়স্বরূপ এই ভয় হইতে, অন্ততঃ দু'একটা আশ্বাসবচনেও আমাকে রক্ষা কর" ॥ ৪৫ ॥

"হে নিষধপতে নল! তোমার পরম শত্রু (পুষ্কর) নির্ভয়-হৃদয়ে, অচলা লক্ষ্মীকে লইয়া কত সুখ-সমৃদ্ধি ভোগ করিতেছে, আর তুমি সকল বাসনা পরিহারপূর্ব্বক, এত তাড়াতাড়ি, আমার সহিত অনন্ত দুঃখে পতিত হইলে? হায়! কত দিনে আবার চিরন্তন সুখের মুখ দেখিবে?" ॥ ৪৬ ॥

যমনায়মনা যমনায় মনাগভিবীক্ষ্য রতস্রবতীহ পরঃ।
স রুষো নিষধক্ষিতিনাথ! গলয়বমানবমানবমানবমাঃ ॥ ৪৭ ॥
নয়মানয়মানযমান! যমাবস এত্য নিবাসমমুত্তবতা।
ভবনীয়মপায়মরীস্তুদয়ান্নযতানরতানবতানয়তা ॥ ৪৮ ॥
সনয়াসনয়াসনযাসনযাহ্যসুহৃদ্‌ঘটয়া বিপদং স্বপদম্।
হিতদেহিতদেহিতদেহিতদেতালপদ্বহুধা নরদেব-সুতা ॥ ৪৯ ॥
সা বিধুরা ধাবন্তং রয়েৌঘং কাপি নিরপরাধাবন্তম্।
সার্থং রাধাবন্তং প্রৈক্ষিষ্টাপচ্চ সুতন্তুরদধাবন্তম্ ॥ ৫০ ॥
ব্যাকুলয়েবারিতয়া বিধের্গতিরনেন সিদ্ধয়ে বারিতয়া।
অপিচ যযে বারিতয়া যথা শফর্য্য জলোচ্চয়ে বারিতয়া ॥ ৫১ ॥

অন্বয়।—গলয়বমানবমান নিষধ-ক্ষিতিনাথ! অনায়মনাঃ পরঃ যং যমনায় মনাক্ রতম্ অভিবীক্ষ্য ইহ স্রবতি, সঃ (ত্বং) অনবমাঃ রুষঃ বম ॥ ৪৭ ॥

হে নয়মানয়মান্ অযমান্! (ত্বং) যং নিবাসম্ এত্য আবসঃ, অমুম্ অয়তা উদয়ান্ অনয়তানবতান্ অরীন্ অপায়ং নয়তা ভবতা ভবনীয়ম্ ॥ ৪৮ ॥

হে হিতদ! সঃ সনয়া সনয়া অসুহৃদ্‌ঘটয়া বিপদং ন যাহি, ঈহিত-দেহি, স্বপদং তৎ এহি,—সনয়া নরদেবসুতা ইতি তদা বহুধা অলপৎ ॥ ৪৯ ॥

বিধুরা নিরপরাধা সা সুতনুঃ কাপি রয়ৌঘম্ অবন্তং রাধাবন্তং ধাবন্তং সার্থং প্রৈক্ষিষ্ট আর্ধো অন্তম্ আপৎ চ ॥ ৫০ ॥

বিধেঃ অরিতয়া ব্যাকুলয়া ইব তয়া সিদ্ধয়ে অনেন গতিঃ অবারি, চ (তেন) বারিতয়া অপি বারিতয়া শফর্য্যা যথা জলোচ্চয়ে যযে ॥ ৫১ ॥

বঙ্গার্থ।—"তরুণ এবং বলিষ্ঠ মানবের দর্পহারী হে নিষধ-রাজ্যেশ্বর! তুমি যখন শত্রুকুল-সংহারে উদ্যত হইবে, তখন তোমাকে দেখিয়া অর্থাৎ তোমার সেই সংহার-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া দুর্নীতিপরায়ণ বিপক্ষগণ পলায়ন করিবে। এতাদৃশ শক্তিশালী তুমি একবার—তোমার চরম ক্রোধানল উদ্গিরণ কর ॥ ৪৭ ॥

"হে নীতি, সম্মান ও সংযম-প্রাপ্ত বীর! তুমি যে কোন রাজ্যে গিয়া বাস করিবে, তথায় উন্মার্গগামী দুর্নীতিপরায়ণ শত্রুগণ তোমারই প্রাদুর্ভাবে সত্বর নাশ-প্রাপ্ত হইবে। (অথবা—শত্রুগণকে তুমি বিনাশ করিতে সমর্থ হইবে) ॥ ৪৮ ॥

"হে বাঞ্ছিতপ্রদ! ন্যায়-পথভ্রষ্ট শত্রুগণের উচ্ছৃঙ্খল মাতঙ্গসমূহের কবলে পতিত হইয়া যেন তোমার কোন বিপদ্ না ঘটে; তোমার অভিপ্রায়সাধনে সতত তৎপর হিতৈষিগণপূর্ণ স্বরাজ্যে ফিরিয়া এস, কোথায় তুমি একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতেছ?" এই বলিয়া, সেই নীতি-পরায়ণা নরেন্দ্র দুহিতা বার বার বিলাপ করিতে লাগিলেন ॥ ৪৯ ॥

বিরহ-কাতরা ও নিরপরাধা সেই কৃশাঙ্গী দময়ন্তী ঘুরিতে ঘুরিতে—হঠাৎ সম্মুখে দেখিলেন,—নানা দ্রব্য লইয়া একদল সমৃদ্ধি-সম্পন্ন বণিক্ তাড়াতাড়ি যেন কোথায় যাইতেছে,—তাহাদিগকে দেখিয়া, নিরাশ্রয়া রাজকুমারী যেন অকূলে কূল পাইলেন, তাঁহার হৃদয় কতকটা আশ্বস্ত হইল ॥ ৫০ ॥

প্রথমতঃ অতগুলি লোক দেখিয়া একাকিনী রাজপুত্রী বিষম ভয়াকুল হইলেন। কিন্তু এ সুযোগ তিনি ছাড়িতে পারিলেন না। কার্য্যসিদ্ধির জন্য—অর্থাৎ নলের অনুসন্ধানের জন্য ঐ বণিক্‌গণের সঙ্গে যাওয়াই তিনি শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্থির করিলেন। কিন্তু সেই বণিক্‌বৃন্দ, স্ত্রীলোক তাঁহাকে সঙ্গে লইতে কিছুতেই রাজি না হইলেও, জল-মধ্যবর্ত্তিনী শফরী যেমন পরিবৃদ্ধ জলপ্লাবনের সঙ্গে গা ভাসাইয়া চলিয়া যায়, তিনিও তদ্রূপ ঐ বণিক্‌কুলের সহিত চলিলেন ॥ ৫১ ॥

প্রতিবিদ্ধাজ্ঞায়স্ত প্রাপি সুবাহোস্ত রাজধাজ্ঞাযস্ত।
বহুধনধান্যা যস্ত প্রবভূর্বৃদ্ধানি বহুবিধস্তাহস্ত ॥ ৫২ ॥

সঙ্গমামাত্রাসানন্দং রাজ্ঞো ভৃতা চ নামাত্রাসা।
শোকেনামাত্রাসাববসদ্ধৃতদেহযাপনামাত্রাসা ॥ ৫৩ ॥

পদাপদা পরিভ্রমন্নয়েন যাপদাপদা।
বনাবনাবনাথবৎ সজীবনাবনাভবৎ ॥ ৫৪ ॥

ইতি শ্রীকালিদাসকৃতে নলোদয়ে মহাকাব্যে তৃতীয়ঃ সর্গঃ।

অন্বয়।—আযস্ত প্রতিবিদ্ধাজ্ঞায়স্ত সুবাহোঃ বহুধন-ধান্যা চ রাজধানী প্রাপি যস্ত আয়স্ত বহুবিধানি বৃদ্ধানি প্রবভূঃ ॥ ৫২ ॥

সঙ্গমা অসৌ রাজ্ঞঃ মাত্রা সানন্দং (এবং) ভৃতা চ নাম, (যথা) সা অত্র অত্রাসা ধৃতদেহযাপনামাত্রা শোকেন অমা অবসৎ ॥ ৫৩ ॥

অপদা যা নয়েন আপদ্যা পদা বনাবনৌ অনাথবৎ পরিভ্রমন্ আপৎ সজীবনাবনা অভবৎ ॥ ৫৪ ॥

বঙ্গার্থ।—ক্রমে, দুর্গম পথের নানাবিধ কষ্ট ভোগ করিয়া, দময়ন্তী গিয়া দুর্নীতি-নিবারক মহারাজ সুবাহুর ধন-ধান্যসমৃদ্ধ রাজধানীতে উপনীত হইলেন। সুবাহুর যেমন প্রচুর ধনাগম ছিল,—তাহার অনুরূপ বহুবিধ সমৃদ্ধিতে সেই রাজধানী শোভা পাইতেছিল ॥ ৫২ ॥

একে পতি-বিচ্ছেদ, তাহাতে দুর্গম-পথ-পর্য্যটনশ্রম,—দময়ন্তী এই সব কারণে এতই মলিন হইয়া গিয়াছিলেন যে, তাঁহাকে দময়ন্তী বলিয়া চিনিবার কোন উপায় ছিল না। সুবাহুর অন্তঃপুরে উপস্থিত হইলে রাজমাতা পরম-সমাদরের সহিত সেই নবাগতা রমণীকে এত যত্নেই আশ্রয় দিলেন যে,—তাঁহার মনের সকল ত্রাস দূর হইল। নানা-রাজভোগ তাঁহাকে প্রদত্ত হইলেও, নেহাৎ যেটুকুতে কোনমতে শরীরটা বজায় থাকে, সেইটুকু মাত্র গ্রহণ করিয়া দময়ন্তী শোকাকুলহৃদয়ে তথায় বাস করিতে লাগিলেন ॥ ৫৩ ॥

সম্পূর্ণ অসহায় অবস্থাতেও একমাত্র নীতির আশ্রয়ে,—অর্থাৎ ন্যায়পথানুসরণ-পূর্ব্বক যে দময়ন্তী সামান্য দুঃখিনী নারীর ন্যায়, অনাথবৎ পাদচারে দুর্গম বনভূমি পর্য্যটন করিয়াছিলেন, এত দিনে, এই রাজান্তঃপুরে (অন্ততঃ) তাঁহার জীবনের আর কোন ভয় রহিল না ॥ ৫৪ ॥

তৃতীয় সর্গ সমাপ্ত।

চতুর্থঃ সর্গঃ

অথ তুজোপায়স্ত শ্রবণেন নলস্ত সাম্নুপোপায়স্ত।
বশগা গোপা যস্ত স্বমনোভীমশ্চিরং জুগোপা যস্ত॥ ১॥
নিশি চ দিবাচার্য্যস্ত ক্বতস্ত নলবিচিন্তয়েঽথ বাচার্য্যস্ত।
ভৃশমেবাচার্য্যস্ত দ্বিজোত্তমৈঃ শিষ্যকৈরিবাচার্যস্ত॥ ২॥
অথ নয়নেত্রা সাদিপ্রচুরা পূঃ কেনচিজ্জনেঽত্রাসাদি।
যত্র সুনেত্রা সা দিগ্‌ভ্রমেণ দুঃখঙ্গতা বনে ত্রাসাদি॥ ৩॥
সহ দীনায়ত্ত তেন স্বগৃহঞ্চ ভৈমী যযেঽমুনায়ততেন।
স্বনয়েনায়ততেন প্রাপ্তৈস্বাসোশ্চ শোভনায়ততেন॥ ৪॥
বসনাংশস্তস্তেন কাসি মমায়ং বিধির্বশস্তস্তেন।
হৃদ্যবিশস্তস্তেন স্বজনেন ভূতেন ভবসি শস্তস্তেন॥ ৫॥

অন্বয়।—অথ তুজোপায়স্ত নলস্ত অপায়স্ত শ্রবণেন সানুগঃ ভীমঃ চিরম্ আয়ত্ত স্বমনঃ জুগোপ, যস্ত গোপাঃ বশগাঃ (আসন্)॥ ১॥

অথ অস্ত অর্য্যস্ত ক্বতস্ত আর্য্যস্ত বাচা দ্বিজোত্তমৈঃ আচার্য্যস্ত শিষ্যকৈঃ ইব নলবিচিন্তয়ে নিশি চ দিবা চ ভৃশম্ এব অচারি॥ ২॥

অথ অত্র জনে কেনচিৎ নয়নেত্রা সাদিপ্রচুরা পূঃ অসাদি, যত্র সুনেত্রা সা বনে দিগ্‌ভ্রমণেন ত্রাসাদি দুঃখং গতা॥ ৩॥

দীনা ভৈমী তেন সহ স্বগৃহং চ আয়ত, অমুনা আয়ত-তেন যযে চ, শোভনা স্বনয়েন আয়ত তেন প্রাপ্ত্যৈ যততে স্বাসোঃ ন॥ ৪॥

বসনাংশস্তস্তেন ক অসি, মম অয়ং বিধিঃ তে বশস্তঃ ন (যেন) অস্তেন স্বজনেন (কৃত্বা) হৃদ্য বিশসি, ভূতেন তেন শস্তঃ ভবসি॥ ৫॥

বঙ্গার্থ।—মহারাজ ভীম সাম-দান-ভেদ-দণ্ড প্রভৃতি রাজ-নীতি-উপায়সমূহে এমনই সুপণ্ডিত ছিলেন যে, পৃথিবীর অন্যান্য রাজন্যরা তদীয় ব্যবহারে তাঁহার প্রতি অত্যন্ত অনুরক্ত ছিলেন। তাদৃশ জগদ্ব্যাপী প্রভাবে সমলঙ্কৃত ভীম নলের দুর্দশার কথা শ্রবণপূর্ব্বক, অনুচরবর্গের সহিত, তাঁহার অন্বেষণে পরিশ্রম-সহকারে আত্মনিয়োগ করিলেন॥ ১॥

চিরকাল শত্রুর অসিধারার অস্পৃষ্ট, মহানুভব ভীমের আদেশে অনেক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ, গুরুর আদেশে শিষ্যের ন্যায় অতি যত্নে দিবানিশি নলের অন্বেষণে ব্যাপৃত হইলেন॥ ২॥

অনন্তর, নানাদেশ পর্য্যটন করিতে করিতে, ঐ অন্বেষণ-কারী ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে সুদেব নামক এক পরম চতুর ব্যক্তি গিয়া বহু অশ্বারোহি-পরিপূর্ণ এক নগরীতে উপস্থিত হইলেন॥ ৩॥

দীনা দময়ন্তী স্বীয় ভবনে গমন করিলেন, আর ঐ সুদেবনামা ব্রাহ্মণও, দময়ন্তী-প্রাপ্তির পুরস্কারস্বরূপ বহু ধনাদি পাইয়া সানন্দ-হৃদয়ে তাঁহার সহিত চলিলেন। তারপর শ্রীমতী দময়ন্তী চিরদিন সৎকার্য-সম্পন্ন বা শুভাবহ অদৃষ্ট-সম্পন্ন পতির প্রাপ্তির জন্য প্রাণ পণে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নিজের প্রাণ যায়, সে-ও ভালো, তবুও নলের অনুসন্ধানে পশ্চাৎপদ হইলেন না॥ ৪॥

নলান্বেষক লোকদিগকে দময়ন্তী শিখাইয়া দিলেন যে, তোমরা সর্ব্বত্র এই কথা বলিয়া নলের অনুসন্ধান করিবে,—হে আমার বস্ত্রখণ্ডের অপহারক। কোথায় তুমি? আমার এই দুর্দশা তোমার কীর্ত্তির পরিচায়িকা নহে। তোমার যে স্বজনকে—(আমাকে) ত্যাগ করিয়া তুমি ছদ্মবেশে বেড়াইতেছ, হে স্বামিন্! তোমার সেই চিরানুগত ব্যক্তি (আমি) তোমাকে ডাকিতেছি॥ ৫॥

স জনস্তেনাগাদিক্রামীতি জনেন তম্মতেনাগাদি।
ভর্ত্তৃকৃতেনাগাদিস্তদেন ভুবি বস্তুপরিস্রুতেনাগাদি ॥ ৬ ॥

কোপ্যূচে তনয়ায়াঃ পদমেত্য নৃপস্য তেষু চেতনায়াযাঃ।
তীর্ষ্যকেত ন যায়াদর্ত্তিস্থাং দুঃসহচেতনয়া যা ॥ ৭ ॥

নিজধামেতং স ময়ায়ৃতুপর্ণং শ্রাবিতোঽর্থমেতং স ময়া।
সচিবসমেতং সময়াপিরোত্তরং নাজনিষ্টমেতং সময়া ॥ ৮ ॥

দীনানায়তনস্থো নানায়তনক্রমোঽস্ত সৌত্যোধিকৃতঃ।
নানায়তনকরো দীনানায়ত নঃ পথ্যুবাচাথ রহঃ ॥ ৯ ॥

দীনায়ানায়তয়া বিবাসসেহস্মৈ বিহীনযানায় তয়া।
ন খলু ধিয়ানায়তয়া ক্রোধব্যদ্ধর্ম্মনিশ্চযানায়তয়া ॥ ১০ ॥

অন্বয়।—তেন অগাদিক্রামী সঃ জনঃ ভর্ত্তৃকৃতে তন্মতেন জনেন ইতি অগাদি নাগাদিস্তবেন ভুবি বস্তপরিস্রুতেন অগাদি ॥ ৬ ॥

তেষু চ কোপি ইতনয়ায়াঃ নৃপস্য তনয়ায়াঃ পদং এত্য উচে, ত্বাং ভীঃ মুক্তেত, ন অর্ত্তিঃ যায়াৎ, যা চ চেতনয়া দুঃসহা ॥ ৭ ॥

নিজধামেতম্ ঋতুপর্ণং সময়া ময়া সঃ এতম্ অর্থং সময়া গিরা শ্রাবিতঃ সচিবসমেতং যেতং সময়া উত্তরং ন অজনিষ্ট ॥ ৮ ॥

অথ অস্য আয়তনস্থঃ সৌত্যেধিকৃতঃ নানায়তনকর্ম্মঃ অনায়তনকরঃ ন পথি দীনান্ দীনান্ নঃ আয়তঃ রহঃ উবাচ ॥ ৯ ॥

যা ধর্ম্মনিশ্চয়ান্ আয়ত, তয়া অনায়তয়া ধিয়া দীনায় অনয়াতয়া বিবাসসে বিহীনযানায় অস্মৈ খলু ন ক্রোধব্যন্ ॥ ১০ ॥

বঙ্গার্থ।—দময়ন্তীর আদেশমতে পূর্ব্বোক্ত ঐ কথা, নলান্বেষণ-কারী ব্যক্তিরা ছদ্মবেশে নানা পর্ব্বত ও অরণ্য অতিক্রমপূর্ব্বক, সকলকে বলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তাঁহারা এত তাড়াতাড়ি পর্য্যটন আরম্ভ করিলেন যে, কোথায় লাগে তার কাছে—গরুড়ের দ্রুত গতি। ৬ ॥

সেই নলান্বেষকগণের এক জন আসিয়া নীতি-পথানুসারিণী দময়ন্তীকে কহিল,—দময়ন্তি! তোমার ভয়ের কারণ সত্বরই তোমাকে ত্যাগ করিবে। চৈতন্য-সম্পন্ন লোকের পক্ষে যাহা সহ্য করা অসম্ভব, এরূপ কোনো বেদনা আর তোমাকে কখনও কষ্ট দিবে না। ৭ ॥

অযোধ্যাপতি ঋতুপর্ণের নিকটে গিয়া তোমার উপদেশানুসারে, পূর্ব্বোক্ত কথা আমি উচ্চৈস্বরে বলিয়াছি। সেই লক্ষ্মীবান্ নৃপতি মন্ত্রিগণের সহিত সমস্ত শুনিলেন বটে, কিন্তু কোনই উত্তর করিলেন না। ৮ ॥

কিন্তু দেখিতে কেমন যেন ছোট্ট,—হাত দুখানি তার তত দীর্ঘ নয়,—একটি লোক, আমাদিগকে নিতান্ত দুঃখিতভাবে গমন করিতে দেখিয়া,—পথিমধ্যে আসিয়া নির্জ্জনে চুপি চুপি যাহা কহিল, বলিতেছি। জিজ্ঞাসায় জানিলাম,—ঐ ব্যক্তি রাজা ঋতুপর্ণের সারথির কার্য্য করে, তাঁরই বাড়ীতে থাকে এবং বুদ্ধিবলে অনেক দুষ্কর কার্য্যও করিতে পারে। ৯ ।

আমাদিগকে কহিল—"দেখ, তোমরা সেই ধর্ম্মানুরাগিণী দময়ন্তীকে বলিও—তিনি যেন কৃপা পূর্ব্বক ক্রোধ না করেন। আজ কপর্দ্দকশূন্য হইয়া, বিধির বিড়ম্বনে, তাঁহার অভিলষিত ঐ ব্যক্তি, পরিধেয় বসন-হীন এবং রথ্যাদি-যান-হীন অবস্থায় পতিত হইয়াছে। তার এই শোচনীয় দশা তিনি যেন একটু বিচার করিয়া দেখেন।" ১০ ।

কৃতকর্ম্মানেন স্বাগতোঽস্মি বচসেতি তস্য মানেন স্বা।
বেদয়মানে নত্বা বিপ্রে চ ধনেষু দীয়মানেনত্বা ॥ ১১ ॥

তত্রাপর্ণায়ততবনয়াভৈমী তপস্তপর্ণাযতত।
তুলিতসুপর্ণায় ততস্তস্যাগমনায় সর্ত্তপর্ণায় স্তুতঃ ॥ ১২ ॥

সা কৃতসামাস্মেন শ্রাবিতবত্যমুমনসামাস্মেন।
স্বং রহসামাস্মেন স্বয়ংবরং স্মরতি নাঞ্জসামাস্মেনঃ ॥ ১৩ ॥

রহসি তদাসন্নাহস্থিতঃ স্ম নলং সৃতো মুদা সন্নাহ।
শ্রীস্তু মদাসন্নাহ স্ফুটং প্রযামো ব্রজেদিতি ব্যুদাসন্নাহঃ ॥ ১৪ ॥

অন্বয়।—মানেন তস্য অনেন তু বচসা কৃতকর্ম্মা স্বা আগতঃ অস্মি ইতি বোধয়মানে বিপ্রে চ (সা) নত্বা ধনেষু দীয়মানেনত্বা (অভূৎ)। ১১।

ততঃ অত্র ততঃ সর্ত্তুপর্ণায় তস্য অপর্ণায় তুলিতসুপর্ণায় আগমনায় ভৈমী অপর্ণা তপসি ততবনয়াৎ অযত ত। ১২।

কৃতসামা সা অনঙ্গসামাস্মেন অস্মেন মাস্মেন স্বং স্বয়ংবরং রহসা অমুং শ্রাবিতবতী মানী অঞ্জসা এনঃ স্মরতি ন। ১৩।

তদা সন্নাহস্থিতঃ মুদা সূতঃ নলং রহসি আহ স্ম সন্! অহঃ ন ব্যুদাসং ব্রজেৎ ইতি স্ফুটং প্রয়াম শ্রীঃ তু মদাসন্নাহ। ১৪।

বঙ্গার্থ।—"সেই ব্যক্তির এই সত্য বচনে, আমার শ্রম সার্থক হইল,—মনে করিয়া, আমি তোমার নিকটে বলিতে ফিরিয়া আসিয়াছি,"—এই কথা, ঐ নলান্বেষক ব্রাহ্মণ দময়ন্তীকে বলার পর, তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া নলের সংবাদদাতা উক্ত ব্রাহ্মণকে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলেন এবং তাঁহাকে পারিতোষিকস্বরূপ এত ধন দান করিলেন যে, তদবধি—ঐ ব্যক্তি একজন ধনবান্ বলিয়া খ্যাত হইলেন।১১।

(বড় অসময়ে মহাত্মা ঋতুপর্ণ নলকে সারথি-রূপে আশ্রয় দিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার নিকটে কৃতজ্ঞতাঋণে নল আবদ্ধ। অতএব হঠাৎ ঋতুপর্ণকে ছাড়িয়া আসা নলের ন্যায় ধার্ম্মিকের পক্ষে অসম্ভব ও অযুক্ত। কিন্তু নল যদি একদিনেই বহুদিনের কাজ করিয়া তুলিতে পারেন, তবে, ঋতুপর্ণকে বহুদিন সেবা করা রূপ ঋণ হইতেও তিনি মুক্ত হইতে পারেন। এই সব চিন্তা করিয়া দময়ন্তী তাহার সুন্দর উপায় নির্দ্ধারণ করিলেন,—ইহাই কবি বলিতে চান।) তার পর, ঐ সংবাদপ্রাপ্তিমাত্রে, তখনই, সেই সুদূর ও নানা সমৃদ্ধি-পূর্ণ অযোধ্যা হইতে গরুড়ের ন্যায় ক্ষিপ্রগমনে একদিনে বহুদিনের পথ অতিক্রমের দ্বারা ঋতুপর্ণের নিকটে কৃতজ্ঞতা-ঋণ শোধ করিয়া, ঋতুপর্ণকে লইয়া নল যাহাতে সত্বর চলিয়া আসেন, সেই কামনায়, পার্ব্বতীর ন্যায় দময়ন্তী কঠোর তপস্যায় নিরত হইলেন, এবং স্ব-বুদ্ধি-কৌশলেও কার্য্যোদ্ধারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন ॥ ১২।

(নিজের সারথিই যে সুপ্রসিদ্ধ নল-রাজা, ইহা ঘুণাক্ষরেও ঋতুপর্ণ জানিতেন না। দময়ন্তী এক অদ্ভুত কৌশল করিলেন। তিনি স্বয়ংবৃতা হইবেন,—এই সংবাদ যদি ঋতুপর্ণ শুনিতে পান,—তবে দময়ন্তীর লোভে, অতিসত্বর রথ চালাইয়া ভীম-রাজের সদনে স্বয়ংবর সভায় আসিবেন, সুতরাং সুদক্ষ সারথিকেও সঙ্গে আনিতে বাধ্য হইবেন। এই ভাবিয়া দময়ন্তী কি করিলেন, তাহাই কবি কহিতেছেন)—

বুদ্ধিমতী দময়ন্তী নানাপ্রকার মিষ্ট বাক্য প্রয়োগে একেবারে বিমোহিত করিয়া,—নিজের এক অতি অসাধারণ বিশ্বাস-ভাজন ব্রাহ্মণের দ্বারা গোপনে ঋতুপর্ণকে শুনাইলেন—যে, দময়ন্তী অচিরাৎ স্বয়ংবৃতা হইবেন। যাঁহাদের আত্ম-সম্মানজ্ঞান আছে, তাদৃশ ব্যক্তিরা যত বড় বিপদেই পড়ুন না কেন, কদাচ কোনরূপ ঘৃণিত পথ আশ্রয় করেন না। দময়ন্তীও করিলেন না। ১৩।

দময়ন্তী-প্রেরিত ঐ ব্রাহ্মণের নিকট গোপনে স্বয়ংবরের সংবাদ পাইয়া, রাজা ঋতুপর্ণ আনন্দে মাতিয়া উঠিলেন এবং কবচ, শিরস্ত্রাণ প্রভৃতি বীরোচিত ভূষণে বিভূষিত হইয়া, গোপনে নলকে কহিলেন,—"হে সাধো! আজকার দিনটা যেন বৃথায় না যায়। যে ভাবেই হউক, আজ দময়ন্তী-স্বয়ংবরে গিয়া পৌঁছিতে হইবেই। কেন না, যদি একবার দময়ন্তীকে লাভ করিতে পারি, তবে রাজ-লক্ষ্মী চির-দিনের মত আমার গৃহে বাঁধা থাকিবেন। ১৪।

সা বনিতা বধ্বানঃ স্বগুণৈঃ কর্ষতি কে হৃতাশ্চ বধ্বান।
স মহস্তাবদ্ধানঃ শ্ব ইতি যোজনশতং মিতাবধ্বানং ॥ ১৫ ॥

তং ত্বরযামা যামঃ প্রণয়েৰ্যদি মানিতত্রিযামাযামঃ।
নলজাযামাযামস্ত্বয়েত্যূচে ক হুর্দ্ধিয়ামাযামঃ ॥ ১৬ ॥

মাং ভজমানা শ্বঃ স্তান্নূনমসৌ তং প্রণোত্তমানাশ্বঃ স্তাম্।
ইতি মতিমানাশস্তাক্সায়মনাশক্য বিকৃতিমানাশস্তাম্ ॥ ১৭ ॥

অথ রথমারাবন্তং শস্ত্রাণি নলঃ শুভাশ্বমারাবন্তম্।
স জগামারাবন্তং নৃপতিমারোপ্য চ শুরুতমারাবন্তম্ ॥ ১৮ ॥

স্বাংসকৃতাবসনস্থ ক্ষণদূরত্বেন সঙ্গতাবসনস্থ।
ভূভর্ত্তা বসনস্থ ব্যস্ময়ত রথক্রতের্ধৃতাবসনস্থ ॥ ১৯ ॥

অন্বয়—সা বনিতা স্বগুণৈঃ ন বধ্বা কর্ষতি, কে বধ্বা হৃতাঃ চ ন, স মহঃ তাবৎ শ্বঃ ইতি ধ্বানঃ ন অধ্বা মিতৌ যোজনশতম্ ॥ ১৫ ॥

"তং অনিতত্রিযামাযামঃ ত্বয়া যদি মা প্রণয়েঃ, অমা যামঃ" নল-জায়ামায়াং অন্বয়া ইতি উচে। হুর্দ্ধিয়াং আযামঃ ক? ১৬ ॥

(যদি) তং প্রণোত্তমানাশ্বঃ স্তাম্ অসৌ নূনং শ্বঃ মাং ভজমানা স্তাৎ ইতি মতিমান্ অস্তাম্ অগ্নায়ম্ অনাশক্য আশস্ত আত্ত বিকৃতিমান্ (জাতঃ) ॥ ১৭ ॥

অথ নলঃ আরাবন্তং শস্ত্রাণি আবন্তং শুভাশ্বং গুরু-তমারাবং তং রথম্ আর, সঃ অরৌ অন্তং নৃপতিম্ আরোপ্য চ জগাম ॥ ১৮ ॥

ভূভর্ত্তা স্বাং সকৃতাবসনস্ত বসনস্ত রথক্রতেঃ অসনস্ত ধৃতৌ অসনস্ত সঙ্গতৌ ক্ষণদূরত্বেন ব্যস্ময়ত ॥ ১৯ ॥

বঙ্গার্থ।—হে সারথে! সেই বধূ দময়ন্তী স্বগুণে আমাকে যেন আবদ্ধ করিয়াই আকর্ষণ করিতেছেন। এ সংসারে তাদৃশী বধূ কাহারই বা চিত্ত-হরণ না করেন? লোক-পরম্পরায় শুনিলাম—আগামী কল্যই সেই স্বয়ংবর-মহোৎসব হইবে। তাহা হইলে, এ স্থান হইতে প্রায় শত-যোজন দূরে—সেই সভাস্থলে আজই গিয়া উপস্থিত হওয়া দরকার ॥ ১৫ ॥

আরও কহিলেন—"হে সারথে! রাত্রি এক প্রহর হইবার পূর্ব্বেই তুমি যদি তাড়াতাড়ি আমাকে তথায় লইয়া যাইতে পার, তবেই তাহার সমীপে পৌঁছিতে পারি"—এই কথা, দময়ন্তীর কৌশল বিস্মৃত হইয়া ঋতুপর্ণ বলিলেন। তাঁহার বিলম্ব অসহ্য হইয়া উঠিল! তা' হইবেই ত? কামান্ধরা কি কালবিলম্ব সহিতে পারে? ॥ ১৬ ॥

যদি মদীয় সারথি বাহুক (নল) অশ্বগুলিকে ভালো করিয়া পরিচালিত করেন, তাহা হইলে দময়ন্তী নিশ্চয়ই কল্য আমাকে ভজনা করিবেন,—এই চিন্তা করিয়া এবং দময়ন্তীর পক্ষে নল ছাড়া অন্য পুরুষ ভজনা করা সম্ভব কি না, তাহা আদৌ না ভাবিয়া,—আপনার ধারণানুসারে রাজা ঋতুপর্ণ দময়ন্তীলাভবিষয়ে একপ্রকার দৃঢ়-নিশ্চয় হইলেন এবং ক্রমেই চিত্তবিকারের অধীন হইয়া পড়িলেন ॥ ১৭ ॥

অনন্তর সারথি নল দ্রুতগামী, নানা-অস্ত্র-শস্ত্রে পরিপূর্ণ, বলিষ্ঠ তুরঙ্গ যুক্ত ও অত্যন্ত-শব্দকারী রথে আরোহণ করিলেন এবং সেই অরিকুল-বিনাশী রাজা ঋতুপর্ণকেও আরোহিত করিয়া যাত্রা করিলেন ॥ ১৮ ॥

এতই বেগে রথ ছুটিল যে, স্কন্ধধাবর্ত্তী মহারাজ ঋতুপর্ণের স্কন্ধস্থিত উত্তরীয়, রথ-বেগোদ্ভূত বায়ুবশে হঠাৎ উড়িয়া গিয়া এক অসন-বৃক্ষে সংলগ্ন হইল। রাজা ফিরিয়া দেখিতে দেখিতে রথ বহুদূর অতিক্রম করিয়া গেল,—রথের এই অতিক্রতগতি দর্শনে রাজার আর বিস্ময়ের সীমা রহিল না ॥ ১৯ ॥

কলগণনাদক্ষস্য ব্যধিত তদাসোঽশ্বনোদনাদক্ষস্য।
তপসি চ না দক্ষস্য প্রহর্ষণং হৃদয়বোধনাদক্ষস্য॥ ২০॥
বলজিতদেবার্য্যাভ্যাং বিদ্যাবিনিময়ো যুগপদেবার্য্যাভ্যাম্।
সংমর্দেবার্য্যাভ্যাং ব্যধায়ি সংস্পৃস্য সম্পদেবার্য্যাভ্যাম্॥ ২১॥
তদনু ক্রুতমক্ষমতঃ স্বীকৃত্যাশ্বদহনেঽধিকতমক্ষমতঃ।
কলিরুন্নতমক্ষমতঃ স্ফুটমেব গতো নলস্তু ন তমক্ষমত॥ ২২॥
পতিতমলসমেতস্যা ভৈম্যা রুষি বিদ্ধি মানলসমেতস্যাঃ।
আর্ত্তামলসমেতস্যাশ্রিতস্য শরণপ্রদোনলসমেতস্যাঃ॥ ২৩॥
কলিমিতি নানামায়ং নমস্তমমুঞ্চন্মহামনা নামায়ম্।
কীর্ত্তিধনানামায়ং স দধাতি হরন্তি রিপুজনানামাযম্॥ ২৪॥

অন্বয়—সঃ না অক্ষস্য হৃদয়বোধনাৎ অক্ষস্য কলগণনাৎ অশ্বনোদনাদক্ষস্য তপসি চ দক্ষস্য তদা প্রহর্ষণং ব্যধিত॥ ২০॥

বলজিতদেবার্য্যাভ্যাং সংমর্দেঃ অবার্য্যাভ্যাম্ আভ্যাম্ আর্য্যাভ্যাং যুগপৎ এব বাধি সংস্পৃস্য সম্পদে বিদ্যাবিনিময়ঃ ব্যধায়ি॥ ২১॥

তদনু স্ফুটম্ এবং অশ্বদহনে অধিকতমক্ষমতঃ অতঃ কলিঃ ক্রুতম্ উন্নতম্ অক্ষং গতঃ, নলঃ তু অতঃ অক্ষং স্বীকৃত্য তং ন অক্ষমতঃ॥ ২২॥

নল এতস্যাঃ তস্যাঃ ভৈম্যাঃ অনলসমে রুষি পতিতম্ অলসং মা বিদ্ধি অতঃ আর্ত্তানলসমেতস্য সঃ আশ্রিতস্য মে শরণপ্রদঃ স্যাঃ॥ ২৩॥

ইতি নমন্তং নানামায়ং কলিম্ অয়ং মহামনাঃ অমুঞ্চৎ নাম যং রিপুজনানামাযাঃ হরন্তি সঃ কীর্ত্তিধনানাম্ আয়ং দধাতি॥ ২৪॥

বঙ্গার্থ।—নল প্রজাপতি দক্ষের ন্যায় তপঃ-সিদ্ধ ও অশ্বচালনায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। রাজা ঋতুপর্ণের দ্যূতক্রীড়ায় নৈপুণ্য ও কলিবৃক্ষের ফলগণনায় পারদর্শিতা দর্শনে নলের পরম আনন্দ জন্মিল। (তিনি ভাবিলেন—ইঁহার নিকট হইতে আমি কলি-দহন-বিদ্যা শিখিয়া লইব এবং তৎপরিবর্ত্তে, ইঁহাকে আমার অশ্ববিদ্যা-শিক্ষা করাইব))॥ ২০॥

নল এবং ঋতুপর্ণ—উভয়েই পরম বীর। বাহুবলে তাঁহারা উভয়েই দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করিয়াছিলেন; যুদ্ধস্থলে তাঁহাদের গতিরোধ করে, এমন কেহই ছিল না। এতাদৃশ প্রভূত-ক্ষমতাশালী বীরদ্বয়, পরস্পরের বিদ্যানৈপুণ্য দর্শনে বিস্মিত হইয়া, স্ব স্ব অত্যুদয়বাসনায় সলিল স্পর্শপূর্ব্বক পরস্পরের বিদ্যাবিনিময় করিলেন। ঋতুপর্ণকে নল অশ্ববিদ্যা এবং নলকে ঋতুপর্ণ কলিদহন বিদ্যা অর্পণ করিলেন॥ ২১॥

তার পর কলিদহনে নলের অতিশয় শক্তি উৎপন্ন হওয়ায়, তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া কলি গিয়া এক অতি বিশাল বিভীতক তরুকে আশ্রয় করিল। কিন্তু ঋতুপর্ণের নিকট হইতে লব্ধ অক্ষ-হৃদয়-বিদ্যাপ্রভাবে নল তথায়ও কলিকে তাড়া করিলেন। কলি মহা বিপদে পড়িল॥ ২২॥

তখন কলি উপায়ান্তর না দেখিয়া কহিল—হে নল! তোমার হৃদয়মধ্যবর্ত্তিনী দময়ন্তীর হুতাশন-সম-ক্রোধে পড়িয়া আমি মারা যাইতে বসিয়াছি। দুঃখানলে আমি নিরন্তর পুড়িতেছি। নিরুপায় আমি তোমার শরণ লইলাম। আমাকে আশ্রয় দাও, রক্ষা কর॥ ২৩॥

এই ভাবে একান্ত নত হইয়া পড়ায়, মহাত্মা নল সেই নানামায়াধর ইন্দ্রজালনিপুণ কলিকে অব্যাহতি দিলেন। শত্রুগণের প্রণতি-স্বীকারে যিনি শত্রুবধে বিরত হন, তিনি অনন্ত যশের ভাজন হইয়া থাকেন॥ ২৪॥

অথ সুরাশ্বস্তেন প্রাস্থিত রাজা মহাত্মনাশ্বস্তেন।
সা ললনাশ্বস্তেন স্যাদিতি হসতাবিরোধিনাশ্বস্তেন ॥ ২৫ ॥
সোঽয়মমেনাযত্ততামিষ্ট ইতি নলঃ সমস্বনেনাযততাম্।
বহতি দিনেনাযততাম্পুরীম্প্রিয়েণাশ্রিতাঞ্জনেনাযততাম্ ॥ ২৬ ॥
কর্ত্তৃ্মানস্তেন শ্রম ইতি নীতো ভুবোঽয়মানস্তেনঃ।
স্বন্ধামানস্তেন প্রেম্ণা ভীমেন জিতবিমানস্তেন ॥ ২৭ ॥
সজ্জনতামহিতস্য ব্যগ্রেতরলোকসূচিতামহিতস্য।
স ধিষতামহিতস্য ক্রতং পুরস্যেক্ষণাত্ততাম হি তস্য ॥ ২৮ ॥
প্রথিততমায়া মায়াং শুচিরথ বসতাবস্থত্তমায়ামায়াম্।
চারুতমায়ামায়ান্নলঃ স্মরবাসমসুসমাষা মায়াম্ ॥ ২৯ ॥

অন্বয়।—অথ বিরোধিনা আত্ত অস্তেন আশ্বস্তেন মহাত্মনা সা ললনা মঃ তেন স্যাৎ? ইতি হসতা তেন সুরাশঃ রাজা প্রাস্থিত। ২৫।

সঃ অয়ম্ অনেনাযততাম্ ইষ্টঃ নলঃ ইতি অনেন সমং তু আয়ততাং প্রিয়েণ জনেন আশ্রিতাং তাং পুরীং দিনে অনায়ততাং বহতি আয়ত। ২৬।

তেন ভীমেন তে শ্রমঃ ন ইতি অয়ং ভুবঃ ইনঃ মানং কর্ত্তৃম্ অনন্তেন প্রেম্ণা জিতবিমানং স্বং ধাম নীতঃ। ২৭॥

স সজ্জনতামহিতস্য বিষতাম্ অহিতস্য তস্য ব্যগ্রেতর-লোকসূচিতামহিতস্য পুরস্য ঈক্ষণাৎ ক্রতং ততাম হি। ২৮॥

অথ শুচিঃ নলঃ মায়াং প্রথিততমায়াঃ অসুসমায়াঃ মায়াং স্মরন্ অস্তুতমায়ামায়াং চারুতমায়াং বসতৌ বাসম্ আয়াৎ। ২৯॥

সরলার্থ।—পরম শত্রু কলি সত্বর নলকে পরিত্যাগ-পূর্ব্বক চলিয়া গেলে, মহাত্মা নল—আশ্বস্ত-হৃদয়ে অশ্ব-চালনা করিলেন, ঋতুপর্ণও অবশিষ্ট পথ রথ-যোগে অতিক্রম করিয়া চলিলেন। নল মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, হায় ঋতুপর্ণ, কাল দেখিতেছি, দময়ন্তী তোমার আর সা হইয়া ছাড়িল না! নলের বড়ই হাসি পাইতে লাগিল। ঋতুপর্ণ কিন্তু দময়ন্তীকে পাইবার জন্ম ছুটিতেছেন। ২৫।

দিনের আলো ক্রমে কমিয়া আসিল। এ দিকে নিষ্পাপ সজ্জন-বন্নভ নলও ঋতুপর্ণকে লইয়া সেই সমৃদ্ধি-শালিনী প্রিয়তমা দময়ন্তীর নিবাসস্থলী কুণ্ডিনপুরীতে গিয়া পৌছিলেন ॥ ২৬।

ধরণীপতি ঋতুপর্ণ উপস্থিত হইলে, রাজা ভীম বিনয়-সহকারে তাঁহার অভ্যর্থনা করিলেন এবং পথিশ্রমে তত কষ্ট হয় নাই ত?—ইত্যাদি সপ্রণয়-সম্ভাষণপূর্ব্বক, তাঁহাকে স্বীয় আকাশচুম্বী প্রাসাদমধ্যে সাদরে লইয়া গেলেন। ২৭॥

ভীম নৃপতির প্রাসাদ-চত্বরে প্রবেশ পূর্ব্বক রাজা ঋতুপর্ণ সেই সজ্জন-পূজিত, পরন্তপ ভীমের রাজপুরীতে বীরভাবে অবিশৃঙ্খলার সহিত বহুলোকের দ্বারা অনুষ্ঠিত উৎসবাদি দর্শন করিয়া, অবাক্ হইলেন এবং ভীম কত অসাম-সম্পদ্-বিশিষ্ট এবং তিনি নিজে ইঁহার তুলনায় কি নগণ্য—ভাবিয়া মনে মনে ক্লেশ অনুভব করিলেন। ২৮।

কর্কোটক-প্রদত্ত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক নল পবিত্র হইয়া-ছিলেন। আর তাঁহার সে মতিবিভ্রম ছিল না। তিনি স্পষ্টই বুঝিতে পারিলেন,—শরীর-সৌন্দর্য্যে সাতিশয় প্রসিদ্ধি-শালিনী, প্রাণ-সদৃশী ভীমনন্দিনী তাঁহাকে আনিবার জন্যই পুনঃ স্বয়ংবররূপ ছল অবলম্বন করিয়াছেন। মনে মনে এই প্রকার বিচার করিয়া, তিনি সুপরিসর ও পরম মনোহর বাস-গৃহে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। ২৯।

তং স্বনয়ানন্তরসান্নিধ্যগতং সুময়বানন্তরসা।
অভ্যুদয়ানন্তরসাবধিত মুদা নৈষধপ্রিয়ানন্তরসা ॥ ৩০ ॥

তন্মূমালী কেন হ্রীয়ত ইত্যত্র সুমুখনালীকেন।
কিং হীনালীকেন স্বকমিত্রা কৃত্তরিপূজনালীকেন। ৩১ ॥

তং সাধামানয়তঃ পরীক্ষ্য বহুধা গুণাভিরামা ন যতঃ।
স্বজনগিরা মানয়তঃ স্ববরবস্ত্বাবসতিমপি পবামানয়তঃ ॥ ৩২ ॥

তরসৈবাসাবাস স্বাং বিকৃতিমহের্বহন্ সুবাসা বাসঃ।
স্থিরভাবাসাবাসস্নিগ্ধশ্চারংস্ত নৃপতিবাসাবাসঃ ॥ ৩৩ ॥

নৃপধামনি শান্তেন ব্যতীত্য ভৈমীসমাগমনিশান্তেন।
ত্বিষতামনিশান্তেন শ্বশুরো দৃষ্টঃ প্রিতোত্তমনিশান্তেন ॥ ৩৪ ॥

অন্বয়।—স্বনয়নান্তরসান্নিধ্যগতং তরসা সুময়বানং তম্ অবেক্ষ্য অসৌ অনন্তরসা নৈষধপ্রিয়া মুদা অন্তঃ অভ্যুদয়ান্ অধিত। ৩০।

কৃত্তরিপূজনালীকেন সুমুখনালীকেন হীনালীকেন স্বক-মিত্রা কিম্ অত্র কেন হ্রীয়তে ইতি তম্মূমা আলী (আনয়ত ইতি পরেণ সম্বন্ধঃ)। ৩১।

তং সাধা অমানয়তঃ বহুধা পরীক্ষ্য পরাং স্ববরস্তা-বসতিম্ অপি স্বজনগিরা আনয়ত, যতঃ মানয়তঃ গুণাভি-রামাঃ ন (ভবন্তি কিং? ভবন্তি এব)। ৩২।

সুবাসাঃ অসৌ অহেঃ বাসঃ বহন্ তরসা এব স্বাং বিকৃতিম্ অসে, অসৌ স্থিরভাবা আস, স্নিগ্ধঃ চ (নলঃ) নৃপতিবাসাবাসঃ (সন্) অরংস্ত ॥ ৩৩ ॥

নৃপধামনি শান্তেন প্রিতোত্তমনিশান্তেন ত্বিষতাম্ অনিশান্তেন তেন ভৈমীসমাগমনিশাং ব্যতীত্য শ্বশুরঃ দৃষ্টঃ। ৩৪।

বঙ্গার্থ।—পরদিন স্বয়ংবরসভার অধিষ্ঠান হইলে, —নিজের বুদ্ধিকৌশলে সমীপে আনীত নল, দ্রুতবেগে রথ চালনাপূর্ব্বক সভাভিমুখেই আসিতেছেন—দেখিয়া, নল-প্রিয়া—দময়ন্তী অপার আনন্দ-সাগরে নিমগ্ন হইলেন। তাঁহার হৃদয়ে যুগপৎ কত প্রকার সুখ-সম্ভোগের কথা উদিত হইতে লাগিল। ৩০।

শত্রু-কুল-ধ্বংসকারী, শোভন-মুখ-পদ্ম-সমন্বিত, সত্যপ্রিয় আমার হৃদয়-বল্লভ কিসের অভাবে এই বস্তুপর্ণের আবাসে অবস্থান করিতেছেন?—ভাবিয়া দময়ন্তী বড়ই বিষণ্ণা হইলেন এবং এক সখীকে নল-সমীপে পাঠাইয়া দিলেন। ৩১।

সেই সখী নলের নিকটে গিয়া, নানাপ্রকার বুঝাইয়া এবং বিশেষরূপে বার বার পরীক্ষা করিয়া, নিতান্ত আত্মীয়বৎ ব্যবহারে নলের চিত্ত-বিমোহন-পূর্ব্বক তাঁহাকে দময়ন্তীর প্রাসাদে লইয়া আসিল। গুণবান্ ব্যক্তিরা সর্ব্বত্রই সম্মান-লাভ করিয়া থাকেন। সুতরাং নলও যে করিবেন,—তাহাতে আর কথা কি? ৩২।

সুপরিচ্ছদধারী নল সেই কর্কোটক-নাগ-দত্ত বস্ত্র-ধারণ-পূর্ব্বক, অচিরাৎ কলি-প্রভাবজাত খর্ব্বত্ব কুরূপ প্রভৃতি কদর্য্য আকৃতি পরিহার করিলেন। দময়ন্তী পূর্ব্বাপর নলে অবিচলিত-হৃদয়াই ছিলেন। স্নেহময় নল, এত দিনে ভীম-নৃপতির আবাসে স্থান লাভ করিয়া দময়ন্তীর সহিত পরম সুখে ও নানা আমোদ-প্রমোদে কাল-যাপন করিতে লাগিলেন ॥ ৩৩ ॥

বহুদিন পরে শান্তিপ্রাপ্ত, পরন্তপ নল ভীম-প্রাসাদের এক অতি মনোজ্ঞ কক্ষে দময়ন্তীর সহিত রাত্রি-যাপন করিয়া শ্বশুর ভীম-রাজকে দর্শন করিলেন। ৩৪ ॥

ধৃতজড়িমা নেহাসীদৃতুপর্ণোঽপি প্রদৃশ্যমানে হাসী।
আত্মসমানেহাসীদভিপূজ্যৈনং নলোঽরিমানেহাসী ॥ ৩৫ ॥

সাম্যসমাসামা স্বৈরমত্র পুরে নলোঽয়মাসামাস।
স্ত্রীণামাসামাস প্রমমমুনানায়ি সুমুখমাসা মাসঃ ॥ ৩৬ ॥

অথ মহদারাজিতয়া স্বপুরকম্বা নলস্তদারাজিতয়া।
সাসিগদারাজিতয়া পুষ্করমভ্যধাদ্ধদারাজিতয়া ॥ ৩৭ ॥

ময়ি গহনা মায়াসি ত্বয়া মনো মাত্র মানিনামায়াসি।
ধনুরবনামাসি দ্যূতায়ালং ক চেতনামায়াসি ॥ ৩৮ ॥

ইত্যুক্তো দেবনতঃ সোঽর্থ্যভবৎ পুষ্করঃ প্রমাদেঽবনতঃ।
যেন স বিভিদে বনতঃ পুরাবনেঃ প্রমমপি প্রপেদেঽবনতঃ ॥ ৩৯ ॥

অন্বয়।—না অরিমানেহাসী ঋতুপর্ণঃ আত্মসমানে প্রদৃশ্যমানে ইহ ধৃতজড়িমা, আসীৎ অপি হাসী নলঃ এনম্ অভিপূজ্য অহাসীৎ। ৩৫।

সা সুসমাসামা অয়ং নলঃ অত্র পুরে স্বৈরম্ আসামাস, আসাং স্ত্রীণাং প্রমম্ আস, সুমুখমাসা অমুনা মাসঃ অনায়ি (চ)। ৩৬।

অথ নলঃ তদা আরাজিতয়া অজিতয়া সাসিগদারাজিতয়া চম্বা মহৎ স্বপুরম্ আর, উদারাজিতয়া পুষ্করম্ অভ্যধাৎ। ৩৭।

ত্বয়া ময়ি গহনা মায়া আসি, অত্র মানিনাং মনঃ ন আয়াসি? ধনুরবনামায় দ্যূতায় অলম্ অসি। ক চেতনাম্ আয়াসি? ৩৮।

ইতি উক্তঃ প্রমাদে অবনতঃ সঃ পুষ্করঃ দেবনতঃ অর্থ অভবৎ, যেন সঃ পুরা অবনেঃ অবনতঃ বিভিদে, বনতঃ প্রমম্ অপি প্রপেদে। ৩৯।

বঙ্গার্থ।—শত্রু-বিজয়ী পুরুষশ্রেষ্ঠ রাজা ঋতুপর্ণ প্রভাত-কালে নলকে নিজেরই মত শ্রীমান্ দর্শন করিয়া, একেবারে বেকুব বনিয়া গেলেন। (যাহাকে কদাকার কুব্জ সারথি ভাবিতেন, সে যে মনোজ্ঞ-কান্তি এই নল,—ইহা দেখিয়া তিনি অবাক্ হইয়া গেলেন)। নলও মিটিমিটি হাসিয়া নানা ধনরত্নের দ্বারা সম্মানিত করিয়া ঋতুপর্ণকে বিদায় করিলেন। ৩৫।

প্রাণসমা দময়ন্তীর নানাবিধ প্রবোধবাক্যে এবং মনোহর ব্যবহারে পূর্ব্বজাত সমস্ত দুঃখ-কষ্ট বিস্মৃত হইয়া নল ভীমরাজ প্রাসাদে অসঙ্কোচে বাস করিতে লাগিলেন। নলের প্রসন্ন মুখ-চন্দ্র-দর্শনে বিচ্ছেদ-কাতর পুরবাসিনীদিগের সকল দুঃখ অপহৃত হইল। এই ভাবে তাঁহার এক মাস কাটিল। ৩৬।

অনন্তর, শত্রুগণের দ্বারা অপরাজেয়, অসি-গদা প্রভৃতি যুদ্ধাস্ত্রে সুসজ্জিত মহতী সেনা সমভি-ব্যাহারে, বীরবর নল, স্বীয় রাজধানীতে গমন-পূর্ব্বক, বিপুল সংগ্রামে রাজ্যাপহারী ভ্রাতা পুষ্করকে আহ্বান করিলেন। ৩৭।

নল কহিলেন—হে পুষ্কর! তুমি আমাকে নানা ছলনা দ্বারা প্রতারিত করিয়াছিলে। তোমার দুর্ব্যবহারে, শুধু আমি নহি, সমস্ত—সাধু-সজ্জনের হৃদয়ও ব্যথিত হইয়া-ছিল। এখন সম্মুখে এস, হয় ধনুঃ, না হয় পাশা, যাহা ভাল বোধ, অবলম্বনপূর্ব্বক সম্মুখীন হও। রণক্রীড়া বা অক্ষক্রীড়া, যাহা তোমার ইচ্ছা, আমি তাহাতেই রাজি আছি। ৩৮।

নল কর্ত্তৃক এইরূপে আহূত হইয়া পুষ্কর দুর্ব্বুদ্ধিবশতঃ একটা মস্ত ভুল করিয়া বসিল। যে খেলায়, ইতিপূর্ব্বে নলকে রাজ্যভ্রষ্ট করিয়াছিল, বনে বনে নল কত লাঞ্ছনা ভুগিয়াছিলেন,—পুষ্কর এখন আবার সেই অক্ষক্রীড়াই করিতে রাজি হইল। ভাবিল, পূর্ব্ববারের মত এবারেও দুর্দশার চরম করিয়া ছাড়িতেছি। ৩৯।

স চ রাজাযতত্তেন দ্যুতেঽসুপণে জিতো ব্যজায়ত তেন।
নির্ব্যাজায়ততত্তেন ত্যক্তশ্চাগঃসু গতরজা যততে ন॥ ৪০॥
অয়ি ভবনে ত্রায়স্ব স্বভুবং পুষ্কর! মুদঞ্জনেঽত্রায়স্ব।
মৃগবলনেত্রায় স্বস্নেহায় পুরেব বিমলনেত্রায় স্বঃ॥ ৪১॥
হরিপবনযমানস্য স্ববলাদিতি তুলয়তোঽনুনয়মানস্য।
স্নেহানয়মানস্য প্রণতিমধাৎ পুষ্করঃ সুনয়মানস্য॥ ৪২॥
অরিসেনানাশস্যাশ্রিতবৎসল! তেঽস্তু চেতনানাশস্যা।
পূরিতনানাশস্যাস্তোকযশোভিঃ কদাপি নানাশঃ স্যাঃ॥ ৪৩॥
ইতি স ননাম নলস্য প্রণতোঽঙ্ঘ্রী ফুল্লবক্ত্রনামনলস্য।
অহিতানামনলস্য প্রযযৌ সার্দ্ধং তেন নামনলস্য॥ ৪৪॥
মুদমমুনামুক্তেন প্রাপ স্বরাজ্যং মহাত্মনামুক্তেন।
ধৃতনানামুক্তেন রাজ্যশ্চিরমপ্রাশাসি বিঘট্টনামুক্তেন॥ ৪৫॥

অন্বয়।—স চ রাজা নির্ব্যাজায়ততেন অযততেন তেন অসুপণে দ্যূতে জিতঃ ব্যজায়ত (অভূৎ), ত্যক্তঃ চ, গতরজাঃ আগঃসু যততে ন। ৪০।

অয়ি পুষ্কর! ভবনে স্বভুবং ত্রায়স্ব, অত্র জনে মুদম্ অয়স্ব, মৃগবলনেত্রায় বিমলনেত্রায় স্বস্নেহায় পুরা ইব স্বঃ। ৪১।

স্ববলাৎ হরিপবনযমান্ তুলয়তঃ অনুনয়মানস্য স্নেহান্ অয়মানস্য সুনয়মানস্য অস্য ইতি প্রণতিং পুষ্করঃ অধাৎ। ৪২।

আশ্রিতবৎসল! অস্তোকযশোভিঃ পূরিতনানাশস্য অরিসেনানাশস্য তে চেতনা অশস্যা অস্তু ন কদাপি অনাশঃ ন স্যাঃ। ৪৩।

ইতি সঃ প্রণতঃ ফুল্লবক্ত্র নামনলস্য অহিতানাম্ অনলস্য নলস্য অঙ্ঘ্রী ননাম তেন সার্দ্ধং প্রযযৌ। ৪৪।

আমুক্তেন অমুনা মুদং প্রাপ, মহাত্মনাম্ উক্তেন বিঘট্টনামুক্তেন ধৃতনানা-মুক্তেন স্বরাজ্যং রাজ্যং চিরং প্রাশাসি। ৪৫।

বঙ্গার্থ।—ছল-কাপট্য-বিহীন, শুভাদৃষ্ট-সম্পন্ন নলের সহিত, জীবন পণ রাখিয়া, পুষ্কর অক্ষক্রীড়ায় প্রবৃত্ত এবং নলের নিকটে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইল। নল কিন্তু তাহার প্রাণ সংহার করিলেন না। হিংসা-মাৎসর্য্যাদি-শূন্য মহাত্মারা কাহারও কোন অপরাধ চিরদিন মনে করিয়া রাখেন না, তাঁহারা সর্ব্বদাই ক্ষমাশীল। ৪০।

নল কহিলেন—ভাই পুষ্কর! তোমাকে আমি যে রাজ্যাংশ ছাড়িয়া দিলাম, তুমি তাহা রক্ষা কর। রাজ্যবাসী প্রজাপুঞ্জকে আনন্দ-দান কর। আমরা দুই ভাই, এস, পরস্পরের সামর্থ্যে অধিকতর শক্তি-সম্পন্ন হইয়া, প্রীতিপূর্ণ-লোচনে ও স্নেহময়-হৃদয়ে পূর্ব্বের মত মিলিয়া মিশিয়া বসবাস করি। ৪১।

সামর্থ্যে ইন্দ্র, বায়ু এবং যমের তুল্য, নীতিমান্ নল স্নেহ-পূর্ণ হৃদয়ে উক্ত প্রকার অনুনয়-বিনয় করার পর, পুষ্কর নম্র হইলেন এবং নলের নিকট নতি স্বীকার করিলেন। ৪২।

পুষ্কর কহিলেন—হে আশ্রিতবৎসল! তোমার যশঃ দিগন্ত-বিশ্রান্ত, তুমি শত্রুকুলের কৃতান্ততুল্য, কি আর বলিব? চিরদিন যেন তোমার এই প্রকার সুবুদ্ধি অব্যাহত থাকে এবং জীবনে কখনও যেন কোনো বাসনা ব্যাহত না হয়। ৪৩।

এই প্রকার স্তুতি করিতে করিতে পুষ্কর নলের চরণে প্রণত হইলেন। নলের মুখ প্রফুল্ল শতদলের মত শোভা পাইল। কেহ ত্রুটি স্বীকার করিলে, বীরোত্তম নল তৃণের চেয়েও নম্র হইতেন। এ ক্ষেত্রেও তাহাই হইলেন এবং পুষ্কর প্রসন্নবদন নলের অনুগমন করিলেন। ৪৪।

তদনন্তর, সাধু-সজ্জনদিগের নিতান্ত বশংবদ হইয়া, সর্ব্ব-প্রকার আপদ্ ও অশান্তিবিরহিত অবস্থায়, মণিমুক্তা-খচিত উজ্জ্বল রাজ-পরিচ্ছদে বিভূষিত নল, কবচ-ধারী ভ্রাতা পুষ্করের সহিত একত্র অবস্থানপূর্ব্বক পরম আনন্দ প্রাপ্ত হইলেন। ৪৫।

উপসংহার

বসুমতী সাহিত্য- মন্দির হইতে প্রকাশিত কালিদাস-গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড শেষ হইল। এই খণ্ডে, কুমারসম্ভব, মেঘদূত এবং নলোদয়—এই তিনখানি পুস্তক আছে। তন্মধ্যে—

(১) কুমারসম্ভব

সম্বন্ধে বিশেষ গোল দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে যে কুমারসম্ভব সর্ব্বত্র পরিদৃষ্ট হয়, তাহা সপ্তদশ সর্গে সম্পূর্ণ। অথচ মল্লিনাথ,—যিনি "দুর্ব্যাখ্যা"রূপ "বিষ"দ্বারে কালিদাসের ভারতীকে "মূর্চ্ছিতা" দেখিয়া সজল-নয়নে, বিষবৈদ্যের ন্যায়, তাঁহাকে পুনরুজ্জীবিত করিতে লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন, তিনি কুমারের আটসর্গ বই আর স্পর্শও করেন নাই। ইহা দেখিয়া মনে হয়, তাঁহার মতে, ঐ আট সর্গ পর্য্যন্তই কালিদাসের লিখিত, তদতিরিক্ত কালিদাসের নহে। স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় আবার ১ম হইতে ৭ম সর্গ পর্য্যন্তই কালিদাসরচিত বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছেন। এ সম্বন্ধে এই দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমাংশে, আবশ্যক-স্থলে বিস্তৃত-ভাবে আলোচনা করা গিয়াছে।—কুমারের নবমাদি সর্গ হয় ত, কালিদাস-নামা অপর কোন ব্যক্তি রচনা করিয়াছিলেন। কালবশে,—নামের সৌসাদৃশ্য নিবন্ধন অমর কালিদাসের সহিত ঐ সব কালিদাস নামা ব্যক্তি আসিয়া মিশিয়া গিয়াছে। অপ্রধান প্রধানের দ্বারা ব্যপদিষ্ট হইয়াছেন। এরূপ সংশয়ের হেতুও দেখিতে পাইতেছি। নলোদয়ের প্রসঙ্গে ইহা আলোচিত হইবে।

বহুকাল পূর্ব্বে, মৎকৃত "কালিদাস" গ্রন্থে, অষ্টম সর্গাবধিই যে কালিদাসের রচিত, ইহা আমি কুমারের নবমাদি সর্গের রচনা হইতেই প্রমাণিত করিয়াছি। অষ্টমাতিরিক্ত সর্গগুলি যে কালিদাসের হইতেই পারে না, তাহা তদ্গ্রন্থে এবং এই খণ্ডের প্রথমে পুনরায় প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই জন্যই আমি কুমারের অষ্টম সর্গাবধির সম্পাদন করিয়াছি। তদতিরিক্ত নয় সর্গ, বসুমতীর পূর্ব্ব-সংস্করণের পুস্তকের পুনর্মুদ্রণমাত্র। আমি স্পর্শও করি নাই।

"বঙ্গমাতার" সুসন্তান, বহুভাষাবিৎ, কলিকাতা ইম্পীরিয়াল লাইব্রেরীর পূর্ব্বতন অধ্যক্ষ সুপ্রসিদ্ধ ৺হরিনাথ দে মহোদয় কুমারসম্ভব সম্বন্ধে মদীয়—"কালিদাস" পুস্তকের ভূমিকায় যাহা লিখিয়াছিলেন, পাঠকগণের গোচরার্থ তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল :—

"The Kumara Sambhavam was probably the next Great work of Kalidasa. In the present shape it consists of 17 cantos; but out of these only the first Eight were written by Kalidas himself,—a fact recognised by Mallinath commented on these cantos only. The rest is the work of an inferior hand, for it is inconceivable that Kalidasa could ever have been guilty of errors of style and diction with which the last nine cantos of Kumarasambhavam abound. The Kumarasambhavam, as written by Kalidasa, ends with the nuptials of Hara and Parvati, and the birth of Kartikeya. It is in all probability composed by the poet with a view to celebrate the birth of Kumaragupta, the son of his patron Chandra Gupta II."

(২) মেঘদূত

কালিদাসের মেঘদূতের দিকে চাহিলে মনে হয়, অন্য কোন গ্রন্থ না লিখিয়া যদি তিনি কেবল খণ্ডকাব্য-লক্ষণাক্রান্ত এই মহাকাব্য-খানিই লিখিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও কবি কালিদাসের প্রাপ্য কিরীট তাঁহারই শিরে স্থাপিত হইয়া অলঙ্কৃত হইত। মেঘদূতের আদ্যন্তই যেন একটা স্বপ্ন। সেই কবে, কোন্ বর্ষার প্রারম্ভে বিরহী যক্ষ এই স্বপ্ন দেখিয়াছিল, অদ্যাবধি,—কত যুগ-যুগান্ত চলিয়া গিয়াছে, সে স্বপ্নের বিরতি হয় নাই। এমন তীব্রমধুর বেদনার গান সংস্কৃত ভাষায় আর নাই; কালিদাসের পর, ভারতের কত কবি, অকবি, সুকবি, মহাকবি, কত দূর লিখিয়াছেন,—কালিদাসের সুরে সুর মিলাইয়া কাঁদিতে গিয়াছেন, কিন্তু সে কান্না জমে নাই। আলোচ্য মেঘদূতের ত্রিসীমানাতেও পৌঁছিতে পারে নাই। 'পদাঙ্কদূত,' 'হংস-দূত,' 'ভ্রমরদূত,' 'বাতদূত,' 'কোকিলদূত' প্রভৃতি বহু দূতের আমরা সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছি, 'কাকদূত' পর্য্যন্ত দেখিয়াছি,—কিন্তু অরুণালোকে কুজ্ঝটিকার ন্যায়, মেঘ-দূতের প্রভায় তাহা কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। যদিও সর্ববাদি-সম্মতরূপে কালিদাসের কথা এখনও নির্ণীত হয় নাই, তবুও কিন্তু একটা ব্যাপারে মনে হয়—সুদূর চীনদেশে পর্য্যন্ত মেঘদূতের স্বপ্নের ছায়া বিস্তার লাভ করিয়াছিল। কেন না, কালিদাস ব্যাস বাল্মীকি ছাড়া অন্য কোনো কবির নিকট যে ঋণী নন, কোনো অনার্য কবির লেখা যে তাঁহার উপজীব্য নহে, এ কথা, একাধিকবার এই গ্রন্থাবলীর মধ্যে উক্ত হইয়াছে। অন্যদেশীয় কোন কবির মেঘদূত দেখিয়া তিনি মেঘদূত লিখিয়াছিলেন,—ইহা ভাবিতেও তাঁহার ন্যায় বাগ্‌দেবতার বরপুত্রের প্রতি অমর্য্যাদা করা হয়। খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের হিম্-কন্ নামে একজন মহা-কবি চীনদেশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং মেঘদূত নামে তদ্দেশীয় ভাষায় একখানি উপাদেয় গ্রন্থ রচনা করিয়া-ছিলেন। (১) এই হিম্-কন্ আবার সুপ্রসিদ্ধ নাগার্জ্জুনের "প্রণয়মূল-শাস্ত্র টীকা নামক উপাদেয় গ্রন্থেরও চীনভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। (২) প্রত্নতাত্ত্বিকগণের পরিশ্রমের ফলে, কালিদাস যদি খৃষ্টীয় ৩য়, ৫ম, বা ৬ষ্ঠ শতকে অবনমিত হন, তবে বলিতে হয়,—কালিদাসের মেঘদূতের পূর্ব্বে ঐ চীনমেঘদূত বিরচিত। কিন্তু উক্ত চৈনিক কবি নাগার্জ্জুনের গ্রন্থের অনুবাদকর্ত্তা,—ইহা দেখিয়া, স্বতঃই মনে হয় যে, কালিদাসের মেঘদূতও হয় ত, তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িয়া থাকিবে। অবশ্য ইহাতে, কালিদাসকে ঐ চৈনিক কবির পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া স্বীকার করিতেই হয় এবং ইহাতে প্রত্নতাত্ত্বিকগণের মতবিরোধ ঘটিবারও সম্ভাবনা; কিন্তু তাই বলিয়া, ঘটনার অনপলাপে যাহা বুঝা যায়, তাহা গোপন করাও ঠিক নহে।

মেঘদূতে অনেক প্রক্ষিপ্ত শ্লোক আছে। শুধু মেঘদূত কেন, রামায়ণ-মহাভারত হইতে আরম্ভ করিয়া রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্র পর্য্যন্ত,—প্রক্ষিপ্ত রচনার বাহুল্য দৃষ্টি-গোচর হয়। তবে কালিদাসের লেখায় প্রক্ষিপ্ত অংশ অতি সহজেই ধরিতে পারা যায়। আলোচ্য মেঘদূতে, প্রক্ষিপ্ত কবিতাগুলি পরিত্যক্ত হইয়াছে। কোন কোন বঙ্গদেশীয় প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে মেঘদূত রঘুবংশের পরে বিরচিত বলিয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি কিন্তু তাহা স্বীকার করিতে পারি নাই। মেঘদূতের "তাৎপর্য্য" অংশে,—স্থলান্তরে ইহা আলোচিত হইয়াছে। এই মেঘদূতের "বঙ্গার্থ"-রচনায় আমি যাহাতে সংস্কৃতানভিজ্ঞগণও অনায়াসে কবির কবিত্ব-সৌন্দর্য্য উপলব্ধি করিতে পারেন, সে পক্ষে সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াছি। তবে আমার অজ্ঞতা স্মরণ করিয়া, সে বিষয়ে কৃতকার্য্যতায় আমি ঘোর সন্দিহান্।

(৩) নলোদয়

এই গ্রন্থখানি—রঘু-শকুন্তলা-কুমার-মেঘদূতের রচয়িতা কালিদাসের নহে বলিয়াই আমার বিশ্বাস।—১ম খণ্ডের পুষ্পবাণবিলাস, শৃঙ্গাররসাষ্টক, শৃঙ্গারতিলক প্রভৃতির ন্যায় ইহাও কোন এক অর্ব্বাচীন লেখকের নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয়। এরূপ দুরূহতর ও দুর্ব্বোধ এবং কষ্টকল্পিত শব্দাড়ম্বরের, কালিদাস কোন দিনই পক্ষপাতী ছিলেন না। আমার ধ্রুব ধারণা,—এই সকল গ্রন্থ কালিদাসনামা অপর লেখকদিগের দ্বারা বিরচিত। কালক্রমে উত্তমাধমের ভেদ লোপ হইয়া গিয়াছে এবং কেবল নামসাদৃশ্যের বলে "যত কিছু পাপং

(১) Chinese Literature by Prof, H. Giles.—P. 116,

(২) Introduction of Kalidasa,—P. 3'

নরোত্তমে চাম্‌ৎ" হইয়াছে,—অমর কালিদাসের স্কন্ধে আসিয়া পড়িয়াছে। কালিদাস নামে যে আরও কতিপয়, অন্ততঃ আরও দুই জন "কবি" ছিলেন, তাহা সুপ্রসিদ্ধ রাজ-শেখর—

"একোঽপি জীয়তে হন্ত। কালিদাসো ন কেনচিৎ।
শৃঙ্গারললিতোদ্গারে কালিদাসত্রয়ং কিমু।"

এই শ্লোকেই স্পষ্টতঃ দেখিতে পাই। হইতে পারে যে, অন্য কালিদাস-দ্বয়ের রচিত গ্রন্থও আসিয়া ক্রমে কালিদাসের গ্রন্থরূপে খ্যাতিলাভ করিয়া প্রচলিত হইয়াছে। নতুবা,—প্রাচীন কালিদাসের প্রকৃতি-সিদ্ধ সৃষ্টি-নৈপুণ্যের এক ভগ্নাংশও ঐ সকল অর্বাচীন কালিদাসের গ্রন্থে নাই। কুমারসম্ভবের নবমাদি সর্গও কি জানি,—এই ভাবেই হয় ত আসিয়া ক্রমে প্রাচীন কালিদাসের কুমারের সহিত জুড়িয়া গিয়াছে। অথবা বঙ্কিমবাবুর—"কপালকুণ্ডলা কোথায় গেল"র—উত্তর যেমন পরবর্ত্তী লেখক কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইয়াছিল, তদ্রূপ, কেহ হয় ত "কুমারসম্ভব" শব্দকে, যতটা সম্ভব, টানিয়া দীর্ঘ, দীর্ঘতর, দীর্ঘতম করিতে করিতে শেষে তারকাসুরের চিতায় সপ্তকাষ্ঠ দিয়া ছাড়িয়াছেন।—ঐ সব অংশের ন্যায় নলোদয়ও যে কোন অবান্তর লেখকের কষ্ট-কল্পিত রচনা, তাহাতে সন্দেহ নাই। কালিদাসের নামে সাধারণ্যে প্রচলিত বলিয়াই, জানিয়া শুনিয়াও এই সকল গ্রন্থের ব্যাখ্যা বিশদার্থ প্রভৃতি প্রকৃত কালিদাসের গ্রন্থের সহিত 'কালিদাস গ্রন্থাবলী' বলিয়া প্রকাশ করিতে হইল, নতুবা, প্রকৃতপক্ষে, এই সব পুস্তক কালিদাস-কাব্যের সহিত একসূত্রে গ্রথিত হইবার যোগ্যই নহে।

শ্রীশ্রী৺বিশ্বনাথের কৃপায় গ্রন্থাবলীর দ্বিতীয় খণ্ডও প্রকাশিত হইল। এখন তৃতীয় খণ্ড লোক-লোচনের গোচরীভূত করিতে পারিলেই নিজেকে কৃতার্থ মনে করিব। —উপসংহারে আমি যুক্ত-করে পাঠক-পাঠিকাগণের নিকট নিবেদন করিতেছি যে,—

অযুক্তমস্মিন্ যদি কিঞ্চিদুক্তম্
অজ্ঞানতো বা মতিবিভ্রমাদ্বা।
ঔদার্য্য-কারুণ্য-বিশুদ্ধ-ধীভি-
র্মনীষিভিস্তৎ কৃপয়া-বিশোধ্যম্।

বারাণসী
৩রা আশ্বিন—১৩৩৬

গ্রন্থ-সম্পাদক।